শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি।

অর্থাৎ

শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিতামৃত।

OPINIONS OF THE PRESS.

Ramkrishna Paramhansa is a great character of the Ninteenth Century. His life is a life, worth to be studied by all. Therefore we take special interest in all the works that deal with his life and teachings. This RAMKRISHNA PUNTHI—the book which is now before us—is surely an excellent addition to his biographical literature. We heartly thank the author Babu Akshoy Kumar Sen, for his splendid work, and we hope our countrymen will not get the support of the public, add the work dies for want of funds, the disgrace will be ours and not of the author.

The book is not only interesting and instructive, but it contains some lines here and there which might be called real poesy. The author's language is often faulty, but he seems to be not a man of letter, and writes out of inspiration. His ignorance of grammar and rehtoric has given to his book the simplicity and the purity of nature ; and he has painted his GURU as perhaps he really was,—THE QUEEN December 17th. 1894.

Babu Akshoy Kumar Sen has done a very valuable service, to the cause of Hinduism by undertaking to publish the story of Ramkrisna's life, of which the first part only has be given to the public. The book is being writen in verse after the simple and elegant style of the great masters, Krittibas and Kasidas. We sincerely congratulate the writer on this happy choice of style. The subject cannot be rendered better in any other. Is it too much to expect that the sacredness of the subj ect matter combined with all the charms of expression with which it has been embellished will find an admirer, to say the least, in every nook and corner of Bengal, the land which has been hallowed with the birth and presence of the sweet should and simple saint—the divine Ramkrisna.—THE WEEKLY NEWS February 2nd. 1895.

The SRI SRI RAM KRISHNA PUNTHI is a metrical biography of Paramhansa Ram Krisna by Babu Akshay Kumar Sen. For Ram Krishna's sake at least this biography deserves public patronage.—THE INDIAN MIRROR, November 24th. 1894.

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিতামৃত বা ভাগবত বর্ণনোদ্দেশে, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেন, এই পুঁথি বা ভাগবত রচনা করিয়াছেন। পূজনীয় বৃন্দাবন দাস যেমন চৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছেন, পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেনও সেইরূপ পুঁথি বা রামকৃষ্ণভাগবত রচনা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণচরিত সামান্য মনুষ্য-চরিত নহে, এবং যিনি এই চরিত রচনা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তিনিও সামান্য জীবশ্রেণীভুক্ত নহেন। যাঁহারা অবতারবাদ মানেন এবং যাঁহারা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিবেন।

বাবু অক্ষয়কুমার সেন সাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহার আকার ও অবস্থাদি দেখিলে সহসা কাহারও মনে হইবে না যে, রামকৃষ্ণ পুঁথির ন্যায় পুঁথি বা ভাগবত তাঁহার দ্বারায় কখন লিখিত হইতে পারে ; কিন্তু ভগবানের লীলায় সকলই অলৌকিক। তিনি

কাহার দ্বারায় যে কোন কার্য্য করান, তাহা সামান্য মনুষ্যবুদ্ধির সম্পূর্ণ অতীত। রামকৃষ্ণ পুঁথি লিখিবার পূর্ব্বে, অক্ষয় বাবু কখন দুই ছত্র কবিতা একত্র করিয়া লিখেন নাই, অথচ যখন লিখিলেন, তখন একেবারেই এই সুবৃহৎ গ্রন্থ অতিশয় সুললিত ছন্দে ও মধুর ভাষায় রচনা করিয়া ফেলেন। বিদ্যাবুদ্ধিহীন অক্ষয়কুমার পর্য্যায়ক্রমে বাল্য; মধ্য, প্রকাশ বা প্রচার এবং অন্ত এই চারি খণ্ডে রীতিমত রামকৃষ্ণপুঁথি লিখিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। সকলেই জানেন, রামায়ণরচয়িতা বাল্মীকিও প্রথমে মূর্খ নিষ্ঠুর দস্যু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য লীলায় জগাই মাধাই এক মুহূর্ত্তে সাধুত্তম হইয়া গিয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলায়ও বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে। অক্ষয় বাবুর সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি, তাঁহাতেও ঠিক এইরূপ আশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপারই ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে। তিনি যখন প্রথমে ঠাকুরের নিকটে গমন করেন, তখন তিনি একদিন কাতর হইয়া ঠাকুরকে বলেন যে, আমি কানা। ঠাকুর তাহাতে কেবল মাত্র আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন, আর কোন কথাই কহেন না। ঠাকুর তখন যে কি অর্থে সেরূপ উর্দ্ধে দেখাইয়া দেন, তাহা সামান্য মনুষ্যবুদ্ধির একেবারেই অগোচর। কিন্তু আজ সেই অক্ষয় বাবু যে কিরূপ কানা, তাহা তাঁহার পুঁথিই তাহার উপযুক্ত সাক্ষী দিতেছে। যাহা হউক, যে পুঁথি এবং যাঁহার পুঁথি তিনি লিখিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। অবতারবাদ মানিলে পূজনীয় বৃন্দাবন দাস পুনরায় ভগবানের লীলা বর্ণনা করিতে মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছেন, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত যে শ্রেণীর গ্রন্থ, পুঁথিও যে সেই শ্রেণীর গ্রন্থ, তাহা বলাই অত্যুক্তি মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর, কলিকাতা—১৪ই পৌষ, শকাব্দা ১৮১৬।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি অর্থাৎ শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের চরিতামৃত। প্রথম খণ্ড শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। এই খণ্ডে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু মহাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন! আজকাল লোকে চুটকী চটকেই আত্মহারা, নাটক নভেলেই জিয়ন্তে মরা! হুট রসের কথাতেই প্রাণভরা এ বাজারে যদি এইরূপ মহাপুরুষদিগের জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস এ বিপ্লবে অনেক বাধা পড়িবে, এ অবিরল স্রোতের খর-প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া আসিবে, আবার ধর্ম্মভাব তৃণাচ্ছাদিত "ভায়লেট" কুসুমের ন্যায় ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখা দিবে। অক্ষয় বাবু এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যথার্থই দেশের ও দশের উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। পুঁথিখানি পদ্যে রচিত। কবি কৃত্তিবাস, কাশীদাসের প্রণালী অবলম্বন করিয়া অক্ষয় বাবু পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বিবিধ সুললিত ছন্দে জীবনী প্রকাশ করিতেছেন, আমরা প্রথমখণ্ড পাঠ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, একে সাধক জীবনের অপূর্ব্ব মহিমা, তার উপর আবার রামকৃষ্ণ আমাদের মধ্যেই ছিলেন, কাজেই তাঁহার জীবনী যে সাধারণের পক্ষে আদরের হইবে, ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। লেখার প্রণালী মধুর ও প্রাঞ্জল। বুঝিবার পক্ষে কোন কষ্ট নাই। ভরসা করি, হিন্দুমাত্রেই অক্ষয় বাবুর প্রণীত এই সাধক-জীবনী ক্রয় করিবেন, ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়ত্র মঙ্গল হইবে, পারত্রিক মঙ্গলেচ্ছু কোন হিন্দু ইহাতে বিরত হইবে?

সুলভ দৈনিক, কলিকাতা—৯ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩০১ সাল।

সূচীপত্র।

চতুর্থ খণ্ড।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

রামকৃষ্ণাষ্টকম্ স্তোত্রম্।

শ্রীমদভেদানন্দ-স্বামিনা বিরচিতম্।

বিশ্বস্য ধাতা পুরুষস্ত্বমাদ্যো
হ্যব্যক্তেন রূপেণ ততং ত্বয়েদম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে,
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্॥ ১॥

ত্বং পাসি বিশ্বং সৃজসি ত্বমেব,
ত্বমাদিদেবো বিনিহংসি সর্ব্বম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে,
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্॥ ২॥

মায়াং সমাশ্রিত্য করোষি লীলাং,
ভক্তান্ সমুদ্ধর্ত্তুমনন্তমূর্ত্তে।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে,
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্॥ ৩॥

বিধৃত্য রূপং নরবত্ত্বয়া বৈ,
বিজ্ঞাপিতো ধর্ম্ম ইহাতি গুহ্যঃ
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে,
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্॥ ৪॥

তপোঽথ ত্যাগমদৃষ্টপূর্ব্বং,
দৃষ্ট্বা নমস্যন্তি কথং ন বিজ্ঞাঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে,
কৃপা কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্॥ ৫॥

ত্বন্নাম শ্রুত্বাত্র ভবন্তি ভক্তা,
বয়ন্তু দৃষ্ট্বাপি ন ভক্তিযুক্তাঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে,
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্॥ ৬॥

সত্যং বিভুং শান্তমনাদিরূপং
প্রসাদয়ে ত্বামজমন্তশূন্যম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে,
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্॥ ৭॥

জানামি তত্ত্বং নহি দৈশিকেন্দ্রং,
কিংবা স্বরূপং কথমেব ভাবম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে,
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্॥ ৮॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টকম্।

গুরু বন্দনা

—০:*:০—

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছা-কল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু॥
জয় হে অনাথ-নাথ পতিত-পাবন।
জয় জয় দীন-বন্ধু অধম-তারণ॥
কৃপাসিন্ধু দীনের ঠাকুর তুমি হরি।
জয় রামকৃষ্ণ পরমহংস নামধারী॥
পতিত পাবন জয় অগতির গতি।
দীনশরণ তুমি দীনে রাখ প্রীতি॥
ভুবন-পাবন জয় ভক্তগলহার।
জগজন-তারক হারক ভবভার॥
জয় হৃদি-রঞ্জক ভঞ্জক ভব-ভয়।
করণ-কারণ কর্ত্তা হয় স্থিতি লয়॥
তুমি শিব তুমি শক্তি নারায়ণ তুমি।
তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ অখিলের স্বামী॥
তুমিই সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম হরি।
জয় জয় রামকৃষ্ণ নর-রূপধারী॥
নিরাকার সাকার সবার ঘটে স্থিতি।
জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের পতি॥
বেদের অগম্য তুমি বেদের অপার।
জয় জয় রামকৃষ্ণ সর্ব্বসারাৎসার॥
অনন্ত তোমার শক্তি লোকবোধাতীত।
না দেখালে কোন জনে না হয় প্রতীত॥
করুণাসাগর তুমি জীব-হিতকারী।
জয় জয় রামকৃষ্ণ দ্বিজবেশধারী॥
জয় প্রেম-ভক্তিদাতা অজ্ঞান-নিবারী।
জয় জয় রামকৃষ্ণ তিন-তাপ-হারী॥
সেবানন্দদাতা তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধিদাতা।
জ্ঞানের জনক তুমি তুমি ভক্তি-মাতা॥
জীবদুঃখাতুর তুমি করুণা-নিদান।
অধমে অভয় পদে যেচে দাও স্থান॥

দুঃখী দাসে বড় বাস বিনা প্রয়োজনে।
দয়াল তোমার মত না দেখি ভুবনে॥
স্বার্থশূন্যে কর অন্যে কৃপারাশিদান।
দ্বিতীয় কে বল তব সম দয়াবান্॥
শুন রে অবোধ মন কহি কর যুড়ি।
গাও গাও রামকৃষ্ণ দিবা-বিভাবরী॥
থাক মন অভয় কমল-পদে তাঁর।
উদ্ধারি আপনা কর আমার উদ্ধার॥
জপ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম গাও।
তরিয়া আপনি আগে আমারে তরাও॥
ভজ পূজ রামকৃষ্ণ সেই রূপ ধ্যান।
তিনি সকলের সার এই কর জ্ঞান॥
ডাক রামকৃষ্ণে ছাড়ি কপট চাতুরী।
জীব-হিত-সদাব্রত ভবের কাণ্ডারী॥
ছি ছি মন ছাড় ছাড় কামিনী-কাঞ্চন।
অকিঞ্চিতে কেন কর বৃথা আকিঞ্চন॥
ছাড়ি পাদপদ্মে মধু কেন মর বুলে
বিষময় সংসার কাঁটার কিয়াফুলে॥
গেছে পাখা তবু শিক্ষা এখন না হ'ল।
মায়া অন্ধ কিয়া গন্ধ ভাবিছ কেবল॥
কিয়া-রেণু তোর তনু সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপেছে।
কণ্ঠশ্বাস প্রাণে আশ আর কিবা আছে॥
কর না বারেক রামকৃষ্ণ-গুণ-গান।
নাহি কিছু রামকৃষ্ণ-নামের সমান॥
পতিত-পাবন নাম গিয়াছেন রেখে।
দেখ ফল ক'রে বল একবার ডেকে॥
অমৃত অপেক্ষা তাঁর নাম মিঠে লাগে।
মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে নাম হৃদয়েতে জাগে॥
নাহি কিছু রামকৃষ্ণ-নামের উপমা।
যে করেছে সে মজেছে তারে আছে জানা॥

একে যদি খায় মিষ্ট অন্যে নহে মজা।
অবিশ্বাসী হৃদয়ের ফল মাত্র সাজা॥
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হরে একবারে।
কায়মনে যদি রামকৃষ্ণ নাম করে॥
দয়াল ঠাকুর নিজে বলেছেন কথা।
তিনি দায়ী তাঁর নামে যাহার মমতা॥
ভাবাবেশে উল্লাসে আশ্বাসি উচ্চরবে।
পতিতপাবন নামে সকল সম্ভবে॥
পাপ নাশ কিবা কথা সেবাভক্তি পায়।
উপায় যে ভাবে মাত্র রামকৃষ্ণ পায়॥
যাগ যজ্ঞ যপ তপ না পায় সন্ধানে।
কি দেন ঠাকুর মোর নিলে তাঁর নামে॥
যে যা করে দেখ মন কি কাজ বিচারি।
গাও গাও রামকৃষ্ণ দিবা বিভাবরী॥
দুবাহু তুলিয়া গাও সরল পরাণে।
ত্যজ ব্যাজ লোকলাজ সরম-ভরমে॥
নিষ্ঠামনে ইষ্ট জেনে কর সারাৎসার।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমার॥
সাজাইতে বড় সাধ আমার অন্তরে।
নাহি অর্থ ধন-রত্ন সাজাতে তাঁহারে॥
স্বতই সুন্দর তিনি জন-মনোহর।
ভুবন-মোহন মূর্ত্তি সুন্দর আকর॥
যেই মতে সাজাইত মুক্তা-লতা-বনে।
দাম বসুদাম আদি সুবল শ্রীদামে॥
সুদীর্ঘ মুকুতা-হার মুকুতার চূড়া।
মুকুতা-বসন মুকুতার গুঞ্জবেড়া॥
মুকুতায় সাজাইত শ্রবণ-কুণ্ডলে।
মুকুতা-নূপুর দিত বাঁধি পদতলে॥
মুকুতার বালা করি পরাইত হাতে।
সাজাত মুকুতা দিয়া সাজিত যেমতে॥
মুকুতায় সাজাইত মোহন বাঁশরী।
সাজাইতে সেই মতে বড় সাধ করি॥
ভুবন সাজান যিনি সাজাইতে তাঁরে।
বামন হইয়া চাই চাঁদ ধরিবারে॥

যদ্যপি করিতে প্রভু কর্ম্মকার জেতে।
বনাতাম সিংহাসন যেন আছে চিতে॥
করিয়া কায়স্থ মোর হাতে দিলে কাঠি।
দিবানিশি কাটি কাল কালি ঘাঁটি ঘাঁটি॥
পেটের জ্বালায় ঘুরি সাহেবের দ্বারে।
জনমের মত দুঃখ রহিল অন্তরে॥
সাজাইতে একমাত্র দিয়াছ চন্দন।
ইহাতে বনাব যত সব আভরণ॥
কমল সহস্র দল থরে থরে আনি।
মনোহর সিংহাসন বনাব অমনি॥
চন্দনের চূড়া চন্দনের মালা গলে।
কিবা শোভা মনলোভা চন্দনকুণ্ডলে॥
চন্দনের মুক্তালতা ঘেরা চারি ধারে।
চন্দনের গুঞ্জবেড়া মন-প্রাণ হরে॥
চন্দনের বনাইব বিচিত্র আসন।
পরাব তোমারে প্রভু চন্দন-বসন॥
নানা জাতি সুগন্ধি কুসুম আনি তুলি।
সাজাই ঠাকুর মোর প্রাণের পুতুলি॥
সুদন ক্ষুধের ভোজ্য করিয়া যতনে।
বারে বারে দিতে ভোগ বড় হয় মনে॥
আরে মন সমর্পণ সব কর পদে।
প্রাণ মান আদি যত বৈভব সম্পদে॥
শুদ্ধ তাঁরে সার কর জ্ঞান বুদ্ধি বল।
সম্পদ বিপদ সখা সহায় সম্বল॥
কেন মন অকারণ অনিত্য সংসারে।
বারে বারে মর ঘুরে ছাড়িয়া ঠাকুরে॥
ভাই বল বন্ধু বল কিবা সুত দারা।
স্বার্থপর সব নর সময়েতে তারা॥
এখন সময় আছে কেন পাও কষ্ট।
বল মন সর্ব্বক্ষণ হরে রামকৃষ্ণ॥
অগণ্য প্রভুর ভক্ত ইষ্ট গোষ্ঠী জান।
নাহিক আপন কেহ তাঁদের সমান॥
সযতনে দেখ মন ভক্তে রেখ প্রীতি।
আত্মীয়স্বজন তাঁরা তাঁরা বন্ধু জাতি॥

তক্তমধ্যে ছোট বড় জ্ঞান হয় ভ্রম।
সকলে আমার পূজ্য বুঝাবে এমন ॥
ছোট বড় বিচারেতে নাহি অধিকার।
সকলে বুঝিবে রামকৃষ্ণ-পরিবার ॥
রামকৃষ্ণ-ভক্তে বুঝ জীবন-জীবন।
ভাব মন দিবা নিশি তাঁদের চরণ।
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ভক্ত এই দুই শ্রেণী।
সকলের রজ আশে লুটাও অবনি ॥

ভক্ত-বন্দনা।

—ঃ*ঃ—

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

গললগ্ন-কৃত্তবাস ভক্তগণ আগে।
সবার চরণ-রেণু অভাগিয়া মাগে ॥
রামকৃষ্ণ-ভক্তসম নাহি কিছু আর।
যাদের হৃদয়মধ্যে প্রভুর আগার ॥
যাহা কিছু নাহি মিলে শাস্ত্র-আলাপনে।
অনায়াসে হয় লভ্য ভক্ত-দরশনে ॥
ভক্তের অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
পঙ্গুরে করিলে দয়া লঙ্ঘে গিরিবরে ॥
অন্ধেরে করিলে কৃপা দিব্যচক্ষু মিলে।
সুমধুর গুপ্ত খেলা দেখে কুতূহলে ॥
শুষ্ক কাঠে যদি কৃপা-কণা দান করে।
ফুল পত্র প্রসবিয়া তখনি মুঞ্জরে ॥
আচোট পাষাণে যদি দেখে আঁখি মিলে।
দ্রবময়ী বারি হ'য়ে স্রোত বহি চলে ॥
সুমূর্খ উপরে যদি দয়া উপজয়।
আগম নিগম বেদ হৃদয়ে উদয় ॥
ভক্তি বলি যেই বস্তু ভক্তি-শাস্ত্রে বলে।
শাস্ত্র-অধ্যয়নে সেই ভক্তি নাহি মিলে ॥
পঞ্জিকাতে যেন কত আড়া জল লেখা।
নিঙ্গুড়িলে পাঁজি নাহি বিন্দু যায় দেখা ॥
সেইমত ভক্তি-শাস্ত্রে ভক্তি-বিবরণ।
আছে মাত্র নাহি মিলে ভকতি-রতন ॥
সেই ভক্তি লাভ ভক্ত-সেবনেতে হয়।
সত্যাপেক্ষা অতি সত্য কহিনু নিশ্চয় ॥
প্রভুপদ লভিতে যাহার আছে মন।
আগে ভজ শ্রীপ্রভুর ভকত-চরণ ॥
ভক্তের মহিমা-গানে নাহিক শকতি।
সুমূর্খ পামর আমি হীনবুদ্ধি-মতি ॥
প্রভু-ভক্ত সম পূজ্য আর কিবা আছে।
গুরুভক্ত-পদরজ অভাগিয়া যাচে ॥
কৃপাবিন্দু ভক্ত-বৃন্দ কর মোরে দান।
অধমেরে যুগল চরণে দেহ স্থান ॥
পদরজ বিনে মম গতি নাহি আর।
রজ-রত্ন দিয়া হবে করিতে উদ্ধার ॥
আর এক মাগি ভিক্ষা তোমা সবা ঠাঁই।
দেহ শক্তি ঠাকুরের লীলা কিছু গাই ॥

রামকৃষ্ণ-লীলাগানে বড় অভিলাষ।
কারণ তাহার নিম্নে করিনু প্রকাশ ॥
সহরে চাকুরি করি পাড়াগাঁয়ে ঘর।
অন্নকষ্ট হেতু চিরকাল দেশান্তর।
বৎসরান্তে যদি কিছু দিন ছুটি পাই।
দেখিবারে সবে ঘরে দেশে চ'লে যাই ॥
নাহি পেলে অবসর যাওয়া নাহি হয়।
স্নেহময়ী জননীর দুঃখ অতিশয় ॥
সিন্নি মানসিক মাতা করে সত্যপীরে।
দিব পূজা সত্যপীর ছেলে এলে ঘরে ॥
একবার ঘরে যবে জননী আমার!
হাঁড়ি হাঁড়ি মোণ্ডালাড়ু করি স্তূপাকার ॥
পূজা দেন সত্যপীরে শুভবার তিথি।
পুরোহিতে করে পাঠ সত্যপীর পুঁথি ॥
শুনিতে শুনিতে পুঁথি কেঁদে উঠে প্রাণী।
কেন সত্যপীর পূজা কেন তায় সিন্নি ॥
দয়াল ঠাকুর মোর পতিতপাবন।
ক্ষণে ক্ষণে হৃদিমধ্যে হয় উদ্দীপন ॥
সাধ এঁটে ফুটে উঠে অন্তর ভিতরে।
রামকৃষ্ণ ঠাকুরের পুঁথি পেলে পরে ॥
হেনরূপে নিমন্ত্রিয়া যত গ্রামবাসী।
রাখিতাম প্রভু-প্রিয় ঝিলিপির রাশি ॥
বসাইয়া সিংহাসনে ঠাকুর আমার।
চন্দনে সাজায়ে দিতু গলে ফুলহার ॥
আনি তুলে শতদল-পদ্ম অগণন।
করিতাম চারিধারে কমল-কানন ॥
আয়োজন নানা ভোজ্য যায় তাঁর প্রীতি।
আপনি করিতু পাঠ রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥
এই উপজিল সাধ পুঁথি কিসে পাই।
বিষম সমস্যা পুঁথি লিখি শক্তি নাই ॥
প্রভু সম প্রভু-ভক্ত অতুল শকতি।
দয়ায় বনায়ে দেহ রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥
আমার অতীত সাধ্য নাই বুদ্ধি বল।
তোমাদের পদরজ ভরসা সম্বল ॥
কৃপা-শক্তি দিয়া মোরে কর বলীয়ান্।
যেন পারি করিবারে প্রভু-লীলা গান ॥
লিখি পুঁথি লোকখ্যাতি নাহি আশা মনে।
সুদ্ধমাত্র চাই পুঁথি পাঠের কারণে ॥
দেহ রামকৃষ্ণভক্তি আর পুঁথি তাঁর।
তোমা সবা প্রভু-ভক্তে প্রার্থনা আমার ॥
নাহি চাই জপ তপ ধ্যান আচরণে।
সাযুজ্য সালোক্য আদি সামীপ্য নির্ব্বাণে ॥
নাহি চাই সিদ্ধাই ঐশ্বর্য্য আদি যত।
বিড়ম্বনা মাত্র বোধ নহে মনোমত ॥
সাজাইব মনমত ঠাকুর আমার।
অবিরত রব রত সেবাতে তাঁহার ॥
মনে মনে এই সাধ উঠে দিবারাতি।
তাই মাগি তোমা ঠাঁই রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥

ইতি বন্দনা শেষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

শ্রীপ্রভুর জন্ম-কথা।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম।

হুগলী জেলায় গ্রাম কামারপুকুর।
সৎদ্বিজকুলে জন্ম হৈল শ্রীপ্রভুর॥
চাটুর্য্যে শ্রীখুদিরাম জনক তাঁহার।
তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতি শুদ্ধ নিষ্ঠাচার॥
জাতিগত কর্ম্ম যাহা সব আচরণ।
জপ তপ ধ্যান পূজা তীর্থপর্য্যটন॥
হইলে দূরস্থ তীর্থ নির্ভয় অন্তর।
পায়ে হেঁটে যান সেতুবন্ধরামেশ্বর॥
ন্যায়পরায়ণ তেঁহ ধার্ম্মিক সুধীর।
রামভক্ত শালগ্রাম ঘরে রঘুবীর॥
রঘুবীরে পূজিবারে বড়ই পীরিতি।
সিদ্ধবাক্ দ্বিজবর দেশেতে খিয়াতি॥
নানান কাহিনী তাঁর নানা জনে রটে।
আজ্ঞায় বেলার গাছে নিত্য ফুল ফুটে॥
ব্রহ্মশক্তি-পরিপূর্ণ তেজঃপুঞ্জকায়।
দেখিলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি আপনি উজায়॥
নির্দ্ধন যদিও তাঁর ঘরে নাই অর্থ।
সম্মুখে দাঁড়াতে কার না ছিল সামর্থ্য॥
যে পুকুরে নিতি নিতি হ'ত স্নান তাঁর।
তাঁর আগে নামে জলে সাধ্য নাই কার॥
নিষ্ঠাচারে বড় আঁটা তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
শূদ্র-দত্ত-দ্রব্য নহে কখন গ্রহণ॥
গেরুয়া বসন পরা গম্ভীর আকার।
কোন কালে নহে যাওয়া ঘরে যার তার॥
গ্রামে জানে পদ-রজে ব্যাধি নাশ হয়।
পরশিতে পদদ্বয় কাঁপিত হৃদয়॥
গ্রাম-পথে যেতে নত লোক সারি সারি।
গললগ্নবাস লুটে দোকানী পসারি॥
এদিকে দয়াল হৃদি অতি মিষ্টভাষী।
উদার সরল সমন্বিত গুণরাশি॥
নিজে যেন সেই মত ভার্য্যা গুণবতী।
মূর্ত্তিমতী দয়া যেন গঠন আকৃতি॥
ক্ষুধার্ত্ত যে কেহ গিয়া দাঁড়ালে দুয়ারে।
যতনে দিতেন তিনি যা থাকিত ঘরে॥
অন্তরেতে সরলতা এত দীপ্তিমান্।
উত্তর পূরব কিছু না ছিল গিয়ান॥
অবিদিত পাঁচ সাত পরহিতে রত।
নিরুপম অলৌকিক গুণ কব কত॥
সামান্যা নহেন ইনি ব্রাহ্মণের ঘরে।
ভূভার-হরণ প্রভু ধরেন উদরে॥
প্রভুর জননী হন আমাদের আই।
অতঃপর এই আখ্যা দিয়া তাঁরে গাই॥
কোটি কোটি দণ্ডবৎ আইর চরণে।
আক্ষেপ বড়ই তাঁয় না দেখি নয়নে

গল-বাস কর-যোড়ে সকলের আগে।
আইর চরণ-রেণু অভাগিয়া মাগে॥
তাঁহার ভাগ্যের কথা না যায় বাখানি।
তিন পুত্র প্রসবেন আই ঠাকুরাণী॥
শ্রীরামকুমার আগে, মাঝে রামেশ্বর।
সবার কনিষ্ঠ প্রভু করুণা-সাগর॥
কন্যাদ্বয় মধ্যে দেবী কাত্যায়নী জ্যেষ্ঠা।
সর্ব্বমঙ্গলা দেবী তাঁহার কনিষ্ঠা॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামের অক্ষয় নন্দন।
কৈশোর বয়সে দেহ ছাড়িল জীবন॥
মধ্যমের দুই পুত্র একটি নন্দিনী।
রামলাল, শিবরাম, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
এই কয় মাত্র দেখি ইষ্টপরিবার।
অসংখ্য প্রণাম করি শ্রীপদে সবার॥
আইর যে গর্ভে জন্ম লইলেন প্রভু।
আশ্চর্য্য কাহিনী হেন নাহি শুনি কভু॥
একবার পিতা তাঁর গয়াধামে যান।
ঘটিল তথায় কিবা শুনহ আখ্যান॥
এক দিন দ্বিজবর দেখেন স্বপন।
অতি সুমধুর কথা আশ্চর্য্য কথন॥
শঙ্খ-চক্র গদাপদ্ম- চতুর্ভুজধারী।
শ্যামল উজ্জ্বল কায় করযোড় করি॥
পুত্র হ'য়ে জনমিব তোমার আগারে।
হাসিয়া হাসিয়া কথা কন দ্বিজবরে॥
উত্তরে কহেন দ্বিজ ওরে বাছাধন।
কি খাওয়াব তোরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
পুনশ্চ মূরতি কহে ব্রাহ্মণের ঠাঁই।
আমার পোষণে ভার চিন্তা কিছু নাই॥
এত বলি নিমিষের মধ্যে অন্তর্ধান।
অদর্শনে ব্রাহ্মণের আকুল পরাণ॥
নিদ্রা-ভঙ্গে উঠিলেন ব্রাহ্মণ চমকি।
এ ঘোর রজনীযোগে এ কি রূপ দেখি॥
আপনার মনে দ্বিজ করিয়া বিচার।
অবগত হইলেন মর্ম্ম কি ইহার॥

হেথা আই ঠাকুরাণী আপন ভবনে।
কহিতেছিলেন কথা নারীত্রয় সনে॥
শিবের মণ্ডপ এক আছিল অদূরে।
দেখিলেন আসে কিবা বায়ুরূপাকারে॥
আসিয়া প্রবেশ কৈল গর্ভেতে তাঁহার।
ভয়ার্ত্ত হইলা আই দেখিয়া ব্যাপার॥
যে তিন নারীর সঙ্গে কথা হ'তেছিল।
আই ঠাকুরাণী তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া কহিল॥
নানা জনে নানা মতে নানা কথা কহে।
অবাক্ হইয়া আই দাঁড়াইয়া রহে॥
নারীত্রয় মধ্যে এক ধনী কামারিণী।
পশ্চাৎ গাইব আমি তাঁহার কাহিনী॥
অতি ভাগ্যবতী এই কামারের মেয়ে।
থাকিতাম নিতাম তাঁর পদরজ গিয়ে॥
প্রভুকে বাৎসল্য বড় আছিল তাঁহার।
কত ভাগ্য এ সৌভাগ্য ঘটয়ে কাহার॥
ভুবনপাবন যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু।
অনাথের নাথ যিনি জগতের গুরু॥
সম্বোধন করিতেন তাঁহারে মা বলি।
এ অভাগা মাগে হেন জন পদধূলি॥
বিচার না করি কিছু জাতিকুলাচার।
রামকৃষ্ণে যেবা বাসে পূজ্য সে আমার॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি প্রভুদ্বেষী হয়।
চণ্ডাল হইতে নীচ মম মনে লয়॥
গয়াধাম হইতে চাটুর্য্যে মহাশয়।
করম সমাধা করি ফিরিলা আলয়॥
সব নিবেদিলা তাঁরে আই ঠাকুরাণী।
যে দিনে যেখানে যাহা দেখিলেন তিনি॥
স্বপনের কথা দ্বিজ স্মরিয়া অন্তরে।
আইরে কহেন কথা না কবে কাহারে॥
দিন দিন যায় যত গর্ভ তত বাড়ে।
কান্তি দেখে অপরের ভ্রান্তি হয় তাঁরে॥
আইর লাবণ্যছটা অতি অপরূপ।
স্বরূপ ঘুচিয়া হৈল সুরূপ স্বরূপ॥

স্বভাব হইল যেন ঠিক পাগলিনী।
দেখে শুনে প্রতিবাসী করে কাণাকাণি ॥
যেরূপ রূপের ছটা গর্ভিনীর গায়।
বোধ হয় ব্রহ্মদৈত্য পেয়েছে উহায় ॥
কেহ কয় বহু বয়ঃ গর্ভ তায় হ'ল।
বাঁচে কিনা বাঁচে বুঝি এইবার গেল ॥
আইও কেমন হৈলা ভূতে পাওয়া মত।
কখন উল্লাস ত্রাস কথা নানা মত ॥
কখন বলেন তিনি হৃদি অকপটে।
পতি-স্পর্শে গর্ভ নয় কি ঢুকেছে পেটে ॥
দেখেন শুনেন কত গর্ভ অবস্থায়।
অতি অসম্ভব কথা কহনে না যায় ॥
গর্ভ অবস্থার কথা সুন্দর ভারতী।
দেখেন কতই দেব-দেবীর মূরতি ॥
তিন চার মাস গর্ভ আইর যখন।
একদিন ঘটে এক অদ্ভুত ঘটন ॥
অলসে অবশ তনু শুইয়া দুয়ারে।
কপাট করিয়া বন্ধ আপনার ঘরে ॥
হেন কালে শুনিলেন আই ঠাকুরাণী।
রুণু ঝুণু নূপুরের সুমধুর ধ্বনি ॥
কুতূহলে যত আই কান পাতি শুনে।
ততই নূপুর বাদ্য বাজে ঘনে ঘনে ॥
আশ্চর্য্য গণিয়া আই ভাবে মনে মন।
নূপুরের বাদ্য ঘরে হয় কি কারণ ॥
কপাট করেছি বন্ধ শূন্য ঘর দেখি।
বুঝি মোর অগোচরে কেহ গেছে ঢুকি ॥
এত ভাবি কপাট খুলিয়া দেখে আই।
ঠিক সেই শূন্য ঘর কেহ কোথা নাই ॥
কারে কিছু না কহিয়া মৌন হয়ে রন।
স্বামীরে কহিলা ঘরে আইলা যখন ॥
নূপুরের বাদ্য ঘরে কি কারণ হয়।
বুঝি না কিহেতু, তাই হয়েছি বিস্ময় ॥
ব্রাহ্মণ বুঝিল তত্ত্ব ভার্য্যার কথায়।
লয়ে তাঁরে সংগোপনে কতই বুঝায় ॥

এ অতি মঙ্গল কথা না করিবে ভয়।
হইবে গোকুলচাঁদ ভবনে উদয় ॥
আর দিন নিদ্রাযোগে দেখেন স্বপন।
কি সুন্দর শিশু কোলে করে আরোহণ ॥
বুকে উঠে ছোট হাতে গলা ছেঁদে ধরে।
জিনি শশী রূপরাশি সুহাসি অধরে ॥
অস্পষ্ট কতই কথা ধীরে ধীরে বলি।
অবশেষে বুক হ'তে পড়িল পিছলি ॥
অমনি চমকি আই জাগিয়া উঠিলা।
কোথা গেলি বলি আই কাঁদিতে লাগিলা ॥
স্বপনের কথা পরে বুঝিয়া আপনে।
সম্বরিলা আঁখিজল আপন নয়নে ॥
কত কি দেখেন আই কব আমি ক'টা।
ঘরের ভিতরে কোটি বিজলীর ছটা ॥
কোন দিন পাইতেন চন্দনের বাস।
চন্দনের কাঠে যেন নির্ম্মিত আবাস ॥
কোন দিন দিব্য গন্ধ পাইতেন ঘরে।
যেন কত পদ্মবন ঘেরা চারি ধারে ॥
এইরূপে আট নয় দশ মাস গত।
আইর প্রসবকাল হৈল উপস্থিত ॥
প্রহরেক বেলা যবে, ঠাকুরাণী কন।
বড়ই আসিছে মোর প্রসব বেদন ॥
শুনিয়া চাটুর্য্যে কন ইহা কও কিবা।
এখন না হ'ল ঘরে রঘুবীর সেবা ॥
ঠাকুরের ভোগ রাগ হয়ে গেলে সব।
তখন হইবে তুমি দিনান্তে প্রসব ॥
যথা কথা দ্বিজ আজ্ঞা দিবা অবসান।
সন্ধ্যাকালে দ্বিতীয়ার চাঁদ দীপ্তিমান ॥
প্রসবের স্থান নির্দ্ধারিত ঢেঁকিশালে।
প্রসব হইল আই কুশলে কুশলে ॥
সন বার একচল্লিশ দশই ফাল্গুনে।
শুক্ল পক্ষ বুধবার দ্বিতীয়া সে দিনে ॥
রবি বুধ চন্দ্র গ্রহ শুভ লগ্নে ধরি।
ভূমিতলে অবতীর্ণ গোলকবিহারী ॥

প্রভু মুখে শুনা, জন্মপত্রের বারতা।
অবিকল ঠিক নহে ভুল বহু কথা॥
রঙ্গময় রঙ্গপ্রিয় রঙ্গের কারণ।
বারে বারে হয় তাঁর মর্ত্তো আগমন॥
জন্ম মাত্র রঙ্গের আরম্ভ হৈল তাঁর।
তাজ্জব অদ্ভুত কথা বিস্ময় ব্যাপার॥
ঢেঁকির লেজের তলে গর্ত্ত এক থাকে।
সদ্যজাত ট্যাঁ করিয়া তথা গেছে ঢুকে॥
ধনি কামারিণী ছিল অদূরে বসিয়ে।
শিশুর রোদন শুনি উতরিল ধেয়ে॥
মহানন্দে আসি ধনি ইতি উতি চায়।
সূতিকা আগারে শিশু দেখিতে না পায়॥
বিস্ময় মানিয়া ধনি খুঁজে চারিধারে।
পায় শেষে ঢেঁকিলেজ গর্ত্তের ভিতরে॥
সুদীর্ঘ আকার শিশু পরম সুন্দর।
শোভা পায় গায় বর্ণ জিনি শশধর॥
চাটুর্য্যে মশায়ে ধনি ডাকে উভরায়।
পরম সুন্দর শিশু দেখ না হেথায়॥
ত্বরা করি আসি দ্বিজ করে নিরীক্ষণ।
দিব্য সুলক্ষণ অঙ্গে শিশু সুশোভন॥
পুলকে পূর্ণিত দ্বিজ গদ গদ কায়।
নয়ন নিস্পন্দ নাহি নিমিক্ তাহায়॥
সংগোপনে রাখিবারে কহিলেন কথা।
যেন কেহ নাহি শুনে এ সব বারতা॥
জনক জননী ভাসে আনন্দ সাগরে।
বাড়য়ে আহ্লাদ যত পুত্র মুখ হেরে॥
সূতিকা আগারে যেন পূর্ণ চন্দ্রোদয়।
যেই দেখে তার মনে এই মত লয়॥
শুনি প্রতিবাসী আসে দেখিবারে ছেলে।
ছেলে দেখে সবে যায় নিজ ছেলে ভুলে॥
একবার মাত্র শিশু হেরিয়া নয়নে।
দিবানিশি দেখে আসি এই হয় মনে॥
প্রতিবাসিনীরা সব আসি একে একে।
অপূর্ব্ব আনন্দ পায় চাঁদমুখ দেখে॥
অপরূপ আনন্দেতে সবে ভাসমান।
কেন এ আহ্লাদ কিছু না বুঝে সন্ধান॥
নানা কথা নানা জনে করে কাণাকাণি।
এমন সুন্দর ছেলে না দেখি না শুনি॥
কেমন এ ছেলে দেখে জীবন জুড়ায়।
শুধু অঙ্গ তবু যেন মণি-রত্ন গায়॥
দেখেছি ত কত ছেলে এ ছেলে কেমন।
দিবানিশি ব'সে দেখি এই হয় মন॥
নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে পড়ে গেল সাড়া।
হয়েছে বাছনি মুখ চন্দ্রিমার পারা॥
দলে দলে মেয়ে ছেলে আসে দেখিবারে।
অপূর্ব্ব আনন্দ পায় চাঁদমুখ হেরে॥
এ সময়ে চাটুর্য্যের আর্থিক সঙ্গতি।
দিন দিন যায় যত ততই উন্নতি॥
বিষয় সম্বলে দ্বিজ অতিশয় কমি।
ভূসম্পত্তি মাত্র তাঁর সাতপোয়া জমি॥
লক্ষীজলা জমিনের এই হয় নাম।
বর্ষায় ব্রাহ্মণ অগ্রে তিন গোছা ধান॥
স্বহস্তে ঈশাণ কোণে দিতেন পুঁতিয়া।
জয় জয় রঘুবীর ঠাকুর বলিয়া॥
এই অল্প ভূমি খণ্ডে যাহা কিছু ফলে।
বছরের গুজরাণ সেই ধানে চলে॥
আর এক ছিল তাঁর আয়ের উপায়।
ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ যাঁরা জানিত তাঁহায়॥
শুদ্ধ সত্ত্ব সদাচারী ধর্ম্ম পথে মন।
মাসে মাসে কিছু দিত ব্যয়ের কারণ॥
যে কোন ব্রাহ্মণে দিলে গ্রহণ না হ'ত।
বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণে শূদ্র যজাইত॥
ব্যয়ের নাহিক ত্রুটি অবস্থা যেমন।
যেন হোক দিনে রেতে খায় দশজন॥
ঢুটি ঢুটি খান অন্ন ঘরে রঘুবীর।
নিত্য নিত্য সমাগত অতিথি ফকির॥
প্রশস্ত পথের পাশে ব্রাহ্মণের ঘর।
যে পথে অতিথি সাগা চলে নিরন্তর॥

সে পথে পুরুষোত্তমে যাত্রীগণ চলে।
উঠে ব্রাহ্মণের ঘরে ক্ষুধা তৃষ্ণা পেলে॥
বড়ই দয়ার্দ্র চিত্ত গরিব ব্রাহ্মণ।
সামান্য মাটীর ঘর খড়েরছাদন॥
তাও অতি ছোট ছোট নহে পরিসর।
সংখ্যায় অনেক নয় তিনখানি ঘর॥
তার মধ্যে একখানি ঢেঁকিশালা তাঁর।
এখন যেখানে আছে ধানের হামার॥
ভিটার ছপ্পর তাঁর বাহ্য দরশন।
দেখিলেই মনে হয় দীন-নিকেতন॥
তথাপিও হেন ভাব ভবন উপরে।
দেখা মাত্র দর্শকের মন প্রাণ হরে॥
চারি ধারে বৃক্ষ লতা অতি মনোরম।
যেন মহা-তপঃপর ঋষির আশ্রম॥
শুদ্ধ সত্ব ভাব-ময় শান্তি-কর স্থান।
ক্ষুধাতৃষ্ণাবারী দয়া সদা বিদ্যমান॥
তৃষা দূর করিবারে পথিকনিচয়।
উপনীত হলে পরে ব্রাহ্মণ আলয়॥
অতি আনন্দিত তেঁই মহা সমাদরে।
না খাইয়ে শাক অন্ন নাহি দেন ছেড়ে॥
আর্থিক উন্নতি এই অন্যে অন্ন দান।
কোথা হতে জুটে ঘরে না জানে সন্ধান॥
প্রভু পুত্র যার তার অভাব কিসের।
লক্ষ্মী ঘরে আড়ি ধরা ভাণ্ডারী কুবের॥
পিতা মাতা প্রতিবাসী বুঝিতে না পারে।
শিশুরূপী ভগবান্ কত খেলা করে॥
একদিন আই ঠাকুরাণী লয়ে ছেলে।
সূর্য্য-তাপ দেন গায় শুয়াইয়া কোলে॥
বিশ্বম্ভর আবেশ হইল শিশু-গায়।
কোলে ছেলে বড় ভারী আই টের পায়॥
অসহ্য দেখিয়া থোন কুলার উপরে।
সশয্যা সে কুলাখান চড় চড় করে॥
কি হোলো কি হোলো বলি করেন রোদন।
নিশ্চল সুস্থির শিশু বিহীন স্পন্দন॥
কুলা হ'তে পুনঃ কোলে লইবার তরে।
বার বার ঠাকুরাণী কত চেষ্টা করে॥
কোন মতে উঠাইতে না পারে বাছনি।
তখন ব্যাকুল প্রাণে কাঁদেন জননী॥
শুনিয়া রোদন ধ্বনি যে যথায় ছিল।
সন্নিধানে ত্বরান্বিতে আসিয়া যুটিল॥
আই ঠাকুরাণী কন ছেলে কেন ভারি।
কুলা হ'তে কোলে আর উঠাতে না পারি॥
অদূরে নিম্বের এক বড় বৃক্ষ আছে।
তায় বাসা ব্রহ্মদৈত্য শিশুরে ধরেছে॥
মনে এই অনুমান করি লোকজন।
ভুতুড়িয়া আনিবারে পাঠায় তখন॥
কাঁদুনি গাহিয়া মন্ত্র ভুতুড়িয়া বলে।
হালকা হইল শিশু উঠাইল কোলে॥
আর দিন ছেলে রাখি গৃহ কাজে যান।
শয্যা সন্নিকটে এক আছিল উনান্॥
আগুণ না ছিল তায় ছিল মাত্র পাঁশ।
তখন ছেলের বয়ঃ দুই তিন মাস॥
বিছানা হইতে ছেলে গিয়াছেন সরে।
অর্দ্ধেক উনান মধ্যে অর্দ্ধেক বাহিরে॥
সুকান্তি শিশুর গায় চাঁদ হারে দেখে।
লুটালুটি যায় ভুঁয়ে ধুলা ছাই মেখে॥
ছুটাছুটি আসে আই দেখিয়া ব্যাপার।
পরাণ পুতুলি যথা লুটায় তাঁহার॥
অতি চীৎকার করে উঠাইয়া কোলে।
বলেন কি হেতু দেখি দীর্ঘকায় ছেলে॥
এই শুয়াইয়া গেছি বিছানা উপর।
কে বল ফেলিল লয়ে উনান্ ভিতর॥
কেমনে হইল ছেলে দীর্ঘতর কায়।
এই ছোট দেখে রেখে গেছি বিছানায়॥
এতেক কহিয়া যবে কাঁদেন জননী।
শুনি ধেয়ে উতরিল ধনি কামারিণী॥
গরজিয়া কামারিণী বলিল বচন।
মা হইয়া অমঙ্গল কহ কি কারণ॥

দাও দাও ছেলে মোরে গা ঝাড়িয়া দিব।
যদি কিছু হ'য়ে থাকে মন্তরে মারিব॥
এত বলি লয়ে করে মন্ত্র উচ্চারণ।
তখনি হইল ছেলে পূর্ব্বের মতন॥
কেবা ধনি কামারিণী নন্দরাণী প্রায়।
অদ্ভুত রমণী দেখি প্রভুর লীলায়॥
শিশুরূপী ভগবান্ চাতুর্য্যে ভবনে।
আরম্ভ করিলা খেলা যেন আসে মনে॥
বিচিত্র প্রভুর খেলা অবোধ্য আভাস।
পিতা মাতা প্রতিবাসী সবার তরাস॥
দিনে দিনে তিন চারি মাস হৈল গত।
ঘটনা ঘটিল এক অতি অদভুত॥
সংসারের কার্য্যে আই যান গৃহান্তরে।
পঞ্চম মাসের শিশু শুয়াইয়া ঘরে॥
ফিরে আসি দেখে আই নিজ ছেলে নাই
মশারি প্রমাণ আর জন তাঁর ঠাঁই॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আই পতিরে সম্ভাষি।
বিছানায় ছেলে নাই দেখ না গো আসি॥
এ কেবা রয়েছে শুয়ে অতি দীর্ঘকায়।
দেখ কে লইল বল আমার বাছায়॥
ব্রাহ্মণ ভয়ার্ত্ত হয়ে যান ত্বরান্বিতে।
প্রবেশিলা সেই ঘরে ভার্য্যার সহিতে॥
দেখেন শুইয়া খেলে আপন বাছনি।
তুলে কোলে দেন মাই আই ঠাকুরাণী॥
বিস্ময়া ভার্য্যায় দেখি দ্বিজবর কন।
যা দেখেছ সত্য, আছে তাহার কারণ॥

কদাচ এ সব কথা না কবে কাহারে।
অসম্ভব এ সব সম্ভব নহে নরে॥
সাবাস মায়ার খেলা যাই বলিহারি।
হৃদয়ে উদয় যাহা বর্ণিতে না পারি॥
ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গেল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
সস্নেহে দেখেন বার বার মুখখানি॥
ঘন ঘন দেন চুম্ব বদন-কমলে।
নয়নের ধারা বয়ে পড়ে বক্ষঃস্থলে॥
শুভদিনে ষষ্ঠ মাসে মুখে ভাত পড়ে।
আনন্দের নাহি সীমা ব্রাহ্মণের ঘরে॥
নব বস্ত্র আভরণ পরাইল গায়।
ভালে চন্দনের রেখা হারায় শোভায়॥
কিবা শোভা পায় গায় চন্দনাভরণে।
দীপ্তিহীন মনিরাজি তার সন্নিধানে॥
একে ত সুন্দর তায় চন্দনে চর্চ্চিত।
যে দেখে স্বচক্ষে হয় সেই মুগ্ধচিত॥
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত দৃশ্য বদনমণ্ডলে।
কামারপুকুরবাসী দেখে ল'য়ে কোলে॥
নাম রাখিবার কাল এল দিনে দিনে।
কি নাম রাখিবে পিতা মাতা ভাবে মনে॥
গয়াধামে গদাধর করি দরশন।
পাইলেন কোলে হেন কুমার রতন॥
সেই হেতু থুইলেন নাম গদাধর।
ডাকেন গদাই বলি করিয়া আদর॥
গুরুদত্ত নাম রামকৃষ্ণ নাম খ্যাত।
রামকৃষ্ণ পরমহংস ভুবনে বিদিত॥

শিবের আবেশ।

—:০:—

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু।
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

শুন মন সুন্দর প্রভুর বাল্যকথা।
সুগুহ্য হইতে গুহ্য এ সব বারতা॥
বড়ই মধুর কথা বড়ই আশ্চর্য্য।
জননীরে দেখাতেন কতই ঐশ্বর্য্য॥
মাঝে মাঝে শিবনেত্র সম হ'ত আঁখি।
নিশ্চল সুস্থির প্রায় আই তাহা দেখি॥
কাঁদিতেন কত নব শিশু করি কোলে।
ব্রহ্মদৈত্য পাইয়াছে শৈশব ছাওয়ালে॥
মানসিক দেবতায় করেন জননী।
দু-নয়নে বারিধারা কতই না জানি॥
ভূতপতি শিব নাম কাছে উচ্চারণ।
করিলে হইত পরে আঁখি উন্মিলন॥
অধরে মধুর হাসি চাহি মারপানে।
ভুলাতেন জননীরে মাই মুখে টেনে॥
এইরূপে দুই তিন বর্ষ গেলে পরে।
সমানবয়সশিশু সঙ্গে খেলা করে॥
লাহা নামে ধনাঢ্যবংশীয় সেই গ্রামে।
যাওয়া আসা হয় তাঁর তাঁদের ভবনে॥
নাম ধর্ম্মদাস লাহা বড় কারবারি।
বহু ধনেশ্বর তেঁহ ব[illegible]কা কড়ি॥
আপনে করেন যত খাতায় লিখন।
কত টাকা কারবারে হয় বিতরণ॥
বিষয়ে বিষয়ী লোক ডুবে এক মনে।
বিশেষে হিসাবকালে খাতা খতিয়ানে॥
মনোযোগ সেইমত অন্য কিসে নয়।
সেহেতু বিষয় বিষ ভক্তগণে কয়॥
কিন্তু ধর্ম্মদাস খাতা খতিয়ান কালে।
গদাধরে ঘরে তাঁর আসিতে দেখিলে॥
আর না হইত তাঁর হিসাবেতে মন।
কি জানি কি করিতেন তাঁহায় দর্শন॥
বলিতেন ধর্ম্মদাস শিশু গদাধরে।
যাও বাপ খাও গিয়া কি রেখেছে ঘরে॥
পুত্র নির্ব্বিশেষে বাসে লাহার গৃহিণী।
কতই আদর করে না যায় বাখানি॥
যত্নে পোষা কত গাই দুধ দেয় কত।
নানাবিধ দুগ্ধদ্রব্য ঘরে জনমিত॥
খাওয়াতেন গদাধরে পরম যতনে।
গদাই কতই কন শুনিতেন কানে॥
আপন নন্দন গয়াবিষ্ণু নাম খ্যাতি।
সম বয়ঃ গদায়ের সঙ্গে বড় প্রীতি॥

কর্ত্তৃপক্ষ উভয়ের পীরিতি দেখিয়ে।
দিয়াছিলা পরস্পর সেঙ্গাত পাতায়ে॥
সেঙ্গাতের নামান্তর সখা কই যারে।
কি সৌভাগ্য গয়াবিষ্ণু সখা পায় কারে॥
অখিলের নাথ যিনি জগতের পিতা।
সঙ্গে তাঁর গয়াবিষ্ণু করিল মিত্রতা॥
রঙ্গে নানা রূপ খেলা বালকের সনে।
সসঙ্গী কানাই যেন নন্দের অঙ্গনে॥
অগণ্য গোধনেশ্বর গোকুল মাঝারে।
এবে ধর্ম্মদাস লাহা কামারপুকুরে॥
কি বড় করিব বন্দি যুগলচরণ।
খেলা করে ঘরে যার পতিতপাবন॥

অতিথির বেশধারণ ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

শুন মন সুমধুর প্রভু-বাল্যলীলা।
শিশুরূপী ভগবান্ যে প্রকারে খেলা॥
করিলেন কামারপুকুরবাসী সনে।
শুন শুন শুন মন শুন একমনে॥
আর কত গ্রামের বালক সঙ্গে যুটে।
নানা মত করে খেলা ঘরে পথে মাঠে॥
দেশদশা অনুসারে আই-ঠাকুরাণী।
মনোমত করি বেশ সাজান বাছনি॥
লাহাদের ছিল বড় অতিথি সেবন।
আসিত যাইত কত শত সাধুজন॥
অতিথি সেবার শালা ছিল যেইখানে।
গদাই বাসেন বড় যাইতে সেখানে॥
কখন একাকী কভু সঙ্গিগণ সঙ্গে।
[illegible] রঙ্গে॥
ভোজন সময় অতিথিরা অতি প্রীতে।
ঠাকুরপ্রসাদ দিত গদায়ের হাতে॥
মহাপ্রেমে গদাধর লইয়া প্রসাদ।
সঙ্গীসহ খাইতেন পরম আহ্লাদ॥
একদিন নববস্ত্র ঠাকুরাণী আই।
পরাইয়া সাজাইলা প্রাণের গদাই॥
আনন্দ অন্তর যেন বালকের রীতি।
আসি উপনীত হৈলা যথায় অতিথি॥
ডোরকপ্নী পরা দেখি যত সাধুজনে।
সে বেশ লাগিল বড় গদায়ের মনে॥
যেন মনে হৈল সাধ কৌপীন পরিতে।
নব বস্ত্র শত খণ্ড করিলা ত্বরিতে॥
তেয়াগিয়া সব খণ্ড দুই খণ্ড লয়ে।
ডোরকপ্নী পরিলেন আনন্দিত হয়ে॥

কৌপীন পরিয়া আনন্দের সীমা নাই।
নেচে নেচে সমাগত জননীর ঠাঁই॥
কহেন মায়ের আগে নাচিয়া নাচিয়া।
অতিথি হ'য়েছি মাগো দেখ না চাহিয়া॥
জননী দেখেন সেই নববস্ত্রখানি।
ছিঁড়িয়া পরেছে নিজে এ ডোর কৌপিনী॥
আরে অভাগীর বাছা কি কাজ করিলি।
এমন করিতে বাপ বুদ্ধি কোথা পেলি॥
বস্ত্র ছিঁড়ি কৌপীন পরাতে কে শিখালে।
বলিতে বলিতে আই করিলেন কোলে॥
সন্ন্যাসীর বেশ অঙ্গে দেখিয়া নয়নে।
শেল সম বেজে গেল তাঁহার পরাণে॥
শ্রাবণের ধারা জিনি চোখে ঝরে জল।
অনিমিষে দেখে মুখ পরাণ বিকল॥
হেনকালে খেলার যতেক সঙ্গী ডাকে।
তাড়াতাড়ি নামিলেন মার কোল থেকে॥
নাচিয়া নাচিয়া মিলে তাসবার সনে।
নানা রঙ্গে হয় খেলা বাড়ির প্রাঙ্গণে॥
খেলিতে দেখিয়া আই ভুলিলা সকল।
মোহ দিয়া ভগবান্ কি করেছে কল॥
আর দিন আই তাঁর হাতে টুঁকি দিয়া।
খাইতে দিলেন মুড়ি গুড় মাখাইয়া॥
পাঁড়াগাঁয়ে বালকের যে প্রকার রীতি।
খেলিতে খেলিতে খাওয়া বড়ই পীরিতি॥
খান মুড়ি গদাধর টুঁকি লয়ে হাতে।
কি বুঝি হইল ভাব খাইতে খাইতে॥
বাম হাতে ধরা টুঁকি বালক গদাই।
স্পন্দহীন হৈল কায় নড়া চড়া নাই॥
অনিমেষ দুটী আঁখি মুখে নাই বাণী।
হেন কালে দেখে এসে আইঠাকুরাণী॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেন গদাই করি কোলে।
ব্রহ্মদৈত্য পায় তাই দুর্গা দুর্গা বলে॥

আই না পারেন কিছু বুঝিতে ব্যাপার।
রমণীসুলভ মাত্র শুধু চীৎকার॥
প্রকৃতিস্থ গদাই হইলা কিছু পরে।
দেখে শুনে কেহ কিছু বুঝিতে না পারে॥
কখন কখন যেতে মাঠের আইলে।
অবশ হইয়া অঙ্গ পড়িতেন ঢলে॥
আর কত মত হ'ত নাহি যায় বলা।
অগাধ জলধি শিশু শ্রীপ্রভুর খেলা॥
আর দিন মুড়ি ভরা টুঁকি করি হাতে।
শিশু সঙ্গে খেলিয়া বেড়ান মাঠ পথে॥
নাই কোন অন্তরাল চারি ধার খোলা।
নবীন নবীন মেঘ শূন্যে করে খেলা॥
বুঝি না কি ভাব তাঁর হৈল মনে মনে।
বিভোর হইল অঙ্গ চেয়ে মেঘ পানে॥
বাহ্য-জ্ঞান নাহি আর অনিমেষ আঁখি।
বেঁকে হাত উবুড় হইয়া গেল টুঁকি॥
ভূতলে পড়িল মুড়ি যত ছিল তায়।
শিশু গদায়ের লীলা না আসে কথায়॥
বলিবার নয় কথা বলিতে কি আছে।
মহা ভক্ত বেদব্যাস কোথা ভেসে গেছে॥
আমি হীন-বুদ্ধি মতি তুচ্ছ অতিশয়।
কামিনী কাঞ্চনাসক্ত কুঞ্চিত হৃদয়॥
শকতি কোথায় কথা গাইব কেমন।
বুঝিয়াছে মন কিন্তু নাহি বুঝে প্রাণে॥
মম সম ক্ষিপ্ত কোথা প্রাণে যার আশ।
বেলায় বালুকা লয়ে দেউল প্রয়াস॥
মিঠে লোভে আঁটি গিলে রটে জনশ্রুতি।
ছাড়িতে না পারি মিষ্ট রামকৃষ্ণ পুঁথি॥
শ্রীপ্রভুর লীলা কথা বলে সাধ্য কার।
যোগেশ বুঝিতে নারে মুই কিবা ছার॥
দয়াকর দীনবন্ধু অগতির গতি।
বড় সাধ লিখিবারে রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

রঘুবীরের মালাগ্রহণ।

-০:*:০-

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম

শ্রীপ্রভুর বাল্যখেলা অতি সুললিত।
গাইলে শুনিলে প্রাণ অতি প্রফুল্লিত॥
বিশ্বাস আকর কথা শ্রীপদে তাঁহার।
গাব দেহ শক্তি প্রভু শক্তির আগার॥
এক দিন দেখিলেন জনক তাঁহার।
অনুরাগে গাঁথে প্রাতে দিব্য ফুলহার॥
চন্দন কুসুম কত আয়োজন করে।
পূজিবারে রঘুবীর শালগ্রাম ঘরে॥
পরম সুঠাম শিলা রূপের পুতলী।
শুন মন এ শিলার কথা কিছু বলি॥
কর্ম্ম প্রয়োজনে একবার দ্বিজবর।
চলেন মেদিনীপুর দূরস্থ সহর॥
দু তিন দিনের পথ পশ্চিম দক্ষিণে।
কর্ম্ম করে তথা এক তাঁহার ভাগিনে॥
প্রথম দিবস গেল দ্বিতীয় আইলে।
বসিলেন ক্লান্ত-কায় এক বৃক্ষমূলে॥
অলসে অবশ তনু করিলা শয়ন।
অজ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাঁর নিদ্রা আকর্ষণ॥
দেখেন আশ্চর্য্য কথা স্বপ্নে দ্বিজবর।
এক নব-দূর্ব্বাদল বর্ণ কলেবর॥
সুঠাম কুমার বয়ঃ হাতে ধনুর্ব্বাণ।
শিরেতে সুন্দর জটা দুলে লম্ববান্॥

কহিলেন দ্বিজবরে কাকুতি করিয়া।
দেখ এক সাধু মোরে গিয়াছে ফেলিয়া॥
মাটির ভিতরে আমি আছি ধান ক্ষেতে।
দিনান্তেও এক বার নাহি পাই খেতে॥
লইয়া চল না তুমি আপন ভবন।
যাইতে তোমার সঙ্গে বড় মম মন॥
ব্রাহ্মণ বলেন বাছা কি কহ আমায়।
গরিব কি আছে দিব খাইতে তোমায়॥
শুনিয়া কুমার কহে কিছু নাহি চাই।
যদি নিতি নিতি দুটি দুটি অন্ন পাই॥
নিদ্রা ভঙ্গে দ্বিজবর উঠিলা চমকি।
এবা কিবা অপরূপ স্বপনেতে দেখি॥
পাঁচ সাত ভাবি দ্বিজ ধান ক্ষেতে যান।
খুঁজেন আগোটা ক্ষেত না পান সন্ধান॥
হতাশ হইয়া পরে ভাবে মনে মন।
খুঁজিনু ক্ষেতেতে যেন দেখিনু স্বপন॥
মিথ্যা কি এ সত্য কথা পুন নিদ্রা যাব।
সত্য হ'লে পুনরায় দেখিতে পাইব॥
এত ভাবি দ্বিজবর করিলা শয়ন।
পূর্ব্ববৎ কুমারেরে দেখেন স্বপন॥
কুমার বলেন মুট ধান গাছতলে।
নিশ্চয় পাইবে তুমি পুনশ্চ খুঁজিলে॥

নিদ্রাভঙ্গে দ্বিজবর ধান-ক্ষেতে যান।
মুট-ধান-গাছতলে দেখিবারে পান॥
পরম সুন্দর এক শিলা মনোহর।
কিন্তু এক কাল ফণী তাহার ভিতর॥
স্বপনের বার্ত্তা দ্বিজ স্মরিয়া অন্তরে।
কাল-ফণী সহ সেই শালগ্রাম ধরে॥
ধরা মাত্র দেখিলেন ফণী নাই আর।
ফিরিলেন মহানন্দে আপন আগার॥
সেই এই রঘুবীর প্রাণের পুতলি।
নিত্যসেবা করে ঘরে বড় কুতূহলী॥
আজি সাজাইতে ফুলে ব্রাহ্মণের আশ।
আয়োজন ফুলহার অন্তরে উল্লাস॥
সুন্দর কুসুম-মালা গাঁথা অনুরাগে।
ভকতি-চন্দন তার দলে দলে লেগে॥
সেই মালা গদায়ের পরিতে বাসনা।
কেমনে পরেন মালা করেন ভাবনা॥
অদ্ভুত, কথায় কিছু বলিবার নাই।
শুনহ কেমনে মালা পরিলা গদাই॥
চক্রীর বিষম চক্র কে বুঝিতে পারে।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশের বুদ্ধি-বল হারে॥
পূজায় বসিলা পিতা দেখেন চাহিয়া।
পূজোপকরণ যত সম্মুখে লইয়া॥
ঠাকুরে করায়ে স্নান সোহাগে ব্রাহ্মণ।
আঁখি মুদি রঘুবীরে করেন স্মরণ॥
স্মরণ উদেশ্য মাত্র ব্রাহ্মণের ছিল।
স্মরণ গভীর ধ্যানে চক্রে গত হ'ল॥
সুযোগ পাইয়া গদাধর হেন কালে।
যতনের গাঁথা মালা পরিলেন গলে॥
চন্দনে চর্চ্চিত কৈলা অঙ্গ আপনার।
তথাপি না ধ্যান ভঙ্গ হইল পিতার॥
রঙ্গ করি জনকেরে ডাক দিয়া কন।
দেখ মা গো রঘুবীর সেজেছে কেমন॥
আমি সেই রঘুবীর দেখনা গো চেয়ে।
কেমন সেজেছি, মালা-চন্দন পরিয়ে॥

অযোধ্যা সদৃশ এই কামারপুকুর।
যেইখানে বাল্যলীলা হৈল শ্রীপ্রভুর॥
তথায় বসতি করে যত নর নারী।
পশু পাখী তৃণ আদি গুল্ম লতা করি॥
শ্রীপাদবন্দন করি যুড়ি দুই করে।
পদরজ দিয়া রাখ অধম পামরে॥
তোমাদের গুণ-গাথা মহিমা বর্ণন।
করিতে সক্ষম কভু নহে এ অধম॥
কৃপা করি বারেক যদ্যপি দেখ হেরি।
তবে কিছু গুণ গান করিবারে পারি॥
অধমের নাহি কোন মাত্র শক্তি বল।
তোমাদের কৃপাকণা ভরসা সম্বল॥
গ্রামবাসী প্রতিবাসী নর-নারীগণ।
গদায়ে বুঝেন যেন জীবন জীবন॥
গদাই নিপুণ স্বতঃ সুমধুর স্বরে।
শিব-শ্যামাবিষয়ক গান করিবারে॥
অলপ বয়স শিশু অতি মিষ্ট স্বর।
যে শুনিত জুড়াইত তাহার অন্তর॥
নারী যত সমবেত লাড়ু দিয়া হাতে।
বলিতেন গদাধরে গান শুনাইতে॥
বিশেষে বিধবা যাঁরা গ্রামের ভিতরে।
যেখানে যে পেত থুত গদায়ের তরে॥
গদাধরে ধরে লয়ে যাইত ভবন।
পথে ঘাটে যেইখানে হয় দরশন॥
কত কি খাইতে দিত পরম যতনে।
সুতবেচাকড়ি দিয়া লাড়ু কিনে এনে॥
গদায়ে খাওয়াতে হ'ত এতদূর সাধ।
হতাশে গণিত হৃদে বিষম বিষাদ॥
হায় কে এসব নর নারী বেশে হেথা।
থাকিতে নয়ন খেনু নয়নের মাথা॥
দয়া করি দেহ খুলে দুখানি নয়ন।
জীবন সার্থক করি হেরিয়া চরণ॥

———

হনূমানের সঙ্গে খেলা।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

বাল্যলীলা শ্রীপ্রভুর বড়ই সুন্দর।
শুন মন কেমনে খেলেন গদাধর॥
বিশ্বপতি শিশুমতি শিশুর আকার।
লীলা তাঁর ধরামাঝে বুঝা অতি ভার॥
সব অমানুষী কার্য্য সম্ভবে না নরে।
দেখে লোকে তবু কিছু বুঝিতে না পারে॥
যতই ঐশ্বর্য্য দেখে গ্রামবাসিগণ।
গদায়ে ঈশ্বর-ভাব না আসে কখন॥
নিকটে সরাইঘাটা যথা মায়াপুর।
মামাবাড়ি সেই গ্রামে ছিল শ্রীপ্রভুর॥
একবার মার সঙ্গে তথায় গমন।
পথিমধ্যে জননীরে বলিলা বচন॥
বস্ত্রে করি আচ্ছাদন কোলে কর মোরে।
পথে যেতে কেহ যেন না দেখে আমারে॥
যথা কথা, মাতা করি বস্ত্রে আবরণ।
গদায়ে করিয়া কোলে করেন গমন॥
পথ-সন্নিকটে এক পীরের আস্থান।
সুশীতল বৃক্ষতল মনোরম স্থান॥
সন্ধান পাইয়া মায়ে কন ধীরে ধীরে।
দেহ দেহ দেহ গো মা নামাইয়া মোরে॥
বৃক্ষমূলে অধিষ্ঠিত যথা সত্যপীর।
গ'ড়ে কত হাতি ঘোড়া বানান মাটির॥

তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন গদাধর।
কি জানি কি ভাবে ভরে তাঁহার অন্তর॥
গদাই বসিয়া তথা রহিলা অমনি।
কাণে না প্রবেশে যত ডাকেন জননী॥
কোন মতে তথা হ'তে উঠিতে না চান।
নিরখিয়া জননীর আকুল পরাণ॥
বুঝাইয়া নানামতে কোলে নিতে তাঁয়।
তবে কতক্ষণ পরে ভাব ভেঙ্গে যায়॥
বড়ই সুন্দর শিশুগদায়ের কথা।
পুনরায় দ্বিতীয় বিপদে পড়ে মাতা॥
পথে যেতে পুর্ব্ববৎ গদাধর কোলে।
উপনীত পথপ্রান্তে কোন বৃক্ষতলে॥
ডালে মূলে মুখপোড়া অসংখ্য বানর।
দেখিয়া বড়ই খুসী হৈলা গদাধর॥
হাতে ছড়ি তাড়াতাড়ি গদাধর যান।
যেখানে বসিয়া মুখ পোড়া হনুমান্॥
অতি অল্পবয়ঃ শিশু ভয় নাহি মনে।
তাড়া করিলেন গিয়া যত হনুমানে॥
অপোষা বনের পশু হনুমানগণ।
গদায়ের প্রতি নাহি করে আক্রমণ॥
নামিয়া আইল যারা বসেছিল ডালে।
নানা রঙ্গে গদায়ের সঙ্গে তারা খেলে॥

ছুটাছুটী খেলা কত যত হনূমান।
তা দেখিয়া জননীর আকুল পরাণ॥
হিংসা করে পাছে কোন বনের বানর।
ঘন ঘন ডাকে তাঁয় আয় গদাধর॥
সামান্য ঘটনা কথা বড় নয় বেশী।
তথাপি সকল দেখ কার্য্য অমানুষী॥
বলিবার নহে কথা বলিতে কি আছে।
বনের বানর কোথা শিশুসনে নাচে॥
গাছে থাকে কাছে গেলে করে আক্রমণ।
কালিমাখা মুখেতে ভ্রূকুটি প্রদর্শন॥
দেখ বিপরীত রীতি শিশু-প্রভুসনে।
পশুরূপী হনূ সব চিনিল কেমনে॥
প্রভু অবতারে যত পশু পাখীগণ।
গুল্ম লতা তরু কিম্বা স্থাবর জঙ্গম॥
চেতন কি জড় দেহ যে কোন আকার।
জানিনা কে কোন্ ভক্ত কোথা আছে তাঁর
অতএব শুন মন প্রভু-অবতারে।
হীনাধম তুচ্ছ জ্ঞান না কর কাহারে॥
জয় সৎবুদ্ধিদাতা দয়ার সাগর।
ধরাধামে শিশুরূপী প্রভু গদাধর॥
গোচর তাহার যারে সৎবুদ্ধি কয়।
হেন সৎবুদ্ধি মোরে দেহ দয়াময়॥
নতুবা কে কোন জনা কি প্রকারে চিনি।
ঘন মায়া ঘোরে আঁটা নয়ন দুখানি॥

গোচারণ।

—:*:—

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম।

বাল্য-লীলা শ্রীপ্রভুর গাইলে শুনিলে।
চির অন্ধজনে মন দিব্য আঁখি মিলে॥
দেখে চোখে লীলা খেলা হৃদি- কুতূহল।
ত্রিতাপ সন্তপ্ত চিত নিমিষে শীতল॥
গ্রামের বালক যত সবে ভালবাসে।
দুই দণ্ড না দেখিলে ছুটে ছুটে আসে॥
গদাইবিহনে খেলা ভাল নাহি হয়।
সাধ গদায়ের সঙ্গে রেতে দিনে রয়॥
আপন আপন ঘর নাহি থাকে মনে।
দিবানিশি খেলে বুলে গদায়ের সনে॥
ঘরে আই ঠাকুরাণী করিয়া রন্ধন।
গদায়ের সহ যত বালকে ভোজন॥
করাতেন নিতি নিতি আপন ভবনে।
দেখিতেন বসে বসে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে॥
আইর রন্ধন কথা অপূর্ব্ব বিশেষ।
গাইলে শুনিলে নাই রহে দুঃখলেশ॥

সামান্য রাঁধিলে কভু ফুরাতে না চায়।
মুষ্টিক তণ্ডুলে গোটা ত্রিভুবন খায়॥
কিন্তু শূন্য পাক-পাত্র আই খেলে পরে।
মধুর আখ্যান শুন রন্ধন ভিতরে॥
এক দিন যায় দিন আর বেলা নাই।
নাহি খান অন্ন জল ঠাকুরাণী আই॥
তাহার কারণ, যারা খাবার না খেলে।
থাকিতে হইত তায় বদ্ধ পাকশালে॥
সেই দিন বারে বারে বহু লোক খায়।
তাই তাঁর খাইবার বেলা ব'য়ে যায়॥
আর নাই, বেশি অন্ন হাঁড়ির ভিতরে।
হেন কালে কয়জন লোক আসে ঘরে॥
আগে বলিয়াছি এই ব্রাহ্মণের ঘর।
জগন্নাথ যাইবার পথের উপর॥
নিত্য নিত্য সমাগত অতিথি ফকির।
অসময়ে আজ দশ হইল হাজির॥
বেশি অন্ন নাই ঘরে দেখি ঠাকুরাণী।
অবিরল চক্ষে জল সভয় পরাণি॥
কম্পবান তনুখানি ভাবেন কি হবে।
না পাইয়া অন্ন জল সাধু ফিরে যাবে॥
তণ্ডুল নাহিক ঘরে রাঁধিবারে ভাত।
প্রাণে সারা শিরে যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥
হেনকালে দেখিলেন আই ঠাকুরাণী।
নবম বয়সা এক বালিকা রূপিণী॥
পশ্চাৎ দাঁড়ায়ে নাড়ে আপনার হাত।
তাহে অফুরন্ত বাড়ে ব্যঞ্জনাদি ভাত॥
সে দিন হইতে আই নাহি যতক্ষণ।
অন্নব্যঞ্জনাদি নিজে করেন ভোজন॥
পাকশালে কোন দ্রব্য ফুরাতে না চায়।
যত আসে সকলেই খাইবারে পায়॥
নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি অন্ন সহ রাঁধি।
বালক ভোজন ঘরে হয় নিরবধি॥
তেলি মালি জেতে এই বালকেরা যত।
দুঃখী তাই গোচারণে নিত্য যেতে হ'ত॥

মাঝে মাঝে লয়ে যায় শিশু গদাধরে।
রঙ্গে হ'তো নানা খেলা অন্তর প্রান্তরে॥
গদাই বড়ই খুসী তা সবার সনে।
খেলে খেলে বুলে মাঠে গিয়া গোচারণে॥
বড়ই মধুর প্রভুবাল্য-লীলা-গান।
গাইতে শুনিতে করে মাতোয়ারা প্রাণ॥
শুন মন এক মনে কহি পরে পরে।
শুনেছি যেমন খেলা কামারপুকুরে॥
সাধারণ বালকের খেলা যেই মত।
সে খেলা খেলিতে তাঁর ভাল না লাগিত॥
প্রান্তরে অন্তর হ'য়ে কোন বৃক্ষমূলে।
মন মত্ত খেলিতেন সঙ্গি-সহ মিলে॥
ব্রজ-খেলা গদায়ের হ'ত যেন মনে।
সেই সেই মত খেলা হয় সঙ্গী সনে॥
সুবল হইত কেহ, কেহ বা শ্রীদাম।
কেহ হইতেন দাম কেহ বসুদাম॥
আপনি কানাই তাই হতেন কানাই।
চ'রে চ'রে আসে কাছে কত গরু গাই॥
কভু ছিঁড়ি দূর্ব্বাদল খাওয়ান গোধনে।
কখন দোলেন ডালে বৃক্ষ আরোহণে॥
ডাঙ্গায় বসন রাখি নামিতেন জলে।
খেলিতেন লয়ে যত রাখাল সকলে॥
দূর মাঠে যেতে মানা করে পিতা মাতা।
গদাধর কোন মতে না শুনেন কথা॥
পথে ঘাটে চারি ভিতে বালকের সহ।
খেলিয়া বেড়ান গদাধর অহরহ॥
বড়ই মধুর কথা মাঠে গোচারণ।
যত দূর জানি বলি শুন শুন মন॥
পাড়াগেঁয়ে রাখালের এই রীতি চলে।
ছাড়ি গরু লয় মুড়ি আঁচলে আঁচলে॥
গ্রাম থেকে মাঠে কিবা বনে লয়ে যায়।
একত্রে রাখাল গণে জলপান খায়॥
আনন্দের ওর যত না যায় বাখানি।
খেতে খেতে নাচে কত, করে কত ধ্বনি॥

একদিন খায় মুড়ি যতেক রাখালে।
গদাই লইয়া সঙ্গে কোন বৃক্ষমূলে ॥
পরস্পর জলপান কাড়াকাড়ি করে।
তাহা দেখি গদায়ের ব্রজভাব স্ফুরে ॥
একবারে ভাবসিন্ধু উথলি উঠিল।
ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান এবে ছেড়ে গেল ॥
দেখিয়া রাখালবৃন্দ চিন্তাকুল মন।
গদাই গদাই বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
সবে অতি শিশুমতি কিছুই না জানে।
বুদ্ধিশূন্যে দেখে অন্যে চেয়ে চারি পানে ॥
কেহ বা আনিছে জল কাপড় ভিজায়ে।
সজল বসনে দেয় বদন মুছায়ে ॥
মাঝে মাঝে গদাধরে ভুতে ধরে জানে।
সেই হেতু রাম নাম বলে যত জনে ॥
কিছু পরে চাহিলেন চক্ষু দুটি মিলে।
পরাণ পাইল দেখি রাখাল সকলে ॥
সবে কহে কেন হেন হইল গদাই।
চক্ষে জল অবিরল মুখে কথা নাই ॥
পাণি দুটী কেন ঘন ঘন কেঁপে উঠে।
দেখে আমাদের বুদ্ধি নাহি রহে ঘটে ॥
গরু চরাইতে আর না আনিব তোরে।
একাকী থাকিও তুমি আপনার ঘরে ॥
লোকমুখে যেন পাইয়াছি পরিচয়।
জন্মাবধি হ'তো মহাভাবের উদয় ॥
কোনখানে ঈশ্বরীয় চর্চ্চা হ'লে পর।
নিশ্চয় তথায় উপনীত গদাধর ॥
ভাগবৎকথা যাত্রা কীর্ত্তনাদি যত।
শুনিবারে গদাধর বড়ই বাসিত ॥
লইয়া সমান বয়ঃ যত সঙ্গি গণে।
যেতেন না যেতো ফাঁক যা হ'তো যেখানে ॥
একবার মাত্র কিছু করিলে শ্রবণ।
জনমের মত তাহা থাকিত স্মরণ।
সেই হেতু গোটা গোটা, পালা পালা গান।
আগাগেড়া জানিতেন প্রভু ভগবান্ ॥

যতেক রাখালবৃন্দ গোচারণে যুটে।
অপরূপ হ'ত যাত্রা দুরান্তর মাঠে ॥
এক দিন সঙ্গীসহ মাঠে গোচারণে।
হঠাৎ মাথুর কথা পড়ে গেল মনে ॥
বলেন রাখালগণে এস এস ভাই।
মাথুর বিরহ গান সবে মিলে গাই ॥
সমস্বরে দিল সায় যত সঙ্গিগণ।
বৃক্ষমূলে যাত্রারম্ভ হইল তখন ॥
অতি পুলকিত অঙ্গ গদাই আনন্দে।
কাহারে করেন সখী কৈলা কারে বৃন্দে ॥
আপনে হইলা নিজে রাই কমলিনী।
বিদগ্ধ বিরহ গান ধরিল তখনি ॥
গাইতে গাইতে গীত বিহ্বল হইলা।
পরাণ বঁধুয়া বলি কাঁদিতে লাগিলা ॥
কোথা কৃষ্ণ, কই কৃষ্ণ, কৃষ্ণে দাও এনে।
হায় কৃষ্ণ, হায় কৃষ্ণ, রব ঘনে ঘনে ॥
ভিজিল বসন গোটা নয়নের জলে।
বাহ্য-জ্ঞান-বিহীন পতিত ধরাতলে ॥
ব্যাকুল পরাণ হৈল যত সঙ্গিগণ।
কি হ'ল কি হ'ল বলি করয়ে রোদন ॥
কেহবা আনিয়া দেয় জল চোখে মুখে।
কেঁদে কেঁদে কেহ বা গদাই বলি ডাকে ॥
ভুতে যেন ধরে তাই মনে বিচারিয়া।
রাম নাম হরি নাম ডাকে উচ্চারিয়া ॥
তার মধ্যে একজন কয় উচ্চরোলে।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
প্রাণ-সঞ্চারিণী মন্ত্র কৃষ্ণনাম শুনি।
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চাহিলা অমনি ॥
ঐ দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
আবেশে ধরিতে যান প্রসারিয়া হাত ॥
কৃষ্ণ নামে গদায়ের চৈতন্য দেখিয়া।
সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চৌদিকে বেড়িয়া ॥
সুস্থির পরাণ দেখি শিশু গদাধরে।
ফিরাইল ধেনু পাল ফিরিবারে ঘরে ॥

কোন কোন দিন্ মাঠে হ'ত সংকীর্ত্তন।
নাম নাদে হ'ত ভেদ অখণ্ড গগন॥
শিশু রূপী ভগবান্ শিশু সঙ্গে ক'রে।
কতই করিলা খেলা কামারপুকুরে॥
গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বাঁড়ুয্যে বাগান।
সেইখানে ছিল তাঁর গোচারণ স্থান॥
অতি মনোরম স্থল মাঠের মাঝারে।
শিয়রে ভুতির খাল বয় ধীরে ধীরে॥
গ্রামের অনতিদূর বড়ই নির্জ্জন।
ছোট ছোট আম গাছে বাগিচা শোভন॥
কাণ্ড শাখা বক্রভাবে ঝোলা এত নীচে।
অল্পবয়ঃ সেও পারে উঠিবারে গাছে॥
বালক সসঙ্গ প্রভু বালক যেমন।
ছোট ছোট আম গাছ বাগানে তেমন॥
মহাভাগ্যবান সেই বাঁড়ুয্যে সন্তান।
বাল্য-লীলা স্থলী ছিল যাঁহার বাগান।
প্রভু খেলিবেন যেন আগে হ'তে জানি।
বাগান করিয়াছিল বাগানের স্বামী॥
কেবা এ বাড়ুয্যে যেবা করিল বাগান।
শুন মন প্রভু তাঁয় কত কৃপাবান॥
শ্রীমাণিক নাম ভুরসুবা গ্রমে ঘর।
কামারপুকুর হ'তে অনতি অন্তর॥
ধনাঢ্য তালুকদার উদার প্রকৃতি।
অতিথি-সেবনে ছিল বড়ই পীরিতি॥
ভগবৎ পদে তাঁর ছিল অতি মন।
প্রশান্ত উদার চিত্ত দারিদ্র্য-মোচন॥
পর হিতে সদা রত পর উপকারী।
জীবন যাপেন মাত্র এই কর্ম্ম করি॥
বিষয়ে তাঁহার যত জনমিত আয়।
অতিথি বৈষ্ণব সেবা কার্য্যে সব যায়॥
হরিপদলুব্ধচিত মহামতিমান।
মাণিক বাড়ুয্যে এই তাঁহার বাগান॥
বাল্য লীলাস্থলি হবে বুঝি সমাচার।
রচিয়া বাগান কৈল দেহ পরিহার॥
প্রভুর কৃপার পাত্র বাঁড়ুয্যে-তনয়।
শুন মন ক্রমে ক্রমে কহি পরিচয়॥
বাল্য-লীলা যে সময় কামারপুকুরে।
কিছু আগে মাণিক গিয়াছে দেহ ছেড়ে
কেহ কয় তখন আছিল দেহ তাঁর।
বলিতে নারিনু কিবা সত্য সমাচার॥
পরে তাঁর সহোদর উত্তরাধিকারী।
যেমন অগ্রজ তাঁর ধর্ম্মে মন ভারি॥
পরিবার যত তাঁর গড়া এক ছাঁচে।
সবে ভক্ত তর তম সাধ্য কার বাছে॥
মাণিকের বংশে যত মাণিক সবাই।
বারে বারে যার ঘরে গেলেন গদাই॥
বড়ই শৈশব যবে জনকের সনে।
রগড় করিয়া যান মাণিক ভবনে॥
মাণিকের ঘরে যত রমণী সকলে।
অতিশয় আনন্দিত গদায়ে দেখিলে॥
পরম সুন্দর শিশু লম্ববান বেণী।
ঝাঁপা দিয়া সাজাতেন আই-ঠাকুরাণী॥
কোমরেতে আঁটা গোট বালা দুই হাতে।
রঙ্গিন বসন পরা সুন্দর দেখিতে॥
আপরূপ খেলে রূপ শ্রীবদন মাঝে।
চলিতে বেণীতে বদ্ধ ঝরি ঝাঁপা বাজে॥
অমিয় বরষি বাক্য ক্ষরে আধা আধা।
রসনার স্বভাবতঃ জড়তায় বাধা॥
কিবা সুধা ধরে সুধা মিষ্টতার গুণ।
শিশুবাণী শুনে লাগে তিক্ত শতগুণ॥
শ্রবণ বিমুগ্ধ বাক্য শিশুর বদনে।
মুগ্ধ চিত সেই তত যেই যত শুনে॥
অন্তঃপুরবাসিনীরা সবে করে কোলে।
অপার আহ্লাদ হৃদে স্রোত বহি চলে॥
প্রভুর জনকে কহে যত নারীগণ।
তোমার তনয়ে নাই মানব লক্ষণ॥
ভক্তিমতী মাণিক-গৃহিণী একবার।
গড়ায় মনের মত কত অলঙ্কার॥

অন্তঃপুরে গদাধরে দেয় সাজাইয়ে।
একত্তরে তাহাদের যত সব মেয়ে॥
গদাধরে মুগ্ধমন এত সবাকার।
না দেখিলে কিছু দিন দেখিত আঁধার॥
লোক পঠাইয়া দিত কামারপুকুরে।
আদরের গদাধর আনিবারে ঘরে॥
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া।
প্রভুর বদনে দিত গদগদ হৈয়া॥
কখন মিষ্টান্ন হাতে প্রত্যেক রমণী।
গদাধরে বলিতেন কার লবে তুমি॥
শিশুমতি গদাধর করি লম্ফ দান।
হাতে ধরি সকলের মিষ্টি কাড়ি খান॥
শুনিয়াছি ব্রজভূমে গোষ্ঠোগোচারণে।
ক্ষুধার্ত্ত রাখালবৃন্দ হয় এক দিনে॥
বিশুষ্ক বদন কহে কানাইর ঠাঁই।
ক্ষুধায় কাতর প্রাণ কি খাইব ভাই॥
তুমি রাখালের রাজা সম্বল সহায়।
বিজন বিপিনে বাঁচি করহ উপায়॥
শুনি বাণী কানু পাঠাইল সবাকারে।
ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞে অন্ন মাগিবারে॥
অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণেরা নাহি দিল।
দেখিয়া ব্রাহ্মণীগণ ব্যাকুলা হইল॥
থালে থালে ল'য়ে অন্ন লুকাইয়া চলে।
বিরাজে কানাই যথা বেষ্টিত গোপালে॥
ব্রাহ্মণীগণেরে অনুরাগে ভরা দেখি।
কানাই কহিলা যত সঙ্গিগণে ডাকি॥
এস ভাই ওই অন্ন খাইব মিলিয়া।
এত বলি থাল লয় কাড়িয়া কাড়িয়া॥
আনন্দে ভেজন দেখে যতেক রমণী।
ইহারা নিশ্চয় বটে সে সব ব্রাহ্মণী॥
মাণিক-আগার সত্য মাণিক আগার।
পদরজ সবাকার মাগি বার বার॥
দয়া কর প্রভু-পদে রহে যেন মতি।
যত দিন বাঁচি লিখি রামকৃষ্ণ পুঁথি॥

পাঠশালে অধ্যয়ন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

বাল্যলীলা শ্রীপ্রভুর পূর্ণ মহিমায়।
গাও মন স্মরি গুরু হৃদে যা যুয়ায়॥
বড়ই সুমিষ্ট কথা অমিয় পূরিত।
বাল্য লীলা শুনে হয় মূর্খ সুপণ্ডিত॥
এক দিন চাটুয্যে মশায় বসি ভাবে।
গদায়ের হাতে খড়ি এবে দিতে হবে॥
ক্রমশঃ হ'তেছে বড় শুধু বুলে খেলে।
সঙ্গে লয়ে যত সব তেলি মালি ছেলে॥

মা বাপের গদাধর আদরের ধন।
তাহাতে আবার তায় কনিষ্ঠ নন্দন॥
স্বভাবতঃ শিশুগণে পাঠে দেখে বাঘ।
তাতে নাই গদায়ের কোন অনুরাগ॥
কহিলে পড়ার কথা মন হয় ভারি।
ভুলাইয়া বাপ মায় হাতে দিলা খড়ি॥
যান শিশু গদাধর পাততাড়ি বগলে।
যেখানে অনেক ছেলে লিখে পাঠশালে।
বিদ্যা অধ্যয়নে তাঁর নাহি হয় মন।
দিবানিশি নানা রঙ্গ লয়ে সঙ্গিগণ॥
শিশুগণ ফুল্ল মন সুখসীমা নাই।
ছুটি খেলে খেলে বুলে লইয়া গদা
গদায়ের নাহি হয় লিখন পঠন।
কত মতে বাপ মায় করে আকিঞ্চন॥
শিক্ষাদাতা গুরুমহাশয় পাঠশালে।
গদায়ে দেখেন যেন আপনার ছেলে॥
কর্কশ প্রয়োগে পায় হৃদয়ে বেদনা।
করিতে না পারিতেন তাঁহায় তাড়না॥
গদায়ের পাঠশালে যাওয়া আসা সার।
লেখাপড়া তিলমাত্র নাহি হয় তাঁর॥
বড়ই মধুর কথা শুন্ মন শুন্।
বহু ছেলে পেয়ে খেলা বাড়িল দ্বিগুণ॥
পাঠশালে যত ছেলে সবে ভালবাসে।
ছুটি পেলে গদায়ের সঙ্গে ঘরে মিশে॥
আড়ালে গদাই ল'য়ে বালক সকল।
সুন্দর করেন গান যাত্রার নকল॥
অপরে সাজান নিজে সাজেন গদাই।
ঠিক অবিকল যাত্রা কোন ভেদ নাই॥
বাল্যাবধি শ্রুতিধর ছিলেন এমন।
বারেক শুনিলে কভু নহে বিস্মরণ॥
খোল-করতাল-বাদ্য শিঙ্গার নিনাদ।
বদনে স্ফুটিত সব নাহি যায় বাদ॥
যাত্রার সংদারী যথা যাহা প্রয়োজন।
গদাই হইতে হয় সব সরঞ্জম॥
একাকী গদাই করে যত সমুদয়।
নেহারিলে হরবোলা মানে পরাজয়॥
পাঠশালে যত ছেলে সব গেল মেতে।
দিনে যায় পাঠশালা যাত্রা করে রেতে॥
গুরুমহাশয় শুনিলেন কানে কানে।
গদাই করেন যাত্রা লয়ে ছাত্রগণে॥
পুত্র নির্ব্বিশেষে দেখে ছাত্র গদাধর।
সোহাগ পূর্ণিত কথা কতই আদর॥
একদিন পাঠশালে শিক্ষাগুরু বলে।
শুনাও কেমনে যাত্রা কর সবে মিলে॥
এমন নিপুণ তুমি পূর্ব্বে জানি নাই।
এত শুনি যাত্রারম্ভ করেন গদাই॥
আপনে করেন গান মুখে বাদ্য বাজে।
দুই হাতে দেন তাল পদদ্বয় নাচে॥
গীত-বাদ্য-নৃত্য তাঁর অতি পরিপাটী।
মাঝে মাঝে সং দেওয়া কিছু নাহি ক্রটি।
হেসে হেসে মরে গুরু সহ ছাত্রগণ।
কতই আনন্দ তার নাহি নিরূপণ।
শুনি হাসি রোল যারা থাকিত নিকটে।
তিয়াগিয়া কার্য্য কর্ম্ম পাঠশালে যুটে॥
পাঠশালা হৈল ঠিক রঙ্গশালা মত।
নিত্য প্রায় গদায়ের যাত্রা তথা হ'ত॥
গুরু ছাত্রগণ মধ্যে অন্য কথা নাই।
কতক্ষণে আসিবেন লিখিতে গদাই॥
সকলেই উদগ্রীব গদায়ের তরে।
হেন গুরু ছাত্র বন্দে অধম পামরে॥
গদাই মূরতি চিন্তা করে যেই জন।
ধরি শিরে তা সবার যুগলচরণ॥
কঠোর তপস্যা করি যে ধন না মিলে।
কামারপুকুরবাসী তাই ল'য়ে খেলে॥
গোপপাড়া আগাগোড়া কামারপুকুরে।
তা সবারে নরবুদ্ধি হীনবুদ্ধি করে॥
কি বুঝ কি বুঝ মন অল্প কথা নয়।
শিশুরূপী ভগবান্ সঙ্গে রঙ্গ হয়॥

ভাবিয়া দেখিতে গেলে হৃদয় মাঝারে।
শরীর নিশ্চল কথা মুখে নাই সরে॥
কি হেতু শরীর স্থির বুঝে দেখ মন।
কেনইবা নাহি হয় বাক্য নিঃসরণ॥
কথার এ কথা নয় ভাব আঁখি মুদে।
কহিতে নারিনু দেখ রয়ে গেল হৃদে॥
অদ্ভুত তাজ্জব অতি বিস্ময় ব্যাপার।
জয় শিশুরূপী প্রভু ভবকর্ণধার॥
জয় জয় চন্দ্রমণি জননী প্রভুর।
জয় পিতা খুদিরাম চাটুয্যে ঠাকুর॥
শ্রীরামকুমার জয় জ্যেষ্ঠ সহোদর।
জয় জয় মেজভাই নাম রামেশ্বর॥
জয় ধনি কামারিণী পূজিত চরণ॥
জয় গদায়ের শিশু-সহচরগণ॥
জয় জয় যত প্রতিবাসী শ্রীপ্রভুর।
জয় গরিয়সী ভূমি কামারপুকুর॥
জয় জয় গ্রামবাসী যত নরনারী।
জয় জয় বালক বালিকা আদি করি॥
জয় জয় পশু পাখি গুল্ম লতাগণ।
জয় পুণ্যভূমি-রজ কলুষ-নাশন॥
গুরু মহাশয় করে বিশেষ যতন।
গদাই শিখেন যাতে লিখন পঠন॥
বিদ্যায় উদাস বড় না হয় উন্নতি।
কিছুই না কন, তাঁর দেখিয়া প্রকৃতি॥
কাঠাকে পর্য্যন্ত শেষ, লোক মুখে শুনি।
সরল বানান-ক্ষম আমি ভাল জানি॥
তেরিজ পর্য্যন্ত অঙ্কে, যারে বলে যোগ।
আর নাহি পারিলেন শিখিতে বিয়োগ॥
স্বভাবতঃ যোগে মন তাই যোগ হ'ল।
অধম বিয়োগ, তাহে বুদ্ধি বেঁকে গেল॥
পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণ থাকে যাঁর।
কেমনে বিয়োগে বুদ্ধি আসিবে তাঁহার॥
এ বড় সুগূঢ় অঙ্ক, অঙ্ক-শাস্ত্রে নাই।
বুঝিতে এ সব তত্ত্ব সৎবুদ্ধি চাই॥

বাদ দিলে পূর্ণ-ব্রহ্ম পূর্ণব্রহ্ম হ'তে।
তথাপিও সেই পূর্ণ-ব্রহ্ম থাকে হাতে॥
মহাব্যয়ে পুষ্টি সৃষ্টি বিশ্ব চরাচর।
জমায় বাকিতে তবু একরূপ দর॥
জমা রূপে পূর্ণব্রহ্ম বিভু সনাতন।
ব্যয়রূপে বিরাট মূরতি অগণন॥
বাকিতল্লে তাই মিলে যেমন জমায়।
সেহেতু বিয়োগবুদ্ধি না আসে মাথায়॥
লোকে না বুঝিতে পারে এতেক খবর।
বুঝে মাত্র শিখিতে না পারে গদাধর॥
হিসাব নিকাশে বুদ্ধি আদতেই নাই।
চোখে দিয়া ধুলা, খেলা খেলেন গদাই॥
অঙ্ক দিলে, তায় ফেলে, প্রভু গুণধাম।
তালপাতে লিখিতেন ঠাকুরের নাম॥
পাড়াগাঁয়ে পাঠশালে প্রচলিত রীতি।
প্রহ্লাদ চরিত্র আর দাতাকর্ণ পুঁথি॥
সরল বানানযুক্ত বাক্য সমুদয়।
পড়িতে পড়িতে হয় বর্ণ-পরিচয়॥
বর্ণ-পরিচয় হেতু গুরু পাঠশালে।
প্রহ্লাদ-চরিত্র পুঁথি সকালে সকালে॥
নিত্য নিত্য পড়াতেন শিশু গদাধরে।
সমস্ত মুখস্থ তাঁর বার বার প'ড়ে॥
প্রহ্লাদের অনুরাগ ভগবান্ প্রতি।
পড়িতে হইত তাঁর বড়ই পিরীতি॥
সেই হেতু পুঁথি পাঠ হ'ত অন্য স্থানে।
মধু যুগি জেতে তাঁতি তাহার ভবনে॥
পাঠশালে ছুটী হ'লে শিশু গদাধর।
পড়েন প্রহ্লাদ-কথা করিয়া আদর॥
সুন্দর আখ্যান মন শুন সাবধানে।
শিশু গদাধর পুঁথি পড়েন কেমনে॥
অতি অনুরাগে পুঁথি হয় এক দিন।
কত লোক নর নারী যুবক প্রাচীন॥
চারি ধারে ঘেরে তাঁরে শুনে ব'সে ব'সে।
গদায়ের পুঁথি পাঠ পরম উল্লাসে॥

[illegible]
নিকটে আসে[illegible] তার ডালে ॥
শ্রবণে বিভো[illegible]বের উচ্ছ্বাসে।
গাছ হ'তে [illegible]মান নামে অবশেষে ॥
নাহি ত্রাস মহোল্লাস শুনেছি যেমন।
নিকটে বসিল ধরি শিশুর চরণ ॥
যতক্ষণ পাঠ সাঙ্গ নাহি হয় তাঁর।
হনূমান শুনে পুঁথি আনন্দ অপার ॥
পাঠান্তে উঠায়ে পুঁথি শিশু গদাধরে।
পরশ করিয়া দিলা হনূ শিরোপরে ॥
শ্রীপদে প্রণমি হনুমান কর-পুটে ॥
পুনরায় পূর্ব্বেকার আম গাছে উঠে ॥
কেবা এই পশুরূপী ভক্ত হনূমান।
কি বুঝি, চরণে তার অসংখ্য প্রণাম ॥
যত কিছু বিদ্যমান কামারপুকুরে।
স্থাবর জঙ্গম কিবা জীবের আকারে ॥
প্রভু অবতারে তাঁরা দেব দেবী যত।
প্রভুর আজ্ঞায় সব সঙ্গে সমাগত ॥
দেখ দেখ সাবধান সাবধান মন।
প্রাণান্তেও অন্য বুদ্ধি না কর কখন ॥
ভগবান্ তব লীলা সুমূর্খ পামরে।
ভক্তিহীন বদ্ধ-আঁখি কি গাইতে পারে ॥
ঘটেতে থাকিত যদি কিছু ভক্তিধন।
গাইতাম বাল্য-খেলা মনের মতন ॥
বড়ই মধুর প্রভু বাল্য-খেলা কথা।
গাইব যেমন প্রভু পেয়েছি ক্ষমতা ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভু তুমি সব তত্ত্ব জ্ঞাত।
ধরি নররূপ খেলিতেছ নর মত ॥
নর মত রূপে বটে, কাজে কিন্তু নয়।
অমানুষী অপরূপ খেলা সমুদায় ॥
নরবুদ্ধিগম্য প্রভু নহ কোন কালে।
কি করিয়া বুঝা যায় এ বুদ্ধির বলে ॥

সবাই দিয়াছ দুটী আঁখি জ্যোতিষ্মান।
[illegible]বান ॥
পাষাণে রচিত এই পরদা বিশেষ।
ভেদ করি চাহি দৃষ্টি নাহি শক্তি লেশ।
কেমনে দেখিব প্র[illegible]কার।
হীনদৃষ্টি ব্রহ্মা শিব, আমি কোন্ ছার ॥
অবিদ্যা মোহিত চিত মলিন মুকুর।
কৃপা কর শিশুরূপী দয়াল ঠাকুর ॥
এখন কেবল বয়ঃ সাতের উপর।
জনক তাঁহার ত্যজিলেন কলেবর ॥
পৈতার সময় প্রায় দেখিয়া আগত।
ভ্রাতৃগণ শুভদিন করে নির্দ্ধারিত ॥
ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভিক্ষা অন্য কোন জাতি।
না দেওয়ার সেই বংশে কুলোচিত রীতি ॥
সেই হেতু দ্বিজ কন্যা গ্রামে যত জন।
ভিক্ষা দিতে গদাধরে করে আকিঞ্চন ॥
হেথায় গদাই কন-ধনি কামারিণী।
ভিক্ষা যদি দেয় তবে ভিক্ষা লব আমি ॥
কখন লব না ভিক্ষা অপরের হাতে।
না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে ॥
একি কথা গদাধর কহে ভ্রাতাগণ।
কি লাগিয়া কুল-প্রথা কর অতিক্রম ॥
শূদ্রদান কখন গ্রহণ নাই কুলে।
জানিয়া শুনিয়া কথা কেমনে বলিলে ॥
কোন হেতু না শুনেন শিশু গদাধর।
ধনি হবে ভিক্ষামাতা একই রগড় ॥
এত বলি মুখ ভারি ঘরে খিল দিয়া।
রহিলেন গদাধর আবদ্ধ হইয়া ॥
ক্ষুধার সময় যায় না খুলেন দ্বার।
নরনারী আসে যত শুনে সমাচার ॥
যে গদায়ে খাওয়াইয়া মহা সুখ মনে।
সে গদাই অনাহারে আবদ্ধ ভবনে ॥
কেমনে গ্রামের লোক চিত্তে রহে স্থির।
বার্ত্তা পেয়ে তাই ধেয়ে সকলে হাজির ॥

নাহিক উত্তর, তাঁরে যে যত বুঝায়।
যেন নাহি যায় কাণ কাহার কথায় ॥
যবে ভাই রামেশ্বর যাইয়া আপনি।
বলিলেন দিবে ভিক্ষা ধনি কামারিণী ॥
না হয় হইবে নষ্ট বংশকুলাচার।
শুনি বাণী তবে মুক্ত করিলেন দ্বার ॥
মরি কি সৌভাগ্য তব ধনি কামারিণী।
ভিক্ষা দিলে তাঁয়, বিশ্বে ভিক্ষা দেন যিনি ॥
ত্রাতা, পাতা, তারক, পালক সবাকার।
শিবময়, ইচ্ছাময়, ভবকর্ণধার ॥
যদ্যপি থাকিতে তুমি অদ্যাপি বাঁচিয়া।
ভাগ্য মানিতাম পদ মাথায় ধরিয়া ॥
যে যে স্থানে পাতিয়াছ চরণ দুখানি।
সেখানের রেণু পাওয়া মহাভাগ্য গণি ॥
কার অবতার তুমি কিছু শুনি নাই।
বৎস হারা গাভী যেবা বিহনে গদাই ॥
কি সাধ্য মহিমা গাই কি আছে শকতি।
এতেক বাৎসল্য যাঁর ঘটে বলবতী ॥
মহা ভাগ্যবতী ধরাতলে বিদ্যমান।
বুঝি না জানিনা কেবা তোমার সমান ॥
ক'ড়ে রাঁড়ী, অপুত্রক ধনি কামারিণী।
না বিইয়ে হৈল এবে রামের জননী ॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুদেব ভক্ত তাঁর প্রাণ।
ভক্তি জোরে, ভক্তে করে, তাঁহারে সন্তান ॥
অপার করুণা তাঁর ভকতের প্রতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥

পণ্ডিতগণের পরাভব।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম ॥

আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ বাল্য-লীলা তাঁর।
গাইতে সে সব খুলে কি সাধ্য আমার ॥
শুনিতে বাসনা যদি থাকে তোর মন।
এস দুই জনে করি তাঁহারে স্মরণ ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তিনি ভক্তজনে রটে।
যার যাহা হয় সাধ কৃপাবলে মিটে ॥
জয় জয় দীননাথ কৃপার আকর।
জয় জয় শিশুরূপী প্রভু গদাধর ॥
জয় যুগ-অবতার অন্ধের শরণ।
কৃপা করি কর মুক্ত দুখানি নয়ন ॥
কাটাকে পদে [illegible]
অপার বিস্তার [illegible] খেলায় প্রকাশ ॥
অদ্ভুত মহিমা কথা শুন অতঃপর।
লিখিবারে দেহ শক্তি প্রভু [illegible]ধর।
জয় জয় সিদ্ধকাম সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা।
জয় সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত বিধাতা ॥

গ্রামেতে বর্দ্ধিষ্ট গোষ্ঠী লাহা নামে খ্যাত।
নানা কাজে অর্থব্যয় প্রচুর করিত॥
একবার শ্রাদ্ধক্রিয়া তাহাদের ঘরে।
দেশের পণ্ডিত যত নিমন্ত্রণ করে॥
কোন টোল নাহি ফাঁক যে আছে যেখানে।
আবাহন করিলেন পত্রিকা প্রেরণে॥
ঘটা পরিসীমা কিবা না হয় বর্ণন।
ছাত্রসহ দলে দলে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ॥
আসিয়া করিল সভা নির্দ্ধারিত দিনে।
যথাকালে বসিলেন শাস্ত্র আলাপনে॥
কথার প্রসঙ্গে গোল উঠিল মহতি।
টোলের পণ্ডিতদের যে প্রকার রীতি॥
হউন বা না হউন নিপূণ বিচারে।
প্রসারিয়া হস্ত পদ গোলে মাত্র সারে॥
চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র কথা হইয়াছে দেশে।
যথা দিনে লোক জনে দেখিবারে আসে॥
শুনি গোল উচ্চরোল আসিয়া যুটিল।
মাঠে ঘাটে কর্ম্ম কাজে যে যথায় ছিল॥
সঙ্গিসনে রঙ্গ করি শিশু গদাধর।
উপনীত হইলেন সভার ভিতর॥
বিচার করেন সেই পণ্ডিতের দলে।
প্রসন্নে উত্তর দেন যত প্রশ্ন বলে॥
শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝা যাহা ভার।
তাহাই গদাই লয়ে করেন বিচার॥
বিচারের দেখি ধূম সবে একে একে।
আসিয়া বেড়িল শিশুপ্রভুকে চৌদিকে॥

সপ্তরথী মধ্যে যেন অভিমন্যু রণ।
বিচারে আগুণ ছুটে ন্যূন নাহি হন॥
বড়ই তাজ্জব কথা অপার বিস্ময়।
পণ্ডিত শিশুর কাছে পরাভব হয়॥
অলপ বয়স শিশু বুলে খেলে খেলে।
শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম কেমনে বুঝিলে॥
নানা জনে নানারূপ বলাবলি করে।
অদ্ভুত শকতি দেখি শিশুর ভিতরে॥
একেত সুন্দর শিশু বঙ্কিম নয়ন।
শ্রীবয়ানে মাখা কান্তি শোভা নিরুপম॥
লম্ববান শোভে বেণী শিরের উপরে।
পীযূষ পূরিত কথা রসনায় ঝরে॥
আজানুলম্বিত বাহু-যুগ প্রসারণে।
মহাদম্ভে শাস্ত্রালাপ ধীরগণ সনে॥
অবাক্ হইয়া দেখে মহা অসম্ভব।
নিরক্ষর সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ শৈশব॥
জিজ্ঞাসা করেন শেষে শিশুবর কার।
এ হেন বয়েসে করে শাস্ত্রের বিচার॥
যে সব পণ্ডিত শাস্ত্রে আগুয়ান দূর।
কহে আছে দৈবশক্তি নিশ্চয় শিশুর॥
পরিচিত কাছে তাঁর পরিচয় পেয়ে।
সকলে আশীষ ক'রে আনন্দিত হয়ে॥
বিষম এ শিশু কব কি তাঁর কাহিনী।
অহরহ স্মর মাত্র চরণ দুখানি॥
শ্রবণ মঙ্গল শিশু গদাই ভারতী।
মূর্খ সুপণ্ডিত শুনে রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

চিনুশাঁখারীর মিষ্টান্ন ও মালাগ্রহণ।

———০:*:০———

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম ॥

অধীত বেদান্ত বেদ গীতাদি পুরাণ।
তপ জপ যাগ যজ্ঞ কোটি অনুষ্ঠান ॥
দরশনে চারিধামে যে ফল না ফলে।
একা রামকৃষ্ণ-কথা গাইলে শুনিলে ॥
অনায়াসে ফলে তায় লক্ষাধিক ফল।
রামকৃষ্ণ-কথা হেন শ্রবণ মঙ্গল ॥
ছার আমি মূঢ় কিবা প্রভু-কথা জানি।
বিরচিত বিশ্ব যাঁর, অখিলের স্বামী ॥
ভেসে গেছে শুকদেব মহাবেদব্যাস।
আভাস প্রকাশে লাগে অনন্তে তরাস ॥
কিবা রামকৃষ্ণ প্রভু কি তাঁর মহিমা।
ক্ষুদ্র চিতে করিতে না পারি কোন সীমা ॥
সামান্ত হৃদয় নহে অণুর আধার।
প্রভু লীলা সিন্ধুবৎ অকুল পাথার ॥
বিশাল তরঙ্গ তায় বিশ্ব-চূড়া ডুবে।
ভাসে কত বিষ্ণু, বিধি, থাপি খায় শিবে ॥
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড নীচে বালুকার বন।
সহস্র সহস্র তায় প্রকাণ্ড-তপন ॥
দীপ্তিহীন ক্ষীণপ্রভা খদ্যোতের প্রায়।
বিলুপ্ত তরঙ্গে কভু কভু বাহিরায় ॥
জগৎ গরাসী নাম মহান্ প্রলয়।
সেও দেখে চমকে হৃদয়ে পায় ভয় ॥

অচিন্ত্য অসীম যদি এদিকে আবার।
কৃপাময় রামকৃষ্ণ কৃপায় তাঁহার ॥
ইন্দ্রিয় অতীত যাহা বোধগম্য নয়।
চোখে চোখে পলকে পলকে দৃষ্ট হয় ॥
ঘুচে সন্দ, মন দ্বন্দ্ব করে পরিহার।
আলোক উগারি নাশে নিবিড় আঁধার ॥
বিষম মায়ার বন্ধ সব টুটে যায়।
তাই শ্রীপ্রভুর কথা না ফুটে কথায় ॥
চিনু নামে একজন শাঁখারীর জাতি।
দরিদ্র তাহাতে বৃদ্ধ, গ্রামেতে বসতি ॥
ব্যবসায় অল্প আয় কষ্টে গুজরাণ।
কিন্তু তার গদাধরে ছিল বড় টান ॥
গদাধর তাঁর ঘরে যান নিতি নিতি।
সবে সুবদিত দুঁহে বড়ই পিরীতি ॥
গদাধরে সমাদরে বসায় আসনে।
মিষ্টান্ন যা মিলে ভাল তাই দেয় এনে ॥
ধীরে ধীরে খান প্রভু, চিনু বসি দেখে।
দোকানে খদ্দের এলে খাতির না রাখে ॥
প্রেমে গদ গদ চিত চিনু ভক্তিমান।
বিহ্বল এমন যেন শূন্য বাহ্যজ্ঞান ॥
কিবা বলে কিবা করে কোন বোধ নাই।
না পালটি আঁখি ছুটি দেখেন গদাই ॥

একদিন চিনুর কি ভাব হৈল চিতে।
চয়ন করিয়া ফুল দিব্য মালা গাঁথে॥
অনুরাগে গাঁথা-মালা পরিপাটি কত।
হেনকালে গদাধর তথা উপনীত॥
হেরে তাঁরে চিনুর আনন্দ নাই ধরে।
মালা গাঁথা সাঙ্গ করি চলিল বাজারে॥
আনিল মিষ্টান্ন কিনি মনের মতন।
স-মালা মিষ্টান্ন করে কাপড়ে গোপন॥
লয়ে সঙ্গে গদাধর চিনু মাঠে চলে।
অন্তর প্রান্তরে জনশূন্য বৃক্ষতলে॥
কেহ কোথা নাই চিনু চেয়ে চারি পানে।
জানুপাতি করযোড়ে বৈসে ছামু খানে॥
যতনের গাঁথা মালা বাহির করিয়ে।
প্রভুর গলায় দেয় গদ গদ হয়ে॥
মিষ্টান্ন খাওয়ান হাতে ধরি গদাধরে।
শূন্য-বাক্-মুখ, আঁখি ঝর ঝর ঝরে।
দিনকর-কর লুপ্ত মেঘ অন্তরালে।
লুকাল নয়ন-দৃষ্টি নয়নের জলে॥
মিষ্টান্ন সহিত হাত পড়ে নানা স্থানে।
কভু নাকে কভু চক্ষে কভু পড়ে কাণে॥
আপনে চিনুর হাত করিয়া ধারণ।
আনন্দে করিলা তার মিষ্টান্ন ভোজন॥
ভোজন সমাপ্তে চিনু আপনা সম্বরি।
প্রভুরে কহেন কত করযোড় করি॥
আগত হয়েছে কাল জরা-যুক্ত তনু।
কত হবে লীলা খেলা দেখিতে না পেনু॥
বড়ই রহিল দুঃখ আমার অন্তরে।
করুণ কটাক্ষে রেখ অধীন কিঙ্করে॥

ধন্য ধন্য চিনু দুটি দেহ পদ রেণু।
যথার্থ তোমার নাম হইয়াছে চিনু॥
চেনা কায বুঝ ভাল তাই চিনু নাম।
তোমার চরণে করি অগণ্য প্রণাম॥
বৃদ্ধ বটে চিনিবাস আঁটা শোটা কায়।
গায়েতে প্রচুর বল রোগ নাই তায়॥
প্রভুরে দেখিয়া চিনু এত মত্ত হ'ত।
কাঁদেতে চড়ায়ে তাঁয় প্রচুর নাচিত॥
বলরাম অবতার ভক্ত চিনিবাস।
দাদা শব্দে শ্রীপ্রভুর আছিল সম্ভাষ॥
দাদা ব'লে ডাকিলে গলিয়ে যেত চিনু
পরম উল্লাস মন গদ গদ তনু॥
অচল ভকতি হৃদে সৎশাস্ত্রবিৎ।
ভাগবতে চিনিবাস অতি সুপণ্ডিত॥
প্রভুর সহিত হয় নানা তর্ক বাদ।
কখন চটিত তর্কে, কখন আহ্লাদ॥
শাস্ত্র লয়ে তর্ক-দ্বন্দ কভু এত দূর।
সপ্তম ছাড়িয়া রাগ উঠিত চিনুর॥
পুনশ্চ সাক্ষাৎ নহে শপথ করিয়া।
পলাইত নিজঘরে দুরু দুরু হিয়া॥
প্রভুর উত্তর কথা, চিনুর মতন।
আমার সংকল্প নহে পুন দরশন॥
হেন বিবাদের মাত্র দণ্ডেকের পর।
উভয়েই মহা খুসি পুন একত্তর॥
প্রায় হয় এই খেলা চিনিবাস সাথ।
পিতামহ পৌত্রে যদি বয়েসে তফাৎ॥
চিনিবাস প্রভুদেবে বুঝেছিল ঠিক।
যথার্থ বাসিত তাঁহে প্রাণের অধিক॥

বিশালাক্ষীর আবেশ

—:০:—

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু।
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম।

বাল্যকালে বাল্য খেলা কত শ্রীপ্রভুর।
গাইলে শুনিলে হৃদে আনন্দ প্রচুর॥
অতি সুমধুর কথা শুন শুন মন।
কামারপুকুরে প্রভু খেলিলা কেমন॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন।
বেদ বিধি তন্ত্র মন্ত্র আগম নিগম॥
তপ জপ যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াদির পার।
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় অতীত সমাচার॥
সর্ব্ব শক্তিমান বিভু অখিলের পতি।
কটাক্ষে প্রলয় হয় কটাক্ষেতে স্থিতি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় কটাক্ষে পালন।
অনাদি অনন্ত পরা দুঃসাধ্য সাধন॥
এদিগে পতিত বন্ধু কৃপার সাগর।
অবতীর্ণ ধরাতলে ধরি কলেবর॥
মানুষের মত ঠিক আকৃতি গঠন।
শারীরিক ক্রিয়া-ধর্ম্ম নরের মতন॥
সঙ্গে নর খেলাপর তাহাদের সনে।
সত্যই মানুষ যেন সাধ্য কার চিনে॥
কি বড় মধুর কথা আছে এর পর।
আকারে সচ্চিদানন্দ প্রভু সর্ব্বেশ্বর॥
নরনারী যত সব গ্রামেতে বসতি।
সঙ্গে খেলিবারে বড় সবার পিরীতি॥

আদরে খাওয়ায় তাঁয় লয়ে সংগোপনে।
দেখা পেলে ধরে দেয় হাতে লাড়ু কিনে॥
গাঁথিয়া ফুলের মালা দেয় পরাইয়া।
মত্তচিত গ্রামে যত বিশেষতঃ মেয়ে॥
গদাই সবার বড় আদরের ধন।
যা ইচ্ছা করেন কেহ না করে বারণ॥
বরঞ্চ আনন্দে ভরি হেরিত নয়নে।
যখন যা খেলা হয় যাহার ভবনে॥
আগাগোড়া শ্রীপ্রভুর দেখি এই রীতি।
যার সঙ্গে কথা যবে সেই পায় প্রীতি॥
মনমোহনীয়া কথা নানা রসে ভরা।
শ্রীবদনে গুপ্ত যেন সুধার ফোয়ারা॥
মোহন মুরতি কিম্বা কার্য্য কোন তাঁর।
কার সাধ্য ভুলে যদি দেখে একবার॥
দেখ মন শ্রীপ্রভুর ভূমিষ্ঠ অবধি।
ঈশ্বর প্রসঙ্গে হয় মহান্ সমাধি॥
দর্শন শ্রবণে হৃদি ভরে যেত ভাবে।
ভাবময় মন-ভাব-সিন্ধুনীরে ডুবে॥
অচৈতন্য বাহ্যশূন্য আঙ্গিক বিকার।
কভু আস্যে হাস্য কভু চক্ষে জল-ধার॥
এহেন অবস্থা দে'খে প্রথমে প্রথমে।
ভূতে ধরে গদাধরে বুঝে লোকজনে॥

অনেকের নাহি আর পূর্ব্ব বোধ এবে।
তারা জানে যান তিনি মহাভাবে ডুবে
মহাভাবে নিমগন এই তার মানে।
যখন যে দেব কিম্বা দেবীমূর্ত্তি মনে ॥
আসিয়া উদয় হয় হৃদয় মাঝারে ॥
সেই দেব দেবীভাব তাঁর তায় স্ফুরে ॥
উপমায় কহি শুন দুই বিবরণ।
প্রভু গদাধর-লীলা অপূর্ব্ব কথন ॥
কামারপুকুর হ'তে নহে অতি দূর।
সামান্য প্রান্তর অন্তে পাড়াগাঁ আম্বুড় ॥
তথায় আছয়ে বিশালাক্ষী ঠাকুরাণী।
একদিন একত্রিতা অনেক রমণী ॥
সঙ্গে শিশু গদাধর যান দরশনে।
দেবী আবির্ভাব গায় মাঠমধ্য স্থানে ॥
অঙ্গজড়বৎ বাহ্যজ্ঞান নাহি আর।
আধমরা রমণীরা হেরিয়া ব্যাপার ॥
হুলস্থূল কান্নারব অন্তর প্রান্তরে।
কহে কেন ল'য়ে আইলাম গদাধরে ॥
কেনরে গদাই হেন হলি কি লাগিয়া।
কি বলিব চন্দ্রমণি মায়ে ঘরে গিয়া ॥
তেসবার মধ্যে যেবা বুঝে শিশুবরে।
দুই এক সঙ্গে নারী পাছু ছিল প'ড়ে ॥
ভক্তিমতী সেই নারী লাহার গৃহিণী।
উতরিল ত্বরা করি যথায় সঙ্গিনী ॥
করে মহা কোলাহল দেরি গদাধরে।
বুঝিল বিশেষ মহাতত্ত্ব তাঁয় হেরে ॥
শান্ত করিবারে যত ব্যাকুলা সঙ্গিনী।
কহিতে লাগিল তেঁহ সুযোগ্য কাহিনী ॥
যেই বিশালাক্ষী যাইতেছি দেখিবারে।
সেই দেবী এসেছেন শিশুর ভিতরে ॥
বিশালাক্ষী নাম তবে লয় নারীগণ।
প্রাণসম গদায়ের মঙ্গল কারণ ॥
কর্ণমূলে দেবী নাম পশে বার বার।
সহজ অবস্থা শিশু' ভাব নাহি আর ॥

দ্বিতীয় উপমা কথা অপূর্ব্ব ভারতী।
একমনে শুন মন রামকৃষ্ণ পুঁথি ॥
বড়ই মধুর শ্রীপ্রভুর লীলা-গান।
শ্রবণে পবিত্র চিত মঙ্গল আখ্যান ॥
সাধন ভজন কিম্বা পুণ্যবল বলে।
যে মহান্ হরিভক্তি কদাচিৎ মিলে ॥
তাও অনায়াসে লাভ করে জীবগণে।
একা রামকৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন শ্রবণে ॥
সাধ করি স্বগ্রামেতে নানা জাতি মিলে ॥
বাঁধিল যাত্রার দল যুবক সকলে ॥
প্রাচীনের মধ্যে মাত্র চিনিবাস তায়।
মহা আদ্য আরম্ভেতে কহা নাহি যায় ॥
চিনিবাস বড় চিনে গদাই শিশুকে।
না রন গদাই যথা চিনু নাহি থাকে ॥
বড়ই সুমিষ্টকণ্ঠ শিশুগদাধর।
দুই এক গানে যাঁর গরম আসর ॥
ভক্তি কি রঙ্গাদি রস হাস্য প্রহশণে।
সমকক্ষ কোন স্থানে নামিলে ভুবনে ॥
যদিচ অল্প বয়ঃ বারর উপর।
সর্ব্বরূপরসজ্ঞাত রসিক প্রবর ॥
একবার শিবরাত্রি মহেশ বাসরে।
ভক্তবর সীতানাথ পাইনের ঘরে ॥
নির্দ্ধারিত হৈল হবে যাত্রা গোটা রাতি।
মহেশ-বাসর হেতু নিদ্রা নহে রীতি ॥
অর্থ বিনা পল্লিগ্রামে পর্ব্বোৎসব বন্ধ।
যদি হয় সবাকার বড়ই আনন্দ ॥
যথাকালে যাত্রাশালে যত নর নারী।
কাতারে কাতারে বসে মহোল্লাস ভারি ॥
সাজঘর আসরের কিঞ্চিৎ তফাৎ।
বেশকারী গয়াবিষ্ণু প্রভুর সেঙ্গাৎ ॥
নানা জনে নানাবেশে পাঠান আসরে।
কেহ না দেখিতে পায় শিশু গদাধরে ॥
গদাধর সবাকার আদরের ধন।
শ্রোতাগণ মনে মনে করে আন্দোলন ॥

যাত্রা প্রায় অর্দ্ধ সায় রাত্রি যায় ব'য়ে।
তবু না আসেন তিনি আসরে সাজিয়ে॥
আকুল তাঁহার জন্যে যত লোক জন।
হেনকালে শিব বেশে হৈল আগমন॥
মহা শোভা পায় গায় মহেশের বেশ।
চেনা দায় নাহি কায় স্বরূপের লেশ॥
সুচিকণ কেশ গুচ্ছ, তাহার বদলে॥
রুক্ষবর্ণ জটাভার লম্ববান দুলে॥
স্ববর্ণ সুবর্ণ জিনি, চাঁপা হেরে যায়।
বিভূতিতে আচ্ছাদিত মহাশোভা পায়॥
উপমায়, কিবা গায় বর্ণজ্যোতি জ্বলে।
শরৎ চন্দ্রিমা, শুভ্র, মেঘের আড়ালে॥
ফটিক রুদ্রাক্ষমালা শোভিত গলায়।
ঈষৎ আবেশ বলে ঈষৎ দুলায়॥
এক করে শিঙ্গা ধরা, ত্রিশূল অপরে॥
বাঘাম্বর বিচিত্রিত বসন উপরে॥
সর্ব্বোপরি শোভমান শ্রীঅঙ্গে আবেশ।
ধীরে ধীরে মত্ত-প্রায় আসরে প্রবেশ॥
দর্শকেরা দেখে তাঁরে নহে গদাধর।
আগত কৈলাস ছাড়ি কৈলাস-ঈশ্বর॥
পূর্ণ হৈল শিবাবেশ, বাহ্য গেল ছেড়ে।
দুনয়নে বারিধারা অবিরল ঝরে॥
মাটি নরমিয়া গেল ধারা বরিষণে।
কে জানে কোথায় জল আছিল নয়নে॥
গঙ্গাধর-শির-বাস-জাহ্নবী আপনি।
পরম ঈশ্বর প্রভু অখিলের স্বামী॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের সবার ঈশ্বর।
জানি তাঁরে, নাহি বহে শিরের উপর॥
মহেশ-সঙ্গিনী সদা শিব সঙ্গে ফিরে।
শিবভাব প্রভু-গায়, তাই চোক্ষে ঝরে॥
জ্ঞানহারা দর্শকেরা, দেখিয়া মূরতি।
শিশু গদাধর অঙ্গে মহেশ-প্রকৃতি॥
গর গর মহাভাব উঠেছে সপ্তমে।
আপনার স্থানে নাহি নামে কোন ক্রমে
চিনে যারা চিনু আদি গ্রামবাসিগণ।
তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র করিয়া চয়ন॥
চরণে অর্পণ করে মহা অনুরাগে।
মহেশ সন্তোষ দিব্য নৈবেদ্য সংযোগে॥
হর হর দিগম্বর স্তুতি মুখে গায়।
ধর ধর মহাভাব আপন ইচ্ছায়॥
তবে ভেঙ্গে যায় ভাব অঙ্গে হয় লীন।
কেহ বলে হেন ভাবে যায় তিন দিন॥
ভাঙ্গিল সে দিন যাত্রা, না হইল আর।
প্রভু গদায়ের কথা তাজ্জব ব্যাপার।
আর কিবা আছে বল এত বড় মিঠে।
গাইলে শুনিলে শুষ্ক গাছে রস ফুটে॥
কথার এ কথা নয় প্রত্যক্ষ সকল।
রামকৃষ্ণ কথা সত্য শ্রবণ মঙ্গল॥

পুঁথি লিখন।

জয় শিশু গদাধর, প্রভু পরম ঈশ্বর
জয় জয় যত ভক্তগণ।
পদরজ সবাকার, মাগিতেছি বার বার,
ভক্তিহীন পামর অধম॥
ক্রমে প্রভু বয়োধিকে, সাঙ্গ কেবল কাঠাকে,
অল্প অল্প বর্ণ পরিচয়।
কিন্তু হস্ত লিপি তাঁর, গোটা গোটা দীর্ঘাকার,
পরিষ্কার হৈল অতিশয়॥
পাঠশালে বিদ্যার্জ্জন, এইতক্ সমাপন,
উচ্চ শিক্ষা নাই কোন কালে।
বংশের যেমন রীতি, ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি,
শাস্ত্র আদি শিক্ষা করা টোলে॥
শুন মন অতঃপর, কি করেন গদাধর,
পাঠশালা করি পরিত্যাগ।
রাম-কৃষ্ণায়ণ পুঁথি, লিখিবারে দিবারাতি,
অন্তরে জনমে অনুরাগ॥

এক পুঁথি লেখা তাঁর, দীর্ঘাক্ষরে চমৎকার,
দেখিয়াছি আপন নয়নে।
সুবাহুর পালা সেটী লেখা অতি পরিপাটি
হেলায় পড়িবে অন্ধ জনে॥
সাঙ্গ দিন নিরূপণ, বার শ ছাপান্ন সন
উনবিংশ আষাঢ় মাহায়।
প্রার্থনা করিয়া রামে, রাখিতে তাঁরে কল্যাণে,
শ্রীপ্রভুর স্বাক্ষর তাহায়॥
কখন ভকতি ভরে, পূজা হয় রঘুবীরে,
নানা ফুলে গাঁথি ফুলহার।
কভু উচ্চে রামনাম, গাইতেন অবিরাম,
প্রথম অঙ্কুর সাধনার॥
রঙ্গ রস পরিহাসি, লয়ে যত প্রতিবাসী
হাসি রাশি প্রকাশি বয়ানে।
শুনিতে কীর্ত্তন যাত্রা, সঙ্গী সহ হয় যাত্রা,
পল্লিগ্রামে যা হয় যেখানে॥
অরুণ উদয় আগে, যেইরূপ পূর্ব্বভাগে,
নানারাগে রক্তিম বরণ।
জগৎ-লোচন রবি, কিরণ আকর ছবি,
প্রায়াগত প্রকাশে লক্ষণ॥
বালক বালার্ক রূপ, তেমতি প্রভুর রূপ,
অপরূপ দিন দিন উঠে।
মর্ম্মগ্রাহী সুচতুর, প্রতিবাসী শ্রীপ্রভুর,
সময় বুঝিয়া সঙ্গে যুটে॥
হয় কথা ইসারায়, অন্যে না বুঝিতে পায়,
বোবায় বোবায় যেন ভাষ।
শ্রীপ্রভুর নর লীলা, ধরায় বৈকুণ্ঠ মেলা,
কথা ক'য়ে না হয় প্রকাশ॥
এবে নিকটস্থ গ্রামে, গদাই ঠাকুরে ক্রমে,
চিনিতে লাগিল লোকজন।
গদাই বুঝিয়া স্থান, গ্রাম গ্রামান্তরে যান,
বহুলোকে করে আবাহন॥
একে বয়ঃ সুকুমার, রূপ-লাবণ্য-আগার,
দীপ্তিমান বয়াম সুন্দর।
গুণটানা শরাসন, অল্প বাঁকা দুনয়ন,
ত্রিভুবন-জন-মনোহর॥
প্রশস্ত কপোল তলে, সুদীর্ঘ কুন্তল খেলে,
মুখ-দ্যুতি অর্দ্ধ আবরণ।
শতগুণে শোভা বাড়ে, যখন জলদে ঘেরে,
শরতের চন্দ্রিমা কিরণ॥
নাসা অতি পরিপাটি, রক্তিম অধর দুটি
সুবিশাল বক্ষঃ মনোহর।
বাহু যুগ সুললিত, দুলে আজানুলম্বিত
মধ্যদেশ বড়ই সুন্দর॥
কায় মত্ত পদদ্বয়, ভকত লালসালয়,
হৃদিরত্ন সেবা কমলার।
সৌন্দর্য্যের ছবি খানি, কণ্ঠে ফুটে মিঠা বাণী,
মোহনত্ব নহে বলিবার॥
শ্যাম-শ্যামা-গুণগান, মধুর গদাই গান,
মন প্রাণ মুগ্ধ যেই শুনে।
কভু না ভুলিতে পারে, থেকে থেকে মনে পড়ে
কি ছিল জানি না কিবা গানে॥
গ্রামের রমণীগণ, গদাধরে মুগ্ধ মন,
রূপে গুণে তন্ময় সকলে।
হেরে তাঁরে সদা সাধ দারুণ হৃদে বিষাদ,
সাধে বাদ জঞ্জাল ঘটিলে॥
প্রভু সঙ্গে তা সবার, কি প্রকার ব্যবহার,
বলিবার কথা নহে মন।
ভিতরে সুন্দর কাণ্ড, কাঁচা মন লণ্ডভণ্ড,
সেই হেতু রাখিনু গোপন॥
আভাস সঙ্কেতে কই, মিষ্টি মাখা চিঁড়া দই,
প্রভু বই নাহি জানে আর।
গোপনে অনেক নারী, গড়িয়ে দিত বাঁশরী
ভাঙ্গিয়া গায়ের অলঙ্কার॥
গুপ্ত মুখ কুলবালা, গেঁথে দিত ফুলমালা,
যেন সাধ্য মিষ্টি ভোজ্য কিনে।
কেহ পুত্র নির্ব্বিশেষে, গদাধরে ভালবাসে,
সমাদরে পরম যতনে॥

ভগবৎ ভক্ত যারা, মহানন্দ পায় তারা
শুনে কাছে ঈশ্বর প্রসঙ্গ
হাস্য রস সকৌতুক, কিসে নহে পরাঙ্মুখ,
নানা রঙ্গ রসের তরঙ্গ ॥
বাল্যাবধি শ্রীপ্রভুর, শুনিয়াছি যত দূর,
যাওয়া আসা ছিল নানা স্থানে।

বিশেষে শিয়ড় গ্রাম, যথা হৃদয়ের ধাম,
সম্পর্কেতে হৃদয় ভাগিনে ॥
হৃদু সঙ্গে সম্মিলন, এবে হ'তে বিলক্ষণ
সংঘটন হইল তাঁহার।
পরস্পর বড় প্রীতি, হৃদু ভাগ্যবান অতি,
পশ্চাৎ গাইব সমাচার ॥

কালীপূজা ও রমণীর বেশ ধারণ।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

শ্রীপ্রভুর বাল্য খেলা অতি মনোহর
ক্রমশঃ উঠিল বয়ঃ ষোলর উপর।
গ্রামের বালক যত তিলেক না ছাড়ে।
দিবারাতি মহা মেলা ব্রাহ্মণের ঘরে।
ছোট বড় বয়সের সহচরগণ
পূর্ব্ববৎ একসঙ্গে সময় যাপন।
নানা রঙ্গে ভ্রমে তারা শ্রীপ্রভুর সনে।
সবার সর্দ্দার প্রভু সকলেই মানে।
যখন যা হয় আজ্ঞা, কভু নহে হেলা।
মহান্তের মঠে যেন আজ্ঞাবহ চেলা।
কতই খেলেন প্রভু তাসবার সনে
অমায়ায়ী সব কেহ তত্ব নাহি জানে।
সময়ে রচেন খেলা নূতন নূতন।
এখন নাহিক আর মাঠে গোচারণ ॥
নূতন খেলার সৃষ্টি হইল সম্প্রতি।
মাটিতে গড়েন শ্যামা কালীর মূরতি ॥
রঙ্গে ঢঙ্গে সুঠাম মূরতি মনোহরা।
দেখিলে প্রতীত যেন কারিকরে গড়া।
আঁখি তারা মুগ্ধকর হেন দীপ্তিমান।
মৃন্ময় মূরতিখানি জীবন্ত সমান ॥
পূজা হেতু ঘট, বিল্ব-পত্র ফুলচয়।
যোগাইতে সহচরগণে আজ্ঞা হয় ॥
বালকের খেলা মত বটে খেলা তাঁর।
কিন্তু কিবা গুণ তাহে আশ্চর্য্য অপার ॥
নিশ্চিত উপচার যাহা প্রয়োজন।
কোন ত্রুটি নাহি, থাকে সব আয়োজন ॥
কিছু অঙ্গহীন নাহি প্রভুর পূজায়।
যথা আজ্ঞা সঙ্গিগণ তখনি যোগায় ॥
সকল যোগাড় দেখি অবশেষে কন
ধরিয়া আনিতে কিছু বলির কারণ।
আজ্ঞামত যত সব খেড়ে খেড়ে ছেলে।
গাছের কোটরে পাখী ধ'রে ধ'রে আনে।
অগণন পাখীগণ সঙ্গিগণ আনে।
আপনি হানেন বলি শ্যামা সন্নিধানে ॥
এইরূপে কালী পূজা নিত্য নিত্য প্রায়।
নানা বলি, শুনি লক্ষাধিক গণনায় ॥

সঙ্গিগণে কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।
যা বলেন প্রভু, তারা তাই মাত্র করে॥
শ্রীপ্রভুর বাল্য খেলা অপূর্ব্ব কথন।
খেলা ছলে মহা কার্য্য হয় সমাপন॥
গ্রামেতে পুরুষ নারী বালক কি বালা।
যার যেন সাধ তার সঙ্গে তেন খেলা॥
রঙ্গ বহু বিশেষতঃ নারীদের সনে।
প্রভুরও রমণীভাব ষোল আনা মনে॥
ফুটে মুখে মিঠা বাণী রমণীর প্রায়।
নারী সহ বাস প্রিয় বেশ ভূষা গায়॥
পরিচয় হেতু কথা শুন শুন মন।
অপরূপ শ্রীপ্রভুর বাল্য বিবরণ॥
গ্রাম্য রমণীরা প্রভুদেবে এত বাসে।
না দেখিতে পেলে পরে ঘরে খুঁজে আসে
বয়স ক্রমশঃ বেসি নহে পূর্ব্বতন।
কৈশরে প্রবেশ তায় ছিয়ালা গড়ন॥
কুলবতী পক্ষে লজ্জা কুলের তরাস।
শ্রীপ্রভুর সঙ্গে করে রঙ্গ পরিহাস॥
কার না আসিত মনে যত প্রতিবাসী।
প্রভুরে জানিত তারা অকলঙ্ক শশী॥
দিবানিশি তাই খেলা সকলের-সনে।
রঙ্গে পায় বাল্যভাব বাল্য-কথা শুনে॥
সুবর্ণ বণিক জেতে গ্রামেতে বসতি।
সেই বংশে চোদ্দ বুন সবে রূপবতী॥
ভগিনীগণের মধ্যে প্রধানা রুক্মিণী।
অদ্যাপিহ বর্ত্তমানা তাঁর মুখে শুনি॥
শ্রীপ্রভুর প্রতি হৃদে ভালবাসা ভরা।
নহেন একাকী, ঘরে যত সহোদরা॥
প্রভু দরশন হেতু এত লুব্ধ মন।
গ্রাম ত্যাগাপেক্ষা ভাল বুঝিত মরণ॥
শ্বশুরের ঘর তাই যাওয়া নাই হ'ত!
প্রভু দেবে তারা সবে এতই বাসিত॥
কেবা তারা শ্রীপ্রভুরে এত বাসে প্রাণে।
মহাসতী ভাগ্যবতী প্রণতি চরণে॥

সাধ্য কার স্বরূপত্ব করিবে প্রকাশ।
মূর্খ মূঢ়মতি করি পদরজ আশ॥
অতি রূপবান প্রভু নবীন বয়েস।
ধরি অঙ্গে অপরূপ রমণীর বেশ॥
দেশের চলন যেন মটা আভরণ।
শিরে ধরা বেণী গুচ্ছ বাঁধা সুশোভন॥
পরিয়া কাপড় বড় পাড় পরিপাটি।
আবরণ শ্রীবদন যান গুটি গুটি॥
প্রকৃতি-সুলভ হাব ভাবে অঙ্গ ভরা।
কে পারে চিনিতে সাজা রমণী চেহারা॥
পুরুষেরা চিনে পাছে এই শঙ্কা ক'রে।
খিড়্‌কি দিয়া ঢুকিতেন বেণেদের ঘরে॥
ধরা বেশ ঠিক যেন রমণীর প্রায়।
আবরণে কোন ক্রমে চেনা নাহি যায়॥
নানা রঙ্গ করি প্রভু, ধরা দিলে পরে।
যত বুন হয় খুন হেসে হেসে মরে॥
দেবেশ দুর্লভ যে প্রভুর দরশন।
যোগেশ আশায় করে দুস্তর সাধন॥
মহেশ প্রমত্ত চিত মাত্র নামে যাঁর।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ সেব্য কমলার॥
শনক নারদ শুকদেব ঋষিগণ?
সততঃ যাঁহার করে মহিমা কীর্ত্তন॥
আগম নিগম তন্ত্র বেদ গীতা আদি।
না ফুরায় স্তোত্র গায় চিরকালাবধি॥
বেদ বিধি তপ জপ সাধনার পার।
ক্রিয়া কাণ্ড লণ্ডভণ্ড আশয়ে যাঁহার॥
কোন মতে কোন পথে নাহি মিলে যাঁরে।
সে জন সুলভ এত কামারপুকুরে॥
ভক্তি ভক্ত ভাব নাহি গ্রামবাসী সনে।
গ্রামের গদাই, তারা এই মাত্র জানে॥
এখানে কেবল দেখি স্নেহের সম্ভাষ।
প্রভুতে ভক্তির কথা, কথা উপহাস॥
ভগ্নিগণে নানাবিধ খাইবারে দিত।
দোলনা বাঁধিয়া ঘরে তাঁরে দোলাইত॥

বাড়ীতে যতেক নারী বসি একত্তর।
শুনেন কতই কথা কন গদাধর॥
কখন শুনিত কভু শুনাইত গান।
উথলিয়া হৃদে চলে আনন্দ-তুফান॥
তুফান সঙ্গিনী উচ্চ কল কল নাদ।
অরসিক জনে গণে কানে পরমাদ॥
জটিলা-কুটিলা-ভাবে ভরা যেই জন।
মুরলীর গানে গণে কুলীশ নিস্বন॥
বলাবলি করে দূরে সন্দেহ অন্তর।
যুবতীর দলে কিবা করে গদাধর॥
গৃহস্বামী সীতানাথ রুক্মিণীর পিতা।
গদায়ে যে বুঝে ইষ্ট পরমদেবতা॥
ভক্তিবান সুবিশ্বাসী তাঁয় গিয়া বলে।
কি করেন গদাধর তাঁহার বাখুলে॥
গালে হাত সীতানাথ কয় হাসি হাসি।
জান না কি, গদাধর অকলঙ্ক শশী॥
হেন তিনি যতক্ষণ থাকেন ভবনে।
করে চিত আলোকিত আনন্দ-কিরণে।
বালক কেবল যেন বালক আকার।
পবিত্র মূরতি নানা গুণের আধার।
মত্ত হয়ে যে সময় গুণ-গাথা রটে।
তখনি অমনি আর পাঁচ জন যুটে॥
সবে মিলে মহা কথা করে আন্দোলন।
শ্রুতি-মিঠে গদায়ের ক্রীড়া বিবরণ॥
কেহ কয় মহাশয় আমাদের ঘর।
গত মাসে তিন দিন ছিলা গদাধর।
অমিয় বরষি কথা শুনিয়া শ্রবণে।
আছিলাম সুখে মত্ত নরনারিগণে॥
ব্যস্ত হয়ে অন্যে কহে মমালয়ে স্থিতি।
গত পক্ষে ছিলা দুই দিন দুই রাতি॥
আনন্দের পরিসীমা নহে বলিবার।
যথায় গদাই বসে আনন্দ বাজার॥
অন্ধকার মোর ঘর ফিরে এলে পরে।
দিবারাতি কাঁদে প্রাণ গদায়ের তরে॥

তৃতীয় ততই ব্যস্ত কহিতে কাহিনী।]
গদায়ে পাইয়ে কিবা ভুগেছেন তিনি॥
গুণমণি শিরোমণি শিশু গদাধর।
হেরিলে হরয়ে তাপ যুড়ায় অন্তর॥
ধন-পুত্র-নাশ-শোক সন্তাপ ভীষণ।
গদাই দর্শনে করে সব নিবারণ॥
দ্বেষীগণে কথা শুনে মহা লজ্জা পায়।
উক্ত কথা পরিহাস বলিয়া উড়ায়॥
আকারেতে গদাধর বালকের সাজ।
নানা রঙ্গ-রস জ্ঞাত যেন রসরাজ॥
স্ত্রীলোকের যত খেলা জানিতেন তিনি।
ঘুসিম খেলার সঙ্গি গুসি নাপিতিনী॥
স্ত্রীলোকের সঙ্গে খেলা হাস্য পরিহাস।
প্রচুর প্রভুর, তাহে আছিল উল্লাস॥
কভু বকুলের ফুলে আভরণ গাথি।
দুহাতে পুইছা বাজু শিরে ধরা সিঁথি॥
পরিধান পাছা পেড়ে বসন সুন্দর।
কাঁখেতে কলসী গতি বেণেদের ঘর॥
দরজায় নারিগণে ডাকিতেন এঁটে।
আয় কেলো যাবি জলে সূর্য্য যায় পাটে॥
নারীগণ ফুল্লমন দেখি গদাধর।
একে একে কুড়ি দরে হয় একত্তর।
যে জনার প্রয়োজন কিছু নাই জলে।
সেও কাঁখে কুম্ভ করি এসে মিশে দলে॥
ধীরে ধীরে চলে জলে মাঝে গদাধর।
প্রভুর বদন ঢাকা ঘোমটা ভিতর।
পুরুষেরা যত সব বসিয়া সদরে।
জলে যেতে, যেই পথ, তার দুই ধারে॥
কেহ না চিনিতে পারে প্রভু গদাধর।
জল হেতু কাঁখে কুম্ভ যান সরোবর॥
এরূপ খেলেন প্রতিবাসিনীর সনে।
মহানন্দ ভোগ হয় বাল্য-লীলা শুনে॥
বৃন্দার মা নামে এক ব্রাহ্মণের মেয়ে।
বড় প্রীতি ছিল তাঁর প্রভুরে খাওয়ায়ে॥

অন্ন ব্যঞ্জনাদি তেঁহ করিয়া রন্ধন।
হামেসা প্রভুরে করিতেন নিমন্ত্রণ॥
বড়ই সন্তোষ প্রভু তাঁহার রন্ধনে।
যাচিতেন নিমন্ত্রণ না হ'ত যে দিনে॥
যার যেন সাধ তাঁরে তাই দেয় খেতে।
বড় দুঃখ করে যারা অতি খাট জেতে॥
খেতির মা নামে এক, জাতি সূত্রধর।
বড় সাধ ঘরে বসে খান গদাধর॥
বলিতে নাহিক শক্তি প্রকাশিতে ভয়।
গোপনে মনের কথা শঙ্করীরে কয়॥
ভাগ্যবতী ভিক্ষা মাতা ধনী কামারিণী
শঙ্করী আছিল তার কনিষ্ঠা ভগিনী॥
অন্তর্যামী বিশ্ব-স্বামী শিশু গদাধর।
বুঝিলা অন্তরে কিবা ভিতরে খবর॥
দেখা মাত্র শঙ্করীরে কন সংগোপনে
কি বলে খেতির মাতা কিবা সাধ মনে॥
শঙ্করী বলেন সব বুঝেছ বারতা।
কি খাইবে বল তবে এনে দিব হেথা।
শ্রীপ্রভু বলেন হেথা পথে কে খাইবে।
ঘরে বসে খাব তার যাহা কিছু দিবে॥
ভক্তবৎসলতা-ভাব মরি কি সুন্দর।
অনায়াসে যান খেতে ছুতারের ঘর॥
শূদ্রদত্ত বস্তু যেই বংশে নাহি চলে।
কুলাচার এত আঁটা জন্ম সেই কুলে॥
একবার কুল-রীতি করি অতিক্রম।
শূদ্রদত্ত ভোজ্য তাহ করেন গ্রহণ॥
পেয়ে তত্ত্ব ক্রুদ্ধ চিত্ত উন্মত্তের প্রায়।
শুদ্ধাচারী পতি তাঁর তাড়া কৈলা তাঁয়॥
কাঠের পাদুকা ল'য়ে যত গায় জোরে।
দাঁড়ায়ে মারেন বৌলা পিঠের উপরে॥
হেন বংশে লয়ে জন্ম প্রভু ভগবান।
যে দেয় আদর করি তার ঘরে খান॥
জাতির খাতির মনে কিছু মাত্র নাই।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর গদাই॥
শ্রীপ্রভুর বাল্য খেলা মধুর ভারতি॥
এক মনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

খেলাছলে আসন প্রদর্শন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ-ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম।

দেখ মন যা খেলিলা বালক গদাই!
বুঝিবারে বালকের কৃপা কণা চাই॥
না দেখিতে পেলে লীলা বুঝা বড় দায়।
চাঁদের কিরণ যেন চাঁদেতে মিশায়॥
না হইলে চক্ষুষ্মান কে দেখিতে পারে।
থালার মতন চাঁদ কত আলো ধরে॥
দিন দিন যায় যত বাড়ে বয়ঃক্রম।
দেখান সবারে খেলা নূতন নূতন॥

কেহ না বুঝিতে পারে কি ভিতরে তার।
বিনা দুই এক আর চিহ্ন শঙ্কাকার॥
এখন শ্রীপ্রভুদেব না বলিয়া কারে।
থাকিতেন দুই চারি দিন স্থানান্তরে॥
কোথায় গমন কিবা স্থান কোন খানে।
সে তত্ত্ব সুগুপ্ত কেহ কিছু নাহি জানে॥
লুপ্ত পূর্ব্বকার ভাব নাহিক উল্লাস।
চিন্তাতুর মুখভার উদাস উদাস॥
শৈশব হইতে আজিতক নিরন্তর।
রঙ্গরস পরিহাস কতই রগড়॥
রহিলেন আগাগোড়া যাহাদের সনে।
তারাও কহিলে কথা নাহি চান পানে॥
বহু জেদ অনুরোধ করিবার পর।
বিষাদিত ক্ষুব্ধ চিতে দিতেন উত্তর॥
বৃথা কাজে অনর্থক এত দিন গেল।
সুন্দর সে হরি তাঁর তত্ত্ব না হইল॥
বিষয়ে মলিন বুদ্ধি তোমরা সকলে।
কি মধুর হরি-কথা নাহি কও ভুলে॥
সকল সন্তাপহর হরি-আলাপনা।
স্মরণ মনন নানা সাধন ভজনা॥
তাহে নাহি রুচি, রুচি হাস্য পরিহাসে।
এরূপে কাটিলে কাল কি হইবে শেষে॥
অনিত্য সংসার এই ভেবে দেখ ভাই।
হরি বিনা মানুষের অন্য গতি নাই॥
হরি-কথা প্রভু যত কন সঙ্গিগণে।
চেয়ে দেখে তাঁর কথা নাহি শুনে কাণে॥
ভাগ্যবান সঙ্গিগণ হরি চায় নাই।
বড় খুসী দিবানিশি পাইলে গদাই॥
ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগেতে যে সুখ উদয়।
প্রভু-সঙ্গ-সুখ সনে কিছুমাত্র নয়॥
মরি কি মধুর নর-লীলা নরধামে।
নর দেহে নিজে হরি মায়া আবরণে॥
মুগ্ধকর সহচর সদা সঙ্গে বাস।
তাহারাও তিলমাত্র না পায় আভাস॥
অমৃত সমান ক্ষীর মাতৃ-বক্ষে স্থান।
খায় শিশু পায় পুষ্টি নাহি জানে নাম॥
সেই মত শ্রীপ্রভুর যত সহচর।
নাহি বুঝে পরানন্দ ভুঞ্জে নিরন্তর॥
শ্রীপ্রভুর সঙ্গ-সুখ করে আস্বাদন।
কৃষ্ণ হরি-কথা কেন করিবে শ্রবণ॥
সঙ্গ-সুখ ভোগী যারা সঙ্গ-সুখ চায়।
প্রভু-সঙ্গ-সুখানন্দ না আসে কথায়॥
যে ভুগেছে সে জেনেছে তাহার মরমে।
উপমায় অলিকুল যেমন কুসুমে॥
মধু পেলে খায় নৈলে নাহি খায় আর।
উপবাসে যদি হয় জীবন সংহার॥
চাতক ফটিক জলে যেমন পিয়াসে।
যায় প্রাণ তবু নাহি জলাশয়ে বসে॥
সেই মত যে করেছে প্রভু-সহ বাস।
না করে কখন অন্য সুখ অভিলাষ॥
ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু গদাধর।
যে ভক্তে যা চায়, দায় তাঁহার উপর॥
সঙ্গে খেলিবারে চায় যত সঙ্গিগণ।
করিবারে তাহাদের বাসনা পূরণ॥
রচিলা নূতন খেলা সময়ের মত।
অতি মনোহর প্রভু গদাই চরিত॥
মোহিত বিমুগ্ধ চিত যত সঙ্গিগণ।
প্রভুর নূতন খেলা করি দরশন॥
যোগাসন যতগুলি যোগীজনে জানা।
প্রভুর প্রচুর ভাবে সব আছে জানা॥
সুদীর্ঘ জীবনযুক্ত ঋষি মুনিগণ।
সে আসন অভ্যাসেতে অগোটা জীবন॥
কাটায় অশেষ রূপ সুখ পরিহরি।
ফল মূল জল কিম্বা বাতাহার করি॥
তবু নহে সিদ্ধকাম বৃথা শ্রম যায়।
তাহাই করেন প্রভু কথায় কথায়॥
যোগেশ দুঃসাধ্য যেই অসাধ্য-সাধনা।
স্বতঃসিদ্ধ শ্রীপ্রভুর সব ভাল জানা॥

ঘরে ভরা নানা নিধি আছয়ে যাঁহার।
তখনি বাহির করে ইচ্ছা যবে তাঁর॥
অনন্ত রতনাগার দেহ শ্রীপ্রভুর।
দেবের দুর্লভ দ্রব্য প্রচুর প্রচুর॥
দেশের মানুষে কিবা বুঝিবে আসন।
চাষে খাটে মোটা লোক নিরক্ষর জন॥
ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়নে বুদ্ধি বিপরীত।
ব্যাকরণে সন্ধি জ্ঞানে সে অতি পণ্ডিত॥
আসন কাহারে কয় কি আছে আসনে।
কি ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ণব কেহ নাহি জানে॥
আসনের নাম দেশে এই বলবৎ।
সংগ্রাম-কৌশল-কার্য্য কুস্তি কশরৎ॥
হেন ভাবে করিতেন আসন গোসাঁই।
যে দেখে সে বলে যেন অঙ্গে অস্থি নাই॥
দর্শকেরা বুদ্ধিহারা পাষাণের প্রায়।
বলেন গদাই হেন শিখিল কোথায়॥
নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে পড়ে গেল সাড়া।
কেহ নাহি কুস্তি-পটু গদাইর পারা॥
সব তত্ত্ব সুবিদিত ছিল চিনিবাস।
বলিতেন প্রভুদেবে করিয়া সন্তোষ॥
বুঝেছি বুঝেছি তত্ত্ব ওরে গদাধর।
এবারে উঠেছে তোর ভিতরেতে ঝড়॥
যাবি চলে লীলা স্থলে না রহিবি আর।
তাই কর খেলা ছেড়ে, বৈরাগ্য-বিচার॥
আপ্তসাঙ্গ চিনিবাস দৃষ্টি বহুদূর॥
বুঝে সকলের সার গদাই ঠাকুর॥
যাহা দেখাইলা প্রভু কামারপুকুরে।
খেলা ভিন্ন অন্য জ্ঞান কেহ নাহি করে॥
বুঝাবুঝি পক্ষে যারা ছিল আগুয়ান।
ভুলিত সকল দেখি প্রভুর বয়ান॥
সেই ঈশ্বরীর মায়া, যে মায়ার বলে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বুদ্ধি যায় ভুলে॥
হেন মায়া লয়ে খেলা করে গদাধর।
মায়াপতি মায়াতীত পরম ঈশ্বর॥
ধরি নর কলেবর মায়ায় মোহিত।
রামকৃষ্ণ শ্রীপ্রভুর বিচিত্র চরিত॥
শ্রবণ কীর্ত্তনে নাশে মায়ার বন্ধন।
স্মরণ মননে হয় তাপ বিমোচন॥
হয় আঁখি উন্মিলন ঘুচে অন্ধকার।
ভবসিন্ধু গোষ্পদ হেলায় হয় পার॥
ভেলায় বসিয়া দেখে তরঙ্গ তুফান।
রামকৃষ্ণ-কথা হেন মঙ্গল-নিদান॥
সায় বাল্য-লীলাগীত শ্রুতি সুমধুর।
গাইব দ্বিতীয় খণ্ডে সাধনা প্রভুর॥

অথ শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণস্তবরাজঃ প্রারভ্যতে
ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

——০৹০০৹০——

ওঁ—ওঁকারবেদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণো,
বুদ্ধেশ্চ সাক্ষী নিখিলস্য জন্তোঃ।
যো বেত্তি সর্ব্বং ন চ যস্য বেত্তা,
পরাত্মরূপো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ১ ॥

ন—নবেদ গম্যো ন চ যোগ গম্যো,
ধ্যানৈ র্ন জপৈ র্ন তপোঽতিরুগ্রৈঃ।
জ্ঞেয়ঃ কদাপীহ ততোঽবতীর্ণো,
দয়ানিধেস্ত্বং ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ২ ॥

মো—মোক্ষস্বরূপং তব ধাম নিত্যং,
যথা তদাপ্নোতি শুদ্ধ-চিত্তঃ।
তথোপদেষ্টাঽখিল-তত্ত্ববেত্তা,
ত্বং বিশ্বধাতা ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৩ ॥

ভ—ভক্তেস্তথা শুদ্ধ জ্ঞানস্য মার্গৌ,
প্রদর্শিতৌ দ্বৌ ভবমুক্তিহেতু।
তয়োর্গতানাং ধ্রুবনায়কোঽসি,
ত্বং মোক্ষসেতু র্ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৪ ॥

গ—গতিস্ত্বমেকা জগতাং জড়ানাং,
পুরা বিসৃষ্টে শ্চিদখণ্ডরূপঃ।
তত্ত্বল্লয়ে স্যা অধুনাসি তদ্বৎ,
ত্বমাদিদেবো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৫ ॥

ব—বর্ণাশ্রমাচার বিহীনশান্তাঃ,
সন্ন্যাসিনোজ্ঞান-বিধূত-চিত্তাঃ।
ধ্যায়ন্তি যং নিত্যমভেদ-দৃষ্ট্যা,
স এব হি ত্বং ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৬ ॥

তে—তেজোময়ং দর্শয়সি স্বরূপং,
কোষান্তর স্থং পরমার্থতত্ত্বং।
সংস্পর্শমাত্রেন নৃণাং সমাধিং,
বিধায় সদ্যো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥ ৭ ॥

রা—রাগাদিশূন্যাং তব সৌম্যমূর্ত্তিং,
দৃষ্ট্বা পুনশ্চাত্র ন জন্মভাজঃ।
স্থানে যদাদায় বিশুদ্ধ সত্ত্বং,
ইহাবতীর্ণো ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥ ৮॥

ম—মহর্দ্ধিচিত্রং মহদাদিকার্য্যং,
লব্ধ্বাহপ্যধিষ্ঠামনাস্থনস্তং।
করোতি নিত্যা প্রকৃতি স্তবাজ্ঞা,
তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদ্ ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥ ৯॥

কৃ—কৃশানুবৎ-তাপ-বিদগ্ধচিত্তাঃ,
সংসারিণঃ শান্তিনিকেতনং ত্বাং।
সংপ্রাপ্য শান্তা হি ভবন্তি তেষাং,
ত্বং শান্তিদাতা ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥ ১০॥

ষ—ষড়ঙ্গ যোগো ন যতঃ সুসাধ্যো,
জ্ঞানাধিকারী সুলভো ন যস্মাৎ।
গরীয়সী ভক্তিরতঃ কলৌস্যাৎ,
তজ্জ্ঞাপকস্ত্বং ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥ ১১॥

ণা—নাকাদি লোকং সুখদঞ্চ দিব্যং,
সুরম্যমৈশ্বর্য্যমহং ন যাচে।
হৃদাসনে ত্বং কৃপয়া সদা বৈ,
বসেতি যাচে ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥ ১২॥

যং—যংব্রহ্ম বিষ্ণু গিরিশশ্চ দেবা,
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যং।
তৈঃ প্রার্থিত স্তস্য পরাবতারো,
দ্বিবাহুধারী ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥ ১৩॥
বন্দে জগদ্বীজম খণ্ডমেকং,
বন্দে সুরাসেবিত পাদ পীঠং।
বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং,
তমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥ ১৪॥

রামকৃষ্ণং চিদানন্দং যঃ স্তৌতি ভক্তিমান্ সদা।
তস্য চিত্তং ভবেচ্ছুদ্ধং তত্ত্ব জ্ঞানং স্বয়ং ততঃ॥

শ্রীমদভেদানন্দ স্বামিনা বিরচিতম্।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—০॰॰০—

কালকাতায় শ্রীশ্রীপ্রভুর আগমন।

—॰০০॰—

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

রামকৃষ্ণ-লীলা কথা শ্রবণ-মঙ্গল।
ত্রিতাপ-সন্তপ্ত-চিত শুনিলে শীতল॥
নিরমল, সুমলিন হৃদয়মুকুর।
প্রতিভাত হয় যথা, রূপ শ্রীপ্রভুর॥
ছটার ঘটায় মুগ্ধ হয় প্রাণ মন।
নূতন জীবন উঠে যায় পুরাতন॥
বিমোহিত পঞ্চভূত ইন্দ্রিয়-নিচয়।
লক্ষমন যেই মন এক মন হয়॥
ঘুচে সন্ধ অন্ধকার অজ্ঞানাবরণ।
মায়াপাশ ফাঁস মহাত্রাস বিনাশন॥
জগৎমোহন মায়া বিশ্বে ফেলে ফাঁদে।
দেখিয়া প্রভুর লীলা সেও বসি কাঁদে॥
এ হেন লীলার সিন্ধু কথা শ্রীপ্রভুর।
কলিকালে কূপে খেলে তরঙ্গ সিন্ধুর॥
মজার ঠাকুর হেন না হয় শ্রবণ।
দেখান নখের কোণে গোটা ত্রিভুবন॥
দেখিবারে আঁখির সাহায্য নাহি লাগে।
রামকৃষ্ণ-লীলা কথা হৃদে যার জাগে॥
কথার মাহাত্ম্য কথা সাধ্য কার করে।
হিয়ালি কহিনু এবে, ভেঙ্গে দিব পরে॥
গুপ্ত অবতার প্রভু, অখিলের রাজ।
গায়ে পরা নিরক্ষর ব্রাহ্মণের সাজ॥
অলঙ্কার দীনাচার হীনতম জনে।
সর্ব্ব অগ্রে নমস্কার বিচারবিহীনে॥
পরিচ্ছদ বলে অন্য রূপ ধরে নরে।
সে যেন আপুনি তেন ভিতরে ভিতরে॥
সন্দেহ হইলে, লৈলে বাস-আবরণ।
পুনরায় তাই হয়, সে নিজে যেমন

সে রূপ ধরণ নহে শ্রীপ্রভুর বেশ।
কি দীন দুঃখী নাহি সন্দেহের লেশ॥
কায়-মন-বাক্যে খেলে বেশের মূরতি।
সমরূপ রঙ্গ ঢঙ্গ স্বভাব প্রকৃতি॥
জন্মাবধি মাতৃগর্ভে বেশের গঠন।
সে বুঝে মানুষে কিসে, ব্রহ্মাদির ভ্রম॥
যে ঠাকুর এতদূর অবিকল সাজে।
তিল আধ নাহি শক্তি নরে তারে বুঝে॥
কর্ম্ম কাণ্ড সেই মত মূরতি যেমন।
মায়াপর ক্ষুদ্রনর মুদিত নয়ন॥
স্থূলবুদ্ধিহীন ক্ষীণ আসক্তির দাস।
কামিনী-কাঞ্চন সেবা সদা অভিলাষ॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টি নাহি, তাহে গত মন প্রাণ।
তৈলকার-যন্ত্রে বদ্ধ বলদ সমান॥
কেমনে দেখিবে লীলা কি চিনিবে তাঁয়।
মহাযোগেশ্বরে যথা পাগল বনায়॥
বালকের প্রায় বিষ্ণু ভাসে সিন্ধু নীরে।
কি রহস্য চারি আস্য গাভী বৎস হরে॥
সুবদন শুকদেব বিহীন বসন।
পুরাণ লিখিয়া ব্যাস তবু ক্ষুণ্ণমন॥
সর্ব্ব অঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি এক তানে ল'য়ে।
গুণগ্রাম অবিরাম নারদ গাইয়ে॥
না পাইয়া কোন তত্ত্ব উদাসীর প্রায়।
সুকৌশল গণ্ডগোল করিয়া বেড়ায়॥
অনন্ত বদনে জপি না পেয়ে আভাস।
অনন্ত মরমে কৈল পাতালেতে বাস॥
অগণন ফণা মাথা একত্র করিয়া।
লজ্জায় ধরণী ধরি রাখে আবরিয়া॥
দেবগণ বৃথা শ্রম অনর্থ যাতনা।
বুঝিয়া বিহরে স্বর্গে লয়ে বারাঙ্গনা॥
কিবা হাসি যোগী ঋষি শ্রদ্ধার আস্পদ।
আশায় গোঁয়ায় বনে ছাড়ি জনপদ॥
অনশনে একমনে ধ্যানে নিমগন।
গত কত শত যুগ না যায় গণন॥
তবু নয় সিদ্ধকাম মরম অধিক।
লুকায় লইয়া কায় সুদীর্ঘ বল্মীক॥
হেন তত্ত্বাতীত যাঁরে না মিলে সাধনে।
মায়া-মত্ত-চিত নরে কি প্রকারে চিনে॥
এ হেন ঠাকুর গুপ্ত অবতার-সাজে।
সঙ্গে আত্মগণ, সাঙ্গ ধরণীর মাঝে॥
নিজে যেন মহাগুপ্ত তেন আত্মগণ।
খণি মধ্যে কাদা মাখা মাণিক যেমন॥
দুর্ব্বল সুগুপ্ত তবু সর্ব্বশক্তিমান।
দেখিবে লইবে যেবা প্রভু রামকৃষ্ণ নাম॥
শুনরে অবোধ মন লীলা কথা তাঁর।
ভবব্যাধি মহৌষধি শান্তির ভাণ্ডার॥
শ্রীরামকুমার তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
ভক্তিমান শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতপ্রবর॥
সুশিক্ষিত টোলে তিনি, এই শুনি কথা।
টোল করিবারে আসিলেন কলিকাতা॥
ঝামাপুকুরেতে টোল করিলা স্থাপন।
সন্নিকটে দিগম্বর মিত্র নিকেতন॥
যুটিলেন প্রভুদেব কিছু দিন পরে।
একত্রে কাটেন কাল দুই সহোদরে॥
সর্ব্বদা অগ্রজ করে অনুজে যতন।
শিখিবারে কিছু কিছু শাস্ত্র ব্যাকরণ॥
অধ্যয়নে অন্যমন বলেন উত্তরে।
প্রভুদেব গদাধর জ্যেষ্ঠ সহোদরে॥
সে বিদ্যায় বল দাদা কিবা উপকার।
চাল কলা দুটা মাত্র শেষ ফল যার॥
হৃদয়ে অবিদ্যা আনে যে বিদ্যা অর্জ্জনে।
শিখিতে এমন বিদ্যা কহ কি কারণে॥
হইলে শিক্ষার কথা নাহি দেন কাণ।
হেথা সেথা যথা ইচ্ছা বেড়িয়া বেড়ান॥
ভাগ্যবান সহরেতে মিত্র দিগম্বর।
প্রভুদেব মাঝে মাঝে যান তাঁর ঘর॥
বালক বয়স তায় ব্রাহ্মণের ছেলে।
শিক্ষাদাতা সহোদর অধ্যাপক টোলে॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জনে মান্য নিরবধি।
অন্তঃপুরে তেকারণ ছিল গতিবিধি॥
মেয়ে ছেলে ক্রমে ক্রমে হৈল পরিচিত।
প্রাণের সমান তারা তাঁহারে বাসিত॥
শুনিত অমিয় মাখা শ্রীমুখের গান।
পুলকিত তাহে এত, দ্রবিত পরাণ॥
গানে তাঁর মহাশক্তি মিশান থাকিত।
হউক পাষাণ তবু শুনিলে গলিত॥
হইত তখনি আঁখি জলের ফুয়ারা।
অবিরত বিগলিত দর দর ধারা॥
মহাভাগ্যবান যেবা শুনিয়াছে কাণে।
আজীবন মাধুরী ঝঙ্কার তুলে প্রাণে॥
মোহনিয়া শ্রীবদনে গীত এত মিঠে।
শুনিলে হৃদয় তন্ত্রী নেচে নেচে উঠে॥

একেত রূপের ছবি বাক্যে না বেরায়।
ডুবামন হেরে তায় মিশাইয়া যায়॥
মনোহর গীতিস্বরে এতই মাধুরী।
শ্রীকণ্ঠে লুকান যেন মোহনবাঁশরি॥
মেয়ে ছেলে যেত ভুলে শুনিয়া সঙ্গীত।
দেখিয়া হইত তাঁয় অতি আহ্লাদিত॥
অতি বিষাদিত চিত দিনেক না হেরে।
পাঠাইত বার্ত্তা প্রভুদেবের গোচরে॥
যে বারেক দেখিয়াছে শুনিয়াছে গান।
তার ঘরে আর নাহি থাকে মন প্রাণ॥
রামকৃষ্ণ-লীলা-কথা অপরূপ মিঠে।
যত ধীরে যাবে তলে, তত সুধা উঠে॥
হৃদয়ের তৃপ্তিকর মধুর ভারতী।
ধীরে ধীরে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

পুরী-প্রতিষ্ঠা

—০০০—

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্টগোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম।

দেখহ প্রভুর রঙ্গ কত সংগোপন।
রঙ্গভূমে প্রথমে হাজির কোন্ জন॥
বৃহৎ করমকাণ্ডে চাই টাকা-কড়ি।
তাই চুপে চুপে যুটে দুজন ভাণ্ডারী॥
শিরে ধরি তাঁহাদের যুগল চরণ।
যা লইয়া কৈলা প্রভু খেলার পত্তন॥
ভাগ্যবতী ভাগ্যবান ভাণ্ডারী প্রভুর।
রাণী রাসমণি তাঁর জামতী মথুর॥
কেমনে আসরে নামে কিবা সংযোটন।
চির-অন্ধ শুনে পায় সুন্দর নয়ন॥
রাণী রাসমণি জানবাজার বসতি।
নানা গুণে বিভূষিতা দেশে দেশে খ্যাতি॥
অতুল সম্পত্তি বহু টাকা-কড়ি ঘরে।
কুবের আবদ্ধ যেন কোষাগার-দ্বারে॥
তাহার ভাগ্যের কথা না যায় বাখানি।
ধনবতী যেন, তেন ভক্তিমতী রাণী॥
শ্যামায় পিরীতি বড়, শ্যামা পদে মন।
তে কারণ হৈল তাঁর একান্ত মনন॥
করিবারে শ্যামালয় সুরধুনী-তীরে।
নিরূপিত হয় স্থান দক্ষিণসহরে॥
সহরের তিন ক্রোশ উত্তর অঞ্চলে।
শিয়রেতে সুরধুনী হেঁসে হেঁসে চলে॥
শ্যামালয় বিনির্ম্মাণে বহু অর্থ ব্যয়।
যত লাগে দেয় রাণী কাতর না হয়॥

যদ্দিচ জাতিতে তেঁহ কৈবর্ত্ত রমণী।
উদার প্রকৃতি তাঁর, রাজরাণী জিনি।
সুন্দর মন্দির দুটি পুরীর ভিতরে।
এক রাধাশ্যাম অন্য শ্যামা যার তরে॥
আর বার শিব লিঙ্গ পশ্চিমে স্থাপন।
চাঁদনি দক্ষিণে তার অতি সুশোভন॥
কব কত ঘর বাড়ী যথা যোগ্য স্থানে।
দুই নহবৎখানা উত্তর দক্ষিণে॥
গঙ্গা গর্ভে বাঁধা ঘাট পুকুর বাগান।
যেই মতে সাজে পুরী সে মতে সাজান॥
খাজাঞ্চি দেওয়ান মসী-বৃত্তি ভৃত্য কত।
বদ্ধ দ্বারে দ্বারবান অসি নিষ্কোষিত॥
অষ্টনায়িকার মধ্যে রাণী এক জন।
প্রভু অবতারে এবে ধরায় জনম॥
শ্যামাপদে অতি মন তাঁয় রতি মতি।
শ্যামা নামে মত্ত প্রায়, এতই পিরীতি॥
শ্যামা নাম সদা জপ, রূপ ধ্যান করে।
বিষয়েতে হাত, শ্যামা মনের ভিতরে॥
ঠিক আত্মবৎ সেবা হইবে শ্যামার।
প্রবল বাসনা হৃদে রাণীর সঞ্চার॥
গুপ্ত কথা ব্যক্ত করি কহে সর্ব্বজনে।
আনিবারে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ব্রাহ্মণে॥
শাস্ত্রের বিধানে মত বলবৎ কিবা।
কেমনে হইতে পারে অন্ন-ভোগ সেবা॥

কহিল পণ্ডিতবর্গ হ'য়ে একত্রিত।
শূদ্রের ঠাকুরে নাই অন্ন-ভোগ রীত॥
বিধানে বিষণ্ণ রাণী বুক ফেটে যায়।
মায়ে অন্ন দিব কেন বিধি নাহি তায়॥
বিধিতে ভক্তিতে কত প্রভেদ দেখনা।
বিধি-শাস্ত্রে বিধি মাত্র বিধি-বিড়ম্বনা॥
কৈবর্ত্ত-কুলজা রাণী ছোট জাতি কয়।
বিধিবিৎ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতনিচয়॥
এ দুয়ে প্রভেদ কত বচনে না সরে।
থাক বিধিবিৎবর্গ বিধি লয়ে ঘরে॥
রাণী না হইল বড় ভক্তি ঘটে যার।
বলিহারি বিধি-দড়ি লোক-দেশাচার॥
ভক্তিবলে প্রেমিকের বেডউল চাল।
মহাব্যাধি বেদবিধি না পায় লাগাল॥
হইলে অভক্ত দ্বিজ কি কহিব তাঁকে।
নীচ জাতি উচ্চে স্থিতি, ভক্তি যদি থাকে
ভক্তির উচ্ছ্বাসে দেখ কি করম তার।
ধনরত্নে পরিপূর্ণ রাণীর আগার॥
অতুল সম্পত্তি উচ্চ ত্রিতল আলয়।
মনহরা দ্রব্যে ভরা বলিবার নয়॥
কিছুই না লাগে ভাল ক্ষিপ্ত প্রায় বুলে।
শাস্ত্রের বিধান বাণ এত হৃদে জ্বলে॥
সদুপায় হেতু রাণী ভৃত্যে আজ্ঞা করে।
দেখহ যতেক টোল সহর ভিতরে॥
স্থানান্তরে আছে যত অধ্যাপক জন।
ডাব পত্রে সমাচার করহ প্রেরণ॥
যথা আজ্ঞা ভৃত্যগণ অগণন ছুটে।
আনিতে বিধান গেল কিছু দিন কেটে॥
মনমত বিধি কেহ দিতে নাহি পারে।
অবশেষে আসে রামকুমার গোচরে॥
বড়ই শ্যামার ভক্ত শ্রীরামকুমার।
বিধি-শাস্ত্র ভক্তি-শাস্ত্র বহু জানা তাঁর॥
শ্যামা সানুকুল অতি শ্রীরামকুমারে।
দেন দরশন তাঁয় ডাকিলে তাঁহারে॥
শাস্ত্রজ্ঞ যেমন তিনি তেন ভক্তিবন্ত।
শ্যামা জিবে লিখে দেন জ্যোতিষের মন্ত্র॥
সেই হেতু সিদ্ধবাক্ শ্রীরামকুমার।
যে কোন কারণে বাক্য নহে টলিবার॥
বিধান দিলেন তিনি বিধি-শাস্ত্র দেখি।
দিলে পরে পুরীখানি দানপত্র লিপি॥
কোন সৎবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণের নামে।
অন্ন-ভোগ রীতি তবে শাস্ত্রের বিধানে॥
শুনি বিধি অন্বেষক আনন্দ বিধান।
রাণীর নিকটে শীঘ্র করিল পয়ান॥
আপনার মন্ত্রদাতা গুরুদেবে ডাকি।
দিলা রাণী তাঁর নামে দানপত্র লিখি॥
অন্ন-ভোগ হেতু ব্রতী হবে যে ব্রাহ্মণ।
করিতে বলিল রাণী তার অন্বেষণ॥
যত লবে মাহিয়ানা তত দিব তাঁয়।
তদুপরি মনমত পাইবে বিদায়॥
রাণীর বিদায় বড় ছোট খাট নয়।
ক্ষুদ্র যেটী তবু পাঁচশত টাকা বায়॥
দেশীয় ব্রাহ্মণ কেহ স্বীকার না করে।
কহে কেবা দিবে অন্ন কৈবর্ত্ত-ঠাকুরে॥
শাস্ত্রে বিধি আছে তবু নাহি করে মত।
শাস্ত্র চেয়ে দেশাচার এত বলবৎ॥
চাল কলা লোভী যত কলির ব্রাহ্মণ।
সকল করিতে পারে কড়ির কারণ॥
শুক্র মেদে জন্মে কন্যা বালিকা কুমারী।
কসায়ের মত দেয় লয়ে টাকা-কড়ি॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু আছিল আখ্যান।
কন্যার বিক্রয়ে এবে পাঁঠীবেচা নাম॥
চিটা ফোঁটা কাটা গায় গোঁসাই ব্রাহ্মণে।
প্রণব সহিত মন্ত্র দেন বেশ্যাগণে॥
এমন ব্রাহ্মণ যাঁর অর্থ-গত প্রাণ।
তাঁহারাও নাহি দেন এ কথায় কাণ॥
বিষম প্রভুর খেলা ভেঙ্গে দিব পরে।
কোথায় নির্ঝর কোথা জল দেখ ঝরে॥

বিষম মরম খেদে রাসমণি বলে।
হে মা শ্যামা দিলে জন্ম হেন নীচ কুলে ॥
আমার সম্পর্ক আছে এই সে কারণ।
অন্ন-ভোগ দিতে নাহি মিলিল ব্রাহ্মণ ॥
ভক্তিমতী রাসমণি বুঝিয়া উপায়।
রামকুমারের কাছে বলিয়া পাঠায় ॥
আপুনি দিলেন বিধি তবু কি কারণ।
শ্যামা মার সেবা হেতু না মিলে ব্রাহ্মণ ॥
শাস্ত্র-বিধিমতে যদি আছে হেন রীতি।
দয়া করি আপনারে হ'তে হবে ব্রতী ॥
শ্যামাপদে রত মন শ্রীরামকুমার।
শ্যামার হবে না সেবা শুনি সমাচার ॥
স্বীকার করিলা কর্ম্ম লইবেন হাতে।
লৌকিক আচারে দোষ, শুদ্ধ শাস্ত্রমতে ॥
এত বলি কি করিলা শুন অতঃপর।
বলেছি গ্রামের নাম কোথায় শিয়ড় ॥
যেখানে হৃদুর বাড়ি প্রভুর ভাগিনে।
কামারপুকুর হ'তে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ॥
সেখানের ব্রাহ্মণ সহরে ছিল যত।
সবাকারে পুরীতে করিলা নিয়োজিত ॥
সৎকুল সমুদ্ভব সেবাত ব্রাহ্মণ।
যেখানে রাণীর ছিল বড় অনাটন ॥
প্রয়োজন মত পেয়ে অতি আহ্লাদিত।
ঠাকুর প্রতিষ্ঠা দিন কৈল নিরূপিত ॥
স্নানযাত্রা সেই দিন আষাঢ় মাহায়।
বারশত উনষাটি সাল গণনায় ॥
পুরী প্রতিষ্ঠার দিন যত কাছে আসে।
চারিদিকে নরনারী মহানন্দে ভাসে ॥
মহতী হইবে ঘটা দেখিবার আশ।
ঘটা-পরিসীমা কথা না হয় প্রকাশ ॥
দীর্ঘ প্রস্থে পুরীখানি মহা পরিসর।
আধলক্ষ লোক ধরে ইহার ভিতর ॥
সুন্দর শোভিত এই পুরীর সমান।
কোন স্থলে গঙ্গাকূলে নাই বিদ্যমান ॥

মন প্রাণ কোথা যায় পুরী দরশনে।
বলিতে নারিনু ভাব রয়ে গেল মনে ॥
দিব্য ভাব পরিপূর্ণ শান্তিময় স্থল।
আজন্ম সন্তপ্ত চিত দেখিলে শীতল ॥
আসিতে লাগিল কত শত শাস্ত্রবিৎ।
ছাত্রসহ নিমন্ত্রিত টোলের পণ্ডিত ॥
মহাভাগ্যবতী রাণী ভুবন মাঝার।
শুভক্ষণে সমাগত শ্রীরামকুমার ॥
সহোদর গদাধর আইলা সংহতি।
ভুবন-পাবন ত্রাতা অখিলের পতি ॥
একত্রিত লোক কত সংখ্যা কেবা করে
এত বড় পুরীখান তাহে নাহি ধরে ॥
গণনায় সংখ্যা তার নাহি হয় সীমা।
যে দিনে সাজায় কৃষ্ণ, কালীর প্রতিমা ॥
রঞ্জিত কাঞ্চনময় নানা আভরণ।
পরায় শ্যামায় যত পুরীর ব্রাহ্মণ ॥
রজত সহস্রদল পদ্মের উপর।
বিরাজিতা শ্যামামাতা পদতলে হর ॥
পরম সুঠাম হেন নাহি কোন খানে।
শ্যাম কি শ্যামার মূর্ত্তি সাধ্য কার চিনে ॥
অতুল উপমা রূপ কান্তি প্রতিমার।
শ্যাম অঙ্গে শোভে যেন শ্যামা অলঙ্কার ॥
এসময় বহুকষ্টে প্রভু গদাধর।
জনতা ঠেলিয়া যান মন্দির ভিতর ॥
প্রতিমা প্রতিমা বলি জ্ঞান নাহি হয়।
দেখিলা যেমন শ্যামা আপুনি উদয় ॥
কৈলাস করিয়া শূন্য, বিরাজ মন্দিরে।
অপরূপ রূপে গোটা পুরী আল করে ॥
অন্নপূর্ণা ক্ষেত্রে যেন নাহি অনাটন।
চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খায় লোক জন ॥
আহুত কি অনাহুত দুঃখী ক্ষুধাতুর।
সমভাবে পায় সবে প্রচুর প্রচুর ॥
কিন্তু সেই দিনে প্রভু ভব-কর্ণধার।
পুরীর সম্পর্ক ভোজ্য না কৈল স্বীকার।

এক পয়সার মাত্র মুড়্কি আনাইয়া।
কাটাইলা গোটা দিন তাহাই খাইয়া॥
পলায়ে আসেন প্রায় বেলা অবসানে।
রামকুমারের টোল আছিল যেখানে॥
উদ্বিগ্ন অগ্রজ কোথা গেল গদাধর।
কার মুখে কোন কিছু না পান খবর॥
খুঁজিতে সময় নাই যায় ছয় দিন।
শ্যামার সেবায় রত এবে পরাধীন॥
উদ্বিগ্ন অগ্রজ বুঝি আপনা অন্তরে।
আপুনি আইলা প্রভু ছয় দিন পরে।
সিদা লয়ে এ সময় শ্রীরামকুমার।
পাক করি খান অন্ন হাতে আপনার॥
জ্যেষ্ঠ সহোদরে প্রভু গদাধর কন।
যখন দিতেন তাঁয় করিতে ভোজন॥
ক্ষুণ্ণমন মলিন বদন ভারি করি।
কৈবর্ত্তের অন্ন দাদা খাইতে না পারি॥
উত্তরে বুঝায়ে দিলা শ্রীরামকুমার।
ছড়াইয়া গঙ্গাজল করহ আহার॥
গঙ্গাজলে সব শুদ্ধ কিছু নাহি দোষ।
এই বলি করিতেন প্রভুরে সন্তোষ॥
পুনশ্চ বলিলা প্রভু, তুমি কি কারণ।
শূদ্র-দত্ত-দান-দ্রব্য করহ গ্রহণ॥
উত্তর বচনে জ্যেষ্ঠ কন ধীরি ধীরি।
শাস্ত্র যাহা বলে, আমি তাই মাত্র করি॥
লৌকিক আচারে দোষ, নহে শাস্ত্র মতে
বাহির করিলা শাস্ত্র, তাঁরে দেখাইতে॥
শাস্ত্র দেখি বড় খুসি প্রভু গদাধর।
তখন হইল তাঁর সুস্থির অন্তর॥
দেখহ প্রভুর খেলা অপূর্ব্ব কেমন।
উপরে, বাহ্যিক চক্ষে কত সংগোপন॥
জগৎ-জীবন যেন নয়নে না মিলে।
জলে স্থলে স্বভাবেতে সমভাবে খেলে॥
কৌশলে গাঁথেন প্রভু হেন লীলাহার।
মানুষে কে বুঝে সুতা মধ্যে আছে তার॥

পরম আচারী বংশে প্রভুর জনম।
শূদ্রের প্রদত্ত নহে কখন গ্রহণ॥
চাটুয্যে শ্রীখুদিরাম এত আঁটা কুলে।
দুঃখী তবু সম্মুখেতে সাধ্য কার চলে॥
সকলের পিতা মাতা প্রভু ভগবান।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু করুণানিদান॥
সকল সমান তাঁর যেই জন ডাকে।
জাতির খাতির তাঁর কাছে কোথা থাকে॥
ভাঙ্গিতে লাগিলা প্রভু কুলের বাঁধনী।
আগে দেখাইলা পথ ধনী কামারিণী॥
তাঁর ছলে, জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীরামকুমার।
শূদ্রের ঠাকুর-সেবা করিলা স্বীকার॥
ভক্ত-প্রিয় ভক্ত-প্রাণ তুমি হরি ঠিক।
ভকতে সতত দেখ প্রাণের অধিক॥
পূরাতে ভক্তের সাধ সব ফেল দূরে।
কৌশলে কেমন আনাইলা সহোদরে॥
গুপ্তভাবে কৈলা মুক্ত আপনার পথ।
সফল করিতে রাণী-ভক্ত-মনোরথ॥
ধন্য ধন্য ভক্তিমতি রাণী রাসমণি।
ভক্তিজোরে পেলে ঘরে অখিলের স্বামী॥
আজন্ম তপস্যা করি যোগী যায় ধ্যানে।
না পায় সে হেন ধন আনিলে ভবনে॥
সম ভাগ্যবতী নাহি দেখি ধরাতলে।
তোমার চরণ রেণু বহু ভাগ্যে মিলে॥
তব সম কোথাও শ্রবণে নাহি শুনি॥
পাষণ্ডে তোমায় কয় কৈবর্ত্ত রমণী।
কি আখ্যা তোমার দিব কিছুই না পাই।
বারে বারে তোমার চরণ রেণু চাই॥
গরদ বসন, অর্থ শ্রীরামকুমারে।
দান করিলেন রাণী অতি উচ্চাদরে
আর, বড় ভট্টাচার্য্য আখ্যা দিয়া তাঁয়।
সমাদরে রাখে রাণী শ্যামার সেবায়॥
হেথা রাণী রাসমণি পুরীর ভিতরে।
ঠাকুরের ভোগরাগ বহু আড়ম্বরে॥

আরম্ভ করিলা মনে হেন করি সাধ।
যত লোক আসে পাবে ঠাকুর প্রসাদ॥
রাধাশ্যাম কালীমার ভোগ আলাহিদা।
প্রসাদে বৈষ্ণবে শাক্তে না করিবে দ্বিধা॥
কিন্তু রাণী কৈবর্ত্তজা ইহার কারণ।
উচ্চ জাতি নাহি করে প্রসাদ গ্রহণ॥
বন্দেজমতন ভোগ ঠাকুরেতে দিয়া।
প্রসাদ লইয়া দেয় গঙ্গায় ফেলিয়া॥
বিবাদে রাণীর হৃদি দেখে ফেটে যায়।
ঠাকুর-প্রসাদ উচ্চ জেতে নাহি খায়॥
হায়, রাণী রাসমণি না চিনে এখন।
পুরীতে প্রসাদ খান প্রভু নারায়ণ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা পাতা পরম ঈশ্বর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের সবার উপর॥
লইয়া ভাণ্ডারা যার জন্যে আগুয়ান।
যার জন্যে কৈলে হেন পুরী বিনির্ম্মাণ॥
আপুনি হাজির ঠিক প্রতিষ্ঠার দিনে।
দেখনা নেহারি দুঃখ অকারণ কেনে॥
ধন্য ধন্য পঞ্চভূত যাই বলিহারি।
ঘরে পুরে দাও জোরে নাক ফুঁড়ে ডুরি॥
কি ঘুমন্ত বদ্ধ জীব কিবা ভক্তিমান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরও নাহিক এড়ান॥
ভগবান কর কৃপা এ দাসের প্রতি।
চিনি, বা, না চিনি যেন পদে রহে মতি॥
লয়ে অনুমতি প্রভু অগ্রজের স্থানে।
ফিরিয়া আইলা দেশে আপন ভবনে॥
দেশে হইয়াছে রাষ্ট কথা বহু দূর।
শ্রীরামকুমার সেবে কৈবর্ত্ত-ঠাকুর॥
নিন্দাবাদ আন্দোলন করে সর্ব্বজনে।
কুলের কলঙ্ক কাজ করিল কেমনে॥
কথায় না দেন কাণ প্রভু গদাধর।
ভিতরে অন্তরে তাঁর আনন্দ বিস্তর॥
তাঁর খেলা কেবা বুঝে একা তিনি বিনে।
স্বভাব সুলভ হাসি-খুসি সবা সনে॥

শিশু বয়ঃ গেছে, প্রভু বয়স্ক এখন।
শৈশব ভাবের পক্ষে নাই বৈলক্ষণ॥
বয়সের সঙ্গে শিশুভাব হয় বড়।
এ কথা বুঝিতে মন বুদ্ধি চাই দড়॥
সরল শৈশব ভাব চন্দ্রিমা কিরণ।
কলায় কলায় বাড়ে কভু নহে কম॥
বয়স দেখিয়া কয় প্রতিবাসীগণে।
এবে গদায়ের বিয়া হইবে কেমনে॥
হইলে বিয়ার কথা প্রভু অতি খুসি।
কথার উত্তর দেন মৃদু মন্দ হাসি।
মনমত ঘটে কন্যা মিটে মন সাধ।
হয় যেন গাছতলা কর আশীর্ব্বাদ॥
অদ্ভুত ঘটনা বিয়া কন পরে মন।
শিয়ড়ে চলিলা প্রভু হৃদুর ভবন॥
গীতপ্রিয় গৌড়বাসী সর্ব্বজনে জানা।
শিয়ড়েতে একদিন গায় কোন জনা॥
গায়কের কণ্ঠরব কাণে যার উঠে।
নর নারী ছেলে বুড় সবে আসে ছুটে।
হৃদয় সসঙ্গ প্রভু বসি সেই স্থলে।
আইলা রমণী এক কন্যা করি কোলে॥
অল্পবয়া কন্যা তিন বর্ষ পরিমাণ।
যুগল চরণে করি অসংখ্য প্রণাম॥
জননী ঝিউড়ি সেইখানে বাপ-ঘর।
হৃদয়ের প্রতিবাসী চেনা পরস্পর॥
শুধু মাত্র চেনা নয় আত্মীয়তা অতি।
নিকট সম্পর্ক দ্বিজ বংশ সম জাতি॥
গায়কের গীত সাঙ্গ হয়ে গেলে পর।
শিশু মেয়ে লয়ে লোকে যুড়িল রগড়॥
তার মধ্যে বালিকায় কহে এক জন।
দেখনা এখানে কত লোক সমাগম॥
মন মত কারে চাহ করিবারে বিয়া।
দেখাইয়া দাও দেখি হাত বাড়াইয়া॥
এত শুনি তখনি বালিকা তুলি কর।
নির্দ্দেশ করিয়া দিলা প্রভু গদাধর॥

কেবা এ বালিকা আর কে জননী তাঁর।
পরে মন বিশেষিয়া কব সমাচার॥
অতি প্রিয় শ্রীপ্রভুর হৃদয়-বসতি।
এলে পরে হয় তথা বহুদিন স্থিতি॥
হরি ভক্ত এইখানে বড়ই বিরল।
সংসারী বিষয় বাসে, বিষয়ী সকল॥
তা সবার মধ্যে মাত্র দুই এক জন।
ভগবৎ-তত্ত্ব-কথা করে আন্দোলন॥
প্রভু সনে হরি-কথা আলাপনা করি।
অন্তরে সবার খেলে আনন্দ লহরী॥
কথোপকথন যার সঙ্গে একবার।
এমন মধুর আর নহে ভুলিবার॥
বঞ্চি কিছু দিন তথা আসিলেন ফিরে।
স্ববাসে শ্রীপ্রভুদেব কামারপুকুরে॥
স্বদেশ না লাগে ভাল যেন ছিল আগে।
গঙ্গাতীরে দক্ষিণসহর মনে জাগে॥
যেই স্থানে শ্রীপ্রভুর আদি লীলা স্থল।
আসিতে তথায় সাধ হইল প্রবল॥
আগমন সত্বর হইল শ্রীপ্রভুর।
শুন রামকৃষ্ণ কথা শ্রবণ মধুর॥

পুরী প্রবেশ এবং রাণী ও মথুরের সঙ্গে পরিচয়

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠিগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

সুকৌশলী যাদুকর প্রভু নারায়ণ।
কেমনে করেন ভক্ত-মন আকর্ষণ॥
অলক্ষেতে লীলার পত্তন সমুদয়।
ক্রমে ক্রমে শুন মন কহি পরিচয়॥
প্রভুর বিচিত্র খেলা কহনে না যায়।
এবে বারশত বাট সাল গণনায়॥
শ্রীপ্রভুর বয়ঃ মাত্র উনিশ বৎসর।
এক দিন শুভক্ষণে পুরীর ভিতর॥
মহাভক্ত শ্রীমথুর নেহারিয়া তাঁরে।
পরিচয় জিজ্ঞাসিলা শ্রীরামকুমারে॥
কে নবীন ব্রহ্মচারী বয়ঃ সুকুমার।
উত্তরে বলিলা তেঁহ অনুজ আমার॥
মথুর বলিল মূর্ত্তি প্রীতি-দরশন।
পুরীমধ্যে রাখিবারে বড় লয় মন॥
পুনশ্চ কহিলা তাঁয় শ্রীরামকুমার।
এখানে থাকিতে নাহি করিবে স্বীকার॥
আর না বলিল কিছু মথুর সে দিন।
কিন্তু মনে জাগে মুগ্ধ মূরতি নবীন॥
আকৃষ্ট মথুর, মন টানে থেকে থেকে।
মহাআকর্ষণী প্রভু-চরণ-চুম্বকে॥
এমন সময় যুটে, আসে সেইখানে।
বিধির ঘটনা কিবা হৃদয় ভাগিনে॥
অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজন শ্রীপ্রভুর।
ধরাধামে ভাগ্যবান হৃদয় ঠাকুর॥

হৃদয়ে পাইয়া নাহি প্রীতি সীমা তাঁর।
দুই জনে এক সঙ্গে আহার বিহার॥
বাল্যাবধি শ্রীপ্রভুর ভালরূপে জানা।
মাটীতে গড়িতে দেব দেবীর প্রতিমা॥
রংগে ঢংগে এতদূর মূর্ত্তি অবিকল।
মৃণ্ময় কে বলে যেন জীবন্ত সকল॥
শিল্পকর কারিকর প্রভুর মতন।
শ্রবনে না শুনি, চোকে নহে দরশন॥
আপনার পূজার কারণ পরমেশ।
যতনে গড়িলা গঙ্গা-মাটির মহেশ॥
ত্রিশূল ডমরু আদি নাগ-আভরণ।
শশী ফোটা শিরে জটা বলদ বাহন॥
ত্রিলোক বিজয়ী বৃষ গড়া হেন ঠামে।
হইলেও মুক্ত-আঁখি দেখে পড়ে ভ্রমে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পুরী মধ্যে, শ্রীমথুর।
অবাক্ হইল দেখি কীর্ত্তি শ্রীপ্রভুর॥
মাটির বনান শিব শঠিকের প্রায়।
কৈলাস হইতে যেন আসিল হেথায়॥
কি দিয়া গড়িলা প্রভু কি দিলা ভিতরে।
কি হেরিয়া দর্শকের মন প্রাণ হরে॥
কি দেখিল দরশক বলিব কেমনে।
আঁখি মুদি দেখ মন হৃদয়-দর্পণে॥
ভক্ত-মন-হর প্রভু কৌশলী অপার।
নর বুদ্ধি দিয়া তাঁর কার্য্য বুঝা ভার॥
লইয়া মৃণ্ময় মূর্ত্তি মথুর আপনি।
দ্রুত উতরিল যথা রাণী রাসমণি॥
পুলকে পূর্ণিত, হৃদে বিস্ময়ের ভার।
কহে কারিকর যেন সমকক্ষ তাঁর॥
ভুবন মাঝার কোথা আছে বিদ্যমান।
কে তিনি গঠন যাঁর মূরতি সুঠাম॥
ভাগ্যবলে কারিকর পুরীর ভিতর।
শ্যামার পূজারী যিনি, তাঁর সহোদর॥
নবীন বয়েস, বেশ ব্রহ্মচারী প্রায়।
দরশনে মন প্রাণ মুগ্ধ হয়ে যায়॥

মনে লয়, তাঁয় যদি কালীর সেবনে।
পুরী মধ্যে রাখা যায়, অতি অল্পদিনে॥
জাগরিত করিতে পারেন শ্যামা মায়ে।
এমত প্রতীত হয় তাঁহারে দেখিয়ে॥
প্রভুর নির্ম্মিত শিব বৃষ দরশনে।
উঠে মথুরের ভক্তি প্রভুর চরণে॥
তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া শ্রীমথুর।
দেখিলা অদূরে সহ হৃদয় ঠাকুর॥
ভ্রমিছেন প্রভুদেব আপনার মনে।
পরস্পর নানাকথা প্রশস্ত উঠানে॥
লোক দিয়া প্রভু স্থানে পাঠায় বারতা।
বাসনা তাঁহার সঙ্গে কহিবেন কথা॥
যাইতে না চান প্রভু মথুরের কাছে।
পুরীতে থাকিতে তাঁয় জেদ করে পাছে॥
মথুর না ছাড়ে, বার্ত্তা প্রেরে বারবার।
ততই করেন প্রভুদেব অস্বীকার॥
অবশেষে সহোদর শ্রীরামকুমারে।
করে মহা অনুরোধ লয়ে যেতে তাঁরে॥
রাখিয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রভু-গুণধর।
উপনীত হইলেন মথুর গোচর॥
বরাবর সঙ্গে আছে ভাগীনে হৃদয়।
ঠিক যেন বৃক্ষের পশ্চাৎ ছায়া রয়॥
ভক্তবর শ্রীমথুর প্রভুরে দেখিয়া।
উঠিলেন আপনার আসন ত্যজিয়া॥
সংগোপনে লইয়া কহেন ভক্তিভরে।
পুরীতে পূজার কার্য্যে মত করিবারে॥
শ্রীপ্রভু বলেন তুমি ইহা বল কিবা।
এ বড় জঞ্জাল করা ঠাকুরের সেবা॥
বল কে লইবে হেপাজৎ নিরবধি।
ঠাকুরের মূল্যবান সেবার দ্রব্যাদি॥
তবে যদি হৃদু সঙ্গে থাকয়ে আমার।
যতই না হোক্ কষ্ট করিব স্বীকার॥
যে আজ্ঞা বলিয়া হৃদে আনন্দ প্রচুর।
হৃদয়ে রাখিতে মত করিল মথুর॥

স্থিতিমত স্থিরতর হইলেন পর।
কি হইল ইতিমধ্যে শুনহ খবর॥
সৃষ্টিছাড়া হীন দৃষ্টি ধরে যেই জন।
সে কহিবে এ সকল সামান্য কথন॥
বাহ্য চোখে যে দেখিবে, সে দেখিবে বাঁকা
আঁখি খুলে দেখা নয় আঁখি মুদে দেখা॥
সামান্য তরঙ্গ খেলা উপরে উপরে।
ধন-রত্ন-মণি-খণি জলের ভিতরে॥
তুঁষ যেন তুচ্ছ বস্তু নাহি তার দর।
ভিতরে যা ধরে, তাই জীবন-শীকড়॥
সেইরূপ সামান্য ধরিয়া নারায়ণ
করিছেন লীলা-বৃক্ষ-বীজের রোপণ॥
এক দিন পুরী মধ্যে এখানে সেখানে।
ভ্রমিছেন প্রভু, রাণী দেখে শুভক্ষণে॥
চমকি উঠিল প্রাণ দেখিয়া মূরতি।
দিব্য ভাবাপন্নকায়, দিব্য মুখজ্যোতিঃ॥
ব্রাহ্মণকুমার সুশ্রী ঈষদাঁখি বাঁকা।
সুন্দর লাবণ্যকান্তি অঙ্গময় লেখা॥
সুবিশাল বক্ষঃস্থল ললাট প্রশস্ত।
সুশোভন নাসা, বাহু আজানুলম্বিত॥
অতি মনোহর ঠাম শোভার-আগার।
দেখিয়া হইল হৃদে ভক্তির সঞ্চার॥
কেবল ভকতি নহে স্নেহ মিশা মিশি।
বারে বারে যত হেরে তত হয় খুসি॥
ভক্তির আশ্চর্য্য খেলা শুনহ বারতা।
কেমনে ভক্তের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে কথা॥
জীবের হৃদয়ে যাহা উপজে ভকতি।
সে ভকতি নহে তাঁর, প্রভুর সম্পত্তি॥
ভক্তির আস্পদ প্রভু বিনা কেহ নয়।
ভক্তি দিয়া ভগবান দেন পরিচয়॥
চুপে চুপে টানা টানি প্রাণের ভিতরে।
চুম্বক লোহায় যেন পরস্পর করে॥
এ সময় ঘটে এক অদ্ভুৎ ঘটন।
বিষ্ণুর পূজায় ব্রতী ছিল যে ব্রাহ্মণ॥

শুভ দিন জন্মাষ্টমী পূজার সময়।
ভাঙ্গিল বিষ্ণুর পদ ভীত অতিশয়॥
কাণে কাণে সবে শুনে পুরীর ভিতর।
অবশেষে পশে বার্ত্তা রাণীর গোচর॥
ভক্তিমতি রাসমণি মরে মহাখেদে।
বিষ্ণুর চরণ ভঙ্গ অশিব সম্বাদে॥
হুলুস্থূল পড়ে গেল পুরীর ভিতরে।
অগণন লোকজন কম্পবান ডরে॥
বিশেষে পূজারী যেবা অনাবিষ্টমতি।
পূজাবন্ধ ভগ্ন-অঙ্গে, পূজা নয় রীতি॥
নূতন মুরতি তাই পূজার কারণ।
বিধি দিল আনিবারে বিবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
শুনিয়া রাণীরে প্রভু কহিলেন গিয়া।
ভগ্ন-অঙ্গ-মূর্ত্তি ফেল কিসের লাগিয়া॥
বিধি বলি এ অবিধি দিল কোনজন।
একত্রিত কর যত বিবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
যাহা আজ্ঞা শ্রীপ্রভুর শিরোধার্য্য করি।
টোলে টোলে দিল বার্ত্তা পুরী অধিকারী॥
যথা দিনে সমাগত শাস্ত্রজ্ঞ সকল।
শাস্ত্র বিধি লয়ে করে মহা কোলাহল॥
শাস্ত্রে লেখা ভগ্ন অঙ্গে পূজা বিধি নয়।
এক মতে যত শাস্ত্রবিৎগণে কয়॥
শুন পরে কি হইল আশ্চার্য্য কাহিনী।
চলিলেন প্রভু, যথা রাণী রাসমণি॥
কহিলেন জিজ্ঞাসিতে শাস্ত্রজ্ঞ সকলে।
স্বামীর ভাঙ্গিলে পদ কি করিতে বলে॥
শাস্ত্রের বিধান কিবা, হ'লে এ ব্যাপার।
ফেলিতে সুযুক্তি কিবা যুক্তি চিকিৎসার॥
অতি সোজা সরল শ্রীবাক্য শ্রীপ্রভুর।
স্বভাবে আপুনি যেন সরল ঠাকুর॥
সরলে দয়াল, ভালবাসা সরলতা।
সরলে সরল বড় রামকৃষ্ণ-কথা॥
সরলে বুঝিল রাণী প্রভুর বচন।
সভায় করিল সেই প্রশ্ন উত্থাপন॥

ঘটনার সঙ্গে প্রশ্ন লাগে যে প্রকার।
বুঝিয়া পণ্ডিতগণে দেখায় আঁধার ॥
সোজা কথা, অতি মূর্খ পারে বুঝিবারে।
শুনিয়া বিবিজ্ঞদের মুণ্ডু গেল ঘুরে ॥
যায় কেন মুণ্ডু ঘুরে ভেবে দেখ মন।
সরল উত্তর যেন সরল কথন ॥
বিধি মতে কহি কথা, ভাবে কিবা দায়।
ধীরগণ পরস্পর মুখ পানে চায়।
কাটা যায় দণ্ড-বিধি, শাস্ত্র সহ তার ॥
যদি কয় স্বামী উপযুক্ত চিকিৎসার ॥
অথচ চরণ-ভঙ্গ-স্বামী দেয় ফেলে
ধরি নর-কলেবর, কি করিয়া বলে ॥
অবশেষে শাস্ত্র ছাড়ি, দিতে হইল বিধি।
পীড়িত পতির সেবা যুক্তি নিরবধি ॥
মীমাংসায় ভেসে যায় রাণী সুখ-নীরে।
চৌগুণ বাড়িল ভক্তি প্রভুর উপরে ॥
প্রভুরে জানিয়া কারিকর শিরোমণি।
করপুটে প্রভুরে কহিল রাসমণি ॥
সারিবারে ভগ্নপদ আপনার ভার।
সায় দিয়া প্রভুদেব করিলা স্বীকার ॥
ভগ্নপদ সারিয়া দিলেন সেইদিনে।
কোথায় ভাঙ্গিয়া ছিল, সাধ্য কার চিনে ॥
অবাক্ হইল সবে পুরীর ভিতর।
কিবা মহা সুকৌশলী প্রভু কারিকর ॥
কি বুঝ আশ্চর্য্য মন, কথা, কথা ছাড়া।
এ মহান্ বিশ্ব যাঁর সঙ্কেতেতে গড়া ॥
হয় রয়, যায় সৃষ্টি যাহার আজ্ঞায়।
সারিলেন ভগ্নপদ কি বিচিত্র তায় ॥
তবে এবে নর-দেহ, নরের মতন।
দীন দুঃখী নিরক্ষর পরান্ন ভোজন ॥
লইয়া ব্রাহ্মণ-বেশ খেলেন আপুনি।
হর্ত্তা কর্ত্তা বিশ্বের বিধাতা চিন্তামণি ॥
মানুষে না চিনে, নর-জ্ঞানে লয় তাঁরে।
তাই লোকে অবাক্ করয় তাঁর হেরে ॥

ভিতরে অসীম শক্তি শক্তির আধার।
বাহে মাত্র সাজ বেশ, ফক্কর আকার ॥
সৎবুদ্ধিযুক্ত, হরি-লুব্ধ চক্ষুষ্মান।
স্পষ্ট দেখে খেলে তাঁহে, রসের তুফান ॥
তুষ্ট হয়ে ভক্ত রাণী ভক্তি ভরে তাঁয়।
বলিলেন থাকিবারে বিষ্ণুর সেবায় ॥
ধার্য্য করি শ্রীপ্রভুর মাসিক বেতন।
ছোট ভট্টাচার্য্য আখ্যা করিল অর্পণ ॥
বড় ভাই বড় ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্যামা বেশকারী হইল ভাগীনে হৃদয় ॥
গঙ্গাতীরে যথা যত আছে দেবালয়।
তুলনায় এ পুরীর সঙ্গে কেহ নয় ॥
পুরী দেখিবারে আসে কত লোক জন।
ধনী মানী গুণী দুঃখী সকল রকম ॥
কালী মায়ে রাধাশ্যামে যারা ধনবান।
ভক্তি ভরে অর্থ দিয়া করেন প্রণাম ॥
আগা গোড়া এই রীতি পুরীর ভিতরে।
পুজারীর প্রাপ্য, যাহা প্রণামিতে পড়ে ॥
প্রভুদেব টাকা কড়ি নাহি লন হাতে।
বলিতেন দুঃখীগণে বিলাইয়া দিতে ॥
ত্যাগী অনাসক্ত প্রভু ছিলা আজীবন।
যতই প্রণামি পড়ে সব বিতরণ ॥
ছয় মাস বিষ্ণুর মন্দিরে পূজা করি।
পশ্চাৎ হইলা প্রভু শ্যামার পূজারী ॥
প্রভুর অপার কথা কে কহিবে কটি।
কোটি মুখে কহিলেও তবু কোটি ক্রটি।
পড়ে দামামায় কাঠি আগুণ রঙ্গকে।
যে হ'তে আইলা প্রভু পূজিতে শ্যামাকে ॥
শ্যামায় পিরীতি বড় শ্যামা মন প্রাণ।
তপ, যপ, তন্ত্র, মন্ত্র, ধন, ধ্যান, জ্ঞান ॥
সুদৃশ্য রচেন বেশ প্রভুগুণধর।
দেখা মাত্র বিমোহিত দর্শক-অন্তর ॥
নিত্যই নূতন বেশ নাহিক উপমা।
মূর্ত্তিমতী ঠিক যেন চিৎময়ী শ্যামা ॥

বিবিধ কুসুম জবা শ্রীচরণে সাজে।
অপরূপ শ্যামা-রূপ শ্রীমন্দির মাঝে॥
উপজয়ে দিব্য ভাব পাষণ্ড-অন্তরে।
একবার শ্যামা-রূপ নয়নেতে হেরে॥
ঘোষণা হইল বার্ত্তা কথায় কথায়।
আছে বহু কালীমূর্ত্তি, এমন কোথায়॥
দলে দলে আসে লোক কত দিক্ হ'তে।
নিরূপমা শ্যামা-মাতা এখানে দেখিতে॥
অতিথি সেবন শালা পুরীর ভিতরে।
কত আসে যায় সাধু সংখ্যা কেবা করে॥
শ্যামা দেখি সর্ব্বজনে সমস্বরে কন।
কোথাও না করি হেন মূর্ত্তি দরশন॥
নব ভাবে মাতি সবে কহে উচ্চৈঃস্বরে।
কি জানি কি আছে শ্যামা প্রতিমা ভিতরে
তাড়িতের বার্ত্তাবহ তারেতে যেমন।
দ্রুতগতি ছুটে বার্ত্তা বিদ্যুৎ মতন॥
সেরূপ সুঠাম-শ্যামা-প্রতিমা কাহিনী।
পরস্পর সাধু মুখে ছুটিল অমনি॥
অতিথি সন্ন্যাসী ভক্ত থাকে যে যেখানে।
দক্ষিণাশ্বরের কথা শুনে কাণে কাণে॥
সুগূঢ় প্রভুর কথা কি শকতি বলি।
প্রচারিলা নিজ স্থান, সাজাইয়া কালী॥
আপনে রাখিলা গুপ্ত পূজারীর সাজে
নাহি দিলে ধরা ছুঁয়া সাধ্য কার বুঝে॥
গুহ্য হ'তে অতি গুহ্য তাঁহার করম।
মায়া-অন্ধ নরে কিবা বুঝিবে মরম॥
মানুষ থাকুক দূরে দেবাদির শক্ত।
কৃপায় যদ্যপি নাহি আঁখি হয় মুক্ত॥
মায়া-ছানি-মুক্তচক্ষু নহে যতক্ষণ।
কদাচ না হয় তাঁর লীলা দরশন॥
মানুষের খোল ল'য়ে আপনি শ্রীহরি।
বিরাজেন পুরী মধ্যে হইয়া পূজারী॥
যেখানে যখন হয় বিরাজের স্থান।
দিব্য ভাব সদা তথা থাকে বিদ্যমান॥

পুরীতে আসিয়া লোকে এত প্রীতি পায়।
সে কেবা এসেছে কোথা সব ভুলে যায়॥
নবভাব আবির্ভাব এমন অন্তরে।
ঠাকুর-প্রসাদ পায় ভক্তি সহকারে॥
ব্রাহ্মণেও নাহি রাখে জাতির বিচার।
শুন রামকৃষ্ণ কথা অমৃত ভাণ্ডার।
ভকত বৎসল প্রভু ভক্তগত-প্রাণ।
নাহি কেহ প্রিয় তাঁর ভক্তের সমান॥
ভক্তিমতী রাসমণি হৃদয়-বিষাদ।
উচ্চবর্ণে তুচ্ছ করে ঠাকুর-প্রসাদ॥
সে বিষাদ এক বারে করিবারে দূর।
পুরী মধ্যে প্রবেশিলা দয়াল ঠাকুর॥
প্রসাদ আপনে পেয়ে করুণা-নিদান।
অভ্যাগত তথা যেবা তাহারে পাওান॥
নিষ্ঠাচারী, তাহারাও বিচার না করে।
প্রসাদ উঠায়ে খায় অতি ভক্তিভরে।
শ্যামা-ভক্ত রাসমণি শ্যামা ভালবাসে।
দেখে শ্যামা নিরূপমা পরম হরিষে॥
কালীমাতা বিভূষিতা করি দরশন।
কত যে আনন্দ তার নাহি নিরূপণ॥
বেশকারী প্রভু, বেশ তাঁহার রচিত।
দেখিলেই হয় মুগ্ধ মন প্রাণ চিত॥
জনমে রাণীর ভক্তি প্রভুর উপরে।
পরাণ প্রতিমা শ্যামা সুসজ্জিত হেরে॥
বুঝিল প্রভুর বেশ সেবা অনুরাগে।
পাষাণ মূরতি শ্যামা উঠিয়াছে জেগে॥
দিন দিন ভক্তি প্রীতি অতি বৃদ্ধি পায়।
শ্যামার সেবায় রত শ্রীপ্রভুর পায়॥
ঈশ্বর প্রসঙ্গ কভু হয় দুই জনে।
কন প্রভুগুণধর, ভক্ত-রাণী শুনে॥
কখন কখন মিঠা শ্যামা গুণগান।
শুনিয়া রাণীর হয় অধীর পরাণ॥
শ্যাম-শ্যামাগুণগান প্রভুর বদনে।
কি মিঠা সে জানে, যেবা শুনিয়াছে কাণে॥

মধুর সুস্বর কিবা নহে বলিবার ।
পিক অলি বীণা বেণু একত্র ঝঙ্কার ॥
দিব্যভাব পরিপূর্ণ মাথান ভিতরে ।
শুনিলে পাষাণ-মন দ্রবীভূত করে ॥
কিবা আভা, শোভা ফুল্ল বদন-কমলে ।
আজন্ম পাষণ্ড যেবা সেও দেখে ভুলে ॥
সঙ্গীতে রাণীর নেশা হৈল অতিশয় ।
নিত্য নিত্য একবার না শুনিলে নয় ॥
ত্রুটি নাই, সর্ব্ব অঙ্গে পূজা সুসুন্দর ।
পূজায়, সেবায় যায় প্রহর প্রহর ॥
ডুবিয়া যাইত ষোলআনা মন প্রাণ ।
কিছু না থাকিত তাঁর বাহ্যিক গিয়ান ॥
কেবা কিবা কয়, কেবা কোথা আসে যায় ।
শুনা দেখা নাই এত প্রমত্ত পূজায় ॥
মধুলুব্ধ মধুপ যেমন ফুল্ল-ফুলে ।
মত্ত হয়ে পিয়ে মধু মন প্রাণ তুলে ॥
উলট্ পালট্ খায় দলের উপর ।
আপনার দেহ কোথা নাহিক খবর ॥
কোথা শক্তিধর পাখা সকলের মূল ।
নাই গ্রাহ্য থাক নাক সুকোমল হুল ॥
টান দিয়া শুষে চুষে বিভোর নেশায় ।
সেই মত প্রভুদেব শ্যামার পূজায় ॥
এবে ঘোর কলিকাল যত জীবগণে ।
পূজিতে ভজিতে জানে কামিনীকাঞ্চনে ॥
দেবদেবী পূজা সেবা আদি আরাধনা ।
যপ তপ ক্রিয়া কর্ম্ম সাধন ভজনা ॥
একবারে লুপ্ত প্রায় গোটা ধরাস্থান ।
যাহা কিছু আছে মাত্র সে কেবল ভাণ ॥
তাই প্রভু দয়াময় দয়ার সাগর ।
উপনীত ধরাধামে ধরি কলেবর ॥
শিক্ষা দিতে জীবগণে, চিরহিতকারী ।
সাধন, ভজন, পূজা আপনে আচরি ॥
প্রভুর পূজার কথা অমৃত ভারতী ।
কেমনে করেন শুন শ্যামার আরতি ॥

সুবিদিত রাসমণি তাঁর দেবালয় ।
উপযুক্তমত বাদ্য আরতি-সময় ॥
খোল করতাল বাদ্য বিষ্ণুর প্রাঙ্গণে ।
বাজে যোড়া নহবৎ উত্তর দক্ষিণে ॥
যোড়া যোড়া কাঁসর দামামা ঘড়ি বাজে ।
মা মা রব উচ্চে সব গায় পুরীমাঝে ॥
এখানে মন্দিরে প্রভুদেব ভগবান ।
তেজস্বী তপস্বী সম বর্ণ দীপ্তিমান ॥
মহাক্রমে বৃহৎ আরতি এক করে ।
গুরুভার ঘণ্টা প্রভু ধরিয়া অপরে ॥
আলো করি শ্রীমন্দির করেন আরতি ।
দেখ মন এবে কিবা প্রভুর মূরতি ॥
ভক্তগণ মনলোভা শোভা নিরুপম ।
উপমায় কিছু নাই আঁকিতে অক্ষম ॥
হয় ক্লান্ত কলেবর যত বাদ্যকরে ।
বাজাইতে বহুক্ষণ হাত গেল ধরে ॥
শব্দ গেল, স্তব্ধ সব, ঘর্ম্মে আর্দ্র কায় ।
প্রভুর আরতি ঘণ্টা তবু না ফুরায় ॥
ঘোর ঘন ঘন শব্দে ঘণ্টা বেজে চলে ।
হেলে চলে আরতি দক্ষিণ করে খেলে ॥
অবিরাম চলিতেছে আরতি অতুল ।
বাহ্য নাহি প্রভু যেন কলের পুতুল ॥
রক্তিম বরণ মুখমণ্ডলে বেরায় ।
উচ্চরবে মা মা রব পাগলের প্রায় ॥
অবশেষে পড়িলেন ধরণী উপরে ।
দেখিয়া অপর লোকে তাঁয় গিয়া ধরে ॥
বাহিরে আনিল সবে ধরাধরি করি ।
চক্ষু-জলে ভাসে বক্ষ এত ঝরে বারি ॥
নাহি বাহ্য, মুখে মাত্র, মা মা রব ফুটে ।
হেন সম অবস্থায় গোটা রাত্রি কাটে ॥
একই রকমে পর দিনে ভগবান ।
হাতে করি অন্ন পাণি হৃদয় খাওান ॥
এই মত প্রায় হয় আরতির কালে ।
না বুঝিয়া লোকে জনে উন্মত্ততা বলে ॥

ভক্তভাবে অবতার প্রভু ভগবান।
কুলহারা জীবে দিতে ধর্ম্মের বিধান॥
ভক্তভাবী ভগবান, তাঁহার বারতা।
বদ্ধ-জীব-ভাব সঙ্গে বিপরীত কথা॥
এক ভগবান আর জীব অগণন।
জীবভাবে জীবভাবে সদা সংমিলন॥
ভক্তভাবে জীবভাবে কখন না মিলে।
তাই খেপা প্রভুদেব, জীবগণে বলে॥
দেশে রাষ্ট্র হৈল কথা বড় পরমাদ।
সবে কয় হইয়াছে গদাই উন্মাদ॥
কেন পরমাদ কথা, মনে হয় ডর।
ইহার ভিতরে আছে বড়ই রগড়॥
বিয়া করিবার সাধ বড় তাঁর মনে।
উন্মাদ প্রমাদে লোক কন্যা দিবে কেনে॥
শ্রীপ্রভুর পরিণয়-সাধ অতিশয়।
মানুষে যে রূপ করে যে প্রকার নয়॥
বালক স্বভাব প্রভু বালক আচার।
বয়সের সঙ্গে মাত্র বাড়িছে আকার॥
বালকের ভাব খেলে বাক্যকায়মনে।
স্মরণ রাখিও কথা শয়নে স্বপনে॥
বুঝিতে নারিবে যদি ভুলহ বারতা।
সরল মধুর প্রভু রামকৃষ্ণ-কথা॥

বিবাহ।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

শ্রীপ্রভুর ভাব দেখি কেমন কেমন।
অগ্রজ শ্রীরাম অতি বিষাদিত মন॥
উন্মাদ লক্ষণ যাহা লোকে জনে কয়।
নাহি সন্ধ সত্যাবৎ হইল প্রত্যয়॥
শ্যামায় সেবিতে যবে প্রথম প্রথম।
উঠে গায় শ্রীপ্রভুর যে ঝড় বিষম॥
উপশম কিঞ্চিৎ হইল কিছু পরে।
অগ্রজ করিলা মনে ভাই গেল সেরে॥
কি জানি যদ্যপি ঝড় উঠে পুনর্ব্বার।
তাই অতি ত্বরান্বিত শ্রীরামকুমার॥
করিতে লাগিল বিবাহের অনুষ্ঠান।
হেথা সেথা নানা স্থানে কন্যার সন্ধান॥
আত্মীয় স্বজন লক্ষ্মী মুখুয্যে আখ্যান।
হৃদয়ের ভাই, তাঁর শিয়ড়েতে ধাম॥
ঘটকালি কার্য্য, তাঁর হাতে দিয়া ভার
শ্রীরাম করেন ঘরে অপর যোগাড়॥
প্রভু সনে তা সবার বড় ভালবাসা।
প্রভুর সতত শিয়ড়ে যাওয়া আসা॥
প্রভুর বড়ই প্রীতি যাইতে শিয়ড়ে।
তাই সন্নিকটে কন্যা অন্বেষণ করে॥

অর্দ্ধ ক্রোশ দূর মাত্র পূরব অঞ্চলে।
ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম জয়রামবাটি বলে॥
জয়রাম মুখুয্যে নামক তথাকার।
কালী নামে কন্যা এক আছিল তাঁহার॥
প্রথমে সম্বন্ধ হয় সে কন্যার সনে।
ভেঙ্গে দিল জয়রাম, পাত্র ক্ষেপা শুনে।
তাঁর খুড়তত ভাই রামচন্দ্র নাম।
সংকীর্ণ অবস্থাপন্ন দুঃখীর সমান॥
বাস-উপযুক্ত মাত্র ছোট মেটে ঘর।
আপুনি ব্রাহ্মণ আর তিন সহোদর॥
দশকর্ম্মান্বিত দ্বিজ আছে যজমান।
যেন তেন প্রকারে সংসার গুজরান॥
একটি নন্দিনী তাঁর চারিটি নন্দন।
সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা জনমে প্রথম॥
এবে কি হইল শুন ঘটকেরে লৈয়া।
ব্রাহ্মণের মত দিব দুহিতার বিয়া॥
বিবাহের সব কথা, করি স্থিরতর।
রামকুমারের পাশে পাঠায় খবর॥
পুলক অন্তর হৈত শুভ সমাচারে।
ধার্য্য করি বিয়া-দিন কুটুম্বের ঘরে॥
পাঠাইল নিমন্ত্রণ লিখন করিয়া।
আই ঠাকুরাণী কন ঘরে ঘরে গিয়া॥
প্রতিবাসী নর নারী খুসি অতিশয়।
সর্ব্বাধিক খুসি প্রভু, হবে পরিণয়॥
আনন্দ-সাগরে ভাসে গ্রামের রমণী।
মহানন্দে আত্মহারা ধনী কামারিণী॥
মেজ ভাই রামেশ্বর, বনিতা তাঁহার।
প্রভুরে দেখেন যেন পুত্র আপনার॥
বড় সাধ বিবাহেতে হয় বাদ্য-ঘটা।
দৈবক্রমে কিন্তু না ঘটিয়া উঠে সেটা॥
ঘরে ঘরে প'ড়ে গেল আনন্দের ধুম।
রাত্রিকালে কার চোখে নাহি আসে ঘুম॥
ক্রমে বিবাহের দিন হৈল উপনীত।
প্রতিবাসী রমণীরা সবে উপস্থিত॥
পরম সুঠাম প্রভুদেবে সাজাইতে।
কেহ বা চন্দন ঘসে কেহ মালা গাঁথে॥
যতনে রচনা কৈল বেশ মনোহর।
মন হরে হেরে পরা সুন্দর কাপড়॥
গ্রাম্য রমণীরা করে মাঙ্গলিক ধ্বনি।
আহ্লাদে কাঁদেন মেজ ভায ঠাকুরাণী॥
বাদ্য ঘটা না হইল বড় দুঃখ মন।
অন্তরেতে বুঝিলেন প্রভু নারায়ণ।
সান্ত্বনা কারণ তবে বলিলেন তাঁয়।
দেখ শুন কিবা বাদ্য বাজিছে বিয়ায়॥
এত বলি দেন মুখে বোল পরিপাটি।
ডেলে গু ডেলে গু ডেলে ডেলে ডেলে কাটি।
ঢোলের স্বরূপ পাছা হাতে বাজাইয়া।
বাজান ডোমের বাদ্য নাচিয়া নাচিয়া॥
মহারঙ্গরব প্রভু অতুল ভুবনে।
নকল সুস্পষ্ট একবার দেখে শুনে॥
বাদ্যাপেক্ষা রঙ্গাধিক প্রভুর নাজন।
নাড়ি ফাটে হেসে লুটে দর্শকের গণ॥
নাহি লজ্জা সরম কিছুই শ্রীপ্রভুর।
রামকৃষ্ণ-কথা অতি শ্রুতি সুমধুর।
বিয়াকালে লজ্জাহীন যত হ'ক নর।
তথাপি কহিতে কথা, জড় জড় স্বর॥
প্রভুর দেখহ লজ্জা গন্ধ মাত্র নাই।
বুঝিতে এ সব কথা বাল্য ভাব চাই॥
চাই দিব্য মুক্ত খোলা, সরল নয়ন।
সরল বিশ্বাস আর হরি-লুব্ধ-মন॥
বিশ্বাসী সরল মন স্বচ্ছ কাচপ্রায়।
তার মধ্য দিয়া যত সব দেখা যায়॥
কাচ-পৃষ্ঠে কাগজের যেন আবরণ।
সেই মত অসরল অবিশ্বাসী মন॥
ভাঙ্গিয়া দিতাম কথা কলমেতে আঁকি।
যত কব তিল মাত্র সব রবে বাকী॥
শ্রীপ্রভুর লীলাকাণ্ড বিশ্বখণ্ড খণি।
পূর্ণিত সজ্জিত তায় নানা রত্ন-মণি॥

কথার একথা নয় কর দরশন।
নীরবে লইয়া সঙ্গে সুসরল মন॥
রঙ্গে মাতি বরযাত্রী যুটিয়া সকলে।
আগে পাছে শ্রীপ্রভুর বিয়া দিতে চলে॥
শুনা কথা শিবের বিবাহ মনে পড়ে।
উমা সহ যেই বার অচল-আগারে॥
বিয়া দিতে যত ভূতে মহমতে চলে।
যেতে পথে নানা মতে জাতি-খেলা খেলে॥
মহারঙ্গী নন্দী ভৃঙ্গী ভৈরব বেতাল।
দৈত্যদানা ধূর্ত্তপনা ধরা আল্ থাল্॥
ছুটছুটী হুটপট মাটী ফাটে দাপে।
মহাফণী ত্রাস্তপ্রাণী কোটি শিরে কাঁপে॥
ভূত দলে আল জ্বালে মুখের ভিতর।
চারি ধারে যায় ঘেরে ষাঁড়ে দিগম্বর॥
সেই মত বরযাত্রী শ্রীপ্রভুর সাথে।
খোলা পায় খোলা গায় ঠেঙ্গা লাঠি হাতে।
গামছা কাঁদেতে বাধা কোমরে চাদর।
কৌতুক রহস্য মুখে হাজার রগড়॥
যেতে পথে কত রঙ্গ কব আমি কটি।
উতরিল সন্নিকটে জয়রামবাটী॥
জ্বালি সাতাইস কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে ঘরে বরে ঘেরে রমণী সকলে॥
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সূতা॥
হরিদ্রা মাখান সূতা ছিল বাঁধা হাতে।
অপূর্ব্ব প্রভুর খেলা দেখিতে শুনিতে॥
চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা-বন্ধন॥
সমাপ্ত হইলে পরে শুভ পরিণয়।
কন্যা-কর্ত্তা হইলেন ব্যস্ত অতিশয়॥
খাওয়াতে বরযাত্রী কন্যাযাত্রীগণে।
প্রথম খাইতে বসে যতেক ব্রাহ্মণে॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভাগমত এক ঘর।
রচিয়াছে নারীগণে তাহাতে বাসর॥
ভোজনের ঠাঁই হয় তাহার দুয়ারে।
দেখিয়া প্রভুর খেলা আত্মহারা করে॥
বিশ্বরাণী মাতা বিশ্বরাজা শ্রীগোঁসাই।
জনম যাঁহার ঘরে, তাঁর ঘর নাই॥
জীবন উপায় মাত্র রকমে রকমে।
গড়া হ'তে এত গুপ্ত সাধ্য কার চিনে॥
তথাপি সরলে কিছু নাহি লাগে ফের।
হরি নাই যেই বলে তার তর্ক ঢের॥
কিম্বা যেবা বলে হরি প্রকাণ্ড আকার।
চোদ্দপুয়াধার কিবা তাঁহার আগার॥
আপদ বিপদ দুঃখ কেঁদে কেঁদে বুলে।
লীলা বোধ নাহি তার লীলাকারে বলে॥
চোখে চোদ্দপুয়া কিন্তু চোদ্দপুয়া নয়।
উপমায় কহি শুন তার পরিচয়।
ধরা হতে সূর্য্য বড় বহু পরিমাণে।
থালার মতন তবে দৃষ্ট হয় কেনে॥
যেবা অন্তরেতে দূরে রাখে ভগবান।
প্রকাণ্ড যদিও, দেখে থালার সমান॥
বাসরে দেখিয়া প্রভু অনেক রমণী।
শুন কি হইল পরে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
নানাবিধ রমণীর নানারঙ্গ হেরে।
রঙ্গময়ী শ্যামারূপ জাগিল অন্তরে॥
মা মা বলে হৈলা প্রভু ভাবাবেশান্বিত।
কোকিল জিনিয়া কণ্ঠে ধরিলেন গীত।
যেমন কাঁদনিগানে মোহিত নাগিনী।
সেই মত স্তম্ভীভূত পুরুষ-রমণী॥
পাতে হাত মুখে ভাত খেতে যারা ছিল।
পুতুলের প্রায় গান শুনিতে লাগিল॥
বাসরে রমণীগণ অপার অবাকে।
বর পানে চেয়ে থাকে অনিমিষ চোখে॥
ছিল মনে কত মত রঙ্গ করিবারে।
দেখে রঙ্গ রঙ্গ করা সাধ গেল উড়ে॥
শ্যামাগুণগানে প্রভু এত মত্ততর।
প্রায় দিগম্বর, নাই কোমরে কাপড়॥

বাসর সাজায়ে ছিল যতগুলি নারী।
সবার চরণ রজ মস্তকেতে ধরি॥
মহাধন্যা পুণ্যবতী মহা পূজ্যতর।
ল'য়ে হরগৌরী যারা সাজালে বাসর॥
যে যুগল দরশনে বিরিঞ্চি অক্ষম।
আঁখির মিটায়ে সাধ কৈল দরশন॥
তবে কিনা কি দেখিল না বুঝে ব্যাপার
বড় গুপ্ত এইবারে প্রভু অবতার॥
ব্রাহ্মণীর নাম শ্যামা প্রভুর শাশুড়ী।
উদরে জনমে যাঁর জগৎ ঈশ্বরী॥
বলিয়াছি কিছু আগে দেখ মনে ক'রে।
একবার প্রভুদেব হৃদয়ের ঘরে॥
জনেক গায়ক তথা গায় একদিন।
শুনে জুটে নর নারী নবীন প্রাচীন॥
নারীদের মধ্যে এক, কন্যা করি কোলে।
শুনে গান এক সঙ্গে নারীদের দলে॥
একত্রিত যত সব চেনা পরস্পর।
প্রতিবাসী কাছে দূরে সেই গ্রামে ঘর॥
নিকট সম্বন্ধযুক্ত আপনা আপনি।
তাই তথা সমবেত পুরুষ রমণী॥
অল্পবয়াঃ শিশু মেয়ে কোলে ছিল যার।
গীত সমাপনে এক আত্মীয় তাহার॥
আদরে কহিলা বালিকায় সম্বোধিয়া।
এত লোক কারে চাহ করিবারে বিয়া॥
অমনি দেখান বালা তুলি দুই কর।
সন্নিকটে সমাসীন প্রভু গদাধর॥
এবে বালা গুরুমাতা ব্রাহ্মণ কুমারী।
জননী তাঁহার শ্যামা, প্রভুর শাশুড়ী॥
মহাভাগ্যবতী আমাদের দিদি আই।
অতঃপর এই আখ্যা দিয়া তাঁরে গাই॥

ছিলা যোড়া দিদি আই হেঁসেলের কাযে।
জামায়ের মিঠা স্বর হৃদি মাঝে বাজে।
শুনি মুরলীর গান যেমন গোপিনী।
বাসরে ছুটিল তেন দিদি ঠাকুরাণী॥
দূর লাজ, গেল খুলে মুখের বসন।
আপনা হারায়ে, হেরে জামাতা রতন॥
রূপের পুতুলি প্রভুদেব গদাধর।
যৌবন প্রারম্ভ বয়ঃ পঁচিশ বৎসর॥
একেত মুখের ঢাকা গেছে দিদি আই।
সামাল অঙ্গের বাস বিষম জামাই॥
জগজন-মন চোরা প্রভু ভগবান।
গুপ্ত অবতার তাই পাইলে এড়ান॥
কেবা সমভাগ্যবতী ভুবন ভিতরে।
উদরে ধরিলে, যাঁর ব্রহ্মাণ্ড উদরে॥
জামাই অখিলপতি ব্রহ্ম সনাতন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের পূজিত চরণ।
ধন্য ধন্য দিদি আই প্রভু অবতারে।
ঈশ্বরী বালিকা বেশে খেলে যার ঘরে॥
বসাইয়া কোলে তাঁরে খাওয়াইলে মাই।
দীনের কি আছে সাধ্য স্বরূপত্ব গাই॥
জামাতা দুহিতা তব, তাঁদের চরণে।
জন্ম জন্ম রহে মতি ভিক্ষা দেহ দীনে॥
শ্বশুর শাশুড়ী কিবা আত্মীয় স্বজন।
কারে নাহি ধরা ছুঁয়া দিলা ভগবান॥
মুগ্ধমন যতক্ষণ দেখে শুনে তাঁয়।
অন্তর হইলে পরে সব ভুলে যায়॥
কিন্তু নহে বিস্মরণ প্রভু-মূর্ত্তিখানি।
কিম্বা শ্রীবদন বিনিস্থত মিঠাবাণী॥
কিম্বা শ্যামাগুণগান, শ্রুতিমুগ্ধ স্বর।
শুন রামকৃষ্ণলীলা অমৃত-আকর॥

গুরুমাতা-বন্দনা।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

সুমিষ্ট হইতে মিষ্ট রামকৃষ্ণ-কথা।
এতদিন পরে ঘরে পেনু গুরুমাতা॥
শ্রীগুরুর সহ গুরুমার কথা যুক্ত।
হীরকের খণ্ড যেন সোণায় জড়িত॥
তার ধারে হয় যেন মুকুতা গাথনি।
রহে যদি ভক্তগণ গুণগানশ্রেণী॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ জননী।
জয় ব্রহ্মসনাতনী পতিত পাবনী।
আদ্যাশক্তি মহামায়া ঈশ্বরী প্রকৃতি॥
অন্তরযামিনী শ্যামা সর্ব্বঘটে স্থিতি॥
পরমা মহিমা গানে বেদ গেছে হারি।
মায়া-অন্ধ দৃষ্টিহীন কি কহিতে পারি॥
অনন্তরূপিণী পারহীন সিন্ধুবৎ।
অবতার বিম্বপ্রায় তব অন্তর্গত॥
মহতী প্রকৃতি সতী চিন্তার ওপার।
ব্রহ্মাণ্ড আধেয় শক্তি, ব্রহ্মাণ্ড-আধার॥
মহালীলা স্বরূপিণী সকলের মূল।
কারণ করম ফল মহা সূক্ষ্ম স্থূল।
লীলাপ্রকাশিকা, ভক্তি জ্ঞানের কারণ।
চৈতন্যরূপিণী মহাতম-বিনাশন॥
গুরুপদপ্রদর্শিকা কুলকুণ্ডলিনী।
জয় মাতা রামকৃষ্ণ-ভক্তিপ্রদায়িনী॥

এ হেন প্রকাণ্ড মাতা মায়াবাস পরে।
পঞ্চম-বর্ষিয়ারূপা ব্রাহ্মণের ঘরে॥
মানুষের মত ঠিক গঠন প্রণালী।
মায়া-বিমোহিত মত নহে কার্য্যগুলি॥
যে হও সে হও মাগো বিচারে কি কাজ।
অভয়চরণ যেন জাগে হৃদি-মাঝ।
এক মর্ম্ম-ভেদী দুঃখ, বড় বাজে প্রাণে।
কেন এত দুঃখ হেন মাতা বিদ্যমানে॥
স্মরিলে দুখের কথা ফেটে যায় ছাতি।
সিংহী-ছেলে হয়ে খাই শিয়ালের লাথি॥
কি বল কি বল গো মা সহিতে কি পারি।
বিশ্বরাজা প্রভু, তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরী॥
হেন মাতা বিদ্যমানা এ বোধের বলে।
অতি তুচ্ছ দেখি স্বর্গ. ধরা, ধরাতলে॥
যখন হৃদয়ে জাগে চরণ দুখানি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেরে তৃণত্রয় গণি॥
ইঙ্গিতে জননী যদি তব আজ্ঞা পাই।
উত্তরের হিমাচল দক্ষিণে বসাই॥
ভূতলে থাকিয়া ধরি গগণের চন্দ্র।
হনূমানে সঙ্গেতে পারি করিবারে দ্বন্দ্ব॥
সকৃষ্ণ অর্জ্জুন-রথ ফিরাইতে পারি।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গোটা তোলপাড় করি॥

পাষাণনন্দিনী-রীতি, না ছাড়িতে পার।
আপন অপর কেবা নাহিক বিচার॥
কোথাও না দেখি শুনি তব সম মাতা।
আপনার হাতে কাট সন্তানের মাথা॥
নাই মনে জননী কি গণেশ-কাহিনী।
লোকে বলে মাথা তার উড়াইল শনি॥
শনির কি সাধ্য আসে গণেশ-নিকটে।
মা তুমি না দিলে সায় কেবা মাথা কাটে॥
মায়ে মেলে কার সাধ্য করে পরিত্রাণ।
মায়ের নিকটে নাই কাহার এড়ান॥
যেই কালে ছিল দক্ষ পিতা আপনার।
তাঁর সনে কৈলে মাতা কিবা ব্যবহার॥
ভূতে ডেকে মাথা কেটে পাড়াইলে ভূয়ে।
মায়ের কি হবে কিছু না দেখিলে চেয়ে॥
কাটি মাথা তবু তুষ্ট নহিলে আপনে।
লোকহাসি ছাগমুণ্ড দিলে গরদানে॥
ভকতে যতেক দয়া তাও ভাল জানি।
বারেক দেখহ ভাবি লঙ্কার কাহিনী॥
দশানন আজীবন পূজিত কিমতি।
তাই কেহ না রহিল বংশে দিতে বাতী॥
এবে গুপ্ত অবতার এই অনুমানী।
তাই কি এতেক কষ্ট সহিতে জননী॥
যপে তপে যোগী যারে না পায় ধিয়ানে।
সেই তুমি মাতা রহিয়াছ বিত্তমানে॥
সম্মুখে পেয়েছি এবে সব দুঃখ কব।
মার ছেলে কেন আমি এতেক সহিব॥

দেখি, ত্যাগী অনাসক্ত, মা বাপের টান।
গৃহীরা কি বাণে ভাসা অন্যের সন্তান॥
তুমি ত করেছ গৃহী দিয়া মায়া-ঠুলি।
ঘুরাতেছ ঘানি গাছে খাওয়ায়ে বিচালি॥
ছুটে ছুটে মরি খেটে পেটে নাহি ভাত।
তাহার উপরে পুনঃ এত কশাঘাত॥
কি বিচার মা তোমার বুঝিবারে নারি।
কোন ছেলে কোলে, কেহ ভূমে গড়াগড়ি॥
মায়ের নিকট হেন শোভা নাহি পায়।
এরূপ কোথায় করে কোন্ দেশী মায়॥
এ নহে মায়ের রীতি দেখে কত সই।
কবে দিনু মুখুয্যের পাকা ধানে মই॥
ইচ্ছাময়ী মাতা তুমি জগৎ-পালিকা।
নমো নমো শ্যামা-সুতা ব্রাহ্মণ-বালিকা॥
এক নিবেদন মম, চরণ যুগলে।
যত দুঃখ হোক যেন মন নাহি টলে॥
নালিশ মায়ের কাছে যদি মারে মায়।
নিকটেতে কাঁদে শিশু অন্যত্রে না যায়॥
তেমতি থাকিব মাতা এই ভিক্ষা চাই।
মা বলিয়া কাছে যেন কাঁদিয়া বেড়াই॥
কি সুন্দর নরলীলা যাই বলিহারি।
অনাদ্যা পরমাশক্তি হয়-লয়-কারী॥
পঞ্চম-বর্ষিয়া মাত্র বালিকার বেশে।
খেলিয়া বেড়ান দুঃখীদ্বিজের আবাসে॥
লোকে জনে জানে শুনে মুখুয্যে-নন্দিনী
শুন রামকৃষ্ণ কথা অপূর্ব্ব-কাহিনী॥

অনুরাগে—কালীদর্শন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

কৃপা কর ইষ্টগোষ্ঠী ঠেকিয়াছি দায়।
প্রভুর সাধন-কথা হৃদে না যুয়ায়॥
বড়ই সুগুহ্য কথা গুরুতম তত্ত্ব।
সুমূর্খ পামর নহে বর্ণিবার পাত্র।
বিষম সমস্যা ইহা বিশেষে আমার।
কোথাও না পাই কিছু ঠিক সমাচার॥
তার পর কি করিলা প্রভু ভগবান।
চোখে দেখা যার, সেও না বুঝে সন্ধান॥
জগৎ-জননী সিদ্ধিদাত্রী শ্যামা-সুতা।
শিখাইয়া দেহ মোরে সাধনার কথা॥
অভয়ে অভয় পদ-বলে বাঁধি ছাতি।
লিখি এ মহান্ কাণ্ড রামকৃষ্ণপুঁথি॥
থাকি কিছু দিন প্রভু কামারপুকুরে।
উপনীত হইলেন দক্ষিণসহরে॥
নিত্যকর্ম্ম শ্যাম-সেবা করিতে করিতে।
বাহিতে লাগিল বেগ শ্রীপ্রভুর চিতে॥
একাকী থাকেন কভু চিন্তায় মগন।
কখন থাকেন বসি যথা নিরজন॥
জাহ্নবীর তীরে কিম্বা পঞ্চবটমূলে।
সতত মানুষে যেই দিগে নাহি চলে॥

নির্জ্জনে ধ্যানের হেতু প্রভু নারায়ণ।
রোপিয়া ছিলেন আগে তুলসী-কানন॥
গঙ্গাতীরে বিল্বমূলে পুরীর ভিতর।
এখন কাননে গাছ ডাগর ডাগর।
বেড়া দিয়া ঘেরিবারে হৈল তাঁর মন।
করিবারে সেই স্থান অধিক নির্জ্জন॥
বেড়ার যোগাড় কেবা করে হেন নাই।
তে কারণ চিন্তামগ্ন আছেন গোসাই॥
হেনকালে কি হইল শুন শুন মন।
প্রভু রামকৃষ্ণ-কথা অমৃত কথন॥
অদ্ভুত প্রভুর লীলা নহে বলিবার।
দেখিতে দেখিতে ডাকে গঙ্গায় জুয়ার॥
সমাসীন প্রভুদেবে নিকটে দেখিয়া।
সোহাগে চরণোদ্ভবা উঠে উথলিয়া॥
প্রসারি সহস্রকর উর্ম্মিমালা ছলে।
আলিঙ্গিতে জন্ম-স্থান চরণ-যুগলে॥
রিক্তহস্ত নহে সঙ্গে কিবা উপহার।
ভক্তিসহ শুন কথা বিশ্বাস-ভাণ্ডার॥
প্রভুদেব বসিয়া দেখেন বটমূলে।
প্রয়োজন যাহা, তাই ভেসে আসে জলে।

এক তাড়া রলা কাষ্ঠ আসিল বন্যায়।
ক্রমে অতি সন্নিকট প্রতিকূল বায়॥
বাগানেতে কর্ম্ম করে মালি একজন।
প্রভু-পদে মতি তার ছিল বিলক্ষণ॥
হেনকালে সেইখানে হৈল উপনীত।
অমৃত-লহরী রামকৃষ্ণ-লীলাগীত॥
শ্রীআজ্ঞা মালিরে, তাড়া উঠাইতে কূলে।
যেন আজ্ঞা ভক্ত মালি নামে গিয়া জলে॥
গোটা তাড়া টানিয়া আনিল তীরে মালি।
দেখিল সমান মাপে কাটা রলা গুলি॥
পরিমাণে তিল আধ ছোট বড় নাই।
ঠিক যেন প্রয়োজন রলা ঠিক তাই॥
সংলগ্ন তাহাতে পুনঃ একতাল দড়ি।
কিবাশ্চর্য্য সঙ্গে বাঁধা ছুরিকা কাটারি॥
যথা আজ্ঞা ভক্তমালি আনন্দিত মনে।
বেঁধে দিল বেড়া, সেই সব উপাদানে॥
কার্য্য সমাপনে কিবা বিস্ময় নেহারি।
না বাঁচিল একতিল কাষ্ঠ কিবা দড়ি॥
এই বেড়া সুবেষ্টিত তুলসীর বন।
তার মধ্যে করিলেন ধ্যানের আসন॥
রাত্রিকালে এই স্থলে করিতেন ধ্যান।
কোনরূপে কেহ কিছু না জানে সন্ধান॥
ধ্যানের সময় কি দেখেন শুন মন।
কুয়াসার মত হয় প্রথম দর্শন॥
দ্বিতীয় দর্শন তাঁর অপূর্ব্ব আখ্যান।
খদ্যোৎমণ্ডিত-বাসে সৃষ্টি শোভমান॥
তৃতীয় দর্শন চন্দ্র দিনেশের কর।
শেষ মনোহর দৃশ্য জ্যোতির সাগর॥
যখন জ্যোতির মধ্যে হইতেন লীন।
সে সময় জড়-অঙ্গ বাহ্যজ্ঞানহীন।
দেহ-ভাব-জ্ঞান-লোপ দেহে নাই মন।
সিন্ধুর সিন্ধুর সঙ্গে যেন সমাগম॥
এই স্থানে এক দিন প্রভু গুণমণি
দরশন করিলেন জনক-নন্দিনী

একাকী বসিয়া সঙ্গে নাহি কেহ অন্য।
হেনকালে দেখেন সুরূপা সুলাবণ্য,
রূপসী যুবতী এক মতিগাঁথা বেণী
রত্নময় অলঙ্কারে ভূষিতা কামিনী॥
পশ্চিম দেশীয়া নারীমত ভূষা বেশ।
দিব্যভাব পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গে বিশেষ॥
অগ্রসর তার কাছে অতি ধীরে ধীরে।
দেখি প্রভু চমৎকৃত হইলা অন্তরে॥
এ কেবা আসিছে হেতা কেবা এই নারী।
চিনিলেন অবশেষে জনক-ঝিয়ারি॥
সীতাদেবী সুপ্রসন্না প্রভুদেবে কন।
তাই দিব, বল তুমি কি লইতে মন॥
শ্রীচরণ বিনা অন্য কিছু নাহি চাই।
উত্তরে বলিলা প্রভু জগৎ-গোসাই॥
ঈষৎ হাসিয়া সীতা হৈল রূপান্তর।
যেমন কুয়াসা বর্ণ দেখিতে সুন্দর॥
তখনি হইল জ্যোতির্ম্ময় ঠামখানি।
ভূতলে উদয় যেন সুস্থির দামিনী॥
আলোকিত দশদিক আভার ছটায়।
অবশেষে মিশে আসি শ্রীপ্রভুর গায়॥
রামকৃষ্ণ-লীলা অতি বিচিত্র কথন।
সাধনার আগে এই প্রথম দর্শন॥
এ গাছের গুঁড়ি নীচে, ঊর্দ্ধদেশে মূল।
সর্ব্ব অগ্রে ফল হয় তার পরে ফুল॥
আজীবন শ্রীপ্রভুর এত দুঃখ কেনে।
মূল তার সীতা দেখা সবার প্রথমে॥
জনমদুঃখিনী সীতা রামায়ণে গায়।
স্ত্রীলোকের সীতা নাম নাহিক কোথায়॥
শ্রীমুখে বলিয়া ছিলা জগৎ-গোসাই।
সীতা দেখি আগোটা জীবনে দুঃখ পাই॥
আরে মন কথা কিবা কব শ্রীপ্রভুর।
সাধের স্বদেশ তাঁর কামারপুকুর॥
তালবনা তামলিপুকুর তার জল।
জিনিয়াছে কাকচক্ষু এত নিরমল॥

লম্ববান আলয়যুক্ত বটবৃক্ষ ঘাটে।
সম্মুখে ভূতির খাল, গোচারণ মাঠে॥
ঝোপ কত সুবেষ্টিত নিকটে শ্মশান।
মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র বট অতি শোভমান॥
তুলসী-কানন ঘেরা আছে চারি ধারে
ঝাড় যো বাগান তার কিঞ্চিৎ অন্তরে॥
ঋষির আশ্রম সম জনম জমিন।
সুপ্রশস্ত লাহাবাটী পূরব-দক্ষিণ॥
মেয়ে ছেলে মহাপ্রিয় বাল্য সহচর।
ভিক্ষামাতা কামারিণী বেণেদের ঘর॥
মহাভক্ত আর যত নানাবিধ জাতি।
ব্রাহ্মণ, তামলি, বেণে, কর্ম্মকার, তাঁতি॥
নাপিত, ছুতার কিবা অস্পর্শীয় ডোম।
সমভাবে সবে প্রিয় কেহ নহে কম॥
ঘরে মাতা মহাপূজ্যা সবার উপর।
ভক্তির আস্পদ দুই ধার্ম্মিক সোদর॥
হৃদয়ের বর প্রিয়তর অতিশয়।
সাধের বিবাহ, কাছে শ্বশুর আলয়॥
অদ্যাবধি কত সাধ ছিল মনে মনে।
কাটিবে জীবন গোটা সংসার আশ্রমে॥
শ্যামা-সেবা-আচরণে কিন্তু অবশেষে।
উঠিল বিষম ঝড় হৃদয়-আকাশে॥
আঁধারিয়া দশদিশি এতই প্রবল।
উড়াইল একবারে বাসনা সকল॥
কোন দিন বিল্ব জবা দিয়া মার পায়।
মা বলিয়া কাঁদেন ফুকুরি উভরায়॥
কোন দিন মা মা রব অতি ধীরে ধীরে।
ভাবে ভরা বাহ্য হারা চক্ষে জল ঝরে॥
কোন দিন কর যুড়ি জানুপাতি ভূমে।
কাঁদিয়া প্রার্থনা কত শ্যামা সন্নিধানে॥
নাই চাই লোক-খ্যাতি, প্রতিপত্তি ধন।
না চাই, সিদ্ধাই অষ্ট অনর্থ ভীষণ॥
লে মা তুই অহঙ্কার অজ্ঞান গিয়ান।
লে মা তুই ভাল মন্দ মান অপমান॥
লে মা তুই যত কিছু আছয়ে আমার।
দে মা ভক্তিসহ তোর শ্রীচরণ সার॥
অহংবুদ্ধি অহঙ্কার যাবে কোন্ দিন।
দীনাপেক্ষা দীন হব, হীনাপেক্ষা হীন॥
কি রূপে করিলা প্রভু দীনতা সাধন।
গাইলে শুনিলে করে তম বিনাশন॥
পুরাতে অতিথিশালা মহাপরিসর।
প্রচুর ভাণ্ডারা তথা বন্ধনী সুন্দর॥
ভক্তিমতী যেন রাণী তেমতি উদার।
অতিথি সন্ন্যাসী নাগা হাজার হাজার॥
গণনায় নাহি পায় কত আসে যায়।
ছত্রে খায় কত লোক দুপর বেলায়॥
যতেক উচ্ছিষ্ট পাতা তারা যায় ফেলে।
শ্রীহস্তে একত্র করি শিরোপরি তুলে॥
গঙ্গাকূলে ফেলিতেন শ্রীপ্রভু আপুনি।
পশ্চাৎ মার্জ্জন ঠাঁই ধরিয়া মার্জ্জনী॥
লম্বে প্রস্থে মস্ত পুরী বৃহৎ আকার।
প্রত্যূষের পূর্ব্বে প্রতিদিন পরিষ্কার॥
নিঃশব্দে করম তাঁর গোপনে গোপনে।
কে করেন পরিষ্কার কেহ নাহি জানে॥
দেখে প্রাতে লোকে লাগে অপার বিস্ময়।
দেব কি দৈত্যের কর্ম্ম নানা কথা কয়॥
কহিতে প্রভুর কথা হৃদয় বিদরে।
সহিলা, অসহ্য কত জীবের উদ্ধারে॥
কেবা সে পাষাণ প্রাণ শাস্ত্র মধ্যে কয়।
অশনি হইতে শক্ত হরির হৃদয়॥
শীতলত্ব কত ধরে ফটিকের জল।
কোমলত্বে অতি তুচ্ছ কমলের দল॥
সুলভত্বে এতই সহজ তুমি হরি।
নাহি ধারে কোন ধার বরষার বারি॥
করুণার পরিমাণে যায় রসাতল।
সপ্তদ্বীপ সুবেষ্টিত সাগরের জল॥
উজ্জ্বলত্বে কান্তি কিবা আছে তুলনায়।
কোটি কোটি দিনমণি বাণে ভেসে যায়॥

মমতায় নাহি পায় মায় কোন ঠাঁই।
এতই আত্মীয় তুমি জগৎ-গোঁসাই॥
এই পূর্ণ কলিকাল কলির প্রতাপে
পূর্ণিত মানুষ-হৃদি মহা মহা পাপে॥
দিবারাত্র করে নৃত্য হৃদে অহংকার।
মরে তবু নতশির নহে হইবার॥
কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত আসক্তির দাস।
অধর্ম্ম আচারী আত্মসুখ অভিলাষ॥
বাঁকা আঁখি ঢাকা তায় মহা আবরণে।
পথ ছাড়া, কুল হারা, কুকর্ম্ম-কারণে॥
রূপ-মুগ্ধ পোকা যেন নরকে তেমন।
হেন অন্ধ, বদ্ধ জীব উদ্ধার কারণ॥
নর-দেহ ধারণ করিয়া ভগবান।
নিজে সাজি দীন হীন জীবেরে শিখান॥
অতঃপর কি হইল শুন শুন মন।
কল্যাণ-বিধান-কথা শান্তি-নিকেতন॥
কোন দিন মা মা বলি সম্বোধি শ্যামায়।
কহেন কাকুতি করি হৃদি বেদনায়॥
বিদরিছে হিয়া মাগো তোমারে না হেরি।
দুঃখী ছেলে কেঁদে বলে দেখ দয়া করি॥
রামপ্রসাদেরে কৃপা কেমনে করিলে।
আমি কি কেহই নই সেই একা ছেলে॥
কোন দিন পূজা সাঙ্গে শ্যামাগুণগান।
করিয়া হইত তাঁর আকুল পরাণ॥
ভাসিয়া যাইত বক্ষ নয়নের জলে।
কাকুতি মিনতি কত শ্যামা-পদতলে॥
কোন দিন হইতেন বাহ্যজ্ঞান হারা।
কপালে উঠিত দুটি নয়নের তারা॥
কখন কাঁপিত পাণিদ্বয় ঘনে ঘন।
কখন পুলকে হাসি প্রফুল্ল বদন॥
হৃদয় সহিত বত্ত ব্রাহ্মণে মিলিয়া।
বাহিরে আনিত ধরি পীড়িত বুঝিয়া॥
দু তিন প্রহর কাল এ হেন ধরণ।
ক্রমশঃ হইত পরে বাহ্যিক চেতন॥

সে সময়ে বোধ হয় তাঁহারে দেখিলে।
ঠিক যেন কাঁচা ঘুমে তোলা শিশুছেলে॥
অবশ অবশ তনু না ধরে চরণ।
শ্রীমুখে কেবলমাত্র মা মা উচ্চারণ॥
এ হেন অবস্থা দেখি কি বুঝিবে নরে।
কি ভাবে এ ভাব তাঁর হৃদয় ভিতরে॥
লোকের কি আছে সাধ্য বুঝে হেন ভাব।
বুঝিবে আপনা ধরি যেমন স্বভাব॥
উদয় বিবিধ ভাব হয় পূজাকালে।
অশ্রুত অদৃষ্ট তাই লোকে খেপা বলে॥
ভক্তিমতী রাসমণি জামাতা মথুর।
বুঝিল পাগল ভাব হয়েছে প্রভুর॥
কিন্তু তারা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভুদেবে করে।
তাঁর সঙ্গে ভালবাসা ভিতরে ভিতরে॥
প্রভুর দুঁহার প্রতি করুণা অপার।
পাগল নহেন তিনি এই সমাচার॥
বুঝাইয়া দিতে স্বরূপত্ব প্রদর্শন।
শুন রামকৃষ্ণ-কথা অমৃত কথন॥
শ্রীবদনে শ্যাম শ্যামা-বিষয়ক গীত।
মিষ্টতার তুলনায় কি ধরে অমৃত॥
এত মিঠে এক বার যেবা শুনে কাণে।
দিবা রাতি গীত শুনি এই হয় মনে॥
সঙ্গীত শ্রবণে, রাণী মহাভাগ্যবতী।
হৃদয় পূরিয়া পায় অতুল পিরীতি॥
এক দিন প্রভুদেব শ্যামার মন্দিরে।
মিনতি করিয়া কয় গান গাইবারে॥
প্রভুর মধুর কণ্ঠ পিক-কণ্ঠ জিনি।
শ্যামা-বিষয়ক গীত ধরিলা অমনি॥
শুনিতে শুনিতে রাণী সচঞ্চল মনা।
অনেক টাকার এক বড় মোকদ্দমা॥
উপস্থিত আদালতে নিষ্পত্ত না হয়।
চিন্তা করে অন্তরে কেমনে হবে জয়॥
সর্ব্বঘটবার্ত্তাবিৎ শ্রীপ্রভু ঈশ্বর।
অন্যমনা জানি হানে রাণীরে চাপড়॥

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি দেখাইলা তায়।
ঐ দেখ ঐ দেখ সাক্ষাৎ শ্যামায়॥
সম্মুখে অতুল মূর্ত্তি প্রতিমা শ্যামার।
এক দৃষ্টে দেখে মুখে কথা নাহি আর॥
দর দর অশ্রুধারা ঢালে দু নয়ন।
কি জানি কি দেখি করে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
কিবা দেখাইলা প্রভু হানিয়া চাপড়।
বুঝিবে, শুনহ কিবা হৈল অতঃপর॥
চাপড়ের সঙ্গে হয় শকতি সঞ্চার।
যাহাতে ফুটিল আঁখি রাণীর এবার॥
হৃদিগত ভাব কভু নাহি থাকে ছাপা।
ভ্রম দূর, বুঝে প্রভুদেব নহে খেপা॥
পুরীর ভিতরে যত অপর ব্রাহ্মণ।
প্রভুদেবে দ্বেষহিংসা করে বিলক্ষণ॥
রাণীরে হানিতে চড় বিলোকন করি।
অন্তরে যতেক প্রভু দ্বেষী খুসি ভারি॥
রাণীরে চাপড় হানা সোজা কথা নয়।
বড় বড় জমিদারে যাবে করে ভয়॥
হুকুম জাহির যার কোম্পানীর ঘরে।
প্রতাপে বলদে বাঘে সঙ্গে পান করে॥
চাপড় হয়েছে হানা সে রাণীর গায়।
ব্রাহ্মণেরা সবে জানে সাজা দিবে তাঁয়॥
এ ঘরের উল্টা চাবী জানে না কারণ।
চাল-কলা-কড়িলোভী কলির ব্রাহ্মণ॥
প্রভু রামকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ মঙ্গল॥
শ্রীমথুরে বুঝাবারে করিলা কৌশল॥
গঙ্গা-গর্ভে এক দিন ভকত রতন।
মথুর বসিয়া করে মুখ প্রক্ষালন॥
সমাসীন প্রভুদেব ছিলা হেনকালে।
কথঞ্চিৎ দূরে তাঁর, বকুলের তলে॥
বালক স্বভাব প্রভু সরলাতিশয়।
লোকে জানে যাহা বলে করেন প্রত্যয়॥
মাথার বিকার কথা রটে সর্ব্বজনে।
তাই চিন্তাকুল প্রভু বসিয়া নির্জ্জনে॥

মথুরে দেখিয়া মনে হইল তাঁহার।
ধনবান শ্রীমথুর বড় জমিদার॥
অনেক সম্পত্তি ধন টাকা কড়ি ঘরে।
বলিলে যদ্যপি কোন সদুপায় করে॥
মনে মনে উঠে কথা, কথায় না ফুটে।
হঠাৎ কেমন ভাব হৈল তাঁর ঘটে॥
নিকটে পতিত ঢিল তুলি একখানি।
মথুর মথুর বলি ছুড়িলা অমনি॥
ঢিল খেয়ে চমকিত হইয়া পাছু চায়।
বকুলের তলে প্রভু, দেখিবারে পায়॥
দুঃখিত অন্তর-ভাব মলিন বদন।
মথুর বুঝিল ঠিক পাগল লক্ষণ॥
বার বার নিরীক্ষণ করি পরমেশে।
যথায় শ্রীপ্রভু তাঁর সন্নিকটে আসে॥
দীনতার ভাব পরিপূর্ণ শ্রীবদন।
বলিলা মথুরে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
সবে কয় হইয়াছে মাথার বিকার।
যদি তুমি কর সদুপায় চিকিৎসার॥
কথায় কথায় ঈশ্বরীয় উত্থাপন;
এক মনে শ্রীমথুর করেন শ্রবণ॥
শ্রীপ্রভুর মহাবাক্যে শক্তি এত ধরে।
অটল অচল ভেদ হয় তার জোরে॥
আঁতে আঁতে গাঁতে কথা মথুরের প্রাণে।
মন্ত্রমুগ্ধ সর্প সম দাঁড়াইয়া শুনে॥
অবাক্ হইয়া কয় প্রভু পদতলে।
এমন আপনি কিসে লোকে খেপা বলে॥
প্রাণ দিলে যদি ভাল হয় আপনার।
অবশ্য করিব আমি করিনু স্বীকার॥
পূজায় বড়ই রঙ্গ দিনে দিনে বাড়ে।
ভক্তিপ্রদায়িনী কথা শুন ভক্তিভরে॥
সচন্দন বিল্ব জবা দিতে শ্যামা-পায়।
থুইতেন প্রভুদেব নিজের মাথায়॥
শ্যামা সেবা হেতু যা থাকিত আয়োজন।
ভাবাবেশে করিতেন আপুনি ভক্ষণ॥

অন্যদিন প্রভুদেব যেন শুনা যায়।
খাইবারে বড় জেদ করেন শ্যামায়।
জনেক দাঁড়ায়ে পাশে, প্রভুদেবে কন।
পাষাণমূরতি শ্যামা জড় অচেতন॥
অকারণ কেন জেদ কর খাইবারে।
শুনিয়া আবেশ অঙ্গে, বাহ্য গেল ছেড়ে॥
শ্রীমুখ মণ্ডলে হাসি অপরূপ খেলে।
আবেশে অবশ অঙ্গ পড়ে ঢলে ঢলে॥
ধরিলেন তুলা লয়ে শ্যামার নাসায়।
তুলু তুলু কাঁপে তুলা নিশ্বাসের বায়॥
পুনরায় মহা জেদ করিতে ভক্ষণ।
সম্মুখে সাজান ভোজ্য বিবিধ রকম॥
হাতে করি দিতে ভোজ্য বদনে শ্যামার।
ভোজ্য সহ হাত আসি পড়ে মুখে তাঁর।
ছুড়িয়া ফেলেন কত দ্রব্য ভূমিতলে।
বিড়াল বসিয়া কাছে খায় কুতূহলে॥
শ্যামার মন্দিরে আছে খাট একখানা।
মশারি বালিস গদি সুন্দর বিছানা॥
কখন কখন প্রভু মহাভাব গায়।
শুয়ে বসে থাকিতেন শ্যামার শয্যায়॥
পুরী মধ্যে যতেক ব্রাহ্মণ এই হেরে।
বিদ্বেষ করিয়া কত লাগায় মথুরে॥
মথুর উত্তর দিত দেখিয়া ব্যাপার।
তাঁহারে কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥
শ্যামার হয়েছে কৃপা তাঁহার উপরে।
যাহা ইচ্ছা করিবেন পুরীর ভিতরে॥
বহু পুণ্যবলে আমি পাইয়াছি তাঁয়।
বাঁচিব যতেক দিন রাখিব মাথায়॥
এতেক শুনিয়া বুঝে পুরীর বামুন।
প্রভু করেছেন কিছু মথুরেরে গুণ॥
সাধন ভজন কত গোপনে গোপনে।
করেন শ্রীপ্রভুদেব কেহ নাহি জানে॥
সাধন ভজন-গত আঙ্গিক বিকার।
না বুঝিয়া লোকে জনে কহে পীড়া তাঁর॥
কেহ খেপা কেহ বা পীড়িত তাঁয় ভাষে।
সাধন ভজন হীন কলির মানুষে॥
বয়ঃজ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ভাই হলধারী।
পণ্ডিত সাধক ভক্ত পুরীতে পূজারী॥
বৈষ্ণবের মতে পথে শ্রদ্ধা বিলক্ষণ।
বেশ্যাসহ পরকিয়া প্রেমের সাধন॥
সিদ্ধিবাক কাছে কেহ কিছু নাহি কয়।
পাছে দেন অভিশাপ এই মনে ভয়॥
নির্ভিক শ্রীপ্রভু তাঁয় কহিলা তখন।
কি বলিয়া দশে করে কলঙ্ক কীর্ত্তন॥
কোপে শাঁপ দিলা দাদা প্রভু গুণধরে।
যে মুখে কহিলে তাহে রক্ত যেন ঝরে॥
কি এক সাধনা প্রভু করেন তখন।
সিদ্ধান্তে বদনে হয় শোণিত মোক্ষণ॥
সীমের পাতার রসে বরণ যেমতি।
সেইরূপ শোণিতের বরণ প্রকৃতি॥
বিষণ্ণবয়ান প্রভু কন সকাতরে।
শাঁপ দিলে দেখ দাদা মুখে রক্ত ঝরে॥
শ্রীরাম কুমার জ্যেষ্ঠ প্রভুর সোদর।
রাখিয়া অক্ষয় পুত্রে ত্যজে কলেবর॥
হেথা রাণী রাসমণি অতি ক্ষুণ্ণ মন।
প্রভুর কারণে চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
বুঝিল একেত প্রভু পাগলের প্রায়।
তাহে পীড়া শক্ত, মুখে শোণিত বেরায়।
তদুপরি সহোদর গেলেন ছাড়িয়া।
সংগোপনে কন কথা মথুরে ডাকিয়া॥
ছোট ভট্‌চাযের শক্ত ব্যারাম নিশ্চিৎ।
বিজ্ঞ চিকিৎসক আনি করহ বিহিত॥
তুহু হৃদে মমতা বাড়িল বিলক্ষণ।
ভক্ত ভগবানে খেলা দেখহ কেমন॥
কি ভাব হইল হৃদে খাইয়া চাপড়।
এ হেন মাইরে পায় লক্ষ লক্ষ গড়॥
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ অতি খ্যাত।
চিকিৎসা কারণে তাঁয় করিলা নিযুক্ত।

যথাসাধ্য পীড়ার নির্ণয় তেঁহ করি।
মাখিতে দিলেন তেল খেতে দিল বড়ি ॥
তেল বড়ি ব্যবহারে বহুদিন গেল।
প্রতিকার সে পীড়ার কিসেও না হ'ল ॥
যত দেখে তত বাড়ে পীড়া দিনে দিনে।
এত বড় কবিরাজ সচিন্তিত মনে ॥
এক দিন প্রাতে প্রভু গেলা তার ঠাঁই।
চিকিৎসা আলয়ে উপস্থিত তাঁর ভাই ॥
করিতেন সেই ভাই যোগের সাধন।
প্রভু দরশনে মনে কৈল নিরূপণ ॥
হবে কোন যোগীবর এই মহামতি।
প্রত্যক্ষ শ্রীঅঙ্গে দেখি লক্ষণ তেমতি ॥
পীড়া বলে তথাপিহ মূর্ত্তি মুগ্ধকারী।
বিশেষিয়া জিজ্ঞাসিল সবিনয় করি ॥
প্রভুর শ্রীমুখে শুনি সকল বারতা।
চিকিৎসক সহোদরে কহিলেন কথা ॥
এ পীড়ার শান্তিদানে নিদান না পারে।
আরোগ্য প্রয়াস মাত্র অন্ধজনে করে ॥
যোগেশ-দুর্লভ পীড়া, পীড়া ইহা নয়।
সমুদিত অঙ্গে পীড়া, বহু ভাগ্যে হয় ॥
তথাপিহ প্রতিকার কবিরাজে করে।
বাড়িতে লাগিল বেগ কিসেও না সারে ॥
রাণীর গুণের কথা না যায় বাখানি।
মথুরে কহিল, তাঁয় ডাকাইয়া আনি ॥
উপায় বিহীন দেখি, কি করিবে কায।
চিকিৎসায় উপশম না হল ভট্চায ॥
পরস্পর নানা কথা যুক্তি স্থির করি।
ভাগিনা হৃদয়ে কৈল শ্যামার পূজারী ॥
প্রভুর বেতন মুসহারা সম গণি।
বন্ধনী করিয়া দিল ভক্তিমতী রাণী ॥
প্রভুদেবে রাখিলেন পরম যতনে।
সুন্দর বন্ধনী করি, সেবায় কারণে ॥
রাধাশ্যাম আর যেন কালীঠাকুরাণী।
তুল্যরূপে সেবি রাখে ভক্তিমতী রাণী ॥

প্রভুর কারণ দ্রব্য যখন যা লাগে।
যোগায় অমনি রাণী সকলের আগে ॥
আজ থেকে নিত্যকর্ম্ম শ্যামা-পূজা গেল।
কিন্তু শ্যামা অনুরাগ চৌগুণ বাড়িল ॥
বরষায় রক্তপদ্ম যেন সরোবরে।
সেই মত রাঙ্গা আঁখি ভাসে আঁখিনীরে ॥
এতই ঝরিত বারি আঁখি সরোসিজে।
ধারায় ধরায় পড়ি মাটি যেত ভিজে ॥
শিশুর রগড় যেন মার অদর্শনে।
স্থানাস্থান ধূলা কাদা বিচার বিহীনে ॥
দেয় ভূমে গড়াগড়ি কিসেও না ভুলে।
সেই মত প্রভুদেব সুরধুনী কুলে ॥
পদ্মদল হেরে হারে সুকোমল কায়।
দেখা দেমা, কোথা বলি লুটালুটি যায় ॥
গোটা দিন গত, যবে সূর্য্য বসে পাটে।
জিহ্বা ধরি টানিতেন বিরহের চোটে ॥
বলিতেন এল সূর্য্য পুনঃ ঘর গেল।
আমি যেন তাই শ্যামা আমার কি হ'ল ॥
অসহ্য যাতনাপ্রদ শির রোগ যার।
না জানে নিদানে কিবা আছে প্রতিকার ॥
মস্তক লইয়া ব্যতিব্যস্ত অনুক্ষণ।
যন্ত্রণা জ্বালায় করে জলে নিমগন ॥
বিরহ সন্তাপে সেই মত প্রভুরায়।
মগ্ন করিতেন মাথা গঙ্গার কাদায় ॥
আত্মনাদে হিয়া ভেদে, পশে যার কাণে।
সে বুঝে, সেরূপ তাঁর, পীড়ার বেদনে ॥
দিনে দিনে দিন যায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।
আত্মীয় বান্ধব যত কাতর সবাই ॥
খাওয়াইয়া দিলে পরে ধরাধরি ক'রে।
তবে কিছু যায় ভোজ্য উদর ভিতরে ॥
দিবানিশি সম ধারা একরূপে যায়।
কাঁদিয়া বেড়ান মাত্র ডাকিয়া শ্যামায় ॥
আত্মীয় স্বজন হলধারী এক জানা।
সর্ব্বদা প্রভুর জন্য করেন ভাবনা ॥

বেদান্তে নিপুণ তেঁহ পণ্ডিতপ্রবর।
আড়ালে প্রভুরে লয়ে বুঝান বিস্তর ॥
মা মা বলি কেন কাঁদ বালকের প্রায়।
শ্যামা মাত্র শুনা নাম কে পায় কোথায়।
চাঁদ লাগি কাঁদে যেন শিশু অকারণ।
শ্যামার লাগিয়া দেখি তোমার তেমন ॥
ক্ষুধা নিদ্রা নাই কেন কাঁদ দিনে রেতে।
পাবার হইলে শ্যামা, এত দিন পেতে ॥
কেঁদনা কাঁদিলে কিবা হবে অনিবার।
কেমনে হইল হেন মাথার বিকার ॥
সান্ত্বনা ব্যঞ্জক যত হলধারী বলে।
প্রভুরে ততই লাগে, যেন লাগে শেলে ॥
শ্যামা সুদুর্লভ, শুনি ভীষণ বারতা।
শতগুণে পায় বৃদ্ধি হৃদি ব্যাকুলতা ॥
প্রবেশি অস্থির প্রাণে শ্যামার মন্দিরে।
কাতরে কহেন শ্যামা প্রতিমা গোচরে ॥
কোথা শ্যামা, দেখা দে মা মোরে একবার।
হলধারী বলে মোর মাথার বিকার ॥
যাতনায় যায় প্রায় দেহ ছাড়ি প্রাণী।
তথাপি না দেয় দেখা নিদয়া পাষাণী ॥
লইয়া শ্যামার খাঁড়া প্রভু অবশেষে।
বসাইতে যান যবে নিজ গলদেশে ॥
তখন সাক্ষাৎকার আইলা জননী।
বলিলেন ডাকিলেই দেখা পাবে তুমি ॥
থাক আপনার ভাবে আছ যেই মত।
অচল অটল নাহি হবে বিচলিত ॥
সে হইতে শ্যামাপদ যদি কোনজন।
না মিলে, দুর্লভ কথা, করে উচ্চারণ ॥
ভগবান প্রভুদেব বিশ্বাস-আকর।
সদাবদ্ধ রাখিতেন শ্রবণ-বিবর ॥
জীব শিক্ষা হেতু, প্রভু সাধনার আগে।
দেখাইলা শ্যামা মিলে কত অনুরাগে ॥
অনুরাগ কারে বলে সেবা কিবা ধন।
যাহার আভাসে ভাসে দুর্লভ জীবন ॥
সাধন ভজন বিনা অনুরাগ বলে।
সকলের সার শ্যামা-শ্রীচরণ মিলে ॥
সিন্ধুর জুয়ার অনুরাগ আরে মন।
কাটা খালে জল-খেলা সাধন ভজন ॥
ভগবান সকল রকম দেখাইলা।
শুন ভক্তি-প্রসবিনী রামকৃষ্ণ-লীলা ॥

আইল বরষা ধরি ভীষণ আকার।
মেঘে ঢাকে রবিকর দিন অন্ধকার ॥
গভীর গর্জ্জন সহ ঢালে জলরাশি।
নাহিক বিচার কিবা দিবা কিবা নিশি ॥
উথলিল ভাগীরথি গেরুয়াবসনা।
জুয়ারে আনিল জলে সাগরের লোণা ॥
ডুবাইল পঞ্চবটী সাধনার স্থল।
জুয়ারের কালে উঠে আধ হাত জল ॥
প্রভুর অবস্থা কিবা কাদা কিবা মাটী।
যেথানে আবেশ সেই খানে লুটালুটি ॥
ঘটি ঘটি লোণা জল পেটে গিয়া পড়ে।
হইল এবারে পীড়া বিষম উদরে ॥
পীড়িত বড়ই প্রভু পেটের পীড়ায়।
আত্মীয়েরা সঙ্গে লয়ে দেশে চলে যায় ॥
নিরমল মিঠা জল দেশের পুকুরে।
কিছুদিন পানে গেল একবারে সেরে ॥
গ্রামবাসী সঙ্গে নাই পুর্ব্বের ধরণ।
দিবানিশি হাসি খুসি রস আলাপন ॥
নিরজন প্রিয় যথা লোক জন নাই।
অনেকে বুঝিল ক্ষেপা হয়েছে গদাই ॥
গ্রামের পশ্চিম ভাগে নহে বহুদুর।
চেতন জনম ভিটা যথা শ্রীপ্রভুর ॥
আছয়ে শ্মশান এক ভয়ঙ্কর স্থান।
শিয়রে ভুতিরথাল ধীর বহমান ॥
সন্ধ্যা হ'লে একা যেতে সাধ্য কার নাই।
সংগোপনে যাইতেন জগৎ-গোসাই ॥
নিরজনে সাধনা করেন কুতুহলে।
ঝোপে সুবেষ্টিত এক বটবৃক্ষতলে ॥

ঘোর অন্ধকার, আছে তুলসীর বন।
তার ধারে করিতেন সাধনা-আসন॥
তুলসী কানন করা শ্রীহস্তের তাঁর।
এখন তথায় আছে দুই চারি ঝাড়॥
বিবিধ সাধনা তথা হয় রাত্রিকালে।
দিপ্ দিপ্ দলে দলে ভূতে আলো জ্বালে॥
হাঁড়ি হাঁড়ি মিঠাই থাকিত সঙ্গে শুনি।
শূন্যে শূন্যে যেত উড়ে ঢালিলে অমনি॥
ক্রমশঃ পাইল টের ভাই রামেশ্বর।
শ্মশানে করেন কিবা গিয়া গদাধর॥
না মানেন কোন মানা কর্ম্ম মনোমত।
মেজ ভাই সর্ব্বদাই রহে সশঙ্কিত॥
রাত্রি গত প্রহরেক হইলের পর।
দূরে থাকি ডাকিতেন ভাই রামেশ্বর॥
আয়রে গদাই এবে খাবার সময়।
কাছে যাই সাধ্য নাই অন্তরেতে ভয়॥
ভূতে পাছে করে তাড়া এই ভাবি মনে।
প্রভু বলিতেন দাদা এস না এখানে॥
প্রভুর অন্তরে নাই কোনই তরাস।
ক্রমে করিলেন, পরে শ্মশানেতে বাস॥
শ্মশানের পোড়া কাঠ করি আহরণ।
না আসিয়া ঘরে হয় তথায় রন্ধন॥
লোক জন কাছে আসে দিনের বেলায়।
সাধনার কর্ম্মে বাধা বড় লাগে তায়॥
সেই স্থান পরিহার করি তেকারণে।
চলিলেন আর এক দূরের শ্মশানে॥
বুধইমোড়ল নাম অন্তর প্রান্তরে।
অনেক গ্রামের মড়া সেই খানে পুড়ে॥
ভীষণ শ্মশান লম্বা পূরব পশ্চিমে।
দিনের বেলায় গেলে ভয় লাগে মনে॥
এইরূপে দেশে গিয়া করেন সাধনা।
জীবিত তথায় বাস লোক-মুখে শুনা॥
বরষান্তে পুনরায় হৃদু সমিভ্যারে।
আইলেন প্রভুদেব দক্ষিণসহরে॥
রামকৃষ্ণ-লীলা-কথা সুধার সমান।
গাইলে শুনিলে করে সুশীতল প্রাণ॥

তান্ত্রিক-সাধনা।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

শুন মন শ্রীপ্রভুর ভজন সাধনা।
এক মনে শুনে কিবা গায় যেই জনা॥
গেঁঠে বাঁধে খাঁটি সোণা ভক্তি সমুজ্জ্বল।
রামকৃষ্ণ-কথা হেন শ্রবণমঙ্গল॥
তুষিব সাধনা করি শ্যামা সবাসনা।
হইল যখন হৃদে প্রভুর বাসনা॥
সে সময় এক জনা আসে দ্বিজবর।
সহরে বসতি মাত্র, পাড়া গাঁয়ে ঘর॥

তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ তেঁহ ভক্তিবান অতি।
দেখিয়া তাঁহায়, প্রভু করিলা যুকতি ॥
লইব শক্তির মন্ত্র ব্রাহ্মণের পাশ।
গোপনে করিলা তাঁরে মন্তব্য প্রকাশ ॥
মহাভাগ্যবান দ্বিজ ভাগ্যসীমা নাই।
গুরু রূপে লৈলা যাঁরে জগৎ গোসাই ॥
তুষ্ট চিতে দিলা সায় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
দেখি পাঁজি শুভদিন হয় নির্দ্ধারণ ॥
কেমনে লইলা মন্ত্র শুন অতঃপরে।
দীক্ষা স্থান নিরূপণ শ্যামার মন্দিরে ॥
আচরিয়া সংযমন যথা শাস্ত্র-রীতি।
প্রবেশিলা শ্রীমন্দিরে দ্বিজের সংহতি ॥
দীক্ষাগুরু যেন মন্ত্র দিলা কর্ণমূলে।
হুঙ্কারি বসিলা প্রভু হর-বক্ষঃস্থলে ॥
শ্যামার শ্রীপদে লগ্ন যে শিব স্থাপন।
শ্যামা সঙ্গে এক ঠাঁই কৈলা আরোহণ ॥
দীক্ষাগুরু দরশন করি মহাত্রাসে।
বাপ বাপ ডাকিয়া পলায় উর্দ্ধশ্বাসে ॥
ধায় দ্বিজ উভরায় নাহি চায় ফিরে।
জিজ্ঞাসিলে হেতু কিছু কহিতে না পারে ॥
লীলাময় লীলা তব বুঝে সাধ্য কার।
অচিন্ত্য অবোধ্য কার্য্য বিস্ময় ব্যাপার ॥
প্রভুর করম কেহ বুঝিতে না পারে।
যা দেখে তাহায় তাঁরে খেপা জ্ঞান করে ॥
মানুষের হয় যদি উন্মাদ লক্ষণ।
ঔষধ তাহার পক্ষে নারী সংঘটন ॥
এমত ভাবিয়া যত আত্মীয় স্বজনে।
ভাগিনা হৃদয়ে ডাকি কহে সংগোপনে ॥
রূপসী যুবতী এক করিয়া সংগ্রহ।
তাঁহার সহিত শীঘ্র যুটাইয়া দেহ ॥
হৃদয় সুযুক্তি বুঝে তাদের বচনে।
আনিল রূপসী এক প্রভুর কারণে ॥
রাত্রিকালে প্রভু থাকিতেন যেই ঘরে।
গোপনে থাকিয়া হৃদু পাঠায় তাহারে ॥
হাবভাব প্রকাশিয়া রূপসী হেথায়।
পাতিয়া মোহিনী জাল প্রভু-পাশে যায় ॥
বিষভরা কাল-সর্পী দেখি সন্নিকটে।
ভর্ত্তায় পথিক, প্রাণ চমকিয়া উঠে ॥
প্রাণ-ভয়ে যথা শক্তি পলাইয়া যায়।
তেমতি হইলা প্রভু দেখিয়া তাহায় ॥
প্রভুর মহিমা-কথা শুন অতঃপর।
রূপসীর কিবা ভাবে দ্রবিল অন্তর ॥
বিশুদ্ধ হইল চিত প্রভু দরশনে।
গর্ভজাত শিশু যেন ভাবোদয় মনে ॥
স্বকার্য্যে লজ্জিত কিন্তু দিব্য ভাবোচ্ছ্বাসে।
বাৎসল্য পূর্ণিত হৃদি আঁখিজলে ভাসে ॥
এমন রূপসী পদে কোটী নমস্কার।
ভাগ্য মানি পদরজে, কি ভাগ্য তাহার ॥
প্রভু দেখি যে কেঁদেছে তিলেকের তরে।
তার সনে তুল্য কার, ভুবন মাঝারে ॥
ধন্য রূপসীর রূপ, যে রূপের বলে।
প্রভুতে বাৎসল্য ভাব কুড়াইয়া পেলে ॥
জয় জয় দয়াময় আমি মূঢ়মতি।
কি গাব তোমার লীলা কি ধরি শকতি ॥
সামান্য কড়ির আশে আইল রূপসী।
কল্পতরুমূলে পায় মহা-রত্ন-রাশি ॥
বালক স্বভাব প্রভু ইচ্ছাময় হরি।
অভাগার ভাগ্যে মাত্র হৈল কড়া কড়ি ॥
বড় কড়াকড়ি প্রভু কৈলে মম প্রতি।
শ্রীপদ সেবায় রব এই দেহ মতি ॥
পশ্চাৎ হৃদয়ে প্রভু কৈলা তিরস্কার।
এমন কুবুদ্ধি কেন হইল তোমার ॥
তন্ত্রমতে ক্রিয়াকাণ্ড সাধন ভজনা।
করিবারে শ্রীপ্রভুর একান্ত বাসনা ॥
রঙ্গ দেখি ভঙ্গ দিল দীক্ষাগুরু তাঁর।
কে করে এখন তন্ত্র-সাধনা-যোগাড় ॥
তান্ত্রিক সাধক যত ছিল যে যেখানে।
যুটে সবে এ সময় প্রভু সন্নিধানে ॥

দেখাইয়া দেন প্রভু তে সবারে পথ ।
অনতিবিলম্বে হয় পূর্ণ মনোরথ ॥
সাধনা যোগাড় শ্রীপ্রভুর সোজা নয় ।
যে কোন মানুষ হ'তে কখন না হয় ॥
যোগাড়ে সাহায্য হেতু অদ্ভুত কাহিনী ।
আসিয়া যুটিল এক অদ্ভুত রমণী ॥
একদিন দেখিলেন প্রভু লক্ষ্য করি ।
সুরধুনীকূলে বসি আছে এক নারী ॥
হৃদয়ে বলিলা প্রভু ডাকিবারে তায় ।
হৃদের হৃদয় অতি বিস্ময় ইহায় ॥
আকাশ পাতাল হৃদু ভাবে অনিবার ।
কামিনী নরক-কৃমি গিয়ান যাঁহার ॥
কেন তিনি অকস্মাৎ ডাকেন কামিনী ।
যেমন মানুষ বুদ্ধি সন্দেহ অমনি ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া হৃদু গিয়া সন্নিধানে ।
কূলে উপবিষ্টা নারী ডাক দিয়া আনে ॥
কেবা নারী শুন মন সংক্ষেপ আখ্যান ।
ব্রাহ্মণনন্দিনী পূর্ব্বদেশে জন্ম-স্থান ॥
জন্মাবধি চেষ্টা কিসে ভগবান মিলে ।
দেহে নাই, মন হরিচরণকমলে ॥
নিদ্রাযোগে একদিন স্বপনেতে হেরে ।
মহান্ পুরুষ এক সুরধুনী তীরে ॥
চমকি উঠিয়া চিন্তা করে তেঁহ একা ।
কোথা মিলে সে পুরুষ স্বপনেতে দেখা ॥
গৃহবাস, লাজ, ভয় দিয়া বিসর্জ্জন ।
গঙ্গাতীরে ঘুরে করে তাঁর অন্বেষণ ॥
দিবস যামিনী ভ্রাম্যমানা নিরন্তর ।
শুভদিনে উপনীত দক্ষিণসহর ॥
মহান্ পুরুষ হেতু কূলে বসি ছিল ।
প্রভুর আজ্ঞায় হৃদু ডাকিয়া আনিল ॥
পুলকে পূর্ণিত তনু গদগদ স্বরে ।
মা বলিয়া প্রভুদেব সম্বোধিলা তাঁরে ॥
এ নহে সামান্যা নারী বহু গুণাকর।
দ্বিতীয়া এমন কোথা সৃষ্টির ভিতর ॥

শ্রীহরিচরণ আশে ত্যাগী সন্ন্যাসিনী ।
সাধন ভজন কত করেছেন তিনি ॥
দেবভাষা-বিশারদা বিশেষ প্রকারে ।
সুগূঢ় শাস্ত্রের বাক্য ভাল ব্যাখ্যা করে ॥
তত্ত্বান্বেষী একজন বৈষ্ণবচরণ ।
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পড়া শাস্ত্র অগণন ॥
পরাজয় মানে তাঁর পরিচয় পেয়ে ।
কে দেখেছে কে শুনেছে হেনরূপ মেয়ে ॥
লিখিতে তাঁহার কথা কি আছে শকতি ।
প্রভু বলিতেন চারিবেদমূর্ত্তিমতী ॥
তন্ত্র, গীতা, পুরাণ, বেদান্ত, বেদ যত ।
সকল আছিল সে নারীর কণ্ঠ-গত ॥
ব্রাহ্মণী তাহার আখ্যা হৈল প্রভু-স্থানে ।
সেই হেতু ব্রাহ্মণী বলিয়া সবে জানে ॥
ব্রাহ্মণীর অণুকণা পদরজ পেলে ।
মিলে স্থান শ্রীপ্রভুর চরণকমলে ॥
প্রভু দরশন সুখ নাহি যায় আঁকা ।
বুঝিল পুরুষ এই স্বপনেতে দেখা ॥
সুরূপ যুবক ঠাম মোহনমূরতি ।
অলৌকিক অনুরাগে অঙ্গভরা জ্যোতিঃ ॥
শাস্ত্রমতে মিলাইয়া দেখি একে একে ।
মহাভাবাবস্থাগত বুঝিল প্রভুকে ॥
মানুষে সম্ভব নহে হেন মহাভাব ।
হয় মাত্র নরহরি-অঙ্গে আবির্ভাব ॥
অবাকে ব্রাহ্মণী করে প্রভুরে দর্শন ।
বিরাজে শ্রীঅঙ্গে স্পষ্ট গৌরাঙ্গ-লক্ষণ ॥
ছিল এক শালগ্রাম ব্রাহ্মণীর ঠাঁই ।
অন্তরে জানিলা প্রভু জগৎ-গোঁসাই ॥
অগ্রে দিয়া ভোগ রাগ পশ্চাৎ ব্রাহ্মণী ।
প্রসাদ পাইয়া তবে খান অন্নপাণি ॥
হয়েছে ভোগের বেলা প্রভু তেকারণ ।
ভাগিনা হৃদয়ে ডাকি বলিলা বচন ॥
মনের মতন সিধা দেহ আনাইয়া ।
সঙ্গে আছে শালগ্রাম তাহার লাগিয়া ॥

সিদা সহ তেঁহ পঞ্চবটমূলে যায়।
ভোগ হেতু ডাল লুচি ব্রাহ্মণী বনায়॥
কি জানি কি ভাবে তার ঝুরে দুনয়ন।
ভোগের কারণ লুচি বনায় যখন॥
নিবেদন করে শেষে মুদি দুটি আঁখি।
ভোগসহ শালগ্রাম সম্মুখেতে রাখি॥
এমন সময় প্রভুদেব ভগবান।
চুপে চুপে গিয়া দুই হাতে লুচি খান॥
ব্রাহ্মণী খুলিয়া আঁখি যে সময় চায়।
প্রভুর স্বরূপ অঙ্গে দেখিবারে পায়॥
তায় খান দত্ত ভোগ শ্রীমুখকমলে।
ধেয়া ধেয়া নাচে মাগী পঞ্চবটতলে॥
খুঁজিতেছিলাম যাঁরে পাইলাম তাঁয়।
এত বলি শালগ্রাম ফেলিল গঙ্গায়॥
আনন্দের সীমা নাই ব্রাহ্মণী-অন্তরে।
হেরিয়া দুর্লভ ধন নয়ন গোচরে॥
যার জন্য ত্যজিয়াছে আত্মীয় স্বজন।
সহি শীত তাপ কৈলা বিস্তর সাধন॥
ভবসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাঁর তরে।
ক্ষুধাতৃষ্ণাতুরা অনাথিনী সম ঘুরে॥
সর্ব্বস্ব রতন যারে করিয়া সিদ্ধান্ত।
অন্বেষণে ঘাঁটিয়াছে পুরাণ বেদান্ত॥
অর্জ্জন-উপায় ভাবি সাধন ভজন।
কত করে অনাহারে না যায় বর্ণন॥
আঁখি-বারি অনিবার সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
দারুণ যন্ত্রণা বাক্যে না হয় প্রকাশ॥
বিষম মরমভেদী হতাশ-তাড়না।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হৃদে শেলের বেদনা॥
অকাতরে সহিয়াছে সে কোমল প্রাণে।
দিয়া পাতি নিজ ছাতি ভবের তুফানে॥
এ হেন সাগরছেঁচা নিধি পেলে করে।
যে সুখ উদয়ে তাহা কে বর্ণিতে পারে॥
সে সুখে ব্রাহ্মণী এবে হয়ে ভাসমান।
দলছরে লহরে দেখে বৃহৎ তুফান॥

ভক্তিমুখী ব্রাহ্মণী ভকতি আচরণ।
অবিরত ভক্তিশাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
একদিন সমাসীন প্রভুর গোচরে।
চৈতন্যচরিতামৃত পড়ে ভক্তিভরে॥
যথা অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিবরণ।
নানাবিধ অশ্রু আদি পুলক কম্পন॥
যবে যে ভাবের কথা পড়েন ব্রাহ্মণী।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তাহা উদয় তখনি॥
পড়ে কথা আর প্রভু অঙ্গ পানে চায়।
বর্ণিত, প্রত্যক্ষ দুঁহে একত্রে মিলায়॥
করতালি দিয়া মাগী নেচে নেচে বলে।
এই ত গৌরাঙ্গদেব নিতায়ের খোলে॥
হৃদয় আনন্দময় তাহার উচ্ছ্বাসে।
যথা তথা পুরী মধ্যে এই বার্ত্তা ঘোষে।
এই রামকৃষ্ণ সেই গৌর গুণধাম।
সাব্যস্তে সহস্র দেয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥
প্রমাণ খণ্ডিতে কেহ নারে ধীরগণে।
তথাপি বিশ্বাস কার নাহি হয় মনে॥
মথুর বলেন ইহা কথা কি প্রকার।
দশ বিনা নাহি শুনি অন্য অবতার॥
তবে এ স্বীকার্য্য কথা মানি শিরোপরে।
কালীর হয়েছে কৃপা তাঁহার উপরে॥
অদ্যাবধি ভাব কিবা ভাব কারে বলে।
কি ভাবে এমন ভাব কার অঙ্গে খেলে॥
কিভাবের নাম কিবা কি তার লক্ষণ।
এখানে বিদিত নাহি ছিল কোন জন॥
হইত প্রভুর অঙ্গে ভাব আগাগোড়া।
দেখিয়া কেহ বা কয় এ তাঁহার পীড়া॥
কেহ বলে ভূতে পেলে হয় এ প্রকার।
কেহ বলে উন্মত্ততা মাথার বিকার॥
যে বড় উন্নত আত্মা এই টুকু গায়।
এমত অবস্থা তাঁর কালীর কৃপায়॥
ব্রাহ্মণী বুঝায়ে দিল ভাবের কথন।
আভাস পাইল তায় বৈষ্ণবচরণ॥

পরম পণ্ডিত উঁহ তাঁহার স্বীকারে।
অন্য সবে অবিশ্বাস করিতে না পারে॥
বৈষ্ণবে বড়ই কৃপা হইল প্রভুর।
বুঝিতে এখন বাকি আছেন মথুর॥
রঙ্গময় প্রভুদেব বুঝাইতে তাঁয়।
শুন কিবা করিলেন সুন্দর উপায়॥
অর্দ্ধ হাত পরিমাণ জলের উপরে।
হেলে হেলে দুলে পদ্ম পবনের ভরে॥
কভু কভু উচ্চে, কভু পরশিছে জল।
না জানে কেমনে ইহা, কাহার কৌশল॥
তেমতি মথুর দোলে, না বুঝে কারণ।
খেলিছেন তাঁরে লৈয়া প্রভু নারায়ণ॥
দিবানিশি কাছে কাছে তথাপি অদৃশ্য।
শ্রীপ্রভুর লীলা খেলা সুগূঢ় রহস্য॥
বিমর্ষ মলিন ভারি করি শ্রীবয়ান।
মথুরে বিশ্বাসে কন প্রভু ভগবান॥
বল কি হইল মন, হেতু নাহি জানি।
ভাবের লক্ষণ ইহা বলেন ব্রাহ্মণী॥
নিমন্ত্রিয়া আন তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
শাস্ত্র, বেদ, তন্ত্র যারা বুঝে বিলক্ষণ॥
সাধন ভজন করে সৎপথে চলে।
দেখিয়া অবস্থা মম কি প্রকার বলে॥
যুক্তিযুক্ত কথা লাগে মথুরের প্রাণে।
পাঠাইল পত্র, এক ব্রাহ্মণের স্থানে॥
দিগ্বিজয়ী শাস্ত্রজ্ঞ তান্ত্রিক এই জন।
শক্তি-ভক্ত করিয়াছে অনেক সাধন॥
পাণ্ডিত্যের সীমা নাই দিগ্বিজয়ী নাম।
শ্রীগৌরী পণ্ডিত, তাঁর ইন্দেসেতে ধাম॥
মহামান্য খ্যাত্যাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ভিতরে।
নাহি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, তর্কে দ্বন্দ্ব করে॥
হারে রে রে শব্দ করে যাঁহার সম্মুখে।
হইলেও সরস্বতী নাহি সাধ্য টেকে॥
শব্দেতে আছিল শক্তি এমন প্রকার।
নিঃসন্দেহ পরাভূত সঙ্গে দ্বন্দ্ব যার॥

শিশুভাবাপন্ন প্রভু বালকের প্রায়।
সহজে বিশ্বাস তাঁর সবার কথায়॥
মথুরে কহিতে শুনেছেন শ্রীগোসাঁই।
দশ বিনা আর অন্য অবতার নাই॥
এ দিকে ব্রাহ্মণী দিয়া শাস্ত্রের প্রমাণ।
পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে করয়ে ব্যাখ্যান॥
এত তেজে খণ্ডিতে, শকতি নাহি কার।
প্রভুদেব ভগবান গোরা-অবতার॥
তাই প্রভু ভাবিছেন বটবৃক্ষতলে।
সত্য কি গৌউর, হরি, ব্রাহ্মণী যা বলে॥
হেনকালে কি হইল শুনহ বারতা।
মহাতমবিনাশন রামকৃষ্ণ-কথা॥
শুনিলা শ্রবণে প্রভু সুরধুনী তটে।
অত্যুচ্চ কীর্ত্তন রোল শুনে কাণ ফাটে॥
গঙ্গার মাঝারে উঠে ছুকালিয়া জল।
অগণন মাতোয়ারা কীর্ত্তনের দল॥
গায়ক বাদক যত কার নাহি হুঁস।
নাচে গায়, মাঝে দুটি সুন্দর পুরুষ॥
প্রভুদেব চিনিলেন প্রতি জনে জনে।
লোক যত একত্রিত আছিল কীর্ত্তনে॥
উঠি তীরে, তাঁহারে ঘেরিয়া কতক্ষণ।
নেচে গেয়ে পুনঃ জলে করিল গমন॥
জল-বিম্ব উঠে যেন লয় হয় জলে।
তেমতি ডুবিল দল গঙ্গার সলিলে॥
সকল জানেন প্রভুদেব নারায়ণ।
দেখান জীবেরে নিজে করি দরশন॥
কাঁদিয়া কাঁদান তিনি, হাসান হাসিয়া।
জীবেরে করান কর্ম্ম, নিজে আচরিয়া॥
অবতারে এই কর্ম্ম, কর্ম্মলীলা নাম।
নরদেহ কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমান॥
আরে মন ছাড় সন্দ, ছাড় অহংকার।
কভু না বলিও মাত্র দশ অবতার॥
ধরাধামে করিবারে ধর্ম্ম সংরক্ষণ।
অবতার নর-বেশে আসে নারায়ণ॥

শাস্ত্রের বচন, নহে বচন আমার।
প্রভুরে লইয়া এবে দ্বাদশাবতার॥
ত্রয়োদশ পরিপূর্ণ হইবে ত্বরায়।
আসিবেন প্রভুদেব পুনশ্চ ধরায়॥
উদয়ের স্থান হবে উত্তর-পশ্চিমে।
আপুনি শুনেছি কথা প্রভুর বদনে॥
পতিত উদ্ধারী বেশে তারিতে পাতকী।
কাণা, খোঁড়া, পাপে বুড়া, না থাকিবে বাকি॥
প্রলয় আকারে নহে সৃষ্টি বিনাশন।
যে রবে, সে রবে, জন্ম জন্মের মতন॥
এখানে কি করে কথা শুনহ ব্রাহ্মণী।
এক মুখে শত মুখ ধরিয়া আপনি॥
প্রভুর কাহিনী গায় সবার গোচরে।
শ্রীগৌরাঙ্গ রামকৃষ্ণ অপর আধারে॥
একি বিপরীত কথা ব্রাহ্মণী বাখানে।
প্রভু অন্তরূপে গোরা না কহিল কেনে॥
প্রভু সকলের মূল এই মাত্র জানি।
কৃষ্ণ, রাম গোরা তাঁর অবতার গণি॥
নর-রূপে অবতার যথায় যা হয়।
শ্রীপ্রভুর রূপান্তর বুঝিবে নিশ্চয়॥
রূপান্তর অবতারে নমস্কার করি।
রামকৃষ্ণ-রূপ মাত্র হৃদয়েতে ধরি॥
প্রভু ব্রহ্ম সনাতন সকলের মূল।
নিরাকার সাকার সর্ব্বজ্ঞ সূক্ষ্ম স্থূল॥
অযোধ্যায় প্রভু রাম, শ্যাম বৃন্দাবনে।
হিমাচলে দেবদেব, গোরা নদেধামে॥
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় প্রভু, বেদ মধ্যে বলে।
শক্তি নামে শাক্তগণ গায় কুতূহলে॥
বুদ্ধ বলি বৌদ্ধগণ প্রভুরে বাখানে।
খৃষ্টিয়ানে যিশু গায়, আল্লা মুসলমানে॥
যেরূপে যে নামে যেবা উদ্দেশি ঈশ্বরে।
স্মরণ, মনন কিম্বা সংকীর্ত্তন করে॥
ভজে পূজে রামকৃষ্ণ এই মনে করি।
দয়াল ঠাকুর মোর ভবের কাণ্ডারী॥

দেবীমণ্ডলের ঘাট পুরীর অদূরে।
তাহার নিকটে বাসা দিলা ব্রাহ্মণীরে॥
গোটা দিন পুরী মধ্যে কাটেন ব্রাহ্মণী।
বাসায় চলিয়া যায় আইলে যামিনী॥
অতি রূপবতী তেঁহ বয়স্কা এখন।
বুঝে উচ্চবংশে জন্ম, যে করে দর্শন॥
সন্নিকটে প্রতিবাসী যত চারি ধারে।
আদর করিয়া তায় লয়ে যায় ঘরে॥
যত্ন করে অন্তঃপুরে রমণীরগণ।
ভক্তিভরে প্রভুকথা করেন শ্রবণ॥
কিবা ধন প্রভুদেব কি চরিত তাঁর।
এবে নররূপধারী হরি অবতার॥
ভক্তি ভরে নমস্কারে কিবা ফলে ফল।
বারেক দর্শনে করে চিত নিরমল॥
পেলে অনুকণা কৃপা জীবে কিবা পায়।
ব্রাহ্মণী উন্মত্তা হয়ে প্রভু গুণ গায়॥
ধরে পায় ব্রাহ্মণীর রমণীরগণ।
কি উপায় করে তারা প্রভুরে দর্শন॥
দরশনলুব্ধমনা দেখি বামাদলে।
উপায় আনিল সঙ্গে গঙ্গাস্নান ছলে॥
এইরূপে ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায়।
ব্রাহ্মণী রমণীমন মজিয়া বেড়ায়॥
মন দিয়া শুনিবাবে যদি কর হেলা।
বুঝিতে নারিবে মন শ্রীপ্রভুর লীলা॥
গিরিপদে বিন্দু বিন্দু মাত্র ঝরে জল।
প্রণালী আকার পরে ক্রমশঃ প্রবল॥
তৃণ ভাসে হেন স্রোত নাহিক প্রথমে।
বলবতী স্রোতস্বতী সাগর সঙ্গমে॥
তেমতি বুঝিবে মন কার্য্য শ্রীপ্রভুর।
সামান্য ধরিয়া উঠে যায় কত দূর॥
বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
উপনীত মথুরের পেয়ে নিমন্ত্রণ॥
সিদ্ধাই শক্তির বল এত গায় তার।
হারে রে রে শব্দে, হরে বল সবাকার।

হ্যারে রে রে শব্দ যার কাণে গিয়া ঢুকে।
তর্ক করিবার তার বুদ্ধি নাহি থাকে॥
তেজস্বী ব্রাহ্মণ তেঁহ না যায় বর্ণন।
হোম করে হাতে ল'য়ে কাষ্ঠ আধ মণ॥
প্রথমে প্রভুরে করি সামান্য গিয়ান।
হ্যারে রে রে শব্দ করে তাঁর সন্নিধান॥
অন্তরে উদ্দেশ্য হরে শ্রীপ্রভুর বল।
শুনহ অদ্ভুত কথা প্রভুর কৌশল॥
আগুণে নিবায় জল, কথা সত্য বটে।
খাণ্ডব-দাহন-বহ্নি, তাহা [illegible]টে॥
ফোঁটা জল যদি তায় নিবাইতে আসে।
ধূমাকারে যায় উড়ে বহ্নির পরশে॥
সেই মত প্রভুদেব চতুর্গুণ জোরে।
ছাড়িলেন উচ্চতর রব হ্যারে রে রে॥
হরিলেন ব্রাহ্মণের সিদ্ধাইর বল।
ঐশ্বর্য্য বিভূতি যত ভীষণ গরল॥
মহান্ অনর্থ ইহা পরমার্থ পথে।
ঢলে পড়ে পথিক না পারে পথে যেতে।
পরম দয়াল প্রভুদেব ভগবান।
জীবহিত সদাব্রত কল্যাণ-নিধান॥
দিলেন চৈতন্য সুধা, ল'য়ে হলাহল।
রামকৃষ্ণ কথা সত্য শ্রবণমঙ্গল॥
প্রভুর নিকটে থাকি তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
দিনে রেতে ক্রিয়া কাণ্ড করে দরশন॥
লক্ষণ প্রকাশ দেখি শ্রীপ্রভুর গায়।
তন্ত্রের লিখন সঙ্গে সতর্কে মিলায়॥
শ্যামা পেয়েছেন তিনি সিদ্ধ এক জন।
বুঝি তাঁরে করযোড়ে করে নিবেদন॥
আপনার হইয়াছে আসা কাশীধামে।
রেলের গাড়িতে চড়ি, বিনা পরিশ্রমে॥
গমনেচ্ছু বটি আমি পায়ে হেঁটে যাই।
সাধনার পথে, কাশী পাই কিনা পাই॥
শ্রীপ্রভু বলেন ওহে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
আমাতে এমন তুমি কি পেলে লক্ষণ॥

অপর পণ্ডিত সঙ্গে করিয়া বিচার।
সাব্যস্ত করিতে হবে সিদ্ধান্ত তোমার।
এত বলি প্রভুদেব কহিলা মথুরে।
বৈষ্ণবচরণে লিখ শীঘ্র আসিবারে॥
এক দিন প্রভু, সঙ্গে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
শ্যামার মন্দিরে করিলেন আগমন॥
টল টল গোটা অঙ্গ আবেশের ভরে।
চরণ যেমন তনু ধরিতে না পারে॥
মথুরের হেনকালে হৈল সংঘোটন।
উপনীত সেইক্ষণে বৈষ্ণবচরণ॥
বিধির ঘটন কিবা যাই বলিহারি।
প্রভু রামকৃষ্ণকথা অমৃতলহরী॥
বৈষ্ণবে দেখিয়া প্রভু হইলা কেমন।
হুঙ্কারিয়া স্কন্ধে তাঁর কৈলা আরোহণ।
তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ দেখে আঁখির উপরে।
দেবী চড়িলেন যেন বৈষ্ণবের ঘাড়ে॥
পদে নিপীড়িত ধূলা তাহার আকৃতি।
কালিমা আঁধার বর্ণ বারুদ যেমতি॥
অতিশক্তি ধরে কৈলে অগ্নি পরশন।
প্রভুর পরশে তেন বৈষ্ণবচরণ॥
সচেতন গোটা সৃষ্টি যে চৈতন্য জোরে
সাক্ষাৎ চৈতন্য সেই কাঁধের উপরে॥
হৃদয় চৈতন্যময় তাহার উচ্ছ্বাসে।
রচিয়া নূতন স্তোত্র অনর্গল ভাষে॥
চিত্রিত না হয় এই বিচিত্র দর্শন।
মহাভাবে সমাধিস্থ প্রভু নারায়ণ॥
উঠিছে জ্যোতির ছটা বদনমণ্ডলে।
স্থির সৌদামিনী সম মেঘের আড়ালে
ছটা করে ছটাময়, ছুটে যতদূর।
সচৈতন্য বৈষ্ণব, শ্রীগৌরী শ্রীমথুর॥
বিস্ময়ে নীরব গৌরী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
নব সুরচিত স্তোত্র করিয়া শ্রবণ॥
দূর হৃদিতম, দেখি প্রভুর ব্যাপার।
দণ্ডবৎ হয়ে ভূমে লুটে বার বার॥

শ্রীপ্রভুর ভাবাবেশ ভঙ্গ হলে পরে।
হাসি হাসি শ্রীবয়ান কহিলা গৌরীরে॥
শুনেছ ব্রাহ্মণী কিবা মোর কথা বলে।
গৌরাঙ্গের অবতার নিত্তাইর খোলে॥
উত্তর বচনে গৌরী কহে যোড় করে।
তা বলিলে খাট করা হয় আপনারে॥
যে শক্তিসম্পন্ন হ'লে অবতার গণি।
আমি জানি আপনিই সে শক্তির খনি॥
পুনশ্চ বলেন প্রভু কি কথা তোমার।
যত্তপি পণ্ডিত সঙ্গে করিয়া বিচার॥
সাব্যস্ত করিতে পার যা বলিলে তুমি।
তবে না তোমার কথা সত্য বলি মানি॥
দেখহ পণ্ডিত উপনীত বিগ্নমানে।
এত বলি দেখাইলা বৈষ্ণবচরণে॥
প্রভুর কৃপায় গেছে বিভূতি তাহার।
নাহি তর্ক-বুদ্ধি, তর্ক কে করিবে আর॥
বসেছে বিশ্বাস ঘটে অমূল্য রতন;
প্রভুদেবে বলিলেন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ॥
পণ্ডিত কি বলিবেন বলিবার নাই।
যেমত বলেন তিনি, আমি বলি তাই॥
বিল্বমূলে প্রভুদেব রচিয়া আসন।
যথাবিধি আরম্ভিলা তান্ত্রিক সাধন॥
সম্বোধি শ্যামায় বলিতেন বারে বারে।
চাই না পরের শিক্ষা, তুমি দেহ মোরে॥
তন্ত্র অনুসারে যেন সাধন ভজন।
সময়ে সকল হৃদে হয় জাগরণ॥
ত্রুটি নাই সর্ব্বাঙ্গীন সব উপচার।
ব্রাহ্মণী করিয়া দিত যতনে যোগাড়॥
রমণী বলিতে তেঁহ একাকী তথায়।
জননীর সম প্রভু জানিতেন যায়॥
পাত্র ভরা সুরা, পান নহে কোন কালে।
সুরার তিলক ফোটা থাকিত কপালে॥
কি কব সম্পর্ক কিবা কাঞ্চনের সনে।
এঁকে বেঁকে যায় অঙ্গ তার পরশনে॥
উপচারবৎ মাত্র থাকয়ে কেবল।
শ্রীপ্রভুর মাছ ধরা, না ছুঁইয়া জল॥
দু জন তান্ত্রিক এ সময় এসে যুটে।
প্রথম অচলানন্দ, থাকে কালীঘাটে॥
শক্তিভক্ত সাধক সকলে ভাল জানা।
ধরণী কথক নাম অন্য এক জনা॥
শব ল'য়ে যত সব তান্ত্রিক সাধন।
কহিতে নারিনু প্রভুভক্তের বারণ॥
তান্ত্রিক সাধনা গোপ্য কহিবার নয়।
সঙ্কেতে বলিব কিছু কিছু পরিচয়॥
সাধিয়া শ্রীপ্রভু পঞ্চমুণ্ডের আসন।
অবস্থা ঘটিল তাঁর বড়ই ভীষণ॥
বাহ্য হারা অচেতন অধিক সময়।
কখন সামান্য, কিছু কিছু বাহ্য রয়॥
কতই দুঃসহ কষ্ট সহ্য কলেবরে।
বলিতে দারুণ কথা হৃদয় বিদরে॥
শতদলদলাপেক্ষা সুকোমল কায়।
অচেতন বাহ্যহীন ভূমিতে লোটায়॥
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ তায় নাই সাড়া।
কখন শ্রীমুখে পড়ে রকতের ধারা॥
এ সাধনা সমাপনে অপর সাধন।
তায় থাকে গায় সদা বাহ্যিক চেতন॥
উদয় ভীষণ ক্ষুধা সতত উদরে।
আগোটা ব্রহ্মাণ্ড খেলে উদর না ভরে॥
এ মুহূর্ত্তে রাশি রাশি যত্তপি ভোজন।
পরক্ষণে হইয়াছে সকল হজম॥
খাব খাব মুখে রব কিছুদিন চলে।
মেদ রক্ত জনমিয়া অঙ্গ গেল ফুলে॥
এতদূর মোটা দেহ দেখে লাগে ভয়।
শোণিত মোক্ষণ যুক্তি চিকিৎসকে কয়॥
শ্রীহস্তে ত্রিশূল লয়ে প্রভু নারায়ণ।
উলঙ্গ গঙ্গার কূলে করেন ভ্রমণ॥
কভু বিচরণ হয় শ্যামার মন্দিরে।
সমভাবে সেই ক্ষুধা প্রভুর উদরে॥

সাধনাসম্ভূত ক্ষুধা শান্তির কারণ।
এক ঘর খাদ্যদ্রব্য হৈল আয়োজন॥
যেমন প্রভুর দৃষ্টি পড়ে তদুপরে।
বিষম উদরানল থামে একবারে॥
তাহার পশ্চাৎ তাঁর যে হয় সাধনা।
তাহায় থাকে না সদা বাহ্যিক চেতনা॥
রাখিতে না পারিতেন কোমরে বসন।
চাদর থাকিত মাত্র গাত্র আবরণ॥
সমাধিস্থ হইলে চাদর যেত প'ড়ে।
[illegible]
অপর উদ্দেশ্য নহে গাত্র আবরণ।
শ্রীঅঙ্গে বাহির হয় চাঁদের কিরণ॥
পাছে কেহ লোকে দেখে এই অনুমানি।
চাদরে ঢাকিয়া অঙ্গ রাখিত ব্রাহ্মণী॥
সুন্দর অঙ্গের জ্যোতিঃ চাদরে কি চাপে।
শিখারূপে নির্গমন প্রতি লোমকূপে॥
কখন কখন হয় জ্যোতির্ম্ময় কায়া।
হৃদয় দেখেন দেহে নাহি পড়ে ছায়া॥
জ্যোতিঃ দেখি বলিতেন প্রভু নারায়ণ।
প্রবেশহ দেহ মধ্যে যাবৎ কিরণ॥
থাক মা অন্তরে মোর, বাহ্যে ভয় বাসি।
তবে কিছু লুপ্ত হয় জ্যোতি-শিখারাশি॥
ব্রাহ্মণী সহায় বড় হইল সাধনে।
সযতনে সচকিত থাকে রেতে দিনে॥

এ সময়ে সাধনাদি মনভাব তাঁর।
বড় গোপনের কথা নহে বলিবার॥
কখন হইত বড় পচা শবে টান।
সাধ শব-দগ্ধ ধূম করিবারে পান॥
এতই উন্মত্ত ভাব, ধূমের লাগিয়া।
চারি দিকে ছুটিতেন মুখব্যাদানিয়া॥
এঁড়েদর ঘাট হ'তে দক্ষিণসহর।
চিতাধূম হেতু ভ্রাম্যমান নিরন্তর॥
উঠিলে চিতার ধূম গঙ্গার ওপারে।
[illegible]
দিবারাতি কিছুদিন কৈলে ধূম পান।
তবে শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ হয় অন্তর্ধান॥
তন্ত্রমতে সাধনাদি রকম রকম।
সর্ব্বশেষ করিলেন আনন্দ-আসন॥
কঠিন আসন এই মানুষে না পারে।
শুনি আসনের কথা বুদ্ধি বল ছাড়ে॥
পুরুষরমণীভেদহীন জ্ঞান যার।
আসনের উপলব্ধি তার অধিকার॥
মহেশ কম্পিতকায় সাধিতে আসন।
প্রধান প্রমাণ তার মদন নিধন॥
এ হেন আসনে সিদ্ধ হৈলা ভগবান।
শুন রামকৃষ্ণকথা কল্যাণনিধান॥
গাইলে শুনিলে পরে তান্ত্রিক সাধনা।
ঘুচে যায় মহাব্যাধি রিপুর তাড়না॥

রামাৎ সাধনা।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

প্রভু রামকৃষ্ণকথা শ্রবণমঙ্গল।
গাইলে শুনিলে করে চিত নিরমল॥
ভীষণ ত্রিতাপ, পাপ বিঘ্ন, বাধা দূর।
পায় সুশীতল জল, যেবা তৃষাতুর॥
রামাৎ সাধনে মন করিলেন স্থির।
দিবানিশি বসি চিন্তা কোথা রঘুবীর॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম রত্নরাশি।
দুর্ব্বাদলশ্যামরাম কেবল প্রয়াসী॥
রামনাম অবিরাম বদনে বেরায়।
সচঞ্চল ভ্রামামান হেতায় সেথায়॥
রামনামে কণ্ঠরোধ চক্ষে ঝরে জল।
বিরহ যন্ত্রণা হৃদে এতই প্রবল॥
রামভক্ত সন্নিকটে রহে যে যেখানে।
সময় বুঝিয়া যান তা সবার স্থানে॥
শ্রীকৃষ্ণকিশোর নাম চাটুয্যে ব্রাহ্মণ।
দক্ষিণসহরে বাস রামপদে মন॥
রামায়ণ পাঠ ঘরে হয় নিতি নিতি।
রামনাম জপে চ'লে যায় গোটা রাতি॥
শুনিয়া তাহার কথা প্রভু গুণাকর।
আসাযাওয়া করিতেন ব্রাহ্মণের ঘর।
রামের পরম ভক্ত করি দরশন।
করিলেন ব্রাহ্মণের চিত্ত আকর্ষণ॥
ব্রাহ্মণ বড়ই খুসি প্রভু পেয়ে ঘরে।
অতুল আনন্দ তাঁর হৃদয়ে না ধরে॥
নবীন যুবক বয়ঃ তিরিশ বৎসর।
অনুরাগ কান্তি মাখা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
ঢল ঢল বাঁকা আঁখি সুঠাম মূরতি।
সমভক্তিবান্ তায় রঘুবীর প্রতি॥
প্রাণেশ দিনেশ করে কান্তি নিরমল।
অবশ হইয়া [illegible] কলিকা কমল॥
ছড়াইয়া দলসহ কেশরনিচয়।
প্রভুকে দেখিয়া তেন দ্বিজের হৃদয়॥
কভু অনিমিকে আঁখি করে দরশন।
অনুপম রূপাকর প্রভুর বদন॥
ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী গৃহিণী ঘরে তাঁর।
প্রভুরে করেন দোঁহে নন্দন আচার॥
সুমিষ্ট ভোজন দ্রব্য যবে যাহা যুটে।
প্রভুর কারণে অতি যতনে আকুটে॥
ভকত পরাণ প্রভুদেব দয়াময়।
ব্রাহ্মণীরে হইলেন বড়ই সদয়॥

যে বলে প্রভুরে চিনে রাম নারায়ণ।
মহাভাগ্যবতী সতী আরাধ্য-চরণ॥
ব্রাহ্মণ যদ্যপি কভু মায়াবশে ভুলে।
নরজ্ঞানে প্রভুদেবে কোন কথা বলে॥
অমনি ব্রাহ্মণী কন আপন পতিরে।
ভ্রান্ত এত, কিবা কথা, কও তুমি কারে
চিনিতে না পারিতেছে কেবা এই জন।
বাহ্যরূপান্তর সেই রাম নারায়ণ॥
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
ভবনে পাইলা প্রভু অখিলের স্বামী॥
কাতরে অধম করে মিনতি চরণে।
প্রভুপদে রহে মতি ভিক্ষা দেহ দীনে॥
রাম লাগি প্রভুদেব চিন্তায় অস্থির।
আহার বিরাম নাই, কিসে রঘুবীর॥
পাইবেন, এই চিন্তা মনে অনুক্ষণ।
আরম্ভ করিলা এবে সাধন ভজন॥
পুরীর উত্তরে এক বটবৃক্ষমূলে।
জপ ধ্যান শ্রীপ্রভুর অবিরত চলে॥
দাস্য সখ্য নানা ভাবে করেন সাধন।
যখন যেমন হয় হৃদে জাগরণ॥
দাস্যভাব যে সময়ে হৃদয়ে প্রবল।
বাহ্যআচরণে রামদাস অবিকল॥
বস্ত্রের লাঙ্গুল আর মাত্র ফলাহার।
বনের বানরে করে যেমন আচার॥
তৃষ্ণায় গঙ্গার জল ওষ্ঠ দিয়া পান।
না শুনি সাধনা হেন প্রভুর সমান॥
করযোড়ে জানুগেড়ে জয়রাম ধ্বনি।
কাকুতি মিনতি কত লুটায়ে ধরণী॥
পশ্চাৎ ভরত-ভাব উদিলে অন্তরে।
কাঠের পাদুকা রাখি খাটের উপরে।
চন্দন মাখান ফুলে পূজা দিবানিশি॥
দর দর অশ্রুধারে বক্ষ যায় ভাসি॥
পাদুকা সহিত খাট মাথায় করিয়া।
হেথা সেথা ফিরিতেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
মুখে রাম কোথা রাম হা রাম যো রাম।
কবে, কোথা দেখি তোমা জুড়াইব প্রাণ॥
বিরহ খেদোক্তি কত শুনে প্রাণ ফাটে।
এইরূপে দুই তিন চারি দিন কাটে॥
ধন্য নর-বেশে লীলা বুঝে কোন জনে।
তুমি রাম তুমি সীতা তবু কাঁদ কেনে॥
কিসের লাগিয়া কাঁদ, কাঁদ কার তরে।
নাহি বুঝি কি সমস্যা ইহার ভিতরে॥
যদি বল জীবশিক্ষা হেতু আচরণ।
জীবে দেখি, রাম লাগি করিবে রোদন॥
নিবেদন আছে এক কহি তব ঠাঁই।
করুণা করিয়া কহ জগৎগোসাই॥
ধরা থেকে অতিদূর শূন্যের উপর।
কেমনে জনমে জল, ডাবের ভিতর।
কারিকর কহ কেবা, শকতি কাহার॥
কি কলে কৌশলে, ফলে জলের সঞ্চার।
তুমি বিনা এ কলের কর্ত্তা কেহ নয়॥
হাতে কি লইয়া জল দিতে তায় হয়?
না কি জনময়ে জল কৌশলের জোরে।
বিধিমতে শস্যে পূর্ণ ফলে করিবারে॥
যদি এত কারিকুরি সঙ্কেতেই চলে।
কেন জীবে না কাঁদিবে রাম রাম ব'লে॥
যদি বল সশরীরে হই অবতরি।
প্রেমভক্তি মুক্তি আদি করি ছড়া ছড়ি॥
তবু এক নিবেদন আছে শ্রীচরণে।
সকল ঝিনুকে মুক্তা না জনমে কেনে॥
সকলেই থাকে সেই সাগরের নীরে।
কেহ মাংসময়গর্ভ কেহ মুক্তা ধরে॥
অবোধ্য অচিন্ত্য যেন তুমি নিজে হরি।
লীলা খেলা কার্য্য তব সেই মত ধরি॥
অসীম অনন্ত সব, বুঝে সাধ্য কার।
বুঝাবুঝি কার্য্য নহে মম অধিকার॥
চরণ সেবায় রব এই সাধ করি।
দেহ পদে রতি মতি কল্পতরু হরি॥

রামরূপ ধ্যান মুখে, রামনাম ধ্বনি।
সমান ধারায় যায় দিবসযামিনী॥
আবেশে প্রবেশি কভু শ্যামার মন্দিরে।
প্রার্থনা তাঁহায় করিতেন করযোড়ে॥
সিদ্ধিদাত্রী তুমি শ্যামা কৃপা করি চাও।
জীবনজীবন মম রঘুবীরে দাও॥
ছার আমি শ্রীপ্রভুর কথা কব কিবা।
আরম্ভিলা ভক্তিভাবে সাধুভক্তসেবা॥
অগণন সাধুজন অতিথিশালায়।
গোটা দিন কেটে যায় তাঁদের সেবায়॥
সেবা ব'লে সেবা নয়, নহে বলিবার।
উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র স্থান পরিষ্কার॥
সেবায় সন্তুষ্ট বড় সাধু ভক্ত জন।
আশীষ করিত তাঁর মঙ্গল কারণ॥
অনেক রামাৎ সাধু ভকত সন্ন্যাসী।
দিল দীক্ষা সেবায় হইয়া অতি খুসি॥
আছিল তাঁহার এক রামলালা নাম।
পিতল গঠিত মূর্ত্তি সুন্দর সুঠাম॥
দীক্ষাগুরু সেই মূর্ত্তি দিল প্রভু-করে।
রামলালা মূর্ত্তি তাঁর যত্নে রাখিবারে॥
আনন্দের সীমা নাই রামলালা পেয়ে।
আদর সোহাগ কত গদগদ হ'য়ে॥
বাৎসল্য সঞ্চার হৈল রামলালা প্রতি।
লালনপালন তায় যত্ন দিবারাতি॥
নারিকেলসন্দেশ করিয়া নিজে হাতে।
দিতেন শ্রীপ্রভুদেব রামলালে খেতে॥
আর বলিতেন কত করিয়া রোদন।
যোগী ঋষি তপস্বীর তুমি রত্নধন॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি কি আছে আমার।
মনের মতন ভোজ্য করিতে যোগাড়॥
চারি বর্ষ পরিমিত বালকের প্রায়।
শ্রীপ্রভুদেবের সঙ্গে বেড়িয়া বেড়ায়॥
স্নানের সময় সঙ্গে যায় রামলালা।
নামিয়া গঙ্গার জলে রঙ্গে করে খেলা॥
বলিতেন প্রভুদেব তাহায় সম্ভাষি।
এত যদি ঘাঁট জল হবে সর্দ্দিকাশি॥
নানাবিধ কত কথা হ'ত তাঁর সনে।
কভু ক্রোধাবিষ্ট, কভু সহাস্যবদনে॥
বলিতেন আই, তাঁর ব্যাভার দেখিয়া।
খেপিলি কি সন্ন্যাসীর ঠাকুর লইয়া॥
কখন কহেন দুঃখে অপরের কাছে।
গদায়ে আমার বুঝি পরীতে পেয়েছে॥
প্রভু বিনা রামলালে অন্য কোন জনে।
কভু না দেখিতে পায় নিজের নয়নে॥
পরে বড় রঙ্গ কৈলা দীক্ষাগুরু সনে।
শুনহ রহস্য কথা কহি সংগোপনে॥
শ্রীপ্রভু জগৎগুরু, কেবা গুরু তাঁর।
নামে মাত্র দীক্ষাগুরু বাহিক ব্যাভার॥
ভাগ্যবান দীক্ষাগুরু অবাক কাহিনী।
দিয়া দীক্ষা, পায় শিক্ষা চৈতন্যদায়িনী॥
তর্কবিনা [illegible]ান ভক্তির আকর।
রামকৃষ্ণলীলাকথা অমৃতসাগর॥
দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসীর ছিল এক গাই।
লালন পালন যত্ন করে সর্ব্বদাই॥
নাই মন সন্ন্যাসীর সাধন ভজনে।
দিনান্তেও নাহি ডাকে ধনুর্দ্ধারী রামে॥
গর্ভবতী গাভী হৈল জপ তপ ধ্যান।
সর্ব্বস্ব, রতন সার, পরাণ সমান॥
ভুলিল সন্ন্যাসীবর কি হেতু সন্ন্যাস।
কেন ধরা শিরে জটা তরুতলে বাস॥
কেন বা কৌপীন পরা গেরুয়া বসন।
কি উদ্দেশ্যে দেশে দেশে তীর্থ পর্য্যটন॥
গোধন হরণ কৈল মন প্রাণ সব।
সময়ে করিল এক বাছুর প্রসব॥
দ্বিগুণ আসক্তি তাঁর বাড়িল তাহায়।
ঘুরে ঘুরে ঘাস ছিঁড়ে গাভীরে খাওয়ায়॥
অনর্থ আসক্তি কত রে পামর মন।
দেখ দেখ আঁখি মিলে সামান্য গোধন॥

সন্ন্যাসী জনেও ফেলে বৃহত্তর ফেরে।
উচ্চে হয় তুচ্ছ বোধ, তুচ্ছে উচ্চ করে॥
দেখ তবু নহে ইহা কামিনী কাঞ্চন।
যাহাতে মোহিত হয় মোহনের মন॥
বৃহতের জন্মস্থান অণুর আধারে।
ক্ষুদ্র বীজে বটবৃক্ষ দশ বিঘা জুড়ে॥
অঙ্গ অংশে দংশে যদি সর্প বিষধর।
আগোটা শরীর বিষে করে জরজর॥
সামান্য বস্তুতে অল্প আসক্তি তেমন।
অকূলে ডুবায়, উচ্চ ভাসমান মন॥
প্রভুর উপমা এক ছিল উদাসীন।
সম্বলের মাত্র তার দুখানি কৌপীন॥
এক খানি পরিধান, অন্যে রাখে তুলে।
সেই বৃক্ষতলে বাস, তার এক ডালে॥
বৃক্ষে বাসা মূষিক কাটিল একখানি।
রোষাবিষ্ট উদাসীন হইয়া অমনি॥
আনিল বিড়াল এক মূষিক নাশিতে।
কি খাওয়াবে বিড়ালেরে, চিন্তে দিনেরেতে॥
সবলাঙ্গ বিড়াল থাকিবে দুগ্ধ পানে।
সেই হেতু দুগ্ধবতী গাভী এক আনে॥
ঘাস খড় চাই সেই গাভীর ভোজন।
শস্যক্ষেত্র কৈল, করি বহু আকিঞ্চন॥
কৃষিকার্য্য সুপারগ ভৃত্য আসি ঘরে।
ক্ষুধার সময় বল কি ভোজন করে॥
কেবা করে পাক কার্য্য, দেখে ঘর দ্বার।
উদাসীন করিলেন বিয়ার যোগাড়॥
দারা ঘরে আনি হয় নন্দিনী নন্দন।
উদাসী সংসারী ক্রমে কৈল বিলক্ষণ॥
ডুবিলেন উদাসীন অকূল পাথারে।
শুদ্ধমাত্র একখানি কৌপিনের তরে॥
জনম আসক্তি মূল, আসক্তি সেবন।
আসক্তি সর্ব্বস্ব রত্ন সাধন ভজন॥
আসক্তির দাসদাস আসক্তিই জানি।
জীবন নাশকাসক্তি ঘোর পিশাচিনী॥
আসক্তি হইতে রক্ষা কর ভগবান।
মঙ্গলমূরতি প্রভু কল্যাণনিধান॥
দীক্ষাগুরু রমাতের আসক্তি দেখিয়া।
এক দিন কন প্রভু গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
আসক্তি অনর্থ কথা ভীষণ কেমন।
সুদুর্লভ বিবেকবৈরাগ্যবিনাশন॥
মহাবাক্য শ্রীপ্রভুর শক্তিময় বাণী।
শুনা মাত্র সমুদিত চৈতন্য অমনি॥
পরাণ সমান গাভী বৎস সহ তার।
পলায় সন্ন্যাসীবর করি পরিহার॥
মহান্ আসক্তি যার ঘটে বলবতী।
এক মনে শুনে যদি প্রভুর ভারতী॥
দ্রুতগতি হয় দূর, পায় চক্ষুদান।
রামকৃষ্ণকথা হেন মঙ্গলনিধান॥

মথুরকে ঐশ্বর্য্য ও শক্তি-প্রদর্শন।

—————:*:—————

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রীচৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

জ্বলন্ত প্রভুর কথা, শক্তি এত তায়।
যেই জন শুনে কিবা যেই জন গায়॥
সে পায় সফল ষোলআনা বসি ঘরে।
কথার মাহাত্ম্যসীমা কে করিতে পারে॥
প্রভুর দেখিয়া কার্য্য মথুরবিশ্বাস।
নাহি পায় কোনরূপে স্বরূপ আভাস॥
যার সনে বড় খেলা, ধরা দিলে তায়।
খেলার মিঠানিটুকু সব ভেঙ্গে যায়॥
মধ্যাহ্নবেলায় যেন নিদাঘ বৈশাখে।
এই খর, কর, এই মেঘছায়া ঢাকে॥
তেমতি প্রভুর খেলা মথুরের সনে।
প্রকাশ এখন, সংগোপনে পরক্ষণে॥
ভক্ত মথুরের হৃদিআকাশমণ্ডলে।
সপর্য্যায় বিশ্বাস, সন্দেহ দুই খেলে॥
প্রভুদেব, মথুরের মহাকৃপাবান।
নিত্য নিত্য করিতে লাগিয়া কৃপাদান॥
সসঙ্গ মথুর এক দিন লীলাময়।
বাগানে ভ্রমিতে কতশত কথা হয়॥
ঐশ্বর্য্য দেখিতে মনে করিয়া বাসনা।
শ্রীপ্রভুর সন্নিধানে করিল প্রার্থনা॥
স্বতই মানুষ মন প্রশস্ত আকাশ।
নিবিড় তমসাপূর্ণ, নাহিক বিশ্বাস॥
বিভূতি দেখিতে চায় বিশ্বাস আকর।
প্রভুদেব শ্রীমথুরে করিলা উত্তর॥
দেখহ মথুর কিবা হরির ঐশ্বর্য্য।
ফুল পরে শোভে গাছ কেমন আশ্চর্য্য॥
ঐ দেখ দেখ ফুটে আছে লাল জবা।
অধিক বিভূতি দেখিবারে চাও কিবা॥
ফুল পত্র কাণ্ড মূল সুন্দর কেমন।
প্রত্যেকের দেখ দেখ বিভিন্ন বরণ॥
শুদ্ধমাত্র নহে ভিন্ন কেবল বরণে।
প্রত্যেকে প্রভেদ গুণে, প্রত্যেকের সনে॥
আরক্ত বরণ জবা ফুল যেই ডালে।
সেখানে ফুটিবে শাদা ইচ্ছা তাঁর হ'লে॥
মথুর কহেন কথা একি অসম্ভব।
এক ডালে লাল শাদা উভয় উদ্ভব॥
কিছু না কহিলা প্রভু সেই দিনে আর।
শুন পর দিনে কিবা ঘটিল ব্যাপার॥
মথুরে লইয়া সঙ্গে প্রভু পর দিনে।
হেথা সেথা করি উপনীত সেইখানে॥

দেখিলেন সে গাছের কোন এক বঁটে।
লাল শাদা দুরকম দুটি ফুল ফুটে॥
বাহিক বিস্ময় দেখাইয়া তায় কন।
এক বঁটে লাল শাদা উভয় রকম॥
ফুটেছে কেমন ফুল, দেখ না গো চেয়ে।
মথুর দাঁড়ায়ে দেখে অবাক হইয়ে॥
পূরব দিনের কথা স্মরি নিজ মনে।
বারে বারে পড়ে তাঁর যুগল চরণে॥
অন্য দিন বসি প্রভু সুগভীর ধ্যানে।
মথুর দেখেন তাঁয় থাকি সংগোপনে॥
প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি যতবার হেরে।
দিব্যময় ভাবোচ্ছ্বাসে হৃদি যায় ভ'রে॥
সতৃষ্ণ নয়ন তাহে পলকবিহীন।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঁখি করিয়া বিলীন।
দেখেন প্রভুর মূর্ত্তি মহেশের প্রায়॥
শুভ্র অঙ্গকান্তি, শিরে জ্যোতিঃ বাহিরায়।
আঁখিভ্রান্তি দৃশ্য যত করে মনে মনে।
ততই সুস্পষ্ট তায় হেরয়ে নয়নে॥
তথাপি সন্দিগ্ধ চিত্ত ভক্ত শ্রীমথুর।
নিকটে থাকিয়া, তবু রহে বহু দূর॥
নানা অবতারে হয় নানারূপ খেলা।
বুদ্ধিভঙ্গ দেখি রঙ্গ, নাহি যায় বলা॥
লীলাপ্রিয় লীলাময় পরম ঈশ্বর।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ লীলার সাগর॥
জয় নররূপধারী সর্ব্বশক্তিমান।
পতিতপাবন, ত্রাতা, করুণানিধান॥
জয় জয় যত অবতারের আকর।
শ্যাম, শ্যামা, সীতাপতি, যোগী মহেশ্বর॥
অশেষ ঐশ্বর্য্য তব অশেষ বারতা।
দেহ শক্তি কহিবারে রামকৃষ্ণ কথা॥
দেহ আঁখি দেখি লিখি লীলা অনুকণা।
যা দেখি আঁকিতে নারি একি বিড়ম্বনা॥
আপনে গোপন রাখি অন্যের নয়নে।
খেলা সদা লুকাচুরি ভক্তগণ সনে॥

মথুরে বিভূতি যত হয় প্রদর্শন।
তথাপি না হয় তার সন্দেহ ভঞ্জন॥
কখন বিশ্বাস কভু অবিশ্বাস করে।
সন্দেহ পূর্ণিত মন দেহের ভিতরে॥
লইয়া এমন মন, কি কাজ সম্ভব।
না বুঝি মানুষে করে, তাহার গৌরব॥
হেন অবিশ্বাসী মন আছে যার ঘরে।
সেই সে অদ্ভুত পশু নরের আধারে॥
এত পেয়ে প্রভুকৃপা তবু সেই মন।
অবিরত ভাবাতেছে কামিনীকাঞ্চন॥
অমল কমল প্রভু-চরণযুগলে।
মনের মতন মন মজিতে না দিলে॥
মনের স্বভাব কাল, লোহার মতন।
আগুন বরণ ধরে আগুনে যখন॥
আগুন হইতে তায় আনিলে বাহিরে।
অমনি আপন কালরূপ লোহা ধরে॥
ভীষণ স্বভাব তার কখন না ফেলে।
মন-দোষে শ্রীমথুর পড়িল জঞ্জালে॥
রমণী জননীজ্ঞান শ্রীপ্রভুর মনে।
আগাগোড়া শ্রীমথুর ভালরূপে জানে॥
উজ্জ্বল উপমা দেখি হাজার হাজার।
তথাপিও নাহি যায় সন্দ অন্ধকার॥
কামজিত সত্য প্রভু হন কিনা হন।
পরীক্ষায় দেখিবারে করিল মনন॥
লছমানবাই বেশ্যা অতি রূপবতী।
টলায় ঋষির মন এতেক শকতি॥
মথুর যুকতি কৈল সঙ্গে লৈয়া তায়।
[illegible]াইতে ভট্টাচার্য্যে করহ উপায়॥
[illegible]ব সম রূপবতী আর ষোল জনে।
সন্ধ্যাকালে সুসজ্জিতা রাখিবে ভবনে॥
কৌশলে করিয়া দিব সঙ্গে সংযোটন।
যে প্রকারে পার কর সচঞ্চল মন॥
ভাঙ্গিয়া সকল কথা কহিল বেশ্যায়।
মহাদম্ভে বারাঙ্গনা সায় দিয়া যায়।

কার্য্য সিদ্ধ হইলে প্রচুর পুরস্কার।
বেশ্যায় বিদায় দিল করি অঙ্গিকার॥
বেশ্যা সাজাইল ঘর মনের মতন।
সুসজ্জিতা একত্রিতা আর ষোল জন॥
রূপসী যুবতী যত নানা অলঙ্কারে।
দীপের কিরণে অঙ্গ ঝলমল করে॥
হেতায় মথুর কন প্রভুরে সম্ভাষি।
চলুন গড়ের মাঠে বেড়াইয়া আসি॥
শ্রীপ্রভু অন্তরযামী বুঝিয়া অন্তরে।
পরীক্ষায় চলিলেন ভকতের তরে॥
ভকতবৎসল প্রভু, ভক্ত-অনুগত।
যথা তথা ভক্ত সঙ্গে রহে অবিরত।
শ্মশান মশান কিবা অকুল পাথার॥
জনশূন্য মরুস্থল, হিমানী-আগার।
স্থানাস্থান কালাকাল বিচারবিহীনে॥
সম্পদবিপদসখা রহে রেতেদিনে।
সুন্দর ফেটিন গাড়ি অতি সুশোভিত॥
প্রভুরে লইয়া তায় উঠায় ত্বরিত।
দুই অশ্বে যোতা গাড়ি দ্রুতগামী অতি।
ছুটে গড় অভিমুখে পবনের গতি॥
পলকে এড়ায় গাড়ি দণ্ডেকের পথ।
চক্রপাণি সহ যেন অর্জ্জুনের রথ॥
প্রভুদেবে সঙ্গে ল'য়ে ভ্রমি নানা স্থানে।
সর্ব্বশেষে উপনীত বেশ্যার ভবনে॥
ঢুকাইয়া দিয়া তাঁয় বেশ্যার আগারে।
কৌশল করিয়া গেল শ্রীমথুর স'রে॥
বিভূষিতা বহু বেশ্যা দেখি বিদ্যমান।
জানিনা কি ভাবে মুগ্ধ প্রভু ভগবান॥
টলমল শ্রীচরণ মহাভাব গায়।
মোহিনীমোহিতস্বর কণ্ঠে বাহিরায়॥
শ্যামাগুণগানে মত্ত হৈলা গুণমণি।
খসিয়া কটির বাস পড়িল অমনি॥
শ্রীমুখে শ্যামার গীতে এত সুধাঝরে।
পাষাণ পাষণ্ড মন জল করি ছাড়ে॥
বেদিয়ার গানে মুগ্ধ যেমন নাগিনী।
সেই মত বিমোহিত কুলটা রমণী॥
মুগ্ধচিত শুনে গীত যত বারাঙ্গনা।
কেহ কেহ ঝুরে কেহ অধীর পরাণা।
জনম স্বভাব সব গেছে উলটিয়া।
আত্মবিস্মরণে শুনে অবাক হইয়া॥
উঠে দিব্য অপূর্ব্ব সৌরভ পরিমল।
যেখানে পরশ হয় চরণকমল॥
দিবা ভাবে বেশ্যাগণ বেশ্যাবুদ্ধিহারা।
আঁকিতে নারিনু ঠিক, ভাবের চেহারা
কেন তথা একত্রিতা কিবা প্রয়োজন।
কি কর্ম্ম সাধনে মর্ম্ম নাহিক স্মরণ॥
বিশ্বমন-বিমোহন মায়ার মূরতি।
যোগেশের যোগ ভাঙ্গে এতেক শকতি॥
তাহে বেশ্যা বারাঙ্গনা শুদ্ধ পেঁচ ঘটে।
ভুলিয়া বনায় পশু কৌশলের চোটে॥
কিন্তু আজ বুদ্ধিহারা বারাঙ্গনাগণ।
প্রভু রামকৃষ্ণকথা অমৃতকথন॥
জগৎ মোহিত করে, যেই মায়া, বলে।
প্রভু দরশনে যায় সেই মায়া ভুলে॥
সর্ব্বমনোহর প্রভু মোহের আধার।
ক্রমে ক্রমে শুন মন কহি সমাচার॥
শ্যামা গীত গাইতে গাইতে শ্রীপ্রভুর।
গভীর সমাধি, তাঁর বাহ্য হৈল দূর॥
অপ্রকৃত অদৃষ্টপূর্ব্ব অবস্থা দেখিয়ে।
সশঙ্কিত চিত যত বারাঙ্গনা মেয়ে॥
মূর্চ্ছাগত দেখি যেন আপন সন্তান।
স্নেহময়ী জননীর আকুল পরাণ॥
সেই মত হৈল যত বারাঙ্গনাগণে।
কেহ সিঞ্চে সুশীতল জল শ্রীবদনে॥
কেহ বা ব্যজন করে ব্যাকুলা হইয়া।
কেহ বুদ্ধিশূন্যে অন্যে ডাকে উচ্চারিয়া॥
মথুর ব্যাপার শুনি আইল ত্বরায়।
কিঞ্চিৎ আইলে বাহ্য ফেটিনে উঠায়॥

বেগবান অশ্বে যোতা মথুরের গাড়ি।
উতরিল পুরী মধ্যে অতি তাড়াতাড়ি॥
লজ্জিত ত্রাশিত বড় নিজ আচরণে।
না যাইতে পারে আর প্রভুসন্নিধানে॥
আপনারে ধীৎকার করেন মথুর।
কৌশলে করিলা প্রভু তার লজ্জা দূর॥
আপনার কাছে আনাইলা কি প্রকারে।
ধীরে ধীরে শুন মন কহি অতঃপরে॥
এক দিন পদচালি মন্দিরপ্রাঙ্গণে।
করিছেন প্রভুদেব আপনার মনে॥
মথুর থাকিয়া দূরে দেখেন তাঁহায়।
পূর্ণ সাধ আসে কাছে, না পারে লজ্জায়॥
উপায় করিলা প্রভু করিয়া করুণা।
মধুর প্রভুর খেলা ভক্তজনে জানা॥
কহিতে না পারা যায় খেলার স্বরূপ।
একাধারে ধরিলেন স্বতন্ত্র রূপ॥
সম্মুখে স্বরূপ রামকৃষ্ণের মূরত্তি।
পশ্চাতে শ্যামার রূপ অপূর্ব্ব ভারতী॥
গোপনে মথুর দেখে পদচালি কালে।
সেই রামকৃষ্ণরূপ সম্মুখ হইলে॥
পশ্চাতে মথুরে রাখি ফিরিলে আবার।
দেখিলে মোহিনী ঠাম মূরতি শ্যামার॥
গঠন আকৃতি ঠিক সমতুল সাজে।
যেমন শ্যামার মূর্ত্তি শ্রীমন্দির মাঝে॥
মথুর কি দেখি, বলি, উভরায় ছুটে।
শুদ্ধবুদ্ধি উপনীত প্রভুর নিকটে॥
মৃদু হাসি জিজ্ঞাসেন মথুরবিশ্বাসে।
কেন এত তাড়াতাড়ি এলে ঊর্দ্ধশ্বাসে॥
মথুর বিস্ময়াতুর মুখপানে চায়।
অনর্গল আঁখি জল, কথা না বেরায়॥
সম্বিত পাইয়া পরে প্রভুর চরণে।
ক্ষমিবারে অপরাধ করে মনে মনে॥
দু হাত যুড়িয়া বলে বুঝিনু সকল।
সত্যই ফলিল মোর ঠিকুজির ফল॥
মথুরের ঠিকুজিতে এই ছিল কথা।
আজীবন সঙ্গে সঙ্গে রবে কালীমাতা॥
ক্রমশঃ কহিব কথা আশ্চর্য্য আখ্যান।
বড়ই মধুর রামকৃষ্ণলীলাগান॥

রাসমণি কর্ত্তৃক পরীক্ষা।

জয় রামকৃষ্ণনাম অতুল আনন্দধাম
প্রাণের আরাম শান্তিদাতা।
অপার করুণাসিন্ধু দুর্ব্বল দীনের বন্ধু
পতিতপাবন, ত্রাতা, পাতা॥
জয় জগৎজননী কৃপাময়ী নিস্তারিণী
ব্রাহ্মণ-নন্দিনী গুরু দারা।
জয় ইষ্টগোষ্ঠীগণ শ্রীপ্রভুর প্রাণধন
অধমের কর্ণহ কিনারা॥

না চাই সিদ্ধাই বল সপ্তদ্বীপ ধরাতল ;
প্রতিপত্তি সম্পত্তি ধরায়।
কর মোরে শক্তি দান গাব প্রভুলীলাগান
শুনে যেন মন ভুলে যায় ॥
শুন শুন ওরে মন মহাতমবিনাশন ;
পরীক্ষা কথন অতি মিঠে।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীপ্রভু জগৎ গুরু ;
যাহা দিলা ভক্তের নিকটে ॥
বারে বারে শ্রীপ্রভুর পরীক্ষা কৈল মথুর ;
রাসমণি শাশুড়ী এবারে।
আনিয়া রূপসী দুটি, সাজাইল পরিপাটি ;
নানাবিধ স্বর্ণ অলঙ্কারে ॥
মুনি-মন মুগ্ধ করে বারেক আঁখিতে হেরে ;
পরমা সুন্দরী দুই জন।
রাণীর সুযুক্তি মতে ধীরে ধীরে চলে রেতে ;
টলাইতে শ্রীপ্রভুর মন ॥
এখানে পরীক্ষা তরে ; শ্রীপ্রভু শয়নাগারে
নিজ ভাবে পতিত শয্যায়।
কামিনী কুটিল মতি ; মোহনিয়া জাল পাতি ;
হাবভাবে নিকটে দাঁড়ায় ॥
রঙ্গ করি কথা কয় ; রঙ্গিণী মোহিনীদ্বয়
নাহি ভয় পাষাণ অন্তরে।
ক্রমে অগ্রসর হৈয়া ; শ্রীঅঙ্গ পরশে গিয়া
শ্রীপ্রভুর শয্যার উপরে ॥
অল্পবয়ঃ শিশু প্রায় ; দেখিয়া বিকটাকায়
শ্যামায় ডাকেন মহাত্রাসে।
বাহ্যহারা অচেতন ; প্রভুদেব নারায়ণ
কামিনীর বিষাক্ত পরশে ॥
প্রভু অঙ্গ পরশনে ; বারনারী দুই জনে,
শুন কি হইল অতঃপরে।
জনম জনমার্জ্জিত ; পাপে তাপে বিনির্মুক্ত ;
দিব্যভাব উদয় অন্তরে ॥

অভয় চরণ ধরি ; ঢালে দুহে আঁখি বারি ;
অনিবার বসি পদতলে।
হয়ে মহা কৃপাবান ; উঠিলেন ভগবান ;
শ্রীবদনে শ্যামা শ্যামা ব'লে ॥
দুহে নমস্কার করি ত্রিতাপসন্তাপহারী ;
প্রভুদেব কল্যাণ নিধান।
ভয়ে জড় সড় কায় ; বারনারী দুজনায় ;
করিলেন অভয় প্রদান ॥
প্রভুর নাহিক রোষ ; রূপে গুণে আশুতোষ ;
শত দোষ করিলে চরণে।
তখনি মার্জ্জনা তাঁর ; দয়াময় অবতার ;
আশুসার ভুভার হরণে ॥
জীবের দেখিয়া দুঃখ ; সদা বিদরিত বুক ;
অস্থির মরম বেদনায়।
জ্বালায় যেতেন ছুটে ; নির্জ্জন গঙ্গার তটে ;
অন্ধকার বটের তলায় ॥
শিবাগণ থেকে থেকে, যখন প্রহরে ডাকে ;
সেই সঙ্গে প্রভু নারায়ণ।
সম্বোধিয়া শ্যামামায় ; প্রাণীকুল যাতনায়।
করিতেন অশ্রু বিসর্জ্জন।
বলিতেন শ্যামা-তুমি ; জীবের জনম-ভূমি ;
জগৎজননী তব নাম।
পাপে রত জীবপ্রতি ; কৃপাকর কৃপাবতী ;
কৃপা বিনা কি আছে কল্যাণ ॥
হিতব্রত নিরবধি ; অহেতুক কৃপানিধি ;
বিধির বিধান ছাড়া দয়া।
আত্মসুখ বিবর্জ্জিত ; সাধন ভজনে রত
জীব হেতু মাত্র নর-কায়া ॥
মজ মন মন সাধে ; এমন প্রভুর পদে ;
হৃদয়-রতন কমলার।
ভজ পূজ সেব তায় ; লুকায়ে রাখি হিয়ায়।
ফলাফল না করি বিচার ॥

যোগ-সাধন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

রামকৃষ্ণ-কথা অতি শ্রবণ মঙ্গল।
গাইলে প্রফুল্ল হয় হৃদয় কমল।
মন ভৃঙ্গ সুসৌরভে বসে গিয়া তায়।
কমলআসন গুরু চরণ সেবায়॥
একদিন প্রভু-দেব বসি বটমূলে।
দেখিলা বসিয়া আছে পাখী দুটি ডালে॥
একটি সুস্থির অন্য সচঞ্চল-কায়।
চলে দুলে নড়ে বুলে যেন ইচ্ছা যায়॥
চঞ্চল, সুস্থির পানে চায় ঘনেঘন।
দখিয়া সুস্থির করে বিস্তার বদন॥
চঞ্চল ঢুকিল তার বদন বিবরে।
হেন কালে চক্ষু বন্ধ করিল সুস্থিরে॥
দখিয়া প্রভুর হৈল চমকিত মন।
হেন ব্যাপার কিবা, কিসের কারণ॥
আত্মা পরমাত্মা তত্ত্ব হৃদয়ে উদয়।
চঞ্চল জীব আত্মা অন্য কিছু নয়॥
খ দুঃখ হেতু মাত্র হেসে কেঁদে বুলে।
ক্ষী সম পরমাত্মা দেখিছে নিশ্চলে॥
ব আত্মাগত ধর্ম্ম হেন রূপ রয়।
ধনা করিলে পরমাত্মে হয় লয়॥

যোগ করি কিবা মর্ম্ম হইতে বিদিত।
গুণধাম প্রভুদেব উৎকণ্ঠিত চিত।
ব্রাহ্মণী সাহায্যে হইয়াছে সমাপন।
তন্ত্র মতে যত কিছু সাধন ভজন॥
এবে যারে বলে পরংব্রহ্ম নিরাকার।
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় জ্যোতি রূপাদির পার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের বুদ্ধি যথা লয়।
সে তত্ত্ব হইতে জ্ঞাত করিলা নিশ্চয়॥
এবে প্রভু-গুরুদেব মানুষ-আকার।
রীতি নীতি নর-সম সমান আচার॥
সাধন ভজনে হয় গুরু প্রয়োজন।
আপুনি কেমনে আসি হয় সংমিলন॥
শুন শুন বিবরণ গুরুর বারতা।
হাস্যরস পরিপূর্ণ রগড়ের কথা॥
যোগ সাধনার চিন্তা হয় দিবানিশি।
এমন সময় আসে জনেক সন্ন্যাসী॥
হেথা কিবা প্রয়োজন এখানে কেমনে।
উদ্দেশ্য যাবেন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥
অতিথিশালায় তাই পুরীর ভিতর।
অদ্ভুত প্রভুর সঙ্গে মিলন খবর॥

একদিন প্রভুদেব শ্যামার মন্দিরে।
পূর্ব্বমুখে সমাসীন শ্যামার গোচরে॥
পশ্চাতে পশ্চিম ধারে চিরবদ্ধ দ্বার।
হঠাৎ হইল মুক্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
চমকিয়া প্রভুদেব পাছুপানে চান।
দেখিলা গঙ্গায় এক সাধু করে স্নান॥
কৃতকর্ম্ম যোগীবর তেজপুঞ্জকায়।
প্রাচীন বয়স কেশ নাহিক মাথায়॥
কৌপীন নাহিক, নেংটা উলঙ্গ-আচারী।
যোগীজন অগ্রগণ্য নাম তোতাপুরি॥
তোতায় দেখিয়া তাঁর বড় খুসি মন।
অতিথিশালায় দুঁহে হৈল সংমিলন॥
তোতাও সেমতি প্রীত প্রভুদেব হেরে।
বাসনা প্রভুর সঙ্গে আলাপন করে।
মন মত মূর্ত্তি, শক্তি গায়ে করে খেলা।
মনে সাধ পায় যদি করে তাঁয় চেলা॥
তাই বলে প্রভুদেব প্রফুল্ল বদন।
কি বাছা করিবে কিছু সাধন ভজন॥
উত্তর বচনে প্রভু বলিলেন তাঁকে।
পশ্চাৎ কহিব কথা জিজ্ঞাসিয়া মাকে॥
এত বলি শ্রীমন্দিরে পুছিলা শ্যামায়।
তুষ্ট হৈয়া জগৎজননী দিলা সায়॥
আর বলিলেন শ্যামা কেবা যোগীবর।
আদি অন্ত যত তার সকল খবর॥
পালটিয়া আসিলেন যোগীবর যথা।
কহিলেন তাহে কি তোমার নাম তোতা
কেমনে পাইলা নাম তোতা ভাবে মনে।
কার সঙ্গে পরিচয় নাহিক এখানে।
ভ্রমণ নির্জ্জন বনে গিরিগুহে বাস।
কেমনে পাইল বাছা নামের তল্লাস॥
যোগসিদ্ধ যোগীবর সবিস্ময় মন।
প্রভু বলিলেন তাঁরে করিব সাধন॥
কহে তোতা তিন দিন অধিক না রব।
তীর্থ আশে আসা, গঙ্গাসাগরে যাইব॥
সুকৌশলী প্রভু, তাঁর কৌশল অপার।
দিবারাতি তোতা সঙ্গে বেদান্ত বিচার
আহার বিরাম নাই এত মত্ততর।
সপ্তাহ চলিয়া যায় নাহিক খবর॥
বেদান্ত বিচারে তোতা মহাতোষ পায়।
সাগরে গমন কথা না আসে মাথায়॥
ত্রাসিতা ব্রাহ্মণী হেতা শুনিয়া বারতা।
বৈদিক সাধনে শ্রীপ্রভুর ব্যাকুলতা॥
মিষ্টভাষে প্রভুদেবে করে নিবারণ।
বৈদিক সাধনে আছে কিবা প্রয়োজন॥
কখন না কর হেন, ইহাতে কি কাজ।
শক্তিবাদী ভক্তিহীন তোতা যোগীরাজ॥
বিশুষ্ক বৈদিক কাজে ভক্তি হয় ক্ষয়।
যথা তত্ত্ব ব্রাহ্মণী কহিল সমুদয়॥
কোন কথা ব্রাহ্মণীর না হয় শ্রবণ।
সন্ন্যাস লইয়া সাধ, ব্রহ্মের সাধন॥
দক্ষিণসহরে এবে আই ঠাকুরাণী।
ব্যাকুলা হইবে সন্ন্যাসের কথা শুনি॥
পাছে প্রবেশয়ে কথা জননীর কানে।
সন্ন্যাস গ্রহণ রাত্রে কেহ নাহি জানে॥
জননীরে এত ভক্তি কখন না শুনি।
গর্ভধারিণীরে জ্ঞান ঈশ্বরী আপনি॥
ল'য়ে মার পদধূলি মাখিতেন গায়।
বারে বারে হরিভক্তি মাগিতেন মায়॥
সকল কর্ম্মের আগে উঠি প্রাতঃকালে।
প্রণাম হইত মায়, ভক্তি দাও ব'লে।
জননীরে দিলে কোন মনের বেদনা।
বলিতেন শ্যামা তার না শুনে প্রার্থনা॥
ভগবান-পদে ভক্তি কখন না মিলে।
যদি ভাগ্যদোষে মাতৃ আঁখিজল ফেলে॥
মাতা তুষ্টে সব তুষ্ট, তুষ্ট জগজ্জন।
যত দেব দেবী তুষ্ট, তুষ্ট নারায়ণ।
পরম দুর্লভ ভক্তি মিলে অনায়াসে।
আজন্ম যগুপি কেহ জননীরে তোষে॥

মায়ের সন্তোষ আর মাতৃপদে মন।
সাধনার মধ্যে তাঁর এ এক সাধন॥
আর বলিতেন প্রভু জগৎগোসাঁই।
বাপ মায়ে হরগৌরী সমজ্ঞান চাই॥
যোগীবরে যোগ গুরু করি সংগোপনে।
সাধনা করেন প্রভু নিভৃত নির্জ্জনে॥
নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগের শেষফল।
তিন দিন মধ্যে তাই হৈল অবিকল॥
চল্লিশ বৎসরাধিক করিয়া সাধন।
এই অবস্থায় তোতা উপনীত হন॥
সুদীর্ঘ কালের ক্রিয়া তিন দিনে হয়।
দেখি তোতাপুরি মনে মানিল বিস্ময়॥
প্রকৃত সমাধি মনে প্রত্যয় না করে।
যদিও সকল মিলে লক্ষণানুসারে॥
শুনিয়াছি নির্ব্বিকল্প সমাধির ঘোর।
ছয় মাস ছিল যেন নেশায় বিভোর।
সতত মুদিত আঁখি অঙ্গে নাই সাড়া।
বিহীন-দৈহিক-ভাব, ক্ষুধাতৃষাহারা॥
আদতে কিছুই নাই দেহের খবর।
চিটা ধরা কেশভার শিরের উপর॥
চড়াই নির্ব্বিক হৃদি এসে বসে চুলে।
চঞ্চু-বিগলিত শস্য-দানা যায় ফেলে॥
অঙ্কুরিয়া হয় শিরে চারার মতন।
শ্রীপ্রভুর ষোল আনা কঠোর সাধন॥
অনাহতস্বর শুনিতেন দিবারাতি।
তাহায় হইত লয় মনবুদ্ধি স্মৃতি॥
অনাহতস্বর কারে বলে শুন মন।
যোগীজনগণ মধ্যে দুর্লভ শ্রবণ॥
শ্রুতি বিমোহিত অতি সহ লয় তান।
একস্বরে ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মগুণগান॥
বিশ্ব বিমোহন স্বরে এতই মাধুরী।
শুনে মন লয় হয়, নাহি আসে ফিরি॥
নানা ভাবে সূক্ষ্ম, স্থূল উভয় শরীরে।
আসিতেন কত সাধু, প্রভু দেখিবারে॥
দিব্য দিব্য মূরতি বিভিন্ন লোকে বাস।
বিভিন্ন বিভিন্ন কর্ম্ম, বিভিন্ন প্রয়াস॥
উদ্দেশ্য বিভিন্ন, করে কার্য্য আপনার।
প্রভু রামকৃষ্ণলীলা নহে বলিবার॥
কামিনীকাঞ্চনমুখ বদ্ধজীবগণে।
কহিবে নানান কথা লীলাকথা শুনে॥
রঙ্গসহ মহাব্যঙ্গ উচ্চ উপহাস।
লেখকের কপোল কল্পিত উপন্যাস॥
মুমুক্ষু আভাস পাবে তত্ত্বান্বেষী জনা।
পথরূপে সৎ শাস্ত্র যার আলাপনা॥
এখানে কি হৈল শুন বিধির ঘটন।
আসিয়া যুটিল আর এক সাধুজন॥
বিলক্ষণ দরশন করি প্রভুদেবে।
বুঝিল না খাওয়াইলে দেহ নাহি রবে॥
আপনার মনে মনে করিয়া বিচার।
করিতেন প্রভুদেবে প্রচুর প্রহার॥
সুহৃদজাগর যেন পর্ব্বতের ধারে।
গুরুভারদেহ ধরা নড়িতে না পারে॥
গায়ে যদি ভেঙ্গে পড়ে আগোটা শিখর।
তবে যদি আসে কিছু দেহের খবর॥
তেমতি প্রহার তাঁরে প্রহরেক প্রায়।
তবে না সামান্য বাহ্য সমুদিত গায়॥
বিজলীর ছটা মেঘে রহে যতক্ষণ।
তত অল্পক্ষণস্থায়ী প্রভুর চেতন॥
এই অবকাশে মুখে যাহা কিছু পড়ে।
তাই অতি কষ্টে যায় উদর ভিতরে॥
ঊর্দ্ধ হ'তে অতি ঊর্দ্ধে সদা থাকে মন।
কলিকালে শ্রীপ্রভুর অদ্ভুত সাধন॥
বুঝিবারে নয় কথা, শিরে নাহি ধরে।
মাস ছয় গত হয় এরূপ প্রকারে॥
সাধনভজনহীন এবে ধরাতল।
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত আসক্তির দল॥
সরা দেখে ধরাতল যে করিতে পারে।
আহ্নিক বারেক মাত্র গঙ্গার পহরে॥

কিম্বা শিবপূজা দুটি বিল্বপত্র দিয়া।
অহঙ্কারে ভরা হৃদি গাল বাজাইয়া॥
কিম্বা ফলভোগ হেতু ব্রত আচরণ।
উদ্যাপন দিনে দুটি ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
কিম্বা পর্য্যটন বৃন্দাবন কাশীধাম।
কিঞ্চিৎ সামান্য অর্থ দুঃখিগণে দান॥
কিম্বা দণ্ডমাত্র জপ করমালা করে।
চিটাফোঁটা কাটা কত গায়ের উপরে॥
ঠসকে পোষাক কাঁচা পাটের বসন।
রেশমের নামাবলী গাত্র আবরণ॥
ভাগবৎ চণ্ডীপাঠ নাম হবে ব'লে।
হরিকথা বটে, কিন্তু হরি নাই মূলে॥
উদ্দেশ্যে নাস্তিক হরি, যা আছে সে ভাণ।
কলিকালে সংসারীর এই উপাখ্যান॥
তিয়াগী সন্ন্যাসী যাবা ছাড়া গৃহবাস।
উপরে তিয়াগী, সদা সুখের প্রয়াস॥
মাথা জুড়ে জটা, পরে গেরুয়া বসন।
নহে হরি, সেবিবারে কামিনীকাঞ্চন॥
আত্মসুখে সদা রত ধর্ম্মজ্ঞানহীন।
ধর্ম্ম আচরিয়া হয় নারকী প্রবীণ॥
এখন অধর্ম্মাচার ধরমের হাটে।
লক্ষ বুড়ি [illegible] যদি কভু এক কাটে॥
ধর্ম্মহীন লজ্জাহীন এবে কলিকালে।
কিবা হরি, কিসে হরি, কি প্রকারে মিলে॥
হৃদয়ে আভাস নাই তাহার বরণ।
হেন নরে কি বুঝিবে প্রভুর সাধন॥
কত যে সাধনা কভু কৈলা বটমূলে।
মহেশ কম্পিতকায় সে সব শুনিলে॥
পঞ্চবটতলে যথা ছিল যোগাসন।
এখন কি ভাবে আছে শুন বিবরণ
মহাগুরু বটগুঁড়ি এধার ওধার।
হেলিয়া পড়েছে হেন উপরে তাহার
তিল আধ নাহি স্থান পাখী গিয়া বসে।
সচ্চৈতন্য সিদ্ধস্থান প্রভুর পরশে॥

বলিতে না পারি সেই স্থানের গৌরব।
দিনেরেতে পীঠ রক্ষা করেন ভৈরব॥
রাত্রিকালে কার সাধ্য থাকয়ে তথায়।
ভয়ঙ্কর প্রভুভক্ত ভৈরব খেদায়॥
প্রভুর রকম দেখি তোতা বুদ্ধিহারা।
বুঝিয়া না পারে কিছু করিতে কিনারা॥
হরি হে তোমার খেলা বুঝে সাধ্য কার।
তুমি জগতের গুরু, কে গুরু তোমার॥
ধরি নানারূপ কর নর সম রীতি।
কার্য্যেতে প্রকাশ পায় অতুল শকতি॥
যোগীজন অগ্রগণ্য যোগসিদ্ধ তোতা।
সেও না খুঁজিয়া পায় কিছুই বারতা॥
সর্ব্বদায় ঘোল খায় মাথা যায় ঘূরে।
কাছে যেতে কৈলে চেষ্টা পড়ে বহুদূরে॥
তাই কহে মায়া সব সত্য কিছু নয়।
শুন কি হইল পরে তার পরিচয়॥
মা বলিয়া যবে প্রভু শ্যামায় সম্ভাষে।
শক্তিতে বিশ্বাস শুনি তোতাপুরি হাসে॥
সাকার দেবীর কথা বৈদান্তিক স্থানে।
মায়ার ব্যাপার কয় কিছু নাহি মানে॥
শক্তির সাধ্যান্তে প্রভু যথা কথা কন।
তোতা তত প্রতিবাদ করে সমর্থন॥
সকল মায়ার খেলা কিছু নয় সত্য।
তোতার উত্তর এই প্রভু কন যত॥
কেমনে নরের হৃদে উপজে বারতা।
উভয় সাকার নিরাকার এক কথা॥
একত্রিত বিপরীত ভাব এক ঠাঁই।
কেহ নাহি জানে, বিনা জগৎ-গোসাঁই॥
প্রভুর কৃপায় যাহা হৃদয়ে আভাস।
না পাই কথায় তায় করিতে প্রকাশ॥
সাকারেতে রূপরসগন্ধাদি আকাশ।
নিরাকারে কিছু নাই খবর তাহার॥
মহান্ তটিনী-স্রোতে ভাসমান তরী।
আরোহী কতই দেখে প্রান্তর নগরী॥

ফলে ফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষলতাগণ।
উচ্চশৃঙ্গ গিরিবর বিপিন কানন ॥
মনোহরা ধরা, পরা নানাবিধ সাজে।
দিনেশ চন্দ্রিমা তারা গগণে বিরাজে ॥
পলকে পলকে উঠে ভাবের লহরী।
কিন্তু যবে সিন্ধুগত হয় সেই তরী ॥
তখন কি দেখে দেখ, আরোহীরগণ।
কারিকুরি রকমারি অদৃশ্য এখন ॥
সকল মিশেছে জলে, কিছু নাহি আর।
যে দিকে নেহারে, হেরে বারি একাকার ॥
গেছে চন্দ্র, গেছে সূর্য্য, গেছে গিরিবর।
বিপিন কানন গেছে, গিয়াছে প্রান্তর ॥
গেছে ফুল ফল ভরা বৃক্ষলতাগণ।
মনোহরা সাজে পরা ধরা সুশোভন ॥
ভাবের লহরী গেছে তাহারে সংহতি।
গেছে মন, গেছে প্রাণ, গেছে বুদ্ধি স্মৃতি ॥
গিয়াছে আরোহীগণ গিয়াছে তরণী।
কি দেখে কি দেখে আর কিছু নাহি জানি ॥
নিরাকার কি প্রকার প্রভুর বচন।
গেলে তথা নহে আর পুনরাগমন ॥
জল মাপিবারে গেলে নুনের মানুষ।
গ'লে যায় ঠাওরায় ফিরে নাহি আসে ॥
কিন্তু মন, দেখিয়াছি প্রভু পরমেশ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমিতেন এদেশ ওদেশ ॥
দেহাদিবিলুপ্তভাব যদি এই ক্ষণে।
কিছু পরে মা মা রব ফুটে শ্রীবদনে ॥
জীবে যদি গুরুবলে সপ্তমেতে যায়।
আর কার নাহি সাধ্য তাহারে ফিরায় ॥
শ্রীপ্রভুর মহাশক্তি, যে শক্তির বলে।
এই স্থিতি অতি উর্দ্ধে, এই অধস্তলে ॥
•হেন প্রভু, মানুষের বুঝা বড় দায়।
এক ঘেয়ে সিদ্ধযোগী কত ঘোল খায় ॥
সাধন ভজনে হয় গুরু প্রয়োজন।
আগাগোড়া চিরকাল তাঁহার নিয়ম ॥
পালিবারে স্বকৃত নিয়ম ভগবান।
লোকশিক্ষা হেতুমাত্র গুরুরে আনান ॥
জগতের গুরু যিনি হর্ত্তা, পাতা, ত্রাতা।
কে আবার গুরু তাঁর, কেবা শিক্ষাদাতা ॥
যেবা মহাভাগ্যবান গুরুরূপে আসে।
অমূল্য রতন পায় প্রভুর সকাশে ॥
দম্ভ ভারি তোতাপুরি না মানে সাকার।
যা দেখে যা শুনে কয় কৌশল মায়ার ॥
একদিন যোগীবর ধূনী জ্বেলে ব'সে।
হেনকালে জনেক আগুন নিতে আসে ॥
যেমন লইল অগ্নি, তোতা দেখি তায়।
রাগেতে চিমটা ধরি তাড়া করি যায় ॥
ক্রুদ্ধ দেখি যোগীবরে শালা শালা বলি।
বাহু কুপি প্রভুদেব দিলা তায় গালি ॥
রূপ, গুণ, কার্য্য যদি মায়ার সৃজন।
কারে তবে কর ক্রোধ, কারে আক্রমণ ॥
সঙ্কুচবদন তোতা বাক্য নাহি সরে।
শুদ্ধ মাত্র ঠিকবাত ঠিকবাত করে ॥
বচনে মানিল মাত্র আপনার ভ্রম।
হৃদয় যেমন তাই পূর্ব্বের মতন ॥
সাকার শক্তিতে নাই কোনই বিশ্বাস।
বরঞ্চ শুনিলে কথা করে উপহাস ॥
পঞ্চবটমূলে তোতা সাজাইত ধূনী।
তথায় কাটিয়া যায় আগোটা রজনী ॥
সচৈতন্য সিদ্ধস্থান পঞ্চবটিতল।
যে করে সাধনা তথা না হয় বিফল ॥
ভৈরবে সে স্থান রক্ষা করে নিরন্তর।
তোতা রেতে কি দেখিল শুন অতঃপর ॥
বিকটদর্শন সেই ভৈরব আকার।
আগুন লইতে বসে নিকটে তোতার ॥
দেখি তোতা কহে তায় ত্রাসশূন্যকায়া।
তুমিও মায়ার চিজ, আমি যেন মায়া ॥
সমুখে সকল মায়া যাহা দেখে শুনে।
সাকার শক্তির কথা আদতে না মানে ॥

সাকার সম্বন্ধে প্রভু যত কন তাঁয়।
মায়া মায়া বলি তোতা হাসিয়া উড়ায়॥
যদি প্রভু কোন দিন না করেন ধ্যান।
বলিতেন যোগীবর প্রভু-সন্নিধান॥
নিত্য প্রথামত ধ্যান না করিলে পরে।
ধাতুপাত্র মত মন, তায় মলা ধরে॥
যোগীবরে শ্রীপ্রভুর উত্তর হইত।
পাত্র যদি হয় শুদ্ধ সুবর্ণে গঠিত॥
কেমনে ধরিবে মলা ওহে যোগীবর।
শুনি তোতা একেবারে মৌন নিরুত্তর॥
তথাপি না বুঝে তোতা, প্রভু কোন্ জন।
এক মনে শুন মন পশ্চাৎ ঘটন॥
সন্ধ্যাকালে একদিন দিয়া করতালি।
নাচেন শ্রীপ্রভু, মুখে হরিবোল বলি॥
সন্ন্যাসীরা এই মত হাতে পিটি পিটি।
খাবার কারণ গড়ে ময়দার রুটী॥
প্রভু প্রতি কহে তোতা উপহাস ছলে।
দেখি হাতে পিটি রুটী কেমন করিলে॥
ইহা শুনি প্রভুদেব বুঝিলা কেমন।
দিনত্রয় না করিলা কথোপকথন॥
গালি দিয়া ক্রুদ্ধ যারে প্রভু ভগবান।
ধরায় তাহার মত নাহি ভাগ্যবান॥
রুষ্টে তুষ্টে সম ফল মঙ্গল আকর।
রামকৃষ্ণ অবতার দয়াবসাগর॥
যোগীবরে সাকার শক্তির স্বরূপত্ব।
বিধিমতে শিক্ষা দিতে কৈলা স্থিরীকৃত॥
শিখাবার সুকৌশল হেন দেখি নাই।
যেন দেখিতেছি প্রভু শ্রীগুরুর ঠাঁই॥
কথায় না বুঝে যেবা, শিক্ষা পায় কাযে।
আজন্ম স্মরণ শিক্ষা হাড়ে হাড়ে ভিজে॥
তোতারে কেমন শিক্ষা দিলা ভগবান।
অতি রগড়ের কথা রহস্য আখ্যান॥
দুই তিন দিন মধ্যে সিদ্ধ যোগীবর।
হইলেন উদরের পীড়ায় কাতর॥
রক্ত আমাশয় পীড়া, জীর্ণ শীর্ণ কায়।
যন্ত্রণায় ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়॥
রকম রকম খায় কতই ভসম।
কিসেও না হয় কিছু পীড়া উপশম॥
হরদম ল'য়ে লোটা যায় ছুটে ছুটে।
শরীর ধনুকখানি, বাম হাত পেটে॥
যন্ত্রণায় একদিন বড়ই অস্থির।
স্থিরতর কৈল দিবে ছাড়িয়া শরীর॥
সুরধুনী জলে মগ্ন মরণ-উপায়।
জ্ঞানশূন্য সিদ্ধযোগী নামিল গঙ্গায়॥
প্রভুর ইচ্ছায় যোগীবর যায় যত।
কোথাও না পায় জল ডুবিবার মত॥
পাতাল পরশী জল গঙ্গার মাঝারে।
তোতার নাভিক উঠে হাঁটুর উপরে॥
ভিতরে কৌশল কিবা ভাবিয়া না পাই।
কে বুঝিবে কিবা কল করিলা গোঁসাই॥
বিফল প্রয়াস দেখি সিদ্ধ যোগীবর।
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে প্রভুর গোচর॥
কহিল তাঁহারে কত করিয়া মিনতি।
কেমনে আরোগ্য হই করহ যুকতি॥
দয়া করি প্রভুদেব উত্তরিলা তায়।
আরোগ্য যদ্যপি কর প্রণাম শ্যামায়॥
শুনা মাত্র চলিলেন শ্যামার মন্দিরে।
করযুড়ি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম তোতা করে॥
ফিরে আসি দেখিলেন আর নাহি ব্যাধি।
শক্তিতে বিশ্বাস তার হৈল তদবধি॥
ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন তোতা যোগীরাজ।
মুখে নাই কোন বাক্য, কাণে করে কায॥
যা বলেন প্রভু তায় করেন বিশ্বাস।
তাঁহার নিকটে রহে একাদশ মাস॥
নানান সাধনা তাঁর হয় এ সময়।
সবিশেষ বিবরিয়া বলিবার নয়॥
বৈরাগ্য বিচার হ'ত বসিয়া বিরলে।
মাঝে মাঝে ডাকিতেন শ্যামা শ্যামা ব'লে॥

জগতের যত বস্তু প্রত্যেকে লইয়া।
বিচার করেন প্রভু গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
অযুত হাতির বল যেন গায়ে তাঁর।
বৈরাগ্য বিচারে জড়ে বুঝিলেন ছার॥
অনিষ্টের মূল দুই কামিনী কাঞ্চন।
অন্য কিছু যত শাখা প্রশাখা গণন॥
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগে সবার বিনাশ।
ইহার আশ্রয়ে পায় জগৎ প্রকাশ॥
যাবৎ সংসার এ দুয়ের অন্তর্গত।
ইহারে করিলে জয়, সব পরাভূত॥
যেন উপসর্গগণ আপনিই থামে।
রোগীর উৎকট মূল ব্যাধি উপশমে॥
প্রথম কামিনী লয়ে করেন বিচার।
কি মনমোহিনী বল আছয়ে তোমার॥
কাঠাম তোমার মাত্র অস্থিতে কেবল।
মাংস শিরে অঙ্গ, তায় রক্ত চলাচল॥
কফ, পিত্ত, মেদ আদি বৈভব তোমার।
উপরে ছাউনি চাম, যুক্ত নবদ্বার॥
কোন দ্বারে যায় ভোজ্য শরীর রক্ষণ।
কোন দ্বারে ভুক্তশেষ হয় নির্গমন॥
এ ল'য়ে কামিনী তুমি কি তোমার বলে।
আমার সচ্চিদানন্দময়ী শ্যামা মিলে॥
অমঙ্গল মূল তুমি বিনাশ-কারণ।
তোমায় আমার কোন নাহি প্রয়োজন॥
পুনশ্চ কাঞ্চন ল'য়ে করেন বিচার।
কাঞ্চন তোমার নাম মাটির বিকার॥
এক হাতে মাটি, টাকা অপরে কাঞ্চন।
গঙ্গাকূলে বিচার করেন নারায়ণ॥
টাকা সোণা মাটি, মাটি টাকা, মাটি সোণা।
কি হয় তোমায় কহ, ডাল ভাত বিনা॥
শকতি নাহিক দেখি তোমার ভিতরে।
যাহায় আনন্দময়ী শ্যামা দিতে পারে॥
এত বলি টাকা সোণা, মাটি সহ লৈয়া।
দূর গঙ্গাজলে প্রভু দিলেন ফেলিয়া॥
কামিনী কাঞ্চনে ঘৃণা বড়ই তাঁহার।
মানুষে করেছে যায় সকলের সার॥
আর এক এ সময় কঠোর সাধন।
সূর্য্য সঙ্গে রাখিতেন দুখানি নয়ন॥
কম্পাসের কাঁটা যেন সতত উত্তরে।
তেন অনিমিষ আঁখি সূর্য্যের উপরে॥
অবিরত ঘুরে, দিনকর সেই দিকে।
যতক্ষণ নহে অস্ত উদয়ের থেকে॥
নিত্য নিত্য এইরূপ সাধনার পরে।
আঁখি আবরণ আর আদতে না পড়ে॥
কখন মুদিত নহে সততই খোলা।
বলিতেন প্রভু একি হৈল মম জ্বালা॥
ওমা শ্যামা, দেখ নাহি পরে আবরণ।
আঁখির সম্মুখে হয় অঙ্গুলি চালন॥
তথাপি আঁখির ঢাকা কিছু নড়ে নাই।
কি পীড়া হইল মম বলেন গোঁসাই॥
এত দেখি এত শুনি অদ্যাপিহ লোকে।
বলাবলি করে ভূতে পেয়েছে প্রভুকে॥
বালক স্বভাব প্রভু শিশুর মতন।
সহজে বিশ্বাস যাহা কহে লোকজন॥
ধরিয়াছে ভূতে এই বুঝি ভগবান।
কুকুর শৃগাল বিষ্ঠা করিতেন ঘ্রাণ॥
এক দিন শ্যামার মন্দিরে এ সময়।
বসিয়া আছেন প্রভু বিষণ্ণ হৃদয়॥
হেন কালে উপনীত সাধু একজন।
মনোহর মূর্ত্তিখানি বিশাল নয়ন॥
দেখি তাঁরে প্রভুদেব করিলেন মনে।
জিজ্ঞাসিব কিবা পীড়া আঁখি আবরণে॥
বলিবার অগ্রে, কিবা কথা অতঃপর।
প্রভুর নিকটে সাধু ক্রমে অগ্রসর॥
বিস্তার করিয়া তার বিশাল নয়ন।
মন্দপদক্ষেপে, করে প্রভুরে দর্শন॥
এখন কহিলা প্রভু পীড়ার ব্যাপার।
সাধু কয় এ ত নয় নয়নবিকার॥

সুন্দর অবস্থা ইহা যোগ শাস্ত্রে বলে।
স্বভাবস্থ হবে আঁখি, ঢাকা যাবে খুলে॥
এতেক কহিয়া সাধু, চলে গেলে পর।
সুস্থ হৈল আঁখি পাঁচ মিনিট ভিতর॥
বিস্ময় মানিয়া প্রভু সাধুর বচনে।
পুরীমধ্যে চারিধার তাঁর অন্বেষণে॥
খুঁজিলেন আর নাহি পাইলেন তায়।
অদ্ভুত মনুষ্য দেখি প্রভুর লীলায়॥
রামকৃষ্ণগুণগান মঙ্গল কথন।
ভব পারে যাবি যদি শুন তবে মন॥

নানাভাবে বৈষ্ণব-সাধন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

প্রভু রামকৃষ্ণকথা গাইলে শুনিলে।
সাধনভজনহীন হেন কলিকালে॥
অনায়াসে মিলে সুদুর্লভ ভক্তি ধন।
হেলায় টুটিয়া যায় ভবের বন্ধন॥
অকূল সাগর পার দেশ দেশান্তরে।
নিজ প্রয়োজনে যদি কোন জন ফিরে॥
মন মুগ্ধ বিজাতীয় দ্রব্যাদি রকম।
নিত্যই কতই শত করে দরশন॥
নূতন নূতন সঙ্গে দিবানিশি বাস।
তথাপি বিদেশী দুঃখে সুদীর্ঘ নিশ্বাস॥
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ছাড়ে বদন মলিন।
ভাবে কবে পাবে পুন জনম-জমিন্॥
সেইরূপ প্রভুদেব নানা অবস্থায়।
পতিত যদিও তবু না ভুলেন মায়॥
নানান সাধনে নানা মূর্ত্তি আরাধনা।
কিন্তু জাগে হৃদে মার অতুল প্রতিমা॥
শ্যামার আনন্দময়ী পরমা মূরতি।
সমভাবে হৃদে তাঁর থাকে দিবারাতি॥
মা মা বোল অবিরত ফুটে শ্রীবদনে।
শ্যামা সকলের মূল ষোল আনা মনে॥
কখন রমণী-বেশ ধরিয়া আপুনি।
সখী-ভাবে সেবিতেন জগৎ-জননী॥
কখন-শ্যামায় হয় চামর ব্যজন।
কখন প্রণাম পদে দিয়া সচন্দন॥

মনেতে উদয় তাঁর যে ভাব যখন।
জীবের অবোধ্য সেই মত আচরণ॥
বুঝিতেন শ্যামা মায় সকলের সার।
যাবতীয় মূরতীর শ্যামাই আধার॥
শ্যামা তুষ্টে সব তুষ্ট তবে সিদ্ধ কায।
সর্ব্ব ঘটে একা শ্যামা করেন বিরাজ॥
সাকারা আকারহীনা অনন্ত অদ্ভুত।
যত অবতার শ্যামা-সিন্ধুর বুদ্বুদ॥
কুলকুণ্ডলিনী শ্যামা দ্বার দিলে ছেড়ে।
তবে জীবে যেতে পারে ইষ্টের গোচরে॥
ইষ্টস্বরূপিণী শ্যামা মাত্র রূপান্তর।
জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি গুণাদির শ্যামাই আকর॥
শ্যামা গৃহ, শ্যামা গৃহী, শ্যামা রাজা, রাণী।
দ্বারীরূপে দ্বার রক্ষা করেন আপুনি॥
শ্যামা সুপ্রসন্না অগ্রে না হইলে পরে।
নঙ্গর ফেলিয়া জীব দাঁড় টেনে মরে॥
মহাশক্তি রাখে যদি প্রচ্ছন্ন মায়ায়।
কোন্ কালে কোন্ বলে কে চৈতন্য পায়॥
বরাবর তাই প্রভু, প্রভু অবতারে।
নিজে ভজি দিলা শিক্ষা শ্যামা ভজিবারে॥
যদ্যপি উপমা কহ, ধরিয়া পুরাণ।
ভজিলে কি অন্য মূর্ত্তি নহে সিদ্ধ কাম॥
শুন মন বলি তোরে ঘুচাইতে ভ্রম।
অবতার ভেদে হয় স্বতন্ত্র নিয়ম॥
ভিন্ন ভিন্ন অবতারে, ভিন্ন শিক্ষা রীতি।
এবে যদি ভজ শ্যামা তবে হবে গতি॥
উপমায় বলিতেন প্রভু গুণমণি।
এখন দেশের কর্ত্তৃ ভিক্টোরিয়া রাণী॥
আইন বিধান করে শাসন কারণ।
এক প্রথা প্রচলিত না থাকে কখন॥
আজিকার নূতন, রদ হয় কিছু পরে।
কারণে করায় কর্ম্ম রোধিতে না পারে॥
দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে সেই মত।
অবতার ভেদে বিধি হয় প্রচলিত॥

এক বিধি ব্যর্থ হ'লে সময়ের ফেরে।
সদা পাপে রত জীব ধর্ম্ম যায় ছেড়ে॥
জীবের উদ্ধার আর ধর্ম্ম সংরক্ষণে।
উদয় নূতন অবতার ধরাধামে॥
ধরিয়া স্বতন্ত্ররূপ সেই ভগবান।
কালাদি প্রভেদে সৃষ্টি নূতন বিধান॥
এবে যদি ভজ মায়ে তবে পাবে পার।
স্পষ্ট শিক্ষা দিলা প্রভু ভবকর্ণধার॥
চাক্ষস উপমা লক্ষ কব পরে পরে।
বৈষ্ণব সাধনা শুন ভক্তি সহকারে॥
শুদ্ধ ব্রজ-ভাব হৈল শ্রীঅঙ্গে পূর্ণিত।
কানাই কানাই বলি কান্না অবিরত॥
কোথায় কানাই আর কানু কানু বলে।
কাঁদেন অধীর প্রাণ পড়ি ভূমিতলে॥
বিরহ-অনল-তাপ এত অঙ্গে উঠে।
যন্ত্রণায় গঙ্গাকূলে যাইতেন ছুটে॥
কাদায় দিতেন গড়াগড়ি বিলক্ষণ।
তথাপিহ গাত্রদাহ নহে নিবারণ॥
না দেখি, না শুনি হেন বিরহ বিকার।
সঘনে ডাকেন কোথা কানাই আমার॥
বক্ষঃদেশে করাঘাত খেদোক্তি অশেষ।
ভাবাবেশে বাহ্য হত, হ'ত অবশেষ॥
সে সময় করিতেন কৃষ্ণ দরশন।
ক্রিয়ায় প্রকাশ পায় তাহার লক্ষণ॥
বিদূরিত বিষম বিরহ দাবানল।
বদন প্রফুল্ল জিনি প্রফুল্ল কমল॥
ধরা মাছে পুনঃ যেন জলে দিলে ছেড়ে।
প্রভুও তেমতি মগ্ন কালিয়া পাথারে॥
বদন কিরণে হয় চাঁদকান্তি কাবু।
আনন্দ সলিলে নিরন্তর উঠুডুবু॥
মহাসুখে অবশাঙ্গ সুখময়রূপ।
দেখাব কেমনে এঁকে কলমে সে রূপ॥
যেমন রাখালবৃন্দ গোষ্ঠগোচারণে।
সাজাইত মনোমত মুরলিবদনে॥

বনফুলে রচি মালা পরাইত গলে।
ফুলের নূপুর দিত বাঁধি পদতলে॥
বনফুলে চূড়া বাঁশী সাজাইয়া দিত।
মাঝেতে কানাই রাখি সকলে নাচিত॥
বনফল মিঠা যেটী লাগে আস্বাদনে।
যেমন সোহাগে দিত কানুর বদনে॥
প্রভু করিতেন ভাবাবেশে সেই মত।
কখন ধরিয়া গাছ আলিঙ্গন হ'ত॥
বিরহে মিলনে হৃদে যেই মত হয়।
প্রভুর হইত তাই সময় সময়॥
বাৎসল্যে গোপাল বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
মাখন নবনী ছানা ধরিয়া শ্রীকরে॥
ছুটে ছুটে বুলিতেন হেতায় সেতায়।
আয় আয় খারে ননী বেলা ব'য়ে যায়॥
কখন সোহাগ কত লইয়া গোপালে।
বসিতেন মার মত, পুত্র যেন কোলে॥
হাসি পরিপূর্ণ আস্ত প্রফুল্ল হৃদয়।
হাসিরাশি যেন চাঁদ-কিরণ-আলয়॥
হইতেন কভু প্রভু পাগলের পারা।
ঝর ঝর ঝরে চোখে অনিবার ধারা॥
কত যে ঝরিল জল সাধন ভজনে।
বোধ যেন প্রস্রবণ গোপন নয়নে॥
কখন গোপাল বলি করাঘাত শিরে।
পলকবিহীন আঁখি দৃষ্টি বহুদূরে॥
পরে শ্রীমতীর অষ্ট সখীর সাধন।
না পারি করিতে তার তিলার্দ্ধ বর্ণন॥
নারীসম বেশভূষা করিতেন গায়।
শিরে ধরা পরচুলা বেসর নাসায়॥
ললাটে সিন্দূর ফোঁটা আঁখিতে অঞ্জন।
অধরে তাম্বুল দাগ অতি সুশোভন॥
কাণে কাণ-অলঙ্কার, কণ্ঠে কণ্ঠ-হার।
আগাগোড়া বাহুযুগে নানা অলঙ্কার॥
কটীদেশে চন্দ্রহার নুপুর চরণে।
পরিধানে পেশোয়াজ সুন্দর ধরণে॥

কাঁচলিতে আঁটা বুক উড়নিতে ঢাকা।
ব্রজ গোয়ালিনীদের যেন যায় দেখা॥
ধনবান ভক্ত সঙ্গে সদা শ্রীমথুর।
তখনি যোগায় যাহা আজ্ঞা শ্রীপ্রভুর॥
প্রভুদেব এইরূপে রমণীর বেশে।
আচরিলা দাসী-সেবা শ্রীমতী উদ্দেশে॥
বলিতেন কর দয়া রাই ব্রজেশ্বরী।
বিহনে তোমার কৃপা, তব বংশীধারী॥
অধিকারী কেহ নয় করিতে দর্শন।
করুণ কটাক্ষে রাই কর নিরীক্ষণ॥
গোপীশিরোমণি তুমি শ্যাম সোহাগিনী।
মহাভাবাময়ী মহাভাবপ্রসবিনী॥
শ্যাম-হৃদি-বিহারিণী প্রেমময়ী রাই।
তুমি মাত্র কানাইর, তোমার কানাই॥
বারেক দেখাও রাই শ্যাম প্রাণধনে।
লব না ছোবনা মাত্র দেখিব নয়নে॥
পরাণ কেমন করে শ্যামে নাহি দেখি।
দেখায়ে বারেক দেহ, দেহে প্রাণ রাখি॥
রহে না মানে না প্রাণ না হেরি গোবিন্দ।
শ্যামসহ দেহ রাই চরণারবিন্দ॥
দেখাইয়া চিরদাসী কর অভাগিরে।
কাতরে কিঙ্করী ভিক্ষা মাগে বারে বারে॥
দেহ ছেড়ে গেছে প্রাণ ওষ্ঠাগত এবে।
কৃপা না করিলে নারী-হত্যা পাপ হবে॥
কাকুতি মিনতি কত উন্মত্তের পারা।
অবশেষে হইতেন বাহ্যজ্ঞান হারা॥
কখন আপনে তাঁর রাই জ্ঞান হ'ত।
শ্যামের বিরহে প্রাণ ফাটিয়া যাইত॥
সদাই উদ্বিগ্ন চিত অধীর পরাণ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হয় বিরহের গান॥
অপর অপর সব সখী সম্বোধিয়া।
প্রকাশ করেন ভাব গাইয়া গাইয়া॥
শ্যামের নাগাল যদি নাহি পেনু সই।
বল তবে কিবা সুখে ঘরে আর রই॥

শ্যাম যে আমার সই নয়নের তারা।
তিল আধ না দেখিলে হই দিশাহারা॥
যদ্যপি হইত সই শ্যাম শির-চুল।
যতনে বাঁধিতু দিয়া বকুলের ফুল॥
সদা দেখিবারে সাধ বিকল পরাণি।
ইতিউতি চাই যেন বনের হরিণী॥
এমতে গাইতে গান বাহ্যজ্ঞান যেত।
মিলন লক্ষণ সুখ বদনে ফুটিত॥
শ্রীপ্রভুর তনুখানি স্বচ্ছ কাচ প্রায়।
ভিতরে যা উঠে তাহা উপরে বেরায়॥
সঙ্কট অবস্থাপন্ন সাধনা সময়।
ঘন ঘন অচেতন বাহ্য নাহি রয়॥
মথুর উৎকণ্ঠ প্রাণ তাহার কারণে।
পাছে ঘটে অমঙ্গল যতন বিহনে॥
ধরা মাঝে ধন্য ভক্ত মথুর বিশ্বাস।
করযোড়ে পদরেণু মাগে ক্রীতদাস॥
গুরু-রত্ন যত্ন রত্ন ভিক্ষা দেহ মোরে।
দণ্ডবৎ পদানত অধম কিঙ্করে॥
যত্নে রাখিবারে তাঁয় এতেক ভাবিয়া।
জানবাজারের ঘরে গেলেন লইয়া॥
সদা সচকিত থাকে সহ পরিবারে।
বাহিরে না রাখি তাঁয় রাখিল অন্দরে॥
যেমন মথুর ভক্ত সমযোগ্য তাঁর।
ভক্তিমতী জগদম্বা পরে পরিবার॥
কন্যাগণ বিলক্ষণ ভক্তি ঘটে ধরে।
যেন পিতৃ-মাতৃ-রক্ত বহমান শিরে॥
সকলে সমান ভাবে যত্ন করে অতি।
ভকত-আকর ঠিক মথুর-বসতি॥
দিনরাতি রাখে তাঁয় আঁখির উপরে।
শয্যা রচে আপনার শয়ন আগারে॥
প্রভুরে সরম লাজ নাহি আসে কার।
স্ত্রীলোক দেখিত তাঁয় স্বজাতি তাহার॥
প্রভুরে পুরুষ জ্ঞান কভু না হইত।
নারী সনে বর্ণে বর্ণে সমান মিলিত॥

পুরুষ আকার প্রভু, পুরুষ প্রধান।
রমণী বলিয়া কেন রমণীর জ্ঞান॥
সমস্যা বুঝিতে যদি সাধ হয় মন।
বিরলে বসিয়া স্মর প্রভুর চরণ॥
ক্ষীণ হীন নর বুদ্ধি হেয় অতিশয়।
অবিরত পাপে রত কুঞ্চিত হৃদয়॥
নীচমুখে মনোভাব দৃষ্টি অধতলে।
নারকী-কামনা শিরে খেলে পলে পলে॥
কামিনীকাঞ্চন-বেগে সংজ্ঞাহীন ঘুরে।
যেন তৃণ ঘূর্ণিপাকে নদীর ভিতরে॥
কাদা মাখা পাঁকে মগ্ন তেজহীন মন।
তার সঙ্গে লীলা দেখা না হয় কখন॥
চাই শুদ্ধ সৎবুদ্ধি যাহার গোচর।
সত্যময় শুদ্ধময় পরম ঈশ্বর॥
তাই বলি স্মর প্রভু সরল পরাণে॥
যদি থাকে সাধ তাঁর লীলা দরশনে।
অদ্ভুত এ লীলা খেলা বুঝে উঠা ভার।
প্রকৃত রমণী প্রভু পুরুষ আকার॥
ভিতরে ঢুকিতে মন বুদ্ধি যায় ছলে।
রমণীর ভাব ধর্ম্ম সাধনার বলে॥
কায়মনোবাক্যে খেলে ভাব ধর্ম্ম রীতি।
কে চিনে পুরুষ, প্রভু প্রকৃত প্রকৃতি॥
সৃষ্টিছাড়া তাঁর কর্ম্ম, কিসে নরে বুঝে।
বদলে ব্রহ্মার সৃষ্টি সাধনার তেজে॥
বিশেষিয়া বলিবারে না পারিনু মন।
সুগোপ্য বিষয় প্রভুভক্তের বারণ॥
অদ্ভুত সাধনা কৈলা প্রভু পরমেশ।
দিবারাতি এ সময় রমণীর বেশ॥
নারী বিনা নর-জ্ঞান নাহি আসে মনে।
ঘন ঘন বাহ্য হারা হ'ত এ সাধনে॥
বাহ্যহারা কারে বলে সেবা কি রকম।
শুনিলে না রয় বাহ্য অকথ্য কথন॥
শুন মন এক মনে ভক্তিসহকারে।
অনর্থের মূল যাহা জন্মে যাবে ছেড়ে॥

চোখে চোখে রাখে তাঁরে যত পরিবার।
একদিন শুন কিবা হইল ব্যাপার॥
সদর মহলে প্রভু আইলা বাহিরে।
বলিতে দারুণ কথা পরাণ বিদরে॥
উপবিষ্ট এক ধারে প্রভু পরমেশ।
বিভোর বিভোর অঙ্গ, ভাবের আবেশ॥
বাহ্যিক চেতনহীন, কেহ নাহি জানে।
অতিশয় অনাবিষ্ট ভৃত্য এক জনে॥
অগ্নিবর্ণ গুলে ভরা কলিকা লইয়া।
দ্রুতপদে যেতে যেতে সেই পথ দিয়া॥
ফেলে এক ধরা গুল রক্তিম বরণ।
যেখানে প্রভুর পিঠ কাঁধে সংলগন॥
বারে বারে কত যে সহেন নারায়ণ।
পাপে রত ভ্রষ্ট জীব উদ্ধার কারণ॥
বিশেষতঃ আগাগোড়া কষ্ট এইবারে।
জানি না পাষাণ কেশ স্থষ্টির ভিতরে॥
নাহিক মমতা দয়া, হৃদয় অটল।
শুনিয়া থাকিতে পারে, না ফেলিয়া জল॥
মায় যেন সয় কষ্ট অকাতর-প্রাণে।
সন্তানের এক তিল মঙ্গল সাধনে॥
সাধন ভজনে তেন প্রভু পরমেশ।
জীবের মঙ্গল হেতু সহিলা অশেষ॥
কষ্টে নহে পরাঙ্মুখ নহে ক্ষুণ্ণ মন।
বরঞ্চ সন্তুষ্ট কষ্টে, জীবের কারণ॥
দুক্কর বেলায় যেন ঘড়ির দুকাঁটা।
তেমতি তাঁহার মন ব্রহ্মে সদা আঁটা॥
সমাধি হইলে মন ব্রহ্মে হয় যোগ।
সমাধির ফল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ॥
সে আনন্দ-তুচ্ছ করি-সমাধির আগে।
বাসনা করিয়া থাকিতেন নীচ ভাগে॥
স্বেচ্ছায় সহিয়া কৈলা জীবের কল্যাণ।
অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু ভগবান॥
শিবময় দয়াময় মঙ্গলস্বরূপ।
জীবের কল্যাণ যাঁর ব্রত এইরূপ॥
ত্রাতা, পাতা, রক্ষাকর্ত্তা, করুণাসাগর।
কেন তাঁয় নাহি চায় জীব দুপামর॥
কিবা জীব, হেন জীব, জীব যেবা নামে।
কে বল গড়িল তায় কোন্ উপাদানে॥
যে আদরে, মারে তায় ফেলে মহাপাকে।
যে মারে, আদরে ধরি বুকে তায় রাখে॥
ফেলে রত্ন সম্পদ বিপদ বন্ধুজন।
যত্ন করে রাঙ্গা নুড়ি, দারা পুত্র ধন॥
পতিতউদ্ধারণ প্রভু সৎবুদ্ধি-দাতা।
জ্ঞানের জনক, সেবাপ্রেমাভক্তিমাতা॥
কৃপা কর কৃপাকর হর অন্ধকার।
দেহিমে চৈতন্যরত্ন সকলের সার॥
করিয়াছ ক্ষুদ্র জীব, তাহে নাহি ক্ষতি।
রাখিও অভয় পদে ষোল আনা মতি॥
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যেন ডাকিবারে পারি।
অকুল পাথারে, কোথা ভবের কাণ্ডারী॥
হেথা অগ্নিবর্ণ গুলে পিঠ পুড়ে যায়।
চর্ম্ম-দগ্ধ-গন্ধ সবে আঘ্রাণেতে পায়॥
সতর্ক নয়নে সবে দেখে চারি ধারে।
বলে এত গন্ধ কিসে, কি পুড়ে কি পুড়ে॥
কোন মতে কেহ কিছু না পায় সন্ধান।
মথুর দেখিল বাহ্যহারা ভগবান॥
শ্রীপ্রভুর ভাব যেন শ্রীমথুর জানে।
তাড়াতাড়ি আসিলেন তাঁর সন্নিধানে॥
বাহ্য আনিবারে কাণে দেন কালীনাম।
কতক্ষণ পরে আসে কিঞ্চিৎ গিয়ান॥
এখন এমন যেন সিদ্ধি খেলে পরে।
এই ক্ষণে আসে হুঁস, পরক্ষণে ছাড়ে॥
অবিরাম কালীনাম দেন কর্ণমূলে।
নাহি জানে শ্রীপ্রভুর পিঠ পুড়ে গুলে॥
ক্রমশঃ প্রকাশ বাহ্য পায় পরে পরে।
প্রভুরও নাহিক সাড়া পিঠ যায় পুড়ে॥
প্রভুর সমাধি-কথা বল কে বুঝিবে।
ছিল দেহভাব লুপ্ত, সম্বা এল এবে।

দেহেতে নামিলে মন, জড় জড় স্বরে।
বলিলেন পিঠ কেন চিন্ চিন্ করে॥
পিঠ দেখি মথুরের পরাণ আকুল।
ভিতরে ঢুকেছে অগ্নিবর্ণ লাল গুল॥
মুখে নাহি সরে কথা দেখিয়া ব্যাপার।
অমনি টানিয়া আনে হাতে আপনার॥
বলে ভাল যত্ন হেতু আনিনু ভবনে।
কি হ'ল কি হ'ল কালী রক্ষা কর দীনে।
যত দিন দগ্ধ স্থান নাহি গেল সেরে।
সবে মিলে ঘেরে তাঁরে রাখিল অন্দরে॥
মথুর দেখেন তাঁয় জীবন-জীবন।
তৎক্ষণে তাই করে, যে আজ্ঞা যখন।
ভক্তিমতী জগদম্বা ভক্তি করে তাঁয়।
সাজাইত মনোমত ফুলের মালায়॥
প্রভুর তেমতি কৃপা তাঁদের উপর।
ধরাধামে ধন্য শ্রীমথুর ভক্তবর॥
পরিবার সহ বাস ল'য়ে নরহরি।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু করুণকাণ্ডারী॥
ধন, জন, দাস, দাসী পুরবাসিগণ।
ভক্তিমতী দারা যত নন্দিনী নন্দন॥
আপনার বলিতে আছিল তার যত।
প্রভুর সেবায় হয় সকল প্রদত্ত॥
কোটি কোটি দণ্ডবৎ মথুর-চরণে।
প্রভু রামকৃষ্ণভক্তি ভিক্ষা দেহ দীনে॥
লোহা যেন সোণা হয় পরেশ পরশে।
মথুর হইল তেন প্রভু সহবাসে॥
পৃষ্ঠদেশে দগ্ধ স্থান ভাল হ'ল পর।
ফিরিয়া আইলা প্রভু দক্ষিণসহর॥
শান্ত দাস্য সখ্য আদি বাৎসল্য মধুর॥
পঞ্চভাবে সাধনা সম্পূর্ণ শ্রীপ্রভুর॥
ব্রাহ্মণী উন্মত্তা এবে প্রভু কৃপাবলে।
নানা ভাব-বেগ হৃদে স্রোত ব'য়ে চলে॥
যখন যে ভাব হৃদে হয় জাগরণ।
প্রভু সনে করে সেই মত আচরণ॥
পরিচয় আরে মন না আসে কথায়।
ব্রজভাবে কিবা ভাব, পাষাণ গলায়॥
যখন বাৎসল্য ভাব, হৃদয়ে সঞ্চার।
প্রভুরে দেখিতে ঠিক গোপাল তাঁহার॥
ভিক্ষা মাগিবার তরে ঘরে ঘরে যায়।
গোপাল গোপাল বলি কাঁদে উভরায়॥
ভিক্ষা-দ্রব্য বিনিময়ে মাখান নবনী।
আনিয়া প্রভুর মুখে দিতেন ব্রাহ্মণী॥
স্নেহে গর গর হৃদি মুখ পানে চায়।
কাছে রহে, নহে ইচ্ছা যাইতে কোথায়॥
ভিক্ষায় না গেলে নয় তাই হয় যেতে।
নবনী ছানার হেতু প্রভুরে খাওয়াতে॥
গোঠেতে আটক বৎস, গাভীর মতন।
ব্রাহ্মণীর কোন খানে নাহি থাকে মন
বিরহের গান গায় বিষম উচ্ছ্বাসে।
চক্ষে ঝরে জল ধারা বক্ষঃ যায় ভেসে॥
এমন হৃদয়-দ্রব-ঠামে গীত গায়।
মানুষ সামান্য কথা পাষাণ গলায়॥
কেঁদে কেঁদে যায় ভেসে সুখের সাগরে।
বলিতে নারিনু কিবা ব্রজভাবে ধরে॥
প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ সুদুর্লভ ধন।
কোটির মধ্যেতে যদি পায় এক জন॥
বৃথায় জনম, বৃথা নরদেহ ধরা।
কৃষ্ণ অনুরাগে যদি না হইল হারা॥
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ধন প্রভু অবতারে।
অহেতুক কৃপানিধি দিল মুঠা ভ'রে॥
মাণিক রতন নিধি মণি যার নাম।
যে না চিনে তার কাছে আছে কিবা দাম
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত বদ্ধজীবগণ।
বুঝে কৃষ্ণভক্তি তুচ্ছ তৃণের মতন॥
প্রেমভক্তি আস্বাদনে কিবা মিঠা লাগে।
কি তার সুতার ভরা আছে অনুরাগে॥
আজন্তেই বোধ নাই আসক্তির প্রাণে।
সন্তুষ্ট বিষের কীট হলাহল পানে॥

গুরুবাক্য মহামন্ত্র হৃদয়ের ক্ষেতে।
কৃপায় জগৎ গুরু দেন যার পুঁতে॥
আঁতে আঁতে গাঁথে তার বেড়াজাল মূল।
বীজমন্ত্র দেয় তুলে অঙ্কুর অতুল॥
পুষ্টি হেতু চারা গাছে দুখানি নয়ন।
ধীরে ধীরে মূলে করে বারি বিসিঞ্চন॥
মজার রসের গাছ রসে রসে বাড়ে।
প্রশারি প্রশাখা শাখা ত্রিভুবন বেড়ে॥
লোকে জানে হৃদিক্ষেত অল্প আয়তন।
অলীক সেকথা, তার মধ্যে ত্রিভুবন॥
আঁখি ঢালে তত জল, যত টানে মূল।
ডগে ডগে ফুটে বিশ্ব-বিনোদিনী ফুল॥
আকুল পরাণ এত সৌরভের বল।
গাছের যে কাছে যায় সে হয় পাগল॥
বিশ্বগন্ধা কুসুমের কর্ণিকা ভিতরে।
অনুরাগ, ভক্তি, প্রেম তিন ফল ধরে॥
তিন রূপ ফল কিন্তু এক আস্বাদন।
এক আস্বাদনে তবু বিবিধ রকম॥
বিষম হিঁয়ালি মন কি দিব বুঝায়ে।
আগাগোড়া ইক্ষুগাছা গোটা দেখ খেয়ে॥
বড়ই সুন্দর গাছ কিবা কব তার।
মূলে ডগে চলে বেগে রসের জুয়ার॥
কখন গম্ভীর স্থির ফুলপত্র পোষে।
কখন হইয়া ফল, ফল সঙ্গে মিশে॥
অনুরাগে বেগবতী, থাকে ভক্তি হ'লে।
সাগর সঙ্গমে প্রেম, সঙ্গে যায় মিলে॥
প্রেমে রসে মিশে গেছে ব্রাহ্মণী এখন।
শুন রামকৃষ্ণকথা মঙ্গলকথন॥
বহুদিন অদর্শন ছিল শ্রীপ্রভুর।
ঘরে ল'য়ে গিয়াছিল ভকত মথুর॥
এবে পুরী মধ্যে তাঁর শুনি আগমন।
ব্রাহ্মণী হইল প্রায় বিহীন চেতন॥
দর দর বারিধারা বহে দুনয়নে।
সবেগে বাৎসল্য ভাব সমুদিত মনে॥

কতক্ষণে চন্দ্রাননে নবনী মাখন।
প্রভুরে করিয়া কোলে করিবে অর্পণ॥
উচাটন মন, স্থির কিসেও না আর।
পরা বারাণসী শাড়ী গায় অলঙ্কার॥
হাতে থাল পরিপূর্ণ ছানা ননী ক্ষীর।
শ্রীপ্রভুর দরশনে হইল বাহির॥
ধরে কৃষ্ণ বিচ্ছেদের প্রভাসের গান।
ভাবেতে ব্রাহ্মণী নন্দরাণীর সমান॥
পাগলিনী সম গায় ভাসে আঁখি জলে।
যে শুনে সে কাঁদে আর সঙ্গে এসে মিলে॥
পুরীর ফটক দ্বারে যবে উপনীতা।
চারিধারে বামাদলে ব্রাহ্মণী বেষ্টিতা॥
যেই দেখে, শুনে, হয় সেই বিমোহিত।
গাইতে লাগিল নিম্নলিখিত সঙ্গীত॥

দ্বারে দাঁড়ায়ে আছে তোর মা নন্দরাণী। তোরে নিতে আসি না দেখে যাব চাঁদ বদন খানি॥ আয়রে কোলে, দিব তুলে বদনে সর ননী॥

তিল আধ প্রাণ যদি থাকে তোর মন।
ব্রাহ্মণীর হৃদি-ভাব কর বিলোকন॥
কোথায় গিয়াছে ভেসে কোথা তার প্রাণ।
কি সুখলহরী মধ্যে এবে ভাসমান॥
কি আর রেখেছে দেখ আপনার ঘরে।
মহাপ্রেমে গেছে গ'লে প্রেমের পাথারে॥
হায়রে তপস্বী মহাঋষি মুনিগণ।
ত্রিভুবন সর্বজন আরাধ্যচরণ॥
আজীবন অনশন তরুতলে বাস।
অবিরত নানা ব্রত কঠোর সন্ন্যাস॥
প্রয়াস কেবল মাত্র তুচ্ছধন হেতু।
ত্রিতাপ সন্তাপ ভয়ে হ'য়ে অতি ভীতু॥
যোগানন্দ ব্রহ্মানন্দ সুখ দুঃখ পার।
হ'ল না দেখিতে সাধ ব্রজের ব্যাপার॥

তুলনায় কি আনন্দ যোগানন্দ ধরে।
যে আনন্দ গোপিনীর এক বিন্দু নীরে॥
ব্রজের রহস্য কথা পরম কৌতুক।
সুখে দেখে সুখ নয়, দুঃখে মহাসুখ॥
কিছুই না পায় সুখ সহাস্য বদনে।
পরম আনন্দ তার কেবল রোদনে॥
ঢালিয়া আঁখির জল ব্রাহ্মণী হেতায়।
সুবেষ্টিতা বামাদলে ধীরে ধীরে যায়॥
গায় প্রেমমাখাগান, মুগ্ধ যেই শুনে।
ভাব-বেগে বদ্ধ গতি, মাঝে মাঝে থামে॥
একে রমণীর কণ্ঠ, মিষ্টকণ্ঠা তায়।
তদুপরি প্রেম বেগ, রাগে বাহিরায়॥
কিবা কান্তিমাখা গায় চেহারা কেমন।
আঁকিতে নারিনু ধরি কাঠির কলম॥
সুপামর চিত্রকর, চিত্রের নাই হাত।
বর্ণহীন পুঁজি মাত্র কালির দুয়াত॥
অন্তর বুঝিয়া তুমি কর দরশন।
কি ঠামে চলিয়া যায় ব্রাহ্মণী এখন॥
কটক হইতে প্রায় দশ বিঘা দূর॥
যেখানে একত্রে প্রভু, হৃদয়, মথুর॥
হৃদয় মথুর স্বর শুনিবার আগে।
ব্রাহ্মণীর প্রেমমাখা গীত গিয়া লাগে॥
মহাবেগে বাণ সম প্রভুর শ্রবণে
বাহ্যগেল সমাধিস্থ হৈলা সেইক্ষণে॥
পশ্চাৎ মথুর শুনি কহিল হৃদয়ে।
কেবা গায় মিষ্ট গীত দেখ না এগিয়ে॥
হৃদয় একত্রে দেখে নারী কয় জনা।
তার মধ্যে ব্রাহ্মণীরে নাহি যায় চেনা॥
আভরণে, রঙ্গিন বসনে সজ্জা করা।
লুকায়েছে তার মধ্যে তাহার চেহারা॥
ব্রাহ্মণী নিকটে আসি করে নিরীক্ষণ।
সমাধিস্থ প্রভুদেব নাহিক চেতন॥
ব্রাহ্মণীও অচেতন, প্রায় ভূমে পড়ে।
থাল সহ হৃদয় যাইয়া তার ধরে॥
কিছু পরে ব্রাহ্মণী সম্বিত পেয়ে উঠে।
বিভোর শ্রীপ্রভুদেব নেশা নাহি ছুটে॥
শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে বসিল ব্রাহ্মণী।
অবিরল ঢালে জল নয়ন দুখানি॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভাবের বিহ্বলে।
শিশু সম বসিলেন ব্রাহ্মণীর কোলে॥
থালা থেকে ল'য়ে ননী হৃদয় আপনে।
টুকু টুকু তুলে দেয় প্রভুর বদনে॥
পঞ্চমবর্ষীয় বয়ঃ বালক সমান।
ব্রাহ্মণীর কোলে বসি ননী সর খান॥
আসক্তির দাস মন দেখ আঁখি মিলে।
কিছার কাঞ্চন-নারী, লয়ে আছ ভুলে॥
ব্রাহ্মণীর কোলে কিবা দৃশ্য করে খেলা।
ধরিয়াছে ধরাতল বৈকুণ্ঠের মেলা॥
বিনা পণে দরশনে না হইল সাধ।
এবা কিবা নরবুদ্ধি অতি পরমাদ॥
দ্রবময়ী ব্রহ্মবারি জলাধারে ভরা।
জীবের জীবন রস সুরমা চেহারা॥
স্বভাব-সুলভ ভাবে সদা আছে গ'লে।
উথলায় যেন তায় পবন হিল্লোলে॥
তেমতি রসেন্দু সিন্ধু প্রভু ভগবান।
ভক্ত-ভাব-বাতে তাহে তুলিছে তুফান॥
বিশেষতঃ শ্রীপ্রভুর বৈষ্ণব সাধনে।
ব্রাহ্মণী ভকতিমুখী ভক্তি তাল চিনে॥
বিষম রগড় বড় তুলেন ব্রাহ্মণী।
একমনে শুন মন কহিব কাহিনী॥
কখন গোপিনী বেশ সুন্দর দেখিতে।
আনন্দ-লহরী ধরা আছে ডান হাতে॥
মাতোয়ারা হ'য়ে গায় (নীচে লেখা) গান।
যে শুনে তাহার হয় দ্রবীভূত প্রাণ॥

আয় গো আয় গোষ্ঠে
গোচারণে যাই।
শুন্‌চি নিধুবনে, রাখাল রাজা
হবেন রাই, হায় শুন্‌তে পাই॥

পীত ধড়া মোহন চূড়া, রাইকে
পরাবে, হাতে বাঁশরি দিবে—
রাইকে রাজা সাজাইয়ে,
কোটাল হবে প্রাণ কানাই।
ললিতা বিশাখা আদি অষ্ট সখীগণ,
রাখাল হবে পঞ্চজন—
তাঁরা আবা দিয়ে বনে বনে,
ফিরাবে ধবলী গাই॥

কখন পুরুষবেশ নাহি কোন লাজ।
প্রিয়-দরশন গায় বাউলের সাজ॥
কোমরেতে বাঁধা ডুগি বাজে তালে তালে।
গোরাগুণগীত গায় ভক্তিরসে গ'লে॥

গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন,
এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥
মনে করি ডুবে তলিয়ে র'ই,
গৌরচাঁদের প্রেম-কুমীরে
গিলেচে গো সই।
এখন ব্যথার ব্যথী কে আর
আছে, হাত ধরে টেনে তোলায়।

প্রভু হন বাহ্যহারা ব্রাহ্মণীর গানে।
তখনি অমনি যেইক্ষণে ঢুকে কাণে॥
ভাবময়ী ভক্তিময়ী ব্রাহ্মণীর দেহ।
মানবী আকার কিন্তু মহাদেবী কেহ॥
অদ্ভুত অদ্ভুত নর-নারী নানা-বেশে।
সময়েতে শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে আসে॥
ভক্তি সহকারে মন শুন একমনে।
কলিকাল, সত্য সম প্রভুরাগমনে॥
দলে দলে ধরাতলে দেবদেবীগণ।
ধরি নরদেহ করে প্রভু দরশন॥

পরিচিত ব্রাহ্মণীর কিছু আগেকার।
চন্দ্র নাম, বিষ্ণু অংশে জনম তাঁহার॥
রজভাবে ভরা হৃদি ভোগের বাসনা।
অঙ্গকান্তি পরিচ্ছদে মন ষোল আনা॥
নয়নরঞ্জন-অঙ্গে সুন্দর গড়ন।
বৈষ্ণব-বিভূতি তায় আছে বিলক্ষণ॥
গোপনে লিখিয়া পত্র পাঠায় ব্রাহ্মণী।
কোথায় এখন কি বা পেয়েছেন তিনি॥
বিশেষিয়া বিবরিয়া শক্তি যত দূর।
কিবা প্রভু রামকৃষ্ণ দয়াল ঠাকুর॥
আর অনুরোধ পত্রে করিল তাহারে।
ত্বরা করি আসিবারে দক্ষিণসহরে॥
এখানেতে একদিন প্রভুর নিকটে।
কথায় কথায় তাঁর নাম গেল উঠে॥
যেমন চন্দ্রের নাম করিল ব্রাহ্মণী।
অমনি কহিলা প্রভু আমি তারে জানি॥
বিষ্ণু অংশে জন্ম তার, দেখিয়াছি তারে।
বিষ্ণুচক্রযুক্ত এক শিলার ভিতরে॥
পুনশ্চ ব্রাহ্মণী কহে প্রভুর সাক্ষাৎ।
একবার দেখিয়াছি তার চারিহাত॥
নানাবিধ কথোপকথন হৈলে সায়।
ব্রাহ্মণী চলিয়া গেল নিজের বাসায়॥
আছিল প্রভুর রীতি হৃদয়ের সনে।
দেখিবারে ব্রাহ্মণীরে তাহার আশ্রমে॥
যাইতেন প্রীতিভরে মাঝে মাঝে প্রায়।
এবার না যান আর, বহুদিন যায়॥
ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণীর পত্রমর্ম্মে জানি।
পরমদেবতা প্রভুদেবের কাহিনী॥
আইল সত্বর চন্দ্র ব্রাহ্মণীর ঠাঁই।
না জানেন কোন বার্ত্তা জগৎ-গোঁসাই॥
আপনার কাছে চন্দ্রে রাখিয়া গোপনে।
ব্রাহ্মণী পাঠায় বার্ত্তা প্রভু-সন্নিধানে॥
আসিবারে একবার আশ্রমে তাঁহার।
বহুদিন গেল কেন নহে আসা আর॥

প্রভুর শ্রীমুখে আগে শুনেছে ব্রাহ্মণী।
যে তোমার চন্দ্র আমি তারে ভাল চিনি॥
লেগেছে বিস্ময় বাক্যে ব্রাহ্মণীর প্রাণে।
আগে দেখা পরে চেনা, না দেখে কে চেনে॥
দেখিতে রহস্য কিবা, চন্দ্রে রাখি ঘরে।
অন্নাদি ব্যঞ্জন রাঁধে বাহির দুয়ারে॥
হেনকালে উপনীত প্রভু নারায়ণ।
দূরে থেকে ঘরে চন্দ্রে করি নিরীক্ষণ॥
এসেছ এসেছ চন্দ্র এতেক কহিয়া।
ওহে চন্দ্র, চন্দ্র বলি ডাকেন চেঁচিয়া॥
নীরব ব্রাহ্মণী চন্দ্র নাহি দেয় সাড়া।
এমন সময় প্রভু হৈলা বাহ্যহারা॥
তাড়াতাড়ি এখন আসিয়া চন্দ্রনাথ।
সবলে ধরিল তেড়ে শ্রীপ্রভুর হাত॥
ভাব ভঙ্গে, ঈষৎ আবেশ মাত্র গায়।
বলিলেন ওহে চন্দ্র চিনেছি তোমায়॥
চন্দ্রনাথ কয় তাঁয় উত্তর বচনে।
চিনিয়াছ? এতদিন ভুলে ছিলে কেনে॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় প্রভু কৈলা প্রত্যুত্তর।
চন্দ্র কহে, অন্য কেবা তুমিই ঈশ্বর॥
শ্রীপ্রভু বলেন আমি এবে দেহধারী।
ভুল হয়, সদা ঠিক রাখিতে না পারি॥
চন্দ্রের আছিল আর এক শক্তি গায়।
উড়িয়া যাইতে পারে বাসনা যথায়॥
কামতৃপ্তি হেতু করে শক্তির চালনা।
বারে বারে প্রভু তায় করিলেন মানা॥
শ্রীআজ্ঞায় অনাবিষ্ট দেখিয়া তাহারে।
টানিয়া লইলা শক্তি নিজের শরীরে॥
চন্দ্র হৈল বিষহীন ভুজঙ্গের প্রায়।
সরোদনে শ্রীচরণে লুটালুটি খায়॥
রামকৃষ্ণ লীলা অতি মধুর কথন।
শুন অতঃপর কিবা পশ্চাৎ সাধন॥
সমকালে প্রচলিত কর্ত্তাভজা মত।
ভগবানে যাইবার পিছলিয়া পথ॥
যাদুকরী নারীসহ সাধন প্রণালী।
বড়ই সহজে যায় চরণ পিছলি॥
বিশেষে এ কলিকালে মানুষের মন।
নাহি জানে অন্য, বিনা কামিনী কাঞ্চন।
মূর্ত্তিমতী অবিদ্যা এতেক শক্তি তার।
নরলোকে বসায়েছে ভেড়ার বাজার॥
এক ছত্রে ধরাতল করিছে শাসন।
অধিকার করিয়া ধর্ম্মের রত্নাসন॥
প্রজাগণ ল'য়ে মন, প্রাণ বুদ্ধি স্মৃতি।
যুক্তকরে দেয় কর তায় দিবারাতি॥
বিশেষে কামিনীকায়া না যায় বাখানি।
প্রকৃত সাগরস্থিত চুম্বকের খনি॥
লৌহা পাতে তলা মোড়া তরীরূপ নরে।
পাইলে অমনি তায় ডুবায় পাথারে॥
প্রভু বলিতেন দেব মায়ারূপা মেয়ে।
যাহা ছিল ঘরে, দিল সমুদায় খেয়ে॥
পদে পদে উপদেশ দিলা ভগবান।
কামিনী কাঞ্চন যথা রহ সাবধান।
ঘুন রূপা কামিনী যদ্যপি গিয়া পশে।
জারা জারা করে কাঁচা নররূপ বাঁশে॥
হেন মেয়ে ল'য়ে যথা সাধনা-উপায়।
কোটির ভিতরে কটা লোক বেঁচে যায়॥
প্রভু বলিতেন এই মত নহে সোজা।
কামিনী হিজড়া হবে নর হবে খোজা॥
তবে হবে কর্ত্তা ভজা, না হইলে নয়।
সাধনার মধ্যে ইহা শক্ত অতিশয়॥
এমতে আরম্ভ এবে প্রভুর সাধন।
সঙ্গে সঙ্গে প্রায় থাকে বৈষ্ণবচরণ।
এই মত বলবৎ বৈষ্ণবের প্রাণে।
প্রভুরে লইয়া যায় কাছিরবাগানে॥
এইখানে কর্ত্তাভজাদের আড্ডাস্থল।
এ সময় সম্প্রদায় বড়ই প্রবল॥
কর্ত্তা লোকে, ভজে যারা, স্থসরল প্রাণে।
সহজ পুরুষ তারা দেখে ভগবানে॥

চরণ-অঙ্গুলি চুষে, চরণ কৃপায়।
চরণ ধরিয়া প্রেমে চরণে লুটায়॥
সবার ঠাকুর প্রভু ব্রহ্ম সনাতন।
সকলে চরণ পায় যে চায় চরণ॥
রামকৃষ্ণ অবতার পরম দয়াল।
হইলেও অতি ক্ষুদ্র সে পায় নাগাল॥
ফল-ভরে বৃক্ষ যেন নীচে নেমে পড়ে।
সেই মত প্রভুদেব করুণার ভারে॥
ঢালিয়া কৃপার ধারা সাধকের দলে।
ফিরিলেন সেই দিন আপনার স্থলে॥
শ্রীপ্রভু অপেক্ষা তাঁর করুণার বল।
যাহায় করেছে তাঁর পুকুরের জল॥
অতি সোজা, অনায়াসে সহজেই মিলে।
যোগেশ দুষ্প্রাপ্য তাঁর চরণযুগলে॥
দলে দলে মধুলুব্ধ মধুপের প্রায়।
মহামত্ত গোটা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়॥
নানান অবস্থা ভুক্ত পুরুষ রমণী।
দক্ষিণসহরে করে নিত্যই মেলানি॥
সাজাইয়া ফুলহারে মনের মতন।
মাঝে রাখি প্রভুদেবে করিত বেষ্টন॥
এ হেন সময় আর এক কথা শুনি।
গুপ্তমুখী কত শত কুলের কামিনী॥
মিষ্টি সহ মিঠা ফল আনিয়া গোপনে।
পরম সোহাগে দিত প্রভুর বদনে॥
পরিপক হ'লে ফল গাছেতে যেমন।
বিবিধ স্বভাবযুক্ত বিবিধ বরণ॥
অগণন বিহঙ্গম বাসা দূরদেশে।
পাইয়া ফলের গন্ধ, ফল খেতে আসে॥
যেমন উদর যার, সেইমত খায়।
ক্ষুধা মিটাইয়া পরে স্ববাসে পালায়॥
ঠিক তাই বিবিধ সম্প্রদায়ভুক্ত দল।
প্রভু বাঞ্ছাকল্পগাছে খায় পাকা ফল॥
এক গাছে যত ফল একই রকম।
সমান আকার, বর্ণ এক আস্বাদন॥
সব বিহঙ্গম তৃপ্তি নাহি পায় তায়।
বিজাতীয় ফল দেখি স্থানান্তরে যায়॥
কল্পগাছ তেন নয় এক গাছ বটে।
ভিন্ন ভিন্ন ফল তার ভিন্ন ভিন্ন বটে॥
নানা আস্বাদন নানা মিষ্ট রসে ভরা।
এক জাতি কত শত, কে করে কিনারা।
কোন্ পাখী, কটা খাবে, পেটে কত বল।
কল্পবৃক্ষপ্রভু, তাঁয় ধরে নানা ফল॥
কত সাধনা কিবা কৈলা ভগবান।
কেহ নাহি জানে তার সঠিক সন্ধান॥
মানুষে বুঝিতে নারে প্রভুর সাধনা।
স্বচক্ষে যাহার দেখা, সেও যেন কানা॥
বাউল প্রভৃতি নবরসিকের মত।
ভগবানে যাইবারে যত রূপ পথ॥
সকল সাধিলা প্রভু কার্য্য গুপ্ত রাখি।
গোকল পর্য্যন্ত কিছু না রহিল বাকি॥
শুনিয়াছি সাধা তাঁর অগণ্য সাধন।
নিজে যেন গুপ্ত তেন সাধনা গোপন॥
ঊনিশ রকম ভাব শ্রীঅঙ্গে খেলিত।
শাস্ত্র সহ মিলাইয়া ব্রাহ্মণী দেখিত॥
অপার মহিমার্ণব প্রভু ভগবান।
শুন রামকৃষ্ণ লীলা সুধার সমান॥

ইস্‌লাম-সাধনা।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

শুন মন প্রভু রামকৃষ্ণলীলাগান।
শুনিয়া আমারে কর তিন তাপে ত্রাণ॥
কিছার মিছার ছাড়, ভব-সুখ-আশা।
প্রভু কল্পতরুতলে সদা কর বাসা॥
নিত্য নিত্য দাও নাড়া খাও মিঠা ফল।
দুহাত তুলিয়া নাচ বাজায়ে বগল॥
জাতিতে কৈবর্ত্ত, নাম শ্রীগোবিন্দ দাস।
দমদমে সন্নিকটে তাহার নিবাস॥
দর্বেশি ধরম পথে সাধন ভজন।
চুপে চুপে করিতেন এই মহাজন॥
শুনিয়া প্রভুর নাম দরশন তরে।
একদিন আসিলেন দক্ষিণসহরে॥
দেখা মাত্র গোবিন্দের ভাব হৃদিগত।
হইলেন অন্তর্যামী সকল বিদিত॥
পূর্ণভাবে হৈল তার মনে আবির্ভাব।
যত কিছু গুহ্যতম দর্বেশির ভাব॥
তখনি অমনি ইচ্ছা করিতে সাধন।
যেমন বাসনা তাঁর করম তেমন॥
শুরু হৈল শ্রীগোবিন্দ মহাভাগ্যবান।
প্রভুর সাধনাকথা মজার আখ্যান॥

না যান এখন আর শ্যামার মন্দিরে।
হিন্দু দেবদেবীনাম না ফুটে অধরে॥
পরিধান ধূতি, নাই কাছা আঁটা তায়।
হাবভাব কথাবার্ত্তা যবনের প্রায়॥
যবন-রন্ধন ঘ্রাণ আস্বাদনে সাধ।
মথুর দেখিল একি হৈল পরমাদ॥
নানামতে প্রভুরে বুঝান সংগোপনে।
যবনের রাঁন্না বাবা খাইবে কেমনে॥
শ্রীপ্রভু বলেন খানা রাঁধিবে যবন।
সানকি বদনা ল'য়ে করিব ভক্ষণ॥
পিয়াজ রসুন গন্ধ ছাড়িবে খানায়।
পাইলে এমন ভবে তৃপ্তি হবে তায়॥
পুনশ্চয় প্রভুদেবে বুঝাইয়া কন।
ব্রাহ্মণে যদ্যপি করে সেরূপ রন্ধন॥
তাহাতে না হবে কোন ক্ষতি আপনার।
ভাল বলি প্রভুদেব করিলা স্বীকার॥
তখনি আনায় এক রসুয়ে ব্রাহ্মণ।
যাবনিক সূপ কর্ম্মে বিজ্ঞ বিলক্ষণ॥
তফাতে দেখেন রান্না প্রভু ভগবান।
হিন্দুমতে পাচকের ধুতি পরিধান॥

মথুরে ডাকায়ে প্রভু কন অন্তরালে ॥
ব্রাহ্মণে বলহ যেন রাঁধে কাছা খুলে।
প্রভুর সাধনা শিক্ষা বুঝা কেন ভার।
বিশেষিয়া বলিবারে কি শক্তি আমার ॥
যতবার অবতার ভিন্ন ভিন্ন যুগে।
হইলেন ভগবান এবারের আগে ॥
প্রতিবারে ভাব কর্ম্ম একৈক রকম।
রামকৃষ্ণ অবতারে সব বৈলক্ষণ ॥
যাবতীয় যত বর্ণ ধরয়ে ধরণী।
একা দিনকর-কর সকলের খনি ॥
যে বরণ দিনেশ কিরণে নাহি মিলে।
সে বরণ নামে, সত্তা নাই কোন কালে ॥
সেইমত বুঝ প্রভুদেব অবতার।
অদ্যাবধি যত রূপ সবার আধার ॥
সব বর্ণ, সব রূপ সম ভাবে বহে।
একরূপে বহুরূপী শ্রীপ্রভুর দেহে ॥
যেবা হিন্দু শিরোমণি ধর্ম্ম যার প্রাণ।
সে দেখে প্রভুরে তার হরি ভগবান ॥
কেহবা পুরুষ দেখে কেহবা প্রকৃতি।
বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মূরতি ॥
ধর্ম্মান্তরে মুসলমান দেখে আলাহিদা।
মহান্‌পুরুষ তার ত্রাতা, পাতা, খোদা ॥
ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বী খৃষ্টান যবন।
দয়াময় সেই যিশু করে দরশন ॥
পশ্চাৎ পাইবে পূর্ণ পরিচয় তার ॥
একাধারে প্রভু সর্ব্ব রূপের আধার ॥
হেথায় হৃদয় আর ভক্ত শ্রীমথুর।
বলে এবা কিবা ভাব হইল প্রভুর।
শ্যামা যাঁর ধিয়ান, গিয়ান, মন প্রাণ।
দিনান্তেও একবার না করেন নাম।
যাবনিক হাবভাব প্রবল অন্তরে।
কি বিষম. পরমাদ হৃদয় বিদরে ॥
ভাগিনা হৃদয় বলিলেন প্রভুদেবে।
ধমক-জমক সুকর্কশ রুক্ষভাবে ॥
হেগো মামা একি তব দেখি আচরণ।
যবন-আচার কেন, হইয়া ব্রাহ্মণ ॥
শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে ॥
কিবা কবে লোকজন, এরূপ দেখিলে ॥
কাছা খুলে ধুতি পরা কহিবারে লাজ।
পৈতা দিলে ফেলে, চাহ করিতে নামাজ ॥
ভীতচিত প্রভুদেব উত্তরিলা তার।
দেখ হৃদু কেবা যেন করায় আমায় ॥
নানা বুঝাইয়া, হৃদু শান্ত করি তাঁরে।
শ্যামাসেবা হেতু যায় শ্যামার মন্দিরে ॥
স্বভাবে যেমন প্রভু হইলা তেমন ॥
মসজিদে নেমাজ করিতে বড় মন ॥
প্রভুর বাসনা যেন সিন্ধুর জুয়ার।
চোটে ছুটে নহে কোন বাধা মানিবার ॥
সৃষ্টিগ্রাসী বেগ, কে দাঁড়ায় সামুখানে।
চলিলেন সন্নিকটে মসজিদ যেখানে ॥
এখানে ভাগিনা হৃদু খুজে চারি ধারে।
না পাইয়া প্রভুদেবে আপন মন্দিরে ॥
দ্রুতগতি ধাইলেন করিয়া সন্ধান।
দেখিল নেমাজ করে প্রভু ভগবান ॥
জানি না সে কোন্‌ভক্ত মসজীদ যাহার।
যেখানে নেমাজ কৈলা প্রভু অবতার ॥
গরহিত কাযে রত বালক যেমন।
অকস্মাৎ, উপস্থিত হৃদি গুরুজন ॥
দরশন করি সশঙ্কিত চিত হয়।
হৃদয় দেখিয়া তেন প্রভুর হৃদয় ॥
হৃদয় তাঁহার কিছু কহিবার আগে।
সভয় বিনয় মাখা শ্রীবদনভাগে ॥
রসনা জড়িত যেন নাহি সরে ভাষ।
দূরে থেকে হৃদয়েরে করেন সম্ভাষ ॥
নাহি দোষ মম, দেখ হৃদু বলি তোরে।
কে যেন করিয়া জোর আনিল আমারে।
হেন হৃদি-দ্রব-ঠামে কহিলেন কথা।
অমনি শুনিলে তার উপজে মমতা ॥

এত ভক্ত হৃদয় ভাগিনা পুনঃ তায়।
হাতে ধ'রে সমাদরে মন্দিরে ফিরায়॥
অদ্ভুত সাধনা নাহি আসে বুদ্ধিবলে।
একদিন প্রভুদেব পঞ্চবটমূলে॥
গঙ্গায় জুয়ার দেখিছেন ব'সে ব'সে।
পচা মরা গরু এক ভেসে ভেসে আসে॥
সন্নিকটে কূলে লাগে তরঙ্গ আঘাতে।
আইল কুক্কুর এক লাগিল খাইতে॥
বুঝি না কি ভাবে মগ্ন হৈলা নারায়ণ।
কুক্কুরের এক সঙ্গে আস্বাদনে মন॥
আরোপ করিলা নিজে তাহার শরীরে।
যতক্ষণ আস্বাদন বাসনা না পূরে॥
এই যে আরোপ কর্ম্ম করা বড় ভার।
একবারে আপনার চালনা আত্মার॥
জীবে পেলে হেন শক্তি সাধনার বলে।
দেহী শূন্য দেহ, দেহী আরোপ করিলে॥
নিজ দেহ ঠিক যেন প্রস্তর আকার।
দেহীরে করিলে অন্য শরীরে সঞ্চার॥
কলসী যেমন শূন্য লৈলে তার জল।
জীবের আরোপ তৎরূপ অবিকল॥
প্রভুর সেরূপ নহে, আরোপ বিভিন্ন।
যদিও আরোপ তথাপিও নিজে পূর্ণ॥
অমানুষি সাধন ভজন সব তাঁর।
জীবে কি বুঝিবে, লাগে যোগেশে আঁধার।
ভক্তভাবাপন্ন প্রভু, জীবভক্ত নন।
লীলা খেলা তাই তাঁর অকথ্য কথন॥
কথায় যা আসে তাও বলিতে নিষেধ।
গোপন রাখিতে প্রভুভক্তদের জেদ॥
তবে তাহে আছে এক প্রভুর করুণা।
সাধনা করিতে যার হইবে বাসনা॥
অবশ্য পাইবে, গুপ্ত তত্ত্ব যথাকালে।
প্রভু ভক্তে গুরুরূপে যদি কারো মিলে॥
কলিকালে লোপ প্রায় এ সব সাধন।
সাধিয়া আপনে প্রভু করিলা নূতন॥
ধর্ম্মহীন কলিকাল, সত্যযুগ প্রায়।
তীর্থ যত জাগরিত প্রভুর কৃপায়॥
ক্রমশঃ কহিব সবিশেষ তত্ত্ব মন।
শুন এবে কি প্রকার ইস্লামী সাধন॥
দরশন করিলেন তৃতীয় দিবসে।
জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘশ্মশ্রু জনেক পুরুষে॥
এই দরশনে সাঙ্গ হইল সাধন।
নিজ ঘরে ফিরিলেন প্রভু নারায়ণ॥
শ্রীবদনে শ্যামানাম উঠে অনিবার।
শুন রামকৃষ্ণলীলা অমৃতভাণ্ডার॥

শ্রীষ্টানি-সাধনা।

—:০:—

জয় রামকৃষ্ণ জয় ; জয় মঙ্গল আলয় ;
দয়াময় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা।
জয় জগৎ-জননী ; প্রভুভক্তিপ্রদায়িনী ;
ব্রাহ্মণনন্দিনী শ্যামাসুতা ॥
জয় ইষ্টগোষ্ঠীগণ ; শ্রীপ্রভুর প্রাণ ধন ;
আরাধ্যচরণ সবাকার।
করুণ কটাক্ষ কর ; প্রার্থনা করে কিঙ্কর ;
হর হর লোচন আঁধার ॥
কর মোরে শক্তি দান ; গাব প্রভুলীলাগান ;
শুনে যেন মুগ্ধ হয় মন।
যায় যেন হীনমতি ; কামিনীকাঞ্চনাশক্তি ;
দূরগতি ভবের বন্ধন ॥
একাগ্র হইয়া মন ; প্রভুর যিশু সাধন ;
শুন শুন সুন্দর আখ্যান।
জাতি সুবর্ণবণিক ; নাম শ্রীযদু মল্লিক ;
বিষয় অধিক, ধনবান ॥
বসতি মহাসহরে ; গণ্য মান্য সবে করে ;
ঘরে মাসিমাতা ভক্তিমতী।
প্রভুর পদকমলে ; একটানে ভক্তি খেলে ;
হিয়া যেন ভক্তি স্রোতস্বতী ॥
মাসীর ভক্তির কথা ; কহিতে নাহি যোগ্যতা ;
অনুরাগে ব্যাকুলতা এত।
যেই প্রভু ত্রিভুবনে ; ইঙ্গিতে সকলে টানে ;
তাঁরে টেনে ভবনে আনিত ॥
পুরীর অত্যন্ত কাছে ; যদুমল্লিকের আছে ;
উদ্যানভবন মনোরম।
তথায় ভকতিভাবে ; ল'য়ে যেত প্রভুদেবে ;
তারা সবে করি নিমন্ত্রণ ॥

নানা দ্রব্য সুরসাল ; পরিপূর্ণ করি থাল ;
মাসী দিত খেতে পরমেশে।
আপুনি বিউনি করে ; ধীরে ধীরে পাখা করে ;
প্রভু অঙ্গে পরম হরিষে ॥
নাহি জানি সমাচার ; মাসী কার অবতার ;
মেয়া তার এমন রমণী।
ষোল আনা জ্ঞান ঘটে ; গন্ধ নাই সন্ধ ছিটে ;
প্রভুদেব গোরাগুণমণি ॥
সে বাগানে এক দিন ; প্রভুদেব ভক্তাধীন ;
দেখিলেন দিয়ালের গায়ে।
পটে আঁকা অপরূপ , ক্রাইষ্টের প্রতিরূপ
একভাবে অনিমিক হ'য়ে ॥
দেখিতে দেখিতে তায়; অতি জ্যোতিঃ বাহিরায়
মূরতির গায় শুন মন।
মিশিল সে জ্যোতিরাশি ; প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আসি
তাহে প্রভু হইলা কেমন ॥
উঠিল হৃদে তুফান ; প্রিয়যিশুগুণগান ;
দেবদেবীনাম মাত্র নাই।
হাবভাব খৃষ্টিয়ানি ; গন্ধ নাই হিন্দুয়ানি ;
বড় খেলা করিলা গোসাঁই ॥
বসিয়া নিজ মন্দিরে ; দেখিতেন গির্জ্জাঘরে ;
বড় বড় সাহেব পাদরি।
প্রভু হয়ে বাহ্যহারা ; শুনেন গস্পেল্ পড়া ;
তিন দিন তিন বিভাবরী ॥
দিনত্রয় গেলে পরে ; ফিরিলা শ্রীপ্রভু ঘরে ;
শ্রীবদনে শ্যামা শ্যামা রব।
অগণ্য সাধনা যাঁর ; যত পথ একাকার ;
বুঝে তাঁরে কেমনে মানব ॥

যে মানব এক পথে ; জনমে না পারে যেতে ;
হীনসৎবুদ্ধি-রতি-মতি।
কাঞ্চনের ক্রীতদাস ; নারীসেবা অভিলাষ ;
মহোল্লাস অবিদ্যা পিরীতি॥
তিলেক না করে মনে ; পিতা মাতা সনাতনে ;
জীবহিতে ব্রতী যেই জন।
ত্রিতাপসন্তাপহর ; সকল মঙ্গলাকর ;
সর্ব্বেশ্বর পতিতপাবন॥

কষ্টে নহে পরাঙ্মুখ ; ত্যজিয়া যাবৎ সুখ ;
পঞ্চভূতে গড়াদেহ ধরি।
মর্ত্ত্যধামে বারে বারে; পাপে রত জীবোদ্ধারে ;
দ্বারে দ্বারে দিবা বিভাবরী॥
এই বারে সমাপন ; যত সাধন ভজন ;
এক মহাকর্ম্ম বাকি তাঁর।
সে অতি শ্রুতিমঙ্গল ; শ্রবণে অমূল্য ফল ;
পশ্চাৎ গাইব সমাচার॥

বিবিধ ভাব-প্রদর্শন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

সমাপ্ত প্রভুর এবে সাধন ভজন।
সাধু ভক্ত সনে কৈলা খেলা আরম্ভন॥
এ সময় আসে এক পণ্ডিতপ্রবর।
নারায়ণশাস্ত্রী নাম জয়পুরে ঘর॥
বহু শাস্ত্র জানা, ভাল ন্যায়-শাস্ত্রবিৎ।
পুণ্যভূমি নবদ্বীপে টোলের পণ্ডিত॥
হেথা আগমন বহু ভাগ্যপুণ্যফলে।
স্তুতিব্রত আরম্ভিল পঞ্চবটমূলে॥
পঞ্চবটীতল সিদ্ধ সচৈতন্য স্থল।
ভিল আসে কৈলে কর্ম্ম, ফলে ভাল ফল॥
অপার করুণাসিন্ধু প্রভু ভগবান।
জীবহিত সদাব্রত মঙ্গলনিধান॥

পাপভারাক্রান্ত জীব উদ্ধারের হেতু।
সহিয়া অশেষ কষ্ট, কৈলা কত সেতু॥
অকুল পাথার ভবজলধির মাঝে।
হীনবল জীব পারে যাইতে সহজে॥
হেন সোজা পথে যেতে তবু যে অক্ষম।
তার জন্যে কৈলা কল্পবৃক্ষের রোপণ॥
ওরে মন শুন কল্পবৃক্ষ কারে বলে।
তাই পায়, যে যা চায়, বসি তার তলে॥
মূল কল্প-বৃক্ষ প্রভু বুঝিয়া আপনে।
বহুদিন নরদেহে নহে ধরাধামে॥
জীবের কল্যাণে করি সাধন ভজন।
কল্পবৃক্ষ পঞ্চবট করিলা রোপণ॥

ভগবৎ-তত্ত্ব কথা সে পাবে সন্ধান ।
খুজে আঁখিনীরে ভিজে আকুল পরাণ ॥
বসি পঞ্চবটীতলে শ্রীহস্তের রোপা ।
নিশ্চয় মিলিবে তার শ্রী প্রভুর কৃপা ॥
শাস্ত্রীকৃত স্তুতিব্রতে প্রভুর আনন্দ ।
সত্বরে দিলেন তাঁয় চরণারবিন্দ ॥
শাস্ত্রীরবাসনা যাহা মনের মতন ।
সেইরূপে প্রভু তাঁরে দিলা দরশন ॥
ঘটনা যেমন শুন সুন্দর কাহিনী ।
একদিন বৈলা তাঁরে প্রভু গুণমণি ॥
শাস্ত্রবিৎ শাস্ত্রী তুমি কি কব তোমায় ।
যাও গিয়া প্রণমহ মন্দিরে শ্যামায় ॥
প্রভুতে অটল ভক্তি, শাস্ত্রী কন তাঁরে ।
আপুনি চেতন শ্যামা, সে গড়া পাথরে ॥
অগণন শাস্ত্র পড়া ধীরগীরবর ।
বুঝ মন প্রভুদেবে কি কৈলা উত্তর ॥
কি বুঝা বুঝিয়াছিল প্রভু ভগবানে ।
শত শত দণ্ডবৎ শাস্ত্রীর চরণে ॥
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত আসে আর এক জন ।
বিবিধ শাস্ত্রেতে তাঁর বুদ্ধি বিলক্ষণ ॥
নাম পদ্মলোচন বসতি বর্দ্ধমানে ।
দেশে দেশে সুবিদিত বহুবিধ গুণে ॥
বিশেষতঃ সংস্কৃতে অতি বিশারদ ।
বর্দ্ধমান অধীপের শ্রেষ্ঠ সভাসদ্ ॥
শুভক্ষণে প্রভুদেবে করি দরশন ।
শাস্ত্রী যাহা কহে তাই করে সমর্থন ॥
যুগলচরণ তাঁর বন্দি বারে বারে ।
বিদ্যাবলে মহাবিদ্যা পাইল প্রভুরে ॥
এ সময় কত লোক আসে দলে দলে ।
খেয়ে দুটি পাকা ফল পুন যায় চলে ॥
একবার প্রভুদেবে যে করে দর্শন ।
কতই না কত গেঁঠে পায় রত্নধন ॥
এখন নানান ভাবে প্রভু গুণমনি ।
বিশেষিয়া শুন মন অপূর্ব্ব কাহনী ॥

কভু দিয়া করতালি হরি গুণ গান ।
কখন হুঙ্কার করি শ্যামায় আহ্বান ॥
আবেশে প্রবেশ কভু শ্যামার মন্দিরে ।
গান নানা ভাবে,গীত সুমধুর স্বরে ॥
গাইতে গাইতে কভু এতই উন্মত্ত ।
নূপুর বাঁধিয়া পায় করিতেন নৃত্য ॥
কখন রমণীবেশে সখীর মতন ।
শ্রীঅঙ্গে শ্যামার হয় চামর ব্যজন ॥
নবনী মন্থন কভু, লইয়া মন্থনী ।
শ্যামার বদনে দেন সদ্যজাত ননী ॥
কভু নানা রঙ্গ ঢঙ্গ বালকের প্রায় ।
শ্রীবদনে হাসিরাশি গালি দিয়া যায় ॥
কখন বা বাজে গাল শিব সন্নিধানে ।
ববম্ ববম্ বোল মুখে ঘনে ঘনে ॥
কখন বা সমাধিস্থ যেন যোগেশ্বর ।
গভীর প্রশান্ত কান্তিযুক্ত কলেবর ॥
যেন দিয়া আত্মসুখ, দেহ, মন, প্রাণ ।
করিছেন জীবহিত-বিশ্বহিত-ধ্যান ॥
শিবময় দয়াময় মঙ্গলনিধানে ।
যে দেখে তখন তার এই হয় মনে ॥
বিষ্ণুর মন্দিরে কভু ল'য়ে রাধা-শ্যাম ।
নানাবিধ ভাবে হয় নানাবিধ গান ॥
শ্যামের শ্রীঅঙ্গে শোভে যত অলঙ্কার ।
কাড়িয়া পরায়ে দেন শ্রীঅঙ্গে রাধার ॥
কভু ল'য়ে পীতবাস মোহনবাঁশরি ।
নানা রঙ্গে রসভাব হয় ছড়াছড়ি ॥
কখন হইত তাঁর অপরূপ খেলা ।
পিতল গঠিত মূর্ত্তি ল'য়ে রামলালা ॥
রঘুবর শ্রীপ্রভুর পরাণ সমান ।
কখন কখন স্বরগ্রামে রামনাম ॥
কি মধুর রামনাম শ্রীবদনে তাঁর ।
তুলনায় কিছু নহে ভ্রমর ঝঙ্কার ॥
ভাগ্যবলে বারেক যে শুনিয়াছে কাণে ।
হৃদি তন্ত্রী বাঁধা তার আছে রামনামে ॥

কি প্রকার বাঁধা তন্ত্রী বলা বড় দায়।
স্মরণে দেহের শিরা রামনাম গায়॥
জলে স্থলে জড় কি চেতন আছে যত।
মনে হয় রামনাম গায় অবিরত॥
দশদিকে রামনাম সতত কেবল।
শ্রীবদনে রামনাম শুনার এ ফল॥
কভু বৈদান্তিক সনে বেদান্ত বিচার।
মহান্ সমাধি, ক'য়ে হরি নিরাকার॥
একবারে স্পন্দহীন জড়ের সমান।
শ্রীদেহ ছাড়িয়া যেন গেছে মন প্রাণ॥
কিন্তু ফুল্ল মুখপদ্ম অতি সুশোভন।
ক্ষরে তায় মেঘ ঢাকা চাঁদের কিরণ॥
কখন বৈষ্ণব সঙ্গে কৃষ্ণগুণগান।
কখন ভাঙ্গিয়া কন গীতাদি পুরাণ॥
রসাল বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তি বিবরণ।
নারদীয় প্রহ্লাদীয় ভক্তি-আচরণ॥
ভক্তিমাখা পঞ্চভাব লক্ষণ তাহার।
অনুরাগী সাধক ভজক কি প্রকার॥
কখন বা হয় নৃত্য গৌরহরি বলি।
তালে তালে দুই করে দিয়া করতালি॥
কভু পঞ্চনামী, নবরসিক বাউল।
সম্প্রদায়ীগণ সনে কথা হুলস্থূল॥
আলেখ-সহজ রূপ সাগরসম্বন্ধে।
গাইতেন কত গীত মাতিয়া আনন্দে॥
কভু উক্তি উপদেশ স্রোত বহি চলে।
মত্ত প্রায় শ্রোতা রসে ভেসে ভেসে বুলে॥
সামান্য উপমা সহ কথা নহে বড়।
তাই দিয়া ভাঙ্গিতেন তত্ত্বকথা গূঢ়॥
শ্রীমুখ নির্গত-বাক্য মহিমা অপার।
সুমূর্খ শুনিলে বুঝে গুহ্য সমাচার॥
আগুন, বারুদ, বায়ু তিন সহকারে।
নরম শিশার গোলা কামানের দ্বারে॥
বাহিরায় হেন বেগে হেন শক্তি গায়।
পলকে পাষাণ-গিরি ইঙ্গিতে ফাটায়॥

তেমতি শ্রীবাক্যে এত শক্তির উদয়।
অনায়াসে ভেদ করে পাষণ্ড-হৃদয়॥
উজ্জ্বলতা গুণ বাক্যে এতই তাঁহার।
অমনি উজ্জ্বল হৃদি, যে ছিল আঁধার॥
তমসান্ধ দূরীভূত আলো করে হৃদি।
অপার আনন্দ ভুঞ্জে শ্রোতা নিরবধি॥
কভু প্রভু ব্রহ্ম-জ্ঞানে হইয়া প্রমত্ত।
যাবৎ বস্তুর আগে শ্রদ্ধায় প্রণত॥
ভাল মন্দ ভক্ষাভক্ষ সকলে প্রণাম।
বলিতেন চোর সাধু উভয়েই রাম॥
পূর্ণভাবে ব্রহ্ম-জ্ঞান ঘটে বলবৎ।
যেমন জগতে তিন, তাঁহার জগৎ॥
এক মনে শুন মন অতি মিষ্ট কথা।
বিশ্বপ্রেম আত্মপ্রেম একই বারতা॥
মহাপ্রেম এই, এর ওধারে গাঁ নাই।
আধার আধেয় ভাবে ডুবেছে গোঁসাই॥
একদিন কোন জনে করি দরশন।
চরণে দলিয়া নব দূর্ব্বাদলবন॥
করিছেন বিচরণ উদ্যান মাঝার।
আর্ত্তনাদে শ্রীপ্রভুর বিষম চীৎকার॥
এ যে কিবা মহাপ্রেম নরবুদ্ধি ধরি।
তিল আধ অণুকণা বুঝিতে না পারি॥
কখন শাস্ত্রজ্ঞ মুখে শাস্ত্রীয় শ্রবণ।
পুরাণ, চণ্ডীর গীত, গীতা, রামায়ণ॥
এইরূপ নানাভাব ভকত বিশেষে।
দেখাইলা প্রভুদেব সাধনার শেষে॥
এইবারে মনে তাঁর হইল স্মরণ।
যাবতীয় সঙ্গোপাঙ্গ পারিষদগণ॥
রোদন করেন কত বসিয়া নির্জ্জনে।
একে একে স্মরি তাঁর যত আত্মগণে॥
সন্ধ্যাকালে শাঁক ঘণ্টা বাজিলে মন্দিরে।
তাড়াতাড়ি উঠিতেন ছাদের উপরে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন নিজ ভক্তগণে।
আয় কে কোথায়,আমি আছি এইখানে॥

মথুর শুনিয়া তাকা প্রভুদেবে কন ।
কই বাবা, কোথা আছে তব ভক্তগণ ॥
কেন [illegible] নিয়া ডাক, এত কষ্ট করি ।
একা [illegible] হাজার ভক্তের বল ধরি ॥
যদি কেহ থাকে, বাবা, আনহ সত্বর ।
রাখিব পরম যত্নে মাথার উপর ॥
ভক্তগণে প্রভুর অদ্ভুত আকর্ষণ ।
টানে প্রিয় বায়ু-সখা আগুন যেমন ॥
বাহ্যিক দর্শনে একা বহ্নিশিখা জ্বলে ।
গোপনে পবনে ডাকে কৌশলের কলে ॥
সে কল কৌশল-ইঙ্গিত মানুষে না জানে ।
উপমায় চুম্বক, লোহায় যেন টানে ॥
অলক্ষেতে আকর্ষণ, দেখিবারে নাই ।
ভক্তগণে তেমন টানে টানেন গোঁসাই ॥
যেমন শ্রীপ্রভুদেব ভক্ত অবতার ।
তেমতি সুগুপ্ত যত, ভকত তাঁহার ॥
কা[illegible] মাপা পায় মর্গ আবরণে ।
রেখেছেন প্রভুদেব পরম গোপনে ॥
অদ্ভুত প্রভুর লীলা, দেখে ভুলে মন ।
ভক্ত সংযোটন কাণ্ডে কব বিবরণ ॥
চন্দ্র সূর্য্য প্রভু, তারা যত ভক্ত জনা ।
[illegible] লোকে ঠিক যেন কানা ॥
কেহ দৃষ্টিহীন রেতে কেহ দিনমানে ।
[illegible] মেঘমায়া চাপে সূর্য্যের কিরণে ॥
[illegible] প্রভুগুণগ্রাম ।
জ্বালিয়া স্বর্গের বাতি আঁধার দেখায় ॥
চক্ষুষ্মান কেবল তাঁহার ভক্তগণ ।
সম্প্রদায়ী-ভাব মম, না বুঝিও মন ॥

সঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ আত্মগণ তাঁর ।
জীব নহে, ভক্ত মাত্র মানুষ আকার ॥
আত্মগণ তাঁর জন, আত্মাদের তিনি ।
বারে বারে সঙ্গে যাওয়া আসা মর্ত্যভূমি
গৃহিণী গৃহেতে যেন সাজায় ভাণ্ডার ।
তখনি আনেন যবে যাহা দরকার ॥
তেমতি সাজান আছে, ভকত প্রভুর ।
কেহ কিছু সন্নিকটে, কেহ কিছু দূর ॥
ফেলিলে প্রলোভী চারা জলের ভিতরে ।
একবারে মৎসগণ নাহি আসে চারে ॥
প্রভুর প্রকট কাল সন্নিকট প্রায় ।
চারের চৌদিকে ভক্ত ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
ভক্তিলোভী প্রভুভক্ত দিবা চক্ষুষ্মান ।
অন্ধ অন্ধেরে এবে দেহ চক্ষুদান ॥
কেমন খেলিলা প্রভু ভক্তগণ লৈয়া ।
সাধারণ জন-চক্ষে ধূলা বালি দিয়া ॥
বিস্তারিয়া তৃতীয় খণ্ডেতে পাব গান ।
গাহিবারে যদি শক্তি দেন ভগবান ॥
জয় জগমুগ্ধকর ব্রাহ্মণমূরতি ।
পরম ঈশ্বর বিভু ব্রহ্মাণ্ডের পতি ॥
অগতির গতি তুমি পতিতপাবন ।
ত্রিতাপ-সন্তাপ-বিঘ্ন-বাধাবিনাশন ॥
ভবত্রাস মায়াপাশ ছেদ কৃপাগার ।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ ভব-কর্ণধার ॥
লোচন-আঁধার দূর করহ গোঁসাই ।
যেন চোখে দেখে লীলা দিবারাতি গাই ।
বাতে নহে বিচলিত, শিখার মতন ।
অভয় চরণে মজে একমনে মন ॥

ষোড়শী-পূজা।

—:০:—

য় প্রভু ভগবান ; জয় রামকৃষ্ণনাম ;
কল্যাণ-নিধান ভক্তিদাতা।

এবে প্রভু অবতারে ; দরিদ্র দ্বিজের ঘরে ;
জগৎ-জননী গুরুমাতা ॥

য় মানবীরূপিণী ; শ্যামাসুতানিস্তারিণী ;
সৃষ্টিগর্ভা লীলার আধার।

য় পরম ঈশ্বরী ; সীতা, রাধা, শুভঙ্করী ;
লীলার ধারায় আগুসার ॥

য় ভক্তির আস্পদ ; সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ ;
পূজ্যপাদ ইষ্টগোষ্ঠীগণ।

গোলক, কৈলাসপুরী ; নিত্যধাম পরিহরি ;
প্রভুসনে ধরায় গমন ॥

াহিক আকারে নর ; প্রকৃতিতে স্বতন্তর ;
সেবাপর প্রভুর চরণে।

ক্তিমান মহাযোগী ; কামিনীকাঞ্চনত্যাগী ;
কৃপা কর দীনহীন জনে ॥

নি কি আছে শকতি ; সুপামর মূঢ়মতি ;
বদ্ধজীব আসক্তি সম্বল।

িগন্ধ ছাড়ে যায় ; মল-মাছি বাসে তায় ;
নাহি চায় সৌরভী কমল ॥

মরা ভক্ত প্রভুর ; করিতে আসক্তি দূর ;
সম্পূর্ণ সক্ষম সন্দ নাই।

ধ, কৃপা করি দেহ ; মত্ত হ'য়ে অহরহ ;
শ্রীপ্রভুর লীলাগাথা গাই ॥

াদি অন্তে জীব প্রতি ; নিজে পূজি মহাশক্তি ;
শিক্ষা দিলা প্রভু ভগবান।

ক মুক্তির আস্পদ ; শ্যামার অভয় পদ ;
না পূজিলে নাহিক এড়ান ॥

ই মধুর কথা ; শ্যামাসুতা গুরুমাতা ;
গুপ্তা অতি মায়া আবরণে।

মহামায়া মহাশক্তি ; দ্বিজাবাসে নিবসতি ;
ব্রাহ্মণনন্দিনী সবে জানে ॥

কিবা লীলা সুমধুর ; শুনিলে গা...
দুরভেদ্য মায়ার ...।

অন্ধ হয় চক্ষুষ্মান ; ...
জ্ঞানবান, যে অতি বর্ব্বর ॥

উঠে গায় এত বল ; স্বর্গ, ...
ত্রিপুর সরাব মত দেখে ...

মহাকৃপা পায় যার ; ভবসিন্ধু ... ;
দিবা রাতি মাতি ডাকে মাকে ॥

ষোড়শী এবে জননী ; সঙ্গে আই ঠাকুরাণী ;
নিবসতি দক্ষিণসহরে।

থাকেন ভিন্ন ভবনে ; স্বতন্ত্র প্রভুর সনে ;
সেই কালীপুরীর ভিতরে।

প্রভুর কঠোর ত্যাগ ; কামকাঞ্চনে বিরাগ ;
অনুরাগ মায়ের চরণে।

মাতা মাত্র এক ধন ; মাতা সর্ব্বস্ব রতন ;
নাই অন্য জ্ঞান, মাতা বিনে ॥

মাতা বুদ্ধি মাতা বল ; মাতা সহায় সম্বল ;
নিরন্তর মত্ত মার নামে।

কি সম্পর্ক মার সনে ; দুহু ওহে দুহু চিনে ;
স্বতন্তর লোকে ভ্রমে জানে ॥

দৈহিক সুখ সম্বন্ধ ; প্রভু অবতারে বন্ধ ;
বিয়া মাত্র বাহ্যিক আচার।

কি বুঝিবে বদ্ধ নর ; ইষ্টজ্ঞান পরস্পর ;
কে পূজ্য পূজক বুঝা ভার ॥

কেবা গুরু, গুরুমাতা, ব্যাভারে বিভিন্ন কোথা
আকারেতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি।

ধরায় লীলা কারণ ; এক বস্তু দুইজন ;
মহাবীজ পুরুষ প্রকৃতি ॥

আলিঙ্গিতক কভু কভু ; ভাবাপন্ন হ'য়ে প্রভু ;
নানা বেশ করিয়া ধারণ ।
প্রবেশি শ্যামা মন্দিরে ; চামর কুসুম করে ;
করিতেন শ্যামার সেবন ॥
সখীভাব এলে গায় ; বলিতেন গুরুমায় ;
বনাইয়া দিতে নারী-বেশ ।
মাতা কুতূহল হ'য়ে ; বসন কাঁচলি দিয়ে ;
সাজাতেন প্রভু পরমেশ ॥
অঙ্গে নানা আভরণ ; ধীরে ধীরে আগমন ;
শ্রীমন্দিরে প্রতিমা যথায় ।
মহাভাবে হ'য়ে মত্ত ; করিতেন কতমত ;
বিশেষিয়া কহা মহাদায় ॥
এখন প্রতিমা ছাড়ি ; গুরুমাতা মহেশ্বরী ;
পূজিতে প্রভুর হৈল মন ।
যথা বিধি উপচার ; আজ্ঞা হইল তাঁহার ;
করিবারে ত্বরা আয়োজন ॥
যখন যা ইচ্ছা আসে ; যুটে তাই অনায়াসে ,
সুদুর্লভ তাও সস্তা প্রায় ।
উপচার পরিপাটি ; অণুমাত্র নাই ত্রুটি ;
যাহা লাগে ষোড়শী-পূজায় ॥
লইলেন তার সনে ; পূর্ব্বে সাধন ভজনে ;
ব্যবহৃত যত ছিল তোলা ।
বস্ত্র বিবিধ বরণ ; সজ্জা আদি আভরণ ;
সগোমুখী রুদ্রাক্ষের মালা ॥
বিল্বপত্রে নিজ নাম ; শত শত গুণধাম ;
লিখিয়া লইলা হাতে তুলি ।
সর্ব্বদ্রব্য সহযোগে ; মায়ের চরণ আগে ;
অনুরাগে দিলেন অঞ্জলি ॥
বলিলেন বার বার ; যাগ যজ্ঞ তপাচার ;
যাহা কিছু সব দিনু পায় ।
অদ্ভুত প্রভুর কথা ; কে শুনেছে হেন কথা ;
নানা ভাব বিবিধ লীলায় ॥
পূজাকালে গুরুমাতা ; না কহিয়া কোন কথা ;
মহাপূজা করিলা গ্রহণ ।

অঙ্গ যেন জড় প্রায় ; চেতন নাহিক তায় ;
স্পন্দহীনা প্রতিমা যেমন ॥
মা না হ'লে মহাশক্তি ; কার হেন গায় শক্তি ;
লইবেন শ্রীপ্রভুর পূজা ॥
প্রভু যে পরমেশ্বর ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ;
সর্ব্বেশ্বর, সকলের রাজা ॥
প্রভুসঙ্গে এই বার ; জগমাতা অবতার ,
গুরুমাতা ত্রিলোকপালিনী ।
কৃপাভরা কলেবরে, অবিরত কৃপা ঝরে ;
শান্তিমূর্ত্তি মঙ্গলরূপিণী ॥
শ্যামা নহে শ্যামা সুতা ; উগ্রভাব বিবর্জ্জিতা ;
মাতৃস্নেহ হৃদে অনিবার ।
হিতেরতা মাতৃব্রত ; মহাপরাতত্ত্ববিৎ ;
শিক্ষা হেতু গার্হস্থ্য আচার ॥
মার পূজা এই রীতি ; আর দেবদেবী মূর্ত্তি,
কভু না পূজিলা পরমেশ ।
যেন পূজা গুরুমার ; পরম চরম সার ;
পরিণাম সকলের শেষ ॥
অভয়ার পদ পূজা ; যে করে সে মহাতেজা ;
কর্ম্মকাণ্ড সব তার ছেদ ।
বুঝ মন ইসারায় ; গুরু আর গুরুমায় ;
কোন্ অংশে কি আছে প্রভেদ ॥
এদিকে মায়ের রীতি ; প্রভুপদে স্থিরমতি
শ্রীপ্রভুই এক ধ্যান জ্ঞান ।
প্রভু চিন্তা দিবানিশি ; প্রভুসেবা অভিলাষী
প্রভু প্রভু, পরাণ-পরাণ ॥
হেরি লীলা আগাগোড়া ; মহাবলী বুদ্ধিহারা ;
বলহীন ক্ষীণ দিনকর ।
ক্ষুদ্র খদ্যোতের ভালে ; চাঁদের কিরণ খেলে ;
বালুকায় বিরাজে ভাস্কর ॥
অমিয়া পূরিতগাথা ; প্রভু রামকৃষ্ণ কথা ;
মত্তে তায় মগ্ন থাক মন ।
কিবা কাম অন্য স্থলে ; একা রত্নাকর তলে ;
তমহর মাণিক রতন ॥

স্বদেশ-যাত্রা।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

অতি মিষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণগুণগান।
শুনিয়া আমার মন কর পরিত্রাণ॥
সুধার ভাণ্ডার কথা পিয়ে নিরবধি।
হেলায় পেরিয়া চল এ ভবজলধি॥
সাধন ভজন সাঙ্গ হৈল শ্রীপ্রভুর।
পেটের পীড়ায় বড় হইলা আতুর॥
তাহার সহিত জ্বর, জীর্ণ শীর্ণ কায়।
উঠিবার শক্তি নাই পতিত শয্যায়॥
মহাভক্ত শ্রীমথুর ত্রাসযুক্ত মনে।
বড় বড় কবিরাজ ডাকাইয়া আনে॥
কুবের সমান ধন মথুরের ঘরে।
যত প্রয়োজন তত দেয় অকাতরে॥
কিসেও না সারে পীড়া বিচারিয়া শেষে।
প্রভুরে পাঠায়ে দিল আপনার দেশে॥
সঙ্গে হৃদু, চলিলেন প্রভু গুণমণি।
বিষণ্ণ বদনে পাছে চলিল ব্রাহ্মণী॥
সর্ব্ব অগ্রে লিখন চলিয়া গেছে ঘরে।
শ্রীপ্রভুর আগমন কামারপুকুরে॥

সমাচারে সবাকার সুখসীমা নাই।
বহুদিন পরে ঘরে আসিছে গদাই॥
বিশেষতঃ কৃপা প্রাপ্ত ভক্ত রমণীরা।
যথাকালে আগে গিয়া পথে করে ঘেরা॥
পাছে কেহ অন্যে দেখে সংগোপনে যায়।
মিষ্টি সহ ফুলমালা আঁচলে লুকায়॥
প্রভুদেবে তাঁরা কিবা বুঝে, বুঝ মন।
মিষ্টি মাখা চিঁড়া দই সুমিষ্ট যেমন॥
স্বদেশের মিঠা জলে পীড়া হৈল দূর।
সবলাঙ্গ অল্পদিনে গদাই ঠাকুর॥
মাতোয়ারা প্রভু যবে সাধনার চোটে।
প্রভুর প্রমত্ত কথা স্বদেশেতে রটে॥
শ্রীপ্রভুর শ্বশুর শাশুড়ী শুনি কথা।
মেয়ে পানে চেয়ে পান দিনারুণ ব্যথা॥
হৃদয়ের সঙ্গে দেশে দেখা হ'লে পরে।
ঘটকের ভাই হৃদু তাই হেতু ধ'রে॥
হেন বরে ঘটাইয়া কি মিটালে সাধ।
এত বলি স্ত্রীপুরুষে করেন বিবাদ॥

রাখ প্রভু রাখ মাতা কিঙ্কর জনাকে।
যেন নহে অপরাধ লীলাকথা লিখে॥
ততখানি কয়, যতখানি বোধ যায়।
দোষ নাই কে চিনিবে গুপ্ত অবতার॥
চিরকাল দেখ মন মাণিক রতন।
দুর্লভ দুর্মূল্য যত তত সঙ্গোপন॥
পাতালের কাছে নীচে মাটির ভিতর।
অগাধ জলধিতল রতন আকর॥
সেই মত সার রত্ন দয়াল প্রভুকে।
মহামায়া মহামায়া-আবরণে ঢাকে॥
আঁখির সম্মুখে তবু খুজিয়া না পাই।
হাতের কনুই হাত বাড়াইলে নাই॥
পরমেশ শক্তি মায়া ঈশের সমান।
তাঁহারে রাখিলে বাদ কি আছে কল্যাণ॥
ঈশ্বর-দর্শন তার নহে কোনকালে।
মহামায়া পরাশক্তি দ্বার না ছাড়িলে॥
সেই শক্তি মূর্ত্তিমতী ব্রাহ্মণের ঘরে।
জগৎ-জননী মাতা বালিকা আকারে॥
নাহি দেন বাপ মায় প্রবেশের দ্বার।
রামকৃষ্ণ প্রভু এত গুপ্ত অবতার॥
চাঁদের কিরণ যেন মেঘ হ'লে দূর।
ব্যাধি অন্তে কান্তি তেন উঠিল প্রভুর॥
দেখিয়া হৃদুর বড় প্রফুল্লিত মন।
প্রভুরে বলিল যাব এবারে ভবন॥
শিয়ড় গ্রামেতে হয় হৃদয়ের ঘর।
সেখান হইতে অষ্ট মাইল অন্তর॥
জয়রামবাটী গ্রাম শিয়ড়ের কোলে।
প্রভুর শ্বশুর বাড়ি হয় সেই স্থলে॥
লইয়া প্রভুরে সাথে হৃদু যেতে চায়।
প্রকাশ করিল কথা কথায় কথায়॥
সায় দিলা প্রভু তায় হরিষ অন্তর।
বড়ই আনন্দ যেতে শ্বশুরের ঘর॥
এত আনন্দিত কেন প্রভু নারায়ণ।
ভিতরে ইহার আছে বিস্তর কারণ॥

যে ভাবে আনন্দ উঠে মানুষের মনে।
যাইবার আড়ম্বরে শ্বশুর ভবনে॥
সে ভাবের গন্ধ নাই প্রভুর এ ভাবে।
ধরিলে বালক ভাব বুঝা যায় তবে॥
বালক স্বভাব প্রভু সহজ অন্তর।
দেখেন সকলে যায় শ্বশুরের ঘর॥
নানাবিধ বেশভুষা আনন্দ অপার।
খুসির বিষয় ইহা নহে কিছু আর॥
বাসনাবর্জ্জিত প্রভু রিপুগণ মরা।
ঘৃণা-লজ্জা-ভয়শূন্য বালকের পারা।
প্রভুর উপমা দিতে কি ধরে ধরণী।
প্রভুর উপমা মাত্র প্রভুই আপুনি॥
মেজ ভাই রামেশ্বর মহানন্দ মন।
যোগাড় করিয়া দিল যাহা প্রয়োজন॥
গ্রামবাসী সবে খুসি শুনিয়া বারতা।
রসভাবে হেসে হেসে কহে কত কথা॥
উঠিল আনন্দ রোল কামারপুকুরে।
শুভদিন নিরূপণ আসিবার তরে॥
নির্দ্ধারিত দিনে প্রাতে পুলকিত মন।
প্রভুরে পরিতে দেয় সুন্দর বসন।
বহুবিধ মূল্যবান বসন প্রচুর।
বস্তা বেঁধে দিয়াছেন ভকত মথুর॥
লাল বারাণসী স্বর্ণ-জরি পাড় তায়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হৃদু যতনে পরায়॥
সমান উড়নী তাঁর স্কন্ধদেশে ঝুলে।
নাগরিয়া লাল জুতা চরণযুগলে॥
ঝলমল অঙ্গকান্তি এমন রকম।
স্বচ্ছ কাচে প্রতিবিম্ব চাঁদের কিরণ॥
ভুবনমোহন মূর্ত্তি, বেশ হেন তায়।
যে দেখেছে ধরি তাঁর চরণ মাথায়॥
বাহিরে আইলা প্রভু হৃদু সঙ্গে যুটে।
দেখিবারে প্রতিবাসী দলে দলে ছুটে॥
কুলির দুধারে সবে দাঁড়াইল আসি।
আবাল হইতে বৃদ্ধ যত গ্রামবাসী॥

রূপরাশি জিনি শশী আঁখি ভরি দেখে।
কোণের বহুড়ি কেহ ঘোমটা না রাখে॥
ডম পাড়া সন্নিকটে যবে আগুসার।
ডমেরা তফাতে পথে কাতার কাতার॥
অস্পর্শীয় ছোট জাতি হৃদে ভয়বাসে।
শ্রীপ্রভুর সম্মুখেতে কি প্রকারে আসে॥
দুঃখীদাসে শ্রীপ্রভুর দয়া অতিশয়।
তা না হইলে কেন তাঁয় কবে দয়াময়॥
দয়ায় দ্রবিল হিয়া, দয়ারসাগর।
পালটিয়া ফিরিলেন আপনার ঘর॥
সজ্ঞাসহ গড়াগড়ি দেন ভূমিতলে।
কর্দ্দম হইল ধুলা নয়নের জলে॥
কাদায় ভরিল অঙ্গ সুন্দর বসন।
প্রভু রামকৃষ্ণকথা অদ্ভুত কথন॥
আবেশ আসিল অঙ্গে বাহ্য নাহি আর।
প্রায় যায় গোটা দিন না হয় আহার॥
সমাগত লোক জনে, বাড়ি গেছে ভ'রে।
খাওয়াইতে, কোন মতে কেহ নাহি পারে॥
ভাগ্যবতী ভিক্ষামাতা ধনি কামারিণী।
শ্রীপ্রভুর বহু ভাব বুঝিতেন তিনি॥
নারীগণে সম্বোধিয়া বলিলা বচন।
গদায়ে খাওয়াতে কিবা কার আছে মন॥
আয়োজন সত্বর করিয়া আন হেথা।
খাইয়া ঘুচাও যার মর্ম্মে আছে ব্যথা॥
এত শুনি, ছোট জাতি জুগিতাঁতি বেণে।
কেহ বা আনিল দুধ, কেহ ফল আনে॥
মুখে তুলে দেয় দ্রব্য মনোমত যার।
ভাবাবেশে প্রভুদেব করেন আহার॥
কতই খাইলা তবু নাহি বাহ্যোদয়।
এখন কে আছে বাকি ভিক্ষামাতা কয়॥
যে হও সে হও নাহি ভয়, নাহি মানা।
ত্বরায় আনিয়া দাও যা যার বাসনা॥
ত্রাস্ত মন যত ডম বলিবারে ডরে।
ভাবে কি আনিয়া দিব আছে কিবা ঘরে॥
ঘরের নিকটে গাছ ঘরে ঠেকে ডাল।
দেখে তায় ঝুলিতেছে সুপক্ক কাঁঠাল॥
আনন্দের সীমা নাই মাথায় করিয়া।
প্রভুরে খাইতে দিল কাঁঠাল আনিয়া॥
ডমের কাঁঠাল অতিশয় প্রীতে খান।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভগবান॥
উদর ভরিয়া করি, কাঁঠাল ভক্ষণ।
তবে না আইল অঙ্গে বাহ্যিক চেতন॥
নমো নমো যত ডম তোমা সবা হ'তে।
জানি না ভূতলে কেবা উচ্চতম জেতে॥
নামে ডম নহ কম দেবদেবীগণ।
দীনের ঠাকুর প্রভু বুঝি বিলক্ষণ॥
দীনভাবে বসতি করহ একধারে।
দীনবন্ধু দিবারাতি দেখিতে দুয়ারে।
যে হও সে হও আমি সকাতরে বলি।
দীনদাস কর মোরে দিয়া পদধূলি॥
জাতিতে কায়স্থ আমি তুমি যেতে ডম।
জাতি লয়ে দেহ মোরে সেবিতে চরণ।
দীনতা রতন দাও দাসে দয়া ক'রে।
দেখিব দীনের বন্ধু বসিয়া দুয়ারে॥
গাছে হ'তে দিব তুলে সুপক্ক কাঁঠাল।
খাইবেন গদাধর ঠাকুর দয়াল॥
কহিতে কাহিনী কথা বড় বাজে বুকে।
আমার প্রদত্ত প্রভু না দিলা শ্রীমুখে॥
কি সুখের এই জাতি উচ্চখ্যাতি নামে।
যাহারে করিল ঘৃণা পতিতপাবনে॥
পতিত হইতে আমি সুপতিত অতি।
করিয়া দাসের দাস খণ্ডহ দুর্গতি॥
পূর্ণভাবে বাহ্যিক চেতন যবে গায়।
হৃদয় মতন করি শ্রীঅঙ্গ মুছায়॥
পরদিন চুপে চুপে অতি প্রাতে উঠি।
প্রভুরে লইয়া যায় জয়রামবাটী॥
আনন্দের ওর নাই প্রতিবাসীগণে।
গদাই জামাই আসিছেন বার্ত্তা শুনে॥

এগিয়া যাইয়া পথে যত নারীগণ।
বারে বারে বন্দি আমি সবার চরণ ॥
আনিলেন আলয়েতে প্রভু গুণমণি।
পথে পথে জলধারা সহ শঙ্খধ্বনি ॥
জামাই আনিতে নাই দেশে হেন রীতি।
জলধারা শঙ্খধ্বনি অদ্ভুত ভারতী ॥
কি ভাবে করিল হেন রমণীরগণ।
প্রভুরাগমন দিনে বিধান নূতন ॥
ভক্তির মূলক নহে, মঙ্গল আচার।
প্রভুদেব ক্ষিপ্ত প্রায় জ্ঞান সবাকার ॥
নাহি রামকৃষ্ণভক্তি কিছুই এখানে।
বিষয়ী বিষয়ে মত্ত চাষা যত গ্রামে ॥
রক্ষাকর কৃপাময়ী জগৎ জননী।
তুমি মা লেখাও পুঁথি তাই লিখি আমি ॥
মা তোমার জন্মভূমি মহাতীর্থধাম।
জড় কি চেতন তথা সকলে প্রণাম ॥
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী নরনারীগণ।
হেলায় দুবেলা দেখে অভয়চরণ ॥
নাহি রামকৃষ্ণভক্তি, নাম নাহি লয়।
এবা কিবা ভাব, ভেবে হয়েছি বিস্ময় ॥
বিশুদ্ধ হৃদয়ভাব, ভাব দরশনে।
কি খেলা বুঝায়ে দেহ মূর্খ সন্তানে ॥
কিরণের চাঁদা মামা উপমা যেমন।
উদিলে সকলে পড়ে তাহার কিরণ ॥
পূজ্য হেয় স্থানাস্থান বিচার বিহীনে।
তেমতি আনন্দময় শ্রীপ্রভু যেখানে ॥
পূর্ণানন্দ নিজে প্রভু আনন্দ আধার।
যথায় উদয় তথা আনন্দ বাজার ॥
নারীগণে দরশনে রস ভাষে তাঁয়।
প্রভু নাহি দেন কাণ কোনই কথায় ॥
মুখে শ্যামাগুণগান, তালি দেয় কর।
নৃত্য করে পদদ্বয় বড়ই সুন্দর ॥
বদনমণ্ডলে শোভা অপরূপ খেলে।
বুক বেয়ে কোঁচার কাপড় কাঁদে ঝুলে ॥
দেখিয়া সকলে ভুলে কাছে যতক্ষণ।
অন্তরালে গেলে বলে পাগল লক্ষণ ॥
প্রভুর শ্বাশুড়ী হেথা দিদিঠাকুরাণী ॥
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণদুখানি ॥
ও গো বাছা বলি, প্রভু সম্বোধেন তাঁয়।
নানা রঙ্গ পরিহাস কথায় কথায় ॥
সলজ্জবদনা দিদি শ্রীপ্রভুর বোলে।
কথা কহিতেন মুখ আধখানি খুলে ॥
কোন কালে নাহি ছিল সম্পর্ক বিচার।
যেমন অলপ বয়ঃ শিশুর আচার।
জনক জননী খুড়া সোদর মাতুল।
শ্বশুর শ্বাশুড়ী শালা সব সমতুল ॥
বাবু ভাই সম্পর্ক প্রভৃতি নাই জ্ঞান।
আপন অপর কেবা সকলে সমান ॥
সংসার সম্বন্ধে আছে যেরূপ ব্যাভার।
ভিন্ন ভিন্ন জনে যেন বিভিন্ন আচার।
সে সব না ছিল কিছু শ্রীপ্রভুর ঠাঁই।
সর্ব্বস্থানে সমরূপ লজ্জা ভয় নাই ॥
শ্রীপ্রভুর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে রঙ্গ হয়।
শুনিয়াছি যেই রূপ শুন পরিচয় ॥
প্রভুর রামকৃষ্ণকথা বড়ই মজার।
বাহিরে আছিল এক গাছ সজিনার ॥
[illegible] যত ডাল থোপা থোপা ফুলে।
প্রসারিয়া শ্রীচরণ বসি তার তলে ॥
মহানন্দে মুখে হাসি প্রভু ভগবান।
শ্বাশুড়ীরে লক্ষ্য করি গাইতেন গান ॥

সজিনা ফুল পাতাব শাউড়ী তোর সনে
সজিনা ফুল তলায়, বসবো দুজনায়,
ফুর্ফুরে বাতাসে ফুল ঝোরে পোড়বে
গায়, আবার সজিনা ফুলের থোপা ভেঙ্গে
পরায়ে দিব কাণে ॥

হাসি হাসি দিদি আই বলিতেন তাঁরে।
কে কোথা এমন কথা কহে শ্বাশুড়িরে ॥

বলিতে কি আছে, বাপ, এমন বচন।
আমি ত শাশুড়ী হই মায়ের মতন॥
উত্তর বচনে প্রভু বলিতেন তাঁয়।
শাশুড়ী বলিয়া ছাপা আছে কি পাছায়॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ ছুটে দিদি আই।
পাছু পাছু গীত গান প্রেমিক জামাই॥
শাশুড়ী জামায়ে দেখ সম্পর্ক কেমন।
বাহে এক ভিতরে কি আছে সংগোপন॥
শ্রীপ্রভুর শাশুড়ীর ভাব পূর্ব্বেকার।
দিনে দিনে লয়, হয় স্নেহের সঞ্চার॥
এক দিন একত্র তথায় কত নারী।
সবাকার পদরেণু মস্তকেতে ধরি॥
প্রভুদেব ল'য়ে হাতে কুসুম চন্দন।
সবায় চরণতলে করেন অর্পণ॥
নারীগণ ত্রাস্তমন শশব্যস্ত প্রায়।
পলায়ন করে, মুখ ঢাকিয়া লজ্জায়॥
দেখি প্রভু বলিতেন সবে সম্বোধিয়ে।
শ্যামার অংশেতে জন্ম যত সব মেয়ে॥
মেয়ে রূপে মহামায়া রূপে অগণন।
তাই সমর্পিণু পদে কুসুম চন্দন॥
পাড়াগেঁয়ে মোটা লোক বুঝিতে না পারে।
অন্তরালে প্রভু খেপা বলাবলি করে॥
আর দিন মনসার পূজা আয়োজন।
নৈবেদ্য সাজায়ে রাখে রমণীরগণ॥
গাইতে গাইতে প্রভু শ্যামাগুণগীত।
ভাবেতে বিভোর চিত তথা উপস্থিত॥
দেখিয়া নৈবেদ্য থালে প্রভুদেব কন।
নৈবেদ্য খাইতে কেন হইতেছে মন॥
খাও তবে নারীগণে কহিল তাঁহায়।
অমনি বসিলা প্রভু নৈবেদ্য সেবায়॥
ভাবাবেশে খাইতে লাগিলা গুণমণি॥
অনিমিখ আঁখি দেখে পাড়ার রমণী॥
অন্য দিন প্রভুদেব শ্বশুরের ঘরে।
ভোজন সময় তাঁয় ভোজনের তরে॥
করি ঠাঁই ডাকিয়া আনিল একজন।
শুন কি হইল পরে অপূর্ব্ব কথন॥
ডাকা মাত্র প্রভুদেব প্রবেশিয়া ঘর।
উপবিষ্ট হইলেন আসন উপর॥
শালী সম্পর্কীয় এক হেঁসেলেতে যায়।
অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজ্য সাজাতে থালায়॥
ইতিমধ্যে শ্রীঅঙ্গেতে দিগম্বরা বেশ।
উলঙ্গ ঘরের এক কোণে পরমেশ॥
অদূরে পড়েছে খসি কটীর বসন।
দাঁড়ায়ে আছেন, নাহি বাহ্যিক চেতন॥
হেনকালে হাতে থালা শালী ঘরে যায়।
ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে ছুটিয়া পালায়॥
বুঝ, কি? বিশেষ কাণ্ড শ্বশুর ভবনে।
উলঙ্গ দণ্ডায়মান আবাসের কোণে॥
লোকে জনে তত্ত্ব তাঁর কিছু বুঝে নাই।
এক বাক্যে কয় সবে উন্মত্ত জামাই॥
কোন না কারণে তথা হরিকথা হ'লে।
অমনি সমাধি হয় বাহ্য যায় চ'লে॥
পাড়াগেঁয়ে চাষা সবে মোটা লোক জন।
চাষ করে, থাকে ঘরে সামান্য জীবন॥
অবিদিত শাস্ত্র, নাহি তত্ত্ব আলাপনা।
সমাধি, ধিয়ান, জপ কিছুই বুঝে না॥
প্রভুরে বুঝিবে কিসে তাঁহারা সকল।
সে হেতু করিত তাঁর ভাবের নকল॥
অধিকাংশ দিন, তাঁর কাটিত শিয়ড়ে।
সেবক ভাগিনা হৃদু, তাহাদের ঘরে॥
হৃদয় মুখুয্যে ধরাধামে ভাগ্যবান॥
সেবায় সন্তুষ্ট যার প্রভু ভগবান।
জননী তাহার হেন করেছি শ্রবণ।
চুলে মুছাইয়া দিত প্রভুর চরণ॥
ছোট ভাই রাজারাম ছিল আজ্ঞাপর।
তাই করে যবে যাহা প্রভুর রগড়॥
প্রভুর যা প্রিয় খাদ্য যুটায় যতনে।
যতই না হ'ক কষ্ট কিছু নাহি মানে॥

সাধনান্তে বলহীন পেটের পীড়ায়।
পুষ্টিকর যাহা বুঝে ত্রিসন্ধ্যা যোগায়॥
জীবিত মাছের ঝোল প্রভুরে খাওয়াতে॥
ধরিত মাগুর কই নিদ্রা নাই রেতে॥
প্রাতে ল'য়ে কাঁদে জাল দূরান্তরে যায়।
অবিরত নিয়োজিত প্রভুর সেবায়॥
পরম যতনে হৃদু, প্রভুদেবে রাখে।
খেতে শুতে পথে সদা সঙ্গে থাকে॥
হরিভক্ত তথা যথা এখানে সেখানে।
আনিয়া করিত মেলা প্রভু সন্নিধানে॥
প্রভু ভক্ত কিবা ভাবে কে আছে কোথায়।
কি প্রকারে শ্রীপ্রভুর দরশন পায়॥
কি মনুষ্য কিবা পশু জীব জন্তুগণ।
জলে স্থলে, শূন্যে কিবা কোথা নিকেতন॥
শ্রবণ করিলে হয় নিরমল চিত।
মঙ্গলনিধান রামকৃষ্ণগুণগীত॥
হৃদি তম-বিনাশন, হৃদয়-আরাম॥
শুনহ ভকত কর্ত্তা মাছের আখ্যান॥
গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে হৃদয়ের ঘর।
তাহার দক্ষিণে এক বৃহৎ প্রান্তর।
প্রান্তর ধানের ক্ষেত পড়া ভূমি নয়।
মাঝে মাঝে ছোট বড় বহু জলাশয়॥
জল পরিপূর্ণ এক পুকুরের পাড়ে।
চলিলা শ্রীপ্রভু, মল ত্যাগ করিবারে॥
একাকী শ্রীপ্রভু, প্রায় বেলা অবসান।
নিবারিলা সঙ্গে যেতে চায় রাজারাম॥
রাজারাম শ্রীপ্রভুরে জানে ভালমতে।
রাখিয়া তাঁহায় লক্ষ্য থাকিল তফাতে॥
লাগা দিয়া কল কল করি কোলাহল।
পুকুরে পড়িছে নব আকাশের জল॥
নব জলে মাছে লাগে সুধার মতন।
যথা পায় তথা যায় মানে না মরণ।
পতন যেখানে ধারে আকাশের বারি।
একত্রিত মৎস্য যত, দূর জল ছাড়ি॥
দাঁড়ায়ে দেখেন প্রভু গাছ অন্তরালে।
ছোট বড় নানা মাছ কাছে জলে খেলে॥
ধীরে ধীরে পায় পায় গেলা প্রভুরায়।
মাছের অত্যন্ত কাছে তবু না পলায়॥
দেখিয়া এতেক মাছ প্রভু কৈলা মনে।
সঙ্কেতে করিয়া তবে ডাকি রাজারামে॥
অল্প জলে কত মাছ ধরিবে হেতায়।
মাছের লাগিয়া তারা বহু কষ্ট পায়॥
যেমন হইল মনে যুকতি তাঁহার।
মোটা শটা কর্ত্তা যেটা মাছের সর্দ্দার॥
যত জোর দিয়া লম্ফ পড়ে সেই ক্ষণে।
দীনবন্ধুর শ্রীপ্রভুর অভয় চরণে॥
উলটি পালটি খায় চরণ নিকটে।
যেন নাহি ছুঁয়ে পাছে পায়ে কাঁটা ফুটে॥
বিপদনিবারী প্রভু দয়ারসাগর।
দেখিয়া সর্দ্দার মাছ অত্যন্ত কাতর॥
বলিলেন শ্রীহস্ত বুলায়ে গায় তার।
অভয় দিলাম, ভয় কিছু নাহি আর॥
আশ্বাসিয়া ফেলিয়া দিলেন তায় ঠেলে।
ছানা পোনা যথা তার পুকুরের জলে॥
সুদূর সলিলে গেল দল সহ তার।
শুন রামকৃষ্ণলীলা অমৃতভাণ্ডার॥
শিয়ড়েতে বহুদিন গত হ'লে পর।
প্রভুর পড়িল মনে দক্ষিণসহর॥
বহুদূর তথা হ'তে দু দিনের পথ।
পথের কাহিনী শুন শুনেছি যেমত॥
হৃদু সঙ্গে পথিমধ্যে ভোজনের কালে।
উপনীত হইলেন এক পান্থশালে॥
স্নানান্তে খাওয়ায়ে জল প্রভু গুণধামে।
হৃদয় রন্ধন করে পরম যতনে॥
হৃদু ভাল জানে যাহা ভোজ্য রুচিকর।
কে আর কোথায় হেন সেবক সুন্দর॥
সামান্য সে চটি ভাল দ্রব্য নাহি জুটে।
ভাল যা পাইল তাই আনিল আকুটে॥

ভাত ডাল তরকারি হইল সকল।
সর্ব্বশেষে রাঁধে চুনা মাছের অম্বল॥
প্রস্তুত করিয়া অন্ন হৃদু ডাকে তাঁরে।
নাচিতে নাচিতে যান ভাত খাইবারে॥
বালকস্বভাব প্রভু বালক প্রকৃত।
যখন খেয়াল যেন কার্য্য সেই মত॥
অথচ সকলে আছে সুগুহ্য ব্যাপার।
মম অধিকারে নাই সে সব বিচার॥
অম্বলেতে চুনা মাছ করি দরশন।
বলিলেন আর মম হবে না ভোজন॥
পনামাছ বিনা আজ ভাত নাহি খাব॥
বরঞ্চ আগোটা দিন উপবাস রব॥
শিশু হ'তে শিশু সম বিষম রগড়।
ধরিয়া শালার খুঁটি ঘুরে নিরন্তর॥
প্রভুরে বুঝান হৃদু সাধ্য অনুসারে।
ততই ঘুরেন তিনি খুঁটি এঁটে ধ'রে॥
ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে হয় নাচ।
সেই এক বোল মুখে, খাব পনামাছ॥
খেয়াল না যাবে, হৃদু বুঝিয়া আপনে।
বাহির হইল পনামাছ অন্বেষণে।
সেবক হৃদু মত খুজিয়া না পাই।
এত আবদার যারে করেন গোঁসাই॥
ভিক্ষুকের মত হৃদু দ্বারে দ্বারে ফিরে।
শেষে উপনীত এক গৃহস্থের ঘরে॥
বিয়া হেতু অনেক লোকের সমাগম।
গৃহস্বামী যেবা তারে কৈল নিবেদন॥
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনি গৃহী ভাগ্যবান।
হৃদয়ে করিল এক গোটা মাছ দান॥
তুষ্ট হ'য়ে, মাছ ল'য়ে ত্বরিত গমন।
মনোমত পান্থশালে করিল রন্ধন॥
তাড়াতাড়ি ভোজন করিতে হৃদু কয়।
দেরি হ'লে চ'লে যাবে গাড়ির সময়॥
অতি সন্নিকটে তার রেল ইষ্টেশান।
সময়ে না গেলে গাড়ি করিবে পয়ান॥

কলিকাতা অভিমুখে যেতে সেই দিনে।
নাহিক দোসরা গাড়ি, এক গাড়ি বিনে॥
ঠিক সময়েতে যেতে না পারিলে তথা।
সে দিন না হবে আর আসা কলিকাতা॥
সেই হেতু প্রভুদেবে বিধিভ বুঝান
স্বমনে ভোজন, বাক্যে নাহি যায় কান॥
বহু যত্নে সাঙ্গ যদি হইল ভোজন।
পশ্চাৎ ঘটিল আর অদ্ভুত ঘটন॥
অল্প দূর ব্যবধান ইষ্টেশানে যেতে।
তার মধ্যে মলত্যাগে বসিলেন পথে॥
কি এক কণ্টক তার নাম নাহি জানি।
পূজিলে তাহায় বড় তুষ্ট শূলপাণি॥
মলভূমে অগণন কণ্টকনিচয়।
নেহারিয়া শ্রীপ্রভুর প্রীতি অতিশয়॥
তাঁহার করম কার্য্য বুঝা মহাদায়।
কণ্টক লইয়া মত্ত হইলা পূজায়॥
আবেশে মহেশ-পদে কণ্টক প্রদান।
দেখিয়া হৃদুর হয় আকুল পরাণ॥
পূজার মরম কথা হৃদু নাহি জানে।
কত ডাকে, মত্ত প্রভু কেবা ডাক শুনে।
এক সাধনেতে সিদ্ধ হইবার তরে।
দীর্ঘ বয়ঃ মহাঋষি বনের ভিতরে॥
কাটায় জীবন গোটা সহি যত ঋতু।
অশন গলিত পত্র প্রাণ-রক্ষা হেতু॥
তবু নহে সিদ্ধকাম শেষে ফেঁশে যায়।
মরম অধিকে পঞ্চ ভূতেতে মিশায়॥
তেমন দুষ্কর ব্রত কতই সাধন।
হাতে হাতে অবহেলে যাঁর সমাপন॥
প্রেমিক রসিকবর ভক্তির মূরতি।
মাথায় প্রবাহ জ্ঞান-গঙ্গা দিবারাতি॥
কামিনী-কাঞ্চন মায়া অবিদ্যা মোহিনী।
তুচ্ছ হেয় ঘৃণ্য যেন নরকের কৃমি॥
দিব্য পবিত্রতা-রূপ শুদ্ধ সত্বময়।
হরিভক্তি দিবারাত্র হৃদয়ে উদয়॥

জীবহিত সদাব্রত কল্যাণ আচার।
মোহনীয়া ঠাম পরা পুরুষ-আকার॥
তিনি কেন শিশুসম মল ভূমে ব'সে।
কিবা বুদ্ধি বলে বল বুঝিবে মানুষে॥
ইতিমধ্যে সে দিনের নিরূপিত গাড়ি।
চ'লে গেল, যায় যেন ইষ্টেশান ছাড়ি॥
যতক্ষণ পূজা সাঙ্গ না হইল তাঁর।
উঠাতে না পারে, হৃদু বড়ই বেজার॥
কতক্ষণ পরে প্রভু আইলা আপনি।
হৃদয় বলেন কোথা কাটাবে যামিনী॥
গাড়ি চ'লে গেল আজ হইবে থাকিতে।
কেবা হেথা আত্মজন কোথা রবে রেতে॥
আপনে আছেন প্রভু না দেন উত্তর।
হৃদয় আসিল ইষ্টেশানের ভিতর॥
কর্ম্মচারী জনেকে জিজ্ঞাসে ব্যস্ত চিতে।
আজ কি পাইব গাড়ি কলিকাতা যেতে॥
প্রভুর আশ্চর্য্য খেলা কহিতে না পারি।
নাহি অন্য গাড়ি আজ কহে কর্ম্মচারী॥
তবে এক আলাহিদা গাড়ি স্বতন্তর।
কাশী থেকে ছাড়িয়াছে তারের খবর॥
রেল কোম্পানীর এক চাকর প্রধান।
বড়ই মর্য্যাদাপন্ন অতুল সম্মান॥
কলিকাতা যাবে তেঁহ একা ল'য়ে গাড়ি।
চেষ্টা পাব যদি তায় চড়াইতে পারি॥
অপর যাত্রীর তাহে নাহি অধিকার।
চেষ্টার না হবে ত্রুটি করিনু স্বীকার॥
সদাচারী কর্ম্মচারী গাড়ি এলে পরে।
প্রভুরে উঠায়ে দিল তাহার ভিতরে॥
ইচ্ছাময় প্রভুদেব ইচ্ছায় তাঁহার।
কোথা হ'তে কিবা হয় কে বুঝে ব্যাপার॥
শুভাশুভ বোধে যারে তুমি ভাব মনে।
কি ফল ঘটিবে তায় ইচ্ছাময় জানে॥
শ্রীপ্রভু মঙ্গলময় রাখি এই জ্ঞান।
কর্ম্ম যার, ফল তার অমৃত সমান॥
ফল আশে কৈলে কর্ম্ম অবিদ্যা-ভুবনে।
ফলে ফলা হলাহল প্রাণ কাঁদে শুনে॥
কেরে ফেলে তারে গুটি পোকার মতন।
কর্ম্মসূত্র নাগপাশ নিগুঢ় বন্ধন॥
মহাবিদ্যা প্রভু সনে কর কারবার।
ছাড়িবে অবিদ্যা, যাবে লোচন আঁধার॥
দেখিবে নূতন চক্ষে ঝরিবেক জল।
প্রভু হেতু কর্ম্ম গাছে ধরে প্রভু-ফল॥
আন্ কর্ম্ম, আন্ ফল দিয়া বিসর্জ্জন।
শুন রামকৃষ্ণলীলা মধুর কথন॥

তীর্থ-পর্য্যটন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ।
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥

রামকৃষ্ণলীলা, গুপ্ত পর্ব্বত-নির্ঝর।
নিহিত ভিতরে তার সুধার সাগর॥
শীতল হিল্লোল কিবা তুলে ধীর বায়।
হ'ক না সন্তপ্ত চিত হিঁয়ালে যুড়ায়॥
হেন ঝরণার জলে মগ্ন থাক মন।
স্বচ্ছ বর্ণ হবে তোর বিচিত্র বরণ॥
কামিনীকাঞ্চনাসক্তি কলুষ কালিমা।
বেমালুম যাবে হেন জলের মহিমা॥

এখন বিপদ বড়, মথুরের ঘরে।
ভক্তিমতী জগদম্বা প্রায় মরে মরে॥
হেরে গেছে সহরের চিকিৎসকগণ।
হতাশ হইয়া এবে চিন্তাকুল মন॥
প্রভুরাগমন-বার্ত্তা পাইয়া মথুর।
উপনীত হইলেন গোচরে প্রভুর॥
উপায় কি হবে বলি কৈল নিবেদন।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহে উচাটন মন॥
ভকতজীবন দেখি ভকতে কাতর।
বাহ্যহীন আর নাহি দেহের খবর॥
ভাবাবেশে বলিলেন ভকত মথুরে।
ভয় নাই জগদম্বা শীঘ্র যাবে সেরে॥

প্রভুতে বিশ্বাস এত করিত মথুর।
শুনিয়া অমনি তার চিন্তা হয় দূর॥
ঘরে না যাইয়া রহে দক্ষিণসহরে।
দিনে দিনে পায় বার্ত্তা জগদম্বা সারে॥
একেত মথুর ভক্ত ভক্তির আকর।
প্রভুরে দেখিয়া পায় হাতে শশধর॥
তদুপরি প্রিয়তমা প্রাণের সমান।
প্রভুর কৃপায় মাত্র, পাইলেন প্রাণ॥
দেখিয়া মজিল এত, প্রভুর চরণে।
তিলেক না দেখি, দেখে অন্ধকার দিনে॥
সুবৃহৎ কালীপুরী মহাপরিসর।
ফুলের বাগান কত তাহার ভিতর॥
নানা জাতি ফুটে ফুল সৌরভে অতুল।
যেখানে সেখানে গন্ধে করে প্রাণাকুল॥
বিশেষতঃ যূথী বেলা মালতী টগর।
গোলাপ রজনীগন্ধা গন্ধ মনোহর॥
গাছভরা গন্ধরাজ পঞ্চমুখী জবা।
চামেলী অপরাজিতা শোভয় [illegible]॥
রাঙ্গা রাঙ্গা তরুলতা রাঙ্গন রঙ্গন।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী বিবিধ বরণ॥

লাল শাদা পদ্মগন্ধ করবী অতুল।
পরিসীমা নাই, তথা কত ফুটে ফুল॥
মথুর করেন আজ্ঞা যত ভৃত্যগণে।
যোড়া যোড়া নানাবিধ কুসুম-চয়নে॥
যতনে গাঁথিতে মনোহর ফুলহার।
সকল শ্রীপ্রভুদেবে দিতে উপহার॥
মন্দিরে সাধের শ্যামা মূর্ত্তি বিদ্যমান।
দ্বাদশ মহেশ-লিঙ্গ আর রাধাশ্যাম॥
পুরী বিনির্ম্মাণ হৈল যাঁদের লাগিয়া।
সে সব মথুর এবে গিয়াছে ভুলিয়া॥
শ্যাম, শ্যামা, শিব, রাম প্রভু ভগবান।
মথুরের খাঁটি, পাকা, যোল আনা জ্ঞান॥
সামান্য মথুর নয় বুদ্ধি বার আনা।
আনা তার, বুদ্ধি যার, সেই এক জনা॥
বড় জমিদারি, বর্ষে কত লক্ষ আয়।
ঘরে ব'সে হেসে হেসে ইঙ্গিতে চালায়॥
ইহা বিষয়ের কথা তাহে এত দূর।
কত উচ্চ ভক্তি-পথে দেখহ মথুর॥
এতই পিরীতি তাঁর শ্যামার চরণে।
সাত লক্ষ টাকা দেয় পুরী বিনির্ম্মাণে॥
যেমন অতিথিশালা ভাণ্ডার তেমন।
ছত্রে খায় দিনে রেতে লোক অগণন॥
যেমন তেমন নয় যাহা ইচ্ছা যার।
ভক্তাভক্ত ছোট বড় নাহিক বিচার॥
আবাসে দ্বাদশ মাসে পর্ব্ব ত্রয়োদশ।
অন্ন দান, বস্ত্র দান, দেশ জুড়ে যশ॥
স্বর্ণ-রৌপ্য-পাত্র দেয় বিদায় ব্রাহ্মণে।
সম্বৎসরে বারে বারে হিসাব বিহীনে॥
মূল্যবান পরিচ্ছদ গরদ বসন।
অকাতরে যারে তারে করে বিতরণ॥
পথ ঘাট সুপ্রশস্ত কর্ম্ম পর-হিতে।
তুলনায় কে দাঁড়ায় মথুরের সাথে॥
এতই উন্নত আত্মা হয় যেই জন।
মরি হরি একবার ভেবে দেখ মন॥
সে কেন হইল বুদ্ধিহারা এই খানে।
পূজারী ব্রাহ্মণবেশী শ্রীপ্রভুর স্থানে॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভগবান।
দিনে দিনে নানারূপ তাঁহারে দেখান॥
শ্রীপ্রভুর সেবা আর তাঁর আরাধন।
মথুর বুঝিত এই সর্ব্বোচ্চ করম॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা মথুরের ঘরে।
সুঠামা প্রতিমা মূর্ত্তি কারিকরে গড়ে॥
যেমন তেমন নহে এই কারিকর।
কর্ম্ম দেখে বিশ্বকর্ম্মা পায়ে করে গড়॥
হেন কারিকর নাহি মিলে দুনিয়ায়।
মাটির প্রতিমা করে জীবন্তের প্রায়॥
তবু যতক্ষণ প্রভু নাহি তথা যান।
কারিকরে নাহি দিতে পারে চক্ষুদান॥
শ্রীপ্রভুর চক্ষুদান এতই সুন্দর।
দেখি শ্রীচরণে পড়ে হেন কারিকর॥
কোন কার্য্যে কেহ নাহি প্রভুর সমান।
আগাগোড়া প্রভুলীলা তাহার প্রমাণ॥
মহাপূজা তিন দিন মথুরের ঘরে।
মথুর রাখিত তাঁয় নাহি দিত ছেড়ে॥
বলিতেন শ্রীমথুর ভক্ত মহারাজা।
তুমি না থাকিলে বাবা কার হবে পূজা॥
কি হবে নৈবেদ্য সব দিব থালে থালে।
কে খাইবে আর বাবা তুমি না খাইলে॥
পূজা দিনে যথাকালে নানা উপচার।
থালায় থালায় করে ব্রাহ্মণে যোগাড়॥
সারি সারি প্রতিমার সম্মুখেতে রাখে।
দাঁড়ায়ে মথুর নিজে স্বচক্ষেতে দেখে॥
মনোমত সুসজ্জিত দেখি উপচার।
বলিতেন অনিবারে বাবারে এবার॥
আসিবার আগে প্রভু প্রতিমা-মন্দিরে।
পথেই যাইত প্রায় বাহ্যজ্ঞান ছেড়ে॥
যখন পশিত কাণে পূজা-স্তুতি পাঠ।
বিভোর তখন আর নাহি পান বাট॥

'রে ধ'রে আনি তাঁরে বসাইয়া দিত।
থায় থালায় উপচার সুসজ্জিত ॥
খন দুর্গায় ভোজ্য করে নিবেদন।
ত্বীরূপে নিয়োজিত পূজক ব্রাহ্মণ ॥
ক্ষণ করেন প্রভু শ্রীহস্তে লইয়া।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণে উঠে চমকিয়া ॥
অমনি মথুর কহে যতেক ব্রাহ্মণে।
বুঝিনু সম্পূর্ণ পূজা, বাবার ভক্ষণে ॥
সার্থক হইল দুর্গাপূজা আরাধন।
নৈবেদ্য যখন বাবা করিলা গ্রহণ ॥
ভক্তিহীন ব্রাহ্মণেরা বুঝিতে না পারে।
মনে করে বলে কিছু, কিন্তু নারে ডরে ॥
কার সাধ্য প্রভুদেবে কহে কটুভাষ।
তখনি লইবে মাথা মথুর বিশ্বাস ॥
প্রভুরে পাইয়া ত্রাসশূন্য তাঁর হৃদি।
ভকতি বিশ্বাস ঘটে খেলে নিরবধি ॥
যেমন শ্রীপ্রভু, ভক্তমনোমত তাঁর।
ধন্য তুমি নমো নমো কৈবর্ত্তকুমার ॥
ভাষায় না জুটে কথা গুণ বর্ণিবারে।
করুণ কটাক্ষ কর কায়েস্থ কিঙ্করে ॥
অন্তরেতে নিদারুণ র'য়ে গেল ব্যথা।
ভাগ্যে না হইল, পায় লুটাইতে মাথা ॥
যেমন মথুর তাঁর সমযোগ্যা নারী।
পতিব্রতা জগদম্বা কৈবর্ত্তকুমারী ॥
শ্যামানাম লেখা যার আছে হাড়ে হাড়ে।
রাসমণি রত্নগর্ভা ধরিয়া উদরে ॥
মনোমত আর যত ঘরে পরিবার।
ধরাধামে মথুরের সোণার সংসার ॥
নবমী পূজার দিনে পূজার সময়।
অন্তঃপুরে মহাভাব শ্রীঅঙ্গে উদয় ॥
তুইজনে স্ত্রীপুরুষে ভাব দেখি গায়।
নানাবিধ অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ সাজায় ॥
সুন্দর রচিল বেশ অতি পরিপাটি।
শেষে পরাইল লাল বারাণসী সাটি ॥
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলে ঢলে পড়ে।
ধীরে ধীরে উপনীত প্রতিমা গোচরে ॥
সখীভাবে নিজকরে চামর ব্যজন।
মথুর পশ্চাতে থাকি করে নিরীক্ষণ ॥
হেন ঠাম ধরিলেন প্রভু সেইক্ষণে।
কে প্রতিমা কেবা প্রভু সাধ্যকার চিনে ॥
কতই হইল খেলা মথুরের ঘরে।
নানারূপ দেখাইয়া ধরা দিলা তারে ॥
প্রভু আর প্রভুভক্ত পদে রাখি মতি।
ক্রমে ক্রমে শুন রামকৃষ্ণলীলাগীতি।

একদিন সন্ধ্যাকালে মথুর-বনিতা।
মানস যাইতে তীর্থে, তুলিলেন কথা ॥
তীর্থযাত্রা, ধর্ম্ম কর্ম্ম পুণ্যপ্রদায়িনী।
মথুর ভুলেছে, পেয়ে প্রভু গুণমণি ॥
প্রভুদেব বিনা অন্য নাহি জানে আর।
সগোষ্ঠি একত্রে সেবে শ্রীচরণ তাঁর ॥
প্রভু বিনা শ্রীমথুর কিছু নাহি চায়।
সে হেতু উত্তর কৈল আপন ভার্য্যায় ॥
পুছহ বাবায়, ইহা আমি নাহি জানি।
বাবায় ছাড়িয়া যেতে কাঁপে মোর প্রাণী।
অনর্থক অর্থ নষ্ট, কষ্ট কত হবে।
বাবা যদি যান সঙ্গে, যেতে পারি তবে ॥
কাতরে প্রভুরে কয়, মথুর-গৃহিণী।
যাওয়া হয় তীর্থে, যদি যাও বাবা তুমি ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভগবান।
ধরিলে ভকতে আর নাহিক এড়ান ॥
ভালমন্দ স্থানাস্থান বিচার বিহীনে।
সম্পদ বিপদসখা রহে রেতে দিনে ॥
কি করেন প্রভুদেব দিলেন সম্মতি।
মহা আহ্বা জগদম্বা পুলকিত অতি ॥
লীলাময় প্রভু, তাঁর কর্ম্ম বুঝা ভার।
মানুষ থাকুক দূরে অসাধ্য ব্রহ্মার ॥
কেহ বা কতই করে দুষ্কর সাধন।
সহি শীতাতপ কত, বিহীন অশন ॥

কটীতে কৌপিন মাত্র, তরুতলে বাস ।
সদাচক্ষে জল, ছাড়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ॥
আত্মসুখ-বিবর্জ্জিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণাহারা ।
জীর্ণ শীর্ণ চর্ম্মহীন হাড়ের চেহারা ॥
তথাপি তিলেক তরে না পায় দর্শন ।
কেহ সঙ্গে রঙ্গে করে জীবন যাপন ॥
যথা তথা ইচ্ছামত সঙ্গে ল'য়ে যায় ।
ভগবৎ-তত্ত্ব গুপ্ত, ব্যক্তি মাত্র তাঁয় ॥
তাঁর তত্ত্ব তিনি বিনা কে বুঝিতে পারে ।
ধূমাগার মাথা তার, যে যায় বিচারে ॥
তীর্থে যেতে আয়োজন করেন মথুর ।
মনোমত ভৃত্য অর্থ প্রচুর প্রচুর ॥
বস্তায় বস্তায় বাঁধা বিছানা বসন ।
যথা আজ্ঞা আয়োজন করে ভৃত্যগণ ॥
দক্ষিণসহরে এবে আইঠাকুরাণী ।
অতিবৃদ্ধা শুভ্রকেশা প্রভুর জননী ॥
চরণ বন্দনা আর সম্মতি কারণে ।
আসিলেন প্রভুদেব তাঁর সন্নিধানে ॥
আইর সর্ব্বস্ব রত্ন পুত্র গদাধর ।
তীর্থে যেতে ছেড়ে দিতে না মানে অন্তর ॥
হেথা প্রতিশ্রুত প্রভু মথুর-আবাসে ।
তাঁহাদের সঙ্গে যাওয়া হবে তীর্থবাসে ॥
না যাইলে বাক্যরক্ষা পক্ষে হয় দোষ ।
গেলে পরে জননীর মন অসন্তোষ ॥
উভয় রক্ষার হেতু করিলা উপায় ।
তীর্থবাসে সঙ্গে যেতে কহিলেন মায় ॥
শ্রীপ্রভুর তীর্থে যাত্রা হয় শুভদিনে ।
সঙ্গে যায় সেবাপর হৃদয় ভাগিনে ॥
অপর ব্রাহ্মণ কত দাসদাসীগণ ।
বস্তা বস্তা সজ্জা শয্যা বিবিধ রকম ॥
এর পূর্ব্বে প্রয়াগ পর্য্যন্ত একবার ।
গিয়াছিলা প্রভু, সঙ্গে মথুর-কুমার ।
দ্বিতীয় এবার তাঁর তীর্থ-পর্য্যটন ।
শুনিয়াছি যেই মত শুন বিবরণ ॥
শীতলবাহিনী-গঙ্গাকূলস্থিত কাশী ।
বিরাজিত মহেশ্বর যথা দিবানিশি ॥
এই কাশীধামে সর্ব্বপ্রথমে গমন ।
সস্ত্রীক মথুর অতি পুলকিত মন ॥
দূর থেকে প্রভুদেব দেখিবারে পান ।
গোটা বারাণসী কাশী প্রকাণ্ড শ্মশান ॥
হাতেতে ত্রিশূল এক মূর্ত্তি দীর্ঘকায় ।
মন্দ মন্দ পদ-ক্ষেপে বেড়িয়া বেড়ায় ॥
পুনরায় দেখিলেন স্বর্ণময়ী কাশী ।
বিতরেণ অন্নপূর্ণা অন্ন রাশি রাশি ॥
কাছে যবে তরী-যোগে গঙ্গা হন পার ।
দেখেন শ্রীপ্রভু মহাকালীর আকার ।
নির্ব্বাণদায়িনী মূর্ত্তি সুন্দর সুঠামে ॥
বিরাজিতা মহামাতা শ্মশানের ধূমে ।
পারে এলো তরী, তীরে হ'লে সংলগন ।
বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দুঁহে দরশন ॥
বুঝ মন প্রভুলীলা স্মরিয়া তাঁহায় ।
তিনি যা দেখেন অন্যে দেখিতে না পায় ॥
দর্শন দূরের কথা আভাসে না জানে ।
ঢাকিয়াছে পেঁচে আঁখি কামিনী-কাঞ্চনে ॥
শ্রীপ্রভু দেখেন যত নিত্যের বাজার ।
বিষম সুগূঢ় মায়া, লীলার আধার ॥
পঞ্চভূত মরুতাদি তেজ ব্যোম ক্ষিতি ।
মনবুদ্ধি অহঙ্কার নিকৃষ্ট প্রকৃতি ॥
ফুলহারস্থিত গুপ্ত সূত্রের মতন ।
প্রকৃষ্ট প্রকৃতি পরাশক্তি যে রকম ॥
লীলাকারে খেলাকরে সৃষ্টির ভিতর ।
দীর্ঘতম সূক্ষ্ম কিবা অণুর খবর ॥
নিত্য-লীলা মধ্যে যথা যা হয় যেখানে ।
শ্রীপ্রভু দেখেন সব সহজে সহজে ॥
জীবের দেখিতে ইহা নাহি অধিকার ।
সে হেতু প্রভুর লীলা বুঝা মহাভার ॥
জয় জয় জগদীশ পরম ঈশ্বর ।
সৎ শুদ্ধ ভাবময় ইন্দ্রিয়াগোচর ॥

নিত্যসিদ্ধ, মায়ামুক্ত, গুণাদির পার।
পূর্ণব্রহ্ম, শূন্য-কর্ম্ম, একা, কিমাকার॥
নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, পুরুষ-প্রধান।
লীলা-শক্তি, সঙ্গে স্থিতি, বিহীন-বিধান॥
অপরূপ, নাহি রূপ, নিজে নিজে স্থিতি।
জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ মূরতি।
লীলাধারে লীলাময় ত্রিগুণ ধারণ।
দীন-হীন-জনবন্ধু, পতিত-পাবন॥
শূল-অসি ধনু-বেণুধারী অবতার।
নানাবেশ পরমেশ করুণা আধার॥
শক্তিসঙ্গ মহারঙ্গ গুপ্তলীলাকারী।
জয় জয় রামকৃষ্ণ করুণ কাণ্ডারী॥
কি লীলা কহিব আমি কি ধরি শকতি।
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত অতি মূঢ়মতি॥
অবিদ্যাবাজারে ভ্রমি ক্রীতদাস তার।
কৃপা করি কর মুক্ত লোচন-আঁধার॥
আরে মন, মহারঙ্গ কর প্রভুদেবে॥
কি দেখিবে আসক্তি সম্বল বদ্ধজীবে॥
মানুষে দেখয়ে কাশী জনাকীর্ণ স্থান।
প্রধানা নগরী কিসে প্রকাণ্ড শ্মশান॥
দীন দুঃখী অর্থ-আশ কত লোক জন।
তবে রাশি রাশি অন্ন কোথা বিতরণ॥
সুধাথণ্ড কাশীথণ্ডে যে প্রকার লেখা।
শক্তির-স্বরূপ লীলা শ্রীপ্রভুর দেখা॥
কাশীবাসে কর্ম্ম নাশে জীবে পায় ত্রাণ।
এবে বটে জনাকীর্ণ, দেহান্তে নির্ব্বাণ॥
[illegible]ঝিতে বিফল আশা করে মূঢ় জন।
[illegible]বিশ্বাসে প্রভুর লীলা করহ শ্রবণ॥
[illegible]এ কেন ক কহিব যদি বলে ছেলে।
[illegible]লথা পড়া নাহি তার হয় কোন কালে॥
[illegible]অবিশ্বাসে সব নষ্ট, না হয় করম।
[illegible]বিশ্বাসে সহজ মিলে যা পাইতে মন॥
[illegible]বিচারে অপার কষ্ট, সহজ সরলে।
[illegible]চিবায়ে না খাবে মন, খাও তুমি গিলে॥

যে দিনে মথুর, অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরে।
গিয়াছিল পুরী মধ্যে দরশন তরে॥
নিজে পায়ে হেঁটে যান ভৃত্যগণ সনে।
শ্রীপ্রভুর আগমন হয় নর-যানে॥
পথেই উঠিল তাঁর বিষম তুফান।
অকূলে ফেলিল ল'য়ে বাহ্যিক গিয়ান॥
দেবদেবী স্থানে যবে যথায় গমন।
কখন না হয় কোন মূর্ত্তি দরশন॥
যথা স্থানে যাইবার তাঁর বহু আগে।
আগাগোড়া বাহ্য যায় ভাবের আবেগে॥
শুন শ্রীপ্রভুর লীলা শ্রবণমঙ্গল।
ধরায় যেখানে আছে যত লীলাস্থল॥
যে প্রকারে যেইরূপে লীলা সেই ঠাঁই।
সে সব রূপের গোড়া শ্রীপ্রভু গোঁসাই॥
পূর্ব্ব লীলা, মনে খেলা, করে তথা গেলে।
তাহাই দেখেন মাত্র অন্য লীলা ভুলে॥
যেরূপ যেখানে লীলা, সেই ভাব উঠে।
তাই লীলাস্থলে গেলে বাহ্য যায় ছুটে॥
দণ্ডী ও পরমহংস কাশীতে আস্থান।
নেড়া, হাতে কেরয়া, গেরুয়া পরিধান॥
শ্রেষ্ঠ যেবা কিছু কিছু বেদান্ত সমুঝে।
যে পরমহংস প্রভু সেরূপ না বুঝে॥
শ্রীঅঙ্গে নাহিক কোন অঙ্কিত নিশান।
নাসিকা কি কপালেতে ফোঁটা লম্ববান॥
গায় নাই ভস্ম মাখা, জটা নাই শিরে।
রুদ্রাক্ষ-তুলসী মালা গলায় কি করে॥
কভু নাই নামাবলী, নাই বাঘাম্বর।
ধুনি জ্বালা, সঙ্গে চেলা, মুখে হর হর॥
পরিধান এক শাদা সুতার বসন।
প্রয়োজনমত থাকে গাত্র আবরণ॥
নাহি শাস্ত্র বেদপাঠ নিরক্ষর বেশ।
পুরাণ কোরান ছাড়া প্রভু পরমেশ॥
কেহ কিছু কোন মতে বুঝিতে না পারে।
নাহি দিলে ধরা ছুঁয়া সাধ্য কার ধরে॥

মানুষ থাকুক দূরে ব্রহ্মা ফাঁকি পায়।
ঈশ্বরের নর-লীলা বুঝা মহাদায়॥
তিয়াগী ত্রৈলঙ্গস্বামী মৌনী একজন।
অত্যন্ত উন্নত আত্মা, পুণ্য-দরশন॥
ভাল মন্দে এক ভাব উলঙ্গ-আচার।
ক্ষুধাতৃষাবিবর্জ্জিত, নাহিক বিকার॥
সুদীর্ঘ বয়স নাহি জানে গণনায়।
দেশ জুড়ে খ্যাতি, গুণ দেশ জুড়ে গায়॥
এহেন সন্ন্যাসী জনে সহস্র প্রণাম।
যেচে যাঁরে দিলা দেখা প্রভু ভগবান॥
একমাত্র গ্লাস-পাত্র সম্বল স্বামীর।
দিয়াছিল প্রভুদেবে করিয়া খাতির॥
খাতিরের অর্থ নয় যেন তেন পূজা।
তাঁরে দেন গ্লাস-পাত্র যাঁরে বুঝে রাজা॥
গ্লাস ল'য়ে তুষ্ট প্রভু বলিলেন তাঁয়।
বাক্যে নহে, অঙ্গুলি চালনে ইসারায়॥
বল দেখি এক কিবা বহুল ঈশ্বর।
তখনি সঙ্কেতে মৌনী করিলা উত্তর॥
বিরাট মূরতি হরি একেশ্বর ধ্যানে।
বিরাটে বহুল জ্ঞান বাহ্য দরশনে॥
করি তাঁরে নমস্কার মঙ্গল-লক্ষণ।
বাসায় আইলা ফিরে প্রভু নারায়ণ॥
স্বামীর প্রশংসা প্রভু করিয়া বিস্তর।
বলিলেন এই স্বামী সেই বিশ্বেশ্বর॥
মথুর মনন কৈল তীর্থবাসীগণে।
ধন অর্থ বসন বাসন বিতরণে॥
শুনি হরষিত অতি প্রভু গুণমণি।
দানের ব্যবস্থা যাহা করিলা আপনি॥
মথুরের দান ধর্ম্ম সব প্রভু-পায়।
তবে যে দানের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছায়॥
নানাবিধ প্রার্থীগণে নানাবিধ দান।
অর্থব্যয় অতিশয় প্রভুর বিধান॥
বারাণসী হইতে প্রয়াগে আগমন।
মথুর করিল ক্রিয়াকাণ্ড সমাপন॥
মস্তক-মুণ্ডন আদি নিত্যকর্ম্ম দান।
মনে রেখ মুণ্ডন না কৈলা ভগবান॥
আরে মূঢ়পামর মন বুঝিবে সর্ব্বথা।
নাটক নভেল নহে পরিহাস কথা॥
রামকৃষ্ণপুঁথি ইহা প্রভুর আখ্যান।
আকারে নরের মত, কার্য্যে ভগবান॥
নরবুদ্ধি ল'য়ে তাঁরে দেখিবারে গেলে।
নিশ্চয় পড়িবে মন বিষম জঞ্জালে॥
চর্ম্ম-আঁখি গুপ্ত রাখি, মুদিয়া নয়ন।
প্রভু রামকৃষ্ণ লীলা কর দরশন।
শ্রবণ করিয়া কিবা পাইবে খবর।
শুনে দেখা, দেখে দেখা, অনেক অন্তর॥
শুনা চিনি, চাখা চিনি, যেমন প্রভেদ।
শ্রবণে প্রভুর লীলা নাহি মিটে খেদ॥
দরশনে তোমার যদ্যপি থাকে সাধ।
কামিনী কাঞ্চন এই দুটি দাও বাদ॥
মহা অনর্থের মূল অবিদ্যা-বন্ধন।
যতদিন নাহি টুটে, না ফুটে নয়ন॥
নিবিড় সুঘন মেঘ দরশন-পথে।
আবরে চাঁদের আলো না দেয় দেখিতে॥
যে অবধি না পারিবে টুটিতে বন্ধন।
দিবারাতি লীলা-পুঁথি করহ শ্রবণ॥
বন্ধনবিমুক্তোপায় ইহাই কেবল।
লীলাকথা শ্রীপ্রভুর নাম-ধৌত-জল॥
একদিন প্রভুদেব প্রয়াগ সহরে।
আসে এক বৈদান্তিক দরশন তরে॥
সে অঞ্চলে গণ্য দয়ানন্দ সরস্বতী।
বেদান্তবাগীশ আর্য্য-সমাজাধিপতি॥
আগন্তুক, শুনি এক জন চেলা তাঁর।
রূপগুণাকার আদি না করে স্বীকার॥
সাকার সম্বন্ধে কথা শ্রীপ্রভুর সনে।
মায়ার ব্যাপার কয়, সাকার না মানে॥
বাক্‌বিতণ্ডায় তেঁহ অতি বিচক্ষণ।
বেদান্ত বচনে করে পক্ষ সমর্থন॥

শিক্ষা বিহগা যেই মত নানা বুলি ঝাড়ে।
তলে নাহি যায়, চলে উপরে উপরে॥
শাস্ত্র-বাক্যসহ নানা জ্বলন্ত প্রমাণ।
অগণ্য অগণ্য দেন প্রভু ভগবান॥
কোন মতে বৈদান্তিক স্বীকার না করে।
অবশেষে বলিলেন প্রভু ক্রোধভরে॥
তবে কি বলহ তুমি অলীক বচন।
এত যে করিনু মার পূজা আরাধন॥
বচনে হবে না কার্য্য এই অনুমানি।
স্বরূপ ধারণ কৈলা প্রভু গুণমণি॥
সুস্থির আছিল জল দুলাইল বায়।
মহাভাবে শ্রীপ্রভুর টল টল কায়॥
গায় বয় মহাবেগে শক্তি মত্ততর।
যে শক্তি রূপাদি গুণআকার-আকর॥
এই দেখ বলিয়া শ্রীঅঙ্গ দেখাইয়া।
উঠিলেন শ্রীপ্রভু অমনি দাঁড়াইয়া॥
শিশা বিনির্ম্মিত তার, দড়ির মতন।
ভারি যেন, তেন লম্বা যোজন যোজন॥
সঞ্চালন বৈদ্যুতিক শক্তি যবে তায়।
আগাগোড়া থর থর দড়িরে কাঁপায়॥
সেই মত শ্রীপ্রভুর শকতির চাপে।
ভাগ্যবান বৈদান্তিক উঠে কেঁপে কেঁপে॥
অবশেষে কি দেখিল বুঝে লহ মন।
লোটায় অবনী, ধরি প্রভুর চরণ॥

বৃন্দাবনে আগমন অতঃপর কথা।
তীর্থবাস শ্রীপ্রভুর সুন্দর বারতা॥
বিশ্বাস ভকতি বৃদ্ধি গাইলে ভারতি।
এক মনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥
মথুরা হইয়া বৃন্দাবনধামে যেতে।
অপূর্ব্ব ঘটনা শুন কি হইল পথে॥
কংস-ত্রাসে বসুদেব কৃষ্ণ করি কোলে।
যে ঘাটে যমুনা পারে পলায় গোকুলে॥
সেই ঘাটে আসা মাত্র প্রভু গুণমণি।
দেখিলেন বসুদেব আকুল পরাণি॥
অন্ধকার যামিনী ভীষণা অতিশয়।
কোলে কৃষ্ণ, রূপে আলো করে দিগচয়॥
যায় পার যমুনার ছুটে উর্দ্ধশ্বাস।
দেখিয়া প্রভুর মহাভাবের উচ্ছ্বাস॥
গভীর সমাধিযুক্ত কিসেও না ছুটে।
অবিরাম কৃষ্ণনাম কর্ণ-মূলে রটে॥
দুই কাণে দুই জনে হৃদয় মথুর।
কিসেও না হুঁস অঙ্গে আইল প্রভুর॥
মথুর দেখিয়া পরে অনন্য উপায়।
প্রভুদেবে ল'য়ে যেতে পালকি আনায়॥
মহাভাবে ডুবে ডুবে প্রভু পরমেশ।
নরযানে বৃন্দাবনে করেন প্রবেশ॥
দু তিন প্রহর কাল যায় এ রকম।
তবে না উদয় বাহ্যজ্ঞানের লক্ষণ॥
পূর্ণভাবে এলে বাহ্য, বৃন্দাবন দেখি।
বর্ণিবার সীমা পার প্রভু এত সুখী॥
বিশেষ বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থলে।
একবার শ্রীপ্রভুর নয়নে পড়িলে॥
সকল বৃত্তান্ত তাঁর হয় উদ্দীপন।
তখনি চলিয়া যায় বাহ্যিক চেতন।
মহাভক্ত শ্রীমথুর বিচারিয়া মনে।
ভাগিনা হৃদয়ে বলিলেন সঙ্গোপনে॥
নরযানে ল'য়ে যাবে যথা হয় মন।
কি জানি কোথায় যায় বাহ্যিক চেতন॥
নরযানে যেতে ইচ্ছা না হয় প্রভুর।
হৃদয়ে বলেন কথা ভকত মথুর॥
যদি নাহি যান যানে সঙ্গে তুমি রবে।
বাহকেরা ল'য়ে যান পাছু পাছু যাবে॥
সঙ্গেতে হৃদয় সহ কত লোকজন।
চলিলেন দরশনে গিরি গোবর্দ্ধন॥
গোবর্দ্ধন নাম শুনে হৃদয় যাঁহার।
উথলিয়া হ'য়ে হয় অকূল পাথার॥
সেই লীলাস্থল গিরি চাক্ষুস দর্শনে।
কি ব্যাপার হবে হৃদু ভাবে মনে মনে॥

দেখা মাত্র লীলাস্থল মনোহর গিরি।
খেলা করে নানা ধারে ময়ুর ময়ূরী॥
যেমন স্বভাব, গেল বাহ্যিক গিয়ান।
শ্রীঅঙ্গ হইল মহাবলের আধান॥
কাহার না হয় শক্তি রাখিতে ধরিয়া।
লম্ফদানে গোবর্দ্ধনে উঠিলেন গিয়া॥
পাণ্ডাগণ শ্রীপ্রভুর পাছু পাছু ধায়।
অনেক যতনে তবে নীচেতে নামায়॥
গোটা দিন একই রকমে যায় কেটে।
বিবিধ উপায় হৈল নেশা নাহি ছুটে॥
শ্রীবঙ্কুবিহারী মূর্ত্তি দরশন পরে।
কৃষ্ণের অধিক শক্তি ইহার ভিতরে॥
দেখা মাত্র হইলেন শ্রীপ্রভু অস্থির।
মহাভাবাবস্থাগত সমাধি গভীর॥
সহজে নাহিক ছুটে ভাব শ্রীপ্রভুর।
নরযানে কুঞ্জে ফিরে আনিল মথুর॥
কৃষ্ণের মূরতি যত আছে ব্রজধামে।
মথুরে বলেন সবে ভোগ দেহ কিনে॥
যেখানে দেখেন যাহা সমাধিস্থ তথা।
মূর্খ আমি কিবা কব ব্রজের বারতা॥
ভক্তভাবে কুঞ্জে কুঞ্জে বেড়িয়া বেড়ান।
লইয়া গৌড়িয়া ভেক প্রভু ভগবান॥
কি সুন্দর মনোহর অঙ্গে ভেক ধরে।
মাধুপুরি করিলেন দুয়ারে দুয়ারে॥
একদিন নিধুবনে প্রভু গুণমণি।
সাক্ষাতে পাইলা এক অপূর্ব্ব রমণী॥
সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব নয়, গুণ নিরুপম।
অনুরাগ কান্তি মাখা হৃদি সুশোভন॥
বয়সে প্রাচীনা, নাহি কটীতে বসন।
এক মাত্র আল্‌খি গায় লজ্জা আবরণ॥
হৃদিখানি একবারে কৃষ্ণপ্রেমে ভরা।
বয়স্কা যদিও ভাবে বালিকা চেহারা॥
গলায় পুটুলি বাঁধা শালগ্রাম তায়।
যেমন শ্রীপ্রভুদেবে দেখিল তথায়॥
আনন্দে বিভোর ডাকে দুই হাত তুলি।
আইস আইস ঘরে দুলালী দুলালী॥
কত ভাগ্য তোমার পাইনু দরশন।
দুলালী দেখিয়া হৈল সার্থক জীবন॥
কভু নহে পরিচিত শ্রীপ্রভুর সনে।
বুঝ মন দুলালী বলিয়া ডাকে কেনে॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভগবান।
যেরূপ যে চায় তায় সেরূপ দেখান॥
আজীবন ব্রজে বাস দুলালী বাসনা।
মহাভাবময়ী রাই কনক-বরণা॥
সেই শ্রীরাধার মূর্ত্তি প্রভু-অঙ্গে দেখে।
হাত তুলি দুলালী বলিয়া তাই ডাকে॥
সকল বিদ্যার পরিচয় দেওয়া চলে।
পরীক্ষার্থী দেয় যেন পরীক্ষার স্থলে॥
গুরু দত্ত-বিদ্যা নাহি আসে পরীক্ষায়।
কি বলিবে কি লিখিবে কি আছে ভাষায়॥
কি দেখান্ কি শিখান প্রভু নারায়ণ।
কিরূপ আকার তার বরণ গঠন॥
কিবা আস্বাদন কেহ বলিতে না পারে।
আপনে করিয়া ভোগ আপনে পাসরে॥
এ হেন নারীর কথা না হয় বর্ণন।
রাধারূপে প্রভু যারে দিলা দরশন॥
গঙ্গামাতা, নাম তাঁর ছিল বৃন্দাবনে।
তাঁরে খুসি ব্রজবাসী জনে জনে চিনে॥
প্রভুরে দেখিয়া চক্ষু ঝরে অনিবার।
দুলালী দুলালী বই বাক্য নাহি আর॥
অবশ আগোটা অঙ্গ শক্তি নাহি চলে।
প্রসারিয়া বাহু যায় করিবারে কোলে॥
রবি শশি দেখি যেন উথলে জলধি।
প্রভুরে পাইয়া তেন গঙ্গামার হৃদি॥
প্রভুও তেমতি প্রীত পেয়ে গঙ্গামাতা।
ধন্য ধন্য শ্রীপ্রভুর ভক্তবৎসলতা॥
যাহার যেমন সাধ সে ভাবে মিটান।
কুঞ্জে রাইঠাকুরাণী নাহি তাঁর নাম

কোথা ভক্ত চূড়ামণি মথুরবিশ্বাস।
সসঙ্গ ব্রাহ্মণী কোথা নাহিক তল্লাস॥
আছে কেহ অন্য আর কিছু নাহি মনে।
গোটা দিন কেটে যায় মাইর আশ্রমে॥
হৃদয় লইয়া অন্ন তথায় যোগায়।
রাত্রি এলে প্রভুদেবে আনিত বাসায়॥
মাইর উপরে তাঁর বড় হৈল টান।
প্রত্যূষে উঠিয়া হয় আশ্রমে পয়ান॥
মাই বিনা অন্ত সব হইল অপর।
আশ্রম হইল যেন আপনার ঘর॥
অতি পুলকিত মাই বসাইয়া কোলে।
নানাবিধ ভোজ্য দেন শ্রীবদনে তুলে॥
উদর পূরায়ে তাঁরে করায়ে ভোজন।
পশ্চাৎ করেন মহাপ্রসাদ গ্রহণ॥
ভোজন করিয়া প্রভু মাইর আশ্রমে।
ভ্রমিতেন হেতা সেতা হৃদয়ের সনে॥
নানা স্থানে ইচ্ছামত করিয়া ভ্রমণ।
সেই আশ্রমেতে হয় পুনরাগমন॥
যমুনার তীরে একদিন ভগবান।
পাছে পাছে আছে হৃদু সহ নরযান॥
যতেক লহরী জলে তত ভাব হৃদে।
উন্মত্ত বিভোর প্রায় পরম আহ্লাদে॥
কালীয়াবরণ সেই কালিন্দির জল।
দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল বিহ্বল॥
হেনকালে সেখানে রাখাল কয় জনা।
এক সঙ্গে সবে পার হতেছে যমুনা॥
ভাবে ভরা মাতোয়ারা প্রভু নারায়ণ।
সঘনে ডাকেন কৃষ্ণে করিয়া রোদন॥
নীরদবরণশ্যাম বাঁশী ধরা করে।
হেলে দুলে শিখিপাখা শিরের উপরে॥
অধরে মধুর হাসি নেচে নেচে যায়।
মধুর নূপুর বাদ্য বাজে দুই পায়॥
বেষ্টিত রাখালদলে লইয়া গোধনে।
যায় পার যমুনার গোঠে গোচারণে॥
ওই যায় ওই কৃষ্ণ মুরলীবয়ান।
এত বলি লম্ফ দিয়া ধরিবারে যান॥
ভাব দেখি হৃদয় ধরিল গিয়া তাঁয়।
সমাধিস্থ প্রভুদেব বাহ্য নাহি গায়॥
সহজে না ছুটে ভাব আবেশ বিষম।
নরযানে ল'য়ে হৃদু ফিরিল আশ্রম॥
জলধির গর্ভ যেন রতন-আকর।
গঙ্গামাই দেখে প্রভু ভাবের সাগর॥
নিত্যই নূতন ভাব সমুদিত গায়।
ভাবান্তে বসায়ে কোলে বলেন তাঁহায়॥
ভাবময়ী ব্রজেশ্বরী ভাবের পাথারে।
দিনে রেতে মেতে মেতে উঠু ডুবু করে॥
আর নাহি দিব ছেড়ে দুলালী তোমায়।
রাখিব যতন করি থাকিবে হেতায়॥
সহাস্য বদনে প্রভু গঙ্গামায়ে কন।
আতপ তণ্ডুল তুমি করহ ভোজন॥
সিদ্ধান্ন ভোজন মম, মাছ বড় খাই।
মাছ ছাড়া সব দিব, কহে গঙ্গা মাই।
পেটের ব্যারাম বড় মাঝে মাঝে হয়।
কে বল করিবে মুক্ত কহিল হৃদয়॥
গঙ্গামাতা বলে আমি নিকাইব হাতে।
দুলালীর জন্যে প্রাণ পারি ছেড়ে দিতে।
এইরূপে কিছু দিন যায় বৃন্দাবনে।
মথুর প্রয়াস করে ফিরিতে ভবনে॥
প্রভু সন্নিধানে ব্যক্ত কৈল অভিপ্রায়।
কোন মতে কথায় নাহিক দেন সায়॥
বারে বারে করে জেদ ভকত মথুর।
কোন গ্রাহ্য তাহাতে না আইসে প্রভুর॥
বিপদে পড়িল বড় মথুরবিশ্বাস।
প্রভুর দেখিয়া ভাব পাইল তরাস॥
অনুমানী শ্রীপ্রভুর ভাবের বারতা।
নাহি মন পুনরাগমনে কলিকাতা॥
নাড়ী ছাড়া কান্না যেন, করে হায় হায়।
কেন এনু তীর্থবাসে নারীর কথায়॥

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী শাস্ত্রে কথা রটে।
বুঝিতে নারিনু এত বুদ্ধি বল ঘটে॥
তীর্থবাসে যার আশে আসে লোকজন।
স্নেতে দিয়ে ভবনে আছিল সেই ধন॥
কুমতি হইল তাঁর তীর্থবাসে এসে।
বৃন্দাবন-ধন বুঝি যায় বৃন্দাবনে॥
সংগোপনে হৃদয়ে কহেন সকাতরে।
করাও বাবার মত ফিরিবারে ঘরে॥
অন্যদিগে গঙ্গামাতা টানে অনিবার।
প্রাণের দুলালী ছেড়ে নাহি দিব আর॥
বড় ফেরে পড়িলেন প্রভু গুণমণি।
শুন রামকৃষ্ণ কথা অমৃত-কাহিনী॥
স্মরণে যাঁহার নাম বিপদে উদ্ধার।
ভক্তের কারণে দেখ কি বিপদ তাঁর॥
যেবা নিরাকারবাদী কি কব তাঁহাকে।
না মানেন অবতার বুদ্ধির বিপাকে॥
শুদ্ধমাত্র বুঝেছেন হরি নিরাকার।
সর্ব্বশক্তিমান পুনঃ করেন স্বীকার॥
শক্তির আধার যেই এক নারায়ণ।
আকার ধরিতে তিনি কি হেতু অক্ষম॥
সর্ব্বশক্তিমানত্ব আকারে লোপ নয়।
সম্ভাধারে ধরে তাঁর সব পরিচয়॥
কাগজের মধ্যে দেখ অল্প আয়তন।
পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কিত কেমন॥
দীর্ঘ প্রস্থে আধ হাত আধারের মাঝে।
তাহার খবর পায় যেই যাহা খুঁজে॥
সেইমত পরিমিত আকার ভিতর।
সোণার অক্ষরে লেখা সকল খবর॥
আরে অবিশ্বাসী মন কি কব তোমারে।
চরাচর সৃষ্টি স্থিতি বদন-বিবরে॥
সৃজন, পালন, নাশ যে শক্তির কায।
মূর্ত্তিমান সদা করে শ্রীঅঙ্গে বিরাজ॥
টল টল বসুন্ধরা থর থর কাঁপে।
একবার শ্রীপ্রভুর চরণের চাপে॥
লীলা হেতু নররূপ আকার ধারণ।
আছে রোগ শোক তাপ নরের মতন॥
যেমন মানুষ তাই, কিন্তু নহে নর।
লীলা মানে কিবা বুঝ খেলা নামান্তর॥
সাজ কায অবিকল নরের মতন।
ভিতরে সুগুপ্ত বিশ্বপতির লক্ষণ॥
নগর ভ্রমণে যথা নবাবের রীতি।
রূপান্তর ছদ্মবেশ বণিক প্রকৃতি॥
উদ্দেশ্য সাধন নহে চিনিলে প্রজার।
ঈশ্বরের নরলীলা সেইরূপ প্রায়॥
আনুবুদ্ধি প্রতিবাদ সাকারে যে করে।
শ্রীপ্রভুর বিড়ম্বনা কি কহিব তারে॥
মানুষের বুদ্ধি-বল পার ভগবান।
লীলায় দুর্ব্বল-বেশ, কিন্তু শক্তিমান॥
বুঝেছ কি কথা মন? বলী বলে কারে।
বল সত্ত্বে, বল যেবা সম্বরিতে পারে॥
সর্ব্বসহা ধরাধর উপমা যেমন।
ঈষৎ নাড়িলে অঙ্গ কি হয় ঘটন॥
অটল অচল-শৃঙ্গ গগন-পরশী।
খসিয়া পড়িয়া হয় ধূলারেণুরাশি॥
বলী এ ধরায় বলী, বলের আধান।
মাটি হ'য়ে প'ড়ে আছে মাটির সমান॥
ততোধিক কত বলী শ্রীপ্রভু আমার।
কত লোকে কত বলে করে অত্যাচার।
না কহেন কোন কথা সব সম্বরণ।
কখন না শুনি এক বর্ণ উচ্চারণ॥
অত্যাচারী এই যায় করি অত্যাচার।
পুনঃ দরশনে তারে আগে নমস্কার॥
জয় সর্ব্বসহ দুঃখী ব্রাহ্মণ-মূরতি।
সর্ব্বশক্তিমান বিভু অখিলের পতি॥
জয় প্রভু দীনচারী, হীন-অহঙ্কার।
সৃজন-পালন-লয় শক্তির আধার॥
জয় বিদ্যাহীন প্রভু নিরক্ষর বেশ।
মহাবিদ্যাপতি তুমি হরি পরমেশ॥

জয় জয় প্রভুদেব ত্যাগী শিরোমণি।
সকলের মূলাধার অখিলের স্বামী॥
বলের না থাকে কমি সাকার হইলে।
সর্ব্বদা স্মরণ রাখ নাহি যাবে ভুলে॥
নিরাকার সাকার সকল একেশ্বর।
এভিন্ন, যা অন্য, নাহি যাহার খবর॥
তাও সেই ঈশ্বর দোসর যার নাই।
এই কথা বারে বারে বলিলা গোঁসাই॥
নিরাকারে রসগন্ধ কিছু নাহি জানি।
সাকারেতে শ্রীপ্রভুর মধুর কাহিনী॥
সাকারে বিবিধ রস মিষ্ট আস্বাদন।
ভক্তিসহ দাও প্রভু সেবিতে চরণ॥
ভক্ত ভগবানে খেলা বড়ই সুন্দর।
বৃন্দাবনে কিবা হয় শুন অতঃপর॥
প্রভুর না হয় মন গঙ্গামায় ছেড়ে।
আসেন মথুর সনে দক্ষিণসহরে॥
হেথায় মথুর করে নানান কৌশল।
কিন্তু তাহে বিন্দুমাত্র নাহি ফলে ফল॥
প্রভুর স্বভাব শ্রীমথুর ভাল জানে।
সর্ব্বদা যুকতি করে হৃদয়ের সনে॥
মাতৃভক্তি শ্রীপ্রভুর বুঝিয়া প্রবল।
সংগোপনে কৈল এই যুকতি কৌশল॥
হৃদয়েরে বলিলেন কহিবারে তাঁয়।
কেন হেন দাও দুঃখ অতি বৃদ্ধা মায়॥
কতই কাঁদেন তিনি শুনি তব কথা।
কি কারণ নাহি যাবে ফিরি কলিকাতা॥
যথাবৎ হৃদয় করিল নিবেদন।
সিহরিলা প্রভু, শুনি মায়ের রোদন॥
শশব্যস্তে বলিলেন চল তবে যাব।
মার সঙ্গে কলিকাতা হেথা নাহি রব॥
যেন কথা তেমতি উঠিলা শ্রীগোঁসাই।
করিব বলিলে তাঁর আর রক্ষা নাই॥
গঙ্গামাতা দেখিলেন প্রভু যান চলি।
কাঁদিতে লাগিল বলি দুলালী দুলালী॥
কোথায় যাইবে তুমি দুলালী আমার।
এ হেন আশ্রম মম করিয়া আঁধার॥
রতন সর্ব্বস্ব তুমি নয়নের তারা।
পেয়ে কন পুনঃ বল হব তোমা হারা॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মাই ধরিলেন হাতে।
প্রভু না পারেন আর এক পদ যেতে॥
যাত্রাকাল গত হবে এই অনুমানে।
অন্য হাতে ধরিয়া ভাগিনা হৃদু টানে॥
বিষম বিভ্রাটে প্রভু হারা বুদ্ধি বল।
বালক-স্বভাব যেন রোদন সম্বল॥
পরাণ দুলালী কাঁদে, দেখি গঙ্গামাতা।
অন্তরে লাগিল তাঁর নিদারুণ ব্যথা॥
অমনি ছাড়িয়া দিল ধরা হাত তাঁর।
হৃদয় লইয়া তাঁরে হৈল আগুসার॥
তাড়াতাড়ি শ্রীমথুর লয়ে ভগবান।
পুনরায় কাশীধামে করিল পয়ান॥
কথায় কথায় প্রভু শুনিলেন কানে।
একজন শ্রীমহেশ সরকার নামে॥
বীণা-বাদ্য-বিশারদ আছেন তথায়।
শ্রবণ-বিমুগ্ধ এত সুমিষ্ট বাজায়॥
বালক-স্বভাব প্রভু শুনিবারে মন।
চলিলেন হৃদু সঙ্গে তার নিকেতন॥
সমাদরে বাস্থকর বসাইয়া তাঁয়।
বেঁধে তান তুলে প্রাণ রাগিণী বাজায়॥
যেমন পশিল কানে বীণা-বাদ্য-ধ্বনি।
সেইক্ষণে সমাধিস্থ হৈলা গুণমণি॥
কোন মতে বাহ্যজ্ঞান না আসে তথায়।
নরযানে ল'য়ে হৃদু ফিরিল বাসায়॥
মথুরের হয় মন গয়াধামে যেতে।
কাশী থেকে কলিকাতা ফিরিবার পথে॥
প্রভুর নিকটে কথা কৈল উত্থাপন।
অমনি মথুরে প্রভু বলিলা বচন॥
গয়া থেকে আসিয়াছি পুনঃ গেলে গয়া।
নিশ্চয় যাইবে, নাহি রবে এই কায়া॥

"গয়া থেকে আসিয়াছি" বুঝেছ কি মন?
প্রভুর জনম কথা করহ স্মরণ॥
সিহরাঙ্গ শ্রীমথুর শুনিয়া বারতা।
ল'য়ে তাঁরে সত্বরে ফিরিল কলিকাতা॥
আসামাত্র শ্রীমথুরে শ্রীআজ্ঞা তাঁহার।
প্রচুর ভাণ্ডারা ত্বরা করহ যোগাড়॥
মথুরের নাই ত্রুটি যে আজ্ঞা যখন।
বড় খুসি ভাণ্ডারা করিয়া নিরীক্ষণ॥
পুনশ্চ কহিলা প্রভু ভকত রতনে।
বিতর ভাণ্ডারা যত দীন-দুঃখীগণে॥
অতিথি সন্ন্যাসী নাগা ক্ষুধাতৃষাতুর।
মুক্ত হস্তে দাও সবে প্রচুর প্রচুর॥
যেমন শ্রীপ্রভুদেব ভাণ্ডারী তেমন।
দিনেরেতে মুক্তহস্তে করে বিতরণ॥
প্রভু আজ্ঞা সম্পাদনে নাহি করে ভয়।
তীর্থে শুনি পঁচাশি হাজার টাকা ব্যয়॥
পুনরায় ঘরে এসে ভাণ্ডারা যোগাড়।
খাতির নাহিক ব্যয় হাজার হাজার॥
রাণীর অনেক জমিদারী নানা স্থলে।
মথুরে যাইতে হয় আবশ্যক হ'লে॥
প্রয়োজন হেতু শ্রীমথুর একবার।
এ সময়ে যাইবারে করেন যোগাড়॥
দেখিবারে নীলকুঠী প্রস্তুত নূতন।
সঙ্গে যাব বলিলেন প্রভু নারায়ণ॥
যখন যাহায় কৃপা, হয় এই মত।
যথা তথা একসঙ্গে থাকেন সতত॥
কাহারে রাখেন খেতে শুতে চোখে চোখে।
কেহ মরে অনাহারে বারেক না দেখে॥
ভিতরে কি তত্ত্ব বুঝিবারে শক্তি নাই।
আমি জানি করুণা-সাগর শ্রীগোঁসাই॥
মথুর অপার খুসি শুনিয়া বচন।
ভৃত্যগণে আজ্ঞা, করে ত্বরা আয়োজন॥
বলিয়াছি কৃপা-নিধি প্রভু নারায়ণ।
কুঠীতে আসিয়া কিবা হইল ঘটন॥
এক মনে শুন মন কহি পরিচয়।
জয় প্রভু কৃপাসিন্ধু দীনের আশ্রয়॥
কল্যাণনিধান কথা মধুর আখ্যান।
গাইলে শুনিলে করে দুঃখে পরিত্রাণ॥
গ্রাম-প্রান্তে এক স্থলে বিস্তৃত প্রান্তরে।
অনাথ দরিদ্র দুঃখী লোক বাস করে॥
পত্রের কুটীর বাঁধা তাও ভুলে যায়।
তরুতলস্থিত সেই হেতু রক্ষা পায়॥
অনশনে জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন কলেবর।
অনায়াসে গণা যায় বুকের পাঁজর॥
পরা শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন।
এত খাট তাও নহে লজ্জা আবরণ॥
মূর্ত্তিমান দরিদ্রতা তথা বিদ্যমান।
দেখিয়া দয়াল প্রভু করুণানিদান॥
ডাক ছাড়ি কাঁদিতে লাগিলা সেইখানে।
এমন কাঙ্গালী কভু না দেখি নয়নে॥
প্রভুর রোদন কত নাহিক অবধি।
সজল আঁখিতে কন শ্যামায় সম্বোধি॥
মা তুমি ভুবন-কর্ত্রী তোমার এরাজ্যে।
হেন দীন হীন দুঃখী ভাল নাহি সাজে॥
কর্ম্মের মরম মাতা বুঝা অতি ভার।
কার ভাতে দুধ চিনি নানা উপচার॥
অন্ন বিনা কেহ শীর্ণ, দড়ি বাটে আঁতে।
দিনান্তেও একবার নাহি পায় খেতে॥
ত্রিলোক-ঈশ্বরী তুমি সবার জননী।
কি রীতি মায়ের হেন না দেখি না শুনি॥
দীনসখা প্রভুদেব কাঙ্গালের ধন।
অহেতুক কৃপাসিন্ধু দারিদ্র্য-মোচন॥
অনাথ সম্বল প্রভু দ্রবিয়া অন্তরে।
ধীরে ধীরে কহিলেন ভকত মথুরে॥
কখন না দেখিয়াছি কাঙ্গালী এমন।
উদর পূরায়ে দেহ অন্নাদি ব্যঞ্জন॥
সকলেরে দাও বস্ত্র গাত্র আচ্ছাদন।
যত দূর পার কর দুঃখ বিমোচন॥

কি কাঙ্গালী এরা, হেন কোথা ত্রিসংসারে।
বলিতে বলিতে জল দুনয়নে ঝরে॥
দীন হীন দেখে যদি না দ্রবে অন্তর।
কি কারণে কবে জীবে দয়ার সাগর॥
জয় জয় দীননাথ কাঙ্গালের হরি।
যে দীনে উপজে দয়া তায় নমস্করি॥
যারে তুমি কর দয়া সে নহে কাঙ্গালী।
সার্থক জীবন, তায় রত্নবান বলি॥
যে সব কাঙ্গালী দেখি শ্রীনয়নে বারি।
জনে জনে সবাকার পদযুগ ধরি॥
নামেতে কাঙ্গালী মাত্র কাঙ্গালী কেমনে।
ভাগ্যবন্ত অত্যন্ত বসতি ধরাধামে॥
দীননাথ প্রভু-পদ-দরশন-আশে।
বিরলে করেছে বাস কাঙ্গালীর বেশে॥
হেরিবে নয়ন ভরি অভয় শ্রীপদ।
অন্তর প্রান্তরে তাই, ত্যজি জনপদ॥
সহস্রলোচন-ভয়ে স্বর্গে নাহি থাকে।
পাছে হৃদয়ের ধন দেবরাজ দেখে॥
বহুচক্ষুযুক্ত ইন্দ্র দৃষ্টি বহুদূর।
কি জানি কি করে বিঘ্ন দেখিয়া ঠাকুর॥
পাতালেতে সেইমত অনন্তের ত্রাস।
নিশ্চয় ঘটাবে বিঘ্ন পাইলে আভাস॥
এযে ভক্তি-চক্ষুহীন এই ধরাতল।
কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত আসক্তির দল॥
শ্রীগুরু-চরণ-রত্ন কেহ নাহি চায়।
সততঃ প্রমত্ত মাত্র অবিদ্যা সেবায়॥
ধন পুত্র না হইলে কেঁদে কেঁদে মরে।
দীননাথে দিনান্তে বারেক নাহি স্মরে॥
নিরাপদ স্থল এই ধরাতলে জেনে।
কাঙ্গালির বেশে বাস করে সংগোপনে॥
মন-বাঞ্ছা পূর্ণ আজি শ্রীপ্রভু দুয়ারে।
অন্ন-বস্ত্রদান হেতু কহিলা মথুরে॥
মথুর তাহাই করে যে আজ্ঞা যখন।
বুঝি না এবারে তেঁহ বুঝিল কেমন॥
প্রভুর বচন শুনি শ্রীমথুর কয়।
কোথা পাব এত অর্থ, হবে বহু ব্যয়॥
দয়াল স্বভাব তুমি দয়ার সাগর।
পর দুঃখে দ্রবে তব করুণ অন্তর॥
এত দরিদ্রের দুঃখ করিতে মোচন।
কোথায় পাইব বাবা রাশি রাশি ধন॥
তুমি নাহি জান বাবা অর্থের মরম।
তাই বল করিবারে বিশাল করম॥
শুনি প্রভু কর্কশে কহিলা আর বার।
জান না এ ত্রিভুবন মায়ের ভাণ্ডার॥
কাহার নাহিক দেখ এক কড়া কড়ি।
যার কাছে ধন সেই মায়ের ভাণ্ডারী॥
মায়ের ভাণ্ডারী মাত্র তুমি এক জন।
তাঁর আজ্ঞা কর তুমি ধন বিতরণ॥
মূর্ত্তিবন্ত শ্রীপ্রভুর তেজস্বিন্ বাণী।
তম নাশি হৃদি আলো করিল অমনি॥
মনের নীচত্ব বুঝি সলজ্জ বদন।
বলিল করাব বাবা কাঙ্গালি-ভোজন॥
অবিলম্বে পাঠাইল পত্রিকা ভবনে।
ত্বরা পাঠাইতে বস্ত্র বস্তা বস্তা কিনে॥
চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় প্রচুর প্রচুর।
সংগ্রহ করিল ভোজ্য ভকত মথুর॥
সপ্তাহ ধরিয়া হয় কাঙ্গালি-ভোজন।
দাঁড়ায়ে দেখেন নিজে প্রভু নারায়ণ॥
সিকি সহ নববস্ত্র দান শেষ দিনে।
অসংখ্য প্রণাম মম, কাঙ্গালির গণে॥
জয় ভাগ্যবান যত কাঙ্গালির গণ।
তোমাদের পদরজ মাগে এ অধম॥
তোমাদের ভাগ্য-সীমা বলিতে না পারি।
দুয়ারে পাইলে ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী॥
মিলিল প্রভুর দেখা কি ভাগ্যের বলে।
অনশনে যোগীজনে কদাচিত মিলে॥
দীনতা যদ্যপি হয় কারণ তাহার।
দেহ অণুকণা মোরে মাগি বার বার॥

দুয়ারে পাইব প্রভু দেখিব নেহারি।
অভয়যুগলপদ ভব-সিন্ধু-তরী ॥
রতন দীনতা এস, যাও অহংকার।
দয়া করিবেন তবে ঠাকুর আমার ॥
বুঝিয়া বুঝাও মন তোমারে মিনতি।
তরিয়া তরাও শুনে রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥
প্রভুর ভারতী অতি কল্যাণ-নিধান।
সায় এই দ্বিতীয় খণ্ডের লীলাগান ॥
তৃতীয় খণ্ডের কথা মধুর কথন।
প্রচার প্রকাশ আর ভক্ত-সংযোটন ॥

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি

প্রচার, প্রকাশ ও ভক্ত-সংযোটন লীলা।

অথ শ্রীমদ্রামকৃষ্ণাবতারস্তোত্রং প্রারভ্যতে।

হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্ব্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১ ॥

নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্ব্বভূতাধিবাসম্।
ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ২ ॥

প্রলয়জলধিমগ্নং বেদরাশিং দিধীর্ষু-
র্দনুজমতিবিশালং হংসি শঙ্খ্যং বিচিত্রম্।
কমপরিমিতবীর্য্যং মীনরূপং দধানং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৩ ॥

অতুলবিপুলদেহে চিন্ময়ে কূর্ম্মরূপে
বহসি সকলমেতদ্বিশ্বমাধারশক্ত্যা।
তব খলু মহিমানং কোঽল্পধীর্ব্বর্ণয়েত্ত্বাং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৪ ॥

দশনবিধৃতপৃথ্বীং শূকরং শ্বেতকায়ং
দলিতদিতিজরাজং দংষ্ট্রিণং চক্রপাণিম্।
অমিতবিভবশক্তিং পালকং দেবতানাং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৫ ॥

বিকটদশনবক্ত্রং লোলজিহ্বং প্রচণ্ডং
গিরিবরসমকায়ং রক্তহস্তং নৃসিংহম্।
প্রশমিতসুরখেদং কোটিসূর্য্যপ্রকাশং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৬ ॥

ছলয়িতুমবতীর্ণো বামনস্ত্বং বলিং বৈ
ত্রিচরণকমলেন ক্রামসি স্বর্ভুবো ভূঃ।
পরমপুরুষমাদিং কাশ্যপং বিশ্বরূপং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৭ ॥

নিশিতপরশুধারং ক্ষত্রসন্তানকেতুং
নবজলধরবর্ণং ভার্গবং ভীমবীর্য্যম্।
শমনসদৃশঘোরং জামদগ্ন্যং বিশালং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৮ ॥

রঘুকুলবরমীশং জানকীপ্রাণনাথং
সমরকুশলবীরং রাঘবং রাবণারিম্।
হনুমদনুজসেব্যং ধার্ম্মিকং সত্যপালং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ৯ ॥

হলধরমতিশুভ্রং নীলবস্ত্রং সুরেন্দ্রং
দনুজদলনকার্য্যে পারগং মত্তসিংহম্।
যমমিব যমুনায়া ভীতিদং রৌহিণেয়ং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১০॥

ব্রজবিপিনবিহারে শ্যামলং বাসুদেবং
সুমধুররসকেলিং গোপিকাপ্রাণনাথম্।
মদনরমণবেশং কংসকালং কবীশং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১১॥

পশুবধমতিঘোরং চোদিতং বেদশাস্ত্রৈঃ
শময়িতুমবতীর্ণং জ্ঞানদং শাক্যসিংহম্।
প্রকটিতনবমার্গাদ্বৈতনির্ব্বাণকল্পং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১২॥

শ্রুতিনিগদিতমার্গস্থাপনায়াবতারং
জিননয়বহুবাদভ্রান্তিমুন্মূলয়ন্তম্।
ভুবনবিজয়খ্যাতিং শঙ্করং ভাষ্যকারং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১৩॥

মধুরসরলবাক্যৈরীশতত্ত্বং প্রকাশ্য
ক্রুশগতপরিশেষোঽপীশ পুত্রোঽহমুক্তো নঃ।
তমতিশরপবিত্রং মেরিজং লোকবন্ধুং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৪ ॥

কলিমলহরনাম্নঃ কীর্ত্তনং ঘোষয়ন্তং
করধৃতজলপাত্রং দণ্ডিনং হেমবর্ণম্।
ভবজলনিধিপোতং কৃষ্ণচৈতন্যরূপং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১৫॥

বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞান-ভক্তি-প্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৬ ॥

হরিহরবিধিদেবা মূর্ত্তিভেদাস্তবৈতে
নিরুপমবহুমূর্ত্তীর্মায়য়া কল্পয়ন্তম্।
অমিতগুণচরিত্রং দীনবন্ধুং দয়ালং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥ ১৭ ॥

জয় জয় করুণাব্ধে মোক্ষসেতো স্মরারে
জয় জয় জগদীশ জ্ঞানসিন্ধো স্বয়ম্ভো।
জয় জয় পরমাত্মন্ পাহি মাং ভক্তিহীনং
জয় জয় ভবহারিন্ রামকৃষ্ণ দ্বিবাহো ॥১৮

মূকোঽহং নাভিজানামি তব স্তুতিং জগদ্গুরো।
তথাপি ত্বৎকৃপালেশাদ্বাচালোঽস্মি পুনঃপুনঃ ॥

ইত্যভেদানন্দ-স্বামি-বিরচিতং শ্রীমদ্রামকৃষ্ণাবতারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

রামকৃষ্ণ পুঁথি।

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীপ্রভুদেবের পেণেটির মহোৎসবে আগমন ও কলুটোলায় চৈতন্য-আসন গ্রহণ।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান্ জগতের গুরু॥
জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

অপূর্ব্ব প্রচার কৈলা প্রভু ভগবান্।
কূলহারা জীবে দিতে শিক্ষার বিধান॥
একমনে শুন মন যত্ন-সহকারে।
ফুটিবে কমল-কলি হৃদয়-মাঝারে॥
নামে চারি অংশে ভাগ করিয়াছি পুঁথি।
প্রথমেতে বাল্যলীলা বালক সংহতি॥
দ্বিতীয়ে ভাগবতলীলা বিকাশ যৌবন।
অগণন কঠোর সাধন সমাপন॥
তৃতীয়ে প্রকাশ আর ভক্তগণে টান।
চতুর্থে বিবিধ ভাব অপূর্ব্ব আখ্যান॥
কিন্তু মন যদি দেখ করিয়া বিচার।
জন্মাবধি শ্রীপ্রভুর কেবল প্রচার॥
প্রচার বিবিধাকার নানাবিধ ভাবে।
পুরাতে ভক্তের সাধ, শিক্ষা দিতে জীবে॥
এখন মথুর আর কারে নাহি মানে।
সব সমর্পণ তাঁর প্রভুর চরণে॥
প্রভু বিনা অন্যে আর নাহি তাঁর মন।
বেদবাক্যাধিক বুঝে প্রভুর বচন॥
পুণ্য হেতু ধর্ম্ম কর্ম্ম গেছে রসাতল।
প্রভু তুষ্টে জ্ঞান তুষ্ট ত্রিলোক সকল॥
আঁখি অন্তরাল হ'লে তিলেকের তরে।
দিনমানে তুনিয়া আঁধার ঘোর হেরে॥
সদাই চঞ্চল তাঁর থাকে মন প্রাণ।
মথুর চরণে করি অসংখ্য প্রণাম॥

পাণিহাটি নামে গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে।
মহোৎসব হয় তথা বৎসরে বৎসরে ॥
নদীয়ায় যবে গৌরচন্দ্র অবতার।
নিতাই করেন তাঁর মহিমা প্রচার ॥
হরিনাম বিলাইয়া ফিরি স্থানে স্থানে ॥
একদা আইলা এই পাণিহাটি গ্রামে ॥
অবধূত নাহি গেলা কার বাসস্থলে।
কাটাইলা গোটা রাতি এক বটমূলে ॥
হেথা যত ভক্তগণ খুঁজে চারিভিতে।
নিতাই কোথায় গেলা না পায় দেখিতে ॥
উচাটন মনে ফিরে হেথায় সেথায়।
পরদিনে বটমূলে দরশন পায় ॥
মহানন্দে ভক্তবৃন্দে একত্র হইয়া।
চিড়াভোগ দিল গৌরচাঁদে উদ্দেশিয়া ॥
আর কৈল সংকীর্ত্তন আনন্দ অপার।
সমবেত লোক-জন হাজার হাজার ॥
সে হ'তে বঙ্গেতে যত গৌরভক্তগণে।
বর্ষে বর্ষে মহোৎসব করে সেই দিনে ॥
অদ্যাবধি চলিতেছে সেইরূপ ধারা।
দলে দলে সংকীর্ত্তন কে করে কিনারা ॥
প্রভুর আনন্দ বড় পাণিহাটি যেতে।
জলপথে তরীযোগে ভক্তগণ-সাথে ॥
বার বার শ্রীপ্রভুর তথা আগমন।
হরিভক্ত কত শত চিনে বিলক্ষণ ॥
প্রভুর দেখিয়া ভাব দয়াল প্রকৃতি।
সুমধুর কণ্ঠস্বর ভক্তিমাখা গীতি ॥
মোহন মূরতি-ঠাম তাহার উপরে।
গোঁসাই মহান্ত ভক্ত কাতারে কাতারে ॥
ভক্তিবন্ত ভাগ্যবান বসতি ধরায়।
ভক্তিভরে লুটাইত শ্রীপ্রভুর পায় ॥
সর্পভাব স্বভাবেতে পাষণ্ডীর দল।
মুখে ভরা নিন্দাবাদ হিংসা হলাহল ॥
যুগে যুগে অবতার শ্রীপ্রভু যখন।
নিশ্চয় লীলায় আসি হয় সংমিলন ॥
দ্বেষহিংসাপূর্ণ হৃদি গায়ে নামাবলি।
বিচিত্র চিত্রিত অঙ্গ হাতে ঝুলে ঝুলি ॥
ঠশকেতে বাঁধা টিকি তুলসীর মালা।
সরু মোটা কণ্ঠীদরে সুশোভিত গলা ॥
জলে ডুবা শুষ্ককাঠ নাহি তায় রস।
অভিমানে আছে ফুলে কিসে মিলে যশ ॥
মূলে নাই গুরুপদ সাজ মাত্র ভাণ।
মানীর হানিয়া নিজে নিতে চায় মান ॥
এমন গোঁসাই যারা গোঁড়া নামে খ্যাত।
প্রভুদেবে দ্বেষ হিংসা বিশেষ করিত ॥
গঙ্গাদরে একত্তর হ'য়ে একবার।
মানস প্রভুর অঙ্গে করে অত্যাচার ॥
ধিক ধিক্ ছার মান যশের বাসনা।
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ লোভ কলুষ কালিমা ॥
মহাপাপ-সাপরূপে নর-হৃদে খেলে।
ভীষণ নরকানন্ত মূর্ত্তিমন্ত মূলে ॥
বুদ্ধিদোষে কর্ম্মফলে অলঙ্কার ভাবে।
সেই সব সুমতিহীন বদ্ধ-জীবে ॥
হেন বদ্ধ-জীব আমি সুমূর্খ পামর।
রক্ষা কর প্রভুদেব করুণা-সাগর ॥
অগতির গতি, সৎবুদ্ধি মতিদাতা।
দুর্ব্বলের বল শক্তি দীন-হীন-ত্রাতা ॥
বিধির বিধাতা বিভু পতিতপাবন।
বিঘ্নহর মহেশ্বর তমোবিনাশন ॥
কৃপা ক'রে দেহ মোরে চৈতন্য এবার।
আঁধার-বিনাশী বাতি হৃদিঅলঙ্কার ॥
কথায় কথায় উঠে মথুরের কাণে।
পাষণ্ডিগণের কি বাসনা মনে মনে ॥
সেই হেতু এইবার গমন যখন।
মহাবলী দ্বারোয়ারি বীর চারি জন ॥
শ্রীঅঙ্গ রক্ষার হেতু প্রভুর সংহতি ॥
দিতে চায় শ্রীমথুর ভক্ত অধিপতি ॥
হাসি হাসি প্রভুদেব দিলেন জবাব।
তীর্থস্থানে ইহা অতি রাজসিক ভাব ॥

আস্‌বাব সঙ্গে অঙ্গরক্ষক সেনানী।
কি কাজ, রাখিবে মোরে জগত-জননী॥
তরীযোগে জলপথে গঙ্গার উপর।
কি ভাবে চলেন প্রভু শুনহ খবর॥
অগণ্য কীর্ত্তনদল গায় দলে দলে॥
মহাউৎসবের দিনে বটবৃক্ষমূলে॥
শ্রবণ বধির রোল না পারি কহিতে।
পশিল প্রভুর কাণে বহুদূর হ'তে॥
অতুল আনন্দ তাঁর উঠে হৃদি মাঝে।
যতই শুনেন খোল করতাল বাজে॥
বিভোরাঙ্গ প্রভুদেব ভাবের আবেশে।
পুলকাশ্রু ঘন ঘন বদনে বিকাশে॥
যখন যে ভাব হয় প্রভুর অন্তরে।
সলক্ষণে ফুটে উঠে বদনমুকুরে॥
দিনেশকিরণে যেন সকল বরণ।
নানাভাবময় তেন প্রভু নারায়ণ॥
সাধ্য কার ব'লে উঠে ভাবের চেহারা।
যত সন্নিকট স্থানে তত বাহ্যহারা॥
তীরেতে সংলগ্ন তরী হৈল যেই কালে।
লম্ফদানে প্রভুদেব উঠিলেন কুলে॥
ভাবরূপে মহাশক্তি খেলে অঙ্গময়।
কথায় আঁকিয়া ছবি দেখাবার নয়॥
তীরগতি পশিলেন কীর্ত্তনের দলে।
গরজে কীর্ত্তনদল হরি হরি ব'লে॥
গায়ক বাদক যত ছিল সংকীর্ত্তনে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য নাচে তাঁর সনে॥
অপূর্ব্ব প্রভুর নৃত্য নৃত্যের মাধুরী।
দেখিলে কি ভাব হয় কহিতে না পারি॥
শক্তিময় হরিনাম ফুটে শ্রীবদনে।
সঙ্গে যুটে মিঠা স্বর পশে যার কাণে॥
কি অধিক মিঠা জিনি শ্রীপ্রভুর স্বর।
পাছুপড়ে বেণুরব যোজন অন্তর॥
এতদূর চিত্তহর সমধুর তেজো।
বারেক শুনিলে হৃদে জন্ম জন্ম বাজে॥

মাতোয়ারা হ'য়ে নৃত্য হয় নানা দলে॥
সঙ্গে যারা মাতোয়ারা নাচে হরি ব'লে।
অপার আনন্দ পায় কীর্ত্তনীয়াগণ।
লুটায় ধরণী ধরি প্রভুর চরণ॥
দর্শকেরা জনতা ঠেলয়ে চারি পাশ।
কখন শ্রীঅঙ্গে করে যতনে বাতাস॥
হেথায় মথুর ঘরে নানাবিধ ভাবে।
পাঠাইয়া প্রভুদেবে পেণেটী উৎসবে॥
বড়ই ব্যাকুল প্রাণ প্রভুর কারণে।
পাছে ঘটে অমঙ্গল যতনবিহনে॥
সেই হেতু ভক্তবর ছদ্মবেশ গায়।
দ্রুতগতি উতরিল শ্রীপ্রভু যথায়॥

দেখিলা গোপনে, প্রভু সংকীর্ত্তনে নাচে।
রীতিমত সাথী যত সন্নিকটে আছে॥
অপরে শ্রীমূর্ত্তি দেখি হ'য়ে মুগ্ধমন।
নানারূপে করিতেছে শ্রীঅঙ্গ সেবন॥
ভক্তবর শ্রীমথুর মহাপ্রীত মনে।
গোপনে গমন যেন ফিরিলা গোপনে॥
ধন্য ভক্ত শ্রীমথুর ভুবনমাঝারে।
নাহিক ইয়ত্তা ভক্তি কত ঘটে ধরে॥
অগাধ ভকতি যদি না থাকিবে ঘটে।
চিন্তামণি আপনি ভবনে কার যুটে॥
এখানে প্রভুর নৃত্য হরিসংকীর্ত্তনে।
অগণন লোক তাঁর নাচে চারি পানে॥
নরনারী ভক্তাভক্ত নাচিছে সকলে।
যতেক পাষণ্ডী নাচে হরি হরি ব'লে॥
দ্বেষ-হিংসাকারী যত গোঁসায়ের দল।
প্রভুর কৃপায় নাচে আনন্দে বিহ্বল॥
মহোৎসবে উপনীত যত ভাগ্যবান্।
অতি দিব্য ভাবানন্দে সবে ভাসমান॥
না জানে আনন্দ এত কোথা হ'তে আসে।
আনন্দ আকর প্রভু মহাগুপ্তবেশে॥
অপূর্ব্ব মধুর লীলা আকার ধারণে।
ক্ষুদ্র অণুমাত্র জীব নাচে প্রভু সনে॥

জয় জয় জয় যত দর্শকের গণ।
পদরেণু সবাকার মাগে এ অধম॥
সংকীর্ত্তনে মহাশ্রমে শ্রীঅঙ্গে প্রভুর।
স্বেদজল অবিরল ঝরিছে প্রচুর॥
সঙ্গে ভক্তগণ সবে ভীতচিত হৈয়া।
বাহিরে আনিল তাঁয় একত্রে ধরিয়া॥
জলাশয়ে বিকশিত কমলের বন।
মধু-লুব্ধ মধুপ তথায় অগণন॥
চয়ন করিয়া পদ্ম আনিলে তফাতে।
আকুল মধুপকুল পাছু ছুটে পথে॥
মত্ততর মধুপানে না মানে বারণ।
প্রভুর পশ্চাতে তেন দর্শকের গণ॥
হাতেতে মালসা-ভোগ প্রত্যেকের প্রায়।
শ্রীপ্রভুর সেবা হেতু সম্মুখে যোগায়॥
অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ।
পিরীতে মালসা ভোগ করিলা গ্রহণ॥
আপনে পাইয়া ভক্তে বিতরণ পরে।
খাইল যাহার যত ধরিল উদরে॥
হাস্য পরিহাস সেই সঙ্গে ভগবান্।
বাক্য-ছলে তুলিলেন অতুল তুফান॥
উঠিতে লাগিল কত হাসির ফুয়ারা।
অনুপম প্রেমে ভাসে দেখে শুনে যারা॥
পরম রসিকবর প্রভু গুণধর।
বুঝিতে কি নে দ্রবে কাহার অন্তর॥
এত পরিমাণে ঢালিতেন সেই রস।
পান করি হ'ত যত মানুষ অবশ॥
মধুপানে মক্ষিকায় মহা মত্ত করে।
নিকটে পদ্মের পাশে অবিরত ঘুরে॥
মানুষেও সেইমত প্রভুবাক্যরসে।
যত শুনে তত শুনে তায় গিয়া পশে॥
মন আকর্ষণী বিদ্যা কৌশল-তৎপর।
প্রভুর সমান [illegible] ভিতর॥
কেহ মোহনিয়া ঠামে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে
কেহ মুগ্ধ হয় শ্রীকণ্ঠের মিঠা স্বরে॥
কেহ বা দেখিয়া নৃত্য অতুল কীর্ত্তনে।
কেহ নানা রসে ভরা হাস্যরস শুনে॥
কেহ বা দেখিয়া ঘটা ছটা দীপ্তিমান্।
ভাব-সমাধির বেগে প্রফুল্ল বয়ান॥
কোন না কোন কারণে বারেক দেখিলে।
কার হেন আছে সাধ্য আর তাঁয় ভুলে॥
এইরূপে মজাইয়া দর্শকের মন।
দক্ষিণসহরে ফিরিলেন নারায়ণ॥
লোকজন অগণন একত্র যেখানে।
শ্রীপ্রভুদেবের তথা আগমন কেনে॥
আপনি বুঝিবে মন বলিতে না হবে।
লীলার জলধি জলে যাবে যবে ডুবে॥
শ্রবণে বুঝাবে লীলা, লীলার প্রকৃতি।
ধীরে ধীরে শুনে চল রামকৃষ্ণ পুঁথি॥
ক্রমশঃ প্রকাশ নাম হয় নানা স্থলে।
কতক্ষণ রহে সূর্য্য মেঘের আড়ালে॥
সহরের মধ্যস্থানে কলুটোলা নাম
তথায় আছয়ে হরিসভা বিদ্যমান॥
ভাগবৎ পাঠে ব্রতী বৈষ্ণবচরণ।
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভক্ত প্রভু-পদে মন॥
বৈষ্ণব গোউরভক্ত অনেক তথায়।
জলন্ত প্রমাণ তার প্রভুর লীলায়॥
আনন্দে একত্রীভূত হয়ে ভক্তগণ।
সভাদিনে করে হরি নাম সংকীর্ত্তন॥
গোউরের আসন রাখিয়া মাঝখানে।
বেষ্টন করিয়া নাচে যত ভক্তগণে॥
এরূপ আছয়ে তথা মহোৎসব-রীতি।
প্রভুদেব একদিন হৃদয় সংহতি॥
উপনীত এমন সময় সেই স্থলে।
কীর্ত্তনে সকলে যবে নাচে হরি ব'লে॥
ভাবোন্মত্ত ভাবে পূর্ণ শুনি হরিনাম।
দূর থেকে গেল চ'লে বাহ্যিক গিয়ান॥
আবেশে অবশ অঙ্গ, যত্ন সহকারে।
হৃদয় ধরিয়া যায় সভার ভিতরে॥

হৃদয় আনন্দময় বৈষ্ণবচরণ।
লুটায় ধরণী ধরি প্রভুর চরণ॥
গণ্য-মান্য সুপণ্ডিত সহর ভিতরে।
সে লুটায় শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ ধ'রে॥
দেখিয়া চমক্ প'ড়ে গেল সভাস্থানে।
পরস্পর বলাবলি করে সংগোপনে॥
মহান্ পুরুষ কেবা বটে এই জন।
শ্রীঅঙ্গ নেহারি সবে করে নিরীক্ষণ॥
এখন শ্রীঅঙ্গে ভাব অপরূপ খেলে।
হাজার পাষণ্ডী হোক তবু দেখে ভুলে॥
অন্তরে অপার প্রেম প্রতিভাতি তাঁর।
শ্রীঅঙ্গ করেছে মহাশোভার আধার॥
ধরা মাছে পুনঃ যেন জলে ছেড়ে দিলে।
লম্ফদানে নিমগন অগাধ সলিলে॥
শক্ত আঁকা কিবা ভাব মাছের পরাণে।
পশিলা তেমতি প্রভু হরিসংকীর্ত্তনে॥
অনুমানে কিবা আনে হৃদয়ের মাঝে
অপরূপ প্রভুরূপ ভাবোন্মত্ত সাজে॥
শ্রীপ্রভুর দেহ বটে পঞ্চভূতে গড়া।
আছে অস্থি আছে মাংস রক্তভরা শিরা॥
তবু তাহে হেন স্বচ্ছতার বিদ্যমান।
যেন নহে পঞ্চভূত, অন্য উপাদান॥
সৎ শুদ্ধ প্রবিত্রতা, শান্তি নিরমল।
অপার করুণা, ভক্তি, প্রেম সমুজ্জ্বল॥
দিব্যজ্ঞান, প্রশান্ততা কান্তি গুণাদির।
একসঙ্গে শ্রীঅঙ্গেতে সর্ব্বদা বাহির॥
তদুপরি সংকীর্ত্তনে যবে মত্ততর।
বেগে উঠে ছটারাশি বড়ই সুন্দর॥
কি বুঝিবে বদ্ধজীবে হরি ভক্তিহীনে।
প্রভু কি রূপের ছবি হরিসংকীর্ত্তনে॥
প্রভুদেব পূর্ণবয়ঃ পুরুষ আকৃতি।
কঠোর সাধনোদ্ভব কাঠিন্য প্রকৃতি॥
আজিক বিকার লুপ্ত সহজ এখন।
সরল, কোমল, ক্ষীণ স্বভাবে যেমন॥

কিছু নূনে চারি হ'ত সম্পূর্ণ আকার।
মোহন সুঠামে চলে প্রেমের জুয়ার॥
সুবিশাল বক্ষঃস্থল কৃপার আলয়।
দীন-হীন অনাথের আশার আশ্রয়
জ্ঞান-সূর্য্য বিরাজিত ললাট প্রশস্ত।
বরাভয় করদ্বয় আজানুলম্বিত।
ঈষৎ বঙ্কিম আঁখি ধনুকের মত।
করুণ কটাক্ষ শরযুক্ত অবিরত॥
মনপাখী দিয়া ফাঁকি পালাতে না পারে।
অনিবার্য্য শরাঘাত সন্ধানিলে কারে॥
ধনুশরে মারে আঁখি শরে রাখে প্রাণ।
কি ধারা আঁকিতে নারি আঁখির সন্ধান॥
কি কব কমলাসেব্য শ্রীপদ দুখানি।
জগ-জন-পরিত্রাণ-কারণ তরণী॥
শ্রীপদ স্বরূপ কহি কি শকতি বল।
শ্রীপদস্বরূপ মাত্র শ্রীপদ কেবল॥
মনোমোহনিয়া ঠামে কি মিশান আর।
নরভাষে নাহি আসে তিল বলিবার॥
ভুবনমোহন প্রেম-লাবণ্যের ছটা।
যে দেখেছে হৃদিমাঝে আছে তার আঁটা॥
এ দেখা সে দেখা নয় বাহ্যিক নয়নে।
সে দেখে দেখান্ যায় কৃপা বিতরণে॥
বলিতে নারিনু দেখা মরিলাম খেদে।
কেহ ফুলে দেখে ফুল কেহ দে'খে কাঁদে॥
সুকোমল বটে প্রেম তাহে এত বল।
প্রভাবে মাতায় স্বর্গ ধরা ধরাতল॥
পতঙ্গ যদ্যপি প্রেম অনুকণা পায়।
কৈলাশ বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ পলে পলে যায়॥
ষোলআনা পূর্ণ প্রেমে প্রভু ভগবান্।
আপনি মাতিয়া সঙ্গে সকলে মাতান্॥
নিজে ঘুরে ঘূর্ণীপাক তটিনীর জলে।
টানে আনে রহে যারা দূরস্থ অঞ্চলে॥
আপনার পাকে ঘূর্ণী নিজে পাক খায়।
সীমাস্থিত যত কিছু সকলে ঘুরায়॥

সেইমত প্রভুদেব আপনার বলে।
প্রমত্ত হইয়া মত্ত করিলা সকলে॥
প্রভুসনে সঙ্কীর্ত্তনে পেয়ে পরারুচি।
লোক জনে করে মনে আরো নাচি নাচি॥
এইরূপে প্রভুদেব নাচি কতক্ষণ।
মহাভাবে করিলেন আসন গ্রহণ॥
যে আসন ছিল পাতা গৌউর উদ্দেশে।
নীরবে দেখয়ে সবে দাড়ায়ে চৌপাশে॥
আপনাতে আপনার শক্তি সম্বরণ।
করিতে লাগিলা ক্রমে প্রভু নারায়ণ॥
যতই সম্বর তত আসে বাহ্যজ্ঞান।
শ্রীপ্রভুর লীলা-কথা অপূর্ব্ব আখ্যান॥
প্রতিশ্রুত ছিলা প্রভু গৌর-অবতারে।
নাবিতে হইবে পুনঃ দুবার আসরে॥
গোপনে প্রথম বার এই আগমন।
দীন দুঃখী দ্বিজবেশ করিয়া ধারণ॥
নমস্তে ব্রাহ্মণরূপী গুপ্ত অবতার।
পতিত-পাবন ভবসিন্ধুকর্ণধার॥
নমস্তে শ্রীগদাধর চাটুয্যে-নন্দন।
চন্দ্রমণি-গর্ভজাত অনাথশরণ॥
নমস্তে শ্রীরামকৃষ্ণ তাপহারী নাম।
সৎবুদ্ধি-শান্তিদাতা কল্যাণনিধান॥
নমস্তে পরমহংস লীলা-আখ্যাধারী।
পুরুষ-প্রধান বিভু বিপদ-নিবারী॥
নমস্তে সাধনপ্রিয় ত্যাগীশিরোমণি।
ভকতবৎসল ভক্ত-প্রাণ অন্তর্যামি॥
নমস্তে সমস্তধর্ম্মসমন্বয়কারী।
ভকত-হৃদিরঞ্জক হৃদয়বিহারী॥
নমস্তে সর্ব্বজ্ঞ গুপ্ত নিরক্ষর-বেশ।
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমমুক্তিদাতা পরমেশ॥
নমস্তে শ্রীগুরুরূপ পথপ্রদর্শক।
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাশ্রয়ী সবার নায়ক॥
নমস্তে সিদ্ধাত্মা যোগী তাপস-আচার।
বাহ্যিক-লক্ষণ-হীন সহজ আকার॥

নমস্তে শ্রীপ্রভুদেব বঙ্কিমনয়ন।
দুর্লভ চৈতন্যদাতা তমো-বিনাশন॥
নমস্তে কোমল অঙ্গ সুঠাম-মূরতি।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দয়াল প্রকৃতি॥
নমস্তে মধুর-কণ্ঠ জিনি বাণীস্বর।
জনমনমোহনিয়া রসের সাগর॥
নমস্তে যুগাবতার ব্রহ্মসনাতন।
লীলাপ্রিয় লীলাশক্তি শ্রীঅঙ্গে ধারণ॥
যে শক্তিতে বিমোহন ছিল দর্শকেরা।
প্রভু শক্তি সম্বরণে হ'ল শক্তিহারা॥
বুঝিল মানুষে হেন না হয় সম্ভব।
শাস্ত্রজ্ঞ মর্ম্মজ্ঞ যাঁরা আছিল নীরব॥
সামান্য মনুষ্যাধারে নহে সাধ্য কার।
করিবারে গৌউরের আসনাধিকার॥
ভাল মন্দ সদসৎ সর্ব্বঠাঁই রহে॥
নিজ নিজ বুদ্ধিমত ভিন্ন কথা কহে॥
অভক্ত পাষণ্ডিদল গর্দ্দভের মত।
অজ্ঞান রজক-ভার বহে অবিরত॥
সমাগত বহু ভক্ত হয় অবতারে।
লোলুপ মধুপ সম ভক্তি হেতু ঘুরে॥
যদিও পাষণ্ডি করে তার মধ্যে বাস।
স্বভাবের মলিনতা কভু নহে নাশ॥
অঙ্গার করিলে ধৌত শতবার জলে।
কালিমা বরণ নাহি যায় কোন কালে॥
অমাবস্যা রাত্রে যেন চাঁদ অসম্ভব।
তেন পাষণ্ডীর হৃদে ভক্তির উদ্ভব।
যেন দে'খ কমলাখি জটাধারী রাম।
একপক্ষে রুষে রক্ষ করিতে সংগ্রাম॥
তেমতি অভক্তদল প্রভু ভগবানে।
সমাসীন, দেখি তাঁহে গৌউর-আসনে॥
নিকটে বৈষ্ণব যত করিল শ্রবণ।
গ্রহণ করিলা প্রভু চৈতন্য-আসন॥
প্রভু কিবা করিলেন শুন অতঃপর।
রামকৃষ্ণ-লীলা কথা সুধার সাগর॥

যেই বস্তু প্রভুদেব সেই গোরারায়।
গোউরের হয় নিন্দা প্রভুর নিন্দায়॥
এ নিগুঢ় তত্ত্ববোধে বঞ্চিত যে জন।
অর্থাৎ চিনে না কেবা প্রভু নারায়ণ॥
চৈতন্য-চরণে কিছু ভক্তি হৃদিমাঝে।
জানে নাই, তাই প্রভুদেবে নাহি ভজে॥
প্রভুর করিয়া নিন্দা করেছে প্রমাদ।
অজ্ঞানজনিত দোষ মহা অপরাধ॥
জীবহিত সদাব্রত গুণের আকর।
ক্ষমার সাগর, যেন দয়ার সাগর॥
তাহাদের রক্ষার কারণে ভগবান্,
করিলেন শুন কিবা সুন্দর বিধান॥
মনোহর শ্রীপ্রভুর কার্য্যের কৌশল।
ধরি মূলাধার স্থান টিপিলেন কল॥
বৈষ্ণবের শিরোমণি ভগবানদাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্ত কাঁল্নায় নিবাস॥
গোরা ধ্যান গোরা জ্ঞান গোরাপদে মতি
বৈষ্ণবসমাজে বঙ্গে বড়ই খ্যিয়াতি॥
শান্ত দান্ত ভক্তিমন্ত মহান্ত বিশেষ।
তদুপরি ধরে বহু সদ্‌গুণ অশেষ॥
অতি প্রতিপত্তি তাঁর বৈষ্ণবের স্থানে।
আসন গ্রহণ শ্রীপ্রভুর শুনে কাণে॥
গৌরাঙ্গভকত তেই গৌরাঙ্গে পিরীত।
তে কারণে শুনি কথা হইলা কুপিত॥
চিনে না জানে না প্রভু কি রতন ধন।
তাই কথা শুনে কহে অপ্রিয়-বচন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মূল জ্ঞান ধরে যেই জনে।
তাঁহার আসন অঙ্কে সে দিবে কেমনে॥
প্রভুর মহিমা-কথা করহ শ্রবণ।
কিরূপে করিলা অপরাধ বিমোচন॥
সসঙ্গ মথুর প্রভু নৌকা আরোহণে।
ভ্রমেন গঙ্গার বক্ষে এখানে সেখানে॥
একবার কাঁল্নাঘাটে লাগিল তরণী।
হৃদয় সহিত প্রভু নাবিলা অমনি॥

কেন প্রভু নামিলেন কি মনে তাঁহার।
হৃদয় বিদিত নহে কোন সমাচার॥
প্রভুর না ছিল কভু হেথা আগমন।
কভু না জানেন কোথা কাহার আশ্রম॥
আশ্চর্য্য কথন দ্রুতপদসঞ্চালনে।
উতরিলা ভগবানদাসের আশ্রমে॥
সে সময় বাবাজীর জপমালা করে।
চেলাগণ অগণন আছে চারিধারে॥
কহিতেছে চেলাগণে হিত উপদেশ।
দাঁড়ায়ে তফাতে দেখিছেন পরমেশ॥
হৃদয় কহিল ভগবানবাবাজীরে।
কি লাগি তোমার আর জপমালা করে॥
উত্তর করিল ভগবান্ অভিমানে।
মালা ধরি মাত্র জীব-শিক্ষার কারণে॥
শুনিয়া বলিলা প্রভু আরে ভগবান্।
এখন এতেক তুমি রাখ অভিমান॥
যেমন প্রয়োগ বাক্য করিলা গোঁসাই।
অমনি সমাধিপর বাহ্য আর নাই॥
সাপুটিয়া হৃদয় ধরিল প্রভুদেবে।
পায় তত্ত্ব ভগবান্ কৃপার প্রভাবে॥
ভাগ্যবান্ ভগবান্ আশ্রমে যাঁহার।
নিজে গিয়া করিলেন চৈতন্য-সঞ্চার॥
মহাবীর ধনুর্ধারী ধনু ল'য়ে করে।
মূর্ত্তিমান্ মন্ত্র পড়ি বাণ যদি ছাড়ে।
দূরভেদ্য লক্ষ্য এত বাণ মানে হার।
শ্রীপ্রভুর বাক্যবাণে হয় ছারখার॥
প্রভুবাক্যে কি শকতি কার সাধ্য বলে।
বিষম মায়ার গড় ভেদ করি চলে॥
সার্থক জীবন যেবা খাইয়াছে বাণ।
অব্যর্থ প্রভুর লক্ষ্য যথায় সন্ধান॥
বাবাজীর অভিমানে লক্ষ্য করি শর।
হুঙ্কারিয়া ছাড়িলেন দয়ারসাগর॥
ভস্মীভূত অভিমান তম আর নাই।
চৈতন্য দিনেশ সমুদিত তার ঠাঁই

আঁখি করি উন্মীলন প্রভুপানে চায়।
স্বরূপ-দর্শনে পদে বাবাজী লোটায়॥
নিন্দা-অপরাধ-ক্ষমা চায় বারে বারে।
অবিরল আঁখি জল ধারা বেয়ে পড়ে॥
বৈষ্ণবদলের মূল ভগবানদাস।
তাহার খালাসে পায় অপরে খালাস॥
সে অবধি প্রভুদেবে মহাভক্তি করে।
যতেক বৈষ্ণব আছে বঙ্গের ভিতরে॥
প্রভু অবতারে যা দেখিনু হেন কোথা।
মহাতমোবিনাশন রামকৃষ্ণ-কথা॥
দরশনে বাসনা যদ্যপি থাকে মন।
একমনে লীলাগীতি করহ শ্রবণ॥

দেশে আগমন।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগতজননী।
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

স্বদেশের ভক্ত যত পুরুষ-রমণী।
সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে করয়ে মেলানি॥
দেখিবারে গুণমণি ঠাকুরগদাই।
উচাটন মন ঘরে স্থির থাকে নাই॥
আ মরি কি ভালবাসা তা সবার ঘটে।
প্রভুরে দেখিতে যায় তিন দিন হেঁটে॥
গেঠে নাই রৌপ্য কিংবা তাম্রখণ্ড বল।
চাল চিঁড়া মুড়ি দুটি পথের সম্বল॥
শ্রীপ্রভুর প্রীতিকর ভোজ্য কিছু তায়।
দূরান্তর মাঠে পথে ছুটে ছুটে যায়॥
ঋতুর তাড়না গায় কিছু নাহি মানে।
তাত বাত বৃষ্টিপাত উড়ায় বিমানে॥
উপায়বিহীন যারা না পাইত যেতে।
মনস্তাপানলে দগ্ধ হয় দিনে রেতে॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুদেব ভক্ত তাঁর প্রাণ।
কেহ নহে প্রিয়তর ভক্তের সমান॥
ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ তাঁর ভক্তহৃদে বাস।
ভক্ত-দুঃখে দুঃখী, ভক্ত উল্লাসে উল্লাস॥
পিতা মাতা ভাই ভক্ত, ভক্ত সহচর।
ভক্তে তিনি, তাঁর ভক্ত, অপরে অপর॥
তাই হ'ত মাঝে মাঝে দেশে আগমন।
তুষিতে স্বদেশে যত ভক্তদের মন॥
স্বদেশের ভক্তসঙ্গে মধুর ব্যাভার।
এ সময় হৈল দেশে আসা একবার॥
সমাচার কাণে যার একবার পশে।
উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি দেখিবারে আসে
নর নারী ছেলে বুড় যুবক যুবতী।
কিবা উচ্চবংশোদ্ভব কিবা নীচজাতি॥
মানা নাই কুলবধূ ষোড়শবয়সী।
দেখিবারে প্রভুদেব অকলঙ্ক শশী॥
লজ্জা ভয় প্রভুদেবে কেহ নাহি করে।
লজ্জা ভয় ঘৃণা তাঁর দরশনে হরে॥
শূন্য হাত নহে ল'য়ে যা যার বাসনা।
যে আসে তাহার যেন কিছু চাই আনা।
প্রতিবাসী অতি খুসি নিকটস্থ গ্রামে।
আসে যায় কত শত থাকে রেতে দিনে॥

জীব জন্তু কেহ তাঁয় ভয় নাহি করে।
পাখী এসে উড়ে বসে শ্রীঅঙ্গ উপরে॥
সবাকার ত্রাসনাশ প্রভুভগবান্।
উঠিল সবার হৃদে আনন্দ তুফান॥
রঙ্গরসে তত্ত্বকথা হয় অনিবার।
কিবা দিন কিবা রাতি নাহিক বিচার॥
বহুমূল্য বারাণসী পাটের বসন।
সোনালি রূপালি পাড় বিবিধ বরণ॥
দিয়াছেন বস্তাদরে মথুর বাঁধিয়া।
সাজায় হৃদয় অঙ্গ তাই পরাইয়া॥
শ্রীকরে কেরয়া ধরা খড়ম শ্রীপদে।
দেখিতে না পেনু সাজ মরিলাম খেদে॥
কিবা মোহনিয়া মাথা শ্রীঅঙ্গে প্রভুর।
বারেক দর্শনে করে সর্ব্বদুঃখ দূর॥
দুঃখ দূর কিবা কথা এত সুখ মনে।
কি ছার পদ্মের সুখ দিনেশ-দর্শনে॥
শ্রীবাক্য এতই মিঠা এত শান্তিকর।
নাহি কিছু তুলনায় ধরণীভিতর॥
আনন্দে বিভোর হৃদি, দেখি শুনি তাঁয়।
আত্মহারা সে চেহারা আঁকা নাহি যায়।
দীন দুঃখী বাগদী চুয়াড় যারা জেতে।
দিন গুজরাণ হেতু দিনে খাটে ক্ষেতে॥
মাঠে থাকে গোটা দিন শ্রম অবিরাম।
পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কপালের ঘাম॥
ছাড়ান নাহিক কাজে ক্রমাগত খাটে।
যতক্ষণ দিনেশ না ব'স গিয়ে পাটে॥
সন্ধ্যা এলে মুক্তি পেলে ঘরে যাবে কোথা।
আসিত প্রভুর কাছে শুনিবারে কথা॥
এত বিমোহিত হ'ত প্রভুর বচনে।
দুপ্রহর ডাকে রাত্রি ক্লান্তি নাহি জানে॥
নিজ মনে বুঝ মন কি ছিল কথায়।
দুরাদৃষ্ট কথা মিষ্ট নাহি লাগে যায়॥
বিশ্ববিমোহন বাণী শুনে বিশ্ব ভুলে।
লীলাপুষ্টিহেতু মাত্র জটিলে কুটিলে॥

কি করে অবস্থা মন্দ ঘরে নাহি খেতে।
প্রত্যুষ্যেতে পুনরায় যেতে হবে ক্ষেতে॥
সেই সে কারণে মাত্র ঘরে যেতে হয়,
ইচ্ছা নয় প্রভু ছাড়ে, না ছাড়িলে নয়॥
হেতা শুন কি করেন ঠাকুর গদাই।
এমন দয়াল আর কোথা শুনি নাই॥
যাইতেন প্রাতঃকালে তারা যথা খাটে।
গ্রাম থেকে বহুদূর দূরান্তর মাঠে॥
শুনাতেন মিঠে মিঠে বিবিধ কথন।
তাহাদের হয় যায় পরিতুষ্ট মন॥
কাক কাকী নিকটস্থ ব'সে বৃক্ষডালে।
উভয়ে উভয় প্রতি কেবা কিবা বলে॥
শুনিয়া তফাতে হাসিতেন নারায়ণ।
পক্ষীভাষা বুঝিবারে বুদ্ধি বিলক্ষণ॥
ভাঙ্গিয়া দিতেন পুন কৃষাণের দলে।
কাক কাকী পরস্পর কে কি কথা বলে॥
দীন দুঃখী যেবা কেহ নাহি যায় বাদ।
শ্রীপ্রভু করেন পূর্ণ সকলের সাধ॥
হালি যোত্রাপন্ন যারা গ্রামেতে বসতি।
কায়দা করিয়া ঘরে রাখে কুলবতী॥
আসিতে না দেয় শ্রীপ্রভুর দরশনে।
ভিতরে গুমরে মরে মরম বেদনে॥
পিঞ্জরে আবদ্ধ বনবিহঙ্গিনী প্রায়।
বাড়ির বাহিরে নাহি আসিবারে পায়॥
মধুর কাহিনী মন শুন একমনে।
শ্রীপ্রভু তাদের বাঞ্ছা মিটান কেমনে॥
জেতে তাঁতি কামারপুকুরে এক ঘর।
যোত্রাপন্ন লোকে জনে করে সমাদর॥
সদর অন্দর দুই তিন প্রস্থ বাড়ী।
আদব-কায়দা করে পুরুষেরা ভারি॥
গৃহস্থ রমণীগণ অন্তঃপুরে থাকে।
বাহির কেমন কভু আঁখিতে না দেখে॥
কুলবধূ যতগুলি শুনে মাত্র কাণে।
প্রভুরে বারেক দেখে বড় সাধ প্রাণে॥

উপায়বিহীন দুঃখ-নীরে ভাসে তাই।
শুন কি করিলা পরে ঠাকুর গদাই॥
এক দিন সে বাড়ীর যুবকের দলে।
হাসি হাসি বলিলেন উপহাস-ছলে॥
দেখিতে না দিলে নিজ নিজ পরিবার।
যেরূপে উপায় কিছু করিব ইহার॥
শুন কি উপায় করিলেন গদাধর।
স্বদেশে তাঁহার হয় বড়ই রগড়॥
সপ্তাহে দুবার হাট বসে সেই গ্রামে।
নানান গ্রামের লোক হাটে গিয়া জমে॥
রমণীর বেশে হাট-দিনে একবারে।
সন্ধ্যাকালে উপনীত তাঁতিদের ঘরে॥
দুহাতে পুঁইছা, পরা লালপেড়ে শাড়ি।
প্রচুর ঘোমটাসহ গতি ধীরি ধীরি॥
ধরিলে রমণীবেশ সাধ্য কার ধরে।
সদর হইয়া পার পশিলা অন্দরে॥
যেখানে অনেকগুলি ধানের মরাই।
তার পাশে ছদ্মবেশী ঠাকুরগদাই॥
আঁধারে দণ্ডায়মান যেন অনাথিনী।
বাসে বেশ আচ্ছাদন শ্রীবদনখানি॥
দেখি কুলবধূ যত সন্নিকট হয়ে।
কে তুমি কোথায় ঘর, কি জেতের মেয়ে॥
বারে বারে জিজ্ঞাসিল প্রভু গদাধরে।
সযতনে কন কথা শ্রীপ্রভু উত্তরে॥
ফিরাইয়া মুখখানি যেন লজ্জা কত।
তেলিদের মেয়ে আমি বেচিবারে সূত॥
এসেছিনু হাটে অন্য প্রতিবাসী সনে।
পাছু ফেলি মোরে, তারা গিয়াছে ভবনে॥
একাকিনী ঘরে যেতে শক্তি মোর নাই।
তাহে সন্ধ্যা তোমাদের ঘরে এনু তাই॥
ভাল ভাল বলিয়া আদরে যত নারী।
জল খাইবারে তাঁরে দিল গুড় মুঁড়ি॥
শ্রীপ্রভু বলেন পেট ভরা, নাহি খাব।
তোমাদের ঘরে মাত্র আজ রাত্রে রব।
এত বলি বসিলেন মরায়ের ধারে।
বধূগণ তুষ্টমন কাছে ব'সে ঘেরে॥
স্ত্রীলোকের রীতি যেন নানা কথা হয়।
কথায় কথায় প্রায় রাত্রি দণ্ড ছয়॥
মধুমাখা প্রভু-বাক্য এত গেছে ভুলে।
মনে নাই ঘুমাতেছে দুগ্ধপোষ্য ছেলে॥
ব'য়ে গেছে পানের সময় বহুক্ষণ।
ক্ষুধার জ্বালায় করে জাগিয়া রোদন॥
তখন স্মরণ হৈল ছায়াল কুমারে।
চমকিয়া দ্রুতগতি ছুটে যায় ঘরে॥
মায়ে ল'য়ে কোলে ছেলে ক্ষুধায় আতুর।
দুগ্ধপাত্রসহ কাছে বসিল প্রভুর॥
শশব্যস্ত প্রভুদেব প্রশারিয়া কর।
লইলেন শিশুছেলে কোলের উপর॥
সোহাগে সম্ভাষসহ গঁদলে গঁদলে।
উদর ভরিয়া দুধ দিলেন ছায়ালে॥
প্রভুর শ্রীকরে শিশু সুধা করে পান।
কেবা এই শিশুবর না পেনু সন্ধান॥
জননী তাহার সেইমত ভাগ্যবতী।
প্রহর ছাড়িয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠে রাতি।
সময় বুঝিয়া যত বধূগণ চলে।
পুরুষদিগের ভাত বাড়িতে হেঁসালে॥
দেখেন শ্রীপ্রভু, মুখে মৃদু মৃদু হাস।
হেনকালে ঘরে পড়ে তাঁহার তল্লাস॥
খাবার সময় তাই ব্যাকুল অন্তর।
প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজে ভাই রামেশ্বর॥
কোনমতে কোথাও না মিলে অন্বেষণ।
শেষে উপনীত সেই তাঁতির ভবন॥
যার সঙ্গে হয় দেখা সকলেই পুছে।
কে জান গদাই কাহাদের ঘরে আছে॥
কেহই সন্ধান কিছু বলিতে না পারে।
গদাই গদাই বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
ছোট ভাই গদাধর তাঁর বড় টান।
সঙ্কাতর রামেশ্বর আকুলপরাণ॥

শুনিতে পাইলা প্রভু ময়ায়ের ধারে।
ডাকিছেন মেজোদাদা ভাত খেতে ঘরে॥
তথা হৈতে ততোধিক উচ্চরবে কন।
ওগো দাদা আমি হেথা কেন উচাটন॥
পলায়ন দ্রুতপদে যেমন উত্তর।
মহারঙ্গপ্রিয় প্রভু দেব গদাধর॥
হুলস্থুল প'ড়ে গেল তাঁতিদের ঘরে।
পুরুষ রমণী যত হেসে হেসে মরে॥
অপার আনন্দময়, এত সবে খুসি।
কত রঙ্গ কৈলা প্রভু ল'য়ে প্রতিবাসী॥
কেহ কেহ কথায় বিশ্বাস এত করে।
শুনিয়া তাহার কথা মুণ্ড যায় ঘুরে॥
বিশ্বাসের নামান্তর ভক্তি শ্রীপ্রভুর।
যার জোরে ত্রিতাপ সন্তাপ পাপ দূর॥
নিত্যবদ্ধ একবারে নিত্যমুক্ত হয়।
তিলমাত্র প্রভুদেবে যে করে প্রত্যয়॥
অপার সংসার-সিন্ধু বেষ্টিত বিপদ্।
প্রভুতে বিশ্বাস যার তাহার গোষ্পদ॥
বিশ্বাসে শ্রীপ্রভু মিলে অন্য হেতু নাই।
শ্রীপদে বিশ্বাস দেহ জগতগোঁসাই॥
নাম গঙ্গাবিষ্ণু লাহা তামলির জাত।
যেই বংশে গয়াবিষ্ণু প্রভুর সেঙ্গাত॥
বড় মানে গঙ্গাবিষ্ণু প্রভু গদাধরে।
শ্রীপদে বিশ্বাস তাঁর অটল অন্তরে॥
আশ্চর্য্য বিশ্বাস-কথা শুন অতঃপর।
একবার হৈল তাঁর তনয়ের জ্বর॥
বিকার সংশয়াপন্ন পরাণে হতাশ।
গোষ্ঠীবর্গ পিতা মাতা পায় মহাত্রাস॥
নিকটে ডাক্তার কবিরাজ যত জানা।
সমবেত দিয়ে য়েতে প্রতীকার নানা॥
সকলেই বিজ্ঞতম কেহ নহে কম।
কেহ না করিতে পারে কিছু উপশম॥
বিফল কৌশল যত, সময় নিদান।
পুত্রহেতু গঙ্গাবিষ্ণু আকুলপরাণ॥
পরাণসমান পুত্র প্রায় যায় ছেড়ে।
কভু ভূমে গড়াগড়ি কভু মাথা কুড়ে॥
দয়ারসাগর প্রভুদেব হেনকালে।
উপনীত, ভাবে অঙ্গ পড়ে ঢলে ঢলে॥
বলিলেন নাহি দিবে বালকে ঔষধি।
মায়ের কৃপায় উপশম হবে ব্যাধি॥
যথা আজ্ঞা গঙ্গাবিষ্ণু দ্রুত ঘরে চলে।
ঔষধ লইয়া ছুড়ে পুকুরের জলে॥
দেশ জুড়ে রাষ্ট্র কথা নিদান-বচন।
যতক্ষণ শ্বাস, আশে ঔষধ নিয়ম॥
তাহাতে বিকারযুক্ত প্রিয়তম ছেলে।
ঔষধ অগ্রাহ্য করি কি বলেতে ফেলে॥
বিশ্বাস সংসারার্ণবে তরিবার তরী।
শ্রীপদে বিশ্বাস দেহ, কল্পতরু হরি॥
প্রভুর বচন যাহা কখন না টলে।
দিনত্রয় মধ্যে সুস্থ হ'য়ে গেল ছেলে॥
সম্পদ-বিপদসখা প্রভু বিশ্বপতি।
শান্তির ভাণ্ডার শুন রামকৃষ্ণ পুঁথি॥
কিছুদিন থাকি প্রভু কামারপুকুরে।
হৃদয়ের সঙ্গে গেলা তাহাদের ঘরে॥
শিয়ড়ে হৃদুর ঘর নহে বহুদূর।
সবে শুনে আগমন হ'য়েছে প্রভুর॥
এখন নহেন আর আগেকার মত।
যথা প্রভু তথা বহু জনাকীর্ণ হ'ত॥
দরশন আশে আসে কত লোকজন।
বাউল বৈরাগী সাধু নানান রকম॥
সংসারী যাহারা হরি-কথা ভালবাসে।
কাতারে কাতারে থাকে শ্রীপ্রভুর পাশে।
শ্রীমুখে ঈশ্বরতত্ত্ব বারেক শুনিলে।
এ জীবনে সাধ্য কার আর তাঁয় ভুলে॥
জনমনোমুগ্ধকর শ্রীমুখের ভাষ।
যত শুনে তত উঠে অন্তরে উল্লাস॥
অমেয়পূরিত কথা মহাশক্তিযোগে।
শ্রবণবিবর দিয়া হৃদে গিয়া লাগে॥

মাঝে মাঝে ল'য়ে প্রভু গ্রামবাসিগণ।
পথে পথে করিতেন নগর-কীর্ত্তন ॥
শ্রীপ্রভুর ভাব দেখি, দু একের হুঁস।
বুঝিত নহেন তিনি সামান্য মানুষ ॥
ভক্তিহীন অধিকাংশ, তবু যতক্ষণ।
হরিকথা তাঁর মুখে করিত শ্রবণ ॥
বিমোহিত-থাকিতেন আনন্দ অন্তরে।
তথাপি বিশ্বাস ভক্তি কেহ নাহি করে ॥
না দেখিলে মানুষেতে ঐশ্বর্য্যব্যাপার।
কখন না হয় হৃদে বিশ্বাস সঞ্চার ॥
অলৌকিক অধিক কতই দেখে লোকে।
তথাপি যেমন তেন, কিছু না চমকে ॥
কি ঘটিল শুন মন ঐশ্বর্য্য-আখ্যান।
খানাকুল গণ্ডগ্রাম সুপ্রসিদ্ধ স্থান ॥
শত শত শাস্ত্রবিৎ জনের আকর।
সুবিদিত সর্ব্বলোকে দিগ্‌দিগন্তর ॥
এ সময় কয়জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
কার্য্য উপলক্ষে করে শিয়ড়ে গমন ॥
একদিন শ্রীপ্রভুর সনে দেখাশুনা।
কথায় কথায় হয় শাস্ত্র-আলাপনা ॥
শিয়ড়িয় যতজন তর্কদ্বন্দ্ব শুনে।
শ্রীপ্রভুর প্রতিবাদ সিংহের বিক্রমে ॥
সুগূঢ় যে তত্ত্ব নাহি আইসে ব্যাখ্যায়।
বুঝান শ্রীপ্রভু হেন সরল ভাষায় ॥
শত শত সরল উপমা সহকারে।
সুমূর্খ যে শুনে, সেও বুঝিবারে পারে ॥
যে তত্ত্ব সুগুপ্ত মহাতিমিরাবরণে।
উজ্জ্বল দিনের মত উপমাকিরণে ॥
প্রভুর শ্রীবাক্যে জ্যোতিঃ নহে বলিবার।
উদয় যথায় কভু না থাকে আঁধার ॥
শ্রীবাক্যে আছিল তাঁর এতদূর বল।
তিলাধারে ধরে শুনে সাগরের জল ॥
হীন হেয় শির যায় প্রভুর কৃপায়।
সুগূঢ় ঈশ্বর তত্ত্ব হেসে বুঝে যায় ॥

প্রভুসনে পণ্ডিতেরা কহি শাস্ত্রকথা।
বুঝিল যাহার নাহি জানিত বারতা ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া করে বাক্য সম্বরণ।
শুন রামকৃষ্ণলীলা মধুর কথন ॥
শিয়ড়িয়া প্রভুদেবে নিরক্ষর জানে।
পণ্ডিতেরে পরাভব করিলা কেমনে ॥
দেখিয়া বিস্ময় মানে আশ্চর্য্য ব্যাপার।
তথাপি না হয় হৃদে বিশ্বাস সঞ্চার ॥
অধিকাংশ লোকের নিকটে অপ্রকাশ।
দু এক লোকের মাত্র প্রভুতে বিশ্বাস ॥
নফর মুখুয্যে নামে মান্য একজন।
গ্রামেতে বসতি ভক্তি ঘটে বিলক্ষণ ॥
সেখানে নাহিক কেহ তাঁহার সমান।
প্রভুতে আছিল তাঁর ইষ্টদেবজ্ঞান ॥
বড়ই গোপন প্রভু রাখিলা তথায়।
এবে শুনে লোকজনে করে হায় হায় ॥
অপরের কিবা কথা হৃদুও না জানে।
কেবা মামা গদাধর সে কার ভাগিনে ॥
যেমন উজান ভাটা গঙ্গার সলিলে।
এই কানে কান এই বয় গর্ভতলে ॥
জলন্ত মহিমা কত হৃদয়ে দেখান।
তথাপি বিশ্বাস নাহি চলে একটান ॥
এ মামা যে চাঁদা মামা মামা সকলের।
কখন বুঝেন হৃদু কভু লাগে ফের ॥
ভালবাসে প্রভুদেবে সেবে সযতনে।
অদ্যাবধি হেন সেবা কেহ নাহি জানে ॥
প্রভুর যখন যাহা সেবা ইচ্ছা য'য়।
সব কর্ম্ম রাখি হৃদু সর্ব্বাগ্রে যোগায়
মধুর ভক্তির কথা নারিনু বুঝিতে।
ভক্তি দিয়া বদ্ধ প্রভু ভকতের হাতে ॥
ভক্তমনোমত কার্য্য ভক্তের কথায়।
অসংখ্য প্রণাম করি হৃদয়ের পায় ॥
প্রভুর অপার কৃপা হৃদুর উপরে।
তা না হ'লে তাঁর সেবা সাধ্য কার করে ॥

কার ঘরে আপনি থাকেন বিদ্যমান।
পিতা মাতা বিধির বিধাতা ভগবান॥
হৃদয়ে ঐশ্বর্য্য কত শ্রীপ্রভু দেখান।
শুন হনূদত্ত কঁচি কুমড়া-আখ্যান।
একদিন প্রভুদেব হৃদয়েরে কন।
কঁচি কুমুড়ার তরকারী খেতে মন॥
কঁচি কঁচি কুমুড়া না মিলে সে সময়ে।
অকালের ফল সুদুর্লভ পাড়াগাঁয়ে॥
যেমন শ্রীআজ্ঞা করিলেন গুণধাম।
অমনি হৃদয় চলে সঙ্গে রাজারাম॥
রাজারাম হৃদয়ের ছোট সহোদর।
কুমুড়ার অন্বেষণে ফিরে ঘর ঘর॥
সঙ্গে আর অন্যজন সম্ভ্রান্ত গ্রামের।
প্রতিবাসী মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি ঢের॥
যে কোন কারণে প্রভুদেবে যেবা টানে।
না হোক অধিক, মাত্র তিল পরিমাণে॥
তার সম ভাগ্যবান্ নহে কোন জন।
ধন্য ধন্য জন্ম তাঁর সার্থক জীবন॥
প্রভুসেবা প্রভুধ্যান, প্রভুর ধারণা।
লইয়া মানবজন্ম যাহার হ'ল না॥
বিড়ম্বনা মাত্র প্রাণ অপদার্থ ছার।
বিষয়ে আবদ্ধ জীব কেবল ঘৃণার॥
কখন নাহিক তার দৃষ্টি উচ্চদিকে।
উঠ্ ডুবু নিরন্তর নরকের দঁকে॥
সসাগরা ধরা সহ স্বর্ণসিংহাসন।
পরিপূর্ণ কেষোগার মাণিক রতন॥
অতুল সম্পদখ্যাতি যশের পতাকা।
একছত্রে অধিকার ধরণীর একা॥
ইন্দ্র কিংবা ব্রহ্মপ্রস্থে প্রভুত্ব স্থাপন।
নিরন্তর যুক্তকর দেবদেবীগণ॥
কিংবা গায় মহাবল না হয় প্রকাশ।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল দে'খে পায় ত্রাস॥
পদস্থ কিঙ্কর যম আজ্ঞাবহ থাকে।
প্রবল প্রলয় ভুলে পলকে পলকে॥

কিংবা শ্রুতিকণ্ঠ হেন কণ্ঠ-অগ্রে যার।
মহাগুরু চারি বেদ বিদ্যার ভাণ্ডার॥
শ্বেতাম্বুজ-বিহারিণী তাঁর পুত্রপ্রায়।
হীনপ্রভ দিগ্বিজয়ী বিদ্যার ছটায়॥
বিভূতি-প্রসূত যত ঐশ্বর্য্য উদ্ভব।
প্রভু অবতারে এবে সুলভ সে সব॥
বরষার বারিসম যথা তথা স্থিতি।
একমাত্র সুদুর্লভ প্রভুসেবা মতি॥
প্রভুসেবা সার কর্ম্ম, কর্ম্মে পড়ে ফাঁস।
চরম বাসনা প্রভুসেবা অভিলাষ॥
সেবাস্বাদ একবার হ'লে আস্বাদন।
নিশ্চয় সে বুঝে সেবা, কর্ম্মের চরম॥
সেবা বিনা অন্য কর্ম্ম নাহি ভাল লাগে।
আন্ কর্ম্ম হয় লোপ সেবা-অনুরাগে॥
প্রভুসেবা কিবা কর্ম্ম বলিবার নয়।
এক কর্ম্মে করে যত অন্য কর্ম্ম ক্ষয়॥
আয়োজিলে অন্য কর্ম্ম তাহে ফলে ফল।
কাঠের ঘর্ষণে যেন জন্মে দাবানল॥
বিষ উদ্গীরণ যেন বাসুকীঘর্ষণে।
নালা কেটে বন্যাজল ঘরে টেনে আনে॥
এক কর্ম্মে করে কোটি কর্ম্মের সূচনা।
আসে যায় করে, নাই করমের সীমা॥
কিন্তু প্রভুসেবাকর্ম্মে বুঝ ফলে কিবা।
চরণসেবনফল শ্রীচরণসেবা॥
স্বার্থে কিম্বা স্বার্থশূন্যে সেবাআচরণ।
যেই জন করে তাঁর সার্থক জীবন॥
ধন্য ধন্য মহাধন্য হৃদু রাজারাম।
কুমুড়ার অন্বেষণে ভ্রমে গোটা গ্রাম॥
পাতি পা'ত করিয়া খুঁজিতে শেষকালে।
দেখিল ফলের গাছ জনেকের চালে॥
নীচবংশোদ্ভবা সেই আবাসস্বামিনী।
কিবা জাতি কিবা নাম কিছু নাহি জানি।
গাছে আছে এক ফল যেন প্রয়োজন।
পুষ্টশস্য নহে কঁচি বুসজ বরণ॥

অতিতুষ্টমন হৃদু ফল দেখি গাছে।
মিষ্টভাবে কুমড়াটি ব্রাহ্মণীরে যাচে॥
পণ কিংবা বিনা পণে যেন রুচি তার।
কঁচি হেতু দিতে নাহি করিল স্বীকার॥
যত জেদ করে হৃদু মাগী তত বাঁকা।
বলে বড় পাকা হ'লে দিব এক ফাঁকা॥
উপায়বিহীন হৃদু যায় স্থানান্তরে।
যদি অন্য স্থানে মিলে অপরের ঘরে॥
সম্মুখে সামান্য মাঠ পার হ'য়ে যেতে।
শুন কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘ'টে গেল পথে॥
ধীরে ধীরে চলে হৃদু চিন্তায় মগন।
মধ্যমাঠে অকস্মাৎ আশ্চর্য্য কথন॥
মুখপোড়া হনু এক গায়ে মহাবল।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে হাতে কঁচি ফল।
বিকল পরাণ যেন হতশ্বাস প্রায়।
সম্মুখে কুমড়া রাখি অন্যত্রে পালায়॥
হৃদয় বিস্ময় ফল তুলে লয় হাতে।
অদৃশ্য হইল হনু দেখিতে দেখিতে॥
কথায় কথায় পরে খবর পাইল।
এটি সেই ফল, যাহা মাগী নাহি দিল॥
জয় জয় প্রভুদেব অযোধ্যা-ঈশ্বর।
জয় জয় কপিবেশী ভকতপ্রবর॥
জয় দুই সহোদর হৃদু রাজারাম।
অধম কাতরে যাচে দেহ চক্ষুদান॥
যত অবতারে লীলা করিলা গোঁসাই।
সবার আভাস এই অবতারে পাই॥
দিনকরে ধরে যেন বিবিধ বরণ।
প্রভু অবতারে দেখি প্রকৃত তেমন॥
ভক্তগণ নানাদিকে নানান আকারে।
আঁখিতে দেখিতে লীলা বুদ্ধি বল ছাড়ে॥
চেনা দায় কে কোথায় প্রভুর সেবনে।
ছদ্মবেশী দিবানিশি ভ্রমে স্থানে স্থানে॥
দেহ সৎবুদ্ধি মুক্তআঁখি ভগবান্।
ভক্ত-অপরাধে যাহে পাইব এড়ান॥

পুলক অন্তরে হেথা দুই সহোদর।
লইয়া কুমড়া কঁচি উতরিল ঘর॥
যাদু করে যেবা তার সঙ্গে যেবা থাকে।
অদ্ভুৎ যেই যাদু অপরের চোখে॥
দেখিবারে সে কখন নাহি হয় রাজি।
মনে ভাবে কি দেখিব এ ঘরের বাজি॥
তেমতি প্রকৃত সহোদর দুই জনে।
প্রভুর মহিমা দেখি বিস্ময় না মানে॥
অপরের মুখে কথা বহুদূর ছুটে।
প্রতাপ হাজরা এক এ সময় জুটে॥
সন্নিকটে মড়াগেড়ে নামে ক্ষুদ্র গ্রাম।
হাজারায় ঘর তথা সদ্গোপ-সন্তান॥
নাটকেতে মধ্যে যেন বিদূষক প্রায়।
তেমতি প্রতাপচন্দ্র প্রভুর লীলায়॥
বিশুষ্ক হৃদয় নাহি বিশ্বাসের গন্ধ।
দিনমাঝে পদে পদে আঁধারের সন্ধ॥
ক্ষেতে চাষা ক্ষেতে খাটে খাবার বাসনা।
না চায় যদ্যপি তায় দেয় কোন জনা,.
পরমদয়াল বন্ধু অনায়াসে ঘরে,
ষোলআনা ফসল যতন সহকারে॥
তার সঙ্গে প্রভুর রগড় অতিশয়।
সময়ে পাইব সবিশেষ পরিচয়॥
প্রভুদেব খেলা কৈলা, সহিতে যাহার।
যে হউন সে হউন প্রণম্য আমার॥
হাজরা যুবক বয়ঃ প্রভুদরশনে।
ছুটিয়া ছুটিয়া আসে হৃদুর ভবনে॥
বাল্যাবধি হরিপদে ছিল তাঁর মন।
ডাকে তাঁর নাহি পায় তাঁর অন্বেষণ॥
সেই হেতু এক দিন প্রভুরে জিজ্ঞাসে।
হরির যে আছে কাণ জানা যায় কিসে?
এত ডাকাডাকি করি নাহি পাই সাড়া।
ভাবিয়া না পারি কিছু করিতে কিনারা॥
মৃদু হাসি প্রভুদেব করিলা উত্তর।
কেন নাহি পাও সাড়া শুনহ খবর॥

ইক্ষু-ক্ষেতে পুঁকুরের জল দিতে হ'লে।
সিমনি লইয়া ছিঁচে কৃষাণেরা মিলে॥
নালায় নালায় জল চলে নিরন্তর।
যে নালা পুকুর হ'তে ক্ষেত বরাবর॥
নালার মধ্যেতে যদি যোগ কোথা থাকে।
ছেঁচা জল যত সব যায় সেই দিকে॥
মূল ক্ষেতে নাহি ভিজে এক দানা বালি।
আগোটা পুকুর যদি ছিঁচে করে খালি॥
মধ্যপথে তেন যার ছিদ্র বিদ্যমান।
ডাকা আর নাই-ডাকা উভয় সমান॥
পথে মারা যায় ডাক পৌঁছিতে নারে।
যাহার উদ্দেশে ডাক তাঁহার গোচরে॥
একি প্রভু দয়াময় উত্তর-বচন।
সম্মুখীন উভয়েতে কথোপকথন।
করিলেন উত্তর শুনিয়া তৎক্ষণে॥
তবে না পৌঁছে ডাক, কহ কি কারণে॥
শুনিয়া না শুন, থাক বধিরের পারা।
ধরাধরি এত তবু নাহি দাও ধরা॥
এবা কিবা বিড়ম্বনা অদৃষ্টের ফের।
যত কাছে তত দূর নাহি পাই টের॥
মহাসোজা, মহাবাঁকা বিশ্বাসবিহীনে।
দেহ ভক্তি বিশ্বাস অভয় শ্রীচরণে॥

শিকলে শিকলে যেন পরস্পর টানে।
সেইমত আসে কত প্রভুদরশনে॥
ক্রমে ক্রমে লোকের মেলানি হৃদু দেখে।
প্রভুরে নির্জ্জন ঘরে বন্ধ করি রাখে॥
দরশন বিনা ক্ষুণ্ণমন লোকজন।
বসনে পাবক বাঁধা থাকে কতক্ষণ॥
শরৎ-জলদজাল বরণ আঁধার।
বেগে যেন রেগে ঢাকে কর চন্দ্রিমার॥
পবনে খেদায় বাধা পয় মুহূর্ত্তেকে।
দ্বিগুণ ছড়ায় চন্দ্র আপন আলোকে॥
তেমতি শ্রীপ্রভু গুপ্ত থাকি কিছুক্ষণ।
সমুদিত হইতেন যথা লোক জন॥
বিতরি কিরণ-কৃপা শতগুণ তেজে।
ফুল্ল করি দর্শকের হৃদয়-সরোজে॥
পূর্ব্বপরিচিত এক মহাভাগ্যবান্।
ঘর শ্যামবাজারে নিকটে ক্ষুদ্র গ্রাম॥
নাম তাঁর নটবর গোস্বামী ব্রাহ্মণ।
প্রভুদেবে পূজিতেন গুরুর মতন॥
চরণ বন্দন তাঁর করি বারে বারে।
একবার প্রভুর গমন তাঁর ঘরে॥
ভক্তিমান্ নিজে যেন আপনি ব্রাহ্মণ।
ভবনেতে ভক্তিমতী গৃহিণী তেমন॥
ভক্তিভরে দারাসহ সেবা কৈল তাঁর।
বড় মিষ্ট রাষ্ট কথা পটল ভাজার॥
পটলের ভাজি এত লেগেছিল মিঠে।
মহাভক্ত মথুরের কানে ক্রমে উঠে॥
মথুরে বলিয়াছিলা আপনি গোঁসাই।
মথুর এমন ভাজি কোথাও না খাই॥
কি দিয়া রাঁধিয়াছিল বামুনের মেয়ে।
তুষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণ যে ভাজি খাইয়ে॥
অপুত্রক ছিলেন গোস্বামী নটবর।
খেদসহ মাগে পুত্র প্রভুর গোচর॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভুদেব ভগবান্।
কৃপা করি দিলা বর হইবে সন্তান॥
যথা কথা প্রভুবাক্য নহে টলিবার।
অচিরে পাইল এক সুন্দর কুমার॥
সেই হেতু প্রভুপদে অটল ভকতি।
দেশে আগমন শুনে আসে দ্রুতগতি॥
একাকী নহেন সঙ্গে কীর্ত্তনের দল।
কৃষ্ণভক্ত তন্তুবায় তাহারা সকল॥
বৈষ্ণব-আচার তাঁতি বহু সেই গ্রামে।
বড় ভালবাসে সাধুভক্তদরশনে॥
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি লুটে পড়ে পায়।
সংকীর্ত্তনসহকারে গ্রামে ল'য়ে যায়॥
প্রভুর বৈঠক দিল গোস্বামীর ঘরে।
ভাণ্ডারা যোগায় দিন পিরীতের ভরে॥

শ্রীপ্রভুর হয় ভিক্ষা গ্রামে স্থানে স্থানে।
কত শত শত ভক্ত সেই ঠাঁই জমে॥
প্রভুসহ সংমিলনে পরা সুখ পায়।
ছেড়ে তাঁরে ঘরে কেহ যেতে নাহি চায়॥
পায় মহাপ্রসাদ অবাধে পেট ভ'রে।
দেখিয়া প্রভুর লীলা আত্মহারা করে॥
অবতারে ধরে ধরা অপরূপ ছবি।
না চিনিনু সমাকার, কেবা দেব দেবী॥
কেবা বৈকুণ্ঠের কেবা গোলোকের জাতি।
কেবা কৈলাসের, ধরা নরের আকৃতি॥

পশু পাখী তৃণ-লতা ছদ্মবেশ গা।।
কি ভাবে কোথায় স্থিতি প্রভুর [illegible]
খায় মহাপ্রসাদ কীর্ত্তন সঙ্গে করে।
না চিনি তাঁহারা কারা নরের আকারে॥
তুলিয়া অতুলানন্দ প্রভু সেইখানে।
ফিরিয়া আইল পুনঃ হৃদুর ভবনে॥
এবারে অধিক দিন আর নহে তথা।
হৃদয় সহিত আসিলেন কলিকাতা॥
রামকৃষ্ণ কথা শুন অমৃত-লহরী।
অপার সংসারসিন্ধু তরিবার তরী॥

আইর দেহত্যাগ।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

রামকৃষ্ণলীলাকথা গাইলে শুনিলে।
পিতৃমাতৃভক্তিহীন কেন কলিকালে॥
অনায়াসে মিলে পিতৃমাতৃভক্তিধন।
এমন সুন্দর কথা শুন শুন মন॥
তিন ভাই মধ্যে এবে প্রভু গদাধর।
গিয়াছেন মধ্যম সোদর রামেশ্বর।
পাছু রাখি বংশধর নন্দন নন্দিনী।
রামলাল শিবরাম লক্ষ্মীঠাকুরাণী॥
ভ্রাতৃপুত্র রামলাল বালক-বয়েস।
দক্ষিণসহরে থাকে যথা পরমেশ॥
মহারাধ্যা অতিবৃদ্ধা আইঠাকুরাণী।
ভীমরথী ধরা এবে প্রভুর জননী॥

নহবৎখানায় এখানে তাঁর বাস।
সুত রামলাল রাখে সতত তল্লাস॥
যেইখানে করিতেন বাস স্ত্রীলোকেরা।
যাইতে তথায় নহে শ্রীপ্রভুর ধারা॥
তেঁই দূর থেকে প্রভুদেব নারায়ণ।
ল'তেন জননীর তত্ত্বাবধারণ॥
মা কেমন আছ বলি ডাকিতেন তাঁয়।
সোপানের সন্নিকটে প্রথম তলায়॥
মাতৃপদরজজ্ঞানে সোপানের ধূলি।
লইতেন বারে বারে ভক্তিভরে তুলি॥
কোথাও না দেখি হেন মায়ের সম্মান।
জননীরে ঠিক তাঁর ঈশ্বরী গিয়ান॥

গদাই পরাণ যার বসতি স্বদেশে।
শ্রীপ্রভুর দরশনে ছুটে ছুটে আসে॥
গদায়ের আগেকার ভোজ্য প্রীতিকর।
গোপনে বাঁধিয়া আনে বস্ত্রের ভিতর॥
সরু চিঁড়া চালভাজা ফুলা ফুলা মুঁড়ি॥
ডেলা ডেলা ভিঁড়াগুড় কুমড়ার বড়ি॥
ঘরের গাভীর দুধে ডেলা চাঁছি পাতে।
খানাকুলে খইমোয়া সুমিষ্ট খাইতে॥
দেশের লোকের মুখে ভাগিনা হৃদয়।
সাংসারিক সমাচার পান পরিচয়॥
কথায় কথায় তিনি শুনিলেন পরে।
এক বড় মকর্দ্দমা বাধিয়াছে ঘরে॥
তাহার উপরে পুনঃ পাইল লিখন।
লেখা তায় বিবাদের যত বিবরণ॥
তে কারণে প্রভুদেবে কহে বারে বারে।
অনুমতি দিতে তায় যাইবারে ঘরে॥
কোনমতে শ্রীপ্রভুর মত নাহি হয়।
দিন দিন তত জেদ করেন হৃদয়॥
বিষণ্ণবদন হৃদু কহে আর বার।
কি কারণ অমত কহ সমাচার॥
বুঝাইয়া প্রভুদেব বলিলেন তাঁরে।
জানিতে পারিবে হেতু কিছু দিন পরে॥
নিষেধ না শুনি, হৃদু ছুটির কারণ।
পুরীর অধ্যক্ষে গিয়া কৈল নিবেদন॥
মনোমত পেয়ে ছুটি গোপনে গোপনে।
ঘরে ল'য়ে যেতে হাটে নানা দ্রব্য কিনে॥
বাঁধিয়া প্রকাণ্ড বস্তা রাখে একধারে।
শ্রীপ্রভুর এক সঙ্গে শুয়ে যেই ঘরে॥
মধুর প্রভুর লীলা তমোবিনাশন।
শুন কি হইল পরে আশ্চর্য্য ঘটন॥
সেই দিন প্রভুদেব সুরধুনীতটে।
দিন যায় প্রায় সূর্য্য বসে গিয়া পাটে॥
সিন্দূরনিন্দিত ভাতি রক্তিম বরণ।
মেঘতলে রেখে চলে জগতলোচন॥

কনকবরণকান্তি প্রতিবিম্বে খেলে।
ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভাটাধরা গঙ্গার সলিলে॥
একমনে তার পানে চেয়ে ভগবান্।
দাঁড়ায়ে আছেন যেন পুতুল-সমান॥
আচম্বিতে কিবা ভাব মনের ভিতরে।
সন্ধ্যা এবে আইলেন আইর মন্দিরে॥
কোনদিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া আর।
নহবতে যেইখানে বসতি তাঁহার॥
জননীর শ্রীচরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম।
পরে বসিলেন পাশে প্রভু গুণধাম॥
স্বদেশেতে প্রতিবাসী আছে যত জন।
তাঁদের সম্বন্ধে হয় কথোপকথন॥
কার ঘরে ধন কত কার কটি ছেলে।
স্বভাব কেমন কার, কার কিসে চলে॥
কথায় কথায় রাতি প্রহরেক প্রায়।
শ্রীপ্রভুর খাবার সময় ব'য়ে যায়॥
নিজের মন্দিরে আসি খাইবার তরে।
মামা মামা বলি হৃদু ডাকাডাকি করে॥
মত্ততর মার সঙ্গে কথোপকথনে।
যাই যাই এইবার ফুটে শ্রীবদনে॥
যাইতে না হয় মন জননীরে ছেড়ে।
কিছুক্ষণ গৌণে পুনঃ হৃদু ডাকে তাঁরে॥
বলিলেন প্রভুদেব উত্তরবচনে।
অগ্রভাগ রাখি মোর খাও দুই জনে॥
মায়ে পোয়ে এত কথা ফুরাতে না চায়।
এখন এগার বাজে দুপ্রহর প্রায়॥
তখন শুয়ায়ে মায় প্রণমিয়া তাঁরে।
ফিরিলেন প্রভুদেব আপন মন্দিরে॥
এখানে শয্যায় আছে ভাগিনা হৃদয়।
এপাশ ওপাশ করে ঘুম নাহি হয়॥
যত উচ্চে উঠে রাতি তত উচাটন!
কে যেন শয্যায় তাঁর করিছে পীড়ন॥
অস্থির পরাণ কয় প্রভুপরমেশে।
ও গো মামা, আর নাহি থাওয়া হ'ল দেশে॥

দড়ি দিয়া বাঁধিয়াছি গাঁঠরি যেমন।
কে যেন তেমতি মোরে করিছে বন্ধন॥
প্রভুদেব করিলেন উত্তর তাঁহারে।
কিনিয়াছ কত দ্রব্য ল'য়ে যেতে ঘরে॥
না যাইলে হবে নষ্ট একি বিবেচনা।
তাহার উপরে বাধিয়াছে মকদ্দমা॥
হৃদয় পুনশ্চ কয় আমি নাহি যাব।
গাঁঠরি বেঁধেছি নিজে এখনি খুলিব॥
এত বলি কৈল মুক্ত বস্তার বন্ধন।
তবে না হইল তাঁর সুস্থির জীবন॥
বলে বাঁচিলাম এবে গাঁঠরি খুলিয়া।
তখনি ঘুমায় হৃদু নাক ডাকাইয়া॥
সুষুপ্তি সঞ্চার যেন কষ্ট অবসানে।
নিদ্রাগত সেইমত হৃদয় ভাগিনে॥
আরে মন যেই মন মন বলি যারে।
অলক্ষ্যেতে করে বাস জীবের শরীরে॥
ধরিবারে গেলে পরে নাহি যায় ধরা।
কে জানে কিরূপ তার কেমন চেহারা॥
কুসুমের মধ্যে যেন সুগন্ধের বাস।
কর্ম্মগুণে দেখি দেহে তাহার প্রকাশ॥
সূক্ষ্ম হ'তে অতি সূক্ষ্ম সুসূক্ষ্ম গঠন।
তুলনায় অণু রেণু বৃহদায়তন॥
শক্তিময় হেন শক্তি আর কার আছে।
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যার ইসারায় নাচে॥
বিচিত্র করম কিবা কব তুলনায়।
বেদিয়ার ডুরিবদ্ধ বানরের প্রায়॥
এ হেন মনের মধ্যে বল চলে যাঁর।
তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীপ্রভু আমার॥
তাঁহার ইচ্ছায়, মন শক্তি তাঁর লৈয়া।
জীবেরে করায় কর্ম্ম নাকে দড়ি দিয়া॥
কি কব প্রভুর লীলা কি শকতি আছে।
বস্তে হৃদু বেঁধে বস্তা পরে খুলে বাঁচে॥
যোগনিদ্রা শ্রীপ্রভুর রাত্তি যতক্ষণ।
শয্যায় নিদ্রায় হৃদু ঘোর অচেতন॥

আইর আছিল ধারা সকলের আগে।
প্রত্যূষের পূর্ব্বে নিতি উঠিতেন জেগে॥
ভাগ্যবতী কালীর মা দাসী একজন।
দুয়ারের বারাণ্ডায় করিত শয়ন॥
জাগায়ে দিতেন আগে উঠিয়া আপনি।
আজ না উঠেন আর আই ঠাকুরাণী॥
দিনকর সমুদিত আলোক দেখিয়া।
আপনি উঠিল দাসী চমক খাইয়া॥
আইর দরজা বদ্ধ দ্বারে দেয় ঠেলা।
ভিতরে হাঁস্কলে বদ্ধ নাহি যায় খোলা॥
অচেতন আই আর কেবা দিবে সাড়া।
শুনিতে পাইল দাসী গলাঘড়ঘড়া॥
ব্যাকুল হইয়া তবে ডাকয়ে সঘনে।
আসে হৃদু রামলাল বিবরণ শুনে॥
আই আই বলি ডাকে কথা নাই আর।
কৌশল করিয়া কৈল বিমুক্ত দুয়ার॥
দেখে আই অচেতন শয্যার উপরে।
ফেণার মতন গাঁজ মুখের দুধারে॥
তখনি আনিল রোজা এঁড়েদহে বাড়ি।
হাত টিপে কহে গেছে দেহ ছেড়ে নাড়ি॥
এইরূপ ক্রমান্বয়ে দুই দিন চলে।
তৃতীয়ে তীরস্থ কৈল বকুলের তলে॥
সন্ধ্যা প্রায় সমাগত দিবসের শেষে।
উঠে দ্বিতীয়ার চাঁদ পশ্চিম আকাশে॥
বারশ চুরাশি সাল এবে গণনায়।
শুভক্ষণ শুক্লপক্ষ ফাল্গুন মাহায়॥
সম্মুখে দেখিয়া পুত্ররত্ন গদাধর।
ত্যজিলেন রত্নগর্ভা আই কলেবর॥
যে তিথি নক্ষত্রে পক্ষে যেই শুভ মাসে।
ভূভারহরণ প্রভুদেবপরমেশে॥
প্রসবিলা ধরাতলে উদরে ধরিয়া।
ঠিক সেই শুভযোগে ছাড়িলেন কায়া॥
কিবা যোগাযোগ কিছু বুঝিতে না পারি।
হীন ক্ষীণ মূঢ়মতি মনবুদ্ধি ধরি॥

ভবের কাণ্ডারি প্রভুদেব নারায়ণ।
কি করিলা সর্ব্বশেষে শুন বিবরণ॥
বড়ই সুমিষ্ট কথা অমৃতলহরী।
ভব-সিন্ধু তরিবার ঘাটে বাঁধা তরী॥
ভ্রাতৃপুত্র রামলালে শ্রীআজ্ঞা প্রভুর।
সত্বর আনিতে শ্বেত-চন্দন প্রচুর॥
প্রফুল্ল করবী শ্বেত, শ্বেত কুন্দ ফুল।
যোগাইল রামলাল পরাণ আকুল॥
গঙ্গাজলে পাখালিয়া আইর চরণ।
মাখাইয়া দিলা প্রভু যাবৎ চন্দন॥
রোদন করেন ফুল সমর্পিয়া পায়।
এইরূপ সকরুণে সম্ভাষিয়া মায়॥
"যে দেহ হইতে মম দেহের প্রকাশ।
আজ দেখি মা গো সেই দেহের বিনাশ॥"
গৃহী যত একত্রিত ছিল সে সময়।
অগ্নিক্রিয়া করিবারে প্রভুদেবে কয়॥
শ্রীপ্রভু বলেন কর্ম্ম এ নহে আমার।
অধিকারী ভ্রাতৃপুত্র তাহে দিনু ভার॥
লইয়া চলিল দেহ কান্দুড়িয়াগণে।
সঙ্গে রামলাল এড়েদহের শ্মশানে॥
এখানে শ্রীপ্রভুদেব রাখিলা আলিয়া।
তুঁষের আগুন তায় খুঁটে লোহা দিয়া॥
নিমপাতাসহ ঘট, পাত্রে ভিজা ডাল।
তার সঙ্গে কাঁচা গুড় তিন মুঠা চাল।
কান্দুড়িয়াদের যাহা মঙ্গল আচার।
তিল মাত্র নাহি ত্রুটি সকল যোগাড়।
পরে প্রেততর্পণের বিধি পরদিনে।
প্রভুর কর্ত্তব্য ইহা কহে সর্ব্বজনে॥
শ্রীপ্রভু বলেন আমি কহিয়াছি আগে।
এ কর্ম্মে এ দেহ কোন কাজে নাহি লাগে॥
তথাপিহ জেদ তাঁরে করে লোক-জন।
শুনহ কৈমন প্রভু করিলা তর্পণ॥
অমানির মানদাতা প্রভু ভগবান্।
চলিলেন যথাকার মূল্য, ক্ষমি মান॥

পাছু অগণন লোক দেখিবারে চলে।
নাবিলেন ধীরে ধীরে গঙ্গার সলিলে॥
জল লইবার কালে অঞ্জলি করিয়া।
দেখয়ে দর্শকবর্গ অবাক্ হইয়া॥
ততক্ষণ বদ্ধাঞ্জলি যতক্ষণ জলে।
ছড়ায়ে অঙ্গুলি যায় উপরে আনিলে॥
অঙ্গুলি কাঠির মত ক্রমশঃ বিস্তার।
এক বিন্দু জল নাহি থাকে মধ্যে তার॥
শুনিলে প্রভুর কথা লোকে লাগে ধাঁধা।
কায়মনোবাক্য যাঁর একতানে বাঁধা॥
মানুষের মনে মন দুই মন উঠে।
এক মন তুলে কথা অন্য মন কাটে॥
এক মনে দুই মন হয় কি প্রকার।
উপমায় বীণাযন্ত্রে তারের ঝঙ্কার॥
শক্তির সঞ্চার তারে থাকে যতক্ষণ।
এক তার বোধে বহু তারের মতন॥
মনের এহেন রূপ যে সময় হয়।
সন্দেহ তাহার নাম কোন স্থলে কয়॥
হিতাহিত শক্তি বলে অবস্থাবিশেষে।
কখন কখন তার বুদ্ধি নামে ভাষে॥
একমন নানারূপে ধরে নানা নাম।
স্থলে বলে সমষ্টিরে অনিশ্চিতজ্ঞান॥
পিশাচস্বভাব মন নানা মায়া ধ'রে।
নাচায় বৃহৎ কায়া বিবিধ প্রকারে॥
শ্রীপ্রভুর মনে নাই এ মনের রীতি।
কায়মনোবাক্য তিন একসঙ্গে স্থিতি॥
স্বভাবতঃ স্থিরবুদ্ধি সুনিশ্চিত জ্ঞান।
কায়া করে তাই, যাহা বাক্যের বিধান॥
সরলে সরল যায় সহজেই বুঝা।
অসরল তর্ক যার তার পক্ষে বোঝা॥
ছাড়ি কূট তর্কবুদ্ধি সুসরলে মন।
শুন রামকৃষ্ণকথা মঙ্গল-কথন॥
প্রভুরামকৃষ্ণ লীলা কে দেখাবে এঁকে।
হাতে দিলে টাকা যেন হাত যায় বেঁকে॥

সেই ধারা শ্রীপ্রভুর তর্পণের কালে॥
অবশেষে সমাধিস্থ গঙ্গার সলিলে॥
হৃদয় আনিল কূলে ধরিয়া তাঁহায়।
প্রহরেক গেলে পরে ভাব ভেঙ্গে যায়॥
শ্রীপ্রভুর পদে রাখি ষোল আনা মতি,
ধীরে ধীরে শুন মন রামকৃষ্ণ পুঁথি॥
প্রেম ভক্তি জ্ঞান মুক্তি ইহার ভিতর।
রামকৃষ্ণলীলা গীতি রতন-আকর॥

মাইকেল মধুসূদনের প্রভুদরশনে গমন।

শুনিলে পবিত্রচিত, রামকৃষ্ণলীলাগীত
সুললিত সুধার সমান।
সরস সরল তায়, শুষ্ক শুনে পুষ্টি পায়,
রসে ভরে আচোট পাষাণ॥
মহিমামাহাত্ম্যভরা, দৃষ্টিহীন দিশাহারা,
পথছাড়া, কুকর্ম্মকারণে।
অকূল ভবাব্ধিজলে, নিরন্তর ঘুরে বুলে,
অবহেলে পথ পায় শুনে॥
প্রভুর প্রচার-গতি, ধীরমন্দ মন্দ অতি,
বসন্ত-অনিল সম খেলে।
উজ্জ্বলত্বে দৃষ্টিহর, শরতের দিনকর,
যত কর মেঘের আড়ালে॥
মাঝে মাঝে মেঘ ছায়া, আবরে দিনেশকায়া,
কিন্তু কান্তি ক্ষরে মধ্যে তার।
কখন বা ফুটে ভাতি, আঁধার বিনাশবাতি
সেইরূপ প্রভুর প্রচার॥
নানা ভাব এ লীলার, প্রকাণ্ড বিস্তারাকার,
বালিময় মরুর মাঝারে।
তৃষিত পথিকদল, বালি কড়ে তুলে ফল,
রাশি জল তাহার ভিতরে॥
বালির ভিতরে ঢাকা, দূরে থেকে নহে দেখা,
অল্প রেখা ফলের লক্ষণ।
অত্যন্ত নিকটে গেলে, তবে না দৃষ্টিতে মিলে,
কঁচি পাতা ক্ষুদ্র আয়তন॥
লীলা তেমতি প্রভুর, দূরে থেকে বহু দূর,
বাহ্যদৃশ্যে মরুর চেহারা।
স্থান যেন আঁটাকাঠা, নাহি মিলে এক ফোঁটা,
দেখে ভয়ে লাগে দিশাহারা॥
কিন্তু শ্রীচরণতলে, দেখ' যদি আঁখি মিলে,
বিশ্বখণ্ড সম আয়তন।
দেখিবে অগণ্য ফল, মধ্যে তৃষাবারী জল,
দরশনে যুড়ায় জীবন॥
প্রচারকৌশলকল, বনে যেন দাবানল,
মূল কোথা সর্ব্বাগ্রে দেখ না।
বায়ুভরে কাঠে কাঠে, ঘসাঘসি হ'য়ে উঠে
একমাত্র আগুনের কণা॥
শ্রীমধুসূদন নাম, হিন্দু, এবে খ্রীষ্টীয়ান,
মাইকেল উপাধি তাঁহার।
সরল আধারখানি, বঙ্গকবিচূড়ামণি,
বিদ্যাবল গায়ে অলঙ্কার॥
প্রথমে যৌবনকালে, উষ্ণ শোণিতের বলে,
ধর্ম্ম ঠেলে ধর্ম্মান্তরে যায়।
বাহ্যিক চটকে ভুলে, মিলিল খ্রীষ্টানদলে,
রূপমুগ্ধ পতঙ্গের প্রায়॥
এবে পূর্ণ কলিকাল, ধর্ম্মরাজ্যে গোলমাল,
আলুথালু আচার নিয়ম॥
আর্য্য-শিক্ষানীতি কোথা, বিপর্য্যয় পূর্ব্বপ্রথা,
বিজাতীয় ধরম করম॥
হানে যত খ্রীষ্টিয়ান, চোখা প্রলোভন বাণ,
হিন্দুয়ানি জ্বর জ্বরকায়।
বাজায়ে দুন্দুভি ভেরি, বড় বড় মিশনারি,
হাটে বাটে যিশুগুণ গায়॥
কহে যার স্বর্গে বাস, করিবার অভিলাষ
বিশ্বাস কেবল কর তাঁরে।
বারে বারে করি মানা, পুতুলের আরাধনা,
মিথ্যা কেন কর পণ্ড ফেরে॥

হেথা যত ব্রাহ্মগণ, মহাদম্ভে আস্ফালন,
সমর্থন নিজ ধর্ম্মে করে।
বাখানে পামর অন্ধে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে,
পরিণত করয়ে সাকারে॥
যদি কার থাকে মন, যেতে শান্তি-নিকেতন
পরিহর ভেদাদি বিচার।
যত পুরুষ রমণী, সম্পর্কে ভাই ভগিনী,
এক ব্রহ্ম তাঁর পরিবার॥
এ দিকে হিন্দু-সন্তান, সাকার যাদের প্রাণ,
সেবাভক্তি-আচরণে মন।
কেহ কহে ভজ কৃষ্ণ, সনাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
কষ্ট যাবে জুড়াবে জীবন॥
কেহ বলে ভজ মায়, অনাদ্যাশক্তি শ্যামায়,
ভক্তিমুক্তিশান্তিপ্রদায়িনী।
সকলের মূলাধার, এ বিচিত্র সৃষ্টি যাঁর,
দয়াময়ী জগৎজননী॥
কেহ কয় ভক্তিভাবে, ভজ বিশ্বগুরু শিবে,
কেহ কয় ভজ গজানন।
কেহ দিবাকরে কয়, সকল মঙ্গলালয়,
রোগশোকতাপনিবারণ॥
কেহ কহে ভজ রাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
গুণধাম অগতির গতি।
অপার তাঁর মহিমা, পদস্পর্শে কাষ্ঠ সোনা,
মানবিনী পাষাণমূরতি॥
কেহ উন্মত্তের পারা, বলে ভাই ভজ গোরা,
সঙ্গে ভাই নিত্যানন্দ তাঁর।
দয়াময় দুই ভেয়ে, প্রেম দেন যার খেয়ে,
ভাল মন্দ নাহিক বিচার॥
এ দিকে বেদান্তপথে, মায়াবাদী যূথে যূথে,
জ্ঞানমার্গী বিশুদ্ধহৃদয়।
আকার দেখিলে পরে, মায়া মায়া ডাক ছাড়ে,
অবিরাম নেতি নেতি কয়॥
এইরূপে সম্প্রদায়, নিজ নিজ মতে গায়,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলের সার।

শুনে হয় জ্ঞানহারা, হরিপদলুব্ধ যাঁরা,
ভেবে সারা পাগল আকার॥
ভাবে কোন্ পথে গেলে, হৃদয়রতন মিলে,
কে হেন সুহৃদ্ পাই কারে।
ঝটিকা কুয়াসা ঠেলে, দেন ঠিক পথে তুলে,
কূলহীন ভীষণ পাথারে॥
এমন বিপ্লবকালে, অবতীর্ণ ধরাতলে,
প্রভুদেব নররূপ ধরি।
জঞ্জাল করিলা দূর, মহিমা কি শ্রীপ্রভুর,
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করি॥
অগণ্য সাধন-মত, ভিন্নাকার ভিন্ন পথ,
দেখাইলা আচরি আপনে।
স্বধর্ম্মে সরলভাবে, যে পথিক যবে যাবে,
সে পাবে নিশ্চয় ভগবানে॥
সাকারে নাহিক খাদ, সাকারে না দিলা বাদ
সাকার সে সবাকার মূল।
ভিত্তি বনিয়াদ ছাড়ি, বল কি সম্বল করি,
রাখ' ধরি প্রকাণ্ড দেউল॥
বুঝিতে নারিনু মন, ধর্ম্ম ছাড়া কি রকম,
নিজ ধর্ম্ম কেন দেয় ফেলে।
পূর্ব্বাপর দেখা যায়, সব ছেলে পুষ্টি পায়,
আপনার জননীর কোলে॥
মার চেয়ে যার টান, সে ডাকিনী মূর্ত্তিমান্,
মার ধার সে কিছু না ধারে।
পুষ্টি কোন্ উপাদানে, গরভধারিণী জানে,
অন্য জনে বুঝিতে না পারে॥
সব ধর্ম্ম মার প্রায়, কৃপাবতী নিজছায়,
কাক ধর্ম্ম ধর্ম্মে নাহি খেলে।
ধর্ম্ম নিত্য বিদ্যমান, নামান্তরে ভগবান্,
নাহি পোষে অপরের ছেলে॥
সব ধর্ম্ম একরূপ, কিন্তু ভাবে নানারূপ,
এক হ'য়ে স্বতন্ত্র আকার।
ধর্ম্মে ধর্ম্ম সদা তুষ্ট, ধর্ম্মত্যাগে ধর্ম্ম রুষ্ট,
ধর্ম্মতত্ত্ব করহ বিচার॥

বিমাতা অপর ধর্ম্ম, দেখিতে নহে দুষ্কর্ম্ম,
মন্দামন্দ বুঝি বিলক্ষণ।

যাহে তুমি পুষ্টি পাবে, অপর হইতে লবে,
সার যাহা করহ গ্রহণ॥

অঙ্কুর-উদ্গাম-আশে, বীজ দিলে ভরা চাষে,
গুপ্তভাবে মাটির ভিতর।

কিমাশ্চর্য্য অদ্ভুত, ঘেরে তারে পঞ্চভূত,
ওতপ্রোতভাবে নিরন্তর।

বীজ থাকে নিজে খাঁটি, নাহি হয় জল মাটি,
তেজের সঙ্গেতে নাহি মিশে।

কখন নহে বাতাস, কখন নহে আকাশ,
সকলের সার মাত্র চুষে॥

যে যে সব উপাদানে, প্রফুল্ল অঙ্কুরোদ্গমে,
উপযুক্ত সহায়তা করে।

নিজদেহপুষ্টিকারী, তাহাই গ্রহণ করি,
বাদ বাকী ফেলে দেয় ছুড়ে।

বাণিজ্যেতে দেশান্তরে,যেতে কেবা মানা করে,
অর্জ্জন করিতে রত্নধন।

ল'য়ে মাল ডিঙ্গা ভরা, চতুর বণিক্ যারা,
ত্বরা ফিরে আপন ভবন॥

নামে উঠে প্রেমরাশি, স্বর্গাদপি গরীয়সী,
জননী ও জনমের স্থান!

হৃদয় উথলে পড়ে, বারেক স্মরণে যারে,
ছাড়ি তারে কি আছে কল্যাণ॥

নামে মাত্র প্রাণ গলে, দরশনে কিবা ফলে,
সম্ভোগে উদয় কিবা সুখ।

কাষ্ঠতুলি কালিভরা, তাই দিয়া সে চেহারা,
আঁকিতে নারিনু রৈল দুঃখ॥

প্রভুদেব অবতারে, নিজধর্ম্ম পরিহারে,
কি বলিলা শুন শুন মন!

বুঝিয়া আপন ভ্রান্তি,হৃদে নাই কোন শান্তি
মাইকেল শ্রীমধুসূদন॥

শুনিয়া প্রভুর নাম, দয়াময় গুণধাম,
আসিলেন কাতর অন্তরে।

হৃদয়ে ভরসা করি, মিলে যদি শান্তিবারি,
তপ্ত চিত জুড়াবার তরে॥

আপন মন্দিরে হেথা, শাস্ত্রী সঙ্গে তত্ত্বকথা,
কহিছেন প্রভুনারায়ণ।

উপনীত হেনকালে, আশা ভয় হৃদে খেলে,
মাইকেল শ্রীমধুসূদন॥

কর যুড়ি নম্রভাবে, নিবেদিল প্রভুদেবে,
কহিবারে হিত-উপদেশ।

শুনিয়া বিনয়-উক্তি, সকাতর শ্রদ্ধাভক্তি,
কৃপাময় প্রভুপরমেশ॥

দেখ প্রভুদেব হেথা, বলিবারে যান কথা,
শ্রীবদনে নাহি পান বাট।

কত চেষ্টা বারে বারে, কে যেন রসনা ধ'রে
বন্ধ করে অধরকপাট।

নীরবে ক্ষণেক গেলে, বলিলেন মাইকেলে,
তত্ত্বকথা বলিবারে মন।

কিন্তু তত্ত্ব নাহি জানি,অধরে না আসে বাণী,
মা আমারে করে নিবারণ॥

শু'ন শাস্ত্রী বীরবর, প্রশারিয়া দুই কর,
জিজ্ঞাসিল শ্রীমধুসূদনে।

আপনি পণ্ডিতজন, বুঝ ধর্ম্ম বিলক্ষণ,
স্বধর্ম্ম তিয়াগ কৈলে কেনে॥

অনুতাপ সহকারে, মাইকেল করযোড়ে,
করিলেন উত্তর তাঁহায়।

বলিতে দলিছে প্রাণ, কেন হৈনু খ্রীষ্টীয়ান,
শুদ্ধমাত্র পেটের জ্বালায়।

সামান্য পেটের তরে, যে জন স্বধর্ম্ম ছাড়ে,
তারে কোথা প্রভুর করুণা।

জগতজননী তাঁর, সব ধর্ম্ম সৃষ্টি যাঁর,
তিনি তাঁরে করিলেন মানা॥

অপার কৃপার সিন্ধু, দীননাথ দীনবন্ধু,
শিবময় মঙ্গলনিধান।

দীনদুঃখী দ্বিজসাজ, পতিত উদ্ধার কাজ,
আবাচকে যেচে যাঁর দান॥

দর্শকেরা মাতোয়ারা নেচে নেচে উঠে।
প্রেমাবেশে কেহ কেহ ধরাতলে লুটে॥
গায় নাচে সকলেই ছিল যত জন।
দাঁড়ায়ে আছেন মাত্র পাঠক ব্রাহ্মণ॥
মুগ্ধমন পুতুল-সমান একধারে॥
দেখে শুনে কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারে।
বরাবর প্রতিজ্ঞা আছিল তাঁর মনে।
প্রাণান্তে কখন নাহি নাচিব কীর্ত্তনে॥
কিন্তু এবে নাচি নাচি যত করে মন।
ততই করেন তিনি বেগ সম্বরণ॥
কারণ না বুঝে এই বেগ বেগে কার।
বিষম প্রভুর বেগ প্রলয়ি জুয়ার॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ডাকার নাহিক গণন।
কোটি ব্রহ্মা কোটি বিষ্ণু কোটি পঞ্চানন॥
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র বিশাল চেহারা।
কোটি দেব কোটি দেবী মহাশক্তি ভরা॥
তেজস্বী তপস্বী কোটি কোটি ঋষিগণ।
তপস্যাপ্রভায় গায় অতুল বিক্রম॥
বেগের সঙ্কেতে সবে হ'য়ে বাহ্যহারা।
অবিরত নাচে ঘুরে লাটিমের পারা॥
এথা কেবা শক্তিমান্ পাঠক ব্রাহ্মণ।
প্রভুর এমন বেগ করে সম্বরণ॥
অদ্ভুত শকতি পঞ্চভূতে গড়া কায়।
ভাগ্য মানি পদরজ পাইলে মাথা'য়॥
জয় পাঠকের বেশে ব্রাহ্মণমূরতি॥
কেবা তুমি কি চিনিব আমি মূঢ়মতি॥
কৃপায় ঘোচহ মম লোচন-আঁধার।
দেখাও প্রভুর লীলা প্রকাশ প্রচার॥
শুন মন কি ঘটন হৈল হেনকালে।
সমাধিস্থ প্রভুদেব ভাবের বিহ্বলে॥
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ আনন্দের ভরে।
ভাবের উচ্ছ্বাস ছটা খেলে তদুপরে॥
শ্রীঅঙ্গ শিহরে কভু তাহায় কম্পন।
কখন পুলকে চোখে ধারা বরিষণ॥
কখন বা স্বেদজল অবিরল ঝরে।
কখন অবস অঙ্গ ঢলে ঢলে পড়ে॥
গোরাভক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী ব্রাহ্মণ।
বারে বারে বন্দি তাঁর দুখানি চরণ॥
কমলাসেবিত পদ প্রভুর ধরিয়া।
প্রেমাবেশে ঢালে অশ্রু ঝরে গণ্ড দিয়া॥
বিষম কঠিন লোহা সুকঠিন কায়।
সুতীক্ষ্ণ অসির ধার হাসিয়া উড়ায়॥
সিদ্ধবাক্য মহামন্ত্র, যে মন্ত্রের বলে।
কঠোর কুলিশ যেবা সেও শুনে গলে॥
তাও ঠেলে লোহা পায়, না হয় কোমল।
কঠিনতা গুণ তায় এতই প্রবল॥
কিন্তু যেন হেন লোহা কত শক্ত প্রাণ।
আগুনের তেজে হয় ফেনের সমান॥
শক্ত তেন জ্ঞানপন্থী পাঠক ব্রাহ্মণ।
শ্রীপ্রভুর তেজ-বলে অকথ্য কথন॥
দ্রবিয়া অবশ অঙ্গ ঢলে ঢলে পড়ে।
জ্ঞানের কাঠিন্যভাব গেছে একবারে॥
ভয়লজ্জাহীন এবে নবদ্বীপে কয়।
গোসাঁই বামুন তুমি প্রভুর তনয়॥
জীবের মঙ্গল যদি তোমার কামনা।
দেখাও পরমহংস বটে কোন্ জনা॥
কিরূপ স্বরূপ তাঁর কিরূপ চেহারা।
আমি বৃদ্ধ অতিশয় দৃষ্টিশক্তিহারা॥
এত বলি যেমন বসিল দ্বিজবর।
কৃপাভরে কৃপাময় কৃপার সাগর॥
দ্রুতগতি বায়ু যেন আর কেবা রাখে।
দক্ষিণ চরণ দিলা ব্রাহ্মণের বুকে॥
পরম সম্পদাস্পদ প্রভুর চরণ।
পাইয়া তখনি উঠে পাঠক ব্রাহ্মণ॥
সমুচিত চৈতন্য দিনেশ সমুজ্জল।
রামকৃষ্ণভক্তি পায় হইয়া বিহ্বল॥
দেখ মন শ্রীপ্রভুর কৃপার চেহারা।
হৃদয়-আকাশে স্থির বিজলির পারা॥

করে করে সুধার কিরণ ক্ষরে তায়।
সুশীতল সুখস্পর্শ জীবন যুড়ায়॥
পরম আয়াস তবু অলস না আসে।
মত্ত হ'য়ে মহানন্দে সিন্ধুনীরে ভাসে॥
মহাবলে বলী এবে বৃদ্ধক ব্রাহ্মণ।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে প্রকৃত যেমন॥
রতিমদে মত্ত করি কমলের বনে।
অতুল আনন্দময় অঙ্গ সঞ্চালনে॥
প্রভুসনে সংকীর্ত্তনে এত সুখ পায়।
ইচ্ছা হয় যেন হেন কভু না ফুরায়॥
পারায়ণ কার্য্য এবে নহে সমাপন।
বুঝিয়া করিলা প্রভু শক্তি সম্বরণ॥
প্রভু সম্বরিলে শক্তি থামিল সকলে।
কিন্তু উপভোগ্য সুখ হৃদিমাঝে খেলে॥
সমভাবে তিল অণুকণা নহে কম।
প্রভু-সঙ্গ-সুখ নহে কভু বিস্মরণ॥
ক্রমশঃ মহিমা-কথা ছুটে দূরে পরে।
প্রচার প্রকাশ শুন ভক্তিসহকারে॥

বারুদের কারখানা মেগেজিন ঘর।
কোম্পানির অধিকারে পুরীর উত্তর॥
একচেটে ইংরাজের এই কারবার।
শত শত শিখ সৈন্য রক্ষা করে দ্বার॥
শিখেরা নানকপন্থী ধর্ম্মে বড় টান।
সাধুভক্ত পেলে করে অতুল সম্মান॥
প্রভুর শুনিয়া নাম আসে দরশনে।
কখন লইয়া তাঁয় যায় মেগেজিনে॥
হৃদি বুঝি উপযুক্ত জ্ঞান উপদেশ।
কৃপা করি শক্তিসহ দেন পরমেশ॥
শ্রীবদন-বিগলিত বাক্য সিদ্ধমন্ত্র।
বেদাদি পুরাণ গীতা স্তবস্মৃতি তন্ত্র॥
ঈশ্বরের প্রমুখাৎ ঐশ বিবরণ।
শক্তিবলে মূর্ত্তিমান যাবৎ বচন।
এতই হইত খুসি প্রভুর বচনে।
শুনে দণ্ডবৎ লুটে যুগল চরণে॥
দেখিত প্রভুরে যেন বিশ্বগুরু প্রায়।
অটল বিশ্বাস করে প্রভুর কথায়॥
বুঝেছ বুঝেছ মন বুঝেছ কি এবে।
সব সম্প্রদায় কেন তুষ্ট প্রভুদেবে।
বিবিধ ধরমপন্থী যত সম্প্রদায়।
যে যথায় বিদ্যমান দেখা শুনা যায়॥
পায় সবে নিজ নিজ বিস্তর বিস্তর।
যা তাহার প্রিয়ভোজ্য পুষ্টিরুচিকর॥
শুন মন খুলে বলি লীলার বারতা।
সরল সরস বড় রামকৃষ্ণকথা॥
ধরাধামে লীলার কারণ যতবার।
যুগে যুগে অবতীর্ণ প্রভু অবতার॥
ভিন্ন ভিন্ন ভাব তাঁর ভিন্ন ভিন্ন বার
বিভিন্ন বিভিন্ন কর্ম্ম বিভিন্ন আধারে।
একরূপে করেছেন এক ভাব পুষ্ট।
পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম বিধি সব করি নষ্ট॥
এবারে দেখহ মন সহ সৎদৃষ্টি।
একাধারে প্রভুদেবে সবার সমষ্টি॥
সব ধর্ম্ম সম্প্র যত সমভাবে বহে।
একরূপে বহুরূপ শ্রীপ্রভুর দেহে॥
সোনা-রূপা-রত্ন-মণি-হীরক-আকর।
একাধারে ধরে সব উদর-ভিতর॥
যা আছে, ভারতে লেখা আছে বিধিমতে।
নামে মাত্র, সত্তাহীন যা নাই ভারতে।
তেন অবতারাকর প্রভুগুণমণি।
পুরুষ আকার ভাবে জগতজননী॥
সেই হেতু মাতৃভাবে প্রভুদেবরায়।
আগাগোড়া ভজিলেন পূজিলেন মায়।
বিশ্বমাতা প্রভু লক্ষ্য সবার উপর।
নানা ভাবরূপে পায় নানা পয়োধর।
সমভাবে পায় পুষ্টি যতেক সন্তান।
কিবা হিন্দু কি যবন কিবা খ্রীষ্টিয়ান॥
জগতজননী, তাঁয় সকলে উদ্ভব।
জীবশিক্ষা হেতু তাই শ্যামা শ্যামা রব॥

প্রভুর কর্ম্মের মর্ম্ম কে করে ঠিকানা।
শিক্ষা দিলা করিবারে শক্তি আরাধনা॥
অগণ্য সাধনা তাঁর অগণন ভাবে।
যে মূর্ত্তি যে ভজে, সেই ভজে প্রভুদেবে॥
যে রূপে যে নামে যেবা ডাকে ভগবানে।
প্রভু গিয়া দেন সাড়া তার কাণে কাণে॥
প্রভুর নিকটে নাই কোনই বিচার।
জাতিধর্ম্মভেদহীন সব একাকার॥
রেণুবৎ লোমকূপ অল্প আয়তন।
যদি কেহ কহে তার মধ্যে ত্রিভুবন॥
শ্রোতা যেন কি ব্যাপার না পায় ঠিকানা।
আপনার খোলা চোখে দরশন বিনা॥
সেই মত আগাগোড়া লীলা শ্রীপ্রভুর।
অত্যাশ্চর্য্য অপরূপ সরল মধুর॥
না দেখালে কি দেখিবে জীবে দিশাহারা।
প্রভুতে যে বহে বিশ্বজননীর ধারা॥
অবতার বেদাদি যতেক দেখা যায়।
প্রভুদেব তা সবার সূচীপত্র প্রায়॥
সব রূপ সব ভাব প্রভু অঙ্গে খেলে।
অবহেলে বুঝা যায় প্রভুরে দেখিলে॥
প্রভুর একাকী যেবা পাইবে সন্ধান।
সে বুঝে দশাবতার বেদাদি পুরাণ॥
তন্ত্র গীতা কোরাণ গস্পেল যত জানা।
অল্পকালে অবহেলে গুরুশিক্ষা বিনা॥
সাধন ভজন বিনা দুরসাধ্য ফল।
বিনা চাষে পায় বসে সুপক্ক ফসল॥
আনন্দকানন ঘরে রসে ভরা ক্ষেত।
বিশ্বমনোহরা ফুল ফল সমবেত॥
ফাঁকি দিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে অনর্থক শ্রম।
লুটিবারে রত্নাগার চাও যদি মন॥
প্রকাশ প্রচার শুন কেমন প্রভুর।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী শ্রুতিসুমধুর॥
সসজ্জ নারাণ শাস্ত্রী প্রভু এক দিন।
মহাপ্রীতে উপনীত যথা মেগেজিন॥

আপনি হাজির প্রভু করি দরশন।
মহোল্লাসে পদে লুটে শিখ সৈন্যগণ॥
বসায়ে আসনে তাঁয় বসে চারিধারে।
জাতিগত উচ্চমান ভক্তিভরে করে॥
দয়াল শ্রীপ্রভুদেব স্বভাব যেমন।
মনমত তত্ত্ব কথা কৈল উত্থাপন॥
ইন্দ্রিয়াদি মন প্রাণ এক সঙ্গে লৈয়া।
শুনে যত শিখ-সৈন্য নীরব হইয়া॥
সন্নিকটে সমাসীন শাস্ত্রী হেন কালে।
বলিলেন জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ ছলে॥
শুনিয়া সৈন্যের দল উন্মত্তের প্রায়।
উঠাইয়া তরবারি কাটিবারে যায়॥
সংসারীর মুখে জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
শুনাইলে শিখদলে বুঝে অপমান॥
শাস্ত্রীরে কহিল তুমি আসক্ত সংসারী।
জ্ঞানকথা উপদেশে নহ অধিকারী॥
শাস্ত্র ঠেলি কি কারণ কহ হেন কথা।
শাস্ত্রের অমান্য দোষে লব আজি মাথা॥
ভাগবত-শাস্ত্র আর ভক্ত, ভগবান্।
তিনে এক তুল্য বস্তু হিন্দুর গিয়ান॥
সেই মত ধর্ম্মশাস্ত্র শিখের সমাজে।
যাঁর শাস্ত্র তাঁর তুল্য, নিত্য নিত্য পূজে॥
কোপাবিষ্ট শিখে দেখি প্রভুনারায়ণ।
মিষ্টভাষে তুষ্ট কৈলা তাঁহাদের মন॥
প্রভুদেবে শিখ সৈন্য কত দূর মানে।
মিলে রামকৃষ্ণভক্তি চরিত-শ্রবণে॥
একদিন সৈন্যগণ সমরের সাজ।
সঙ্গে আছে সৈনাধ্যক্ষ কাপ্তেন ইংরাজ॥
অশ্বপৃষ্ঠে আগে আগে, পশ্চাৎ সেনানী।
চলিতেছে গড়মুখে অতি দ্রুতগামী॥
হেন কালে পথিমধ্যে মথুরের সনে।
আসিছেন প্রভুদেব সুন্দর ফেটীনে॥
দরশন করি তাঁয় যতেক সেনানী।
জয়গুরু সম্ভাষিয়া লুটায় অবনী॥

ফেলিয়া বন্দুক শস্ত্র ধরা করতলে।
সাময়িক রীতি প্রথা একেবারে ঠেলে॥
অধ্যক্ষের আজ্ঞা বিনা বড় পরমাদ।
অস্ত্রত্যাগ সেনানীর মহা-অপরাধ॥
দেখি সেনাপতি কহে সৈনিকের দলে।
অনুমতি বিনা হেন কি হেতু করিলে॥
উত্তরে অধ্যক্ষে কহে যত সৈন্যগণে।
আমাদের এই রীতি গুরু-দরশনে॥
নাহি করি কোন গ্রাহ্য থাক্ যাক্ প্রাণ।
দেখিলে করিব আগে গুরুরে প্রণাম॥
আশিষ করিলা প্রভু ডানি হাত তুলে।
অস্ত্রত্যাগী ধরাশায়ী সৈনিকের দলে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপাদৃষ্টে মহিমা অপার।
সেনাপতি পুনরুক্তি না করিল আর॥
জগজনমোহনিয়া দয়াল ঠাকুর।
প্রচার প্রকাশ শুন বড়ই মধুর॥
মথুর চিনেছে ভাল প্রভুগুণধরে।
দিনে রেতে খেতে শুতে সঙ্গ নাহি ছাড়ে॥
প্রভুও দয়ালু তেন তাঁহার উপর।
দুটী পায়ে দণ্ডবৎ লক্ষ কোটী গড়॥
দয়ার বারতা কথা কি কব কথায়।
শুনিতে অবাক্ বাণী না ধরে মার্থায়॥
এক দিন শ্রীমথুর কন ভগবানে।
ভাব কি সমাধি মোর নাহি হয় কেনে॥
কি রস ইহার মধ্যে মনে হয় সাধ।
নিরবধি কিছু দিন করিব আস্বাদ॥
যেমন প্রার্থনা আর পক্ষ দেরি নয়।
ভাব সমাধির বেগ হইল উদয়॥
ব্রহ্মানন্দে গত মন দেহে নাহি আর।
মথুর পুতুল প্রায় জড়ের আকার॥
পরিবার হাহাকার দিবারাতি করে।
পীড়াজ্ঞানে কবিরাজ আনায় সত্বরে॥
শতদরে যায় ফিরে চিকিৎসকগণ।
নিদানে না মিলে কিছু ব্যাধির লক্ষণ॥
অবশেষে যায় বার্ত্তা প্রভুর গোচরে।
মথুরের শক্ত পীড়া জ্ঞান গেছে ছেড়ে॥
মহাঘোরে এক পক্ষ প্রায় অবসান।
শুনিয়া বুঝিলা মনে প্রভু ভগবান্॥
তাড়াতাড়ি মথুরের সন্নিধানে গিয়া।
শ্রীহস্ত পরশে দিলা ভাব ছুটাইয়া॥
আইলে সহজাবস্থা কহে ভগবানে।
জালে পড়া মাছ যেন ব্যাকুলিত প্রাণে॥
দেখ বাবা সব গুলি ছায়াল শৈশব।
কিছুই না বুঝে এবে বিষয় বৈভব॥
আমি গেলে কি হইবে বড় কষ্ট পাবে॥
বড় হোক্ পরে যাহা হইবার হবে॥
মৃদু মন্দ হাসি প্রভু বলিলা বচন।
থাক তবে নীচে ঘরে যতক্ষণ মন॥
ধনেশ বিশেষ বাল্যাবধি শ্রীমথুর।
সম্ভোগ-বাসনা নহে আজতক দূর॥
বিষয় হইতে ব্রহ্মানন্দে গেলে মন।
আর না হইবে তার বাসনা পূরণ॥
ভীত চিত্ত ব্যাকুলিত ভাবাবেশ গায়।
ছাড়িয়া বিষয়ানন্দ যেতে নাহি চায়॥
অভিলাষ নহে ত্যাগ, নিরন্তর যোগ।
সাধ প্রভুসহ সদা বিষয় সম্ভোগ॥
বিশেষিয়া বিবরিয়া বলি শুন্ মন।
লীলা নিত্য শ্রীপ্রভুর খেলা দুরকম॥
ইন্দ্রিয়াদি দেহ ল'য়ে পঞ্চভাব সহ।
হরি সনে ভক্তে যাহা ভোগে অহরহ॥
হাসে কাঁদে ক্রমাগত সুখ দুঃখ মন।
এই হয় শ্রীপ্রভুর লীলা আস্বাদন॥
দেহাদি ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষয় অমর।
অপরিবর্ত্তনশীল প্রভাবে সুন্দর॥
নিরন্তর এক ধারা সুখ দুঃখ বিনা।
স্বভাব স্বরূপ যার কথায় আসে না॥
ভোগে যাহা ভক্তজনা অবিরল ধারে।
তারে বুঝি নিত্যাবস্থ লীলার ওপারে॥

বিষয়বর্জ্জিত বস্তু নিত্যর আকার।
মথুর ভোগিতে তাহা করে অস্বীকার ॥
মথুরের সম ভাগ্য কার ধরাতলে।
কল্পতরুতলে বাস যা চায় তা মিলে ॥
কামিনীকাঞ্চনসহ নাই ভগবান্।
কথায় কথায় প্রভু সকলে বুঝান ॥
অধিক অনর্থকরী এ দুয়ের হ'তে।
নাহি অন্য কিছু আর পরমেশপথে ॥
পরাণ পুতলি হরি হৃদে সাধ যার।
অবশ্য করিবে এই দুই পরিহার ॥
নচেৎ না মিলে হরি হরির নিয়ম।
কৃপায় মথুর কৈল বিধি অতিক্রম ॥
ভকত-বৎসল প্রভু ভক্তপ্রাণ নাম।
ভক্তের নিকটে নাই তাঁহার এড়ান ॥
ভাঙ্গিয়া আপন বিধি নিরবধি রন।
যথায় মথুর সঙ্গে কামিনী কাঞ্চন ॥
মথুরের এত বল গায়ে নাহি ধরে।
তৃণবৎগণে বিধি বিষ্ণু মহেশ্বরে ॥
যথা ইচ্ছা প্রভু লয়ে করেন বিহার।
রামকৃষ্ণলীলাকথা সুধার ভাণ্ডার ॥
কামিনী কাঞ্চন যাহা কালকূট প্রায়।
মথুরের পক্ষে সুধা প্রভুর দয়ায় ॥
ঘরে দারা জগদম্বা যতেক নন্দিনী।
প্রভুর সেবায় রত দিবস-যামিনী ॥
মহাসাধ মিটাইল লইয়া কাঞ্চনে।
অকাতরে বিতরণ প্রভুর কারণে ॥
পালন প্রভুর আজ্ঞা সকলের আগে।
অতিশয় সযতনে যখন যা লাগে।
সার্থক জীবন, ধন সার্থক তাঁহার।
ভাগ্যসীমা মথুরের নহে কহিবার ॥
শ্রীপ্রভুর সেবাহেতু যে যে সাধ উঠে।
ঘরে ভরা রত্ন ধন অবিলম্বে মিটে ॥
সুকোমল বারাণসী রেশম-বসন।
কোমলাঙ্গ প্রভু যেন তাহার মতন ॥
বিবিধ বর্ণের পাড় শোভমানকত।
বস্ত্রাদরে সাজাইতে কত আনাইত ॥
তখনি যোগায় খেতে যাহা ইচ্ছা হয়।
খোয়ের মোয়ায় করে শত তঙ্কা ব্যয় ॥
অবিদ্যারূপিণী এই কামিনী কাঞ্চন।
ভুলায়ে করেছে মুগ্ধ গোটা ত্রিভুবন ॥
কিবা বিশ্ববিমোহন শক্তি গায় ধরে।
ভুলায় শিবের মন জীবে রাখ দূরে ॥
মথুর বিশ্বাস হেথা প্রভুর কৃপায়।
তাই লয়ে ভাসে জলে জলে যে ডুবায় ॥
সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবে প্রায় প্রতিদিন।
নানা সাজে শ্রীমথুর সাজায় ফেটিন ॥
সুন্দর ফেটিন গাড়ী কি কব বারতা।
উচ্চৈঃশ্রবা সম অশ্ব যোড়া যোড়া যোতা।
দেবাদির রথ প্রায় দ্রুতগামী এত।
দেখিতে দেখিতে পলে অদৃশ্য হইত ॥
ফেটিনের মধ্যস্থানে প্রভুরে রাখিয়া।
মথুর চালায় অশ্ব চাবুক ধরিয়া ॥
ভ্রমেন গড়ের মাঠে খোলা ময়দানে ॥
দলে দলে সাহেব বেড়ায় যেইখানে।
না মানে সাহেব বিবি চাবুক চালায়।
ফেটিনের গতিরোধহেতু বুঝে যায় ॥
একদিন ভ্রমণ করিয়া এই মাঠে।
উপনীত আদিব্রাহ্মসমাজ নিকটে ॥
জিজ্ঞাসিলা প্রভুদেব কি হয় এখানে।
মথুর বিদিত কৈলা প্রভু বিদ্যমানে ॥
উতরিয়া গাড়ি থেকে লইয়া মথুরে।
প্রবেশিলা প্রভুদেব সমাজ মন্দিরে ॥
তখন প্রভুরে অতি অল্প লোকে জানে।
সহরেতে করে বাস গণ্য মান্য জনে ॥
সহজ সরল মোর শ্রীপ্রভু যেমন।
শ্রীঅঙ্গে নাহিক কোন বাহ্যিক লক্ষণ ॥
সমাসীন সংগোপনে সমাজমন্দিরে।
সমথুর শ্রোতাদের সঙ্গে একধারে ॥

অনৈক বিখ্যাত বক্তা কহে সেই দিনে
আঁখি মুদি শ্রোতৃবর্গ চারিদিকে শুনে॥
যেন কত ধ্যানে মগ্ন হয়েছে সবাই
অন্তরে বিদিত সব জগৎ গোঁসাই॥
স্বচ্ছ হ'তে অতিস্বচ্ছ শ্রীপ্রভুর মন।
সৃষ্টি যোড়া বেড়া বড় প্রকাণ্ড দর্পণ॥
যা কিছু যথায় নহে তিলার্দ্ধ তফাত।
অবিকল ঘটনার হয় প্রতিভাত॥
ধীরে ধীরে মথুর জিজ্ঞাসা করে তাঁয়।
কে বাবা কেমন কারে দেখিছ হেথায়॥
উত্তরিলা প্রভুদেব মৃদুমন্দ হাসি।
দেখাইয়া শ্রীকেশবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশি॥
তরুণ যুবক এই অনুরাগী জনা।
হেলে দুলে নড়িতেছে ইহার ফতনা॥
অপর যতেক যত দেখিছ চৌপাশে।
করিয়া কপট ধ্যান ভান করে ব'সে॥
শ্রীকেশব সেন ভজে ব্রহ্ম নিরাকার।
যথাবৎ পরে পরে কব সমাচার॥
অগণ্য আসীন শ্রোতা ইহার ভিতরে।
কার না পড়িল লক্ষ্য প্রভুর উপরে॥
দেখা নাহি দিলে, তাঁরে দেখে সাধ্য কার।
শ্রীপ্রভু স্মরিয়া শুন চরিত তাঁহার॥
একবার যেইখানে প্রভুর নয়ন।
নিশ্চয় তথায় তাঁর হয় আকর্ষণ॥
শ্রীপ্রভুর আকর্ষণ কিরূপ প্রকার।
আকর্ষিতচিত্ত যেও বুঝে না ব্যাপার॥
অগণ্য যোজনান্তর বহুদূর দেশ॥
যেখানে আসনে বসি আছেন দিনেশ॥
কোথায় ভবন তাঁর কোথা ধরাতল।
কিসে টেনে তুলে শূন্যে সাগরের জল॥
সে কল কেবল মাত্র দিবাকর জানে।
আধারবিহীন জল খেলিছে বিমানে॥
অলক্ষ্যে শ্রীকেশবের আকর্ষিয়া মন।
দক্ষিণসহরে ফিরিলেন নারায়ণ॥
সুসময় এবে নহে কিছু আছে দেরি।
কাঁটায় বাঁধিয়া প্রভু ছাড়িলেন ডুরি॥
যে খেলা খেলিলা প্রভু কেশবের সনে।
উপজে বিমল ভক্তি ভারতি শ্রবণে॥
এক মনে শুন ধর বচন আমার।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি ভক্তির ভাণ্ডার॥

ডাকাত বাবার কথা।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎজননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

রামকৃষ্ণ-কথা অতি শ্রবণমঙ্গল।
ত্রিতাপ-তাপিত-চিত শুনিলে শীতল ॥
শ্রীগুরুমাতার কথা শ্রীপ্রভুর সনে।
অবহেলে ভক্তি মিলে শুনে মাত্র কাণে ॥
যেমন শ্রীপ্রভুদেব তেমতি জননী।
স্নেহময়ী দয়াময়ী মঙ্গলরূপিণী ॥
অন্য অন্য অবতারে গুপ্তে যেন বাস।
প্রভুঅবতারে মাতা বড়ই প্রকাশ ॥
ফলবতী লতা যেন নত ফল ভরে।
স্নেহেতে জননী তেন জীবের উপরে ॥
বাসনা পূরাতে মাতা প্রভুর সমান।
উপমার শত শত আছে উপাখ্যান ॥
গাইলে শুনিলে উঠে আনন্দ অপার।
শুনহ নূতন কথা ডাকাত বাবার ॥
সুন্দর বারতা বেই মন দিয়া শুনে।
নিশ্চয় পাইবে ভক্তি মায়ের চরণে ॥
কথার ভিতরে আছে এত দূর বল।
শুনে উপজিবে হৃদে ভকতি অচল ॥
শুনিয়া সুন্দর কথা রে চঞ্চল মন।
টুটাইয়া দেহ মোর ভবের বন্ধন ॥
পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের এই রীতি চলে।
গঙ্গাস্নানে আসে কোন শুভযোগ হ'লে ॥
দল বেঁধে প্রতিবাসী পাড়ার পাড়ার।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ তেলি কামার কুমার ॥
একবার আসিবেন অনেক রমণী।
শুনিলেন কাণে কথা মাতাঠাকুরাণী ॥
তখনি বলিলা মাতা সবা সন্নিধানে।
সঙ্গে ল'য়ে যাও যদি যাই গঙ্গাস্নানে ॥
ভাল বলি দিল সায় যতেক রমণী।
শুন কি হইল পরে পথের কাহিনী ॥
জগমাতা শ্যামাসুতা প্রভুঅবতারে।
আদ্যাশক্তি মহামায়া ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
অপরূপ নর-লীলা কে বুঝিতে পারে।
দেবতায় লাগে ধাঁদা কি বুঝিবে নরে ॥
কে দেখিতে পাবে প্রভু নাহি দেখাইলে।
কিবা আঁকা লেখা আছে রাঙ্গা পদতলে ॥
রক্তিম চরণ কথা শুনেছি পূরাণে।
মা যদি সামান্যা তবে রাঙ্গা পদ কেনে ॥
বাহির হইলা মাতা নারিগণসাথে।
অপরূপ খেলা এক করিলেন পথে ॥
শ্রীকামারপুকুরের বহু পূর্ব্বদিগে
উতরিতে গঙ্গাতীর তিন দিন লাগে ॥
মেয়েদের পক্ষে চ'লে আসা গঙ্গাতট।
বড়ই বিষম কষ্ট বিষম সঙ্কট ॥
চলিতে অভ্যাস নাই কিছু দূর গেলে।
বিষম যাতনা পায় যায় তায় ফুলে ॥
বিশেষতঃ জননীর চরণ কোমল।
কোমলত্বে পরাভব মানে শতদল ॥

প্রথম দিবসে মাতা সঙ্গিদের সনে।
চলিয়া পাইলা ব্যথা কোমল চরণে ॥
দ্বিতীয় দিবসে আর না চলে চরণ।
তফাৎ হইয়া তাই পড়ে সঙ্গিগণ ॥
সঙ্গিদের মধ্যে বহু আপনা আপনি।
মধ্যমদেবরসুতা লক্ষ্মীঠাকুরাণী ॥
প্রভুর শ্রীমুখে কথা কাহিনী তাঁহার।
মানবিনী বেশে শিতলার অবতার ॥
লক্ষ্মীও তাঁদের সঙ্গে হয়ে একত্রিতা।
চলে গেছে, মনে নাই মা গেলেন কোথা ॥
সামান্য তফাৎ নয় গেছে বহুদূর।
এখানে জননী একা চিন্তায় আতুর ॥
চলিতে অশক্ত পদ না পান লাগাল।
ক্রমশঃ হইল প্রায় বিগত বিকাল ॥
আগত যামিনী দেখি চিন্তান্বিতা মাতা।
কেহ নাহি সঙ্গে একাকিনী যাব কোথা ॥
বিষম প্রান্তর কেহ নাহিক কোথায়।
সন্ন পথ বীরে ভয় দিনের বেলায় ॥
ভয়ে জননীর বারি ঝরে দুনয়নে।
হেনকালে সঙ্গে যুটে গেল দুই জনে ॥
স্ত্রী-পুরুষ দুঁহু গিয়াছিল গ্রামান্তর।
এখন যেতেছে ফিরে আপনার ঘর ॥
পুরুষ প্রকাণ্ড কায় ভীষণ গড়ন।
ডাকাতের সমাকৃতি ভয়দরশন ॥
মাথায় বাবুরি চুল গোফ ঝুল্পি কাটা।
বরণ বিকট কাল' হাতে ধরা সঁটা
বৃহৎ রূপার বালা পরা দুই হাতে।
সালুর উড়ানি লম্বা পাগ বাঁধা মাথে ॥
দ্রুতপদ সঞ্চালনে সঙ্গেতে রমণী।
যুটিয়া পড়িল যথা মাতা একাকিনী ॥
সভয় অন্তর মাতা কান্দিয়া কান্দিয়া।
বলিলেন দুঁহে পিতা মাতা সম্বোধিয়া ॥
রক্ষা কর তোমা দোঁহে আমি একাকিনী।
পাছু ফেলে গেছে চলে যতেক সঙ্গিনী ॥
স্নেহময়ীরূপা মাতা স্নেহেতে গঠিত।
মুখে ঝরে স্নেহ-মাখা বাণী সেইমত ॥
এত মিঠে কথা মার যে শুনে যে কালে।
হোক না পাষাণহৃদি তখনিই গলে ॥
তদুপরি ভয়াতুরা আঁখিভরা জল।
বদনে বিষাদ মাখা পরাণ বিকল।
জানি না দেখিয়া স্থির কে থাকিতে পারে
এমন কঠিন কেবা ভুবনভিতরে ॥
এত মিঠে মূর্ত্তি মার হেরিলে নয়নে।
মনে হয় আর কেহ নাহি মাতা বিনে ॥
হইয়া মায়ের ছেলে মার কাছে রব।
সুখে দুঃখে সমভাবে মায়ে নিরখিব ॥
ভোগিব অসহ্য কষ্ট মায়ের কারণে।
দিতে হয় দিব ছেড়ে তাঁর তরে প্রাণে ॥
দেখ মন আমি এত হীনবলাকার।
নাই শক্তি পঞ্চ সের তুলিতে আমার ॥
কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় মার হেতু।
সাগরে বাঁধিতে পারি পাষাণের সেতু ॥
বিভীষণ চক্র করি চক্রপাণী হাতে।
পুরন্দর বজ্রসহ চড়ি ঐরাবতে ॥
মহেশ পিণাকপাণী সুবিষম শূল।
দেখিয়া যাহায় ভয়ে ত্রিলোক আকুল ॥
কালাগ্নি সমান বাণ আপন আপন।
ল'য়ে যদি একত্রিত হয় দেবগণ ॥
যক্ষ রক্ষ নাগ আদি কিন্নরনিচয়।
একপক্ষে সকলেই প্রতিবাদী হয়।
কাক লক্ষ সম গণি খেদাইতে পারি ॥
অভয় মুরতি মার একবার স্মরি ॥
প্রান্তরে কাঁদেন মাতা প'ড়ে একাকিনী।
যে দিন শুনেছি আমি এহেন কাহিনী ॥
সে দিন হইতে মোর গিয়াছে প্রিতীতি।
কিবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিবা মহেশের প্রতি ॥
হয় তাঁরা হীনবল দুর্ব্বল আকার।
নচেৎ হয়েছে মাতা দেবত্ব সবার ॥

কিম্বা সবে নিদ্রাগত, নয় নাহি প্রাণ।
নষ্টবল নিপতিত আছে মাত্র নাম॥
ধন্তরে দেবত্বগিরি কি আছে দেবত্বে।
জানিতে নারিল মাতা কাঁদিছেন পথে॥
কাজ নাই দেবত্বতে কিবা প্রয়োজন।
মনে যেন জাগে মার অভয়চরণ॥
কি কাজ জানিতে মাতা জগৎঈশ্বরী।
হর্ত্রী কর্ত্রী বিধায়িত্রী ব্রহ্মাণ্ডউদরী॥
সৃজিকা পালিকা মহাশক্তির আধার।
শ্যামা সীতা রাধা সতী উমা অবতার॥
করগত ষড়ৈশ্বর্য্য সাধন সিদ্ধাই।
হেন জ্ঞানে আরাধনে যেমন না চাই॥
মায়ে রবে মাতা জ্ঞান কিছু না বিচারি।
সামান্য সরল শাদা ব্রাহ্মণঝিয়ারি॥
কি কাজ পরমতত্ত্বে, ঈশ ঈশী দেখা।
থাক মহা-আবরণে যেন আছে ঢাকা॥
ভগবানে অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন।
থাকে যেন প্রভু আর মার পদে মন॥
প্রভুর প্রসঙ্গ চেয়ে কিবা মিষ্টতর।
শুনহ বারতা কিবা হৈল অতঃপর॥
জননীর পয়োধর-যোগেতে যেমন।
পুষ্টিকর মুষ্টিযোগ দুধ সঞ্চালন॥
তেমনি মায়ের শ্রীবদন বিনিসৃত।
স্নেহপরিপূর্ণ বাণী জিনিয়া অমৃত॥
পিতা মাতা সম্বোধন স্ত্রী-পুরুষ দোঁহে।
শুনিয়া বাৎসল্য রসে মগ্ন হয় মোহে॥
মোহ ব'লে মোহ নয় আশ্চর্য্যকথন।
ক্ষিরসম ঘন, নহে দুধের মতন॥
দেখিয়া মাগীর হৃদি যায় উথলিয়ে।
সঠিক গিয়ান যেন পেটে-ধরা মেয়ে॥
আছিলেন এত দিন শ্বশুরের ঘরে।
অকস্মাৎ আজ দেখা প্রান্তর অন্তরে॥
ভীত চিত দেখি মায় আশ্বাসিয়া কয়।
আমরা রয়েছি মাগো কি তোমার ভয়॥

নাহি জানি কিবা নাম যুটে কোথা হ'তে।
নিজে মার মুখে শুনা বাগ্দি তারা জেতে॥
লক্ষ লক্ষ দণ্ডবৎ চরণে তাঁদের।
জাতির খাতির মম নহে বিচারের॥
মায়ে যারা বাসে, মার পদে যার মন।
হোক না চণ্ডাল, সেই মুকটি ব্রাহ্মণ॥
জনমিয়া দ্বিজকুলে যদি দ্বেষী হয়।
চণ্ডাল অধিক ছোট হেন মনে লয়॥
কিবা উচ্চ জাতি দুঁহে কি বলিব বল।
উচ্চতার উপমায় তাঁহারা কেবল॥
আশ্বাসিয়া জননীরে চলে গুটি গুটি।
অধিক অন্তরে নয় নিকটেতে চটি॥
প্রান্থশালা নামান্তরে চটি বলে যায়।
উতরিলা তথা ঠিক সন্ধ্যার বেলায়॥
বাগতিনী পাগলিনী আনন্দের ভরে।
সেবা শুশ্রূষার হেতু মহাযত্ন করে॥
মা যে ব্রাহ্মণের মেয়ে তারা ছোট জেতে।
এ গিয়ান মোটে নাই এত শেছে মেতে॥
খেতে এনে দেয় যাহা ভাল কিছু পায়।
বিচারবিহীন যেন মায়ে করে ছায়॥
মাতাও গেছেন ভুলে জাতির বিচার।
স্নেহভরে দেয় তাঁয় করেন আহার॥
ধন্যারে ভক্তের ভাব ভক্তির মহিমা।
বলিতে না পাই খুজে কিছুই উপমা॥
ব্রহ্মসনাতনী যিনি সর্ব্বসারাৎসারা।
তপে যপে যজ্ঞে যাঁরে না পায় কিনারা॥
তন্ত্র বেদ ক্লান্তকায় স্বরূপ গাইয়ে।
আজ তিনি ভক্তিবশে বাগতির মেয়ে॥
মায়ের ধরিয়া নাম ডাকে বাগতিনী।
ঠিক ডাকে, ডাকে যেন গরভধারিণী॥
বসনে বিছানা করি ঘরের ভিতরে।
শুয়াইয়া রাখে মায় নিজে একধারে॥
মিন্সে মহারথী প্রায় বীরের আকার।
হাতে সোঁটা রাত্রি গোটা রক্ষা করে দ্বার॥

মাঝে মাঝে আশ্বাসিয়া কহে জননীরে।
কি ভয় ঘুমাও মাগো আমি আছি দ্বারে॥
রাতি গেলে উষা এলে উঠায় মাতায়।
স্ত্রীপুরুষে সঙ্গে ল'য়ে পথে চলে যায়॥
কহে মায় বার বার মোরা সঙ্গে যাব।
যথায় সঙ্গিনী সব যোটাইয়া দিব॥
যদি তেসবার সঙ্গে দেখা নাহি পাই।
দক্ষিণসহর যাব কোন চিন্তা নাই॥
মায়ের কোমল অঙ্গ কোমল চরণ।
পথশ্রমে অতিক্লান্ত বিশুষ্ক বদন॥
দুই চারি পাঁচ দণ্ড বেলা হ'লে প্রায়।
রৌদ্রতাপে আরও মুখ শুকাইয়া যায়॥
সেঃহারি বসায় তাঁয় ছায়ায় বৃক্ষের।
জলপান করিবার বেলা হ'ল ঢের॥
এই বলি বিকলপরাণা বাগতিনী।
মিন্সেরে কহিল কিছু এনে দেহ কিনি॥
যোগায় শীতল জল করি অন্বেষণ।
শ্রমদূরে পরে পুনঃ পথে আগমন॥
পথশ্রমে ফাঁকি দিতে কহে বাগতিনী।
মিন্সে বলি সম্ভাষিগা আপনার স্বামী॥
কহিল গাইতে গান শুনাইতে মায়।
সে অতি সুমিষ্টকণ্ঠ মিঠা গান গায়॥
কালিয়দমনদলে বাসদেবি করে।
তত্ত্বকথাগীত গায় অনুরাগভরে॥
তার মধ্যে এক গান, গায় যত গুলি।
মায়ের শ্রীমুখে শুনা শুন্ শুন্ বলি॥

কেন কাঁদে প্রাণ তারই তরে।
সে যে নহে অন্তরঙ্গ, কুল করে যে ভঙ্গ,
সাধুর ঘরে যেন চোরে চুরি করে॥

গাইল অনেক গীত তার মধ্যে কেনে।
কেবল এ এক গান লাগে মার প্রাণে॥
তাই আজিতক মনে গাঁথা আছে তাঁর।
ভেবে মন দেখ গীতে কি আছে ব্যাপার॥

হৃদয় প্রকাশে মিন্সে গেয়ে এই গান।
কার জন্যে কেন তার কেঁদে উঠে প্রাণ॥
বহু দুঃখে কহে তারে অন্তরঙ্গ নয়।
কেন না ভাসায় জলে কুল করি ক্ষয়॥
বড়ই নিদয় করি হৃদিশান্তি চুরি।
যে চায় কাঁদায় তায় দিবাবিভাবরী॥
কেবা সে নিদয় হেথা সাধু কোন্ জন।
স্মরি গুরু প্রভুদেবে ভেবে দেখ মন॥
যখন গেয়েছে গীত কিবা ভাব মনে।
ব্যথিত ব্যতীত ব্যথা অন্যে নাহি জানে॥
গীত ছলে বলিয়াছে মরমের ব্যথা।
কোমলপরাণা মার মনে তাই গাঁথা॥
জন্ম জন্ম মহাভক্ত মার এই দোঁহে।
ধরিয়াছে নরদেহ বাগতির গৃহে॥
পদরজ দোঁহাকার আশ করে দীনে।
থাকে যেন মতি রতি মায়ের চরণে॥
ভগবানে ভক্তে বড় মিষ্টতম খেলা।
হৃদে ফুটে যদি, মুখে নাহি যায় বলা॥
জগৎজননী যিনি বিশ্বের ঈশ্বরী।
ব্রহ্মাণ্ডমোহিনীমায়া যাঁর সহচরী॥
বালিকার খেলা ডালি সম সৃষ্টি যাঁর।
বুঝিতে যাঁহারে লাগে মহেশে আঁধার॥
ভক্তসঙ্গে তাঁর খেলা এহেন রকম।
মানুষ থাকুক দূরে ব্রহ্মাদির ভ্রম॥
স্ত্রীপুরুষে মাগী মিন্সে সঙ্গে ল'য়ে যায়।
চক্ষে দেখে আপনার বালিকার প্রায়॥
জানিতে না পারে মাতা বটে কোন্ জন।
লোহা সম টানে প্রাণে চুম্বক যেমন॥
ধরি ধরি করে কিন্তু ধরিতে না পারে।
মহা-আবরণ মায়া ঢাকে রবি করে॥
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী জনম ধরায়।
মায় আর ঘন ঘন মার পানে চায়॥
বসায় ছায়ায় শুষ্ক হইলে বদন।
যে কোন প্রকারে পারে করে দূর শ্রম॥

পূর্ব্বকার দিন মত সে দিন কাটিল।
প্রত্যুষে উঠিয়া পথে পুনশ্চ চলিল॥
দশমিতে বিজয়ায় প্রতীমা-বদন।
বিষম বিষাদ মাখা করি নিরীক্ষণ।
জনমন মগ্ন যেন হয় মহাক্লেশে,
তেমতি দেখিয়া যায় দুঁহু মাগী মিন্সে॥
স্ত্রীপুরুষে ভাসে কেন নিরানন্দ নীরে।
মায়ের বা কেন হেন বিষাদ অন্তরে॥
ভিতরে ইহার আছে ব্যাপার সুন্দর।
শুন কি হইল পরে পথের খবর॥
নানা মাঠ নানা গ্রাম পার হয়ে গেলে।
বৈদ্যবাটি সন্নিকটে সঙ্গিগণে মিলে॥
মিলিলা জননী হারা সঙ্গিদের সাথে।
দেখি দোঁহাকার যেন বাজ পড়ে মাথে॥
ছাড়িয়া যাইবে মাতা বড় দুঃখ হৃদে।
অবিরল আঁখিজল স্ত্রীপুরুষে কাঁদে॥
কোথা হ'তে এত স্নেহ এল দু'জনার।
ধরায় ধরিয়া দেহ খেলা কি মজার॥
দুই দিন দেখা মাত্র হ'লে পরস্পরে।
নাম নাহি থাকে মনে কিছু দিন পরে॥
এ কেমন সংমিলন জননীর সনে।
জন্ম পরিচিত বোধ বারেক দর্শনে॥
পরিচিত মিথ্যা নয় কথা সত্য বটে।
আছিল গোপনে কলি এবে গেল ফুটে॥
পাতালপরশ যে প্রকার প্রস্রবণ।
দৈব ঘটনায় থাকে আবদ্ধ বদন॥
আইলে সময় তার আবরণ গেলে।
ভিতরের যত জোর একবারে খুলে॥
সেইমত স্নেহভক্তি ছিল আবরণে।
মুক্তদ্বার দোঁহাকার মার দরশনে॥
জয় জয় শ্যামাসুতা জগৎজননী।
চাতুর্বিধমুক্তি-ভক্তি-চৈতন্যদায়িনী॥
ব্রহ্মসনাতনী গোটা সৃষ্টির আধার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার॥
লজ্জাপটাবৃতা মাতা ব্রাহ্মণঝিয়ার।
বিশ্বকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী পরম-ঈশ্বরী॥
স্নেহেভরা মঙ্গলরূপিণী অবতার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার॥
যতনে গোপন আরক্তিম পদতল।
ভক্তজন আকিঞ্চন লালসার স্থল॥
পরমসম্পদপদ রতন-আগার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার॥
রামকৃষ্ণলীলা-পুষ্টকারিণী জননী।
রক্ষাকর্ত্রী জাগয়িত্রী কুলকুণ্ডলিনী॥
সিদ্ধিশান্তিস্বরূপিণী করুণা অপার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার॥
রতিমতিহীন জনে সুমতিদায়িনী।
সৃষ্টিছাড়া কৃপাদৃষ্টি দুর্গতিনাশিনী।
কায়মনোবাক্যে পতি-সেবাভক্তি যাঁর।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার॥
পবিত্রমূরতি সতী পতিতপাবনী।
জীবের রক্ষার হেতু শিক্ষাবিধায়িনী॥
লজ্জাশীলা কুলবালা-ধরম-আচার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার॥
জয় নারীরূপধরা ত্রিলোকপালিকা।
ভক্তগতমনপ্রাণ ব্রাহ্মণবালিকা॥
আত্ম কেবা পর কেবা নাহিক বিচার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার॥
দীন দয়াময়ীরূপা অব্যক্তরূপিণী।
তন্ত্রমন্ত্রবেদাতীত চরণ দুখানি॥
ঠিক পাড়াগেঁয়ে মেয়ে জননী আমার।
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার॥
বাগতিনী বিষাদিনী আকুল পরাণ।
মায়ের কারণে কিনে আনে জলপান॥
মটরের শুঁটিসহ ধরিয়া আঁচল।
বেঁধে দেয় সযতনে চক্ষে ঝরে জল॥
মাতাও কাঁদেন তেন দোঁহা মুখ চেয়ে।
বিষম রগড় কাণ্ড পথে দাঁড়াইয়ে॥

মাগীরে দিলেন মাতা নিজের বসন।
অবাক্ হইয়া রঙ্গ দেখে সঙ্গিগণ॥
সান্ত্বনাস্বরূপ কথা বলিলা দোঁহারে।
দেখা হবে যাও যদি দক্ষিণসহরে॥
মিষ্টভাষে করি তুষ্ট দোঁহাকার মন।
দক্ষিণসহরপথে করিলা গমন॥
মিন্সে মাগী কেবা দুঁহে কিছু নাহি জানি।
কন্যারূপে কৃপা যারে করিলা জননী॥
মহাপ্রিয়ভক্ত পূর্ব্বে বর দান ছিল।
কন্যা হ'য়ে তাই মাতা সাধ মিটাইল।
কোন্ ভক্ত কিবা রূপে আছে কোন্ খানে।
গুপ্ত প্রভুঅবতারে সাধ্য কার চিনে॥
ভক্তগণ গুপ্ত এত চেনা মহা দায়।
খনিমধ্যে মণি যেন কাদা মাখা গায়॥
প্রভুসনে যার লীলা মধুর ভারতী।
সবিশ্বাসে শুন মন রামকৃষ্ণ পুঁথি॥

শম্ভু মল্লিকের সহিত সংমিলন।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎজননী।
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

জ্যোতির্ম্ময় কান্তিযুক্ত সুধাংশুর কর।
সমভাবে সমতেজে সবার উপর॥
কিন্তু ভাতি প্রতিভাত নহে সর্ব্বস্থলে।
মাটীতে তেমন নয় যেন ছটা জলে॥
যে যে বস্তু মধ্যে থাকে গুণ স্বচ্ছতার।
কিরণ পতনে তত্তগুণে শোভা তার॥
ভক্তের হৃদয় অতিস্বচ্ছ নিরমল।
কপটতাহীন শাদা সরল তরল॥
ভগবৎ-তত্ত্ব-কর তাহায় পড়িলে।
কত কিবা মনোহর নিরন্তর তুলে॥
ভক্তির আধার ভক্ত-হৃদি-চিত্রখানি।
ভুবনে জানায়ে গায় কিরণ কাহিনী॥
সেইমত প্রভুভক্তি পেয়ে ভক্তজনা!
কেমনে প্রচার করে প্রভুর মহিমা॥
মন দিয়া ষোলআনা গাইলে শুনিলে,
অপার সংসারসিন্ধু পার অবহেলে॥
নানান ভাবের ভক্ত আসে অবতারে!
কেহ চায় একাকী শ্রীপ্রভু ভোগিবারে॥
সহ ধন জন দারা নন্দিনী নন্দন।
প্রকাশ প্রচারে ইচ্ছা না হয় কখন॥
মথুর আছিল ভক্ত এহেন প্রকার।
পূরাইলা প্রভুদেব মনসাধ তাঁর॥
বলিয়াছি যথাসাধ্য তাহার খবর।
এখন স্বধামে গেলা ছাড়ি কলেবর॥
আর রূপ ভক্ত মধুমক্ষিকার জাতি।
স্বভাবতঃ সুসৌরভ প্রচারে প্রকৃতি॥
সে না নিজে বুঝে কর্ম্ম করিছে প্রচার।
গুন গুন রবে অন্তে গায় সমাচার।

ক্রমে ক্রমে এ জাতির ভক্তগণ যুটে।
বিশ্বগন্ধ সুসৌরভী প্রভুর নিকটে॥
মহাভাগ্যবান এক শ্রীশম্ভু মল্লিক।
অতি সুপণ্ডিত জেতে সুবর্ণবণিক॥
গুণবান বিশারদ ইংরাজি ভাষায়।
আফিসে মুচ্ছুদ্দি, লোকে জনে মানে তায়
সম্ভ্রান্ত অত্যন্ত করে সহরে বসতি।
সাহেবের সঙ্গে কর্ম্ম সাহেবি প্রকৃতি॥
সাহেবি ধরণ বাহ্যে সরল হৃদয়।
বাইবেল গ্রন্থ পাঠে প্রীতি অতিশয়॥
অনুক্ষণ করে তেঁহ খ্রীষ্টগুণগান।
দয়ালস্বভাব কত দুঃখিগণে দান॥
দেখি নাই শুনিয়াছি তাঁহার খবর।
বর্ণনে না আসে এত গুণের আকর॥
দক্ষিণসহরে কালিবাটী সন্নিধান।
আছয়ে তাঁহার এক সুরম্য বাগান॥
সুন্দর আবাস বাড়ি তাহার ভিতরে।
ল'য়ে যেত প্রভুদেবে অতি ভক্তিভরে॥
শুনিয়াছি যে প্রকার যতন ব্যাভার।
প্রভুর অধিক কিছু নাহি ছিল তাঁর॥
এত ধনী মানী তাহে সাহেবি ধরণ।
আপনি মুছায়ে দিত প্রভুর খড়ম;
প্রভুর কারণ পাত্র স্বতন্ত্র সকল।
স্বহস্তে যোগাত তাঁর মলভূমে জল॥
দুর্ল্লভ সুমিষ্ট ফল যতনে যোগায়।
সমাদরে প্রভুদেবে স্বহস্তে খাওয়ায়॥
কিহেতু যতন এত প্রভুর উপর।
সুন্দর আখ্যান কহি শুন অতঃপর॥
একদিন প্রভুদেব অসুস্থ শরীর।
বাহিরে না যান ছাড়ি আপন মন্দির॥
মল্লিক না জানে বার্ত্তা প্রভু কি কারণ।
বাগান বাটীতে নাহি দেন দরশন॥
প্রভু-সঙ্গ অভিলাষী না থাকিতে পারে।
অন্বেষণে উপনীত প্রভুর মন্দিরে॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুদেব ভকত-পরাণ।
মল্লিকে দেখিয়া তাঁর টুটিল ব্যারাম॥
তখনি অমনি উঠি মল্লিকের সনে।
ধীরে ধীরে আগমন তাঁহার বাগানে॥
অনেক বেদানা ছিল মল্লিকের ঘরে।
আপুনি ছাড়িয়া দন শ্রীপ্রভুর করে॥
খাইলেন প্রভুদেব যত ইচ্ছা তাঁর।
সরায়ে রাখেন অবশিষ্ট একধার॥
ঈশ্বর প্রসঙ্গ পরে হয় দুই জনে।
প্রভু কন, শম্ভু কাণে যত পারে শুনে॥
শেষে প্রভু বলিলেন নতি নমস্কার।
আজিকার মত আমি নিতেছি বিদায়॥
ইতি উক্তি চায় শম্ভু দেখিল বেদানা।
সঙ্গে নিতে প্রভুদেবে করিল প্রার্থনা॥
আপনার জন্যে আনা বেদানা সকল।
কি হইবে কারে দিব হেন মিঠা ফল॥
ভকত বৎসল বুঝি অন্তর তাঁহার।
লইলেন দুটি দুই হাতে আপনার॥
বাহিরেতে আইলেন ফটকাভিমুখে।
পশ্চাৎ ভকত শম্ভু দাড়াইয়া দেখে॥
যে বাগানে শ্রীপ্রভুর সকলই জানা।
উচ্চ নীচ স্থান কোথা ভালরূপে চেনা॥
আনাগোনা ন্যূন পক্ষে শত শত বার।
তথায় ঘটিল কিবা শুনহ ব্যাপার॥
সদর দুয়ার আর চক্ষে নাহি পড়ে।
ক্রমাগত হেথা সেথা ঘোরা চারিধারে॥
মল্লিক বুঝিতে নারে ইহার কারণ।
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে করে সব নিরীক্ষণ॥
মনে মনে কত ভাব চিন্তা সমুদিত।
প্রভুর নিকটে শেষে হয় উপনীত॥
দেখিলেন দিশাহারা পথিকের প্রায়।
ঘুরিছেন প্রভু কিছু ভাবাবেশ গায়॥
কাঁচা ঘুমে জাগাইলে অবস্থা যেমন।
দেখি দেখি তবু আঁখি হারায় দর্শন॥

সচেতন অচেতন দুঁহু বিগুমান।
তেমতি অবস্থাপন্ন প্রভুভগবান॥
সশঙ্কিতচিত শম্ভু ধরি পরমেশে।
ধীরে ধীরে ফিরাইল পুনশ্চ আবাসে॥
খসিয়া পড়িলে পরে হাতের বেদানা।
তখন সহজাবস্থা আইল ঠিকানা॥
এস্ত ব্যস্ত শম্ভু করে প্রভুরে জিজ্ঞাসা।
আচম্বিতে কি হেতু হইল হেন দশা॥
উত্তর করিলা তাঁয় প্রভুপরমেশ।
গাঁঠরি না বাঁধে পাখী আর দরবেশ॥
ত্যাগী দরবেশ হ'য়ে ছাঁদা যদি বাঁধে।
নিশ্চয় পড়িতে হয় তায় হেন ফাঁদে॥
তিয়াগীর পক্ষে নহে কোনই সম্বল।
ভ্রান্তে কি অভ্রান্তে দুয়ে সমরূপ ফল॥
সম্বল থাকিলে পরে হয় লক্ষ্য হারা।
বদ্ধদৃষ্টি ঘানিঘরে বলদের পারা॥
শুন মন শ্রীপ্রভুর ত্যাগের বারতা।
এ নহে বিষয় কিবা সংসারের কথা॥
বিষয়ে আবদ্ধ বুদ্ধি তায় কিবা বল।
মমতা আসক্তি মাত্র যাহার সম্বল॥
বিষয়ে আসক্ত বুদ্ধি শুন কারে বুঝি।
কামিনী কাঞ্চন যার এই দুই পুঁজি।
নয়ে যেন জারে চিন্তা, আতপ বসনে।
কি থাকে অপক বাঁশে যদি ধরে ঘুণে॥
সম্বলে তেমতি জারে তিয়াগীর মন।
গাঁঠরি বন্ধন নয়, মনের বন্ধন॥
একমাত্র ধন মন, মন মত হ'লে।
প্রভুর চরণরত্ন সেই মনে মিলে।
মনের প্রকৃতি মন, কব আমি কায়।
মনে মুক্ত, বনে বদ্ধ মনের মায়ায়॥
আঁখির উপরে কত না হয় দর্শন।
একবার যদি (কিছুনাই) বলে মন॥
(আছে) যদি বলে তবে রক্ষা নাই আর।
তখনি বিমানে রচে বিচিত্র সংসার॥
সংকল্প বিকল্প লক্ষ পলকে পলকে।
ঘুরায় আগোটা কায়া ঘুরুনিয়া পাকে॥
সংকল্প বিকল্প ঘন মেঘের মতন।
মূর্ত্তিমতী মায়া, দৃষ্টি-হরণ কারণ॥
কর্ম্ম যেন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি গণে।
মন তেন করে কর্ম্ম নিজে মনে মনে॥
দৃষ্টির গোচর নহে যেমন পবন।
কে জানে কোথায় স্থিতি কোথায় ভবন॥
কিন্তু যবে সঞ্চালন হয় নিজ বলে।
উফাড়িয়া গিরিশির ভূমিতলে ফেলে॥
মনেতে বহিলে মন ঝড়ের মতন।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিগণে করে আন্দোলন॥
মন মত লয়ে যায় যথা ইচ্ছা তার।
সুপথ কুপথ কিবা না করি বিচার॥
সম্বল-আসক্ত মনে সুপথ না জানে।
সততঃ কুপথগ্রাহী অবিদ্যায় বনে॥
আন্ পথে আগমনে আন্ কর্ম্মফল।
শেষে তুলে কর্ম্মফলে মহাদাবানল॥
একবীজ বালুকা সমান আয়তন।
প্রান্তরে পড়িলে ক্রমে হয় তার বন॥
সেইমত তিয়াগীর খালি মনক্ষেতে।
অণুমাত্র আন্ বীজ যদি যায় পুঁতে॥
কর্ম্মফলে ক্রমে মনে বন হ'য়ে যায়।
প্রভুর আসন হেতু স্থান নাহি পায়॥
হারায়ে অমূল্য নিধি তুল্য যার নাই।
সম্বলেতে নিঃসম্বল গেঁটে বাঁধে ছাই॥
তিল মাত্র তিয়াগীর গেঠে বাঁধা মানা।
মনে যেন কোনরূপে না উঠে বাসনা॥
সত্য বটে বাসনা বর্জ্জিত নাহি মন।
কর্ম্মকরে দেহপুরে রহে যতক্ষণ॥
কি কর্ম্ম কর্ত্তব্য শুন কর্ম্মের বিধান।
জীবের শিক্ষায় যা বলিলা ভগবান্॥
তিয়াগী শ্রীহরি চিন্তা করিবে সর্ব্বদা।
তবে দেহ আছে তায় আছে তৃষ্ণা ক্ষুধা॥

কলিকালে অন্নগত জীবের পরাণ।
অবশ্য করিতে হবে অন্নের সন্ধান॥
যে দ্বারে ভরিবে পেট সেই ঠাঁই রবে।
সম্বল কারণে নাহি দ্বারান্তরে যাবে॥
করিবে আপন কর্ম্ম সাধন ভজন।
দিবারাতি যেন তাঁয় মগ্ন থাকে মন॥
কোম্পাসের কাঁটা সম সতত উত্তরে।
বিনাশে উল্লাস তবু তিল নাহি সরে॥
মনের সহস্র ধারা রোধিবে যতনে।
যেন না দোলায় তায় বাসনা পবনে॥
সংসারে আসক্তিহীন যে জন তিয়াগী।
সম্বলে সে জন হয় কর্ম্মফলভোগী॥
প্রভুর সম্বলে দেখ কিরূপ চেহারা।
সম্বলে করিল তাঁয় দৃষ্টিশক্তিহারা॥
বিগলিত হলে পরে হাতের বেদনা।
তবে না আইল দেহে চৈতন্য ঠিকানা॥
কায়মনোবাক্যে খেলে ত্যাগের মূরতি।
শুন মন শ্রীপ্রভুর অপূর্ব্ব ভারতী॥
যে না বুঝে নিজ মন সে বুঝিবে কিসে।
কি খেলিলা প্রভু দীন-দুঃখী-দ্বিজ-বেশে॥
বুঝিতে না পেলে ত্যাগ তাঁহার কৃপায়।
অপরূপ ত্যাগ কিবা বুঝা নাহি যায়॥
লীলাস্বাদে সাধ যদি থাকে তোর মন।
সর্ব্বস্ব সর্ব্বাগ্রে কর শ্রীপদে অর্পণ॥
যে জন তিয়াগী সেই সর্ব্ব-অধিকারী।
সম্বলেতে নিঃসম্বল পথের ভিখারী॥
ঘটস্থিত বল বুদ্ধি যতেক শম্ভুর।
সহযোগে চালাইলে চলে যতদূর॥
সকল প্রয়োগ করি যায় বুঝিবারে,
কি কহিলা প্রভুদেব কি মর্ম্ম ভিতরে॥
গাঁঠরি বন্ধনে হয় দৃষ্টিহীন আঁখি॥
এ কি রূপ অপরূপ না শুনি না দেখি॥
সে দিন না বলি কিছু অধিক তাঁহায়।
অত্যাশ্চর্য্যে শম্ভু দিল প্রভুরে বিদায়॥

নিঃসম্বলে শূন্যহস্ত গোল আর নাই।
পথে পথে পুরীমধ্যে আইলা গোসাঁই॥
শুন মন কি হইল পশ্চাৎ বারতা।
প্রভু রামকৃষ্ণলীলা অপরূপ কথা॥
অন্য একদিন প্রভু পেটের পীড়ায়।
বড়ই কাতর সদা পতিত শয্যায়॥
শুনে শম্ভু আপন বাগানে ল'য়ে গেল।
সরিষাপ্রমাণ তাঁয় অহিফেন দিল॥
উপশম হয় পীড়া অহিফেন খেয়ে।
নিতি নিতি তাই খান বাগানেতে গিয়ে
মল্লিক শ্রীপ্রভুদেবে করে নিবেদন।
হেথা আসি নহে ঠিক সময়ে সেবন॥
অতএব কিঞ্চিত রাখুন নিজ ঠাঁই।
রাখিতে স্বীকৃত নাহি হইলা গোসাঁই॥
এখানে সেবন হয় তায় নাই হানি।
গাঁঠরি বাঁধিয়া নিতে নাহি পারি আমি॥
গাঁঠরি বাঁধিলে হই হারা বুদ্ধিবল।
হোক না ঔষধ তবু ইহাও সম্বল॥
শম্ভু শিহরাঙ্গ শুনে ত্যাগের কাহিনী।
এ যে সুবিষম ত্যাগ কাণে নাহি শুনি॥
শরীরের ক্রিয়া লোপ ছাঁদা যদি থাকে।
শম্ভুর বাসনা পুনঃ পরীক্ষায় দেখে॥
এতেক ভাবিয়া শ্রীপ্রভুর অগোচরে।
অহিফেন ল'য়ে কিছু পাতার ভিতরে॥
লুকায়ে রাখিল তাঁর পকেট ভিতর।
প্রভুদেব নহে জ্ঞাত কোনই খবর॥
প্রয়োজন হইলে শ্রীপ্রভু ভগবান্।
ব্যবহার করিতেন কোট বা পিরান॥
স্বস্থানে গমনকালে পূর্ব্বের মতন।
বহির্দ্বার আর নাহি পান অন্বেষণ॥
বাগানভিতরে চারিধারে ভ্রাম্যমাণ।
দূরে থাকি দেখে শম্ভু শূন্যবুদ্ধিজ্ঞান॥
নাহি কথা গিয়া তথা প্রভুর নিকটে।
লইল যা রেখেছিল জামার পকেটে॥

অমনি ঘুচিল গোল সব পরিষ্কার।
রামকৃষ্ণলীলাকথা বড়ই মজার ॥
বিষম তিয়াগী প্রভু লিপ্ত গন্ধ যথা।
অহঙ্কার আমি-বুদ্ধি সম্বল মমতা ॥
তথা নাই শ্রীগোসাঁই বিরাগ প্রবল।
মূর্তিমান্ তিয়াগীর দৃষ্টান্তের স্থল ॥
কায়মনোবাক্যে ত্যাগ যে ত্যাগের নাম।
জানি না শুনি না হেন কোথা বিদ্যমান ॥
শ্রীপ্রভুর ত্যাগ দেখি বলবুদ্ধি ছাড়ে।
মহেশের পুঁজি এঁড়ে তাও শূন্যে উড়ে ॥
এক তিল বুঝিবারে বুদ্ধি হয় দূর।
সেই ত্যাগ ষোলআনা ছিল শ্রীপ্রভুর ॥
কায়মনোবাক্যে ত্যাগ ত্যাগের মরম।
নরবুদ্ধিপার বুঝা বড়ই বিষম ॥
বুঝে এ ত্যাগের কথা কেবা কোথা আছে।
ধরে মাত্র প্রভুদত্ত সংবুদ্ধি যাছে ॥
শ্রীপ্রভুর তিয়াগের কিঞ্চিৎ আভাস।
পাইয়া শম্ভুর আর নাহি ফুটে ভাষ ॥
এহেন ত্যাগের যেবা পূর্ণ অধিকারী।
কেমনে সে জনে পুনঃ নরবুদ্ধি করি ॥
আশ্চর্য্য মানুষ বাক্যে না হয় প্রকাশ।
শ্রীপদে শম্ভুর হয় সে হ'তে বিশ্বাস ॥
বুঝ এই কলিকাল, নরনারীগণ।
বিষয়ে আবদ্ধ বুদ্ধি চিনে মাত্র ধন।
আসবাব বিষয় সম্পত্তি মাল চিজ।
চাকি ফাঁকি রূপা সোনা অবিদ্যার বীজ ॥
মাতৃপয়োধরমুখচ্ছিন্ন শিশু ছেলে।
পাইলে মোহিনী মুদ্রা সেইক্ষণে ভুলে ॥
দুগ্ধপোষ্য কোলশয্যা কুমাররতন।
তখনি জননী ছাড়ে পায় যদি ধন ॥
কুলবতী সতীত্বে বিদায় দেয় হেসে।
মহারত্নময়ী অর্থ কাঞ্চনের আশে ॥

শোণিতে পালিত পুত্র অর্থের কারণ।
শাণিত অসিতে হানে পিতার জীবন ॥
দ্বিজস্ব দেবস্ব চুরি দিবানিশি হয়।
ধনের সহিত সদা ধর্ম্ম বিনিময় ॥
কাঞ্চনের যেন কথা তেন কামিনীর।
ত্রিপুর জুড়িয়া যার বিক্রম জাহীর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের বুদ্ধি যথা টলে।
জীবের সামান্য কথা তারে রাখ ঠেলে ॥
এ বারতা ভক্ত শম্ভু বিশেষ বিদিত।
দেখিল প্রভুর দুয়ে আসক্তিরহিত ॥
বিষম বিরাগ তাঁর কামিনী কাঞ্চনে।
একে দুয়ে নহে তিনে কায়বাক্যমনে ॥
প্রভুর কৃপায় ঘটে এই স্থিরজ্ঞান।
সর্ব্বোপরি প্রভুদেব পুরুষপ্রধান ॥
আফিসমহলে শম্ভু গণ্য মান্য জনা।
মহাদাতা দয়াগুণে সাধারণে জানা।
কথায় বিশ্বাসাদর সকলেই করে।
কিবা ধনী মানী গুণী সহরভিতরে ॥
পেলে পরে একত্তরে দুই দশ জন।
কথায় কথায় কথা করে উত্থাপন ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয় আগ্রহ সহকারে।
প্রভুর বিরাগ কত অর্থের উপরে ॥
কে দেখেছ কে শুনেছ হেন দুনিয়ায়।
রক্তমাংসে গড়া দেহ টাকা নাহি চায় ॥
দক্ষিণসহরে যাও দেখা যার সাধ।
প্রত্যক্ষে মিটাও চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ॥
আশ্চর্য্য গণিয়া শুনি শম্ভুর বচন।
দলে দলে আসে লোক করে দরশন ॥
প্রচার কৌশল মন দেখহ প্রভুর।
দেহ অঙ্গে চক্ষুদান দয়াল ঠাকুর ॥
প্রভুরামকৃষ্ণকথা অমৃতলহরী।
অবহেলে ভবসিন্ধু তরিবার তরী ॥

মোদকের বাঞ্ছাপূর্ণ
ও
স্বদেশে মহাসঙ্কীর্ত্তন।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎজননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভকতবৎসল।
সুদীন-দরিদ্র-দুঃখী-দুর্ব্বলের বল॥
কৃপাময় অবতার দয়ায় দ্রবিয়া।
ভবসিন্ধুপারাবারে সদা দেন খেয়া॥
স্বার্থশূন্য নেয়ে নাহি লন দানকড়ি।
যেই যায় ঘাটে তায় লয়ে দেন পাড়ি॥
যে না জানে পারঘাট ডাক দেন তায়।
সম্বলবিহীন কে রে পারে যাবি আয়॥
অন্ধজনা চক্ষু বিনা দেখিতে না পেলে।
প্রসারি শ্রীকরদ্বয় নায়ে লেন তুলে॥
অপার কৃপার ধাম, কৃপার মূরতি।
শুন মন এক মনে রামকৃষ্ণ পুঁথি॥
দিবারাতি মাতি মাতি শুন একমনে।
দিয়া পাতি নিজ ছাতি ভবের তুফানে॥
সংসারসাগর মহাতরঙ্গ-আলয়।
ধন-জন-দারা-পুত্র-স্বার্থনাশ-ভয়॥
ভীষণ তরঙ্গচয় ধর ছাতি পাতি।
তবে না হইবে শুনা রামকৃষ্ণপুঁথি॥
এ সময় শ্রীপ্রভুর দেশে আগমন।
সঙ্গে চলে সেবাপর আত্মীয়-স্বজন॥
হৃদয় ভাগিনা আর মাতাঠাকুরাণী।
শুনহ অদ্ভুত কথা পথের কাহিনী॥

ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীপ্রভুর কেমন।
লীলায় বুঝিয়া দেখ অবিশ্বাসী মন॥
অকপট হৃদে সাধ যেই যাচ্‌ঞা করে।
সর্ব্বঘটবার্ত্তাবিৎ ঈশ্বরগোচরে॥
প্রভু পূর্ণ করেন সহস্র গুণে তার।
লীলায় প্রত্যক্ষ আছে উপমা হাজার॥
কল্পনার নয় কথা চাক্ষুষ নয়নে।
মেজে ঘোসে দেখা সব আলোময় দিনে॥
অবতার মূল প্রভু ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী।
লজ্জাপটাবৃতা মাতা জগৎজননী॥
নাই চাই পরংব্রহ্ম বিভু নিরাকার।
বড় মিষ্ট রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমার॥
বার বার লীলাচ্ছলে খেলা ধরাধামে।
ধর্ম্ম-সংরক্ষণ আর ভূভার-হরণে॥
শুনহ কেমন লীলা হইল প্রভুর।
শুনিয়াছি দেখিয়াছি আমি যতদূর॥
পথেতে দেয়ানগঞ্জ আছে গণ্ডগ্রাম।
নদীতটস্থিত তাই ব্যবসার স্থান॥
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী সর্ব্বলোকে জানে।
ধনাঢ্য ব্যবসাদার বহু সেই গ্রামে॥
তাহাদের মধ্যে সাধু ভক্ত এক জন।
মহাভাগ্যবান্ বন্দি তাঁহার চরণ॥

জাতিতে ময়রা তেঁহ গঞ্জে আদি বাস।
দ্বিজ-ভক্ত-সাধুপদে অটল বিশ্বাস॥
পরিপাটী সুন্দর আবাস-নিকেতন।
সাধ্যমত অর্থব্যয়ে বনায় নূতন॥
হেন ভাব পরিপূর্ণ আবাস ভিতরে।
দেখা মাত্র বোধ যেন লক্ষ্মী আছে ঘরে॥
দিব্য শুদ্ধ সত্ত্বভাব অবিরত খেলে।
রজস্তম কিবা তার গন্ধ নাই মিলে॥
সাধু ভক্ত পেলে পরে মহা অনুরাগে।
যাহা থাকে দেয়, নিজে ভোগিবার আগে॥
প্রকৃতিসুলভ তাঁর এইমত রীতি।
বনাইয়া বাড়ী তেঁহ ভাবে দিবারাতি॥
যদি ভাগ্যবলে মিলে সাধু উদাসীন।
নূতন আবাসে তাঁরে রাখি তিন দিন॥
করিয়া যেমন সাধ্য সেবা আদি তাঁর।
পশ্চাৎ আনিব দারা পুত্র পরিবার॥
এই আশে আছে ব'সে ভকত সজ্জন।
হেনকালে শ্রীপ্রভুর গ্রামে আগমন॥
ঝরে মেঘ ঝুরু ঝুরু দিবা অবসান।
হৃদয় ভাগিনা করে বাসার সন্ধান॥
ভক্তিমান ময়রার কাছে এলে পরে।
সৌভাগ্য উদয়, মহা সমাদর করে॥
পরিচয় পাইয়া প্রণত বার বার।
বাসা দিল নূতন আবাসে আপনার॥
ছিল সাধু-ভক্ত আশে মিলিল কি ঘরে।
সাধুভক্তগণ আশে ফিরে যাঁর তরে॥
প্রভুর করুণা কত কহা নাহি যায়।
তালবৎ দেন তাঁরে তিল যেবা চায়॥
সিদ্ধিদাতা ভবাব্ধির করুণকাণ্ডারী।
হলাহল লয়ে দেন অমৃতের হাঁড়ি॥
মোদকের ভাগ্যসীমা না যায় বাখানি।
ঘরে যাঁর প্রভু সঙ্গে ত্রিলোকতারিণী॥
ধরাধামে যে সময়ে হরি অবতার।
ছড়াছড়ি কৃপা যেন ধারা বরিষার॥
প্রভুর মহিমা কই শক্তি নাই ঘটে।
আগমন যবে যথা মহানন্দ উঠে॥
স্বভাবে সৌরভি পদ্ম যথা বিদ্যমান।
নিকটে যে থাকে পায় সুগন্ধ মহান্॥
চরণ-সরোজ তেন প্রভুর আমার।
যথা ফুটে তথা উঠে আনন্দ অপার॥
তায় পূর্ণানন্দময়ী গুরুমাতা সাথে।
পাইয়া মোদক গেছে মহানন্দে মেতে॥
জানে না মোদক এঁরা বটে কোন্ জন।
কেবা সেবাপর হৃদু আত্মীয় স্বজন॥
পাইয়াও নাহি পায়, দেখেও না দেখে।
লীলা নিত্য উভয়েই ইন্দ্রিয়ে না ঢুকে॥
মলিন মানুষবুদ্ধি লাগে কিবা কাজে।
মায়া আঠা মাখা রজ্জু জলে নাহি ভিজে॥
হেন বুদ্ধি ল'য়ে মহাগর্ব্ব করে নর।
নাহি পায় হাতে, যেবা হাতে নিরন্তর॥
বাহ্যেন্দ্রিয় তায় হয় বাহ্য-বস্তু-জ্ঞান।
ভিতরে না গেলে পরে কি আছে কল্যাণ॥
চক্ষে দেখে আলোময় দিনের আকার।
এই গাছ এই পাতা এই ত্বক্ তার॥
এই মেঘ এই সূর্য্য এই পাখিগণ।
এই আমি এই তুমি এই উপবন॥
বাহ্যদৃশ্য ইহা, কি ভিতরে দেখে তার?
বলিবে ভিতরে গেলে, আঁধার আঁধার॥
কেবল আঁধার নয়, আঁধার নিবিড়।
ইন্দ্রিয়াদি সহ মন একবারে স্থির॥
হাসিয়া হাসিয়া দেখে মহান রগড়।
দৃষ্টিহীন দিনমণি আলোর আকর॥
আলোময় যেবা দেখে, সে দেখে অলীক।
আঁধার আঁধার দেখা এই দেখা ঠিক॥
খুলিয়া বলিলে মন খাবে ভেবাচেকা।
আঁখি মিলে দেখা নয়, আঁখি মুদে দেখা॥
মোদকের অন্য জ্ঞান কিছু নাই এবে।
মহানন্দে গেছে মেতে পেয়ে প্রভুদেবে॥

আনন্দে ডুবেছে তলে ইন্দ্রিয়াদি মন।
আনন্দ-আধার কেবা করে অন্বেষণ॥
কি পদ্ম কেমন পদ্ম, কিবা গুণ ধরে।
পেলে অলি পিয়ে মধু না যায় বিচারে॥
এখানে সেখানে ছুটে দ্রব্য আয়োজনে।
গর্জ্জিয়া ঝরিছে মেঘ, বৃষ্টি নাহি মানে॥
নাহি ত্রাস মহোল্লাস মোদক-অন্তরে।
দ্রব্য হেতু ভ্রাম্যমাণ দুয়ারে দুয়ারে॥
যোত্রাপন্ন অর্থের অভাব নাহি তাঁর।
তদুপরি হৃদিখানি ভক্তির ভাণ্ডার॥
পাড়াগাঁয়ে যত দূর খাদ্যদ্রব্য যুটে।
দুনো মূলে ত্বরান্বিত আনিল আকুটে॥
রাত্রিকার মত, সাধ্য হৈল যতদূর।
যতনে মোদক-সেবা কৈল শ্রীপ্রভুর॥
ভকত-মোদক প্রভু, মোদকের ঘরে।
দিয়াছেন মহামিষ্টি ছড়াছড়ি ক'রে॥
খাইয়া মোদক মত্ত, না মুদে নয়ন।
মাতোয়ারা প্রায় করে রাত্রি জাগরণ॥
আঁখিতে না আসে ঘুম একমাত্র ভাবে।
পুহাইলে রাতি কিবা দ্রব্য যোগাইবে॥
উচ্চতম কর্ম্মে তাঁর মজিয়াছে মন।
দাস্যভাবে শ্রীপ্রভুর সেবা আচরণ॥
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ কিসে শ্রীপ্রভুর রীতি।
ভক্তপ্রিয় ভক্তপ্রাণ ভক্তপ্রীতে প্রীতি॥
অন্তরে বুঝিয়া কিবা সাধ মোদকের।
পূর্ণ কৈলা প্রভু, কেহ না পাইল টের॥
অদ্ভুত কৌশলী চক্রী প্রভু ভগবান্।
কেমনে অল্পধী নরে পাইবে সন্ধান॥
উষ্ণরক্ত সে সময় ভাগিনা হৃদয়।
প্রভুর উপরে করে জোর অতিশয়॥
ইচ্ছামত বলে, করে, না করি বিচার।
সেবাধীন শ্রীপ্রভুর অগত্যা স্বীকার॥
যা বলে করিতে হয়, ইচ্ছা যদি নাই।
এমন অবস্থাপন্ন তখন গোঁসাই॥

সাধন ভজন পূর্ণ হ'লে সমুদায়।
সংশয় পরাণ প্রায় পেটের পীড়ায়॥
জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর সে লাবণ্যহীন।
সেবা প্রয়োজন, তাই হৃদুর অধীন।
প্রভুর সুযোগ্য সেবা হৃদয় জানিত।
প্রভুর উপরে তাই প্রভুত্ব করিত॥
যাঁহার শক্তিতে সেবা পায় জগজ্জন।
তাঁহার এখন সেই সেবা প্রয়োজন॥
প্রয়োজন কিবা কথা অধীন সেবায়।
যা বলেন হৃদু তাহে শ্রীপ্রভুর সায়॥
পরদিনে যদ্যপি থাকিতে করে মানা।
পূর্ণ নহে মোদকের মনের বাসনা॥
সেই হেতু মেঘ আর জল নাহি ছাড়ে।
দিনেরেতে একরূপ অবিরাম ঝরে॥
প্রত্যূষেতে উঠে যেতে মোদক সজ্জন।
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর করিল বন্দন॥
মোদক মোদক বটে নিপুণ ভিঁয়ানে।
মিষ্টি দিয়া তুষ্ট কৈল প্রভু ভগবানে।
ভক্তিরসে গোল্লা করি তুষিল ঈশ্বর।
হেন মদকের পায় লক্ষ কোটি গড়॥
প্রাতে আয়োজিতে থাকে দ্রব্য সেবাদির।
নানাবিধ ক্ষণমধ্যে করিল হাজির॥
পাড়ায় পাড়ায় সাড়া গল্পে গেল প'ড়ে।
শ্রীপ্রভুর আগমন মোদকের ঘরে॥
অনায়াসে এসে লোকে করে দরশন।
বিশেষে বয়স্ক যারা গোঁসাই ব্রাহ্মণ॥
অন্য জাতি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব সংসারী।
পেয়ে প্রভু মিষ্টভাষী ধুম করে ভারি॥
প্রাণ-গলানিয়া বাণী প্রভুর বদনে।
সাহস আশায় ভরা, প্রাণ ফুলে শুনে॥
কলিকালে দেখ মন মানুষনিকরে।
সুঘন কুয়াসা সম মায়ার ভিতরে॥
বিষম মায়ার ঘেরা দৃষ্টিচোরা ফাঁদ।
দেখিতে না দেয় কৃষ্ণে জগতের চাঁদ॥

আঁখিতে সতত খেলে মহাকালঘুম।
কৃষ্ণকথা বুঝে যেন আকাশ-কুসুম॥
স্বপ্নবৎ ছায়াবাজি কথার এ কথা।
নামে মাত্র কৃষ্ণ, তাঁয় কেবা পায় কোথা॥
কৃষ্ণ মিলে কলিকালে না করে প্রত্যয়।
এত কৃষ্ণহারা ছাড়া নরের হৃদয়॥
দীক্ষাগুরু ব্যবসায় শবের মতন।
শক্তিহীন মন্ত্র করে শিষ্যেরে অর্পণ॥
ভোঁতা ছুরি কদলীর খোলা নাহি কাটে।
কাজেই প্রণবমন্ত্র নাহি পশে ঘটে॥
শত পুরশ্চরণে না ফলে কোন ফল।
বিশ্বাস শিষ্যের হৃদে নাহি পায় স্থল॥
অগ্নিবাণ মূর্ত্তিমন্ত প্রভুর বচন।
আঁধার নাহিক আর প্রক্ষেপ যখন॥
কৃষ্ণময়বাক্য তাঁর বাক্যে কৃষ্ণ বাঁধা।
শুনা মাত্র দূরীভূত অবিশ্বাস ধাঁধা॥
চূড়াধড়াসহ কৃষ্ণ শ্রীবাক্যেতে খেলে।
ব্রহ্মার দুর্লভ যাহা প্রভুবাক্যে মিলে॥
বুঝ মন কিবা শক্তি শ্রীবাক্যে প্রভুর।
লোহার গোলায় কিসে গিরি করে চূর॥
বুঝ মন লোকজন মোদকভবনে।
কিবা দেখে কিবা শুনে প্রভু-আগমনে॥
কিবা ভাবে মাতোয়ারা হয়েছে মোদক।
প্রভু এবে ধরাধামে, ভুলোক গোলোক॥
যত লোক গ'লে পড়ে প্রভুর কথায়।
কেহ নাচে কেহ হরি-গুণ-গীতি গায়॥
হয়েছে আনন্দময় মোদকভবন।
দিনেরেতে পরিপূর্ণ আছে লোকজন॥
মোদকের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কেবল।
প্রভুর ইচ্ছায় হয় ত্রিরাত্র বাদল॥
চতুর্থ দিবসে হয় পরিষ্কার দিন।
বরাবর শিয়ড়ে চলিলা ভক্তাধীন॥
এবারে না হইল যাওয়া কামারপুকুরে।
বৃহৎ কারণ এক ইহার ভিতরে॥
শিয়ড়িয়া বড় খুসী প্রভুরাগমনে।
দলে দলে এসে মিলে গ্রামবাসিগণে॥
নফর বাঁড়ুয্যে গ্রামে উচ্চ ভক্ত তাঁর।
সেবাদির জন্য করে বিবিধ যোগাড়॥
দিনেরেতে সাথে সাথে তিলেক না ছাড়ে।
সন্ধ্যা এলে ল'য়ে প্রভু সংকীর্ত্তন করে॥
আরে মন দেখ কিবা প্রভুর মহিমা।
সকল প্রথমে হেথা শিয়ড়িরা জনা॥
জানিত না গোউর নিতাই কোন্ জন।
কার ছেলে কোথা বাড়ী কোথায় জনম॥
কত যে করিলা লীলা হই অবতরি।
বিতরি ভকতি প্রেম পাতকী উদ্ধারি।
দেখিলে চৈতন্যভক্ত উচ্চ উপহাস।
করিত সকলে তাড়া হাতে লাঠিবাঁশ॥
গোউর নিতাই বলি যথা সংকীর্ত্তন।
কেড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্রামবাসিগণ॥
এবে সবে শ্রীপ্রভুর করুণার জোরে।
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন করে॥
দু নয়নে ঝুরে ডাকে চৈতন্যের নাম।
চৈতন্যে গিয়ান করে কৃষ্ণ ভগবান্॥
গোরানাম উচ্চারে লোমাঞ্চ কলেবর।
বৈষ্ণব ভকতে করে মহা সমাদর॥
সংকীর্ত্তনে সবে মত্ত এবে এইবার।
মহাভক্ত শ্রীনফর দলের সর্দ্দার॥
প্রভুরে লইয়া পথে গ্রামের ভিতর।
মাঝে মাঝে সংকীর্ত্তনে হয় মত্ততর॥
শান্তিনাথ নামে এক শিবলিঙ্গ গ্রামে।
জাগ্রত ঠাকুর সবে দেশযুড়ে জানে॥
পাষাণে বাঁধান গোটা মন্দিরপ্রাঙ্গণ।
সেইখানে বহুক্ষণ হয় সংকীর্ত্তন॥
একদিন ভক্তগণ হয়ে মত্তচিত।
সংকীর্ত্তনে ধরে নিম্নলিখিত সঙ্গীত॥

সংকীর্ত্তনে আমার গোরা নাচে।
দেখো রে বাপ নর হরি

থেকো গোউরের কাছে ॥
সোনার বরণ গোউর আমার,
ধুলায় পড়ে পাছে।
শুনি প্রভু ভক্তের বদনে এই গান।
মহাভাবে হৈলা মহাবলের আধান ॥
সুবর্ণ-বরণ কান্তি অঙ্গ ফেটে পড়ে।
মহালম্ফে সংকীর্ত্তন প্রাঙ্গণ-উপরে ॥
বারে বারে এক ধুয়া যত ভক্ত গায়।
তাহাতে হইলা প্রভু উন্মত্তের প্রায়।
নাহি আর বাহ্যজ্ঞান কি ভাবে কে জানে।
লুটালুটি যান গোটা মন্দিরপ্রাঙ্গণে ॥
পাষাণে প্রাঙ্গণ বাঁধা সুকর্কশ তায়।
সুকোমল প্রভু-অঙ্গ কত ছোড়ে যায় ॥
বিভ্রাট দেখিয়া ভক্তগণ একত্তরে।
ধরিয়াও প্রভুদেবে নিবারিতে নারে ॥
মহাশক্তি অঙ্গে, কেহ নাহি আঁটে বলে।
মত্ততা ভাঙাতে মন্ত্র হৃদু কানে বলে ॥
কিসে জাগে কিসে ভাঙে মত্ততা প্রভুর।
বিধিমতে জানিতেন হৃদয়ঠাকুর ॥
স্বদেশের লোকে দেখে অদ্ভুত ব্যাপার।
সে হ'তে সেখানে নহে সংকীর্ত্তন আর ॥
শান্ত করি প্রভুদেবে যত ভক্তগণে।
ফিরিলেন সেই দিন হৃদুর ভবনে ॥
কি ছিল হইল এবে শিয়ড়িয়াগণে।
প্রভুপদে মজে মন ভারতী শ্রবণে ॥
অদ্যাপি তুলসী কেহ না পরে গলায়।
শুন কি করিলা প্রভু সুন্দর উপায় ॥
এক দিন হৃদয়ে হইল আজ্ঞা তাঁর।
করিবারে এক কুড়ি মালার যোগাড় ॥
যথা আজ্ঞা হৃদয় করিল আহরণ।
মালা পেয়ে প্রভুদেব পরিতুষ্ট মন ॥
শিয়ড়িয়া ভক্তজনা যবে একত্তর।
তুলসী-মহিমা-কথা বিস্তর বিস্তর ॥
বলিতে লাগিলা প্রভুদেবনারায়ণ।
শ্রীবাক্যে স্বভাবে ভক্তি শক্তি সঞ্চালন ॥
শ্রবণে যতেক শ্রোতা ভক্তিসহকারে।
উদ্দেশিয়া তুলসীরে নমস্কার করে ॥
উত্তপ্ত হইলে ধাতু তবে না গঠন।
কাল বুঝিতে সবারে প্রভুদেব কন ॥
এক এক মালা দিয়া প্রত্যেকের করে।
নারায়ণ শিলা আছে যাঁহাদের ঘরে ॥
উপদেশে বলিলেন সর্ব্বাগ্রে প্রথমে।
পরশি তুলসীমালা শিলার চরণে ॥
উচ্চারিয়া মহামন্ত্র গুরুদত্ত ধন।
পশ্চাৎ করিবে সবে গলায় ধারণ ॥
প্রীতিভরে পালিবারে শ্রীআজ্ঞা তাঁহার।
সবে গেল যথা ঘরে শিলা আপনার ॥
একমাত্র মালা হাতে বাঁড়ুয্যে নফর।
বসে আছে একভাবে প্রভুর গোচর ॥
সুন্দর শ্রীধর শিলা তাঁহার ভবনে।
নিত্য নিত্য সেবা পূজা করে সযতনে ॥
ভাগ্যবান্ যেন দ্বিজ ভক্তিমান্ তত।
প্রভুতে বিশ্বাস ভক্তি চিতে অবিরত ॥
হৃদি বুঝি প্রভুদেব রূপের আকর।
দেখাইলা শ্রীনফরে সুঠাম সুন্দর ॥
শ্রীধরের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্গে আপনার।
শ্রীপ্রভুর লীলাখেলা অপূর্ব্ব ব্যাপার ॥
এই ঘোর কলিকাল ভক্তিহীন জীব।
কামিনী-কাঞ্চন আশে সদা উদ্গ্রীব ॥
যেমন গোবর পোকা জনমে গোবরে।
সতত সুগুপ্ত কায় গোময়ভিতরে ॥
গোময়ে সুপুষ্ট দেহ বুঝে স্বাদ তার।
তাহায় গিয়ান ঠিক অমৃতভাণ্ডার ॥
তেমতি যতেক জীব অবিদ্যার তলে।
মন প্রাণ গত তায় তাই ল'য়ে খেলে ॥
তদুপরি কিবা আছে নাহি কিছু জানা।
শুনিলেও কৃষ্ণকথা না পায় ঠিকানা ॥

অবিদ্যানেশায় মত্ত, আঁখি ভরা ঘুম।
কামিনী কাঞ্চনে ল'য়ে দিবানিশি ধূম॥
ঘোর অবিশ্বাসে কহে কৃষ্ণ কেবা পায়।
কৃষ্ণ ভগবান্ মাত্র কেবল কথায়॥
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ মিলে কিসে।
কি কৃষ্ণ আদতে তত্ত্ব হৃদে নাহি পাশে॥
কুমীরের পিঠ যেন কঠিন মহান্।
শাণিত অসির ধার নাহি পায় স্থান॥
সেইমত মানুষের মনের উপর।
রচিয়াছে মায়া শত পাষাণের গড়॥
ভক্তিশক্তিহীন কৃষ্ণনাম কর্ণমূলে।
সুকঠিন বদ্ধজীবে কিছুই না ফলে॥
কিন্তু মন দেখ হেন ভক্তিহীন কাল।
কৃপাবলে শ্রীপ্রভুর, পরম দয়াল॥
অবহেলে ব'সে মিলে সুদুর্লভ ধন।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত কৃষ্ণ বঙ্কিমনয়ন॥
তাই বলি শ্রীপ্রভুর খেলা অপরূপ।
নফর দেখেন অঙ্গে শ্রীধরের রূপ॥
তুমিই শ্রীধর বলি কাকুতি করিয়া।
প্রভুর চরণে মাথা দিল জড়াইয়া॥
সমাধিস্থ প্রভুদেব বাহ্য আর নাই।
শ্রীদেহ ছাড়িয়া কোথা গেলেন গোঁসাই।
পেয়ে তত্ত্ব শ্রীনফর পুলকিত মন।
গলায় তুলসীমালা করিল ধারণ॥
প্রভুসনে সংকীর্ত্তনে আস্বাদন পেয়ে।
শিয়ড়ে অনেক লোক উঠেছে জাগিয়ে॥
কভু কোথা কীর্ত্তন বা হয় সংকীর্ত্তন।
সযতনে সবে মিলে করে অন্বেষণ॥
নিকটে মেমানপুর শিয়ড়ের ধারে।
দ্বাদশ উৎসব হয় বৎসরে বৎসরে॥
উৎসব আরম্ভ তথা হয়েছে এখন।
প্রসিদ্ধ গোপাল করে আসরে কীর্ত্তন॥
জানি না মিশান কিবা গোপালের গানে
পাষাণে উপজে জল সংকীর্ত্তন শুনে॥

দেশযুড়ে ব্যাপ্ত নাম সুধামাখা স্বর।
এ দেশে বসতি নয় উত্তরেতে ঘর॥
বরষে বরষে আসে ব্যবসা কীর্ত্তন।
যথা গায় তথা হয় মানুষের বন॥
দূর-দূরান্তর গ্রামে যাহাদের বাস।
সময় বুঝিয়া রাখে তাহার তল্লাস॥
এখন মেমানপুরে গোপাল উদয়।
নিতাই কীর্ত্তন করে উৎসবসময়॥
সমাচার পেয়ে যত শিয়ড়িয়া জনা।
এতেক আনন্দ নাই আনন্দের সীমা॥
মন্ত্রণা করিল পরস্পর সংগোপনে।
প্রভুদেবে ল'য়ে যাবে কীর্ত্তনশ্রবণে॥
দেখিবে পরমানন্দে মহাভাব গায়।
যে ভাবে অপারানন্দ উদয় যথায়॥
আনন্দ-আকর প্রভু আনন্দ যেখানে।
ভাবাবেশে উচ্চানন্দ যদি বল কেনে?
সুস্থির কমল প্রভু ভাবাবেশহীনে।
ভাবাবেশে আন্দোলিত মলয়পবনে॥
আন্দোলনে বহু গুণে সৌরভ বিস্তার।
তাই লোক-জনে পায় আনন্দ অপার॥
সে আনন্দ আশা করি থাকে লোক জনে।
কখন্ দোলায় তাঁয় আবেশ পবনে॥
সেই হেতু প্রভুদেবে শিয়ড়িয়া জনা।
যাইতে মেমানপুরে করিল প্রার্থনা॥
শুনি কথা প্রভুদেব দিলেন উত্তর।
হৃদুরে পাঠাও আগে জানিতে খবর॥
দে'খে এসে হৃদু মোরে যেতে যদি কয়।
তা হ'লে মেমানপুরে যাইব নিশ্চয়॥
শুন মন বলি তোরে পারি যতদূর।
কার্য্যের কৌশল কিবা ছিল শ্রীপ্রভুর॥
কি কলে গোপালে হৈল শিয়ড়েতে আনা।
পূরাইতে শিয়ড়ের লোকের বাসনা॥
সন্ধ্যার প্রাক্কালে হয় হৃদুর গমন।
প্রসিদ্ধ গোপাল যথা করেন কীর্ত্তন॥

আসরে হৃদয় যবে হৈল সমাসীন।
গোপাল কীর্ত্তন ভঙ্গ কৈল সেই দিন॥
শ্রীপ্রভুর শুনা নাম গোপাল শুনিয়া।
হৃদয়ের সঙ্গে চলে সঙ্গিগণ লৈয়া॥
উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি হৃদিভরা প্রীতি।
এখন হইল প্রায় ছয় দণ্ড রাতি॥
নাহি মানে মেঠো পথ নাহি মানে রাত।
পথে যবে অর্দ্ধ ক্রোশ শিয়ড় তফাৎ॥
শব্দযোগে পাঠাইতে অগ্রে সমাচার।
গোপালে বলিল হৃদু হেথা একবার॥
খোল রণসিঙ্গাসহ করহ বাজনা।
অর্দ্ধক্রোশ হ'তে যেন শব্দ যায় শুনা॥
এক খোল একমাত্র রণশিঙ্গারব।
অর্দ্ধক্রোশ পারে যায় ইহা অসম্ভব॥
যথাকথা যথাশক্তি গোপাল বাজায়।
হেনকালে শুন কি করেন প্রভুরায়॥
আবেশেতে অবশাঙ্গ লোক চারিধারে।
বলিলেন দেখ হৃদু আসিছে এবারে॥
শুন বাজে খোল বাজে শিঙ্গা করতাল।
হৃদয় আসিছে লৈয়া সঙ্গেতে গোপাল॥
বিস্ময়ে আপন্ন যত লোক জন কয়।
কিবা কথা অকস্মাৎ কহ মহাশয়॥
এত লোকমধ্যে মোরা কেহ নাহি শুনি।
আপনি পাইলা একা খোলশিঙ্গাধ্বনি॥
স্তম্ভীভূত একত্রিত যত লোকজন।
পরস্পর সেই কথা করে আন্দোলন॥
বহুক্ষণ পরে যবে কিঞ্চিৎ তফাতে।
কীর্ত্তনীয়া সহ হৃদু আসিতেছে পথে॥
বাজাইতে হৃদয় বলিল পুনরায়।
এইবারে লোক সবে শুনিবারে পায়॥
সমাধিস্থ প্রভুদেব নাহি বাহ্যজ্ঞান।
গোপাল শ্রীপদে আসি করিল প্রণাম॥
ভাবভঙ্গে আরম্ভ হইল সংকীর্ত্তন।
ক্রমে ক্রমে ঘুটে গেল গ্রামবাসিগণ॥

প্রভুকে মধ্যেতে রাখি বসে তিন ভিত।
গোপাল গাইতে থাকে গোরাগুণগীত॥
কিবা ভাব কিবা গান শুন শুন মন।
গোপালের গানভঙ্গ হৈল কি কারণ॥
মধুর কীর্ত্তন প্রভু করিলা আপনে।
শ্রীচরণে মজে মন ভারতী-শ্রবণে॥

গোপাল—ভুবন সুন্দর গোউর নদেয় কে আনিল রে।
এমন রূপ বিধি বুঝি দেখে নাই,
[গঠেছে বটে,] কিন্তু বিধি দেখে নাই,
দেখ্‌লে ছেড়ে দিত নাই—ইত্যাদি।

প্রভু—গোপালরে তুই কি বল্লিরে, গোরারূপ বিধির গড়া নয়, স্বয়ং স্বপ্রকাশরূপ বিধির গড়া নয়—ইত্যাদি।

বিধির গঠিত রূপ গৌরাঙ্গের গায়।
শ্রীগোপাল কীর্ত্তনীয়া এই কথা গায়॥
যেই গোরাচাঁদ হয় বিধির বিধাতা।
তাঁহাতে বিধির হাত এ কেমন কথা॥
সেই হেতু প্রভুদেব আঁকরের ছলে।
লইলেন গোপালের গীত নিজে তুলে॥
উত্তরে গাইলা প্রভুদেব ভগবান্।
কি কর গোপাল গোরারূপের বাখান॥
স্বপ্রকাশ গোরারূপ ভুবনমোহন।
কখন না হয় ইহা বিধির গঠন॥
এইরূপে গোরারূপ আঁকরে আঁকরে।
গাইতে লাগিলা প্রভু সুমধুরস্বরে॥
মূর্ত্তিমান্ প্রভুবাক্য রূপ বিবর্ণনে।
গড়ায় গোউররূপ শ্রীবাক্যের সনে॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীবচনে গোরারূপ দেখা।
নিহারে যেমন সূর্য্য-কিরণের রেখা॥
চক্ষু কর্ণ উভয়ের মিটাইয়া রণ।
শতদরে একত্তরে যত লোকজন॥
শ্রবণ দর্শনে মুগ্ধ গোরারূপখানি।
শুন রামকৃষ্ণকথা অমৃতের খনি॥
নহে সাধ্য না স্ফুরায় রূপের বর্ণন।
ক্রমে রাতি উর্দ্ধগতি চলিছে কীর্ত্তন॥

ভোজনের আয়োজন হৃদুর ভবনে।
ক্লান্তকায় সমুদায় কীর্ত্তনিয়াগণে ॥
গোটাদিন মহাশ্রমে হইয়াছে গত।
অন্তরে শ্রীপ্রভুদেব হইয়া বিদিত ॥
আপুনি করিলা ভঙ্গ আপনার গানে।
নিরানন্দ শ্রোতাবৃন্দ গীত-সমাপনে ॥
দণ্ডবৎ নিপতিত শ্রীপদে গোপাল।
হৃদয় জানায় ডেকে ভোজনের কাল ॥
অদ্যাপি শিয়ড়ে এই কীর্ত্তনের কথা।
দেখা শুনা যাঁহাদের, মনে আছে গাঁথা ॥
কি দেখেছে কি শুনেছে প্রভুর ভিতরে।
সঠিক চেহারা কেহ দিতে নাহি পারে ॥
স্মরণে অপার সুখ সমস্বরে কয়।
আমরি আমরি কথা কহিবার নয় ॥
বার্ত্তা পেয়ে আসে ধেয়ে ভক্ত নটবর।
গোস্বামী ব্রাহ্মণ শ্যামবাজারেতে ঘর ॥
ল'য়ে গেল প্রভুদেবে আপন ভবনে।
সঙ্গে চলে সেবাপর হৃদয় ভাগিনে ॥
যেমন গোস্বামী তাঁর তেমতি ঘরণী।
প্রভুর সেবায় রত দিবসযামিনী ॥
প্রভুর পিরীতি বুঝি কীর্ত্তনশ্রবণে।
সংবাদ পাঠায়ে দিল * ধনু দের স্থানে ॥
কাছে রামজীবনপুরেতে তার ঘর।
সকলেই জানে গায় কীর্ত্তন সুন্দর ॥
সমযোগ্য বাদ্যকর শ্রীরাইচরণ।
দুজনে কীর্ত্তনে যদি হয় সংমিলন।
মধুর কীর্ত্তন হেন না ফুটে কথায়।
শুনিয়া গাছের পাতা বিছায় তলায় ॥
তত্ত্ব পেয়ে আইলেন ধনু দে সত্বর।
সুন্দর আসর রচে ভক্ত নটবর ॥
স্বতন্ত্র সর্ব্বোচ্চাসন প্রভুর কারণে।
নিজে হাতে বনাইল যথাযোগ্য স্থানে ॥
তার দুই ধারে নীচে যে হয় আসন।
উদ্দেশ্য বসিবে তায় পণ্ডিতব্রাহ্মণ ॥
সন্নিকটে পাণ্ডুগ্রাম নহে বহু দূরে।
গোঁসাই ব্রাহ্মণ বহু তথা বাস করে ॥
ভক্তিসহকারে পাঠাইল নিমন্ত্রণ।
আসিতে ভবনে তাঁর শুনিতে কীর্ত্তন ॥
এখানেতে যথাকালে বসিল আসর।
সমাসীন প্রভু উচ্চ আসন উপর ॥
করিতেছে ধনু দে সুমিষ্ট সংকীর্ত্তন।
হেনকালে দিল দেখা গোসাঁইরগণ ॥
সমাদরে নটবর বসাইল কাছে।
যে আসন পাতা ছিল শ্রীপ্রভুর নীচে ॥
নাহি জানে গোসাঁইরা প্রভু কিবা বটে।
উচ্চাসনে দেখি তাঁয় সবে গেল চোটে ॥
উঠে গেল, এসেছিল যেন একস্তরে।
গ্রামেতে অনেক শিষ্য জনেকের ঘরে ॥
কহে তথা নটবরে অপ্রিয় বচন।
কেমনে প্রভুরে দিল সর্ব্বোচ্চ আসন ॥
গোঁসাই ব্রাহ্মণ মোরা থাকি ভক্তিপথে।
কেবা উনি ব্রহ্মজ্ঞানী অন্যবিধ জেতে ॥
নাহি তুলসীর মালা যজ্ঞসূত্র গলে।
নাহি চিটা ফঁটা কাটা নাকে কি কপালে।
নাই হরিনামলেখা নামাবলি গায়।
জপমালাধার ঝুলি তাঁহার কোথায় ॥
গোঁসাইব্রাহ্মণ তুমি নিজে নটবর।
উচ্চাসন দিয়া তাঁয় সাজালে আসর ॥
মোরা এত হীন কিসে কেন নীচাসন।
অপমান হেতু বুঝি কৈলে নিমন্ত্রণ ॥
ভালমতে দিব সাজা নটবর তোরে।
দেখিব কেমনে কেবা রক্ষা আজ করে ॥
ভীতচিত নটবর ফিরিল ভবনে।
হৃদয়ে কহিল কথা ডাকিয়া গোপনে ॥
হৃদয় অকুতোভয় কয় নটবরে।
আছে কার সাধ্য কাছে আসিবারে পারে ॥

---

* ধনঞ্জয় দে।

চলিতেছে কীর্ত্তন এখন নয় শেষ।
অন্তরে বুঝিলা সব প্রভুপরমেশ॥
ভক্ত নটবরে বলিলেন কাণে কাণে।
বিবাদ না পায় শোভা মম বর্ত্তমানে॥
কীর্ত্তন করিয়া বন্ধ যাও শীঘ্রগতি।
ডাকিয়া আনহ যেবা দল-অধিপতি॥
গোস্বামী ব্রাহ্মণদের সর্দ্দার যে জন।
নটবর কাছে তাঁর করিল গমন॥
টেনেছেন প্রভুদেব আর কেবা রাখে।
উপনীত অধিপতি প্রভুর সম্মুখে॥
অমানীর মানদাতা প্রভু নারায়ণ।
নীচাসনে নামিলেন ত্যজি নিজাসন॥
সর্দ্দারের বদন মলিন গুরুভার।
দেখি প্রভু করিলেন অগ্রে নমস্কার॥
জানি না কি নমস্কারে আছিল প্রভুর।
যার জোরে অভিমান-গিরি করে চূর॥
দল-অধিপতি করি প্রতিনমস্কার।
লজ্জায় বদনখানি নাহি তুলে আর॥
প্রভুদেব করিবারে লজ্জা তার ভঙ্গ।
বলিলেন, কহ কিছু ঈশ্বর-প্রসঙ্গ॥
অধিপতি শাস্ত্রাধ্যায়ী বটে এক জনা।
বেদান্ত কিঞ্চিৎ তাঁর ছিল পড়াশুনা॥
শ্রীঅঙ্গ লক্ষণ শূন্যে ধারণা তাঁহার।
ব্রহ্মজ্ঞানী প্রভু, ভাল লাগে নিরাকার॥
সেই হেতু কহিতে লাগিল দ্বিজবর।
বেদান্তে কি কয় নিরাকারের খবর॥
রূপহীন গুণহীন বিহীন আকার।
আদ্যন্তক্রিয়াদিহীন ব্রহ্মসমাচার॥
গোঁসাইব্রাহ্মণমুখে বেদান্তের ভাষ।
শুনি প্রভু বাহ্য কোপ করিয়া প্রকাশ॥
মধুর কর্কশ ভাবে মিশাইয়া তান।
কহিলেন গোসাঁইরে সাকার-আখ্যান॥
কৃষ্ণগতপ্রাণ, যাঁরা গোঁসাইব্রাহ্মণ।
নিরাকার তত্ত্বকথা কহ কি কারণ॥
জাতিভ্রষ্ট পথছাড়া আপন করমে।
উচিত না হয় তব মুখদরশনে॥
নিত্যই সাকার তিনি রূপের আধার।
লীলাময় পূর্ণব্রহ্ম গুণের ভাণ্ডার॥
ভক্তগতপ্রাণ, ভক্তপরাণপুতুলি।
অখণ্ড আগোটা বিশ্ব তাঁর লীলাস্থলী॥
তেজোময় প্রভুবাক্য, যাহে করে খেলা।
শ্রীহরির রূপগুণ অবতারে লীলা॥
সেই বাক্যে প্রভুদেব করেন বর্ণন।
বুঝাইতে দ্বিজবরে যাহা প্রয়োজন॥
একমনে গোসাঁইব্রাহ্মণ কথা শুনে।
বুঝ কিবা ভাবে এবে ঝুরে দুনয়নে॥
হেনকালে সেই স্থলে দিল দরশন।
বংশে জাত দলভুক্ত অন্য যত জন॥
অধিপতি দেখিয়া সকলে সমাগত।
বলিল শ্রীপ্রভুপদে হ'তে অবনত॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয় বিষম প্রমাদ।
করেছি মহাত্মা জনে নিন্দা অপবাদ॥
কাকুতি মিনতি সবে করিল বিস্তর।
শান্তি দিলা জনে জনে শান্তির সাগর॥
যতেক ব্রাহ্মণে প্রভু ল'য়ে পরদিনে।
তুলিলা অতুলানন্দ হরি-সংকীর্ত্তনে॥
হেন কীর্ত্তনের কথা কোথাও না শুনি।
মহাসংকীর্ত্তন নামে ইহারে বাখানি॥
পুণ্যবতী বঙ্গে যেন হেথা বার মাস।
দিনে রেতে ষড় ঋতু প্রত্যহ প্রকাশ॥
সেইমত প্রভু রামকৃষ্ণ অবতারে।
আছে সব যা হয়েছে যুগযুগান্তরে॥
গুপ্ত এবে সহজে না পাওয়া যায় দেখা।
সোনার অক্ষরে লীলা-অঙ্গে আছে লেখা॥
দেখিবারে সাধ যদি থাকে তোর মন।
বিরলে বসিয়া কর প্রভুরে স্মরণ॥
সাত দিন সাত রাত্রি হয় সংকীর্ত্তন।
অবিরাম হরিনাম বিভেদি গগন॥

কোমল অঙ্কুরোদ্‌গম বীজে যেইমত।
পরে তরুবরে তাই হয় পরিণত ॥
সে রকম সংকীর্ত্তন আরম্ভন কালে।
কেবল কয়েক জন লোক মাত্র মিলে ॥
কিবা কব শ্রীপ্রভুর কীর্ত্তনের কথা।
যখন যেখানে তথা প্রচুর জনতা ॥
ভয়ঙ্করী রণকথা শুনে কাঁপে কায়।
শিহরাঙ্গ মহাবীর জড়সড় প্রায় ॥
কিন্তু রণবাদ্য যবে রণক্ষেত্রমাঝে।
বিস্তারি কৌহিক নাদ ঘর্‌ ঘর্‌ বাজে ॥
শুনে সাজে হীনবলা কুলের অঙ্গনা।
সম্মুখীন চতুরঙ্গ দলে দিতে হানা ॥
নাহি মানে কোন মানা মহা আস্ফালন।
প্রভুর কীর্ত্তনে তেন যুটে লোক জন ॥
বলাকর হরিনামে হ'য়ে মত্ততর।
এক পায়ে খোঁড়া নাচে প্রহর প্রহর ॥
কিতাজুক জন্মমূক হরিনাম গায়।
মূর্ত্তিমান্ নাম, অন্ধে দেখিবারে পায় ॥
তাহে খেলে শক্তিসহ শ্রীকণ্ঠের স্বর।
ঘৃণালজ্জাত্রাসনাশী মনোমুগ্ধকর ॥
শ্রবণগোচর একবার হ'লে পরে।
সাধ্য কার রাখে আর তাহারে অন্তরে ॥
প্রভুর মোহন নৃত্য, হ'য়ে মাতোয়ারা।
কভু অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান কভু বাহ্যহারা ॥
অযুত উন্মত্ত করী সম গায় বল।
শ্রীচরণ-চাপে ধরা করে টলমল ॥
বাহ্যহারা যবে অঙ্গ জড়ের সমান।
লোকে দে'খে বুঝে যেন নাহি তায় প্রাণ ॥
তখনি কিঞ্চিৎ পরে করে দরশন।
বিকসিত মুখপদ্মে চাঁদের কিরণ ॥
মোহন নৃত্যন পুনঃ শতগুণে জোর।
হুঙ্কারিয়া হরিনাম আনন্দে বিভোর ॥
বারেক যে হেরে হেন শ্রীপ্রভুর ধারা।
বিস্ময়ে আবিষ্ট হ'য়ে হয় বুদ্ধিহারা ॥

কহে হেন মানুষ কোথায় কে দেখেছে।
এইক্ষণে হতপ্রাণ পরক্ষণে বাঁচে ॥
পাড়াগেঁয়ে লোক সব বোধহীন জন।
নাহি বুঝে ভাবাবেশ, সমাধিলক্ষণ ॥
আচরণ জাতিগত ধরম ব্যবসা।
কামার, কুমার, বেণে, তাঁতি, তেলি, চাষা ॥
উচ্চজাতি যদি কেহ কায়স্থ, ব্রাহ্মণ।
নামে মাত্র উচ্চ, কিন্তু সমান রকম ॥
বুঝে না সাধনা আদি কিবা তায় ফলে।
সৎশাস্ত্রপাঠে কিবা সাধুসঙ্গে মিলে ॥
কেন তীর্থপর্য্যটন উদ্দেশ্য কি তার।
বিষয়ে মগন মন সংসারী-আচার ॥
বৈষ্ণব সংজ্ঞায় যাঁরা হরিনাম করে।
কোথা হরি, কি সে হরি, থাকে কার ঘরে ॥
কি প্রকারে মিলে তাঁরে কিবা হয় পেলে।
এ সকল তত্ত্ব কভু চিত্তে নাহি খেলে ॥
তিলক কপালে নাকে হাতে থাকে ঝুলি।
শ্রেষ্ঠ চিহ্নাঙ্কিতকায়, গায়ে নামাবলী ॥
ডাল রুটি দুধ মিষ্টি একাদশী দিনে।
চব্বিশ-প্রহরে যুটে নাচে সংকীর্ত্তনে ॥
এই বৈষ্ণবের সার পরিণাম-ফল।
আরাধিলে কৃষ্ণ মিলে এ বোধ বিরল ॥
শুদ্ধমাত্র পাড়াগাঁয়ে নহে এই রীতি।
দুনিয়া যুড়িয়া এই নরের প্রকৃতি ॥
কৃষ্ণ কোথা হেন কথা কেহ নাহি কয়।
বিশ্বাসের গন্ধহীন মনুষ্যনিচয় ॥
নিবিড় তমসপূর্ণ দিক্‌দিগান্তর।
তবু নাহি লয় কেহ আলোর খবর ॥
অবিদ্যা ঠুলিতে ঢাকা নয়নদুখানি।
অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে নেচে টানে ঘানি ॥
খোল খেয়ে খুব খুসি চিনি গেছে ভুলে।
নমস্তে অবিদ্যাশক্তি ভুরি দেহ খুলে ॥
আঁখি মিলে একবার করি দরশন।
কেমনে করেন প্রভু মহাসংকীর্ত্তন ॥

ক্রমে ক্রমে গুজব পড়িল গ্রামে গ্রামে ॥
অদ্ভুত মানুষ এক নাচে সংকীর্ত্তনে।
এই আছে এই নাই বিস্ময় কথন।
সুন্দর মধুর মূর্ত্তি সুঠাম গড়ন ॥
বার্ত্তা পেয়ে দ্রুত ধেয়ে নর নারী ছুটে।
শুন রামকৃষ্ণলীলা অপরূপ মিঠে ॥
সে দেশে কীর্ত্তনদল আছিল যেথানে।
দলে দলে গেয়ে গেয়ে মিলে সংকীর্ত্তনে ॥
রামকৃষ্ণনামে কিবা সৌরভ শকতি।
নিশ্চয় পাইবে শুন রামকৃষ্ণপুঁথি ॥
এক বারে বিকসিত হ'লে পদ্মবন।
মারুত চৌদিকে করে সৌরভ বহন ॥
যোজন যোজন দূরস্থিত চাকে বাস।
মধুলুব্ধ মধুপের অপার উল্লাস ॥
গন্ধ পেয়ে যেন গুন্ গুন্ রবে ছুটে।
তেন কীর্ত্তনের দল সংকীর্ত্তনে যুটে ॥
দেশ যুড়ে বার্ত্তা বেড়ে পড়িল ঘোষণা।
সমবেত কত লোক না হয় গণনা ॥
অপার বালুকা মধ্যে সাগরবেলায়।
তিল পরিমাণে রত্ন দেখা নাহি যায় ॥
তেমতি জনতা মধ্যে প্রভুনারায়ণ।
সকলে না পায় তাঁয় করিতে দর্শন ॥
দরশনে লুব্ধমন আসিয়াছে ছুটে।
উপায় স্বরূপ লোকে চালে গাছে উঠে ॥
গাছে উঠে এত লোক দেখিবারে নাচ।
গাছ গোটা বোধ যেন মানুষের গাছ ॥
পরম আনন্দ পায় দেখিয়া মূরতি।
পতিতপাবন প্রভু অখিলের পতি ॥
ধন্য ধন্য কলির মানুষ ধন্য কলি।
যে কালে হেলায় মিলে প্রভুপদধূলি ॥
অনায়াসে যেই কালে প্রভুদরশন।
দেবের দুর্ল্লভ বস্তু সাধনের ধন ॥
সমধারা জনতার সাত দিন রাত।
কেবা কোথা থাকে, কেবা কোথা খায় ভাত ॥
কিছুই নির্ণয় নাই কোথা হ'তে আসে।
করিবারে সংকীর্ত্তন প্রভুসঙ্গে মিশে ॥
ধরাবাসী নহে যেন লোকান্তরে ঘর।
ক্ষুধা তৃষা নাহি দেহে অজর অমর ॥
একমাত্র ক্ষুধা তৃষা প্রভুদরশন।
ধরায় এসেছে ছেড়ে স্ব স্ব নিকেতন ॥
এইরূপে সপ্তাহ আগত হ'লে পর।
প্রভুর পড়িল লক্ষ্য শ্রীঅঙ্গ উপর।
এই কার্য্যে কার্য্য মম নহে সমাপন।
অতএব আবশ্যক শরীর রক্ষণ ॥
দেহ গেলে কি করিব বহু কর্ম্ম বাকি।
গোপনে আইলা প্রভু সবে দিয়া ফাঁকি ॥
কে বুঝিবে শ্রীপ্রভুর কর্ম্মের কৌশলে।
অলক্ষ্যেতে আগমন মলত্যাগছলে ॥
টের পেয়ে পাছে লোকে ধরাধরি করে।
একবারে গঙ্গাপার দক্ষিণসহরে ॥
প্রকাশ প্রচার কথা শুন অতঃপর।
স্বকরে প্রকাশ যেন পায় দিবাকর ॥
প্রভুর প্রকাশ তেন নিজ কর-বলে।
মহাতম হয় নাশ প্রকাশ শুনিলে ॥
বিরলে বসিয়া মন শুন কাণ পাতি।
শান্তির আলয় রামকৃষ্ণলীলাগীতি ॥

কেশবচন্দ্রে কৃপাদান।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎজননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

অদ্ভুত প্রভুর লীলা না যায় বর্ণন।
বিশেষিয়া লিখিবারে অশক্ত কলম॥
গাইতে প্রভুর লীলা প্রয়াস দুরাশা।
হীনবুদ্ধিমতি আমি পাড়াগেঁয়ে চাষা॥
প্রভুভক্ত-পদরজে মহিমা অপার।
সেই বলে বলি, শক্তি এ নয় আমার॥
অগাধ করুণাধার প্রভু দয়াময়।
লীলায় রয়েছে লক্ষ লক্ষ পরিচয়।
অকপট হৃদে আর সুসরল মনে।
যেইজন বারেক ডেকেছে ভগবানে॥
সেই পাইয়াছে শ্রীপ্রভুর দরশন।
হিন্দু কি মুসলমান্ খ্রীষ্টান যবন॥
শুন মন মধুর আখ্যান তার কই।
কিছু না জানেন প্রভু কৃপাদান বই॥
বরষায় যেন ঘন জলদের দল।
ডেকে হেঁকে শূন্যে ছুটে সতত: কেবল॥
অস্থির চঞ্চল মাত্র জল বরিষণে।
সেইমত প্রভুদেব জীবে কৃপাদানে॥
বিকল পরাণ হেথা সেথা ধাবমান।
প্রভুভক্ত বিনা কেহ না বুঝে সন্ধান॥
গতিবিধি গ্রামে গ্রামে হয় এইবার।
স্থানাস্থান মানামান নাহিক বিচার॥
কালের গতিক এবে বিষম ধরায়।
ভগবৎভক্তি জীবে কেহ নাহি চায়॥
দয়াময় ধরাধামে দেখিয়া দুর্গতি।
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রাম্যমান দিবারাতি॥
আঁচল ভরিয়া ল'য়ে মহারত্নধন।
কে চায় ভিখারী কোথা তার অন্বেষণ॥
যে জন কিঞ্চিৎ পায়, হ'য়ে মত্ততর।
বারে বারে আসে ছুটে দক্ষিণসহর॥
আসিলে প্রভুর পাশে সামান্য আশায়।
আশার অতীত বস্তু অনায়াসে পায়॥
বেলঘরিয়ায় জয় সেনের বাগান্।
একদিন প্রভুদেব সেইখানে যান॥
সুবিখ্যাত শ্রীকেশব ব্রাহ্ম সেই দিনে।
উপনীত তথা কত শিষ্যগণ সনে॥
স্নানের সময় বেলা প্রহরেক প্রায়।
হৃদু সঙ্গে প্রভুদেব গেলা বাগিচায়॥
প্রভুরে না চিনে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ।
আপনার মনে তাঁর তথা আগমন॥
আদর কি হতাদর কেহ নাহি করে।
কত লোক হেথা সেথা বাগিচা ভিতরে॥
একবারে যথা শ্রীকেশব সমাসীন।
ভাবাবেশে অঙ্গ টলে আধা বাহ্যহীন॥
দীনের ঠাকুর মোর দীন-সাজ গায়।
অতি দীনতমভাবে কহিলা তাঁহায়॥
আইনু হেথায় আমি বড় সাধ মনে।
শুনিতে তাঁহার কথা তোমার সদনে॥

কি ছবি ধরিয়া অঙ্গে অগ্রে দেখ মন।
কেশবের সন্নিকটে প্রভুর গমন ॥
বাসনাবর্জ্জিত যেন হৃদয়ের থলি।
একমাত্র হরিকথা শ্রবণ কাঙ্গালি ॥
ব্যাকুলতা একাগ্রতা দীনতা সংহতি।
হরিগত মন প্রাণ তাঁয় স্থিতি গতি ॥
ভক্তি প্রীতি একমতি মূর্ত্তির গঠন,
দেখিয়া শ্রীকেশবের না সরে বচন ॥
বাক্য গেল, কেশব উত্তর করে প্রাণে।
ভীষ্মার্জ্জুনে যেন কথা শর-সঞ্চালনে ।
ধন্য শ্রীকেশব ব্রাহ্ম অনুরাগী জন।
যাঁর অন্বেষণে শ্রীপ্রভুর আগমন ॥
সুন্দর আধার তাঁর সরলাতিশয়।
শ্রদ্ধাভক্তি অনুরাগ গুণের আলয় ॥
কেশবে পশ্চাতে কন মৃদু মন্দ ভাষে।
এবারে তোমার লেজ প'ড়ে গেছে খোসে ॥
শুনি তাঁর চেলাগণ প্রভুপানে চায়।
উপহাস ছলে বাক্য হাসিয়া উড়ায় ॥
শ্রীপ্রভু অপরিচিত নাহি দেখা শুনা।
দীনদুঃখীবেশ নাহি বাহ্যিক ঠিকানা ॥
বিজাতীয় হাবভাব বাতুলের প্রায়।
তাহে কহিলেন হেন, শুনে হাসি পায় ॥
শাদা কথা মহা অর্থ কথার ভিতরে।
সামান্য মানুষবুদ্ধি প্রবেশিতে নারে ॥
জীবের কি আছে দোষ দোষ পাবে কিসে।
হৃদিদ্বার পেঁচে আঁটা অন্তে নাই পশে ॥
তুচ্ছ জীব সদা ভ্রমে এরণ্ডার বনে।
কেমনে বুঝিবে প্রভুদেব কল্পদ্রুমে ॥
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলে না ধর্ম্ম হয় মন।
ধর্ম্ম-অনুরাগে কর্ম্মে ধর্ম্ম উপার্জ্জন ॥
ধর্ম্মের লক্ষণ বাহ্যে, ধর্ম্মজ্ঞান স্থূল।
ধর্ম্ম উপলব্ধি হেতু অনুরাগ মূল ॥
অনুরাগ তীক্ষ্ণ ইচ্ছা শ্রীহরিচরণে।
মায়াবদ্ধ তবু মন কাঁদে রেতেদিনে ॥
কামিনী কাঞ্চন ঘরে ভাল নাহি লাগে।
পরাণপুতুলি যার হৃদিমাঝে জাগে ॥
অনুরাগীজন যেন মায়াবদ্ধ শিব।
যে ফিরে হুজুগে তারে বলি বদ্ধজীব ॥
শ্রীকেশব অনুরাগী এত বল গায়।
অগণনে ব্রহ্মনামে মাতায়ে উঠায় ॥
রেলের এঞ্জীন যেন কলে জোর ভারি।
পাছু টেনে যায় শত ময়লার গাড়ি ॥
সেই মত সাধুজন কলের আকার।
মলিন কুঞ্চিত চিত হাজার হাজার ॥
সবে নিয়ে যায় সৎপথ-অভিমুখে,
এক সাধু এত দূর শক্তি ঘটে রাখে ॥
মলিন বিষয়ী বুদ্ধি ধরে যেই জন।
বুঝা বোঝা তার পক্ষে প্রভুর বচন ॥
না বুঝিয়া প্রভুবাক্য কৈল উপহাস।
তথাপি সৌভাগ্য করে সাধুসঙ্গে বাস ॥
হীন হেয় ঘৃণ্য কীট ফুলদলগত।
ভগবৎ পাদপদ্মে পড়ে যেই মত,
সেই ধারা সাধুসঙ্গে আছে সংলগন।
হোক্ হীন, কালে মিলে হরি দরশন ॥
বন্দি শিষ্যগণসহ কেশবচরণে।
যাঁহাদের সঙ্গে প্রভু মিলিলা বাগানে ॥
শিষ্যদের অল্পবুদ্ধি বুঝিয়া কেশব।
তখনি বলিল সবে হইতে নীরব ॥
হাসির ত নয় কথা, বুঝি কি কথায়।
সহজে সাধুর বাক্য বুঝা নাহি যায় ॥
অবশ্য গভীরে অর্থ আছে বর্ত্তমান।
ভালরূপে বিশেষিয়া কর প্রণিধান ॥
এত শুনি ভাঙ্গিয়া বলিলা পরমেশ।
এখন নাহিক বাহ্য অঙ্গে ভাবাবেশ ॥
বেঙাচির লেজ পিছে রহে যতক্ষণ।
ডাঙ্গায় উঠিতে শক্তি না হয় তখন ॥
যে সময়ে লেজখানি যায় তার টুটে।
শক্তিমন্ত অমনি ডাঙ্গায় লাফে উঠে ॥

লেজখানি একবার খ'সে গেলে পরে।
জলে স্থলে দুই ঠাঁই সে থাকিতে পারে॥
বেঙাচি দৃষ্টান্তে বলি যত জীবগণ।
মায়ালেজ সহ থাকে সংসারে মগন॥
পরম দয়াল প্রভু তাঁহার প্রসাদে।
মহামন্ত্ররূপবাক্য বেগে লাগে হৃদে॥
শক্তিময় প্রভুবাক্য লক্ষ্য যেইখানে।
কাহার এড়ান নাই অব্যর্থ সন্ধানে॥
কি কব শক্তির কথা প্রভুবাক্য ধরে।
পলকে দুর্ভেদ্য মায়া ছারখার করে॥
দু অক্ষরে মায়া কথা অতীব ভীষণ।
জগৎ জুড়িয়া ভিত্তি প্রকাণ্ড গঠন॥
সুনীল গগনসহ লোক চতুর্দ্দশে।
অণুবৎ সে মায়ার নখ-কোণে ভাসে।
যে মায়ার পরিমাণ নাহি অনুমানে।
তাহা তৎক্ষণে ভেদ প্রভুর বচনে॥
মন আমি অতি মূঢ় সুমূর্খ বর্ব্বর।
বিশ্বমধ্যে সুদুর্ল্লভ সমান দোসর॥
তা না হ'লে কেন হবে প্রয়াস আমার।
তৃণ কুটি সম কথা ল'য়ে গাড়বার॥
প্রকাণ্ড আকার যার নাই সমতুল।
প্রভু রামকৃষ্ণলীলা বিচিত্র দেউল॥
একটানা তটিনীর যেন স্রোতজলে।
বিন্দু বিন্দু করি তায় তেল দিলে ঢেলে।
কোথা চলে যায় ভেসে না হয় ঠিকানা।
কথায় তেমতি লীলা না হয় বর্ণনা॥
অতি ক্ষুদ্র বটবীজ বালুকাপ্রমাণ।
যদি কেহ ল'য়ে শিশু বালকে বুঝান॥
সুবিশাল বটবৃক্ষ আছে এই বীজে।
শত বার বলিলেও বালকে না বুঝে॥
সেইমত শ্রীপ্রভুর মহিমা অপার।
বুঝে না অপরে তারে বুঝালে হাজার॥
স্বল্পতোয়াধার যেন ক্ষুদ্র সরোবরে।
অগাধ সিন্ধুর জল কখন না ধরে॥
তেন ক্ষুদ্র নরশিরে প্রভুর মহিমা।
কদাচ করিতে নারে অণুকণাসীমা॥
এবা কিবা অসম্ভব পুরাণে বর্ণনা।
পাষাণী মানবী হয় কাষ্ঠতরী সোনা।
শিলা জলে ভাসমান রাবণ-নিধন।
সামান্য ধনুর শরে রাক্ষস-পতন॥
ধরে গিরি গোবর্দ্ধন অঙ্গুলি উপরে।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পাণ্ডবসমরে॥
পাত অষ্টাদশ দিনে জনেক না জাগে।
গাছের পাতার মত বসন্তের আগে॥
শূন্যহস্তে ধ্বংশ কংস মথুরাধিকার।
ত্রিপাদে ভুবনত্রয় বেষ্টন ব্যাপার॥
হরিনাম দিয়া পাপী কৈলা পরিত্রাণ।
উদ্ধার পাষণ্ডিদ্বয় জগাই মাধাই॥
ষড়ভুজ হ'য়ে দেখা দিলা মালিনারে।
বিতরণ হরিনাম প্রতি ঘরে ঘরে॥
বিষম বিদ্যার ছটা মহান্ পণ্ডিত।
সেই জন সম্মুখীন সেই পরাজিত॥
এক শব্দ হয় ব্যাখ্যা হাজার প্রকার।
কঠোর সন্ন্যাস কভু বেদান্তবিচার॥
এই সব অসম্ভব অন্য অবতারে।
মহান্ মহিমা ছটা পুরাণ ভিতরে॥
প্রভুর মহিমা সঙ্গে করিলে তুলনা।
বিন্দু যেন সিন্ধু সঙ্গে তিল অণু কণা॥
দয়াল দীনের বেশ উপরে উপরে।
কটাক্ষে কুলিশ বাজ জড়সড় ডরে॥
জানিনা জগৎমাঝে কি কঠিন হেন।
দুর্দ্দম্য অভেদ্য পাষণ্ডীর হৃদি যেন॥
তাহাও গলিয়া পড়ে জলের সমান।
কটাক্ষে হানিলে তাঁয় প্রভুভগবান্॥
দুর্ব্বল আকারে প্রভু বলের আকর।
যেন কুসুমের রেণু তড়িতের ঘর॥
আর এক শ্রীপ্রভুর দীনতমাচার।
যে কেহ সম্মুখে আগে তারে নমস্কার॥

শ্রীপ্রভুর নমস্কারে ধরে কিবা বল।
কথায় কি কব টলে অটল অচল॥
মেঘভেদী গিরি-শৃঙ্গ অহঙ্কার মান।
তারে যার সর্ব্বসহা ধরা কম্পবান॥
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে পড়ে ধূলার আকার।
হানিলে শ্রীপ্রভুদেব বাণ-নমস্কার॥
ভুবনমোহনস্বর শ্রীকণ্ঠে প্রভুর।
ত্রিতাপের মহাতাপ শুনে হয় দূর॥
সুমন্দ মধুর হাসি বদনমণ্ডলে।
ধন-জন-নাশত্রস্ত সেও দে'খে ভুলে॥
গুণের সাগর প্রভু আশ্চর্য্যকথন।
বারেক হেরিলে নহে কভু বিস্মরণ॥
মানুষে দেখিয়া মুগ্ধ কি কারণ হয়।
বলিতে নাহিক সাধ্য বলিবার নয়॥
কেশবে কহিয়া আর কথা দুই চারি।
ফিরিলেন সেই দিন মন করি চুরি॥
বেলঘরিয়ার বহু লোকে প্রভুদেবে।
পরিচিত বিশেষতঃ মানে ভক্তিভাবে॥
তার মধ্যে মুখুয্যে গোবিন্দচন্দ্র নাম।
সর্ব্বাধিক করিতেন প্রভুর সম্মান॥
ভাগ্যবান্ তাই প্রভু তাঁহার ভবনে।
করিলেন সংকীর্ত্তন ভক্তগণ সনে॥
যেইখানে শ্রীপ্রভুর পড়ে পদধূলি।
সেই মহাপুণ্যধাম মহাতীর্থ বলি॥
এক কর্ম্মে কোটি কর্ম্ম হয় সমাধান।
গমন করেন যথা প্রভু ভগবান্॥
আরে মন শুন শুন লীলার কৌশল।
জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনী শ্রবণমঙ্গল॥

দীনাচার।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগতজননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

শ্রীপ্রভুদেবের লীলাজলধির তলে।
যে যা চায় তাই পায় তলিয়া খুঁজিলে॥
নাহি হেন রত্নধন যাহা নাই তায়।
কাজে কাজে দেখ মন কি কাজ কথায়॥
গঙ্গার অপর কূলে কোন্নগর গ্রাম।
ভক্তিমন্ত সম্ভ্রান্ত লোকের বাসস্থান॥
বার বার আগমন হয় সেই গ্রামে।
গেলে পরে অগণন লোকজন জমে॥
বলিয়াছি শ্রীবচন কিবা রসে ভরা।
শুনিলে মানুষে করে সুখে মাতোয়ারা॥
মহাসুখে হ'য়ে মত্ত পিয়ে বাক্যরস।
দেহ বহির্গত মন, শরীর অবশ॥

কৃপাবলে একবার পেলে আস্বাদন।
মরিলেও দেহ-অন্তে নহে বিস্মরণ॥
একদিন শ্রীপ্রভুর আগমন গ্রামে।
দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন আসে কথা শুনে॥
ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণসন্তান।
অন্তরেতে পরিপূর্ণ বিদ্যা-অভিমান॥
ব্রাহ্মণ বড়ই করে গরিমা বিস্তার।
হেথা বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু অবতার॥
দীনহীনাচারে পূর্ণ ধূলার সমান।
যে যা চায় তায় হয় সেই বস্তু দান॥
অহঙ্কারে মহাভারি ব্রাহ্মণকুমার।
দেখা মাত্র অগ্রে প্রভু কৈলা নমস্কার॥
প্রতিনমস্কার না করিয়া দ্বিজবর।
উপবিষ্ট হইলেন প্রভুর গোচর॥
কহে দ্বিজ দম্ভভাবে নাহি জ্ঞানলেশ।
আপনি কি ব্রাহ্মণের প্রণম্য বিশেষ॥
অর্থাৎ যদিও জন্ম ব্রাহ্মণের কুলে।
হইয়াছে ভ্রষ্টাচার যজ্ঞসূত্র ফেলে॥
ব্রাহ্মণ করিলে পরে পৈতা পরিহার।
ব্রাহ্মণের জাতি শক্তি নাহি থাকে আর॥
সাধন-ভজনে যবে বাহ্যজ্ঞানহারা।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিবর্জ্জিত অঙ্গে নাই সাড়া॥
ঘন ঘন সমাধিস্থ সততঃ গোসাঁই।
তখন হইতে তাঁর যজ্ঞসূত্র নাই॥
কবে কোথা যায় প'ড়ে প্রভু নাই জানে।
আছে কিনা আছে পৈতা কিছু নাই মনে॥
অঙ্গে নাই যজ্ঞসূত্র হৃদয় দেখিলে।
নূতন নূতন পৈতা পরাইত গলে॥
অদ্যাপি জীবিত আছে ভাগিনা হৃদয়।
এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিলে এইমত কয়॥
বাহ্যহীন হেতু সূত্র কভু যেত প'ড়ে।
কখন দিতেন তিনি আপনিই ছিঁড়ে॥
নিজে নষ্ট করিতেন তাহার কারণ।
অবস্থা বিশেষে হ'ত অসহ্য বন্ধন॥

বিদ্যামদে অভিমানী সুকর্কশ ভাষা।
করিলেন দ্বিজবর প্রভুরে জিজ্ঞাসা॥
আমার প্রণম্য কি না বটেন আপনি।
দীনভাবে উত্তরিলা প্রভুগুণমণি॥
আমি সকলের দাস এই বোধগম্য।
মম শ্রেষ্ঠ সকলেই আমার প্রণম্য॥
নিম্নতর কোন কিছু নাই ত্রিভুবনে।
আমি নিম্ন সকলের এই জ্ঞান মনে॥
ফাঁকি সুকৌশল দ্বিজ কহে আরবার।
উত্তর এ নহে ঠিক প্রশ্নের আমার॥
আমি যজ্ঞসূত্রযুক্ত আপনার নাই।
আমার প্রণম্য কিনা সেহেতু সুধাই॥
সন্ন্যাস আশ্রম যারা করেন গ্রহণ।
সূত্রত্যাগ তাঁহাদের ব্যবস্থা নিয়ম॥
সন্ন্যাসীর যজ্ঞসূত্র যদি নাই গলে।
সবার প্রণম্য তবু শাস্ত্রে হেন বলে॥
আপনি কি লয়েছেন সন্ন্যাস-আচার।
দীনতমভাবে প্রভু করিলা স্বীকার॥
মূল ছেড়ে শাস্ত্রপাঠে কিবা ফলে ফল।
সমুদ্রমন্থনে পায় অসুরে গরল॥
শাস্ত্রপাঠে দম্ভ ঘুটে ঘট করে ভারি।
নামে কয় ন্যায়রত্ন কাজে কাণাকড়ি॥
ন্যায়পাঠী দ্বিজবর নারিল বুঝিতে।
হেন দীনতার ভাব বহে কার চিতে॥
এ ভাবের অণুকণা ভুবনে বিরল।
এ দীনতা দীননাথে সম্ভব কেবল॥
জয় জয় দীননাথ অনাথের হরি।
শাস্ত্র করি, করিয়াছ বড় কারিকুরি॥
নমস্কার শাস্ত্রপাঠে, শাস্ত্র আলোচনা।
তৃণকুটিরাশি শাস্ত্র মাত্র বিড়ম্বনা॥
কি চক্রে হে চক্রপাণি গড়িয়াছ শাস্ত্র।
শাস্ত্র পড়ে আনে ঘরে কেবল অনর্থ॥
নাই জানি মূল কাজে কি সহায় করে।
কোথায় খুলিবে পেঁচ, আরও এঁটে ধরে

দেখে ফল হলাহল লাগে ভেবাচেকা।
কে বলে সুমূর্খতর তসরের পোকা॥
দিব্যভাবশূন্য হৃদি পূর্ণ অহঙ্কার।
অভক্তলক্ষণ যত অভক্ত-আচার॥
দাম্ভিক পুরুষকার ছার প্রতিপত্তি।
গণ্য মান্য জনমাঝে অসার সম্পত্তি॥
সযতনে শাস্ত্রপাঠে এই হয় সার।
বিষম কণ্টক হরিভক্তির সেবার॥
সৎশাস্ত্র পাঠে হয় দোষ আরোপণ।
উদ্দেশ্য না হয় যদি তত্ত্ব-অন্বেষণ॥
এ বিষয়ে শ্রীপ্রভুর শ্রীবদনে শুনা।
বিরাগবিহীনে শাস্ত্র পাঠের উপমা॥
শুকুনি গৃধিনী পাখী যেন কর মনে।
কত উচ্চ দূরে উড়ে সুনীল গগনে॥
পাইত দেবেশপুরী উদ্দেশ্য থাকিলে।
যত ঊর্দ্ধে থাকে তার কিছু ঊর্দ্ধে গেলে॥
কিন্তু নাহি রহে লক্ষ্য স্বর্গের উপরে।
আঁখি তথা যথা আছে পচা কায়া প'ড়ে॥
সেইমত শাস্ত্রপাঠী বহু শাস্ত্র পড়ে।
হীন হেয় ধন মান উপার্জ্জন তরে॥
আর যেবা পড়ে শাস্ত্র তত্ত্বের আশায়।
জ্ঞান ভক্তি অনুরাগ পাতা ঘেঁটে পায়॥
ভগবৎপাদপদ্মলুব্ধ যেই জন।
সেই শাস্ত্রপাঠে পায় শ্রীগুরুচরণ॥
প্রভেদ উদ্দেশ্যে মাত্র, শাস্ত্রে কিছু নাই।
কেহ পায় নিধি রত্ন কেহ পায় ছাই॥
বিশেষিয়া বিবরণ বলিতে হইলে।
সেই মাত্র সৎকর্ম্ম গুরু যার মূলে॥
যে জন শ্রীগুরুপদ অন্বেষণ তরে।
সৎশাস্ত্র পাঠ কর্ম্ম পথরূপে ধরে॥
তাঁর পাঠ তাঁর কর্ম্ম সতেতে গণনা।
গুরু ছেড়ে শাস্ত্র পড়া মাত্র বিড়ম্বনা॥
অভিমানী ন্যায়রত্ন শাস্ত্র করি পাঠ।
বসায়েছে হৃদি মাঝে অবিদ্যার হাট॥
বিদ্যায়, কি আছে কাজ বিদ্যায় কি করে।
যে বিদ্যায়, বিদ্যা যিনি তাঁরে রাখে দূরে॥
কামিনীকাঞ্চনপূর্ণ অবিদ্যা-আপণে।
ধন জন মান খ্যাতি অহংকার ভাণে॥
বিদ্যা-অভিমানে মত্ততর অতিশয়॥
এবে ধরাধামে নরনারীর হৃদয়॥
শ্রীপ্রভু দেখিয়া এবে সময়ের গতি।
হইলেন নিরক্ষর হয়ে বিদ্যাপতি॥
দীনহীনাচার, হয়ে শক্তির আধার।
জীব শিক্ষা হেতু, হেতু নহে অন্য আর॥
বুদ্ধিনাশী মদে হেন ধারা বর্ত্তমান।
জীবে নাহি ছাড়ে তারে যতক্ষণ প্রাণ॥
এখন সময় নয় প্রলয়ের কাল।
ব্রহ্মগত শক্তি ঘুচে সৃষ্টির জঞ্জাল॥
লীলা হেতু অবতীর্ণ ধরি কলেবর।
পূর্ণব্রহ্ম প্রভুদেব দয়ার সাগর॥
শ্রীপ্রভু অদ্ভুত লীলা করিলা জাহির।
নিজে নুয়ে নুয়াইলা মদমত্ত-শির॥
সন্ন্যাস-আচার কি না ন্যায়রত্ন যবে।
ফাঁকি ধরি জিজ্ঞাসা করিল প্রভুদেবে॥
হেন দীনতমভাবে প্রভু দিলা সায়।
সন্ন্যাসী ভাবের অহং-গন্ধ নাহি তায়॥
আমি ভক্ত আমি ত্যাগী যোগতপাচারী
এ ভাব অন্তরে যার সেই অহংকারী॥
বিষম মদের ফল, ফল যেন বিষে।
অহংকার অভিমানে, ত্যাগ ভক্তি নাশে।
কি কঠিন মদত্যাগ মদমত্তমন।
কেমনে কহিব তোরে কি আছে বচন॥
লৌহার কাঠিন্য কিবা থাকে দেখ' তায়।
আগুনে গলিলে পরে সলিলের প্রায়॥
নাহি থাকে আপন স্বভাব ধর্ম্ম রীতি।
তেন মদহীনে হয় ত্যাগীর প্রকৃতি॥
গুরুর কৃপায় পেলে ইহার আভাস।
তথাপিহ তাহে থাকে আমিত্বের বাস॥

শূন্যঘৃতকুম্ভবৎ যেন উপমায়।
আগুনে পুড়িলে তবু গন্ধ নাহি যায়॥
শ্রীপ্রভুর স্থিতি কোথা, ভাব কি রকম॥
নরশিরে কখন না হয় নিরূপণ॥
গন্ধাদি বর্জ্জিত ভাব বুঝা মহাদায়।
যে ভাব সর্ব্বদা বহে শ্রীপ্রভুর গায়॥
না যোগায় বাক্যে দিতে আভাস তাহার।
যে ভাবে সন্ন্যাসী প্রভু করিলা স্বীকার॥
যাহার আভাসে ন্যায়রত্ন ভাগ্যবান্।
সুয়ায়ে উন্নত শির করিল প্রণাম॥
প্রভুদেবে একবার প্রণামে কি ফলে।
অবশ্য পাইবে বার্ত্তা চরিত শুনিলে॥
দেখিয়া অনন্যমন যত লোক জন।
হিত-উপদেশ উক্তি বিবিধ রকম॥
নানা রঙ্গরসে ভরা প্রচুর প্রচুর।
সরল উপমাসহ শ্রুতিসুমধুর॥
কহিতে লাগিলা প্রভু হেন মিষ্টভাবে।
দুর্ব্বোধ্য যদিও মূর্খে বুঝে অনায়াসে॥
শ্রীপ্রভুর দীনভাব দীনতম রীতি।
উন্নত হইয়া এত সহজ প্রকৃতি॥
উচ্চতম জ্ঞানতত্ত্ব সরল ভাষায়।
বর্ণিবার মহাশক্তি যুক্ত রসনায়॥
দেখিয়া শুনিয়া পায় গড়াইয়া পড়ে।
আছিল একত্র যত সভার ভিতরে॥
শ্রবণমঙ্গল শুন প্রভুর প্রচার।
ফুটিবে চৈতন্য, যাবে অজ্ঞান-আঁধার॥
পাইবে শ্রীপ্রভুদেবে ধ্রুব কর্ণধার।
অপার সংসারার্ণবে যাহে হবে পার॥

লক্ষ্মী মারয়ারির অর্থদান প্রার্থনা।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগতজননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

শ্রবণে পবিত্র চিত্ত প্রভুর কাহিনী।
কলিকালে অবহেলে ভক্তি মিলে শুনি॥
কামিনী-কাঞ্চন মহা অবিদ্যা-বন্ধন।
যায় টুটে হৃদে উঠে চৈতন্য তপন॥
শুগ্নদন্ত ষড়রিপু-বিষধরগণে।
শক্তিমন্ত মহামন্ত্র লীলাকথা শুনে॥
কালকূট ত্রিতাপ সন্তাপে পায় ত্রাণ।
মহৌষধি শান্তিনিধি প্রভুলীলাগান॥
ধর্ম্মের স্থাপন, জীবশিক্ষার কারণে।
বারে বারে অবতার প্রভু ধরাধামে॥
কাল পাত্র আদি ভেদে নূতন বিধান।
শুন এবে কিবা শিক্ষা দিলা ভগবান্॥

এ সময় ধর্ম্মলোপ প্রায় ধরাতল।
কামিনীকঞ্চনাসক্ত সকলে কেবল॥
বড়ই বিরল ভগবৎলুব্ধ প্রাণ।
ধর্ম্মচর্চ্চা কথা মাত্র ধার্ম্মিকের ভাণ॥
কামিনী কাঞ্চন ধর্ম্ম-আচরণমূলে।
রতিমতিশূন্য গুরুচরণকমলে॥
নিঃসন্দেহ এত অন্ধ গোটা বসুন্ধরা।
আঁখিতে যেমন নাই দৃষ্টিশক্তি তারা॥
অন্ধকারে ভ্রাম্যমাণ দিবসযামিনী।
আঁধারে গিয়ান যেন কিরণের খনি।
দিনমণি করাকর, প্রকাশক কিবা।
অন্তরে আদতে নাই তিল কণা আভা॥
এইমত এবে যত মানুষ সবাই।
পরমার্থ বস্তু কিবা কোন বোধ নাই॥
ধরায় অবিদ্যা তুলিয়াছে মহামার।
এ হেন সময় প্রভুদেব অবতার॥
অনামুষী ত্যাগ আচরিয়া ভগবান্।
বিষে ঘেরা জীবে দিলা শিক্ষার বিধান॥
কঠোর প্রভুর ত্যাগ, হেন কোথা কার।
কামিনী কাঞ্চনে জ্ঞান বিষের ভাণ্ডার॥
কামিনী সম্বন্ধে কত বলিয়াছি মন।
এইবারে শুনহ কাঞ্চন-বিবরণ॥
এত ছটাঘটাপূর্ণ শ্রীপ্রভুর কাজ।
অধোমুখ শরৎ দিনেশ পেয়ে লাজ॥
ধরায় না পারে দেখাইতে মুখ খুলে॥
মাঝে মাঝে ঢুকে তাই মেঘের আড়ালে॥
প্রভুর মহিমাগাথা মহা জ্যোতিষ্মান্।
কেবল পাষণ্ডী কাণা না পায় সন্ধান॥
প্রভু দরশনে আসে কত লোকজন।
একদিন সমাগত লক্ষ্মীনারায়ণ॥
ধনী মহাজন তিনি জেতে মাড়য়ারী।
ধনেশ বিশেষ ঘরে বহু টাকা-কড়ি॥
ভগবদ্‌গীতা তাঁর কিছু কিছু জানা।
ধার্ম্মিক গিয়ানে করে দম্ভ ষোলআনা।
প্রভুর শুনিয়া নাম আসে দরশনে।
মাড়োয়ারী জেতে বড় সাধুভক্ত মানে॥
কর্ম্মকাণ্ডে রতিমতি বহু করে ব্যয়।
সাধুসেবা রাত্রিদিবা বিরক্ত না হয়॥
শাস্ত্রের প্রসঙ্গে তর্ক করে প্রভুসনে।
অচৈতন্য, ঢাকা আঁখি অবিদ্যাবরণে॥
সরল প্রকৃতি আর ধর্ম্মতৃষাতুর।
দেখি তারে দিলা শান্তি দয়াল ঠাকুর॥
শ্রীপ্রভুর কৃপাকণা পায় যেই নরে।
কৃপার পিপাসা তার শত গুণে বাড়ে॥
কি কৃপা প্রভুর কৃপা কি ভিতরে তার।
যে পেয়েছে সে বুঝেছে নহে বলিবার॥
কহিতে আভাস তবু কথা নাই যুটে।
বাক্যবান হয় বোবা যোড়া লাগে ঠোটে॥
সসাগরা বসুন্ধরা কোষপূর্ণ নিধি।
ব্রহ্মত্ব শিবত্ব কিবা বিষ্ণুত্ব অবধি॥
উপেক্ষা করিয়া পাছু ফেলি ছুটে যায়।
যদি আর কিছু শ্রীপ্রভুর কৃপা পায়॥
আস্বাদ পাইয়া লক্ষ্মী আসে ছুটে ছুটে।
কৃপার সাগর শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে॥
ধন্য ধন্য পঞ্চভূত দুর্ভেদ্য নিগড়।
যেই উপাদানে গড়া নরকলেবর॥
কিবা বলীয়ান্ যেন শ্রীপ্রভুর কৃপা।
অদ্‌ভুত পঞ্চভূত তারে ফেলে ছাপা॥
শক্তি নাই একবারে ঢাকাইতে তারে।
কৃপা-বল দেহ ঘটে উঠুডুবু করে॥
ডুবিলে অবিদ্যা করে চিত্ত আকর্ষণ।
উঠিলে মিলায় পুনঃ শ্রীগুরু-চরণ॥
বিধির নিয়ম কভু নহে টলিবার।
দিনে রেতে খেলে ঘুরে আলোক আঁধার॥
যদি বল' সর্ব্বোপরি কৃপা বলীয়ান্।
বহু দূরে নীচে তার বিধির বিধান॥
দীপ্তিমান কেন নাহি রবে দিবারাতি।
একভাবে প্রভুকৃপা জ্যোতির্ম্ময় বাতি॥

বড়ই সমস্যাকথা ইহার উত্তর।
প্রভুর আজ্ঞায় গড়ে বিধি কারিকর॥
ধরাতল লীলাস্থল তাক্ষ্ক আসরে।
খাঁটীতে না হয় কাজ, তাই খাদে গড়ে॥
পাইয়া প্রভুর কৃপা লক্ষ্মী মাড়োয়ারী।
অপার আনন্দ ভুঞ্জে দিবাবিভাবরী॥
প্রভুর অভয় পদে বেড়েছে পিরীতি।
খেতে শুতে মনে জাগে মোহন মূরতি।
বিষয়ে বিমুগ্ধবুদ্ধি মানুষ সকল।
বিষয় বৈভব টাকা বুঝয়ে কেবল॥
অর্থের অধিক প্রিয়তম নাহি আর।
তুলনায় অতি তুচ্ছ পাঁজরের হাড়॥
তাই লক্ষ্মী মাড়োয়ারী করে মনে মনে।
টাকা-কড়ি প্রভুদেবে দেয় কিছু এনে॥
এদিকে কঠোর ত্যাগ দেখিয়া প্রভুর।
বচনে বলিতে নারে চিন্তায় আতুর।
সুযোগ সুবিধা ছল করে অন্বেষণ।
একদিন বলিবার পাইল কারণ॥
ছিন্ন হেরি শ্রীপ্রভুর বিছানা-চাদর।
জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে লক্ষ্মী যুড়ি কর॥
ছিন্ন বস্ত্র ব্যবহার্য্য নহে আপনার।
যোগাতে নূতন বস্ত্র কার আছে ভার॥
উত্তরিলা প্রভুদেব ভবের কাণ্ডারী।
প্রয়োজন যাহা দেয় পুরী অধিকারী॥
লক্ষ্মী তাঁয় পুনরায় করে নিবেদন।
এখানে জানে না লোকে সাধুর সেবন॥
সাধুসেবাহেতু যাহা আবশ্যক লাগে।
উচিত যোগান সব চাহিবার আগে॥
আমাদের দেশে যত ধনী মহাজন।
সাধুসেবাহেতু অর্থ দেয় বিলক্ষণ॥
সাধুর সেবনে আছে রীতি প্রচলিত।
রাখিবারে কিছু অর্থ করিয়া স্থগিত॥
যত ব্যয় সংকুলান হয় তার আয়ে।
চাহিতে না হয় কভু দ্রব্যের লাগিয়ে॥

তেকারণ হইতেছে বাসনা এতেক।
ব্যয়মত কিছু অর্থ হাজার দশেক॥
কোম্পানীকাগজ কিনি রাখি স্থিত ক'রে
সুদে তার আপনার ব্যয় হবে পরে॥
গরল কাঞ্চনকথা তাঁর মুখে শুনি।
বিষম বিরক্ত হৈলা প্রভুগুণমণি॥
বলিলেন কেন দাও অর্থ-প্রলোভন।
সব অনর্থের মূল অবিদ্যা কাঞ্চন॥
কণ্টকস্বরূপ অর্থ পরমার্থ পথে।
কোন প্রয়োজন নাই নাহি হেন অর্থে॥
চিত্তে যার তিলমাত্র অর্থভাব থাকে।
মহানন্দময়ী শ্যামা নাহি মিলে তাকে॥
এমত অর্থের কথা না কহিবে আর।
সর্ব্বনাশী অর্থে কাজ নাহিক আমার॥
শরীররক্ষণহেতু আবশ্যক যায়।
সময়ে সকল পাই শ্যামার ইচ্ছায়॥
যতই বলেন প্রভু লক্ষ্মী নাহি শুনে।
কথার উপর কথা হয় তাঁর সনে॥
নিশ্চয় বুঝিল যবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রভু নিজে না করিবা কাঞ্চন গ্রহণ॥
তবু মাড়োয়ারী বহু জেদ করি পুছে।
আপনার আত্মবন্ধু অনেকে ত আছে॥
থাকিবে কাগজ কেনা অপরের নামে।
শুনি প্রভু বলিলেন লক্ষ্মীনারায়ণে॥
আত্মীয়-বন্ধুর নামে যদি হয় রাখা।
সময়ে হইবে মনে সে আমার টাকা॥
অবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি কামিনী কাঞ্চন।
সামান্য পরশে জারে যোগেশের মন॥
বিষধরী সর্পী যদি অঙ্গ-অংশে কাটে।
আগোটা শরীর নষ্ট হয় কালকূটে॥
সেইমত অণুকণা আসক্তি কাঞ্চনে।
ক্রমশঃ জরায় বিষে ষোল আনা মনে॥
অতেব গরল সম ভীষণ কাঞ্চন।
নাহি শক্তি কোন মতে করিতে গ্রহণ॥

লক্ষ্মীর তথাপি খেদ উঠে থেকে থেকে ।
বাহির করিল নোট বাঁধা ছিল টেঁকে ॥
বলে আমি আনিয়াছি আপনার তরে ।
কি প্রকারে পুনরায় ল'য়ে যাই ঘরে ॥
করুন যা হয় ইচ্ছা হোক আপনার ।
কেমনে লইব দত্ত টাকা পুনর্ব্বার ॥
দাঁড়ায়ে গন্তব্য পথে পিশাচিনী দে'খে ।
কাঁদে যেন মহাভয়ে শৈশব বালকে ॥
জড়সড় ত্রস্ত চিত আকুল পরাণী ।
ডাকে সর্ব্বদুঃখহরা আপন জননী ॥
সেইমত প্রভু করি নোট দরশন ।
মা মা বলি ডাক ছাড়ি করেন রোদন ।
বালকস্বভাব প্রভুদেব অবিকল ।
মা মা বলি কান্না তাঁর কেবল সম্বল ॥
কত যে কাঁদিলা, নাই কান্নার অবধি ।
কাঁদিতে কাঁ'দিতে আসে গভীর সমাধি ॥
ঘুচিল জঞ্জাল যত সুস্থির এক্ষণে ।
সরসীর জল যেন ঝঞ্ঝা অবসানে ॥
প্রতিবিম্বে শ্রীবদনে খেলে অতঃপর ।
আনন্দ-কৌমুদী-ছটা পরম সুন্দর ॥
সমাধিস্থ ভাব যেন জননীর কোল ।
অতি নিরাপদ সেথা নাই কোন গোল ॥
অর্থ দেখি ত্রস্ত প্রভু যত পরিমাণে ।
ততোধিক ত্রস্ত চিত লক্ষ্মী এইখানে ॥
মনে গণে আপনার বিষম প্রমাদ ।
কেন হেন কৈনু কর্ম্ম মহা অপরাধ ॥
যথা জ্ঞান ভাল কাজে বিপরীত ফল ।
হেন মহাত্মার যাহে চক্ষে ঝরে জল ॥
পরম মঙ্গল এই মনস্তাপে পায় ।
কুড়াইয়া নোটগুলি সে দিন পালায় ॥
মন তোর শিক্ষা হেতু শুনাই ভারতী ।
কল্যাণবিধান এই রামকৃষ্ণ পুঁথি ॥

প্রভুদরশনে দক্ষিণেশ্বরে কেশবের আগমন

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী ।
জয় জয় গুরুমাতা জগতজননী ।
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

সুধার সাগর সম রামকৃষ্ণকথা ।
মিঠায় কি পরিমাণে না হয় ইয়ত্তা ॥
হেন কথা আন্দোলনে থাক সদা মন ।
স্মরি গুরু প্রভুদেব তমোবিমোচন ॥
কেশব সেনের সঙ্গে খেলা যে প্রকার ।
গাইলে শুনিলে ভক্তি চৈতন্যসঞ্চার ॥
ব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি সমতুল্য হয় জ্ঞান ।
সাকার সে নিরাকার এক ভগবান্ ॥

ব্রাহ্ম শ্রীকেশব সেন সর্ব্বজনে জানা।
অতিমান্য অগ্রগণ্য ধন্য এক জনা॥
চিকিৎসক বৈদ্যবংশে তাঁহার উদ্ভব।
পিতা পিতামহগণ কৃষ্ণভক্ত সব॥
বংশগত ধর্ম্মে নাহি তাঁর রতিমতি।
বাল্যাবধি কেশবের স্বতন্ত্র প্রকৃতি॥
দেশেতে ইংরাজি বিদ্যা চলন এখন।
উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজভাষা অধ্যয়ন॥
নিতি নিতি অধ্যয়নে বিদ্যা বেড়ে যায়।
বিশেষ ব্যুৎপন্ন হৈল ইংরাজি ভাষায়॥
"বিশুদ্ধ" এ ভাষা যেন তেন তাঁয় গড়ে।
বাইবেল গ্রন্থ পাঠে অনুরাগ পরে॥
ছেড়ে গেল বিদ্যারাগ ধর্ম্মপথে টান।
সরল হৃদয়ে করে তাহার সন্ধান॥
গ্রন্থের মধ্যেতে তত্ত্ব হয় অন্বেষণ।
সেই হেতু দিবারাতি চলে অধ্যয়ন॥
তার সঙ্গে কার্য্যগত হইল আচার।
অসাত্ত্বিক খাদ্য যত যত্নে পরিহার॥
প্রার্থনা প্রাণের বস্তু বিভুর উদ্দেশে।
সৎপথ সৎদৃষ্টি মিলে তাঁর কিসে॥
মঙ্গল-আলয় ভক্তপ্রিয় ভগবান্।
অলক্ষ্যে লাগাম ধরি কেশবে চালান॥
বাহ্য অন্তে সরলতা সেই সে কারণে।
নবীনে কেশবচন্দ্র সুপ্রবীণ জ্ঞানে॥
গম্ভীরতা, স্থিরবুদ্ধি, অকপটমতি।
বক্রভাবাপন্নহীন সহজ প্রকৃতি॥
অল্পভাষী, মিষ্টভাষী নির্জ্জনপ্রিয়তা।
বাণ সম কানে লাগে সাংসারিক কথা॥
তেজপূর্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি আপনা শাসনে।
বিবেক বৈরাগ্য বৃদ্ধি চেষ্টা দিনে দিনে॥
ভাবী ফলশালী বৃক্ষ চারায় যেমন।
লহ লহ কচি পাতা সবুজ বরণ॥
নূতন নূতন ফেলে প্রত্যেক সকালে।
তেমতি কেশবচন্দ্র উঠে কুতূহলে॥

সমাধ্যায়ী আত্মবন্ধু সকলের পাশ।
মনোগত ধর্ম্মভাব করেন প্রকাশ॥
প্রায় যায় উপহাসে কি করিয়া বুঝে।
না হইলে কেশবের সমকক্ষ তেজে॥
নিহিত অন্তরে ঐশী শক্তির আবেশ।
না হইলে জীবে কিসে করিবে প্রবেশ॥
ঘোর বৈরাগ্যের কথা বিবেককাহিনী।
বিপরীত বুঝে যত জগতের প্রাণী॥
ঘুমন্ত কেশব নয় উন্মীলিত আঁখি।
কতক্ষণ আগুন বসনে থাকে ঢাকি॥
বাহিরিল নিজ তেজে গতি কেবা রোধে।
প্রচারিতে নিজ মত কর্ত্তব্যানুরোধে॥
বলিতে বলিতে হেথা সেথা বার বার।
বলিবার শক্তি পটে ফুটিল অপার॥
বক্তা নামে হৈল খ্যাত বীর বলবান্।
যে মাথা উন্নত তারে সহজে নুয়ান॥
ইংরাজিতে কেশবের বক্তৃতার চোটে।
শ্বেতকায় মিশনারি চমকিয়া উঠে॥
হেন সুকৌশল তর্কে বাঁধা কথা তাঁর।
প্রতিবাদে সম্মুখীন সাধ্য নহে কার॥
কর্কশ স্বভাব কথা নহে কোন কালে।
যদিও আগুন ছুটে যে সময় বলে॥
মূর্ত্তিতে মিঠানি যেন তেমন কথায়।
মনে হয় শুনি শুনি যেন না ফুরায়॥
উচ্চভাবযুক্ত এত তরলে বাহির।
মনে হয় বরপুত্র বাগ বাদিনীর॥
ভাবেতে যদিও কথা বাঁকা স্থানে স্থানে।
ধরিতে নারিত কেহ বিদ্যাবলগুণে॥
সরলতা বল আর বিদ্যাবল দুয়ে।
কেশবে গৌরবী কৈল কেশব করিয়ে॥
সত্ত্বগুণে সরলতা লতা সুকোমল।
ভক্তপ্রিয় ঈশ্বরের আদরের স্থল॥
সতত বেষ্টিত লতা থাকে ভগবানে।
প্রসবে মধুর ফল কুসুম উদ্যমে॥

ক্রমশঃ কেশব এত সদ্‌গুণে ভূষিত।
দেখিলেই সবে বুঝে ঈশ্বর-জানিত॥
বিলাতে ইংলণ্ডদেশে যাত্রা একবার।
গুণী মানী তথাকার হাজার হাজার॥
স্বভাবসুলভ নম্র বিনীতাচরণে।
বিদ্যাবল পরিচয় বক্তৃতা-শ্রবণে॥
আসিত আশ্রমে কত দেখিতে তাঁহায়।
কেশবের এখন এতেক শক্তি গায়॥
ইংলণ্ডের রাণী যিনি ভারত-ঈশ্বরী।
সমান আসন দেন সমাদর করি॥
প্রাসাদে আপন ঘরে ল'য়ে গিয়া তাঁরে।
বুঝ মন কত শক্তি শ্রীকেশব ধরে॥
দেশে কি বিদেশে তুল্য সমাদর তাঁর।
উদ্‌গ্রীব না হবে পরে পাবে সমাচার॥
ধর্ম্মভাব কেশবের শুনহ এখন।
মহেশ গণেশ বিভু নিত্য নিরঞ্জন॥
গুণময় সগুণ যে ব্রহ্ম নিরাকার।
সৃজন পালন লয় শক্তির আধার॥
পিতা পাতা সবাকার পুরুষপ্রধান।
পূর্ণব্রহ্ম নিত্যানন্দ ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থান॥
ইন্দ্রিয়বিহীন আছে ইন্দ্রিয়াদি স্থির।
বিশাল সৃষ্টির মধ্যে বিক্রম জাহির॥
অখণ্ড অনাদি ঈশ সর্ব্বশক্তিমান্।
অক্ষয় অমর অন্তহীন গুণধাম॥
ন্যায়পরায়ণব্রত মঙ্গল-আচার।
হেন নিরাকার ব্রহ্ম উপাস্য তাঁহার॥
সাকারে স্বীকার নহে খণ্ড বোধ হয়।
ব্রহ্মশক্তি বিষয়েতে পূরা অপ্রত্যয়॥
আচারী বৈষ্ণব খ্যাত বৈদ্যকুলোদ্ভব।
যেখানে পুত্রের নাম থুইল কেশব॥
সে বংশেতে নিরাকারবাদী জন্মে ছেলে।
হাসিবে বৈষ্ণবকুল এ কথা শুনিলে॥
হাসির ত নয় কথা লীলার খবর।
বাহ্যে দেখিবার নয়, দ্রষ্টব্য ভিতর॥

শক্তিধর শ্রীকেশব ঈশ্বরের জানা।
জীব নহে কর্ম্মচারী ভাবে তাঁরে আনা॥
কিবা কর্ম্ম করাইলা ধর্ম্মের কারণ।
এই লীলামঞ্চ ধরা যাঁহার সৃজন॥
সুন্দর কথন শুন লীলাদৃষ্টি হবে।
বৈষ্ণবের চূড়ামণি কেশবে দেখিবে॥
কোন্‌রূপে কিবা পথে কোথা কার গতি।
কোথায় বিশ্রামশয্যা আনন্দ সংহতি॥
আনন্দে আনন্দময় পরিণাম ফল।
একা ভগবৎলীলা দেখিবার স্থল॥
সাকার শ্রীকেশবের শেষ পরিণাম।
পরম আনন্দময় বিশ্রামের স্থান॥
নিরাকার পথে রবে কার্য্য হেতু গতি।
শুনহ মধুর রামকৃষ্ণলীলা-গীতি॥
নানা জাতি ধর্ম্ম এবে ভারতে প্রচার।
বিবিধ সম্প্রদাভুক্ত বিবিধ আচার॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁর ধর্ম্ম গায় জনে জনে।
বহু হিন্দুবংশ মজায়েছে খ্রীষ্টিয়ানে॥
ধর্ম্মভাবে আত্মভাব মিলায়ে এখন।
ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রীকেশব হইল মিলন॥
বহু ভাষাশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণসন্তান।
খ্যাত্যাপন্ন শ্রীরামমোহন রায় নাম।
ব্রাহ্মধর্ম্ম-রীতি-নীতি গঠন তাঁহার।
বিদ্যা-বুদ্ধি-শক্তিবলে করিল প্রচার॥
ধর্ম্ম-অঙ্গে বেদান্তের অতি অল্প ছায়া।
বাকি বাদ নিজে গড়ে পুরাইল কায়া॥
খ্রীষ্টিয়ান সম ধারা আচারেতে মিলে।
হিন্দুধর্ম্ম-অঙ্গ ইহা কেহ কেহ বলে॥
কি ধর্ম্ম কিসের ধর্ম্ম ভিতরে কি তার।
এ বিচারে কিছু মম নাহি অধিকার॥
রায়ের গঠিত ধর্ম্মে উন্নতি প্রচুর।
বর্ত্তমান নেতা যার দেবেন্দ্র ঠাকুর॥
ভ্রষ্টাচার হেতু এঁরা পিরালি ব্রাহ্মণ।
সহরেতে গুণে মানে খ্যাতি বিলক্ষণ॥

সমর্থন ব্রাহ্মধর্ম্ম হয় বিধিমতে।
এমন সময়ে মিলে শ্রীকেশব পথে॥
উত্তরের রথে যেন সারথি অর্জ্জুন।
তার তিল অণু কণা কিছু নহে উন॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে সেইমত হইল কেশব।
দিন দিন জয় বৃদ্ধি ভূরি ভূরি রব॥
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা উচ্চ আখ্যাধারী।
সৎকুলসমুদ্ভব গুণ মান ভারি॥
ধনে জমীদার, কার উচ্চ পদে স্থান।
ইংরাজরাজের ঘরে অতুল সম্মান॥
নতশিরে হেন কত শত অগণন।
কেশবের ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ॥
দলভুক্ত হয় তাঁর ল'য়ে পদধূলি।
বংশগত জাতি ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি॥
কেশবের বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুজ্জ্বল।
দিন দিন বাড়ে কায়া যত বাড়ে দল॥
স্থানে স্থানে প্রচারক করেন প্রেরণ।
হাটে বাটে উচ্চরবে ধর্ম্ম-সংকীর্ত্তন॥
দলগত ভক্ত যাঁরা তাঁদের আবাসে।
মাঝে মাঝে মহোৎসব দিবসবিশেষে॥
ভজনার জন্য আদিসমাজ প্রধান।
এখানে মথুর সহ প্রভু ভগবান্॥
আসিয়াছিলেন আগে বলিয়াছি সব।
যে দিন প্রভুর চক্ষে পড়িল কেশব॥
মহা অনুরাগে ভরা দেখি ভক্তজনা।
বলিয়াছিলেন প্রভু নড়িছে ফতনা॥
এইবারে খাবে বড় মাছ টোপে তার।
অপর যতেক দেখ আসক্তি আচার॥
পরে পরস্পর দেখা বেলঘোরিয়ায়।
বলিলেন কেশবে বেঙাচি তুলনায়॥
এখন সৌভাগ্যসূর্য্য উদয় তাঁহার।
কেশবচরণে করি কোটী নমস্কার॥
বিশ্বগুরু ঠাকুর আমার গুরুবেশে।
যাচিয়া আপুনি গেলা কেশবের পাশে॥

জল দিতে ভক্তজনে তৃষায় আতুর।
শুন রামকৃষ্ণকথা শ্রুতিসুমধুর॥
সরল অন্তরে চিন্তা যে করে হরির।
শ্রীপ্রভু তাঁহার জন্য ন তত অস্থির॥
জাতিধর্ম্মকর্ম্মভেদ-বিচারবিহীনে।
সহস্র দৃষ্টান্ত পাবে লীলা অন্বেষণে॥
প্রভু সনে সম্মিলনে ব্রাহ্মভক্তগণ।
নূতন আনন্দ কি যে কৈল আস্বাদন॥
তাঁদের কাগজে আছে লিপিবদ্ধ করা।
যতদূর সাধ্যমত দিনের চেহারা॥
বিশেষতঃ কেশবের আনন্দ প্রচুর।
যাঁহার উপরে লক্ষ্য বিশেষ প্রভুর॥
সর্ব্বোপরি শ্রীকেশবে বেঙাচি তুলনা।
সে শ্রীবাক্য হৃদে তাঁর জাগে ষোলআনা॥
কি দেখিল, কি পাইল প্রভুর বচনে।
ভকত ব্যতীত বস্তু কেহ নাহি জানে॥
শ্রীমুখ-নির্গত বাক্য সুমিষ্ট কোমল।
তবু ব্রহ্মবাণ জিনে এত ধরে বল॥
বাণে যেন বাজে প্রাণে প্রাণ করে ক্ষয়।
শ্রীপ্রভুর বাক্যবাণ সে ভাবের নয়॥
রণক্ষেত্রে বীর যেন অন্ধকার-বাণে।
টঙ্কারিয়া ধনুর্ব্বাণ বিপক্ষেরে হানে॥
বাণ-ধর্ম্মবলে দশ দিক্ অন্ধকার।
আঁখি সত্ত্বে শত্রু ধরে অন্ধের আকার॥
শ্রেষ্ঠতর হয় যদি প্রতিদ্বন্দ্বী জন।
সূর্য্যবাণে অন্ধকার করে নিবারণ॥
সেইমত কলিকালে রাজ্য অবিদ্যার।
যুড়িয়া অজ্ঞানবাণ ধনুকে তাহার॥
রাখিয়াছে জীবগণে নিজ অধিকারে॥
হৃদয় তিমিরখণি ভীষণ আঁধারে॥
ভাগ্যবলে প্রভুদেব সুপ্রসন্ন যায়।
অহেতুক কৃপা-সিন্ধু দ্রবিয়া দয়ায়॥
ছাড়েন বাক্যের বাণ সন্ধানিয়া স্থান।
অমনি চৈতন্য তথা, পলায় অজ্ঞান॥

কেশবের হৃদে বাক্যবাণ শ্রীপ্রভুর।
অজ্ঞান-তিমির যাহা ছিল কৈল দুর॥
চৈতন্য-অরুণ সমুদিত হৃদিমাঝে।
মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে বাক্য নাচে মহাতেজে॥
থেকে থেকে শ্রীকেশব উঠেন চমকি।
ভাবে সাধুবাক্যে কিবা অপরূপ দেখি॥
বিচারিয়া মনে মনে যুক্তি কৈল সার।
দেখিতে হইবে কিবা ভিতরে ব্যাপার॥
অদ্‌ভুত বাক্য দেখি অদ্‌ভুত সাধু।
না জানি আর কি কত আছে তাঁয় মধু॥
সেই হেতু উপযুক্ত শিষ্য কয় জনে।
পাঠান জানিতে তত্ত্ব শ্রীপ্রভুর স্থানে॥
শিষ্যকয় দিনত্রয় দক্ষিণসহরে।
বুঝিতে প্রভুর তত্ত্ব পাছু পাছু ফিরে॥
অনন্ত ভাবের ভাবী শ্রীপ্রভু আপনি।
কি বুঝিবে তাঁরে নরে অতিক্ষুদ্র প্রাণী॥
কি সাধ্য নরের শিরে কতটুকু বল।
অণুকণা তত্ত্বে যাঁর মহেশ পাগল॥
অহর্নিশ চতুর্ম্মুখ চারি মুখে গায়।
তথাপি তিলেক তত্ত্ব খুঁজিয়া না পায়॥
জপিয়া হাজার মুখে না পেয়ে তল্লাস।
মহানাগ দুঃখে করে ক্ষিতিতলে বাস॥
লজ্জায় মাটীতে ঢাকি অনন্তবয়ান।
থেকে থেকে মাঝে মাঝে হয় কম্পবান্॥
বিফল প্রয়াস দেব-ঋষি-মুনিগণ।
আজন্ম আচরি মহা কঠোর সাধন॥
হেন তত্ত্বাতীত যথা ব্রহ্মা শিব হারে।
সামান্য মানুষ দেখে কি বুঝিতে পারে॥
তদুপরি নাহি তাহে সাকারে বিশ্বাস।
সেখানে প্রভুরে বুঝা মাত্র উপহাস॥
অপার খেলার খেলী শ্রীপ্রভু আপুনি।
অব্যক্ত অচিন্তনীয় অখিলের স্বামী॥
তায় চোদ্দপুয়া মাপ নরদেহ ধরা।
দীনহীন নিরক্ষর গুপ্ত সাজ পরা॥

ধরাধামে সাধ্য কার ধরে প্রভুদেবে।
যে যায় বুঝিতে, যায় মহানন্দে ডুবে॥
ভগবানে জীবে ঠিক বিপরীত কথা।
জীবে বুঝে বিপরীত হরির বারতা॥
সে হেতু পাগল জ্ঞান জীবগণে করে।
হেরিয়া হরির ভাব নরের আধারে॥
প্রভুর বিবিধ ভাব প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
ভাব ভেদে নানা কথা ফুটে শ্রীবদনে॥
কভু গান হর হর শিব শিব নাম।
কভু জয় রঘুপতি সীতাপতি রাম॥
কভু রাধাকৃষ্ণ ব'লে আনন্দে বিহ্বল।
কভু মত্ত হরিনামে চক্ষে ঝরে জল॥
কখন উন্মত্তপ্রায় কালি কালি বলি।
কখন মহিমা স্তব কভু কত গালি॥
কভু ব্যাকুলিতচিতে শিশুর মতন।
কোথা মা কোথা মা বলি কতই রোদন॥
কখন গোউর বলি করতালি দিয়া।
ভুঞ্জেন অপূর্ব্বানন্দ নাচিয়া নাচিয়া॥
মহান্ সমাধি কভু দেহভাব নাই।
দেহ ছেড়ে যেন কোথা গেছেন গোসাঁই॥
কভু কালীকৃষ্ণ দুয়ে মিশাইয়া গান।
প্রেমভক্তিভাবে ভরা শুনে ফুলে প্রাণ॥
কখন কাপড় পরা অঙ্গ-আচ্ছাদন।
অল্পবয়ঃ শিশু সম উলঙ্গ কখন॥
কোমল শয্যায় কভু খাটের উপরি।
কভু ধূলারাশি গায় ভূমে গড়াগড়ি॥
ভাগ্যবান্ কেশবের শিষ্য তিন জন।
প্রভুর বিবিধ ভাব করি দরশন॥
পরস্পর বিচারিয়া বুঝিলেন সার।
প্রভু এক সাধু ভক্ত আশ্চর্য্য প্রকার॥
আশ্চর্য্য প্রকার কেন ঠিক নাই ভাবে।
এহেন অবস্থা মাত্র গুরুর অভাবে॥
শুনে আসে হাসি তাই প্রভুদেবে কয়।
শিষ্য-উপদেষ্টা কেশবের শিষ্যত্রয়॥

আপনার দেখি সাধুভক্তের আচার।
ভাল হবে উপদেশ করিলে স্বীকার॥
আচার্য্য শ্রীকেশবের লউন শরণ।
নিশ্চয় চতুরবর্গ হবে উপার্জ্জন॥
অজ্ঞানের শুনি কথা গুণের সাগর।
নীচে লেখা গীত গেয়ে দিলেন উত্তর॥

আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি বিফল ফল যে নিয়ে।
পেয়েছি যে ফল, জনমসফল,
রামকল্পতরু হৃদয়ে রোপিয়ে।
শ্রীরাম-কল্পতরু-বৃক্ষমূলে রই.
ফলের যে ফল বাঞ্ছা করিসে ফল প্রাপ্ত হই,
কথা কই, এ ফল গ্রাহক নই,
যাব তো দর প্রতি ফল দিয়ে॥

গানে কিবা বুঝিলেন ব্রাহ্ম তিন জন।
পালটি কেশবাচার্য্যে কহে বিবরণ॥
কেশব চৈতন্যবান্ চৈতন্যের তেজে।
গুপ্তসার মধ্যে কিবা বার্ত্তা পেয়ে বুঝে॥
ব্যাকুল পরাণ হৈল দরশন তরে।
শিষ্যসহ আগমন দক্ষিণসহরে।
অতি পুলকিত চিত দেখি প্রভুদেবে।
প্রভুও তেমতি খুসি পাইয়া কেশবে॥
নিরাকার সাকার ব্যতীত যাহা আর।
সকলেতে প্রভু নিজে সর্ব্বমূলাধার।
সাকারের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
সকলেই শ্রীপ্রভুর নিজের স্বরূপ॥
অকূল অপার যেন অসীম সাগরে।
নানান দেশের নদী তাহে এসে পড়ে॥
যেবা কেহ যেইরূপ যেই নাম ল'য়ে।
ভজে পূজে সর্ব্বেশ্বরে সরলহৃদয়ে॥
সকল আসিয়া পড়ে শ্রীপ্রভুর ঠাঁই।
বিশ্বাধার বিশ্বগুরু জগৎগোসাঁই॥
সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু সকলের মূলে।
যে চায় আশ্রয় পায় শ্রীচরণতলে॥
প্রভুর নিকটে নাই কোনই বিচার।
হিন্দু কি মুসলমান সব একাকার॥

যেমন মহান্ বৃক্ষ বনমধ্যগত।
অগণ্য প্রশাখা শাখা চৌদিকে ব্যাপৃত॥
ফলফুলপত্রে পরিপূর্ণ শোভমান।
যেই পাখী এসে বসে সেই পায় স্থান॥
তেমতি আশ্রয়দাতা শ্রীপ্রভু আপুনি।
প্রসারিত কল্পতরু চরণ দুখানি॥
যে কোন মানুষ যেত প্রভু-সন্নিধানে।
সে কেমন কিবা ভাব কি হেতু সেখানে।
কেমনে গঠন হবে কিবা প্রয়োজন।
সব তত্ত্ব দেখা মাত্র হতে নিরূপণ॥
দয়াগার অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু।
এত কৃপা কোন যুগে নাহি শুনি কভু॥
ভজন পূজন কিছু নহে দরকার।
করিলে প্রভুরে একমাত্র নমস্কার॥
কি মিজে অমূল্য নিধি না যায় বর্ণন।
জোরে যার ছিড়ে যায় ভবের বন্ধন॥
চরণে শরণ ল'য়ে চরণে যে পড়ে।
গড়ন না গড়ি প্রভু নাহি দেন ছেড়ে॥
বিশ্বকারিকর প্রভু কি গড়েন হাতে।
তুচ্ছ আমি পরিচয় না পারিনু দিতে॥
কি গড়িলা প্রভুদেব কেশবে লইয়া।
স্মরি গুরু দেখ মন নয়ন মুদিয়া॥
কেশবে কহিলা প্রভু দেখামাত্র তাঁরে।
প্রফুল্ল মুখারবিন্দে হাসি নাহি ধরে॥
খুসি আজ শ্যামা বড় তোমার উপর।
যাও গিয়ে শ্রীমন্দিরে মায়ে কর গড়॥
যখন যে ভাগ্যবান্ প্রভু দেখিবারে।
আসিতেন ভক্তিসহ দক্ষিণসহরে॥
প্রায় অধিকাংশে বলিতেন ভগবান্।
শ্রীমন্দিরে কর অগ্রে মায়েরে প্রণাম॥
সেই আজ্ঞা শ্রীকেশবে মঙ্গললক্ষণ।
ভক্তিভরে বন্দিবারে মায়ের চরণ॥
শুনিয়া কেশব কন অতি ধীরে ধীরে।
মন-প্রাণ সমর্পণ করেছি পিতারে॥

শক্তিপ্রতিবাদী ব্রাহ্ম সাকার না মানে।
বুঝে বৃক্ষ মূল ছাড়া ঝুলে আসমানে॥
ভাব বুঝি প্রভুদেব করিলা উত্তর।
কহ কার খেয়ে মাই পুষ্ট কলেবর॥
যদি মাতৃ-পয়োধরে হেন কান্তি কায়।
বল তবে কেন নাহি মানিবে শ্যামায়॥
মা ধরিয়া বাপে মিলে জগজনে জানা।
বুদ্ধিমান্ তুমি তবু কি হেতু বুঝ না॥
কেশব প্রভুরে পুনঃ কহে ভক্তিভরে।
কেবা মাতা আপনার, মা বলেন কারে॥
কিরূপ আকার তাঁর কিরূপ গঠন।
বলুন বিশেষ করি কিছু বিবরণ॥
পাত্র বুঝি শ্রীকেশবে প্রভুর উত্তর।
বিলাতে গিয়াছ তুমি দেখেছ সাগর॥
অনন্ত আকাশ যদি দেখেছ নয়নে।
তবে মোর মা কেমন জিজ্ঞাসিছ কেনে॥
ব্রহ্মাণ্ড-উদরা মাতা জগতজননী।
ব্রহ্মময়ী শক্তি, সিদ্ধিশান্তিস্বরূপিণী॥
নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের পার।
বিকারবিহীন যেন তেন নিরাকার॥
তাঁহায় উদ্ভব শক্তি শক্তি প্রাণরূপ।
শক্তিই আপুনি সেই ব্রহ্মের স্বরূপ॥
ব্রহ্ম যিনি ঠিক তিনি স্থিরসিন্ধু প্রায়।
তরঙ্গস্বরূপ শক্তি খেলিছে তাঁহায়॥
শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি শক্তি সর্ব্ববল।
শক্তিই কেবল মাত্র স্থিতির সম্বল॥
শক্তি আছে তাই আছি শক্তিই ধারণা।
সেই শক্তিবলে করি সাধন-ভজনা॥
যে শক্তিতে লীলাকার্য্য তাঁরে শক্তি গাই।
শক্তিহীনে সৃষ্টিশূন্য ব্রহ্ম নাই পাই॥
শক্তিই কেবল বল ব্রহ্মদরশনে।
প্রতিবিম্বে বস্তুজ্ঞান যেমন দর্পণে॥
দর্পণস্বরূপা শক্তি সহায় না হ'লে।
ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান কখন না মিলে॥

বিরাটমূরতি কালী চোদ্দ পুয়া নয়।
সীমাবদ্ধ করা বুদ্ধিভ্রান্তির আলয়॥
পুনঃ প্রশ্ন করিলেন কেশব সজ্জন।
বিশাল বিরাট মূর্ত্তি অনন্ত রকম॥
অতি ক্ষুদ্র নরশির তায় নাহি ধরে।
তাঁরে কেন আনা হয় প্রতিমা আকারে॥
শুনি কথা কেশবের, প্রভুর উত্তর।
ধরা হ'তে বহুগুণে বড় দিবাকর॥
কিন্তু মানুষের চক্ষে হয় দরশন।
ঠিক যেন একখানি থালার মতন॥
তেমতি বিরাট মূর্ত্তি প্রতিমা-ভিতরে।
সীমাবদ্ধ বোধ হয় দুরত্বানুসারে॥
আকারের হেতু ক্ষুদ্র কখনই নয়।
বহু দূরস্থিত তাই ক্ষুদ্র বোধ হয়॥
বৃহতী যেমন তিনি তেমতি করুণা।
ব্রহ্মময়ী মা বলিয়া তাঁহারে ডাক'না॥
এত কাল পিতা বলি কি কাজ করিলে।
এই বার ডাক তুমি ব্রহ্মময়ী ব'লে॥
বারে বারে বন্দি শ্রীকেশবচন্দ্র সেনে।
পিরীতি করিয়া যায় শ্রীপ্রভু আপনে॥
মহামন্ত্র মার নাম দিলা কর্ণমূলে।
ধন্য ধন্য ভাগ্যধর জনম ভূতলে॥
সিদ্ধবাক্য হৃদিমধ্যে, পড়িল যেমন।
তখনি অঙ্কুর তায় উঠে সুশোভন॥
সাধন-ভজন চাষ নহে দরকার।
প্রভুর শ্রীবাক্যে এত শকতি অপার॥
আনন্দের তোড় এত কেশবের ঘটে।
মনে নাই কিসে গেল দীর্ঘ দিন কেটে॥
দিন যায় প্রায়, শিষ্যগণ কহে তাঁরে।
হইল আগত কাল ফিরিবারে ঘরে॥
শ্রীকেশব দীনদুঃখী বিনীতের প্রায়।
করযোড়ে প্রভুদেবে মাগিল বিদায়॥
মিষ্টিমুখ করাইয়া সহ শিষ্যগণে।
কেশবে বিদায় প্রভু দিলেন সে দিনে॥

দেহ ল'য়ে গৃহে গেল কেশব এখন।
কিন্তু শ্রীপ্রভুর কাছে পাছু আছে মন॥
প্রভুর বচন প্রেমভক্তিরসে ভরা।
সপর্য্যায় সর্ব্বদাই হয় তোলাপাড়া॥
বিশেষতঃ শক্তির সম্বন্ধে কথা যত।
নৃত্য করে হৃদে তাঁর শক্তিসমবেত॥
শক্তিসহ বিনির্গত প্রভুর বচন।
প্রবেশিয়া অন্তে করে আকার ধারণ॥
ক্রমে পরে হেন কান্তি ভাতি উঠে তায়।
জীবেরে সামান্য কথা শিবেরে নাচায়॥
মূর্ত্তিমতী শক্তি দেখি আনন্দের ভরে।
আনন্দময়ীরে ডাকে সমাজমন্দিরে॥
মিষ্টি পেয়ে মার নামে প্রাণ তুলে গায়।
যত ডাকে তত মিঠা তাহাতে বেরায়॥
মিষ্টির আকর প্রভু পাইয়া সন্ধান।
দক্ষিণসহরে লোভে পুনশ্চ পয়ান॥
কারিকর প্রভুর মতন কেবা আছে।
পিটিয়া গড়ন নয়, গড়া তাঁর ছাঁচে॥
সাধন ভজন নাই কথায় কথায়।
উচ্চতত্ত্ব মায়ামত্ত জীবে বুঝে যায়॥
যোজন যোজনান্তরে মেঘ শূন্যে বুলে।
যে কল-কৌশলে তারে পাড়ে ভূমিতলে॥
সেইরূপ শ্রীপ্রভুর কৌশলের ধারা।
বুঝিতে জীবের বুদ্ধি হয় বুদ্ধিহারা॥
কোথায় কেশব ছিল কোথা যায় চ'লে।
স্মরিয়া শ্রীগুরু, দেখ আড়ালে আড়ালে॥
মহাবক্তা কেশবের বাক্য গেছে ছুটে।
নিরক্ষর দীনবেশ প্রভুর নিকটে॥
প্রভুবাক্যে কত দর বুঝিয়া আপনে।
প্রতি বর্ণ প্রত্যক্ষর মন দিয়া শুনে॥
ডুবাইয়া গোটা মন বাক্যে মাতোয়ারা।
নব প্রস্ফুটিত ফুলে যেমন ভ্রমরা॥
হৃদয় বুঝিয়া তাঁর প্রভুদেব কন।
সম্ভ ভক্তিপ্রদায়িনী ভক্তিবিবরণ॥
জ্ঞান-ভক্তি এক যদি তবু দু প্রকার:
জ্ঞানমার্গ গুরুতর পুরুষ আকার॥
প্রখর তপন-তাপ আগুনের মত।
তীব্রতেজা প্রলয়াগ্নি দে'খে হয় ভীত॥
হাতে খাঁড়া জ্ঞানমার্গী তার মধ্যে ধায়।
মহাবীর পরাণের পানে না তাকায়॥
সদর অন্দর আছে ঈশ্বরের ঘরে।
জ্ঞানমার্গী সদর পর্য্যন্ত যেতে পারে॥
ভকতি-কোমলপ্রাণা স্ত্রীলোকের জাতি।
সুশীতল ছায়াতলে মৃদু-মন্দ গতি॥
অন্তঃপুরে যেতে পারে মানা নাহি তার।
যথায় কমলাসহ হরির বিহার॥
ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া তুমি থাক।
পরানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী মাকে ডাক॥
ষট্‌চক্রভেদকথা শুনিয়াছ মন।
গুরু বিনা বিশ্বে নাহি বুঝে কোন জন॥
চক্রমধ্যে প্রবেশিতে শক্তি নাহি কার।
শক্তি যাঁর তিনি ভবসিন্ধুকর্ণধার॥
অকূলেতে ভ্রাম্যমান জীবরূপ তরী।
উদ্ধারে নিরাশ যদি না মিলে কাণ্ডারী॥
কাণ্ডারী যুটিলে হ'লে প্রতিকূল বাত।
পলে লক্ষ নিদারুণ তরঙ্গ-আঘাত॥
তথাপি উড়ায়ে পাল হেন ভাবে চলে।
ওপলে অকূলে যেবা এপলে সে কূলে॥
যাহার যেমন ভাব তাই রক্ষা করি।
শ্রীপ্রভু কেমন হন কাহার কাণ্ডারী॥
দেখিবারে সাধ যদি হয় তোর মন!
মন দিয়া লীলাগীতি করহ শ্রবণ॥
কেশবে বলেন শুন ভক্তির বারতা।
যে পায় ভকতি বল' তার সম কোথা॥
ভক্তি বড় বাসে শ্যামা বশ ভক্তিবলে।
ভক্তি দিয়া পূজ তাঁর চরণকমলে॥
মহামন্ত্ররূপী তাঁর শ্রীমুখের বাণী॥
বাক্যরূপে দিলা শক্তি ভক্তিপ্রসবিনী॥

ভক্তির স্বরূপ কিবা বর্ণনে না ফুটে।
ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব তুচ্ছ যাহার নিকটে॥
হেন ভক্তি প্রভুবাক্যে পায় অনায়াসে।
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত কলির মানুষে॥
মহাশক্তি প্রভুবাক্যে মিশান থাকিত॥
পাষাণে পড়িলে তাহে ভকতি ফুটিত॥
অতিগুহ্যতম তত্ত্ব প্রভুবাক্য তেজে।
কৃপাপাত্র তিল মাত্র আভাসেতে বুঝে॥
শক্তিধাম প্রভু বিনা এ শক্তি কোথায়।
প্রত্যক্ষ দূরের কথা শুনা নাহি যায়॥
এ শক্তির নামান্তর কৃপা বলি যারে।
গাইতে মানস কিন্তু বাক্যে নাহি সরে॥
বোবার স্বপন যেন না হয় প্রকাশ।
কৃপাতত্ত্ব ব্যক্তচেষ্টা মাত্র উপহাস॥
বিখ্যাত কেশব এত বিদ্যাবল ধরে।
নূতন তর্কের সৃষ্টি মুহূর্ত্তেকে করে॥
যথার্থ সিদ্ধান্ত যত কাটে তর্ক করি।
বদ্ধবাক্ শুনে বড় বড় মিশনারি॥
মহান্ত বিশেষ লোক প্রশান্ত সুধীর।
সরল আধার ক্ষেত্র সৎগুণাদির॥
অন্তর যেমন বাহ্যে কান্তি মাখা তাঁর।
ভারতে চৌদিগে চেলা হাজার হাজার॥
সমাজমন্দির কত বসে স্থানে স্থানে।
সে কেবল একা মাত্র কেশবের গুণে॥
এমন কেশব যাঁর শক্তি এত ঘটে।
প্রভুর নিকটে কেন বাক্য নাহি ফুটে॥
শ্রীচরণতলে লুটে, মুখে নাই সাড়া।
লালায়িত দরশনে দীনহীন পারা॥
কিবা বস্তু প্রভুদেব বলিতে না পারে।
আপনে দেখিয়া শুদ্ধ শ্রীশ্রীপদে পড়ে॥
আভাসেতে শুন ভক্তিকৃপার লক্ষণ।
বক্তা বোবা, বদ্ধ হয় যাবৎ বচন॥
কভু মত্ততর হ'য়ে বলিবারে যায়।
কি বলি কি বলি করে না আসে ভাষায়॥

হাসে কাঁদে করে নৃত্য আপনার ভাবে।
পিতা পাতা নেতা ত্রাতা দেখে প্রভুদেবে॥
শ্রীচৈতন্যদাতা প্রভু পতিতপাবন।
নয়নাবরণমায়াতমোবিমোচন॥
মর্ত্তে বাস মধুলুব্ধ মধুপ যেমন।
বুলিতে বুলিতে যদি মিলে অন্বেষণ॥
পারিজাত কুসুম-কানন দৈব-বলে।
নিতি নিতি তথা, নাহি বসে অন্য ফুলে॥
সেইমত শ্রীকেশব প্রভুর নিকটে।
মত্তপ্রায় এখন তখন আসে ছুটে॥
একদিন প্রভুদেব শ্রীকেশবে কন।
দেখ না কেশব তুমি বক্তা এক জন॥
কতই না জান ভাল ধর্ম্মের কাহিনী।
ইচ্ছা আজ তোমার নিকটে কিছু শুনি॥
বক্তাবর ভক্তবর জ্ঞানী জনগণ্য।
ধীমান্ সগুণবান্ কপটতাশূন্য॥
শিক্ষিত বিনয়যুক্ত সত্যতত্ত্বান্বেষী।
স্বভাবসুলভধারা সুধাধারাভাষী॥
বিবেক বিরাগে মাখা শুদ্ধতর মতি।
শ্রীকেশব ব্রাহ্মধর্ম্ম-রথের সারথি॥
পদতলে সমাসীন কন ধীরে ধীরে।
ছুঁচ বিক্রি কিবা কথা কামারের ঘরে॥
আরে মন যদি বুদ্ধি থাকে এক ফোঁটা।
বুঝ কিবা কেশবের উত্তরের ঘটা॥
কি ছটা মিশান তার ভিতরে ভিতরে।
যে প্রভু জগৎমুগ্ধ তাঁরে মুগ্ধ করে॥
ভক্তিপ্রীতিভরা শুনি কেশবের বাণী।
মহান্ সমাধিগত হইলা তখনি॥
ভাবভঙ্গে কেশবের হৃদি বুঝি কন।
সত্য ভক্তিপ্রকাশক ভক্তি-বিবরণ॥
দেখ ভগবদ্ভক্ত আর ভগবান্।
তর তম নাহি তিনে বুঝিবে সমান॥
কেশব চমকে শুনি শ্রীপ্রভুর কথা।
মনে ভাবে এ কেমন নূতন বারতা॥

প্রভুবাক্যে অবিশ্বাস সাহস না হয়।
কিন্তু মনে সন্দেহের তরঙ্গ উদয় ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব বুঝি নিজ মনে।
কেশবে কহেন কিছু শক্তি-সঞ্চালনে ॥
শুন শুন শ্রীকেশব ভাগবৎ পুঁথি।
তাহাতে বর্ণিত মাত্র লীলার ভারতী ॥
অক্ষরে লিখিত মাত্র কাগজ-উপরে।
শুনে বর্ণে বর্ণে হরি উদ্দীপনা করে ॥
শুদ্ধ উদ্দীপনা নয়, ঈশ্বরীয় ভাব।
গাইলে শুনিলে হয় হৃদে আবির্ভাব।
ভাবরূপে হন হরি হৃদয়ে উদয়।
ভাব-আনুকূল্যে পরে দরশন হয় ॥
কাণেতে শুনিয়া কথা চক্ষে দেখে হরি।
সেই হেতু ভাগবতে হরি জ্ঞান করি ॥
পুনশ্চ দেখহ ভক্ত-হৃদয়-মাঝারে।
ভক্তপ্রিয় ভগবান্ সর্ব্বদা বিহরে ॥
পুণ্য-দরশন ভক্ত করি দরশন।
তখনি অমনি করে গুরু উদ্দীপন।
ভক্ত-দরশন আর ভক্ত-সঙ্গ-বলে।
ভবের কাণ্ডারী হরি অসাধনে মিলে ॥
প্রত্যক্ষ এ সব বাক্য না বুঝিবে আন।
যারে ধরি মিলে হরি সে তাঁর সমান ॥
অবাকে নীরব হেথা কেশব বসিয়া।
কি কব, দেখেন কিবা কলমে আঁকিয়া ॥
কর্ণমূলে প্রভুবাক্য বাক্যরূপে পশে।
অপূর্ব্ব আকার ধরে অন্তরে প্রবেশে ॥
কেশবের ভাগ্যসীমা নাহি যায় বলা।
শ্রীপ্রভু যেমন গুরু তাঁর মত চেলা ॥
প্রভুদেবে গুরুরূপে পায় যেই জনা।
মহাভাগ্যবান্ নাই সৌভাগ্যের সীমা ॥
গুরুভাব পিতৃভাব কর্ত্তাভাব আর।
প্রভুর মনেতে নহে কখন সঞ্চার ॥
অহংভাবহীন তিনি দীনের মূরতি।
কর্ণমূলে মন্ত্রদান কভু নহে রীতি ॥
আপনারে গুরুজ্ঞানে অন্যে উপদেশ।
নাহি ছিল এ ভাবের গন্ধমাত্র লেশ ॥
তথাপিহ সিদ্ধমন্ত্র খুঁড়ি খুঁড়ি পায়।
যে আসে প্রভুর পাশে তাহার আশায় ॥
ভব-রোগ-বৈদ্য প্রভু পূর্ণ নাড়ি-জ্ঞান।
রোগ অনুসারে হয় ঔষধ বিধান ॥
মৃত্যুঞ্জয় শান্তিরস পোষ্টাই কারণ।
যখন তখন যারে তারে বিতরণ ॥
কেশব যেমন বড়, বড় বাই তাঁর।
প্রাণান্তে সাকার কথা না করে, স্বীকার ॥
কেমনে সারিল বাই কৃপা-বড়ি-জোরে।
সুন্দর আখ্যান মন কব পরে পরে ॥
রামকৃষ্ণলীলাগীতি মহৌষধি প্রায়।
গাইলে শুনিলে নাহি বাই থাকে গায় ॥

কেশবের শক্তিরূপ দর্শন।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগতজননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

রত্নাকর লীলাগীতি জলধির প্রায়।
মথিলে চৈতন্য মিলে সন্দ নাই তায় ॥
যার জোরে মায়াঘোর হয় বিমোচন।
হেলায় টুটিয়া যায় অবিদ্যা-বন্ধন ॥
শ্রীপ্রভুর শিখাবার কেমন কৌশল।
শুনিলে উপজে ভক্তি শ্রীপদে কেবল ॥
বিশ্বগুরু প্রভু নিজে সবার উপরে।
এশিয়ান সবিশ্বাসে ঘটে বসে জোরে ॥
কই কথা শুন মন হইয়া নীরব।
প্রভুর লীলায় নাই কোন অসম্ভব ॥
রূপহীন গুণময় ব্রহ্ম নিরাকার।
এই জ্ঞান কেশবের ছিল আগেকার ॥
এখন নূতন তিনি প্রভুর কৃপায়।
মহাবলে বলীয়ান্ উন্মত্তের প্রায় ॥
নয়ন দুয়ার দুটি মুক্ত সমুজ্জ্বল।
দেখেন মায়ের রূপ হইয়া বিহ্বল ॥
বদনে আনন্দময়ী বাক্য অনিবার।
মহানন্দ অন্তরেতে আনন্দবাজার ॥
যথাদৃষ্ট মার রূপ কন শিষ্যগণে ॥
সমাজমন্দির যথা প্রার্থনার স্থানে ॥
* "যে না দেখিয়াছে মার রূপের গঠন।
আজিতক নহে তাঁর ব্রহ্ম-দরশন ॥
দেখ কি রূপের ছবি মায়ের চেহারা।
দেখিয়া করিল মোরে পাগলের পারা ॥
বিশ্ব কিবা আলোময় রূপের কিরণে।
যেমন রূপেতে রূপ সেই মত নামে ॥
ভবনে ভবনে হবে মায়ের গমন।
কান্তি রূপে যাবে ব্যাপে গোটা ত্রিভুবন ॥
ইংরাজি পুস্তক পাঠ অনর্থের মূলে।
বিশুষ্ক হৃদয়-ভাব পতিত অকূলে ॥
বরাভয়দাত্রী মাতা দিবেন কিনারা।
সময়ে আনন্দরূপ ধরিবেন ধরা ॥
না হয় না হোক আজি দশ দিন পরে।
রটিবে মায়ের নাম জগৎ ভিতরে ॥
দ্বেষপূর্ণ সম্প্রদায়ি ভাব অগণন।
আনন্দময়ীর নামে হইবে নিধন ॥
আর নাহি পূজ কারে, পূজ সনাতনী।
ভক্তি-প্রেম-জ্ঞান-দাত্রী জগৎজননী ॥
শুষ্ক পত্র কেবল কুড়ান ছিল মোর।
মায়ের প্রসাদে আজি আনন্দে বিভোর ॥
শক্তিবলে শক্তি পেয়ে পাইনু সুপথ।
মেতেছি যেমন মাতা মাতাও জগৎ ॥
হাবুডুবু খাই ভক্তি-রসের বন্যায়।
এত দিন হেন দিন আছিল কোথায় ॥
সাধ যদি মৃত্যুকালে দেখিবারে পাই।
ভেসে যায় বিশ্ব যেন নিজে ভেসে যাই ॥

---

* এই ভাব ভক্তবর কেশবচন্দ্রের কৃত জীবনবেদ হইতে পাইয়াছি ৩৯—৪৮ পৃষ্ঠা।

এস মা এস মা গুপ্ত না থাকিও আর।
রূপেতে করহ মুক্ত লোচন-আঁধার ॥
একবার আসিয়া দাঁড়াও মাঝখানে।
মা ব'লে ছায়ালে যত নাচি চারি পানে" ॥
ভক্তিভরে মার নামে মত্ত অনুরাগে।
ব্রাহ্মমধ্যে কভু নাহি ছিল এর আগে ॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক ধর্ম্ম কঠোর প্রকৃতি।
বিবেক বৈরাগ্য মানে জ্ঞানপূর্ণ নীতি ॥
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ মানে জিতেন্দ্রিয়াচার।
মানে শূন্য-কায়া-পুণ্য জাতি একাকার ॥
কেবল বিশুষ্ক তর্কে ধর্ম্মের গঠন।
যে পারে করিতে তর্ক সেই এক জন ॥
অনুরাগে যেন রীতি সাধন-ভজনে।
নির্দ্ধারিত তিন স্থান কোণে মনে বনে ॥
এ নহে সেরূপ ধারা সাহেবানি রঙ্গ।
চান বা না চান বস্তু কথার তরঙ্গ ॥
বস্তুগত প্রাণ নয়, প্রাণেতে বৈভব।
একা এবে বস্তুপ্রার্থী কেবল কেশব ॥
তাঁর সঙ্গে আছে আর দুই দশ জন।
এখন কলিকাবস্থা সৌরভ গোপন ॥
প্রফুল্লিত শ্রীকেশব সুগন্ধ প্রচুর।
ভক্তিপুরে এইবারে কৃপায় প্রভুর ॥
শুষ্ক শাখা ধরা ছিল দুই হাতে তাঁর।
প্রভুর কৃপায় হৈল রসের সঞ্চার ॥
কিবা রস কেবা মূল কিবা কান্তি তায়।
উচ্চতম ভক্তিতত্ত্ব মন্দিরেতে গায় ॥
আঁখিতে তাঁহার দেখা কল্পনার নয়।
বুদ্ধিদোষে আধ্যাত্মিকে শিষ্যগণে লয় ॥
অরূপ-অগুণ-ভাবে রূপ গুণ ফের।
বড়ই গোলের কথা ব্রহ্মজ্ঞানীদের ॥
বাহ্যে দৃষ্টি, হৃদয়-নিলয় নহে খোলা।
নমস্ত তথাপি কেন? কেশবের চেলা ॥
কেশব দেশেতে এবে অগ্রগণ্য জন।
সুন্দর স্বভাব সহ বিদ্যা-আভরণ ॥
জমাট পশার ভারি কোম্পানীর ঘরে।
বড় লোকে নতশির তাঁহার গোচরে ॥
দেখ মন শ্রীপ্রভুর প্রচারের ধারা।
নুয়াইলা কি প্রকার সর্ব্ব-উচ্চ-চূড়া ॥
নহে সাধারণ কথা কেশবের প্রায়।
সমস্বরে ভারতে সুখ্যাতি যাঁর গায় ॥
সে লুটায় শ্রীপ্রভুর ধরিয়া চরণ।
নিরক্ষর দীনসাজ দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
শ্রীকেশব তত্ত্বান্বেষী সৎপথে মতি।
অন্বেষণ করে সহ সরল প্রকৃতি ॥
যেই বস্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আছিল গিয়ান।
ভিখারীর সম যার জন্য ভ্রাম্যমান ॥
তার চেয়ে কত শত উচ্চ বস্তু হেরে।
ছড়াছড়ি যায় পায় প্রভুর দুয়ারে ॥
আকশকুসুম যেন শুদ্ধ মাত্র নামে।
শক্তিছাড়া ব্রহ্ম নাই ব্রহ্মের বিধানে ॥
নূতন শকের ব্রহ্ম মানুষের গড়া।
যা নাই ডাকিলে তায় কেবা দিবে সাড়া
চলে গেল এত কাল বৃথায় কাটিয়া।
ফেলিয়া নঙ্গর গুরু দাঁড় টানা দিয়া ॥
শিক্ষাপথে গুরুকৃপা নহে যতক্ষণ।
কার সাধ্য সত্যবস্তু করে উপার্জ্জন ॥
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর কৃপা করুণায়।
এখন কেশবচন্দ্র ঠিক পথে যায় ॥
দেখিবারে পায় যার না জানিত কথা।
উপাস্য ব্রহ্মের ছবি, শক্তির বারতা ॥
প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা মনোহরা ঠাম।
তিনে এক ভক্তিগ্রন্থ ভক্ত ভগবান্।
নির্ম্মল ভক্তির রস ছুঁলে ছুটে গাদ।
তিক্ত কটু তুলনায় সুধার আস্বাদ ॥
কেশব নানান বস্তু দেখিয়া এখন ॥
ধরণী লুটায় ধরি প্রভুর চরণ ॥
চরণে পতিত দেখি সর্ব্ব-উচ্চ-চূড়া।
স্থানে স্থানে রাষ্ট্র কথা প'ড়ে গেল সাড়া।

কাতারে কাতারে আসে দেখিবার তরে।
মুক্তিদাতা কৃপাসিন্ধু দক্ষিণ সহরে ॥
প্রভুর দীনতা ভক্তিভাব দরশনে।
বড়ই লেগেছে মিষ্টি কেশবের প্রাণে ॥
সেই ভাব শিষ্যগণে শিখাবার তরে।
পাঠান ভিখারী-বেশে দুয়ারে দুয়ারে ॥
কভু শিষ্যে সমাবৃত হইয়া আপনে।
খোল করতাল যেন বাজে সংকীর্ত্তনে ॥
সেই ভক্তি-ধারা ধরি পথে পথে গান ॥
ভক্তিপ্রেমদায়িনী আনন্দময়ীনাম ॥
দেখ দৃশ্য বড় লোক কেশবের পারা।
সুদৃশ্য যতেক শিষ্য সুন্দর চেহারা ॥
মাতোয়ারা ভক্তিভরে শক্তিগুণ গায়।
যেই আসে কাছে নামে তাহারে মাতায় ॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে হিংসা দ্বেষ করে যেই জনা।
আজন্ম হৃদয়ে রাখে অকপট ঘৃণা ॥
সেও শুনে এসে মিশে কেশবের কাছে।
কুতুহলি করতালি মা বলিয়া নাচে ॥
কেশব পাইয়া ভক্তি-রসের সন্ধান।
মরুতে তুলিল ভাল অতুল তুফান ॥
যেই বস্তু ছিল শুষ্ক রসবিরহিত।
প্রভুর কৃপায় তারে হেরে মঞ্জুরিত ॥
উল্লাসিত শ্রীকেশব হ'য়ে মত্ততর।
ভক্তিভরে যাইতেন দক্ষিণসহর ॥
রসের আকর প্রভুদেব-দরশনে।
ভক্তি মিলে কেশবের অনুরাগ গুনে ॥
চরণে তাঁহার মোর অসংখ্য প্রণাম।
মাগি যেন জাগে হৃদে রামকৃষ্ণনাম ॥
কি ছিল কেশব এবে হইল কেমন।
গুরু বিনা জীবের দুর্গতি দেখ মন ॥
সদ্‌গুরু শ্রীহরি বিনা অন্য কেহ নয়।
শ্রীগুরু চৈতন্যদাতা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
চেতন মুকুতি ভক্তি করতলে যাঁর।
তিনিই আপুনি ভবসিন্ধু-কর্ণধার ॥

হরিগুরু বিনা ঠিক পথে ল'য়ে যেতে।
কেবা এত শক্তিমান আছেন জগতে ॥
মানুষ গুরুর কথা রাখ বহু দূরে।
জানি না দেবতা গুরু কি করিতে পারে ॥
দুর্গম হৃদয়পুরে চৈতন্য-আগার।
বিশ্বজয়ী সপ্তরথী রক্ষা করে দ্বার ॥
সদ্দার জনেক তার চেলা ছয়জন।
চেলার কতই চেলা না যায় গণন ॥
এক এক জন তার এত শক্তিধর।
শমনের সম লাগে পবনের ডর ॥
উড়ায় ধূলার প্রায় শতশৃঙ্গধারী।
পাতাল-পরশি-ভিত্তি হিমালয়-গিরি ॥
সামান্য ধানের ক্ষেত বনায় সাগরে।
শুঁষিয়া যতেক জল নাসিকার দ্বারে ॥
নখে চিরে খণ্ড করে অখণ্ড ধরণী।
ধরায় যে ধরে তার দে'খে কাঁপে প্রাণী ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-তারাসহ জ্যোতিষ্কমণ্ডল।
পলকে নিবায়ে করে আঁধার প্রবল ॥
বিভীষিকা কত শত নাহি যায় বলা।
ভীষণা রাক্ষসীদ্বয় পথে করে খেলা ॥
মনমুগ্ধ কান্তি ছটা এত অঙ্গে ঝরে।
হোক্ না বিরাগী যাত্রী তবু কাবু করে ॥
এ হেন দুর্গম পথ এড়াইলে পর।
লক্ষ্যে আসে দেশ এক পরম সুন্দর ॥
অনন্ত বসন্ত-ঋতু তথা বর্ত্তমান।
তার পারে নিকেতন রতনে নির্ম্মাণ ॥
এক মাত্র দ্বার তার এক মাত্র বাট।
ফণির আকার পেঁচে আবদ্ধ কপাট ॥
বিধির বিধানে নাই কোনই বিধান।
যে বিধান বলে মিলে পেঁচের সন্ধান ॥
যাঁহার শকতি মধ্যে সেই তালা খোলে।
তিনি শ্রীচৈতন্যদাতা গুরু তাঁরে বলে ॥
সেই গুরু নররূপে ঠাকুর আমার।
পরম দয়াল ভবসিন্ধু-কর্ণধার ॥

ব্রাহ্মধর্ম্ম-বক্তা-শ্রেষ্ঠ কেশব এখন।
যে খানে ধর্ম্মের সভা তথা নিমন্ত্রণ॥
মন প্রাণ তুলে উচ্চরবে মেতে গায়।
ভক্তিতত্ত্ব প্রাপ্ত যাহা প্রভুর কৃপায়॥
শক্তিমাখা সিদ্ধবাক্য প্রভুর নিকটে।
শুনিয়া যেমন জোরে বসিয়াছে ঘটে॥
সেই মত সভাস্থলে মহাবলে গায়।
সভা মহাশোভাময় ভাবের ছটায়॥
সাজান প্রভুর ভাব বাক্য-অলঙ্কারে।
যে শুনে তাহার মন হরে একবারে॥
যাঁর ভাবে জন্মে ভাব তাঁহার মূরতি।
আবির্ভাব হয় হৃদে ভাবের প্রকৃতি॥
সেই হেতু ভক্তিগ্রন্থে ভক্তে করে জ্ঞান।
যাঁর ভক্তি গ্রন্থে লেখা সে তাঁর সমান॥
ভক্তিমান শ্রীকেশব বক্তৃতার কালে।
দেখেন প্রভুর মূর্ত্তি মনে নেচে খেলে॥
সবার গোচরে কহে আনন্দ অন্তর।
বস্তু সাধ যার যাও দক্ষিণসহর॥
পরম সুন্দর সাধু আছে সেইখানে।
উচ্চজ্ঞান-ভক্তি মিলে তাঁর দরশনে॥
পুণ্য-দরশন হেন না মিলে কোথায়।
মহাভাব খেলে অঙ্গে গৌরাঙ্গের প্রায়॥
দরশনে কিবা ফলে বলিবারে নারি।
দুস্তর ভবাব্ধি-জলে তরিবার তরী॥
হতাশের আশারূপ, দুর্ব্বলের বল।
দীন-হীন-দুঃখীজনে উপায় সম্বল॥
আঁধারে পথিক পক্ষে কর চন্দ্রমার।
যষ্টিসম দৃষ্টিহীনে বাট খুঁজিবার॥
নানান ভাবের ভাবী বুঝনে না যায়।
কভু জ্ঞানী ঋষি কভু ভক্তিভাব গায়॥
বিবিধ সাকার ভাব, ভাব নিরাকার।
একাধারে সম জোরে আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
মণি-অলঙ্কার বাল্য-ভাব সর্ব্বোপরি।
ভাবের আধার হেন কখন না হেরি॥
রটে নানা গুণকথা কব আমি কটি।
প্রচারে কেশব দিল দামামায় কাঠি॥
পরিপাটী কহে যেন লিখে তেন চোটে।
সমাচার-পত্রিকায় দেশে দেশে ছুটে॥
হেন ভাবে লেখা বার্ত্তা বোধ হয় দে'খে।
প্রভু-দরশনে যেন জগজনে ডাকে॥
কেশব মহান্ কলিকাতা হেন ঠাঁই॥
আছে যত বড় লোক সকলের চাঁই।
নহে বড় অর্থবলে, বিদ্যাধল এত।
হোক না ধনেশ তবু তাঁর কাছে নত॥
সারগ্রাহী গুণগ্রাহী বিদ্বান্ যেমন।
পরমার্থ-অনুরক্ত বীর এক জন॥
এত গুণে রূপে অঙ্গ বিভূষিত তাঁর।
কথায় কাটিতে কথা সাধ্য নহে কার॥
প্রতিদ্বন্দ্বী কেবা ঠেলে কলমে কলম।
এত দূর কেশবের আসর গরম॥
বিশ্বাস কথায় লোক এত করে তাঁর।
না বুঝিলে তবু বুঝে বাক্যে আছে সার।
কেশবের হাতে মুখে পাইয়া খবর।
দলে দলে আসে লোক দক্ষিণসহর॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুজ্জ্বল করিয়া কেশব।
সাধিল অসাধ্য কর্ম্ম নরে অসম্ভব॥
দেশের অবস্থা এবে ধর্ম্মের বাজারে।
যা চলে ভাবিলে নাহি রক্ত চলে শিরে॥
এক ছত্রে ইংরাজের দেশে অধিকার।
কৌশলে কৌশলে করে কার্য্য আপনার॥
রাজনীতি সুকৌশল এ জাতির ন্যায়।
কোনকালে ধরাতলে দেখা নাই যায়॥
অতিতিক্ত কালমেঘ শর্করাবরণে।
ঔষধ যেমন দেয় শিশুর বদনে।
সেইমত রাজধর্ম্ম দৃশ্যে পাকা ফল।
হিন্দুধাতে করে যেন শোণিতে গরল॥
কামিনীকাঞ্চনমিশ্র প্রলোভন চারে।
চঞ্চল দেবের মন জীবে রাখ' দূরে॥

তাই দিয়া প্রচার করেন খ্রীষ্টিয়ানি।
মজাইয়া কত হিন্দু সংখ্যা নাহি জানি॥
গলদেশে ডুরিলগ্ন মর্কটের প্রায়।
দুটা কলা কিম্বা দুটা শঁশার আশায়॥
বেদিয়ার পাছু ছুটে আনন্দ অন্তর।
পিতা পিতামহ যার বাঁধিল সাগর॥
সেইমত মান খ্যাতি কাঞ্চনেতে ভুলি।
হৃদিরত্ন জাতিধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি॥
ক্ষিপ্তপ্রায় গোটা জাতি ইংরাজের পাছে।
যেমন নাচিতে বলে সেইরূপ নাচে॥
হাবভাব সাহেবের করিতে নকল।
অভ্যাসে হ'য়েছে পটু বাঙ্গালিসকল॥
যা বলে ইংরেজ, তাই মনের মতন।
তুলনায় অতি ছার বেদের বচন॥
ধর্ম্মের প্রসঙ্গ যদি ইংরাজি ভাষায়।
সভামধ্যে বক্তৃতায় নাহি বলা যায়॥
তবে সে প্রসঙ্গে কার না থাকে আদর।
দেশেতে বসেছে হেন বিদেশি রগড়॥
আদি হিন্দু রীতি নীতি নিতে নাহি চায়।
পরিত্যক্ত এ বাজারে গরলের প্রায়॥
জাতি-ভ্রষ্ট ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হিন্দুর সন্তানে।
ভুলাইয়া ধীরে ধীরে আনিতে ভবনে॥
প্রিয়কর রুচিকর যাহা প্রয়োজন।
একা ব্রাহ্মধর্ম্ম দেয় সব সরঞ্জম॥
অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্ম সুদৃশ্য চেহারা।
ভিতরেতে কৃষ্ণবর্ণ উপরেতে গোরা॥
নানাদিক্ আলোময়, জ্যোতিঃ ঝরে তেজে।
সগুণ ব্রহ্মের ভাব যাবনিক সাজে॥
বেদান্ত হিন্দুর বস্তু ছায়া আছে তার।
খাদ্যাখাদ্য জাতি-ভেদে নাহিক বিচার॥
অনেক লাগিল ভাল নব্য সভ্যদলে।
আহার ঔষধ দুই এক পানে ফলে॥
ভূরি ভূরি সমাজমন্দিরে এসে যুটে॥
বক্তৃতায় যেইখানে ব্রহ্মডিম্ব ফাটে॥

কাল-পাত্র ভেদে হয় ধর্ম্মের গড়ন;
এ সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি প্রয়োজন॥
কালত্রয় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান।
প্রত্যক্ষ যাঁহার তিনি সর্ব্বশক্তিমান্॥
কল্যাণনিধান হরি পতিতপাবন।
সময়ে উচিত যাহা করেন সৃজন॥

অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক আর একদল।
জড়ের প্রভাব বুঝে সৃষ্ট্যুৎপত্তি বল।
স্বতঃসিদ্ধ শক্তিযুক্ত মূলভূতগণ।
এই জ্ঞানে নাহি মানে বিভুর সৃজন॥
ভীষণ রাক্ষস প্রায় নাস্তিক আখ্যায়।
নাম শুনি শরীরের শোণিত শুকায়॥
মানে না বিশ্বের রাজা পরম-ঈশ্বর।
মাথা নুয়াইয়া নাহি দিতে চায় কর॥
বাগ্মিবর ধীরবর পণ্ডিতপ্রধান।
নানাবলে শক্তিমান্ কেশব ধীমান্॥
দেখায়ে বিদ্যার ছটা তাঁদের উপরে।
সুযুক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রতর্ক সহকারে॥
রোধিল প্রলয়ঙ্করী নাস্তিকের ধারা।
লয়ে যে লইতে যায় গোটা বসুন্ধরা॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম এ সময় হইয়া প্রবল।
দেশের পক্ষেতে কৈল অপার মঙ্গল॥
জয় জয় ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চ মর্ম্মে গতি।
জয় জয় শ্রীকেশব সুযোগ্য সারথি॥
জয় জয় ব্রহ্মজ্ঞানী সহনেতা তাঁর।
অধম পামর করে সবে নমস্কার॥

সশিষ্যে সপরিবারে কেশব এক্ষণে।
দক্ষিণসহরে যান প্রভু-দরশনে॥
দেখা শুনা ঘন ঘন, ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।
প্রভু না খাওয়ায়ে কিছু নাহি দেন ছেড়ে॥
সুধারস শান্তিরস শান্তিহেতু ঘটে।
পুষ্টিহেতু মিষ্টিভরা রসগোল্লা পেটে॥
পেয়েছে না পাবে দিন এ হেন রকম।
কেশব প্রভুরে করে ঘরে নিমন্ত্রণ॥

বলিহারি কলিকাল কালের প্রধান।
সত্যও না পায় এর মহিমা-সন্ধান॥
কৃপার নিধান প্রভু কৃপার সাগর।
বারে বারে অবতীর্ণ ধরি কলেবর॥
সাধনে লোকের নাহি হয় প্রয়োজন।
আবাসে বসিয়া হয় হরি-দরশন॥
কেশব মজিল বড় শ্রীপ্রভুর পায়।
ইচ্ছা যেন খেতে শুতে ছাড়িতে না চায়॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগ দিয়া প্রভু ভগবান্।
তুলিলেন তাহে এক সুমধুর তান॥
করিবারে ইহারে অধিক মিষ্টতর।
শুন রামকৃষ্ণলীলা বড়ই সুন্দর॥

মনমোহন ও রামের মিলন।
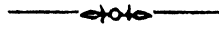
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগতজননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

দিনকর-কর যেন বরণ-আকর।
অগণ্য বরণ আছে তাহার ভিতর॥
আঁখি মিলে গেলে পরে দেখিবার তরে।
সুতীক্ষ্ণ কিরণ তেজে দৃষ্টিশক্তি হরে॥
তবে বর্ণাকর সূর্য্য জানা যায় কিসে।
চারুতনু রামধনু যখন বিকাশে॥
তেমতি বিভুর কায়া মহাজ্যোতিষ্মান্।
আঁখিতে না পারে নরে করিতে সন্ধান॥
বর্ত্তমান অপরূপ গুণ কিবা তাঁয়।
যতদিন নরদেহে না আসে ধরায়॥
পঞ্চভূতে গড়া দেহ পঞ্চভূত নয়।
প্রতিবিম্বে খেলে যাহে গুণসমুদয়॥
রূপে গুণে ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ ভগবান্।
একা ভাগবৎলীলা দেখিবার স্থান॥
অপরূপ রূপ গুণ ভুবনমোহন।
দেখিবার সাধ যদি থাকে তোর মন॥
একমনে শ্রবণ করহ দিবারাতি।
সৎদৃষ্টি জন্মে যায় রামকৃষ্ণপুঁথি॥
ষড়ৈশ্বর্য্যবান প্রভু রাজরাজেশ্বর।
কখন একাকী নহে সঙ্গে সহচর॥
নানা বেশে পারিষদ সাঙ্গোপাঙ্গগণ।
সম সময়েতে লয় ধরায় জনম॥
আপনি যেমন গুপ্ত সেই মত তাঁরা।
শোক-দুঃখে পরিপূর্ণ নরের চেহারা॥
পরিব্যাপ্ত নানাস্থানে নানান রকমে।
সময় হইলে পরে এক ঠাঁই জমে॥
শ্রীমনোমোহন মিত্র কোন্নগরে ঘর।
কার্য্যহেতু বাসাবাটী সহর ভিতর।

ভক্তবর শ্রীপ্রভুর আত্মগণ তিনি।
রত্নগর্ভা ভক্তিমতী তেমতি জননী॥
ভগিনীগণের মধ্যে সেজ যিনি তাঁর।
ভক্তির গুণের কথা নহে বলিবার॥
সময়ে বলিব পরে পাবে পরিচয়।
ধৈরযের কথা এ ত উতলার নয়॥
এক দিন নিদ্রাযোগে শ্রীমনোমোহন।
পরিবারসহশয্যা দেখেন স্বপন॥
অকুল পাথার জল ভীষণ তুফান।
কুটি দিলে দুটি হয় এত তার টান॥
বাণবেগে জলস্রোত অতি খরতর।
ভাসে তাহে গাছ লতা অট্টালিকা ঘর॥
ক্ষুদ্রতম বৃহত্তম জীব নানাজাতি।
নিজে ভাসে তার মধ্যে আশ্রয়সংহতি॥
কিছু দূরে গিয়া পরে দেখিবারে পান।
জলের উপরে আগে অপূর্ব্ব সোপান॥
দুফালিয়া যায় জল তার অধোভাগে।
এত টান ব্রহ্মবাণ কোন্ খানে লাগে॥
ভয়ঙ্কর স্থান হৈল পলকেতে পার।
সে টান, সোপান পারে কিছু নাই আর
সুস্থির গম্ভীর জল ঢল ঢল করে।
হেনকালে পুত্র কন্যা দারা মনে পড়ে॥
কোথা পুত্র কোথা কন্যা উচ্চনাদে ডাকে।
তখন কোথায় কেবা সাড়া দিবে কাকে॥
আকুল পরাণ শুনে কেহ কহে তাঁয়।
অমিয়বরষিবাণী তুচ্ছ তুলনায়॥
বিশ্বাসভরসাভরা শুনে মন ভুলে।
নাহি তব পুত্র-কন্যা ডুবে গেছে জলে॥
কেবল তোমার নয় গেছে পরিবার।
ডুবেছে আগোটা বিশ্ব যাবৎ সংসার॥
উত্তরে কহেন মিত্র আমি কিবা করি।
গেছে যদি সবে তবে আমি শুদ্ধ মরি॥
এত শুনি দৈববাণী কহে পুনর্ব্বার।
কিহেতু করিবে তুমি প্রাণ পরিহার॥
সংসার কেবল মাত্র জলে ডুবে গেছে।
ঠাকুরের ভক্ত যত সবে বেঁচে আছে॥
বিরাজেন ভক্তসহ যথা নারায়ণ।
তোমার তাঁদের সঙ্গে হবে সম্মিলন॥
অনতিবিলম্বে কাল সামান্য তফাত।
হেনকালে গায়ে পড়ে তাঁর স্ত্রীর হাত॥
তাহে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল তাঁহার।
কে তুমি বলিয়া স্ত্রীকে করেন চীৎকার॥
গভীর নিশীথে পেয়ে নন্দনের ধ্বনি।
চমকিয়া উঠিলেন মিত্রের জননী॥
ত্বরা করি আইলেন যথায় নন্দন।
জিজ্ঞাসিলা পুত্রে বাপ হেন কি কারণ॥
শ্রীমনোমোহন কন কে তোমরা হেথা।
জননী কহেন পুত্রে আমি তব মাতা॥
চারি ধারে স্তব্ধপ্রাণ যত পরিবার।
অকস্মাৎ কেন হেন কহ সমাচার॥
পুনশ্চয় পুত্র কয় কে আমার আছে।
পুত্র কন্যা পরিবার জলে ডুবে গেছে॥
সব গেছে আছে ভক্ত সহ ভগবান্।
কোথায় কেমনে পাই তাঁহার সন্ধান॥
গেলে দুই তিন ঘণ্টা তবে হয় ভোর।
তখন না ছুটে তাঁর স্বপনের ঘোর॥
দিন এলে বেলা হ'লে সুস্থির হৃদয়।
স্বপনে অলীক জ্ঞান না হয় প্রত্যয়॥
স্বপন-বারতা কহে যার তার ঠাঁই।
শুনিলেন শেষে রাম মাসী-পুত্র ভাই॥
রাম দত্ত আত্মগণ ভক্ত শ্রীপ্রভুর।
শুন ভক্ত-সংযোটন কাণ্ড সুমধুর॥
নবীন বয়েস রাম গোউর বরণ।
লম্বে প্রস্থে চারুদৃষ্টি সুন্দর গড়ন॥
প্রিয়দরশন ঠাম সরল হৃদয়।
রসায়নশাস্ত্রে দক্ষ বিদ্যা-পরিচয়॥
মেডিকেল কলেজে সহরে এইখানে।
উচ্চপদে অভিষিক্ত বিদ্যাবল-গুণে॥

জড় বস্তু সংযোগ বিয়োগ কর্ম্ম করি।
অন্তরেতে হইয়াছে নাস্তিকতা ভারি॥
বিভুর অস্তিত্ব-কথা না হয় বিশ্বাস।
বড় তর্কপ্রিয় তর্কে পরম উল্লাস॥
তর্কেতে করেন তিনি হরির সন্ধান।
তর্কাতীত হরি জড়ে খুঁজে নাহি পান॥
একদিন নিদ্রাযোগে দেখেন স্বপন;
একমাত্র নন্দিনীর হ'য়েছে মরণ॥
হৃদয় হতেছে দগ্ধ এতই সন্তাপ।
স্বপনেতে শোকাতুর বিবিধ বিলাপ॥
মাথার বালিস আর্দ্র নয়নের নীরে।
আর্ত্তনাদে ঘন ঘন করাঘাত শিরে॥
এমন সময় ভঙ্গ হইল স্বপন।
জাগিয়াও তবু রাম করেন রোদন॥
নিরীক্ষণ নন্দিনীরে করেন নিকটে।
তথাপিও স্বপ্নস্মৃতি আদতে না ছুটে॥
কিছুকাল পরে মনে হইল উদয়।
স্বপ্নতত্ত্ব সত্য যদি যথার্থই হয়॥
তবে কি হইবে মম কি হইবে গতি।
আত্মরক্ষাহেতু চিন্তা হয় দিবারাতি॥
এক দিন ক্ষুণ্ণ মন হৃদি-ভাবান্তরে।
বেড়িয়া বেড়ান রাত্রে ছাতের উপরে॥
ঊর্দ্ধমুখে নীলাকাশ করি দরশন।
অন্তরে উঠিল নব ভাবের গড়ন॥
উদাস উদাস মন চলে যায় কোথা।
কিছু না পারেন তার বুঝিতে বারতা॥
বড়ই অশান্ত হৃদি সদা ক্ষুণ্ণ মন।
শাস্ত্রবিৎ ধীর জনে করি আবাহন॥
শান্তিদাতা আছে কোথা শান্তি মিলে কিসে
পথহেতু ভক্তিভরে তাঁহারে জিজ্ঞাসে॥
প্রশ্ন শুনে স্তব্ধ প্রাণে কহে ধীরবর।
করিতে না পারি কিছু ইহার উত্তর॥
শাস্ত্র কহে কর কর্ম্ম সফল হইলে।
পশ্চাৎ তাহার ফল শান্তি তবে মিলে॥
কর্ম্মের বিধান শাস্ত্রে শ্বস্ত নাহি তায়।
শুনিয়া রামের প্রাণ শুকাইয়া যায়॥
রামের বাসনা বড় মাছ ধরিবারে।
কার্য্যহেতু জাল ছিপ্ কিছু নাহি নেড়ে॥
যন্ত্র ধরা বাড়া কথা না ছুঁইবে জল।
অনায়াসে চান ব'সে সুপক্ক ফসল॥
শ্রীমনোমোহন সনে হ'য়ে একত্তর।
শান্তির উপায় চিন্তা করে নিরন্তর॥
শ্রীমনোমোহন বড় রাম,জন্মে পাছে।
দুই ভেয়ে বড় ভাব ঘর কাছে কাছে॥
বিশেষে এখন মিলে গেল দুই ভাই।
ইনিও যা চান ঠিক উনি চান তাই॥
ভক্ত ভগবানে খেলা অকথ্যকথন।
ষোল আনা মন দিয়া শুন শুন মন॥
বলিয়া শুনাব কত বলিব কেমনে।
ভেঙ্গে বুঝ কোটী কোটী এক কথা শুনে॥
ঘুম পাড়াইয়া ঘুম কেমনে ভাঙান।
কোথা অশ্ব কোথা মুখ কোথায় লাগাম॥
কোথা পৃষ্ঠে অশ্বারোহী কোথা তাঁর হাত।
বিমানে অদ্ভুত কর্ম্ম শূন্যে কষাঘাত॥
যন্ত্রণায় ঊর্দ্ধমুখে ছুটে অশ্ববর।
প্রভু রামকৃষ্ণ-লীলা বড়ই সুন্দর॥
শ্রীমনোমোহন রামে নানাদিকে ছুটে।
শান্তির আস্পদ কোথা কি প্রকারে যুটে॥
এ সময় সুলভসংবাদপত্রিকায়।
শ্রীকেশব প্রভু মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহায়॥
দিয়াছেন ছাপাইয়া গুণগাঁথা লিখি।
দেখিয়া পড়িয়া দুই জনে ভারি সুখী॥
পরস্পর যুক্তি স্থির কৈল নিরজনে।
চল যাব দক্ষিণসহর দরশনে॥
সংসার-অশান্তি-তাপে তাপিত জীবন।
সাধু-সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান মনে আকিঞ্চন॥
সেই হেতু দুই জনে দরশনে যান।
চিরশান্তিদাতা যথা কল্যাণনিধান॥

উতরিয়া যথাস্থানে করে অন্বেষণ।
কোথায় পরমহংস সাধু এক জন॥
লোকে দেখাইল পথ প্রভুর মন্দির।
দ্বারদেশে এসে দোঁহে হইল হাজির॥
আছিল কপাট বদ্ধ মন্দিরের দ্বারে।
ঈষৎ আঘাত তায় ধীরে ধীরে করে॥
মুক্তদ্বার তখনি পরশ মাত্র তায়।
আপনি করিয়া দিলা প্রভুদেবরায়॥
যেন প্রত্যাশায় কত কপাটের ধারে।
বসিয়াছিলেন প্রভু তাঁহাদের তরে॥
দেখিবারে ভক্তদ্বয় বহু দিন ছাড়া।
ভবসিন্ধুতরঙ্গে ত্রাসিত আশাহারা॥
অন্তরে অপার সুখ প্রভু ভগবান্।
দেখিতে দেখিতে দুই ভক্তের বয়ান॥
সোহাগে সম্ভাষ কত, কতই আদর।
বসাইলা আপনার খাটের উপর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিশ্ব ডরে দাপে।
বসিতে সে বিছানায় থর থর কাঁপে॥
সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ আত্মগণ তাঁর।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শ্রীপ্রভুর আপনার॥
ছাড়িবার নহে, কেহ কারে নাহি ছাড়ে।
বাহ্যে ছাড়াছাড়ি বোধ লীলার আসরে॥
প্রভু যে পরমহংস যাঁর অন্বেষণে।
এসেছেন দুই ভাই এখন না চিনে॥
তাঁহাদের মনে মনে জানা চিরকাল।
সন্ন্যাসী পরমহংস পরা বাঘছাল॥
ভস্মমাখা গোটা অঙ্গ কাছে ধুনি জ্বলে।
সম্মুখে চিমটা গাড়া বাস বৃক্ষমূলে॥
মাথায় জড়ান জটা রুক্ষ কেশভার।
গাঁজার ধুঁয়ায় করে দুনিয়া আঁধার॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ শাদা লক্ষণবিহীন।
আচারেতে সুদীন অপেক্ষা কত দীন॥
পরিধান লালপেড়ে সুতার কাপড়।
সুন্দর সুঠামে নাই কোন আড়ম্বর॥

পরে পরিচয়ে বুঝিলেন দুই জনে।
ইনি তিনি, আসিয়াছি যাঁর অন্বেষণে॥
অন্তর বুঝিয়া তবে প্রভুদেব কন।
ভাগিনে হৃদয়ানন্দে করি সম্বোধন॥
জ্বরের পীড়ায় নীচে ছিল শয্যাগত।
ওরে হৃদু এরা নহে ব্রাহ্মদলভুক্ত॥
শ্রীমনোমোহন কন প্রভু সন্নিকটে।
বাল্যাবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝি সত্য বটে॥
সমাজেতে যাওয়া আসা আছয়ে আমার।
এত শুনি প্রভুদেব কন পুনর্ব্বার॥
যাহা যাও যাহা বুঝ ধর্ম্মের বারতা।
তুমি নহ ব্রাহ্মদের এই মোর কথা॥
এত বলি কহিতে লাগিলা উপদেশ।
অন্তর্যামী ভক্তপ্রাণ প্রভু পরমেশ॥
কল্পতরু বিশ্বগুরু অখিলের স্বামী।
সাকার সম্বন্ধে উক্তি ভক্তি প্রসবিনী॥
শোলার গঠিত আতা করি দরশন।
সত্যের গাছের আতা করে উদ্দীপন॥
সেইরূপ দেবদেবীমূর্ত্তি দরশনে।
লীলারূপ কিবা কার সব পড়ে মনে॥
লীলাময় লীলারূপ বিভু ভগবান্।
সকল সম্ভবে কেন? সর্ব্বশক্তিমান্॥
দু ভেয়ে গলিয়ে গেছে প্রভুর কথায়।
সুমধুর মিঠাভাষী প্রভুদেবরায়॥
শ্রীবাণীতে সুধাধারা এত বহে জোর।
শুনিলে তরলে গলে অশনি কঠোর॥
এ ত চিরভক্ত তাঁর ধাত বাঁধা তাঁয়।
ঈষৎ আভাষে সুধাস্রোতে ভেসে যায়॥
অপরূপ নরলীলা নরদেহ ধরি।
না পারি বলিতে নাহি দেখাইতে পারি॥
বড়ই সহজ নৈলে দেখা বুঝা ভার।
হাতে আছে হাতে নাই আশ্চর্য্য ব্যাপার।
ভক্ত বিনা খেলা কার না পড়ে নয়নে।
চুম্বক কেবলমাত্র লৌহ পেলে টানে॥

স্বচ্ছ নিরমল ভক্ত-চিতের উপর।
প্রতিভাত করে মাত্র জগচ্চন্দ্র-কর॥
ভক্তের মলিন হৃদি যদি দেখা যায়।
তথাপি দর্পণ তুল্য ধূলারাশি গায়॥
পরিষ্কারে নহে কষ্ট, হয় অনায়াসে।
ধীর মন্দ সমীরণ সামান্য বাতাসে॥
ভাগবৎলীলামধ্যে শুন কথা তার।
প্রভু জিজ্ঞাসিলা রামে তুমি না ডাক্তার?
নীচে শয্যাগত জ্বরে ভাগিনা হৃদয়।
দেখাইয়া তাঁরে বলিলেন লীলাময়॥
নাড়ী টিপে দেখ দেখি আছে কি রকম।
পরীক্ষা করিয়া ভক্ত রাম দত্ত কন॥
শুনীজ্ঞানে সুগম্ভীর আপ্যায়িত'স্বরে।
এখন নাহিক জ্বর, জ্বর গেছে ছেড়ে॥
অপূর্ব্ব মধুর খেলা ভক্ত ভগবানে।
দয়া কর প্রভু যেন দেখি রেতেদিনে॥
সামান্য ঘটনা কথা অনতিবিস্তর।
তবু তায় ভাসে কত সাগর সাগর॥
ভাসে বেদ বেদান্ত তন্ত্রাদি গীতা সার।
ব্যাসের পুরাণ ভাসে ভক্তির ভাণ্ডার॥
ভাসে ব্রহ্মা ভাসে বিষ্ণু ভাসে মহেশ্বর।
সৃজন-পালন-লয়-শক্তির আকর॥
ভাসিছে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীগণ।
রাজর্ষি দেবর্ষি ভাসে তৃণের মতন॥
কোথা ভাসে কিসে ভাসে ভাসে কি প্রকার।
আঁকিয়া দেখাতে শক্তি নাহিক আমার॥
প্রভু-ভক্ত পদরজ সার কর মন।
তুমিও দেখিতে পাবে মনের মতন॥
যদি বল এ দর্শন স্বপনের দেখা।
পড়িলে প্রভুর কুঁদে না থাকিবে বাঁকা॥
শুন লীলা মনোযোগে, প্রভুদেব কন।
তুমি রাম দেহ-তত্ত্ব জ্ঞান বিলক্ষণ॥
বল দেখি বুঝাইয়া এবার আমারে।
যা খাই কোথায় যায় উদর ভিতরে॥
এত শুনি পাকস্থলী উদরে যেখানে।
দেখাইল রাম, প্রভু-অঙ্গ-পরশনে॥
উদরের মধ্যভাগে পাকস্থলি স্থান।
শুনিয়া বিস্ময়ে কন প্রভু ভগবান্॥
দেখ মম পাকস্থলী নহে মধ্যস্থানে।
উদরের অধোদেশে সবাকার বামে॥
হাত দিয়া কর লক্ষ্য আমি খাই জল।
হইবে প্রতীয়মান কথা অবিকল॥
যা বলিলা প্রভুদেব তাই দেখে রাম।
বামভাগে চলে জল যত প্রভু খান॥
দেখিয়া বিস্ময়ে ভরে শ্রীরামের মন।
সৃষ্টিছাড়া শ্রীপ্রভুর দেহের গঠন॥
প্রায়াগত দেখি সন্ধ্যা কহে দুই জনে।
ফিরিবারে ঘরে কিন্তু মন নাহি মানে॥
প্রভুর মূরতি দেখি কথা শুনি তাঁর।
উভয়ের মহানন্দ নহে বর্ণিবার॥
সমস্ত অশান্তি যত ছিল এ জীবনে।
দূরীভূত একবারে প্রভু-দরশনে॥
বিদায় মাগিতে প্রভু বলিলেন দুয়ে।
যাবে যদি ঘরে আজি কিছু যাও খেয়ে॥
দুই ভেয়ে মণ্ডাসহ ঠাণ্ডাজল খান।
সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রভু ভগবান্॥
চিরকাল ভক্তের ঠাকুর প্রভুরায়।
মহাসুখ দেখিয়া ভকতদ্বয় খায়॥
বিদায়ের কালে দুয়ে লয় পদধূলি।
বিদায় সে দিন হয় পুনঃ এস বলি॥
অন্তরীক্ষে উভয়ের চুরি করি মন।
শুন রামকৃষ্ণলীলা অমৃতকথন॥
ঘরে যেতে গোটা পথে কহে পরস্পর।
প্রভু কি দয়াল সাধু স্বভাব সুন্দর॥
হৃদিতত্ত্ববিৎ তেঁহ অপূর্ব্ব কাহিনী।
মূর্ত্তি যেন রসনায় তেন মিঠা বাণী॥
আমি যে ডাক্তার তিনি জানিলেন কিসে।
বলিলেন রাম দত্ত বিস্ময় বিশেষে॥

দ্বিতীয় আশ্চর্য্য কথা দেহের গড়ন।
সাধারণে যেন তাঁর স্বতন্ত্র রকম॥
প্রিয়দরশন কিবা তৃতীয় সংবাদ।
দেখিলে জনমে কত অন্তরে আহ্লাদ॥
জন্মজন্মার্জ্জিত তাপ হরে একবারে।
কি জানি কি আছে তাঁর মূর্ত্তির ভিতরে।
এইবারে পাইয়াছি যেন সাধ মনে।
ত্রিতাপসন্তাপহর বিপদবারণে॥
মিত্রের জননী ঘরে মহাভক্তিমতী।
আগাগোড়া শুনিলেন প্রভুর ভারতী॥
উদ্দেশে প্রণতি করি কহিল নন্দনে।
এ নহে অপর কেহ ভগবান্ বিনে॥
জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্যে পেলে দরশন।
নরদেহধারী হরি পতিতপাবন॥
বারুদে প্রস্তুত বোম ল'য়ে শত দরে।
কারিকর সেইরূপ লঙ্কাগড় গড়ে॥
এক বোমে দিলে অগ্নি সব বোমে পায়।
সুকৌশলী কারিকর এমন সাজায়॥
সেইমত ভক্তগোষ্ঠীমধ্যে এক জন।
পরশিলে এক দিন পতিতপাবন॥
সংযোগে সংযোগে ছুটে আগুনের কণা।
জাগায় আগোটা গোষ্ঠীমধ্যে যত জনা॥
অন্তরঙ্গ আত্মগণ গুন্তির ভিতরে।
এতেক কোথাও নাই প্রভু অবতারে॥
যত দেখি আছে লগ্ন এ দুয়ের সাথে।
নিকট সম্বন্ধ সব তর তম জেতে॥
আত্মবন্ধু অধিকাংশ শ্রীপ্রভুর দাস।
ভক্ত-সংযোটন কাণ্ডে ক্রমশঃ প্রকাশ।
পূজ্যতম ভক্তদ্বয়ে করিয়া প্রণতি।
শুন মন সুমধুর রামকৃষ্ণ পুঁথি॥
এর কিছু দিন পূর্ব্বে যুটেছে হেথায়।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়॥
প্রভুসনে সংমিলন হয় কি প্রকারে।
সমনে শুনিলে পরে মায়াতম ছাড়ে॥
কনৌজ ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় আখ্যাধারী।
নেপাল-রাজের ঘরে করেন চাকরী॥
সহরের সন্নিকটে কাঠের আড়তে।
মহারাজ পাঠাইয়া দিল বিশ্বনাথে॥
ব্যবসায় উপাধ্যায় খাটে দিবারাতি।
আয় দেখাইয়া তায় করিল উন্নতি॥
প্রশংসা ক্রমশঃ পায় রাজদরবারে।
পুরস্কার বারে বারে মাহিয়ানা বাড়ে॥
অর্থসনে ভগবানে মতি সেইমত।
বেদপাঠে উপাধ্যায় বড় আনন্দিত॥
ডুবুরীতে অবিকল ডুবে যে প্রকারে।
অকূল পাথার সিন্ধুজলের ভিতরে॥
উদ্ধৃত করিতে মুক্তা-রতননিকর।
উপাধ্যায় ডুবে তেন বেদের ভিতর॥
যতদূর সাধ্য তাঁর যতনবিশেষে।
বেদে গুপ্ত সত্যতত্ত্ব-জ্ঞান-রত্ন-আশে॥
পাতাল-পরশি-তলে রতন যথায়।
ভয়ঙ্কর জলচর যেতে ভয় পায়॥
প্রাণক্ষীণ ক্ষুদ্র মীন যাইবে কেমনে।
দিবারাতি উপাধ্যায় থাকে ক্ষুণ্নমনে॥
দয়াল শ্রীপ্রভুদেব এবে অবতার।
অপূর্ণ মনের সাধ নাহি থাকে কার॥
উপাধ্যায় একদিন দেখেন স্বপন।
কে এক পুরুষ তাঁরে করে আবাহন॥
তত্ত্বজ্ঞান লইবারে কন বারে বারে।
সুন্দর শ্রীমুখে কথা সুধা যেন ঝরে॥
হঠাৎ ভাঙ্গিল ঘুম উঠিল চমকি।
ভাবে ঘোর নিশাকালে কি স্বপন দেখি
অবিরত চিন্তাতুর ব্যাকুলিত মন।
স্বপন-কাহিনী হয় সর্ব্বদা স্মরণ॥
দৈবযোগে একদিন দক্ষিণসহরে।
উপনীত উপাধ্যায় প্রভুর গোচরে॥
স্বপ্নদৃষ্ট মহাজন দেখা মাত্র চিনে।
বারে বারে বিলুণ্ঠিত প্রভুর চরণে॥

বাসনা-অতীত জ্ঞান-তত্ত্ব তেঁহ পায়।
শ্রীপ্রভুদেবের শাদা সরল কথায়॥
বেদপাঠী বিশ্বনাথ দেখে কুতূহলে।
বেদবাক্যে প্রভুবাক্যে সমভাবে মিলে॥
অতীব আশ্চর্য্য বোধ হইল কেমন।
প্রভু দরশনে আসে যখন তখন॥
এইরূপে উপাধ্যায় কিছু দিন কাটে।
একবার পড়িলেন দারুণ সঙ্কটে॥
কি শঙ্কট, কিবা বলে পাইল উদ্ধার।
পশ্চাৎ কহিব মন পাবে সমাচার॥
রামকৃষ্ণলীলা কিবা কহিবারে পারি।
অপার ভবাব্ধিজলে তরিবার তরী॥

কেশবকে বিশ্বপ্রেমের উপদেশ ও আত্মপ্রেম প্রদর্শন।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎজননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

তৃতীয় খণ্ডের কথা অতি সুমধুর।
গাইলে শুনিলে হয় মহাতম দূর॥
অনিবার্য্য ভব-দুঃখে পেতে দিয়ে ছাতি।
মহানন্দে শুন মন রামকৃষ্ণপুঁথি॥
সন্ন্যাসী পরমহংস সাধু ভক্ত যোগী।
একমনে ভগবানে যাঁরা অনুরাগী॥
থাকে দূরান্তর গৃহে কি বিজন বনে।
সকলে প্রভুর নাম শুনে কানে কানে॥
কি বুঝি কি আছে নামে কিসে নাম রটে।
অগণনে দরশনে আসে ছুটে ছুটে॥
অতিপি কখন যাঁরা না শুনেছে নাম।
নানা দেশে নানা তীর্থে ভ্রমে অবিরাম॥
ঘটনার চক্র কিবা যুটে পড়ে এসে।
সাধনা-অতীত বস্তু প্রভুর সকাশে॥
সাধনা হইতে আজি সাধুসমাগম।
তিল অণু কণা তার কিছু নাহে কম॥
বিবিধ সম্প্রদায়ভক্ত নানাবিধ মত।
কৃপায় সে সবাকার মিটে মনোরথ॥
মনোরথ হয় পূর্ণ জানা যায় কিসে।
সিদ্ধকামে মহাসুখ বদনে বিকাশে॥
লুটাইয়া লম্বা জটা ধরে শ্রীচরণ।
কি আর শুনিতে চাও বিশেষ লক্ষণ॥
যে যাহা আশায় আসে সেই তাহা পায়।
পূর্ণব্রহ্মসনাতন প্রভুর কৃপায়॥
একদিন শ্রীকেশব শিষ্যগণ সাথে।
এসেছেন পূজ্যতম প্রভুরে দেখিতে॥
ভাব বুঝি নিজ ভাবে প্রভুদেব কন।
জগৎজননী শ্যামা প্রকাণ্ড কেমন॥
ব্রহ্মময়ীরূপ কিবা কিরূপ আকার।
মিশায়ে তাঁহাতে আত্ম-প্রেম-সমাচার॥
আত্মপ্রেম বিশ্বপ্রেম একই বারতা।
যেখানে মিটেছে ভাল মন্দ দুটি কথা॥

ছোট বড় লঘু গুরু সুধা হলাহল।
পাপ পুণ্য পূর্ণ শূন্য সমান সকল॥
জীবে শিবে সমাদর এক ঠাঁই মিশে।
জড় কি চেতন সব বিশ্বপ্রেমে ভাসে॥
কহিতে কহিতে বিশ্বপ্রেমের খবর।
নিজে তাহে ডুবিলেন প্রেমের সাগর॥
উথলিল মহাসিন্ধু উঠিল তুফান।
প্রেমময় গোটা অঙ্গ নাহি অন্য জ্ঞান॥
এমন সময় কিবা বিধির ঘটনা।
দেখিলেন বৃক্ষশাখা কাটে কোন জনা॥
দেখামাত্র আর্ত্তনাদ হৃদি-বেদনায়।
বদনে বলেন শুদ্ধ "কাটে মোর মায়"॥
বরষার ধারাসম দুনয়নে নীর।
যন্ত্রণায় বিকারাঙ্গ পরাণ অস্থির॥
মাকে কাটে ব'লে নাই কান্নার অবধি।
কাঁদিতে কাঁদিতে হৈল গভীর সমাধি॥
কোথায় গেলেন ডুবে বাহ্য নাহি আর।
শ্রীকেশব সুনীরব দেখিয়া ব্যাপার॥
আভাস পাইল তাঁর জননী কেমন।
আত্মপ্রেম বিশ্বপ্রেম কেমন রকম॥
কত প্রেমে ভরা প্রভু জননীর প্রতি।
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অঙ্গ প্রেমের প্রকৃতি॥
তরুতে আঘাতে লাগে জননীর গায়।
অস্থির পরাণ তাহে প্রভুদেবরায়॥
মার অঙ্গমধ্যে যেন তাঁর অঙ্গ ঢাকা।
এ ব্যাপার কি প্রকার নাহি যায় আঁকা॥
পার যদি বুঝ মন এক কথা কই।
আমার শরীরমধ্যে আমি যেন রই॥
কেশব বুঝিল কিছু প্রভুরে এবার।
চোদ্দপুয়াধারে প্রেমে জগৎ-আকার।
বুঝে নিরাকার কিসে সাকারে প্রমাণ।
অণু কণা বিন্দু কিসে সিন্ধুর সমান॥
কেশবে করিলা তেন প্রভুদেবরায়।
ছাই উড়াইয়া যেন আগুনে জাগায়॥
দীপ্তিমান্ সমুজ্জ্বল ব্রাহ্মশিরোমণি।
রটিতে লাগিল মেতে প্রভুর কাহিনী॥
হাটে বাটে গায় তাঁর নাম সুমধুর।
কোথাও লইয়া উক্তি কথিত প্রভুর॥
সামান্য কথায় তাঁর এত বস্তু পায়।
লিখে বলে ছয় মাস তবু না ফুরায়॥
বহিরঙ্গে সারগ্রাহী কেশবের প্রায়।
প্রভু-অবতারে আর দেখা নাহি যায়॥
প্রভুবাক্যে কত দর বুঝে বিলক্ষণ।
সশিষ্যে সর্ব্বদা করে প্রভু দরশন॥
কখন লইয়া গিয়া আপনার ঘরে।
দক্ষিণসহরে কভু প্রভুর মন্দিরে॥
কেশবের ধর্ম্মভাব যা ছিল প্রথমে।
অন্যরূপ এবে মিলে শ্রীপ্রভুর সনে॥
দরশনে এলে পরে দক্ষিণসহরে।
লইতেন ফল কিবা ফুল হাতে ক'রে॥
যথাভক্তিভরে দিতে শ্রীচরণে ডালি।
সৌভাগ্য মিলিলে কেশবের পদধূলি॥
একদিন প্রভুদেব কেশবের ঘরে।
ভক্তবর পূজা যত্ন যথাসাধ্য করে॥
ভক্তিভরে প্রভুদেবে বলিলেন গিয়া।
করুণা করুন বাড়ি-ভিতরে আসিয়া॥
বসাইল মনোমত সুন্দর আসনে।
রুচিপ্রিয়কর ভোজ্য খেতে দেয় এনে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু দেখেন সকলে।
গোষ্ঠীবর্গ পরিবার একত্রেতে মিলে॥
সেবান্তে কেশবচন্দ্র প্রভুদেবে কন।
আজি এক বিশেষ আমার নিবেদন॥
ভবন কেমন মম দেখুন উঠিয়া।
বাড়িমধ্যে যত ঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥
মনসাধ কেশবের বুঝি বিলক্ষণ।
উঠিলেন প্রভুদেব ত্যজিয়া আসন॥
কেশব কহেন আমি থাই এইখানে।
পবিত্র করুন স্থান পরশি চরণে॥

স্থানান্তরে কহে পুনঃ শুই এই দেশে।
পবিত্র করুন স্থান চরণ-পরশে ॥
অন্য গৃহে ল'য়ে গিয়ে প্রভুরে দেখান।
অতি নিরজন এই ধিয়ানের স্থান ॥
পরম আনন্দ ভোগ এখানে বসিয়া।
পবিত্র করুন স্থান পদধূলি দিয়া ॥
এইরূপে প্রভুদেবে প্রতি ঘরে ঘরে।
লইয়া কেশবচন্দ্র মনসাধে ফিরে ॥
কি বুঝা বুঝিয়াছিল ব্রাহ্মশিরোমণি।
বারে বারে বন্দি তার চরণ দুখানি ॥
যতগুলি জানি কেশবের ধর্ম্মভাই।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয় গোঁসাই ॥
নবদ্বীপে গোস্বামি-বংশেতে জন্ম তাঁর ॥
পূর্ব্বপুরুষেরা সব বৈষ্ণব-আচার ॥
রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তিসেবা বার মাস ঘরে।
বিজয়ের প্রীতি নহে জাতি দিল ছেড়ে ॥
বাল্যাবধি তত্ত্বজ্ঞানে বড় তাঁর টান।
অবিশ্বাস সম্পূর্ণ সাকার ভগবান্ ॥
তাই ছাড়ি জাতিধর্ম্ম ঠিক যুবাকালে।
আসিয়া মিশিয়াছিলা ব্রাহ্মদের দলে ॥
প্রভুসনে কেশবের মিলন-সময়।
প্রভুপদে ক্রমে মজে গোস্বামী বিজয় ॥
পরিচয় বিশেষ করিয়া কব পরে।
কি খেলিলা প্রভু তাঁয় লইয়া আসরে ॥
দলের ভিতরে আর আছে কয় জন।
প্রভুদেবে মান্য শ্রদ্ধা করে বিলক্ষণ ॥
এক জন শ্রীমণি মল্লিক নাম তাঁর।
দ্বিতীয় প্রতাপচন্দ্র বৈদ্য মজুমদার ॥
তৃতীয় ত্রৈলোক্য শর্ম্মা চিরঞ্জীবী নাম।
অতিশয় মিষ্টকণ্ঠ সুমধুর গান ॥
তাঁর গানে শ্রীপ্রভুর বড়ই পিরীতি।
বেণীপাল আর এক সিতিতে বসতি ॥
বড়ই ধনাঢ্য এক মিত্র কাশীশ্বর।
ষষ্ঠ শ্রীগিরিশ সেন বঙ্গদেশে ঘর ॥
সপ্তম অমৃতলাল বসু মহাশয়।
পবিত্র-হৃদয় বহু গুণের আলয় ॥
প্রিয়পাত্র শ্রীপ্রভুর বড় দয়া তাঁয় ॥
ভাগ্য মানি পদরেণু পাইলে মাথায় ॥
অষ্টম যে জন সমরূপ পুণ্যবান্।
পরমপণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নাম ॥
ব্রাহ্মধর্ম্মনেতা তিনি সাধক সজ্জন।
বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধিযুক্ত প্রভুর বচন ॥
অতিশয় উচ্চভাব প্রভুর উপরে।
এক দিন ভক্ত রাম জিজ্ঞাসিলা তাঁরে ॥
কি প্রকার প্রভু, তাঁয় কি বুঝেন তিনি।
উত্তরে কহিলা তায় ব্রাহ্মচূড়ামণি ॥
সুন্দর পরমহংস, হেন মহাজন।
ধরায় আইলে পরে বুঝিবে এমন ॥
চারি শত বর্ষাধিক, এমন প্রভাব।
জগতে না থাকে কোন ধর্ম্মের অভাব ॥
সৎশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর।
বারে বারে বন্দি তাঁয়, কি দিলা উত্তর ॥
আর আর সম্ভ্রান্ত মানুষ বহু আছে।
কেশবের সঙ্গে যান শ্রীপ্রভুর কাছে ॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গে এবে বড়ই প্রবল।
মাতিয়াছে গুণী মানী যুবকের দল ॥
প্রভুসনে এত মিল হইল এখন।
ব্রাহ্মেরা প্রভুরে বুঝে তাঁদের মতন ॥
তাহার কারণ শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
প্রভু যে আমার সেই অখিলের স্বামী ॥
মহাভাবময় নানা ভাবের আধার।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আছে যত অবতার ॥
নানাবিধ না হইলে লীলার আসরে।
এ লীলার রঙ্গ ভঙ্গ হয় একবারে ॥
বহুবিধ ধর্ম্মভাব প্রবল এখন।
প্রভু অবতারে ভাব সব সংরক্ষণ ॥
অন্যবারে এক ভেঙ্গে পুনঃ এক গড়া।
এবারে সমস্ত ধর্ম্ম সমন্বয় করা ॥

প্রভুর বচন, ধর্ম্ম যত বিদ্যমান।
তেজে গুণে ধর্ম্মে সত্যে সকলে সমান॥
যতবিধ আছে ধর্ম্ম এক এক মত।
প্রত্যেকেই ভগবানে যাইবার পথ॥
কেবল কথায় নয় দেখাইলা কাজে।
প্রত্যক্ষ জলের মত সাধনার তেজে॥
নানাভাবে অগণন সাধনা তাঁহার।
সব ধর্ম্ম সত্য কথা প্রত্যক্ষ ব্যাপার॥
প্রভুর প্রতীত নহে চক্ষে না দেখিলে।
প্রথমে প্রত্যক্ষ পরে উপদেশ চলে॥
সে হেতু লীলায় আগে সাধন-ভজন।
প্রকাশ প্রচার পরে ভক্ত-সংযোটন॥
প্রভুর প্রত্যক্ষ কিবা শুন তার ধারা।
সাধন-ভজনে যবে উন্মত্তের পারা॥
পঞ্চবটতলে বসি সুরধনী তীরে।
বাসনা হইল দশভুজা পূজিবারে॥
দেবদেবী কোন মূর্ত্তি এলে স্মৃতিপথে।
সেইক্ষণে সেই মূর্ত্তি আসিত সাক্ষাতে॥
অলঙ্ঘ্য প্রভুর আজ্ঞা সব হাতে ধরা।
অনাদি পুরুষ নিজে সকলের গোড়া॥
লীলারূপে বিশ্বরূপ রূপের সাগর।
উঠে ডুবে বিম্বরূপে তাহে চরাচর॥
সেই বস্তু প্রভু, তাঁর আজ্ঞা কেবা ঠেলে।
উঠিলেন দশভুজা জাহ্নবীর জলে॥
সম্মুখীন ক্রমে ক্রমে হ'য়ে অগ্রসর।
দীনহীনবেশে যথা লীলার ঈশ্বর॥
মনোমত পূজিলেন প্রভু গুণমণি।
নিজের গায়ের শক্তি জগতজননী॥
পূজা-সাঙ্গে গঙ্গাজলে উদয় যেমন।
সেইমত দশভুজা হইল মগন॥
বিষম সন্দেহোদয় হ'য়ে গেল চিতে।
দেখা পূজা ভাবে কিবা দেখিনু সাক্ষাতে
ভাবিতে ভাবিতে হেন, পান দেখিবারে।
দেবীর চরণচিহ্ন ধূলার উপরে॥

তবে না সুস্থির প্রাণ হইল প্রভুর।
প্রভুর প্রত্যক্ষ কথা শুন কত দূর॥
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কথা শুন শুন মন।
পূজারী ব্রাহ্মণবেশে শ্রীপ্রভু যখন॥
পূজা সেবা শ্যামার করেন শ্রীমন্দিরে।
এক দিন ভয়ঙ্কর সন্দেহ অন্তরে॥
পাষাণ-মূরতি শ্যামা পাষাণে গঠিত।
জীবন্ত হইলে পরে চেতনা থাকিত॥
শ্যামা মায়ে সচেতন করিব বিশ্বাস।
যদ্যপি দেখিতে পাই নাসায় নিশ্বাস॥
এত বলি তুলা ল'য়ে ধরিলা নাসায়।
দুলু দুলু দুলে তুলা নিশ্বাসের বায়॥
কার্য্যগত পরীক্ষা করিয়া এত দূর।
তবে না বিশ্বাস হৃদে বসিত প্রভুর॥
অগণ্য প্রত্যক্ষ তাঁর অগণ্য সাধনে।
নাহি হেন কিছু যাহা প্রভু নাহি জানে॥
প্রভুদেব মহাবিজ্ঞ কৃষাণের প্রায়।
সে ভাবের কথা তথা, যে ভাব যথায়॥
নানাবিধ দ্রব্যে আছে উর্ব্বরতা বল।
কার মূলে কিবা দিলে ফলিবে ফসল॥
কৃষাণ যেমন পাকা বিশেষ বুঝিতে।
প্রভুদেব ঠিক তাই ধরমের ক্ষেতে॥
যেই ভাবরসে যারে করে পুষ্টিকর।
সে মূলে ঢালেন তাই রসের সাগর॥
সেই হেতু যত ধর্ম্মপন্থী ভূমণ্ডলে।
শ্রীপ্রভুদেবের সঙ্গে সকলের মিলে॥
আপনা আপন পুষ্টিকর দ্রব্য পায়।
শ্রীপ্রভুদেবের কাছে, যে আসে আশায়॥
ধরা দিতে কিন্তু প্রভু বড়ই চতুর।
তবু সবে বুঝে তিনি তাঁদের ঠাকুর॥
প্রভুপদে যথাসাধ্য রাখি রতি মতি।
শুন মন শ্রীপ্রভুর লীলাগুণগীতি॥
সকলের কাছে তিনি আত্মীয় তাঁহার।
কোথাও না দেখি হেন মূরতি মজার॥

রামের দীক্ষা ও সুরেন্দ্র মিত্রের আগমন

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা গতজননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

এখানে ভবনে রাম শ্রীমনোমোহন
চিরপ্রভু শ্রীপ্রভুরে করি দরশন ॥
এত দূর মুগ্ধ মন চিন্তে নিরন্তর।
কবে হবে রবিবার পাব অবসর ॥
দক্ষিণসহরে যাব প্রভু-দরশনে।
সাক্ষাত ত্রিতাপহর পতিতপাবনে ॥
এত শশব্যস্ত কেন বুঝেছ কি মন।
অন্তরঙ্গ চিরসঙ্গ ভক্তের লক্ষণ ॥
একবার দরশনে মন-প্রাণ মজে।
অপরূপ শ্রীপ্রভুর চরণপঙ্কজে ॥
বুঝে নাহি মজে, মজে কিসে বলা দায়
যে মজে সে মজে, মাত্র দর্শন আশায় ॥
রবিবার এলে পরে পেলে অবসর।
দু ভেয়ে করিল যাত্রা দক্ষিণসহর ॥
সমাদর করি প্রভু ভাই দুই জনে।
বসাইতে যান খাটে নিজের আসনে ॥
এক দিন দরশনে এত ভক্তি উঠে।
নীচাসনে বসিলেন না বসিয়া খাটে ॥
বলিলেন রামচন্দ্র কথায় কথায়।
ঈশ্বর আছেন যদি থাকেন কোথায় ?
রামের নাস্তিক ভাব চিতে গাঢ়তর।
কিসেতে স্বীকার নহে আছেন ঈশ্বর ॥
রসায়নবিদ্যাবিৎ তর্কেতে আগুন।
বিশেষ বুঝেন জড় দ্রব্যাদির গুণ ॥
নানা কথা শুনি প্রভু করিলা উত্তর।
আছেন কি কহ কথা প্রত্যক্ষ ঈশ্বর ॥
যদ্যপিহ নাহি পাও তাঁহারে দেখিতে ॥
নাই তিনি ব'ল তুমি কোন্ যুক্তিমতে ॥
নক্ষত্র না হয় দৃষ্ট দিনের বেলায়।
আকাশে নক্ষত্র নাই কহা মহাদায় ॥
নবনীত আছে কত দুধের ভিতরে।
সবে জানে, যদি কথা নাহি ঢুকে শিরে
দুধ ল'য়ে কর ক্রিয়া রীতি যে রকম।
অবশ্য দেখিতে পাবে সুন্দর মাখম ॥
বিষে ঘেরা অঙ্গ গোটা সর্পের দংশনে।
এক পলে উড়ে যেন মন্তরের গুণে ॥
তেমনি প্রভুর বাক্য মন্ত্র-মহৌষধি।
উড়ায় রামের চির-নাস্তিকতা-ব্যাধি ॥
জানি না কি গুণ খেলে প্রভুর কথায়।
উজানে আছিল রাম পড়িল ভাটায় ॥
আগেকার অপেক্ষা সহস্রগুণ তোড়ে।
সিন্ধু-মুখে বড় টান যবে ফিরে ঘরে ॥
বিশ্বাস প্রভুর বাক্যে এতই প্রবল।
ঈশ্বর দেখিতে রাম হইল পাগল ॥
পুনশ্চয় প্রভুদেবে ভক্ত রাম কয়।
কিছু না দেখিতে পেলে না হয় প্রত্যয় ॥
সত্য আপনার কথা আমাদের ভ্রম।
কি করি উপায় নাই বলহীন মন ॥

প্রভুর উত্তর, রোগী সন্নিপাতে ঘেরা।
খেয়ালে কতই কয় পাগলের পারা ॥
খাইবারে চায় হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত।
কবিরাজ কথায় না করে কর্ণপাত ॥
যগ্যপি বিষম জ্বর আজ ফুটে গায়।
কাল কুইনাইনের ব্যবস্থা কোথায় ॥
জ্বরের জ্বালায় যদি রোগী চায় খে'তে।
কাজে পাকা কবিরাজ নাহি দেয় দিতে ॥
দিন গতে রস-পাক হইলের পর।
সে ব্যবস্থা নিজে করে আপুনি ডাক্তার ॥
শুন মন এইখানে বলি এক কথা।
প্রভুদেব দেখ কি রকম শিক্ষাদাতা ॥
যে বিষয় ভালরূপে আছে যার জানা।
তাহাতেই দেন তিনি শিক্ষায় উপমা ॥
রামচন্দ্র সুন্দর ডাক্তার এক জন।
বড় দক্ষ বুঝিবারে শাস্ত্র রসায়ন ॥
তাই প্রভু লইলেন কথোপকথনে।
ভৈষজ্য ভিষক রোগী উপমার স্থানে ॥
ত্বরায় পাশিবে যায় শিক্ষার্থীর মন।
সৃষ্টি ছাড়া শিক্ষাদাতা প্রভু নারায়ণ ॥
শ্রীপ্রভুর কাছে আসে যত শাস্ত্রবিৎ।
তাঁর জানা-শাস্ত্রে কথা তাঁহার সহিত ॥
রামের হৃদয়ে উঠে অশান্তি-জঞ্জাল।
সদা ভাবে কবে পাবে হরির লাগাল ॥
প্রভুদেবে দরশন করিবার আগে।
আছিল অশান্তি বড় ত্রিতাপের লেগে ॥
সেই অশান্তির মূর্ত্তি পুনঃ জাগরণ।
সুখার্থে পূর্ব্বেতে এবে হরির কারণ ॥
হাতে পায়ে করে কাজ মন হরি খুঁজে।
কাজেই চঞ্চল চিত্ত সংসারের কাজে ॥
দু ভেয়ের সমাবস্থা রহে একত্তর।
সংসারের কার্য্যান্তে পাইলে অবসর ॥
দারা কন্যা পরিবারে নাহি বসে মন।
ছিল যেন দোঁহাকার পূর্ব্বের মতন ॥

পাইলে ছুটীর দিন যান ছুটে ছুটে।
পরাশান্তিদাতা প্রভুদেবের নিকটে ॥
আনন্দ কতই তাঁর কাছে যতক্ষণ।
বিষম অশান্তি বোধ আইলে ভবন ॥
ঘরে ঘরে কাণাকাণি করে মহাখেদ।
প্রভুদরশনে নিবারণে করে জেদ ॥
এক দিন শুন কিবা অবাক্ কাহিনী।
মনোমোহনের এক পিসী ঠাকুরাণী ॥
বুঝাইয়া নানামতে কহিল তাঁহারে।
নিষেধি তোমায় যেতে দক্ষিণসহরে ॥
এখন কথায় আর কার যায় কাণ।
সময়ে হয়েছে হেথা শ্রীপ্রভুর টান ॥
এ টান বিষম টান বাধা নাহি মানে।
সে বুঝেছে আঁতে আঁতে যে পড়েছে টানে ॥
পরদিনে শ্রীপ্রভুর দরশনে দেখে।
ম্রিয়মান ভগবান্ বারিধারা চোখে ॥
ক্ষুব্ধপ্রাণে ভগবানে শ্রীমনোমোহন।
কাতরে জিজ্ঞাসা করে কান্নার কারণ ॥
জড়িত জড়িত ভাষে দয়ার সাগর।
বলিলেন আর বাছা কি দিব উত্তর ॥
প্রিয়তম ভক্ত কোন প্রাণের সমান।
কখন কখন আসে মম বিদ্যমান ॥
পিসী তার মহামার কত করে ঘরে।
নিবারিতে ভক্তজনে হেথা আসিবারে ॥
তাই বাছা বড় দুঃখে ঝুরে দু'নয়ন।
কি জানি যদি না আসে শুনিয়া বারণ ॥
ভক্তচূড়ামণি শুনি শ্রীবাণী প্রভুর।
অন্তরে পাইল বড় যাতনা প্রচুর ॥
কথায় না খুলে কথা ভাবে মনে মনে।
কি দয়া, কাঁদেন প্রভু আমার কারণে ॥
বিশেষিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য প্রয়াস।
বিকাইয়া শ্রীচরণে হ'তে হবে দাস ॥
সে দিন হইতে ভক্ত শ্রীমনোমোহন।
বুঝিলেন বিধিমতে কে তাঁর আপন ॥

পরম আত্মীয় প্রভু এই মনে করি ।
ছিঁড়িতে লাগিল মনে সংসারের ডুরি ॥
এ দিকে পাগলসম ভক্ত দত্ত রাম ।
কোথায় কিরূপে মিলে হরির সন্ধান ॥
সকাতরে এক দিন প্রভুদেবে কন ।
সাক্ষাতে হরির কবে পাব দরশন ॥
দেখ মন ধরা নাহি দিলে কিবা ঘটে৷
জলে আছে জল খায় পিপাসা না মিটে ॥
সাধের গলার হার জড়ান গলায় ।
ভুলে বুলে ভূমণ্ডল খুঁজিয়া না পায় ॥
প্রভুদেব দেখি ভক্তে কাতর অন্তর ।
করিলেন শান্তিভরা করুণ উত্তর।
বড় বড় মাছে পূর্ণ সরসীর তীরে ।
মেছুয়াল যদি শুদ্ধ মাছ মাছ করে ॥
উচাটন মন যেন পাগলের পারা ।
তাহে না কখন হয় পনা মাছ ধরা ॥
পনামাছ ধরিবার বাসনা হইলে ।
বসিতে হইবে তীরে, চারা জলে ফেলে ॥
দিন দিন কিছু দিন জলে দিলে চার ।
তবে না হইবে তথা মাছের সঞ্চার ॥
চারেতে বসিলে মাছ টোপ নাহি খায় ।
চারের চৌদিকে গন্ধে বেড়িয়া বেড়ায় ॥
কভু দেয় ফুট কভু পাক দিয়া বুলে ।
তা দেখিয়া চারে মাছ বুঝে মেছুয়ালে ॥
একদৃষ্টে একমনে থাকে নিরখিয়া ।
ক্রম করি বড় ছিপ দু হাতে ধরিয়া ॥
সৌরভী সুন্দর টোপ গাঁথিয়া কাঁটায় ।
তবে কিছু পরে তার পনামাছ খায় ॥
সেইরূপ সাধুবাক্যে করিয়া বিশ্বাস ।
প্রাণে গেঁথে নাম-টোপ করহ প্রয়াস ॥
হৃদিভরা ধৈর্য্য ল'য়ে ভক্তি-চার দিবে ।
তবে না বৃহৎ মাছ শ্রীহরি ধরিবে ॥
এত শুনি প্রভুবাক্যে রাম মহামতি ।
চৈতন্যচরিতামৃত পড়ে নিতি নিতি ॥
পাঠ-সাঙ্গে করে আর হরি-সংকীর্ত্তন ।
সব কাজে সঙ্গে দাদা শ্রীমনোমোহন ॥
চৈতন্যচরিত পাঠে হয় এই ফল ।
রাম দেখে শ্রীচৈতন্য প্রভু অবিকল ॥
সে কালে আছিল শ্রীচৈতন্য নাম রাষ্ট ।
এই অবতারে নাম প্রভু রামকৃষ্ণ ॥
বস্তুতে লীলাতে ভেদ না পড়ে নয়নে ।
আকারে প্রভেদ মাত্র আর ভেদ নামে ॥
চৈতন্যের নামে দেখে প্রভুর মূরতি ।
বার্ত্তা না বুঝিতে পারে দত্ত মহামতি ॥
আর দিন রামচন্দ্র শ্রীমনোমোহনে ।
ডাকিলেন দ্বারদেশে তাঁহার ভবনে ॥
প্রভু দরশনে যেতে দক্ষিণসহর ।
শুন মন কিবা কথা হৈল অতঃপর ॥
মিত্রের ঘরণী বড় বিরক্ত তাঁহায় ।
নন্দিনীর জ্বর পীড়া ফুটিয়াছে গায় ॥
পতিরে নিষেধ তাই করে বারে বারে ।
যাইতে না পাবে আজি দক্ষিণসহরে ॥
বড়ই লাগিল কথা মিত্রের পরাণে ।
বেদনায় বারিধারা ঝরে দুনয়নে ॥
বেগবতী বলবতী এতই তখন ।
বাহিরিল রমণীর না শুনি বারণ ॥
বরষায় জলে ভরা তটিনীর প্রায় ।
বাঁধ ভেঁড়ি ভেঙ্গে চলে রাখা নাহি যায় ॥
তেমতি চলিল মিত্র সঙ্গে ভাই রাম ।
গোটা পথ চক্ষে জল ঝরে অবিরাম ॥
একাকী আমার নয় কেবল সংসারে ।
পতির দুর্গতি অতি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
অবিদ্যারূপিণী নারী ধর্ম্মমারা রীতি ।
শুদ্ধ খুঁজে আত্মসুখ থাক যাক পতি ॥
প্রকৃতি স্বভাবে জাতি পিশাচী সমান৹
পতির শোণিতপানে পিপাসা মিটান ॥
নাম সহধর্ম্মিণী এমন রমণীর ।
জানি না কি গুণে কেবা করিল বাহির ॥

ভরি ভরি ফাঁকি থাদে কথার গড়ন।
বিনা বনিয়াদে করে দেউল রচন॥
ধর্ম্মনাশী কর্ম্মনাশী কুহকের জোরে।
গরল আদানে হৃদিরত্নধন হরে॥
চিরকাল তরে করে দাসী ব'লে দাস।
সাবাস মোহিনী তোরে সাবাস সাবাস॥
কায়াগত মায়াশক্তি এত বহে জোর।
পুরুষ পশুর প্রায় কুহকে বিভোর॥
প্রার্থনা, তা কর নারী মনে যেন শক্।
পতির না হবে হরি-পথের কণ্টক॥
দেহ শক্তি প্রভুদেব বিপদ-বারণ।
রমণীর হাতে যেন না হয় মরণ॥
উতরিয়া দুই জনে শ্রীপ্রভু যথায়।
বিষণ্ণ বদন ভারি দেখিল তাঁহায়।
অবিরল অশ্রুজল বক্ষ বিগলিয়া।
রক্তিম নয়নদ্বয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
করজোড়ে জিজ্ঞাসিল শ্রীমনোমোহন।
কেন দেখি হেন প্রভু বিষণ্ণ বদন॥
উত্তরিলা প্রভুদেব শোকার্ত্ত বচনে।
আর বাছা হেতু-কথা জিজ্ঞাসিছ কেনে॥
হরি-তত্ত্ব-পিয়াসী ভকত এক জন।
আমার নিকটে আসে কখন কেমন॥
যথা তথা মোর কথা ল'য়ে মত্ত থাকে।
সে কারণে রমণী তাহারে ঘরে বকে॥
কহিতে দুঃখের কথা ফেটে যায় ছাতি।
ধরাধামে ধরমের বড়ই দুর্গতি॥
ধর্ম্মপথে পতি গেলে পত্নী দেয় হানা।
অপরের কিবা দোষ যদি করে মানা॥
পাছে বাছা রমণীর শুনে নিবারণ।
তাই মনোবেদনায় ঝুরে দু'নয়ন॥
স্মরিয়া প্রভুর মূর্ত্তি দেখহ বুঝিয়া।
কি করিলা প্রভুদেব আপনি কাঁদিয়া॥
ধুয়াইলা একবারে নয়নের জলে।
ভক্তের সংসারাসক্তি কুট হলাহলে॥

ভকত-জীবন প্রভু ভক্তপ্রীতে প্রিয়।
আত্মীয় অপেক্ষা তিনি পরম আত্মীয়॥
অকৃত্রিম স্নেহ বুঝে শ্রীমনোমোহন।
ধরায় যদ্যপি কেহ আছয়ে আপন॥
মুখপানে চান, যার মুখপানে চাই।
ঠাকুর কেবল একা অন্য কেহ নাই।
চৈতন্য-চরিত-পাঠকালে ভক্ত রাম।
শ্রীচৈতন্য প্রভুদেবে কৈলা অনুমান॥
শুন মন অনুমান কিসের কারণ।
বিশ্বাস তুলিয়া দেয় সন্দেহ পবন॥
আন্দোলন মনে কথা হয় নিরন্তর।
ভক্ত ভগবানে খেলা বড়ই সুন্দর॥
এক দিন রামচন্দ্র দক্ষিণসহরে।
তাঁরে বলিলেন প্রভু নাহি যাবে ঘরে॥
আমার মন্দিরে রাতি করহ যাপন।
ভক্তের পরমানন্দ শুনি শ্রীবচন॥
দিনান্তে আইল সন্ধ্যা অন্ধকার সাজে।
পুরীমধ্যে আরতির শাঁক ঘণ্টা বাজে॥
আপন মন্দিরে হেথা প্রভু ভগবান।
উপবিষ্ট একধারে ভক্তবর রাম॥
প্রভুর প্রশান্ত কায়া সুঠাম সুন্দর।
একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে ভক্তবর॥
কিছু পরে বলিলেন শ্রীপ্রভু তাঁহারে।
কিবা দেখিতেছ রাম এত লক্ষ্য ক'রে॥
দেখিতেছি আপনারে রামের উত্তর।
সুঠাম মোহন-মূর্ত্তি পরম সুন্দর॥
পুনশ্চ দ্বিতীয় প্রশ্ন হয় পরক্ষণে।
আমারে দেখিয়া তুমি বুঝ কিবা মনে॥
রাম বলিলেন প্রভু চৈতন্য আপনি।
প্রভু বলিলেন হেন বলিত ব্রাহ্মণী॥
শ্রীবাণী শুনিয়া রাম সে দিন হইতে।
শ্রীপ্রভুর প্রতিরূপ পাইলা দেখিতে॥
প্রতিরূপ কি প্রকার, কিরূপ বুঝিলে।
চাঁদ যেন সরসীর তরঙ্গিত জলে॥

দেখি দেখি ধরি ধরি দেখা ধরা দায়।
দিনরাতি যায় দেখা ধরার আশায়॥
যাবতীয় আছে প্রাণী সৃষ্টির ভিতর।
সকলে সমান চক্ষে দেখেন ঈশ্বর॥
যদিও প্রাণীর মধ্যে ভক্তগণ তাঁর।
তবু নহে প্রাণী তাঁরা স্বতন্ত্র প্রকার॥
সমভাবে সকলেই সৃজিত পালিত।
জিয়ন্তে ঘুমন্ত প্রাণী, ভক্ত জাগরিত॥
বিশেষ বুঝিতে সাধ যদি থাকে মন।
ভাগবৎলীলাগ্রন্থ করহ শ্রবণ॥
ভক্তসঙ্গে খেলা তাঁর বড়ই মধুর।
সমনে শুনিলে হয় তম-ঘুম দূর॥
আগে ছিল যেই রাম এবে তাই ঠিক।
প্রভেদ নাস্তিক আগে, এখন আস্তিক॥
আস্তিকের মধ্যে দেখ আছে দুপ্রকার।
কেহ কেহ নিরাকার কেহ বা সাকার॥
রামের সাকার ভাব এতই প্রবল।
দিবাবিভাবরী হরি ধরিতে পাগল॥
হরিও তেমতি ধরা না দেন পাগলে।
লুকান জলের মধ্যে ফুট দিয়া জলে॥
চারেতে প্রত্যক্ষ মাছ দেখে ভক্ত রাম।
কিন্তু কোন মতে নাহি পূরে মনস্কাম॥
শুন মন এক মনে মধ্যে কি ব্যাপার।
গুরুস্থানে দীক্ষা বাকি অদ্যাপিহ তাঁর॥
রামের প্রতিজ্ঞা দীক্ষা নহে কার ঠাঁই।
লইব যদ্যপি দেন আপনি গোঁসাই॥
প্রভুর না ছিল রীতি দীক্ষা দিতে কারে।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পড়িলেন ফেরে॥
ভক্তের বাসনা যেন পুরাইতে তাই।
আপন আইনে বদ্ধ আপনি গোঁসাই॥
দুকুল বজায় বিধি ভাবি নিজ মনে।
ভক্ত রামে দীক্ষা দিলা স্বপনে স্বপনে॥
আনন্দের ওর নাই ভক্ত-চূড়ামণি।
প্রভুরে বিদিত কৈল স্বপন-কাহিনী॥

বলিলেন রামে তব ভাগ্যসীমা নাই।
স্বপ্নসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার ঠাঁই॥
নিতি নিতি যথাকালে আদেশানুসারে।
স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্র রামচন্দ্র জপ করে॥

প্রভুর প্রকটকাল বসন্তের প্রায়।
ভক্তি-লোভে ভক্ত-অলি গুঞ্জরিয়া ধায়॥
ঝাঁকে ঝাঁকে চারিদিগে সৌরভ পাইয়া।
শ্রীসুরেন্দ্র মিত্র এক যুটিল আসিয়া॥
জাতিতে কায়েস্থ তেঁহ,গৌউর বরণ।
বয়সে ত্রিদশ বর্ষ কিংবা কিছু কম॥
বিশেষ সঙ্গতিপন্ন মুচ্ছুদ্দি অফিসে।
তিন চারি শত টাকা আয় মাসে মাসে॥
মহাবলীয়ান্ তিনি বীরের আকৃতি।
সুরাপানে সুরেন্দ্রের বড়ই পিরীতি॥
সহজে প্রতীয়মান চেহারা দেখিলে।
মূর্ত্তিমতী সরলতা যেন তায় খেলে॥
বাহ্যেতে কর্কশ কিছু, হৃদয় কোমল।
মদমত্ত মাতঙ্গের মত মনে বল॥
ধর্ম্মপথে মতিহীন অপক্ক বয়েস।
সাধুভক্তে নাই এবে ভক্তি মাত্র লেশ॥
কালের ধরণ যেন সেইরূপ ধারা।
তথাপি অহিন্দু জ্ঞানে নাহি যেত ধরা॥
প্রভু-ভক্ত তাঁর কোন পরিচিত জন।
প্রসঙ্গে প্রভুর কথা কৈল উত্থাপন॥
শুনিয়া পরমহংস শ্রীপ্রভুর নাম।
শ্রীসুরেন্দ্র উপহাস করিয়া উড়ান॥
বন্ধু তাঁর বার বার করিয়া মিনতি।
বলিলেন একবার দেখিতে কি ক্ষতি।
গেল ত জীবন গোটা বিবিধ খেয়ালে।
তাহাতে না হয় আর এক দিন দিলে॥
নানামতে বুঝাইয়া করিল সম্মত।
যাইবার দিন বন্ধু করে নির্দ্ধারিত॥
সুরেন্দ্রের এ সময় অবস্থা কেমন।
বিশেষিয়া বিবরিয়া বলি শুন মন॥

প্রজ্জ্বলিত মর্ম্মান্তিক যাতনা অন্তরে।
তাহার কারণ কিছু নারি কহিবারে।
জঠর-অনল-পাশে জীবের জনম।
প্রাণান্তেও তাপের না থাকে কিছু কম॥
তার মধ্যে ছোট বড় রহে তুলনায়।
সুরেন্দ্রর বড় দুঃখ প্রাণ যায় যায়॥
যাতনা হইতে পরিত্রাণের কারণ।
আত্মঘাতে প্রাণ নষ্ট করিয়াছে পণ॥
আয়োজন নানাবিধ ভিতরে ভিতরে।
কেহ নাহি জানে কুড়ি কুড়ি লোক ঘরে॥
মরণ একান্ত পণ যায় যায় প্রাণ।
এমন সময় হৈল শ্রীপ্রভুর টান॥
নির্দ্ধারিত দিনে হেথা সঙ্গে বন্ধুবর।
সুরেন্দ্র গমন করে দক্ষিণসহর॥
সাধু ভক্তে ভক্তিহীন পথে করে মনে।
থুড়ি মেরে উড়াইবে প্রভু ভগবানে॥
উতরিল শুভক্ষণে নির্ভীক অন্তর।
কল্পতরু বিশ্বগুরু প্রভুর গোচর॥
প্রভুরে প্রণাম নাই বসিলেন গিয়া।
শ্রীমন্দিরে একধারে বুক ফুলাইয়া॥
ঈষৎ আবেশ অঙ্গে প্রভু নারায়ণ।
নানাবিধ ঈশ্বরীয় ভক্তি-কথা কন॥
মোহন মূরতি দেখি, উক্তি শুনি তাঁর।
ঘুরে গেল সুরেন্দ্রের মন আগেকার॥
আস্ফালনে উচ্চারণে শক্তি নাই ঘটে।
মন্ত্রমুগ্ধসর্প সম নিশ্চল নিকটে॥
সঠিকের ন্যায় যাদু যাদুকর খেলে।
যে না দেখিয়াছে যাদু সে যেমন বলে॥
সকল ধরিয়া দিব যাদুর কৌশল।
কিন্তু দে'খে হয় যেন হারা বুদ্ধিবল।
তেমতি সুরেন্দ্রচন্দ্র বিমুগ্ধ এখন।
পুতুলের সম, নাই বদনে বচন॥
সর্ব্বঘটবার্ত্তাবিৎ প্রভু পরমেশ।
ক্রমশঃ কহেন কত উক্তি উপদেশ॥

এক উক্তি সুরেন্দ্রের বড় প্রাণে লাগে।
জীবনের গোটা স্রোত ফিরে সেই দিগে।
কিবা উপদেশ, ফল কি ফলিল তায়।
বুঝিলে চৈতন্য খেলে পাষাণের গায়॥
এ ত ভক্ত আপনার হৃদয় উর্ব্বরা।
লীলার আসরে আছে শক্তি বদ্ধ করা।
প্রশ্ন নাই কন প্রভু আপনার মনে।
মানুষে বিড়াল-ছানা নাহি হয় কেনে॥
বিড়াল শাবকে কিবা স্বভাব সুন্দর।
মায়ের উপরে করে সম্পূর্ণ নির্ভর॥
ভালমন্দ স্থানাস্থান বিচারবিহীনে।
সেখানে সে থাকে তার মা রাখে যেখানে
কিন্তু দেখি সকলের স্বেচ্ছাচার রীতি।
বানর-শাবক সম স্বভাব প্রকৃতি॥
বানরশাবকে বহে রীতি স্বতন্তর।
সর্ব্বদা স্বাধীন ভাব মায়ে নাই ভর॥
বড়ই পশিল উক্তি সুরেন্দ্রের প্রাণে॥
মা রাখে যথায় আমি রব সেইখানে॥
কেন বিষপানে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
দেখি না মায়ের কাণ্ড রাখে কি রকম॥
অবসান সেই দিন সন্ধ্যা প্রায় হয়।
সহরে ফিরিতে হবে সুদূর আলয়॥
বন্ধুসহ শ্রীসুরেন্দ্র বিদায়ের কালে।
পদধূলি ল'য়ে লুটে প্রভু-পদতলে॥
পুনরায় এস বলি প্রভুদেবরায়।
সেই দিনে দুই জনে দিলেন বিদায়॥
বন্ধুসহ ঘরে গেল সুরেন্দ্র এখন।
কিন্তু শ্রীপ্রভুর কাছে পাছু আছে মন॥
আগাগোড়া দেখিতেছি শ্রীপ্রভুর রীতি।
ভক্তমন চুরি করা স্বভাব প্রকৃতি॥
সুস্থির সুরেন্দ্র নয় কহে বন্ধুবরে।
সত্বর যাইতে হবে দক্ষিণসহরে॥
প্রভুর প্রসঙ্গে মত্ত রহে নিরন্তর।
শ্রীপ্রভু অন্তরযামী, কহে বন্ধুবর॥

সকল বিদিত তাঁর যে যা ভাবে বলে।
বাসনা যেমন যার ঠিক তাই ফলে।
পরীক্ষা করিয়া তত্ত্ব বুঝিবার তরে।
প্রভুরে সুরেন্দ্র স্মরে আপনার ঘরে॥
কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিবারে পান।
ভবনে হাজির তাঁর প্রভু ভগবান্॥
এইরূপে তিনবার পরীক্ষার পর।
সুরেন্দ্রর প্রভু-পদে পড়িল নির্ভর॥
এখন তখন যান দক্ষিণসহরে।
না দেখিয়া প্রভুদেবে থাকিতে না পারে॥
ক্রমে ক্রমে ভক্তবর গেল বড় মজে।
সুধাভরা শ্রীপ্রভুর চরণপঙ্কজে॥
গেল পূর্ব্বতন ভাব এখন উন্নতি।
নিত্য পূজে ইষ্টদেবী কালীর মূরতি॥
মার নামে হৃদি ভরে, ভক্তিভরে কাঁদে।
পেয়ে বীরাচার ভক্তি প্রভুর প্রসাদে॥
জন্ম জন্ম, মাথা দিয়া করিলে ভজন।
যেই মহাগোপ্য ভক্তি না হয় অর্জ্জন॥
দুই দিন এলে গেলে প্রভুর গোচর।
তাই দেন প্রভুদেব না হন কাতর॥
যারে দেন তিনি তাঁর আপনার জন।
যেখানে সেখানে নহে ভক্তি বিতরণ॥
অগণন লোক যায় প্রভুর নিকটে।
সকলের ভাগ্যে এই ভক্তি নাহি বটে॥
যত্ন সহকারে মন রাখিবে স্মরণ।
এই লীলা শ্রীপ্রভুর ভক্ত-সংযোটন॥
শুনিয়াছি নিজে কানে কহিতে প্রভুরে।
আমড়া নিকৃষ্ট জাতি ফলের ভিতরে॥
সুমিষ্ট ফোজলি আমে পরিণত তায়।
তখনি অমনি হয় শ্যামার ইচ্ছায়॥
কিন্তু তাহে মায়ের কি আছে প্রয়োজন।
ফোজলি আমের কত রয়েছে কানন॥
বুঝ মন চিরকাল যে পায় সে পায়।
নাম লেখা আছে তার প্রভুর খাতায়।
সুরাসুরমধ্যে যেন দৃষ্টান্তের স্থল।
সুরে সুধা অসুরে পাইল হলাহল॥
জগাই মাধাই যথা চৈতন্যাবতারে।
মহাপাপী দুই ভাই বিদিত সংসারে॥
পাপী জ্ঞানে দুই জনে জানে যেই জন।
সে জানে না, সে বুঝে না চৈতন্যচরণ॥
লীলা দেখা আঁখি উন্মীলিত নহে এবে।
দেখিয়াছে ভেসে, নাহি দেখিয়াছে ডুবে।
জন্ম জন্ম প্রিয়ভক্ত ভাই দুই জন।
জগাই মাধাইরূপে এবারে জনম॥
গোউর নিতাই যেন, তাঁরা যেন তাঁরা।
জগাই মাধাই দুই ভক্তিপ্রেমে ভরা॥
পাপাচার কিছু কাল লীলার আসরে।
কাল যেন সেইমত জীব-শিক্ষা তরে॥
ভকতে গোপনে হেন রাখে ভগবান্।
মায়া-অন্ধ জীবে দিতে শিক্ষার বিধান॥
ভক্ত বিনা অপরের সঙ্গে নহে খেলা।
বড় সূক্ষ্ম নরলীলা নাহি যায় বলা॥
সম জাতি সঙ্গে মিল স্বভাবের রীতি।
ভক্তি পেয়ে ভক্ত হয় ঈশ্বরের জাতি॥
ভাবাবেশে বলিতেন প্রভু নারায়ণ।
ধরিলে ধরাই তারে নিজের বরণ॥
কাঁচপোকা ঠিক তার স্থূল উপমায়।
ধরে যবে আরিশলা বৃহত্তরাকার॥
শিখিকণ্ঠ সম বর্ণ যে কাঁচের গায়।
সেই বর্ণ আপনার, ধৃতেরে ফলায়॥
শাখা প্রশাখাদি পত্র বৃক্ষের যেমন।
ঈশ্বরের সম্বন্ধেতে তেন ভক্তগণ॥
যদি সবে নহে লগ্ন উপরে উপরে।
হৃদয়ে সংযোগ আছে ভক্তিবহ তারে॥
ভক্তি আছে যাঁর তিনি ঈশ্বরের জন।
ঈশ্বরের যেবা, তাঁর আছে ভক্তিধন॥
ভক্তি যথা তথা তাঁর চিরকাল বাস।
কখন সুগুপ্তভাবে কখন প্রকাশ॥

সেখানে নাহিক ভক্তি প্রভু যথা বাঁকা।
হৃদয়নিলয় শূন্য, শূন্য সম ফাঁকা ॥
পুণ্যমূল ক্রিয়া-কর্ম্ম তপ যপাচার।
তাহাতেও হয় এক ভক্তির সঞ্চার ॥
সে ভক্তি বৈধেয় ভক্তি, ভক্তি কহা যায়।
স্বভাব স্বতন্ত্র, নহে এ ভক্তির ন্যায় ॥
সাধারণ নাম ভক্তি, ভক্তি ভিন্ন ভিন্ন।
উভয় মিছরি গুড় মিষ্টি মধ্যে গণ্য ॥
এ ভক্তি ভক্তের ভক্তি শুদ্ধভক্তি নাম।
আগে মাঝে শেষে তিনে এক পরিণাম ॥
বিধির বিধানে নাই, বিধি ছাড়া রীতি।
কর্ম্ম নহে, শ্রীপ্রভুর চরণ প্রসূতি ॥
চাতকের প্রাপ্য যেন ফটিকের জল।
শুদ্ধভক্তি পায় আত্মগণেরা কেবল ॥
শ্রীপ্রভুর আত্মগণে ভক্ত বলা দায়।
বলি কেন ? অন্য কথা নাহিক ভাষায় ॥
আত্মগণে ভক্তে বহে প্রভেদ বিস্তর।
যেমন নিকট আর অনেক অন্তর ॥
কৃষ্ণ মূল, গোপ গোপী অঙ্গ অবয়ব।
আত্মগণ ব্রজবাসী ভকত উদ্ধব ॥
এখানে সুরেন্দ্রচন্দ্রে আত্মগণ কই।
যে আর থাকিতে নারে প্রভুদেব বই ॥
দরশনে লুব্ধ মন থাকে নিরন্তর।
কখন প্রবল যেন দ্রুতগতি ঝড় ॥
আফিসে মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম ছিল তাঁর।
যাবতীয় তথা পরিদর্শনের ভার ॥
খাটেন আগোটা দিন একটান মনে।
তবু না ফুরায় কাজ সিন্ধু পরিমাণে ॥
এখন কাজেতে নাই এক টানা মন।
মাঝে মাঝে শ্রীপ্রভুর হয় আকর্ষণ ॥
স্মৃতিপথে মুরতি আইসে ক্ষণে ক্ষণে।
সুস্থির থাকিতে নারে কাজের আসনে
এক দিন শ্রীপ্রভুর দরশন লেগে।
বড়ই চঞ্চল চিত্ত হইল আবেগে ॥
আফিসে সে দিনে কাজ গুরুতর হাতে।
কি করেন আত্য নাই হইল যাইতে ॥
কর্ম্মদক্ষ হাত, কর্ম্মে হইল অচল।
দরশনে ব্যাকুলতা এতই প্রবল ॥
যা হবার হবে, কর্ম্ম করি পরিহার।
দক্ষিণসহরমুখে হয় আগুসার ॥
শ্রীমন্দিরে যাবা মাত্র দেখিবারে পান।
কলিকাতা আসিতে সসজ্জ ভগবান্ ॥
বলিলেন ভাগ্যবান্ ভক্তে সম্বোধিয়া।
যেতেছিনু কলিকাতা তোমার লাগিয়া।
প্রাতে হ'তে দেখিতে তোমায় বড় সাধ।
ভাল ভাল আসিয়াছ হইল আহ্লাদ ॥
সুধাংশুবদন ফুল্ল আনন্দের ভরে।
কর রূপে অপার করুণারাজি ক্ষরে ॥
বিশুদ্ধ প্রেমের বর্ণ মাখামাখি তায়।
ঝলকে ঝলকে ফুটে বদন-রেখায় ॥
প্রেমে গলা প্রভু মূর্ত্তি এমন তরল।
ঢল ঢল যেই মত কিরণের জল ॥
ভকত-চকোর-জাতি-চিত্ত-মনোহর।
মনোমোহনিয়া ঠাম পরম সুন্দর ॥
বিভোরে সুরেন্দ্র দেখে মহাভাগ্যবান্।
প্রভু কি রূপের ছবি, রূপের নিধান ॥
ধন্য শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র অন্তরঙ্গ জন।
টল টল যাঁর ডাকে প্রভুর আসন ॥
পদরজ দিয়া মোরে কর ক্ষমবান।
মনেরে শুনাব রামকৃষ্ণলীলা-গান ॥
অপার করুণাবলে সুরেন্দ্র এখন।
পূজ্যতম প্রভুদেবে করে নিবেদন ॥
সুমিষ্ট বিনয় বাক্যে করজোড় করি।
আপনারে যেতে হবে আমাদের বাড়ী ॥
গাড়ীর মধ্যেতে লৈয়া ভব-কর্ণধার।
চলিল সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘরে আপনার ॥
বুঝ মন শ্রীসুরেন্দ্র বটে কোন্ জন।
যাঁর প্রতি এত তুষ্ট প্রভুনারায়ণ ॥

যদি সুরাপায়ী তবু ভক্তশিরোমণি।
মিলিলে চরণ-রেণু মহাভাগ্য গণি॥
শুন মন এক কথা কই এই খানে।
প্রভু কি, অদ্যাপি তাঁরে সুরেন্দ্র না চিনে॥
যদি বল কি কারণে মজিয়াছে মন।
চিরসঙ্গ অন্তরঙ্গ ভক্তের লক্ষণ॥
থাক্ বা না থাক্ ফল, ফলে নাই আশা।
গাছে থাকে বিহঙ্গম যাহে তার বাসা॥
শ্রীপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ্‌গণ।
তাঁদের কখন নাই সাধন-ভজন॥
বিধি কি অবিধি সত্যাসত্য পাপ-পুণ্য।
হাসিয়া উড়ায় কভু নাহি করে গণ্য॥
ইচ্ছামত করে কর্ম্ম বিচার না করি।
ষোল আনা জানে ঘাটে বাঁধা আছে তরী।
সেই হেতু আত্মগণে বুঝা মহাভার।
সাধারণ জন সম নরের আকার॥
অন্য দিকে কই কথা শুন শুন মন।
লোক ছাড়া লোক তাঁরা সাঙ্গোপাঙ্গগণ॥
মহাবীর বলীয়ান্ ধরা-জোড়া ছাতি।
প্রভুদেব নারায়ণ রথের সারথি॥
তালে তালে নাচে তাঁরা বেতালা না হয়।
শ্রীহস্তে সংলগ্ন মুখরজ্জু সমুদয়॥
সততঃ রয়েছে টানা শ্রীপ্রভুর করে।
পড়ি পড়ি করে কিন্তু পড়িয়া না পড়ে।
শ্রীপ্রভুর কথিত উপমা শুন মন।
পাড়াগেঁয়ে এক গ্রামে ব্রাহ্মণভোজন॥
গ্রামান্তরে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণসকলে।
যায় লম্বা মাঠ পার সঙ্গে শিশু ছেলে॥
মাঠের আইল-পথ কাদা জলে ডুবা।
শিশুর ধরিয়া হাত রক্ষা করে বাবা॥
সাবধানে যায় পিতা গায়ে আছে বল।
কখন না পড়ে যদি অঙ্গ টল টল॥
বিটল অনেক ছেলে উপদ্রবি ধাত।
তাহারা নিজেরা ধরে জনকের হাত॥
বিষম পিছল পথ অল্প শক্তি গায়।
দুটি পা না যেতে যেতে ভুঁয়ে পড়ে যায়॥
বালকে ধরিলে পরে হয় এ রকম।
বাপ যারে ধরে তার নাহিক পতন॥
কুপথ সুপথ যাহা কর অনুমান।
সর্ব্ব ঠাঁই হাতে ধ'রে থাকে ভগবান্॥
যাহার আশ্রয় তিনি, তার কিবা ভয়।
শুন মন ভক্ত-সংযোটন-পরিচয়॥
সাধুত্তম সাধুশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্র এবারে।
সুরাপানভ্যাস কিন্তু আদতে না ছাড়ে॥
শুন তাঁর সুরা-পান করিবার ধারা।
পানমত্ততায় পায় বীরের চেহারা॥
মত্ততা প্রযুক্ত বল মনে গিয়া ঝরে।
কোথা শ্যামা মা মা বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
বহিয়া সুন্দর গণ্ড পড়ে আঁখিনীর।
শুনিলে পাষাণে জল তরলে বাহির॥
মত্ততার বেগ আগে কামিনী-কাঞ্চনে।
এখন ফিরিল শ্যামা-মায়ের চরণে॥
হেন সুরাপানে দোষ বুঝি না কি ঘটে।
নিন্দা অপবাদ মাত্র লোকাচারে রটে॥
বন্ধু তার বার বার নানা জেদ করে।
সুরাপান মহাদোষ পরিহার তরে॥
এবে আর দেয় কাণ কে কার্ কথায়।
অভ্যাস হয়েছে ঠিক স্বভাবের প্রায়॥
একদিন মহাষ্টমী তরী-আরোহণে।
সবান্ধবে আগমন প্রভু-দরশনে।
পথিমধ্যে যাইতে যাইতে বন্ধু কয়।
আর এই সুরাপান উচিত না হয়।
স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে ইহা অতি বিঘ্নকারী।
সুরেন্দ্র বলেন সুরা ছাড়িতে না পারি॥
অকারণ কেন জেদ কর বারে বারে।
আমি নাহি খাই সুরা খেয়েছে আমারে॥
তবে এক সত্য কথা বলি তব ঠাঁই।
তুমি না তুলিবে কথা, সেচ্ছায় গোঁসাই॥

আপনি বলেন যদি এমন বচন।
অবশ্য ছাড়িব সুরা করিলাম পণ॥
সুরার প্রসঙ্গ তব উক্তিযোগ্য নয়।
বারে বারে শ্রীসুরেন্দ্র বন্ধুবরে কয়॥
এত শুনি বন্ধুবর মনে মনে ভাবে।
প্রভু যদি নাহি কন তবে কিবা হবে॥
সর্ব্বঘটবার্ত্তাবিৎ শ্রীপ্রভু আপনি।
বিধিমত পাকা জ্ঞানে জানিতেন তিনি॥
একমনে ঘনে ঘনে প্রভুরে স্মরণ।
করিতে লাগিল বন্ধু বন্ধুর কারণ॥
এ হেন সুহৃদ্ বন্ধু কে পায় কাহাকে।
বন্ধুর মঙ্গল আশে দীনবন্ধু ডাকে॥
পরম আত্মীয়, ধরে বন্ধুর খিয়াতি।
সম্পদের সহচর, বিপদের সাথী॥
মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা চিন্তা করে পলে পলে।
যথাঘাটে তরণী লাগিল হেনকালে॥
প্রভুপদ বন্দিবারে শ্রীমন্দিরে যায়।
শূন্য শ্রীমন্দির, প্রভু নাহিক তথায়॥
শ্রীপ্রভুর মন্দিরের উত্তর অঞ্চলে।
দেখিতে পাইল তাঁয় বকুলের তলে॥
প্রণতি করিয়া দোঁহে শ্রীপদে লুটায়।
শ্রীঅঙ্গেতে ভাবাবেশ বাহ্য নাহি তায়॥
ভুবনে ব্যাপেছে মন অঙ্গগোটা স্থির।
বদনে বিকাশে ভাব প্রশান্ত গম্ভীর॥
যেন দেখিছেন এক মনে নিরখিয়া,
জগতে যাবৎ জীব সকলের ক্রিয়া॥
শ্রীঅঙ্গে আসিলে মন কিছুক্ষণ পরে।
নেশায় বিভোর যেন ফিরিলা মন্দিরে॥
অতি ধীর মন্দ মন্দ চরণ-চালনে।
ছায়াবৎ পাছু যায় বন্ধু দুই জনে॥
আপন আসনে বসি খাটের উপর।
বাক্যগুলি বিজড়িত কাটা কাটা স্বর॥
আপনে আপন মনে কন ভগবান্।
ইহা অতি অকর্ত্তব্য ইচ্ছামত পান॥
সাধনা-বিধিতে হেন আছয়ে নিয়ম।
কিঞ্চিৎ খাইতে হয় কারণ-কারণ॥
কুলকুণ্ডলিনী তাঁরে দিবে অনুমত।
না টলিবে পদ, নহে মন বিচলিত॥
কারণ স্বরূপ পানে যে আনন্দ হয়।
তাহাকে কারণানন্দ শাস্ত্রে হেন কয়॥
কারণ-আনন্দে উঠে ভজন-আনন্দ।
নীরবে দাঁড়ায়ে কথা শুনেন সুরেন্দ্র॥
সে দিন হইতে তেঁহ বুঝিল নিশ্চিত।
জগতে যাবৎ সব শ্রীপ্রভু বিদিত॥
সকল জানেন প্রভু জগতগোঁসাই।
কাছে তাঁর লুকাবার কোন কিছু নাই॥
প্রভুঅবতারে তাঁর যত ভক্ত জানি।
সুরেন্দ্র তাঁদের মধ্যে সমুজ্জ্বল মণি॥
এখানেতে দত্ত রাম নিরন্তর ঘুরে।
প্রভুদত্ত মন্ত্র-ফাঁদে হরি ধরিবারে॥
যতই করেন আশা ততই বিফল।
বিফলানুসারে হৃদে অশান্তি প্রবল॥
অশনে শয়নে সুখ কিছু আর নাই।
ভাবে কবে কিসে হরি-দরশন পাই॥
বড়ই ব্যাকুল প্রাণ এক দিন রাম।
জনৈক বন্ধুর সঙ্গে স্থানান্তরে যান॥
দুঃখের কাহিনী পথে কহে পরস্পর।
হরি বিনা জীবদের দুর্গতি বিস্তর॥
সর্ব্বদুঃখ-হর হরি কি প্রকারে মিলে।
কোথা তাঁয় পওয়া যায় কোন্‌খানে গেলে॥
হেন কালে শ্যাম-কায় সহাস্য-বদন।
আসিয়া পুরুষ এক দিল দরশন॥
কহিলা বচনে সুধা-ধারা মিশাইয়ে।
কেন এত ব্যস্ত থাক' কিছু দিন স'য়ে॥
কথা শুনি চমকিয়া রাম ভক্তবর।
থামিল দেখিতে তাঁরে, কে দিল উত্তর॥
সুহৃদ প্রাণের বন্ধু প্রাণের মতন।
অশান্তি-অনল হৃদে জ্বলে বিলক্ষণ॥

বুঝিয়া, ঢালিয়া দিল আশা-রূপ বারি।
দেব কি মানব তাঁরে আঁখি ভ'রে হেরি॥
এত ভাবি যেমন ফিরিল পাছুপানে॥
অদৃশ্য পুরুষ আর নাহি কোনখানে॥
সহরের রাজপথ প্রশস্ত যেমন।
সরল অবক্রভাব সুদীর্ঘ তেমন॥
যত দূর চলে দৃষ্টি দেখে দত্ত রাম।
কোথাও পুরুষবরে দেখিতে না পান॥
হাওয়ার মানুষ ধরি আকার যেমন।
চকিতে বিদ্যুতবৎ দিয়া দরশন॥
বরষিয়া শান্তিবারি সুধা-ধারা প্রায়।
পলকে আড়াল পুনঃ মিলিল হাওয়ায়॥
বিদূরিত মেঘদল হইলে আকাশে।
পূর্ণ করে শশধর ফুটে হেসে হেসে॥
তেমতি রামের হৃদে হতাশের জাল।
অশান্তির ঘোর ঘটা বিষম জঞ্জাল॥
তমস আঁধার বড় কর-চোরা-ফাঁদ,
দূরে গিয়া বাহিরিল আনন্দের চাঁদ॥
পুলকে পূর্ণিত ভক্ত পাগলের পারা।
চারে দেখি শ্যাম-কায় মীনের চেহারা॥
বিধিমতে বুঝিলেন নিশ্চয় শ্রীহরি।
নানা ভাবে রূপে খেলে পুনঃ পেলে ধরি॥
পর দিনে দরশনে দক্ষিণসহরে।
বৃত্তান্ত বিদিত কৈল প্রভুর গোচরে॥
মৃদু হাসি প্রভুদেব লীলার ঈশ্বর।
কত কি দেখিবে বলি, দিলেন উত্তর॥
ভক্ত-সঙ্গে খেলা তাঁর মধুর কেমন।
যদ্যপি দেখিতে সাধ হয় তোর মন॥
লও তবে ভক্তিভরে গাও অবিরাম।
আঁখি-ভ্রম-বিমোচন রামকৃষ্ণনাম॥
নামেতে সকল মিলে নাম কর সার।
মধুর প্রভুর নামে মহিমা অপার॥

বলরামের প্রভু-দরশনে গমন।

জয় প্রভু রা কৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয়জয় গুরু াতা জগৎজননী॥
জয় জয় দেহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রে মাগে এ অধম॥

শুন মন লীলাগীতি অতি সুললিত।
দেশেতে ইংরাজি ভাষা এবে প্রচলিত॥
এবে সুশিক্ষিত যত বঙ্গ-যুবাদল।
একমাত্র গণ্য মান্য সম্মানের স্থল॥
রাজদ্বারে সমাদরে উচ্চপদ পান।
শিক্ষা বিনা ভিক্ষা মিলে, নাহি হেন স্থান॥
বক্তৃতা হইলে পরে ইংরাজি ভাষায়।
বেদবাক্যাধিক বুঝে লোক সমুদায়॥
যতক্ষণ গীতা নাহি যায় ভাষান্তরে।
ততক্ষণ সভ্যদলে আদর না করে॥
ছেড়ে গেছে আগেকার বাঙ্গালীর রীতি।
চলা বলা খেলা সজ্জা সাহেবি প্রকৃতি॥

ভজনা-প্রণালী তাও হয়েছে নকল।
মন্ত্র লওয়া নাই এবে বক্তৃতা কেবল॥
এই সম্প্রদায়ভুক্ত কেশব এখন।
বিশ্বাস তাঁহার বাক্যে করে বহুজন॥
নব্য বঙ্গ-যুবাদলে প্রভুর প্রচার।
একা মাত্র শ্রীকেশব মূলাধার তার॥
নমস্কার কোটি কোটি কেশবের পায়।
দুই পথে ধরিলেন প্রচার উপায়॥
প্রধান বক্তৃতা তাঁর মহা সভাস্থলে।
অন্য সমাচারপত্র ছুটে মফস্বলে॥
কানে কানে মুখে মুখে যায় সমাচার।
চারিদিকে আসে লোক হাজার হাজার॥
সাধন ভজন যবে পাগলের প্রায়।
পুরীমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিলে সন্ধ্যায়॥
ছাদের উপরে উঠি প্রভু ভগবান্।
দুনয়নে বারি-ধারা ব্যাকুলিত প্রাণ॥
ডাকিতেন অন্তরঙ্গ আত্মসঙ্গগণে।
কে কোথায় আছ এস আমি এইখানে॥
এত দিন খবর না ছিল কোথা কার।
একে একে জুটিতে লাগিল এইবার॥
মনোহর ভক্তবর বসু বলরাম।
সহর অঞ্চলে বাগবাজারেতে ধাম॥
বৈষ্ণব-আচার-বংশে জনম তাঁহার।
পিতা পিতামহগণ বৈষ্ণব আচার॥
এখন চল্লিশ পার তাঁর বয়ঃক্রম।
সরল আকৃতি অতি পাতলা গড়ন॥
গোউর বরণ অঙ্গ অকুঞ্চিত ঠাম।
সুন্দর বক্ষেতে দুলে দাড়ি লম্বমান॥
বাঙ্গালীর রীতি ছাড়া উচ্চপাগ শিরে।
বিনয়েতে সদা নত ভূমির উপরে॥
হাসিমাখা ধীরি কথা, কভু উচ্চ নয়।
নানা গুণে অলঙ্কৃত হৃদয়-নিলয়॥
ঘটে কত ভক্তিভরা নহে বলিবার।
আপনি যেমন তিনি, তেন পরিবার॥
কুমারকুমারীগণ গড়া সম ছাঁচে।
ছোট বড় তরতম সাধ্য কার বাছে॥
ভক্তবর সাধু নামে ছোট সহোদর।
শিশু ভ্রাতৃ-পুত্র ভক্ত পরম সুন্দর॥
এই মত হয় তাঁর যারে দেন হরি।
ভক্তিমান ভক্তিমতী শ্বশুর শাশুড়ী॥
তিনটি শ্যালকমধ্যে অনুজ যে জন।
এবে তাঁর পনেরর মধ্যে বয়ঃক্রম॥
সুন্দর গড়ন হাসি সর্ব্বদা বয়ানে।
কৃষ্ণপদে রতি মতি অতুল ভুবনে॥
স্বভাব-সুলভ কিবা আঁখি ঠেরে কথা।
পশ্চাতে সময়ে পাবে তাঁহার বারতা॥
শুনে রাখ মাত্র বাবুরাম নাম তাঁর।
কৃপায় যাঁহার হয় ভক্তির সঞ্চার॥
ভক্তের বাজার ঠিক বসুর ভবন।
শান্তিময় বৃহৎ দ্বিতল নিকেতন॥
লক্ষ্মী বিরাজিত গুপ্তভাবে সর্ব্বদায়।
ভারি ভারি জমিদারি আছে উড়িষ্যায়॥
রাজসিক ভাবশূন্য যদি ধনপতি।
নানাবিধ তীর্থমধ্যে বড়ই খিয়াতি॥
মনোহর আশ্রম আছয়ে স্থানে স্থানে।
বিশেষ পুরুষোত্তমে কাশী বৃন্দাবনে॥
অতিশয় বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণ-পদে আশ।
এখন তাঁহার আছে ব্রজমাঝে বাস॥
জগন্নাথ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত স্থানে স্থানে।
বিশেষে মাহেশে কথা সকলেই জানে॥
মাহেশের রথ বড় প্রসিদ্ধ এ দেশে।
গণনায় নাহি পায় কত লোক আসে॥
এখানে স্বতন্ত্র মূর্ত্তি আপনার ঘরে।
দিন দিন ভোগ রাগ নানা উপচারে॥
ভাত খিচুরায় ভোগ ব্রাহ্মণেতে রাঁধে।
কত ভক্ত তৃপ্তি পায় তাঁহার প্রসাদে॥
সন্ধ্যাকালে নিতি নিতি হরি-সংকীর্ত্তন।
ভবনে ভক্তের কত নিত্য সমাগম॥

শ্রীপ্রভুর লীলামধ্যে যত ভক্তে জানি।
ভক্ত বলরামে এক অগ্রগণ্য মানি॥
ভক্তমধ্যে যগুপিহ ছোট বড় নাই।
বেশী কৃপা যেইখানে তাঁরে বড় গাই॥
এক গাছে যেন লক্ষ লক্ষ ফল ধরে।
সকলে না হয় বিক্রী একরূপ দরে॥
যে যেমন সুরসাল সেমত সে গণ্য।
লীলা-হাটে ভক্তদের এই তারতম্য॥
বক্তৃতায় পত্রিকায় উচ্চে বাঁধি তান।
প্রভুর মাহাত্ম্য কথা শ্রীকেশব গান॥
বলরাম উড়িষ্যায় রন এ সময়।
সমাচার-পত্র-পাঠে অপার বিস্ময়॥
শ্রীপ্রভুর চিরপ্রিয় ভক্ত বলরাম।
যেমন ঢুকিল কানে শ্রীপ্রভুর নাম॥
অবিরাম অস্থির পরাণ দরশনে।
কলিকাতা কবে যাব ভাবে রেতে দিনে।
বিষয় বন্ধনে তথা তালুকের ভার।
যাই যাই করিতে সপ্তাহ দশ পার॥
ইতিমধ্যে শুন কিবা হইল ঘটন।
বসু-বাসে বাস রামদয়াল ব্রাহ্মণ॥
অল্পবয়ঃ নিষ্ঠাচারী সরল উদার।
হরি-পদে রতি মতি বিলক্ষণ তাঁর॥
কেশবের সমাজেতে মাঝে মাঝে গতি।
শুনিয়া প্রভুর তথা মাহাত্ম্য ভারতী॥
যান তিনি দরশনে দক্ষিণসহরে।
বিকাইল প্রভু-পায় একদিন হেরে॥
আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি প্রভুর আমার।
দেখিয়াই বলরামে দিল সমাচার॥
ছিল তপ্ত বসু ভক্ত কেশবের বোলে।
পত্রে তায় ব্রাহ্মণ আগুন দিল জ্বেলে॥
কোথায় বিষয়কর্ম্ম করি পরিহার।
উত্তরিল কলিকাতা আবাসে তাঁহার॥
দয়ালের মুখে শুনি মাহাত্ম্য প্রভুর।
দরশনে ব্যাকুলতা বাড়িল বসুর॥
উঠে পড়ে বলরাম চলে পর দিনে।
দক্ষিণসহরে প্রভু বিরাজে যেখানে॥
সেই দিনে শ্রীমন্দিরে ভকতের মেলা।
গিয়াছেন শ্রীকেশব সঙ্গে যত চেলা॥
নানাবিধ ঈশ্বরীয় কথোপকথন।
মুক্ত-মুখে ছুটে আনন্দের প্রস্রবণ॥
একধারে উপবিষ্ট ভক্ত বলরাম।
মহানন্দে ইন্দ্রিয়ের পিপাসা মিটান॥
অন্তর বারতা-বিৎ শ্রীপ্রভু আমার।
জিজ্ঞাসিলা তারে কিবা জিজ্ঞাস্য তোমার
বলরাম বলিলেন এক নিবেদন।
দেখুন আমার পিতা পিতামহগণ॥
ভকত-স্বভাব সবে বৈষ্ণব-আচারী।
কাটিলা জীবন শুধু হরি হরি করি॥
অদ্যাবধি আমিও তাঁদের পিছু যাই।
কিন্তু হরি কেহ কেন দেখিতে না পাই?
প্রভুদেব করিলেন তাহার উত্তর।
ধন পুত্রে যেইরূপ করহ কদর॥
সেইমত প্রিয়ভাব হরিতে কি আছে?
থাকিলে অবশ্য হরি আসিতেন কাছে॥
অতুল টানের কিবা কথা পরিপাটী।
শ্রবণমাত্রেই ভক্ত বুঝিলেন ত্রুটি॥
কেমনে হরিতে হয় মমতা সঞ্চার।
শ্রীপ্রভু আপনি তার করিলা যোগাড়॥
লীলায় বুঝিবে তত্ত্ব কহা অকারণ।
শ্রবণ করিয়া লীলা কর দরশন॥
প্রভুসনে আর কথা নহে সেই দিনে।
গোলযোগ হেতু বহু লোক-সমাগমে॥
দলে বলে এসেছেন কেশব সজ্জন।
আজি তাঁর মুড়ি খেতে ছিল নিমন্ত্রণ॥
দক্ষিণসহরে মুড়ি বড়ই খিয়াতি।
মুড়িতে শ্রীকেশবের বড়ই পিরীতি॥
কেমনে খাইলা মুড়ি শুন শুন মন।
প্রথমে প্রাঙ্গণে পাতা পড়ে অগণন॥

বসিল যতেক লোক আছিল তথায়।
সর্ব্বাগ্রে পড়িল মুড়ি পাতায় পাতায় ॥
বড় বড় কাঁচা লঙ্কা লবণ সহিতে।
কুচি করা নারিকেল আদা তার সাথে।
ঘিয়ে মাখা তার পর কলাইর ভাজা।
মিষ্টি মুখ হেতু পড়ে চৌকনিয়া গজা ॥
মুড়ি নহে শেষ, লুচি গরম গরম।
আলো করি গোটা পুরী দিল দরশন ॥
পাছু ছুটে তরকারি·ডাল্লাঁর আকার।
দুটি কি তিনটি নহে বিবিধ প্রকার ॥
নাহি পায় ঠাঁই পাতে বৃহদায়তন।
পড়িল বেগুণ-ভাজা ডঙ্গার মতন ॥
মুড়ি থেকে বোঝায়ের হ'য়েছে পত্তন।
পূর্ণ পেট আর নহে গলাধঃকরণ ॥
রঙ্গসহ শ্রীকেশব প্রভুদেবে কয়।
বড়ই সুন্দর মুড়ি খেনু মহাশয় ॥
আর কেন যথেষ্ট হয়েছে এইবারে।
রুদ্ধ পথ নাহি ফাঁক পেট গেছে ভ'রে ॥
প্রভুদেব বলিলেন হাসিয়ে হাসিয়ে।
যা হয়েছে টুকু টুকু সব যাও খেয়ে ॥
দেখিতে দেখিতে এল চাটনি সুন্দর।
প্রশস্ত করিতে পথ গলার ভিতর ॥
সঙ্গে সঙ্গে খবাদই পাতা চিনি দিয়ে।
এতই পড়িল যেন বান যায় ব'য়ে ॥
তদুপরি বড় মণ্ডা দীর্ঘে প্রস্থে ভারি।
দধিসিন্ধুমধ্যে যেন সন্দেশের গিরি ॥
কে আর করিতে পারে কতই ভোজন
খুরি ভরা ক্ষীর দিয়া কার্য্য সমাপন ॥
বহু দ্রব্য আয়োজন অধিক অধিক।
শুনেছি যোগাড়দাতা শ্রীযদু মল্লিক ॥
ভোজন সমাপ্তে রাতি ক্রমে বেড়ে যায়
ঘরে ফিরিবারে মাগে প্রভুরে বিদায় ॥
বলিলেন প্রভু তাঁয় সস্নেহবচনে।
ঘরে কেন যাবে আজি থাক এইখানে ॥
কর-জোড়ে কেশব কহেন দীনতায়।
দরশনে সত্বর আসিব পুনরায় ॥
সহাস্যে করিয়া রঙ্গ প্রভু কন পরে।
আঁইস-চুবড়ি রেখে আসিয়াছ ঘরে ॥
নিদ্রা নাহি হবে হেথা দূরে রাখি তায়।
মেছনীর গল্প প্রভু কন উপমায় ॥
গুণধর যেন তেন সুরসিকবর।
সর্ব্বরস সুবিদিত রসের সাগর ॥
কিসে গলে কার প্রাণ কিসে শিক্ষা কার
বুঝিতে বড়ই পটু শ্রীপ্রভু আমার ॥
রসে ভরা প্রভুবাক্য তবু এত জোর।
দেখি জড় সড় লাজে অশনি কঠোর ॥
বড় প্রাণে সাধ আঁকি শ্রীবাক্য কেমন।
কি করি তুলিতে খুঁজে না পাই বরণ ॥
সঙ্কেতেতে কই বাক্য ঠিক ডিম্ব পারা।
সময়ে প্রসবে ভেঙ্গে জীবন্ত চেহারা ॥
শ্রীবাক্য সেরূপ নহে যেন শুনা যায় ॥
হাওয়ায় হইয়া পরে হাওয়ায় মিশায় ॥
শুন মেছনীর কথা প্রভুর উত্তর।
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি স্বতই সুন্দর ॥

সহর অন্তরে জলা প্রান্তরের ধারে।
মেছো মেছনীরা তথা বহু বাস করে ॥
মেছো মরদেরা মাছ ধরে রাত্রিকালে।
মেছোনিরা একস্তরে সকালে সকালে ॥
সহরেতে আসে মাছ বিক্রয় কারণ।
দিনান্তে কর্ম্মান্তে করে ভবনে গমন ॥
এক দিন দৈবযোগে পথে অকস্মাৎ।
মেঘ ফুটে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত ॥
সেখানে আশ্রয়হেতু নাহি অন্য স্থান ॥
দুই ধারে শতদরে ফুলের বাগান ॥
মনোহর বাসাবাটী বাগিচা ভিতরে।
উদ্যান-রক্ষক মালী যত্নে রক্ষা করে ॥
কি করে মেছোনিদল প্রবেশিল তায়।
প্রহরেক রাতি তবে বৃষ্টি ছেড়ে যায় ॥

তথা হ'তে বহুদূর তাহাদের ঘর।
চক্ষে নাহি আসে বাট আঁধার প্রান্তর ॥
হেথা কি ঘটিল কথা শুন শুন বলি।
ঠাণ্ডা বায়ে ফুটে যত কুসুমের কলি ॥
উদ্যান চৌদিকে, গাছ হাজার হাজার।
মাতিয়া সকলে করে সৌরভ বিস্তার ॥
আঁষ্টেগন্ধে মেছোনীর জন্মধাত বাঁধা।
অষ্ট-অঙ্গে আঁষ্টেগন্ধ যেন মৎসগন্ধা ॥
বুকে আঁইশের গন্ধ এত পরিমাণে।
পারিজাত কুজাত দুর্গন্ধ তার সনে ॥
ফুলের সৌরভে আর নিদ্রা নাহি হয়।
জঞ্জালে পড়িল বড় মেছোনিনিচয় ॥
মাছের বজরা ছিল তাহাদের কাছে।
বাতাসে শুকায়ে তার গন্ধ ক'মে গেছে ॥
বুদ্ধি করি তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া জল।
আঁইশের গন্ধ কিছু করিল প্রবল ॥
মেছোনিরা বজরায় মুখ চাপা দিতে।
তবে না হইয়া সুস্থ নিদ্রা যায় রেতে ॥
সেইমত তোমাদের আঁইশ-চুবড়ি।
ঘরে রেখে এসে গোল করিয়াছ ভারি ॥
এখানে ফুটেছে গাছে বিবিধ কুসুম।
সৌরভ-সুগন্ধে রেতে নাহি হবে ঘুম ॥
কামিনীর গন্ধ বিনা নিদ্রা হবে কেনে।
শ্রীকেশব সলজ্জবদন কথা শুনে ॥
এগুতে পেছুতে দুয়ে হৈল মহাদায়।
এস এস বলি প্রভু দিলেন বিদায় ॥
আগাগোড়া শ্রীপ্রভুর দেখিয়া ব্যাপার।
ফিরিল সে দিনে বসু আপন আগার ॥
অন্তরঙ্গ-ভক্ত-মধ্যে প্রধান লক্ষণ।
একবার শ্রীপ্রভুর পেলে দরশন ॥
নয়নমোহনরূপ দেখিবারে পায়।
কি জানি কি খেলে রূপ শ্রীপ্রভুর গায় ॥
সচঞ্চল প্রাণ প্রায়, হ'য়ে নিজে হারা।
তাঁর কথা তাঁর মূর্ত্তি মনে তোলাপাড়া ॥
দর্শন-শ্রবণ-পথে যতেক গোচর।
নিজ ভাবে বলরাম ভাবে নিরন্তর ॥
শ্রীপ্রভুর দরশনে নাহি মিটে আশা।
যত দেখে দেখিবার ততই পিপাসা ॥
কত অন্তরঙ্গ শুন ভক্ত বলরাম।
প্রভুর শ্রীবাক্যে আছে তাহার প্রমাণ ॥
একদিন গঙ্গাকূলে করেন ভাবনা।
নদিয়ায় গৌরচন্দ্র অবতার কি না ॥
সত্য যদি অবশ্যই পাব দরশন।
বলেছি অনেক আগে করহ স্মরণ ॥
ভাবিতে ভাবিতে হেন পঞ্চবটতলে।
উঠিল কীর্ত্তন-রোল গঙ্গার সলিলে ॥
শব্দ ধরি দেখিলেন প্রভুদেব চেয়ে।
উঠে কীর্ত্তনিয়া দল জল তুফালিয়ে ॥
পর দরশনে প্রভু জগৎগোঁসাই।
প্রত্যক্ষে পাইলা দুই গোউর নিতাই ॥
উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে দুই জনে।
মাতোয়ারা সঙ্গে যারা নাচে সংকীর্ত্তনে ॥
যত লোক সংকীর্ত্তনে ছিল বিদ্যমান।
তার মধ্যে একজন ভক্ত বলরাম ॥
স্বতন্ত্র আধার তাঁর ছিল নদেপুরে।
এইবারে বলরাম প্রভু অবতারে ॥
অভ্যন্তরে এক বস্তু স্বতন্ত্র চেহারা।
এ তত্ত্ব বিদিত কেহ নহে, প্রভু ছাড়া ॥
বলিতেন প্রভু, চক্ষু জামালার প্রায়।
এই দ্বারে যে ভিতরে তারে দেখা যায় ॥
কথাটি সহজ, দেখা কঠিন ব্যাপার।
কে তিনি এ দরশনে অধিকার যাঁর ॥
প্রভুর নিকটে তাই তাঁর আত্মগণ।
নূতন হইয়া হয় বহু পূরাতন ॥
লীলাগীতি একমনে কর অবধান।
ভক্তসনে সম্মিলনে পাইবে প্রমাণ ॥
কিবা শক্তি কব আমি প্রভুলীলা খুলে।
যতই না কই কুটি সিন্ধুর সলিলে ॥

ভাল দেখাইয়া বল কে বুঝাইতে পারে।
প্রকাণ্ড আকার গোল ধরা কিবা ধরে॥
মহাভক্ত বলরাম বৈষ্ণব লক্ষণে।
প্রভু অবতারে নয় অবতার ক্রমে॥
গোষ্ঠীবর্গ সবে ভক্ত কোলমীর চাক;
বহু লতা-সমাবৃত তিল নাহি ফাঁক॥
পাড়া যুড়ে আছে বেড়ে গায়ে গায়ে গাঁথা।
ভক্ত বলরাম তার মধ্যে মূললতা॥
সতেজ সবল শক্ত সুকোমল প্রাণ।
তারে ধরি প্রথমে দিলেন প্রভু টান॥
তার টানে গোটাচাক কিরূপ প্রকারে।
ধীরে ধীরে যায় চ'লে প্রভুর গোচরে॥
পরে পরে কব মন ব্যস্ত ভাল নয়।
পীযূষ-ভাণ্ডার সংঘোটন-পরিচয়॥
প্রভুরে বড়ই মিষ্ট লেগেছে বসুর।
এক দরশনে শুন কাণ্ড কত দূর॥
ভাবে কত করিয়াছি তীর্থেতে পয়ান।
দেখিয়াছি শত শত সাধকপ্রধান॥
যোগী ত্যাগী জটাধারী মহান্ত সজ্জন।
শৈব শাক্ত বৈদান্তিক বৈষ্ণব-লক্ষণ॥
শুনেছি ঈশ্বর-কথা বিস্তর বিস্তর।
কিন্তু কোথা না দেখিনু এমন সুন্দর॥
যেমন মুরতিখানি, স্বভাব তেমন।
ভক্তিমাখা উক্তি মুখে সুধা বরিষণ॥
সঙ্গীতে বাঁশরি-কণ্ঠ অতি মিষ্ট গান।
শুনে প্রাণ ফুলে ধরে আনন্দে উজান॥
মহাজ্ঞানে বাল্যভাব অঙ্গ-আভরণ।
রস-ভাষে কেবা দোষে কিছু নহে কম॥
ভক্তসেবা বিলক্ষণ ভক্তির সহিতে।
পুলক পিরীতি অতি ত্যাগ রাগ চিতে॥
কাণ চক্ষু উভয়ের রুচি প্রীতিকর।
রয়েছেন এত কাছে কে জানে খবর॥
পুনরায় যাব তাঁরে করিতে প্রণতি।
পোহাইলে একবার আজিকার রাতি॥

পরদিনে দ্বিতীয় দর্শনে ভক্তবর।
উপনীত হইলেন প্রভুর গোচর॥
পরম পুলক গায় প্রভুদেবে হেরে।
প্রভুও তেমতি খুসি ভিতরে ভিতরে॥
উপরেতে বাহ্যভাব ভিতরে তা নয়।
লীলা কিনা, তাই প্রভু লন পরিচয়॥
কিবা নাম কোথা বাস কিবা হেতু আসা।
নন্দন-নন্দিনী কিবা বিষয়-ব্যবসা॥
গম্ভীর বয়ানে নহে হাস্যসহকারে।
জেনে যে জিজ্ঞাসা ইহা সাধ্য কার ধরে॥
বড়ই মজার কথা বুঝেছ কি মন।
কথায় কি আছে, চিত্র কর দরশন॥
সাজা এ বড়ই মজা বুঝা যদি যায়।
মিষ্টিমাখা চিঁড়া-দই ক্ষুধার বেলায়॥
দুচারি কথান্তে, হেন কথোপকথন।
যেন দোঁহে যুগান্তর পরিচিত জন॥
ঘনীভূত ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তাভরা।
শুনিয়া বসুর নাই সুখের কিনারা॥
কি যে সুখ প্রভুসঙ্গে কথোপকথনে।
বলিবার নহে তাহা যে জানে সে জানে॥
যবে যার হয় কথা শ্রীপ্রভুর সাথে।
সে যেন গগণচাঁদ ধরা পায় হাতে॥
সীমা ফেঁড়ে উঠে তেড়ে আনন্দ-লহরী।
কি জানি কি ছিল তাঁর কথায় মাধুরি॥
কি দিয়া গঠিত কিবা থাকে তার মাঝে।
গালি দিলে তবু যেন বীণা-বাণী বাজে॥
সদানন্দময় প্রভু সদানন্দে স্থিতি।
যা কিছু জনমে তাঁয় আনন্দ-মূরতি॥
শ্রুতিরুচিকর এত কি কহিব তোরে।
দেহ যদি যায় তবু স্মৃতি নাহি ছাড়ে॥
অমেয়-মিশান হাসি শ্রীবদনে ভাতে।
স্বভাব-সুলভ বাল্যভাবের সহিতে॥
বলিলেন বলরামে বালকের পারা।
তোমার ভবনে আছে অনেক ভাণ্ডারা॥

দিবে কিছু পাঠাইয়া খাইবারে মন।
সুখে ভাসে বলরাম শুনিয়া বচন ॥
উঠে পড়ে আনিবারে লইয়া বিদায়।
ত্বরাত্বরি চ'ড়ে গাড়ি বসু ঘরে যায় ॥
নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রভুর কারণ।
পর দিনে বলরাম করে আয়োজন ॥
বিবিধ মশলা মিষ্টি বেদানা মিছরি।
নানাবিধ ডাল ঘৃত লবণাদি করি ॥
সাজাইয়া মনোমত ডালি সযতনে।
চলিলেন বলরাম প্রভু-দরশনে ॥
পরিমাণে প্রতিদ্রব্য প্রচুর ডালায়।
একমাস গেলে তবু যেন না ফুরায় ॥
ডালি দেখি বড় খুসি শ্রীপ্রভু আপনি।
ধন্য ধন্য বলরাম ভক্ত-চূড়ামণি ॥
প্রভুর ভাণ্ডারী এক ভক্ত বলরাম।
মাসে মাসে এক ডালি প্রভুরে পাঠান ॥

দক্ষিণসহরে এবে প্রতিদিন প্রায়।
অগণন লোক-জন আসে আর যায় ॥
বিশেষতঃ রবিবারে হয় মহামেলা।
প্রাতঃকাল হইতে নাগাদ সন্ধ্যাবেলা ॥
নানা প্রকারের লোক না যায় বাখানি।
সম্ভ্রান্তবংশজ সবে ধনী মানী গুণী ॥
দীনদুঃখী তার মধ্যে তত্ত্ব-লাভে মন।
গুজব শুনিয়া করে দেখিতে গমন ॥
বিবিধ বাসনাযুক্ত আসে ঝাঁকে ঝাঁকে।
এত লোক কহা দায় কে দেখে কাহাকে ॥
অলসবিহীন প্রভু আপন আসনে।
গোটা দিন মহামত্ত ঈশ্বরীয় গানে ॥
যা যাহার শুনিবার মনে মনে মন।
ভাষে প্রকাশিয়া নাহি করে নিবেদন ॥
বুঝিবারে প্রভুর ঐশ্বর্য্য কত দূর।
যার যেন তার কথা প্রচুর প্রচুর ॥
আপনা আপনি কন প্রভু গুণমণী,
সর্ব্বঘটবার্ত্তাবিৎ অখিলের স্বামী ॥
এক এক বাক্যে তাঁর এত অর্থ থাকে।
তাহার উত্তর তাই বুঝে প্রতিলোকে ॥
ঠিক যেন ভীষকের ঔষধের থলে।
যে ব্যাধির যে ঔষধ তাহাতেই মিলে ॥
এর মধ্যে সকলেই বাহিরের পাখী।
সন্ধ্যা এলে চ'লে যায় দিনমানে থাকি।
বাকি থাকে দুই এক কল্প তরু তলে।
গাছ দে'খে মহাতুষ্ট আশা নাই ফলে ॥

এ সময়ে এসেছে গোস্বামী নটবর।
দেশে শ্যামবাজারে যাহার হয় ঘর ॥
সসঙ্গ প্রতাপচন্দ্র উপাধি হাজারা।
বিশ্বাসবিহীন হৃদি ডাঙ্গাজমি পারা ॥
হৃদুর স্বদেশী দোঁহে কাছে কাছে ঘর।
পরিচিত বিশেষ গোস্বামী নটবর ॥
প্রভুর আনন্দ বড় দেখিয়া তাঁহায়।
রাখেন আপন কাছে না দেন বিদায়।
প্রভুর সেবায় এবে ভাগিনা হৃদয়।
বড়ই শিথিল, আগেকার মত নয় ॥
অর্থ লোভে হইয়াছে লোভীর আচার।
পূজা না পাইলে করে শাস্তি যার তার।
লইয়া শ্রীপ্রভুদেবে পাণ্ডাগিরি করে।
বিনা তঙ্কে প্রবেশিতে না দেয় মন্দিরে ॥
জানিতে পারিলে প্রভু করেন বারণ।
তদুত্তরে কহে কটু অপ্রিয় বচন ॥
হৃদয় প্রখর মুখ হৈল অতিশয় ॥
রতি মতি উগ্রতর শ্রীপ্রভুর তয় ॥
কভু কভু কটু ভাষে এতই প্রবল।
শুনেছি ঝরিত বেয়ে শ্রীনয়নে জল ॥
পাছে অশ্রু বিসর্জ্জনে অমঙ্গল ঘটে।
বলিতেন সকাতরে মায়ের নিকটে ॥
যে মা তাঁর মন প্রাণ ধন ধ্যান জ্ঞান।
সম্বল সহায় মহা আশ্রয়ের স্থান ॥
দেখ' মা দেখ' মা হৃদু অজ্ঞানের প্রায়,
রেগো না, রেগো না তুমি তাহার কথায়,

এতই করেছে সেবা মানুষে না পারে॥
যতই না কয় কটু ক্ষমা কর তারে॥
বহুদিন পূর্ব্ব হ'তে প্রভুনারায়ণ॥
হৃদয়েরে করেছেন জড় অচেতন॥
শুন শুন মন এই অদ্ভুত বারতা॥
তম-বিনাশন রামকৃষ্ণলীলাকথা॥
একদিন প্রভু অগ্রে, কিঞ্চিৎ তফাৎ।
পঞ্চবট-অভিমুখে হৃদয় পশ্চাৎ॥
আঁখি পালটিয়া হৃদু দেখিলেন পরে
শ্রীপ্রভু হইয়া কালি যান শূন্যভরে॥
দরশনে কি হইল হৃদয়ের মন।
করি যেন মত্ত দেখি কমলের বন॥
লম্ফ ঝম্প মাতোয়ারা মহাবল গায়।
লাফে লাফে পদ-চাপে ধরণী কাঁপায়॥
উচ্চরোলে বারে বারে কহে সেইক্ষণ।
ওগো মামা তুমি যেন আমিও তেমন॥
গলা ফেটে শব্দ উঠে এত উচ্চনাদ।
প্রভু দেখিলেন হৃদু করিল প্রমাদ॥
পুনরায় প্রভুদেব নিজ মূর্ত্তি ধরি।
হৃদয়ে কহেন কথা ফুকুরি ফুকুরি,,
ওরে হৃদু কেন হেন কহ কি কারণ,
হৃদু বলে তুমি যেন আমিও তেমন॥
পুনশ্চয় প্রভুদেব বলিলেন তারে।
থাম হৃদু, কিবা কথা কহ তুমি কারে॥
পুরীমধ্যে করি বাস গরিব ব্রাহ্মণ।
হৃদু বলে তুমি যেন আমিও তেমন॥
হৃদয়ে করিতে শান্ত চেষ্টা বারে বারে।
হৃদু তত উগ্রতর উচ্চনাদ ছাড়ে॥
তখন হইয়া ক্রুদ্ধ বলিলেন তায়।
রাখিতে নারিলি অতি অল্প শক্তি গায়॥
এত বলি জড়াইয়া কোমরে কাপড়।
হৃদয়ের সন্নিকট হইয়া সত্বর,
দুই হাতে সাপুটিয়া তাহায় ধরিয়া,,
বলিলেন থাক তুমি জড়বৎ হৈয়া॥

সে অবধি হৃদয়ের স্বতন্ত্র প্রকৃতি।
কামিনী-কাঞ্চনে মন ধায় দিবারাতি॥
যে সকল কার্য্য প্রভু কৈলা লীলাকালে।
নিগূঢ় মরম তার সাধ্য কার বলে॥
তিনিই জানেন তাঁর কার্য্যের কারণ।
তদুপরি হস্তক্ষেপ করে মূঢ় জন॥
শিবময় নাম তাঁর পরম উজ্জ্বল।
কার্য্যের মরম, কিসে জীবের মঙ্গল॥
জীব-শিক্ষা হেতু মাত্র রীতি ভিন্ন ভিন্ন।
রুষ্ট তুষ্ট উভয়েই এক রূপ গণ্য॥
হৃদয়ের পক্ষে রুষ্ট তুষ্ট কিছু নাই।
সেবায় সন্তুষ্ট যার জগৎগোসাঁই॥
প্রভুর নিজের হৃদু ছোট খাট নয়।
দেব-আদি সর্ব্ব-পূজ্য বুঝিবে নিশ্চয়॥
হৃদয় আত্মীয় কত, কত সন্নিধান।
প্রভুর শ্রীবাক্যে শুন তাহার প্রমাণ॥
দিননাথ বসু বাগবাজারে বসতি।
প্রভুদেবে সাধু জ্ঞানে করিত ভকতি॥
ত্রুটি নাই কোন অংশে পূজা সমাদরে।
ল'য়ে যায় প্রভুদেবে বারে বারে ঘরে॥
শ্রীপ্রভু যথায় যেন আছয়ে ব্যাপার।
সমারোহ সমাগমে লোকের বাজার॥
মিষ্টিমাখা কথাগুলি সকলের ভাল।
যত দূর ছটা ছুটে তত দূর আলো॥
শুনিলে আনন্দে হৃদি-তন্ত্রী উঠে নেচে।
বিশেষ যতেক লোক ব'সে শুনে কাছে॥
হৃদয় সর্ব্বদা সঙ্গে, গমন যেখানে।
সবে শুনে তাঁর কথা হৃদয় না শুনে॥
বারে বারে হৃদয়ের দেখি আচরণ।
একদিন প্রভুদেবে কহে কোন জন॥
মহাশয় কথার ভিতরে আপনার।
কি এমন আছে শক্তি নহে বর্ণিবার॥
যে আসে সে শুনে ব'সে হ'য়ে আত্মহারা।
বসন্তে নবীন ফুলে যেমন ভ্রমরা॥

কিন্তু যিনি সঙ্গেতে আসেন আপনার।
তাঁহার প্রকৃতি দেখি স্বতন্ত্র প্রকার॥
সুন্দর প্রসঙ্গে হেন নাহি পশে মন।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ॥
পরম রসিক প্রভু রসের সাগর।
করিলেন রসেভরা সুন্দর উত্তর॥
দেখিয়াছ বাজিকর বাজি যারা করে।
মেয়ে ছেলে আট দশ থাকে একত্তরে॥
দুই তিন জনে খেলে বাজি হয় যেথা।
বাকিদের মধ্যে কেহ সারে ছেঁড়া কাঁথা॥
কেহ বা কাহার দেখে মাথায় উকুন।
কেহ গৃহান্তরে যায় আনিতে আগুন॥
এমন সুন্দর বাজি না দেখে নয়নে।
যাহাতে রয়েছে মুগ্ধ শত শত জনে॥
বাজি দেখিবারে তারা নাহি হয় রাজি।
মনে জানে কি দেখিব এ ঘরের বাজি॥
সেইমত হৃদু নিজে বুঝে মনে মনে।
দেখা আছে সব বাজি যা খেলি যেখানে॥
এই কথা ধরি নিজ মনে বুঝ মন।
হৃদয় প্রভুর কত আত্মীয় স্বজন॥
তাঁর পক্ষে রুষ্ট তুষ্ট কাটে একধারে।
হৃদয় ঘরের লোক জন্ম জন্ম ধরে॥
তবে এ লীলার কাণ্ড লীলার বারতা।
তুষ্টেতে বুঝিবে তুষ্ট, রুষ্টে আছে ব্যথা॥
একে সুখ আরে কষ্ট জানা জগজনে।
হৃদয়ে হইলা রুষ্ট জীবের কল্যাণে॥
জীবের মঙ্গল হেতু, জীব-শিক্ষাতরে।
বুঝাইলা এত বড় সেও যায় প'ড়ে॥
রামকৃষ্ণপল্লীমধ্যে এ ভয় বিষম।
রাখ' প্রভু নাহি কর হৃদুর মতন॥
হৃদুরে পাড়িয়া বুঝাইলা সবাকারে।
বধুর শিক্ষায় যেন গিন্নি ঝিয়ে মারে॥
ভক্ত দিয়া কভু হয় শিক্ষার বিধান।
কখন দেখান শিক্ষা নিজে ভগবান্॥

শুন শুন মন তার বলি পরিচয়।
সমনে শুনিলে ঘুচে কামিনীর ভয়॥
একদিন প্রভুদেব সুরধুনী তীরে।
হঠাৎ উঠিল কথা মনের ভিতরে॥
দেখিনু আজন্ম গোটা কামিনী কুৎসিত।
সত্যই হয়েছি তবে কামরিপুজিৎ॥
যেমন উদয় মনে আত্ম-অভিমান।
অমনি বিন্ধিল অঙ্গে মদনের বাণ॥
সন্ধান সুতীক্ষ্ণ এত কাঁপিল শরীর।
আত্মহারা লজ্জাহারা পরাণ অস্থির॥
প্রভুর শ্রীমুখে শুনা, বলিবারে ডরি।
এড়ান না পেত এলে অতিবৃদ্ধা নারী
মা মা বলি কাঁদে প্রভু অতি উচ্চৈঃস্বরে।
ছুটিয়া পশিলা আসি আপন মন্দিরে॥
তাড়াতাড়ি করিলেন আবদ্ধ দুয়ার।
প্রবেশিতে সাধ্য যেন নাহি থাকে কার॥
অবিরত দিনত্রয় কেবল রোদন।
তবে না শ্রীঅঙ্গ হ'তে ছুটিল মদন॥
এই দেখ' দিনত্রয় কি যাতনা তাঁর।
কার লাগি কি কারণ বুঝহ ব্যাপার॥
লীলায় লইয়া ভক্ত, নিজে ভগবান্।
করায়ে করিয়া দেন শিক্ষার বিধান॥
যাহোক তাহোক হৃদু প্রভুর স্বজন।
বারে বারে বন্দি তাঁর দুখানি চরণ॥
মহাসাধু দীননাথ বসু মহাশয়।
শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে লইল আশ্রয়।
বাগবাজারের মধ্যে এই মতিমান॥
যখন তখন ঘরে প্রভুরে আনান॥
প্রভুভক্ত-রত্নখণি যেন এই ঠাঁই।
সহরে কোথাও হেন দেখিতে না পাই।
এক দিন শ্রীপ্রভুর হবে আগমন।
প্রত্যাশায় আছে ব'সে কত লোক জন॥
প্রাচীন নবীন যুবা ছেলে দলে দলে।
লোকারণ্য পরিপূর্ণ সদরমহলে॥

অন্তঃপুরে সেইমত নারীর বাজার।
আত্মবন্ধু প্রতিবাসী পাড়ার পাড়ার॥
তার মধ্যে কত লোক আছে দাঁড়াইয়ে।
দ্বারদেশে অনিমিষে পথপানে চেয়ে॥
নিদাঘে তৃষায় যেন পরাণ বিকল।
ফটিক-আশায় আছে চাতকের দল॥
হেনকালে শ্রীপ্রভুর হয় আগমন।
আনন্দ ধ্বনিতে ভরে বসু-নিকেতন॥
গাড়ির ভিতরে হেথা প্রভুদেবরায়।
প্রায় নাই বাহ্যজ্ঞান, ভাবাবেশ গায়॥
কটিতে শিথিল বাস অচল শরীর।
যতনে হৃদয় ধরি করিল বাহির॥
মরি কি সুন্দর ছবি মূরতি মোহন।
ভাবের লাবণ্য কান্তি অঙ্গে সুশোভন॥
অস্থি মাংসে গড়া দেহ আনন্দের ভরে।
এতই কোমল যেন ঢলে ঢলে পড়ে॥
কৃপার আধার তনু-পুরে নাই মন।
বিশ্বহিত ধ্যানে মগ্ন জীবের কারণ॥
উদিলে গগণে চাঁদ কৌমুদীছটায়।
আঁধার নাশিয়া করে উজ্জ্বল ধরায়,
তেমতি আনন্দময় প্রভুনারায়ণ।
প্রফুল্লিত করিলেন সকলের মন॥
যথাযোগ্য আসনে বসিলা প্রভুবর।
চারিধারে লোক যেন তারকানিকর॥
বাহ্যিক চেতনযুক্ত হইলে শ্রীঅঙ্গ।
তুলিলেন প্রভুদেব ঈশ্বর-প্রসঙ্গ॥
হিতকর উপদেশ উক্তি সাথে সাথে।
কখন উন্মত্ত শ্যামা-বিষয়ক গীতে॥
একে ত সুঠাম প্রভু জন-মনোহর।
দেখিলে না চায় আঁখি ফিরিবারে ঘর॥
তদুপরি মিঠা স্বর বাঁশির উপরে।
ভক্তিপ্রেমময় গীতে ভক্তি প্রেম ঝরে।
অপূর্ব্ব মধুর দৃশ্য ভুবন-মোহন।
দেখে শুনে ভাগ্যবানে আনন্দে মগন॥

কৃপাসিন্ধু শ্রীপ্রভুর যথা অধিষ্ঠান।
কি উঠে তথায় এক অপরূপ টান॥
স্রোত বেয়ে ধায় লোক সে টানের জোরে।
তটিনীর গতি যেন অকূল সাগরে॥
আজিকার স্রোতে আসি হইল উদয়।
মহাবলীয়ান শ্রীপ্রভুর ভক্তত্রয়॥
প্রথম শ্রীহরিনাথ ব্রাহ্মণ-কুমার।
বয়স বিশের মধ্যে, নহে কৃতদার॥
বিবেকবিরাগযুক্ত, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
প্রখর ত্যাগের বীজ অন্তরে নিহিত॥
দ্বিতীয় প্রহ্লাদ প্রায় বালক সুন্দর।
ঘটক উপাধিযুক্ত নাম গঙ্গাধর॥
বয়স দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করে।
রুক্ষ রুক্ষ কেশগুচ্ছ শিরের উপরে॥
সংসারের হাব্‌ভাবে অতি ঘৃণ্য জ্ঞান।
অল্প উমেরে এত উদাস পরাণ॥
তৃতীয় যে জন তাঁর সব বিপরীত।
দেশে দেশে জানা নাম সবে পরিচিত॥
নানারঙ্গে গোলেলাল ধরাবেড়া ছাতি।
নির্ভয় হৃদয়ালয় ভৈরব-প্রকৃতি॥
নাটক-লেখক কবিকুলচূড়ামণি।
সহরেতে রঙ্গালয়ে শিক্ষাদাতা তিনি॥
বিদ্যাবল যত, তার চেয়ে বুদ্ধিবল।
নঙ্গর ফেলিলে ঘটে নাহি মিলে তল॥
কাছে না আসিতে পারে বৃহস্পতি ডরে।
কঠিন তাঁহার তর্কে মেদিনী বিদরে॥
কিন্তু সরলতা হৃদে এতই প্রবল।
কঠোর তার্কিকে করে পলকে তরল॥
শ্যামবর্ণ পুষ্টকায় দোহারা গড়ন।
জিয়াদা বয়েস, নহে চল্লিশের কম॥
মন সুন্দর কাট তাঁহার বদনে।
শতবর্ষ বাঁচিলেও বুড়াতে না জানে॥
রাতেদিনে মদ্যপানে বড়ই সন্তোষ।
হাটে বাটে রটা নাম শ্রীগিরিশ ঘোষ॥

সূর্য্য প্রায় যায় মেঘে রেখে লাল রেখা।
হেনকালে প্রভুর নিকটে দিল দেখা॥
তার কিছু আগে হ'তে প্রভু গুণধাম।
সমাধিস্থ, মোটে নাই বাহ্যিক গিয়ান॥
আত্মগণ প্রিয়ভক্ত আসিবার পূবে।
প্রায় প্রভু থাকিতেন মহাভাবে ডুবে॥
এই ভাব শ্রীপ্রভুর ছিল পূর্ব্বাপর।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি স্বতঃই সুন্দর॥
ধূসরবরণা সন্ধ্যা আগত হইলে।
শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে বাতি দিল জ্বেলে॥
সন্ধ্যা আরতির কাল যত সন্নিধান।
ততই শ্রীঅঙ্গে আসে বাহ্যিক গিয়ান॥
এ সময়ে অধিকাংশ হুঁশ থাকে গায়।
এধারা প্রভুর বরাবর দেখা যায়॥
দিনেরেতে মহাভাব অঙ্গে যাঁর ডাকে।
সন্ধ্যায় নিশ্চয় অঙ্গে কেন নাহি থাকে॥
কারণ বুঝিতে যদি পারে ঠিক ঠিক,
তখনি নাস্তিক হয় প্রকৃত আস্তিক॥
যেবা নিরাকারবাদী নাচে কুতূহলে।
পাদ্যঅর্ঘ দিয়া পূজে ক্ষুদ্রতনু শিলে॥
সাকার যাহার প্রাণ হাতে চাঁদ পায়।
শ্রীপ্রভুর পদতলে অবনী লুটায়॥
আজ সন্ধ্যাকালে যবে অবস্থা এমন।
ধীরে ধীরে বলিলেন প্রভুনারায়ণ,
"দিনমান এবে কিবা হইয়াছে রাতি,"
ঠিক নাই সম্মুখেতে জ্বলিতেছে বাতি॥
বসিয়া শুনিল কথা প্রভু-বিদ্যমান।
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ তার্কিক প্রধান॥
মনে মনে আপনার বুঝিলেন সার।
এ এক বুজ্‌রুকি বটে নূতন প্রকার॥
হদ্দ মদ্দ সাধু এই ঘোর কলিকালে।
ঠিক নাই সন্ধ্যাকাল, কাছে বাতি জ্বলে॥
পূর্ণ অবহেলা ভাব প্রভুর উপরে।
পয়াণ করিলা ত্বরা আপনার ঘরে॥

যত যিনি সন্নিধান, বলিষ্ঠ যে যত।
তাঁর সঙ্গে শ্রীপ্রভুর খেলা সেইমত॥
খাইলে বৃহৎ মাছ শীঘ্র কেবা তুলে।
গায়ে আছে বহু বল দিন ভোর খেলে॥
বীরভক্ত শ্রীগিরিশ চুনা পুঁঠী নয়।
প্রথম দর্শনে এইতক পরিচয়॥

এখানে বেদজ্ঞ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।
মাঝে মাঝে দক্ষিণসহরে আসে যায়॥
শ্রীপ্রভুর মোহন মূরতি-দরশনে।
জ্ঞানগর্ভ সুধাভরা বচন শ্রবণে॥
কতক ভুলেছে মন অধিকাংশ বাকি।
আজিতক প্রভু-পদে নহে মাখামাখি॥
কেমনে খেলিবে তাঁর সঙ্গে নারায়ণ।
করিলেন অধিকাংশ মন আকর্ষণ
ঘুচে শমনের ভয় শুনিলে ভারতী।
ভব-ব্যাধি-মহৌষধি লীলা গুণগীতি॥
কাঠের আড়তে কাল উপাধ্যায় কাটে।
সামান্য বেতন খেতে মাখিতে না আঁটে॥
বিষম বিপদে তেঁহ পড়ে একবার।
কি কারণ কি বিপদ শুন সমাচার॥
ব্যবসায় যত কাঠ রহে গঙ্গাকূলে।
ভারি ভারি দামী সব ভেসে যায় জলে।
একবার দুইবার নহে বারে বারে।
ব্যবসায় লোকসান বহু টাকা পড়ে॥
পূরাতে শকতি নাই সামান্য বেতন।
ডরে না পাঠায় বার্ত্তা নৃপতি সদন॥
সশঙ্কিত চিতে চুপে চুপে কাটে কাল।
হেনকালে গোয়েন্দায় তুলিল জঞ্জাল॥
গোপনে খবর দিল নৃপতির কাছে।
লুকাইয়া বিশ্বনাথ বহু কাট বেচে॥
তত্ত্ব পেয়ে গরজিয়া উঠে মহারাজে।
হুজুরে হাজির জন্য পত্র দিল ভেজে॥
পেশ করিবার তরে হিসাব নিকাশ।
পত্র পেয়ে বিশ্বনাথ পায় বড় ত্রাস॥

বহু টাকা লোকশান জানে উপাধ্যায়।
কি করিবে কি হইবে ভাবিছে উপায়॥
নেপালের অধিপতি আপুনি স্বাধীন।
স্বেচ্ছায় সকল কর্ম্ম, আজ্ঞাই আইন॥
কাষ্ঠ নষ্টে রুষ্ট হ'য়ে দণ্ড-আজ্ঞা দিবে।
জান বাচ্ছা এক ঠাঁই সকলে গাড়িবে॥
বিপদে ভরসা প্রভু বুঝি সারোদ্ধার।
স্মরণ করিতে থাকে তাঁরে বার বার॥
বিপদভঞ্জন প্রভু দুর্ব্বলের আশা।
স্মরণে দিলেন মনে নিস্তার ভরসা॥
প্রভুর গোচরে উপনীত ক্ষুণ্ণ মন।
বয়ান দেখিয়া প্রভু পুছিলা কারণ॥
আদ্যোপান্ত নিবেদন করে উপাধ্যায়।
অভয় প্রদানে প্রভু দিলেন বিদায়॥
প্রভুর আশ্বাস বাক্য মহাবলে ভরা।
পলের ভিতরে মিলে অকূলে কিনারা॥
তরারূপে খেলে বাক্য জলধি-মাঝার।
তখনি ত্বরায় তুলে কে ডুবায় আর॥
প্রভুর অভয়-পদে করিয়া নির্ভর।
উপাধ্যায় করে যাত্রা নেপাল নগর॥
দরবারে হুজুরে হাজির হ'য়ে কয়।
আদ্যোপান্ত সঠিক বৃত্তান্ত সমুদয়॥
এক প্রভু নানারূপে নানা ঘটে খেলে।
অনায়াসে দেখা যায় প্রভুরে দেখিলে॥
একরূপে নৃপতি অপরে মন্ত্রিবর।
কোথাও পেয়াদা রূপে কোথা বা তস্কর॥
মহা-যাদুকর প্রভু খেলা তাঁর কাণ্ড।
এক হ'য়ে হইয়াছে অখিল ব্রহ্মাণ্ড॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি মহেশ্বর!
দেবতা কিন্নর যক্ষ রক্ষ নাগ নর॥
তিনি জগতের বীজ বীজাধার তিনি।
স্থাবর জঙ্গম রূপ অগণন প্রাণী॥
সন্ধ্যারূপে নিজে তিনি পূর্ণ শশধর।
তিনিই গ্রহাদি তারা, উজ্জ্বল ভাস্কর॥

তিনি তরু তিনি কাণ্ড অধোদেশে মূল।
তিনিই প্রশাখা শাখা, তিনি ফল ফুল॥
অটল অচল তিনি তিনি নদ নদী।
তিনিই প্রকাণ্ডকায় অপার জলধি॥
স্বর রূপ, শব্দ রূপ, রূপ-রসাকৃতি।
মন প্রাণ বায়ু রূপ বিরাট মূরতি।
কালরূপে সেই একা ব্যাপ্ত চিরকাল।
প্রখর মধ্যাহ্ন সেই সকাল বিকাল॥
তিনি জ্যোতি তিনি অন্ধকারময়ী রাতি।
আদি-মধ্য অন্তহীন অবিরাম গতি॥
নিরাকার মহাকার ধীর চুপু চলে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় যায় বিম্ববৎ খেলে॥
লীলাকারী হরি সেই লীলার ঈশ্বর!
কভু নররূপ কভু ব্রহ্ম-পরাৎপর॥
একমাত্র তিনি বস্তু, তিনি বলি যাঁরে।
সর্ব্বময় সর্ব্বরূপ রূপারূপ ধরে॥
সেই তিনি কোন্ জন শুন শুন মন।
এই রামকৃষ্ণ মোর পতিত-পাবন॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে লীলার আসরে।
কৈবর্ত্তের দেবালয়ে দক্ষিণসহরে॥
শুন কথা সবিশ্বাসে যাহা আমি কই।
বেসাত ভবের হাটে খেপা বোকা নই॥
গিনি কিনি সোনা চিনি, দড় পরীক্ষায়।
মূর্খ বটি কাণ কাটি ঠকাতে যে চায়॥
নন্দন-নন্দিনীসহ প্রিয়তমা দারা।
অন্নাভাবে রোগে যদি হই প্রাণে সারা॥
যদ্যপি সহিতে হয় তাদের বিচ্ছেদ।
রোদনে আগোটা দিন যদি করি খেদ॥
সংসারের সুখ যদি সব হয় দূর।
তবু কব পূর্ণব্রহ্ম আমার ঠাকুর॥
জেদের ব্যাপার নয় সত্য এই কথা।
তাড়না করিলে পরে তবু পিতা, পিতা॥
যে যা তাঁরে তাই কয়, জলে বলে জল।
আকাশে আকাশ বলে অনলে অনল॥

সেই বস্তু প্রভুদেব জগৎ গোসাঁই।
যাহার ওধারে আর কোন গ্রাম নাই ॥
নানা রূপে সর্ব্বঘটে করেন বিরাজ।
শুন বিশ্বনাথে কি করিল মহারাজ ॥
সত্য এক্সাহারে তুষ্ট হইয়া নৃপতি।
সদয় হইল বড় বিশ্বনাথ প্রতি ॥
চৌগুণ বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহায়।
রাজপ্রতিনিধি-পদে বাঙ্গালা পাঠায় ॥
কাপ্তেন উপাধি দিল উচ্চমান সনে।
প্রভুভক্তে সকলে কাপ্তেন নামে জানে ॥
খালাসে উল্লাস বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।
উদ্দেশিয়া প্রভুপদ ধরণী লুটায় ॥
এমন সঙ্কটে মুক্ত তাহার উপরে।
অর্থোন্নতি রাজপ্রীতি পদসহকারে ॥
আশাতীত মঙ্গলের কারণ কেবল।
প্রভুর করুণা আর আশীষের ফল ॥
কাপ্তেনের এই জ্ঞান ধরিয়া মুরতি।
মনে মনে নাচিতে লাগিল দিবারাতি ॥
বিপদভঞ্জন প্রভু অনাথের ত্রাতা।
বিশ্বনাথ বিলক্ষণ বুঝিল বারতা ॥
কলিকাতা আসা মাত্র সবার প্রথম।
অগ্র কর্ম্ম শ্রীপ্রভুর চরণ-বন্দন ॥
অন্তরে আনন্দ কত ফুটে না কথায়।
কণ্ঠরোধ শ্রীপ্রভুর চরণে লুটায় ॥
ধারা বেয়ে দুই চোখে আনন্দের জল।
ভিজাইল শ্রীপ্রভুর চরণকমল ॥
আঁখিবারি এক ফোঁটা শ্রীপ্রভুর পায়।
ফেলিলে কি হয় মিলে বলা নাহি যায় ॥
জানিবার ইচ্ছা যদি থাকে তোর মন।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি করহ শ্রবণ ॥
বেদপাঠী বিশ্বনাথ সাধারণ নয়।
বিদ্যাগুণ গরিমার বহু পরিচয় ॥
বেদমধ্যে বর্ণে বর্ণে পাতায় পাতায়।
সাধু ভক্ত, তত্ত্বজ্ঞানী আছে যে যথায় ॥
জ্ঞানার্জ্জন-উপায়-বিধান জানা যেটি।
সাধ্যসত্বে কোনমতে নাহি ছিল ত্রুটি ॥
সকল বিফল, গেল দীর্ঘকাল কেটে।
এখন বাসনা পূর্ণ প্রভুর নিকটে ॥
শ্রীপ্রভুর দরশনে দেখে দিনে দিনে।
জগতে না মিলে যাহা মিলে শ্রীচরণে ॥
পরম সম্পদাস্পদ চরণ দুখানি।
ছড়াছড়ি আছে কাছে নানা রত্নমণি ॥
সেই হেতু বেদপাঠ কর্ম্ম আর আর।
একমনে সযতনে সব পরিহার ॥
সকলের সার সেবা শ্রীপ্রভুর পায়।
সেবা-ভক্তি বশবর্ত্তী হৈল উপাধ্যায় ॥
কত যে করিল সেবা সীমা তার নাই।
ধরা থাকিতেন যাহে জগৎগোসাঁই ॥
সেবা সমাচার বিশেষিয়া কব পরে।
এবে শুন একদিন দক্ষিণসহরে ॥
রামের সহিত তাঁর হয় আলাপন।
নানাবিধ ঈশ্বরীয় কথোপকথন ॥
ভক্তবর ধীরবর বুঝিয়া বারতা।
ভক্ত রাম জিজ্ঞাসিল শ্রীপ্রভুর কথা ॥
আপনি বুঝেন কিবা প্রভুর সম্বন্ধে।
শুনি ভক্ত উপাধ্যায় ফুলিল আনন্দে ॥
প্রসারিয়া দুই হাত করেন উত্তর।
যদ্যপিহ থাকে কেহ দুনিয়া ভিতর ॥
তবে দেখি এই একা শ্রীপ্রভু কেবল।
অপর যেখানে যত সকলে পাগল ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু সদয় হইলে।
বেদে যা না মিলে তাহা এঁর কাছে মিলে ॥
হরি না পাইয়া হাতে ভক্তবর রাম।
বড়ই অধীরচিত অশান্ত পরাণ ॥
হাহাকার অবিরাম হৃদয়-মাঝারে।
কহিল দুঃখের কথা প্রভুর গোচরে ॥
উত্তর করিল তাঁরে প্রভু গুণমণি।
সকল হরির ইচ্ছা কি করিব আমি ॥

বিষম সঙ্কট রোগে সূক্ষ্ম নাড়ী বহে।
জীবক হতাশ বোল যদি তায় কহে॥
শুনিয়া রোগীর যেন বাকি নাড়ি যায়,
তেমনি হইলা রাম প্রভুর কথায়॥
অবশ কম্পিত জিহ্বা না হয় চালন।
অতিকষ্টে কহে রোগী চরম বচন॥
সেইরূপ প্রভু-পদে দত্ত ভক্তবর।
কহিতে লাগিল অতি জড়সড় স্বর॥
অনাথ-আশ্রয় প্রভু দুর্ব্বলের বল।
দরিদ্র কাঙ্গালে পথে সহায় সম্বল॥
হতাশের আশারূপ পিপাসীর বারি।
কাণা খোঁড়া পতিতের পারের কাণ্ডারী॥
এই জ্ঞানে এত দিন করি যাতায়াত।
এখন কি হেতু শিরে হেন বজ্রাঘাত॥
অধিক কর্কশ প্রভু কন পুনরায়।
ইচ্ছা হয় এস নয় না এস হেথায়॥
হইয়াছে এতখানি বয়স আমার।
লই নাই কার কিছু, খাই নাই কার॥
শুনে শিহরাঙ্গ রাম উঠে কাঁপি কাঁপি।
রুষ্ট বাক্য শ্রীপ্রভুর বাজে বজ্রাধিপি॥
বাহিরে আসিয়া মনে করে বারে বারে।
ধরণী বিদির্ণ হও প্রবেশি ভিতরে॥
সন্নিকটে সুরধুনী ভাবে আর বার।
সলিলে ডুবিব প্রাণ রাখিব না আর॥
প্রাণ বিসর্জ্জনে রাম যুক্তি করি স্থির।
ঘরে না ফিরিয়া রহে মন্দির বাহির॥
সময় বিগতে প্রাণে আইল মমতা।
মনে পড়ে স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্তরের কথা॥
বিচারিয়া নিজ মনে করিলেন সার।
মরিত মরিব মন্ত্র দেখি একবার॥
ভাগ্যবান্ স্বপ্নে মন্ত্র পায় যেই জন।
অপর কাহার নয় প্রভুর বচন॥
এত ভাবি জপিতে লাগিল প্রাণপণে।
মরণপ্রতিজ্ঞ রাম মন্ত্র সংগোপনে॥

অতিশয় ঘোর নিশি নিশীথের কাল।
চুপ ধরা গায়ে পরা আঁধারের জাল॥
ঘুমন্ত জীবন্ত যত প্রাণান্তের প্রায়।
কলনাদী কাছে গঙ্গা শব্দ নাহি তায়॥
সলিল-শয্যায় যেন ঘুমে অচেতন।
পান্থশালে পরিশ্রান্ত পথিক যেমন॥
চিরকাল চলা বায়ু মহা নিদ্রা যায়।
সুকোমল সুশীতল গাছের পাতায়॥
গম্ভীর নীরব ভাব জড় কি চেতনে।
শান্তিময়ী সুষুপ্তি বিরাজ সর্ব্বস্থানে॥
শান্তি নাই তাঁহে, যিনি শান্তির আকর।
সর্ব্বশান্তিদাতা প্রভু পরম-ঈশ্বর॥
দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা প্রভুর আমার।
ছট্‌পট্ গোটা রাতি নিদ্রা নাহি আর॥
মুহুর্ম্মুহু সচঞ্চল উচাটন মন।
সিদ্ধমন্ত্র শ্রীরামের জপের কারণ॥
থাকিতে না পারি আর হইলা বাহির।
একবারে রাম যথা তথায় হাজির॥
বিষাদ-আশঙ্কা-নাশ ভরসায় ভরা।
শ্রীপ্রভুর সুমধুর বাক্যের চেহারা॥
তাহে বলিলেন রামে আপনার ঘরে।
কিছু দিন ঈশ্বরের ভক্ত সেবিবারে॥
সাধনাস্বরূপ ভক্ত-সেবা আচরণ।
আত্মগণ পক্ষে লাগে বিষম বন্ধন॥
ভক্ত-সেবা একি বাবা ভাবে দত্ত রাম।
এ আবার কিবা জ্বালা দিলা ভগবান্॥
অর্থ ব্যয় অতিশয় জঞ্জাল দারুণ।
যা হোক করিতে হবে প্রভুর হুকুম॥
অর্থাসক্তি বড়ই বিপত্তি ভক্ত জনে।
ঈশ্বরে না হয় মতি যদি ইহা টানে॥
তাই ভক্ত-সেবা-বিধি দিলা ভগবান্।
আসক্তি হইতে রামে করিবারে ত্রাণ॥
সংসারীর বেশে রাম ছেলে পুলে বাড়ি।
শরীর-শোণিত বুঝে এক কড়া কড়ি॥

শুন মন কেমনে আসক্তি কৈলা দূর।
ভবের কাণ্ডারী প্রভু দয়াল ঠাকুর॥
প্রভু-ভক্তে প্রভু-ভক্তে পরস্পর টান।
সে কি টান, অন্যে কেহ জানে না সন্ধান॥
সব যার রামকৃষ্ণ একমাত্র পুঁজি।
সেই রামকৃষ্ণভক্ত ভক্তে তাঁরে রাজি॥
সম্প্রদায়িভাবহীন সব ধর্ম্ম মানে।
যে পথে যে যায় তায় বাঁকা নহে মনে॥
সশঙ্কিতচিত যথা কামিনী-কাঞ্চন।
রামকৃষ্ণ-পন্থীদের বিশেষ লক্ষণ॥
এবে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ভক্ত যাঁরা জানা।
এক ধর্ম্মপন্থী করে অন্য জনে ঘৃণা॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁর ধর্ম্ম এই মনে করে।
তুষ কুটি মাটি যাহা অপরে আচরে॥
বিপরীত ধর্ম্মভাব সেই সে কারণ।
রামকৃষ্ণপন্থী সঙ্গে না হয় মিলন॥
অন্য সম্প্রদায়ে ভক্ত যাঁরা পরিচিত।
রামের না হয় মেল তাঁদের সহিত॥
খুঁজিয়া না পান ভক্ত সেবার কারণ।
বাহিরের কার সঙ্গে নাহি লাগে মন॥
ভাবি প্রস্ফুটিত ভক্তি প্রভুর চরণে।
সামান্য আভাস বাহে, সব সংগোপনে॥
হেন জন দরশনে মনোমত হয়।
আদর করিয়া রাম আনেন আলয়॥
সেই সঙ্গে প্রভুদেবে করি নিমন্ত্রণ।
মহৎ উৎসব করে সহ সংকীর্ত্তন॥
মহোৎসবে পেয়ে রাম পরম পিরীতি।
সেবা সহ সংকীর্ত্তন করে নিতি নিতি॥
ভকত-সেবায় বাড়ে দিন দিন টান।
টাকায় না থাকে আর টাকার গিয়ান॥
চাকিরে দেখিল ফাঁকি, ব্যবহারে ফল।
দুই হাতে ব্যয় যেন পুকুরের জল॥
ভক্ত-সেবা এই সুরু রামের আগারে।
বিস্তর হইল কথা কব পরে পরে॥
ভক্ত-সেবা ছিল এক মহা অন্তরাল।
গেল স'রে এইবার ফুটিবার কাল॥
এখন শ্রীপ্রভুদেব ধরা দিল তাঁরে।
শুন কথা একদিন দক্ষিণসহরে॥
একধারে শ্রীমন্দিরে রাম সমাসীন।
আর কত তত্ত্ব-লুব্ধ নবীন প্রাচীন॥
ভক্তিমাখা হিত-উক্তি ফুটে শ্রীবদনে।
সরল, অবোধ্য তত্ত্ব বলিবার গুণে॥
মুগ্ধমনে সবে শুনে, দিন গেল কেটে।
ঘুরে ঘুরে দিবাকর প্রায় বসে পাটে॥
গোধূলি ধূসর-বাসে ঢাকে দিবাকর।
কে লয় এখন আর কালের খবর॥
ভেবে বুঝে দেখ মন কি ছিল কথায়।
শ্রবণবিমুগ্ধ বাণী শুনিলে ভুলায়॥
এল রাত্তি ঊর্দ্ধগতি হইল প্রহর।
তখন ভাঙ্গিলা প্রভু আপনি আসর॥
মেঘাচ্ছন্নহেতু অন্ধকারময় নিশি।
অদৃশ্য অগণ্য তারা নিশামণি শশী॥
ক্রমে ক্রমে লোক জন লইয়া বিদায়।
যে দিকে যাহার ঘর সে দিকে সে যায়
মন্দির জনতাশূন্য সব অন্তর্দ্ধান।
দুই এক ভক্ত সঙ্গে কাছে আছে রাম॥
তিনিও অভয়পদে লইয়া বিদায়।
আইলা বাহিরে, মন্দিরের বারাণ্ডায়॥
প্রেমের যেমন রীতি পাছু চায় যেতে।
রাম দেখিলেন প্রভু আসেন পশ্চাতে॥
পরম পুলকচিতে ফিরে আসি রাম।
যুগলচরণে পুনঃ করিল প্রণাম॥
ধরি কল্পতরুরূপ প্রভু-ভগবান্।
বলিলেন ভক্ত রামে, কিবা চাও রাম॥
রূপেতে কি ফুটে রূপ কিরূপ কথায়।
কিছুই আভাস তার কহা নাহি যায়॥
মন-বিমোহন ইষ্টরূপ তায় খেলে।
মোহিত ইন্দ্রিয় যত লুটে পদতলে॥

সুন্দর সুঠামে নাই রূপের ঠিকানা।
সতত বিভোরে হেরে আঁখির কামনা॥
সঙ্গে ল'য়ে ষোলআনা মনখানি তায়।
যেন আঁখি-আঁবরণে আঁখি না ঢাকায়॥
(কিবা চাও) বাক্যমধ্যে কি রূপ বাহির।
নাশিল পশিয়া হৃদে আঁধার তিমির॥
নূতন নয়ন দিয়া দেখাইলা রামে।
বাক্যে ধরে তত তেজ যত রূপ ঠামে॥
শ্রুতিপ্রীতিরুচিকর এতই অধিক।
বীণা বেণু তুলনায় যেন ধিক্ ধিক্॥
শুনে শ্রুতি মুগ্ধ অতি, মিনতি প্রচুর।
সদা যেন বাজে তাহে শ্রীবাণী প্রভুর॥
বিহ্বলে দেখেন রাম সৌভাগ্যে সুদিন।
নাম-কাঁটা ভক্তি-টোপে ধরা দিলা মীন॥
আগে যেই আজ সেই প্রভুর মূরতি।
তবু তাহে কিবা এক অভিনব ভাতি॥
যাহার প্রভাবে দেখি, মনে বলে রাম।
তুমি সেই বিশ্বগুরু হরি ভগবান্!॥
তোমার কারণে ফিরি তোমার নিকটে।
কাঁদেতে কুড়ালি বন বেড়ায় হাঁকুটে॥
কি আর চাহিব প্রভু কহে ভক্ত রাম।
আপুনি বলিয়া দেন করুণানিধান॥
বলিলেন প্রভুদেব মৃদুমন্দ স্বরে।
আমার প্রদত্ত মন্ত্র মোরে দেহ ফিরে॥
সাধন ভজন জপে নাহি প্রয়োজন।
সকল হইল আজ ক্রিয়া সমাপন॥
শুনি ভক্তচূড়ামণি ধরণী লুটায়।
প্রত্যর্পণ কৈল মন্ত্র শ্রীপ্রভুর পায়॥
পদতলে বিলুণ্ঠিত ভকতের মাথা।
দেখিয়া শ্রীপ্রভুদেব পরম দেবতা॥
মহাভাবাবেশ গায় নাহিক চেতন।
থুইলেন তালুদেশে দক্ষিণ চরণ॥
হেনভাবে কতক্ষণ গত হ'লে পর।
আইল বাহ্যিক জ্ঞান শ্রীঅঙ্গ উপর॥

সরাইয়া চরণ কহেন ভক্তবরে।
মিটাও দর্শন-সাধ দেখিয়া আমারে॥
আর এক কথা,যবে আসিবে এখানে।
এক পয়সার কিছু দ্রব্য এন কিনে॥
দুর্ব্বোধ্য সাধনাতীত ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থান।
বিশ্বাধার বিশ্বাধেয় সর্ব্বশক্তিমান্॥
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-শক্তি ইসারায় যাঁর।
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড নিত্য মাঠ খেলিবার॥
হাজার হাজার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
ভৃত্যবেশে যুক্তকর থাকে নিরন্তর॥
লীলা নিত্যে দুয়ে যিনি সদা বিদ্যমান।
অনাদি অনন্ত পরা পুরুষপ্রধান॥
মনাদি ইন্দ্রিয় যত সকলের পার।
তিল শক্তি নাহি গায় তিল বুঝিবার॥
লীলাশক্তি সঙ্গে সদা ক্রীড়া নিরন্তর।
যত কিছু সৃষ্টিমধ্যে যাঁহার ভিতর॥
জড় কি চেতন যত তাঁর মধ্যে খেলে।
জলচর বিচরণ যেন করে জলে॥
কোনকালে কার সত্তা থাকে না সে বিনে॥
এতদূর মাখামাখি কায়-বাক্য-মনে॥
হাতে ধ'রে নিয়ে ঘুরে সঙ্গে হাসে কাঁদে।
স্বাধীনে স্বাধীন বন্দী যদি কেহ বাঁধে॥
ধ'রে আছে কিন্তু তাঁরে ধরিবারে গেলে।
খুঁজিয়া না পাওয়া যায় কোথা যায় চ'লে॥
দুনিয়া খুঁজিলে নাহি মিলে দরশন।
যেমন সহজ পুনঃ দুর্লভ তেমন॥
শুনিতে বড়ই সোজা অনায়াসে মিলে।
ছাঁচায় ছাঁচায় জল বরিষার কালে॥
নিশ্ছিদ্র হইলে পাত্র জল ধরে তায়।
সছিদ্রে এদিকে ঢুকে ও দিকে বেরায়॥
সোজা কথা ভগবান্ অবতার কালে।
সমভাবে দেখে শুনে মানুষসকলে॥
ভ্রান্ত কথা ইহা, লীলা কর দরশন।
সুক্ষ্মেতে যেমন দূর স্থূলেতে তেমন॥

নর-রূপে বড় ফের গুপ্ত সাজ গায়।
ভোজের ভেলকী সম জিয়াদা ভুলায়॥
এও বটে ওও বটে শুন শুন মন।
হাজার না থাক চাঁদে মেঘ আবরণ॥
মেঘভেদী কর ঢাকা কখন না পড়ে।
নানা দিগে নানা ভাবে ধারা বেয়ে ঝরে॥
তেমতি যদিও প্রভু মায়ার ভিতর।
তবু অঙ্গে ফুটে কোটি চন্দ্রিমার কর॥
হীনমতি মন তুমি কব কি আখ্যান।
দুর্ব্বলের বেশে প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্॥
অবিদ্যারূপিণী মায়া কামিনী কাঞ্চনে।
আধিপত্য দিবারাত্র করে জগজনে॥
দেব কি কিন্নর জাতি কেহ নাহি ছাড়া।
সকলে ঘুরায় হয়ে লাঠিমের পারা॥
এমন মায়ার বল হত যাঁর জোরে।
তাঁহার অপেক্ষা বলী বল তুমি কারে॥
সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু দীনের চেহারা।
কৃপা করি ভক্ত রামে আজ দিলা ধরা॥
ভক্ত-সংযোটন-লীলাকাণ্ড বলিহারী।
সংসার-জলধি-পারে যাইবার তরী॥

কুমার সন্ন্যাসী যোগীন্দ্রের ও বহু অন্তরঙ্গ

(বহিরঙ্গের আগমন ও হৃদয়ের বিদায়।)

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎজননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

শ্রবণকীর্ত্তনানন্দ প্রভুর ভারতী।
সমনে শুনিলে মিলে বন্ধনে মুকতি॥
মনোযোগসহ মন করিয়া শ্রবণ।
টুটাইয়া দেহ মোর মায়ার বন্ধন॥
সমাচার পত্রিকায় মহিমা প্রভুর।
লিখেন কেশবচন্দ্র সাধ্য যত দূর॥
সুন্দর বর্ণনাসহ মনোমুগ্ধকর।
দুটি পায়ে কেশবের লক্ষ কোটি গড়॥
তিনিই কেবল মূল ভক্ত-সংযোটনে।
ভক্তি মিলে কেশবের মূরতি স্মরণে॥
সারগ্রাহী গুণগ্রাহী সূক্ষ্ম দৃষ্টি তায়।
বহিরঙ্গে কেশবের মত মেলা দায়॥
লীলা কব তুলনা বাসনা মম নয়।
ন্যূন নহে পূজনীয় গোস্বামী বিজয়॥
ভাবি প্রস্ফুটিত ফুলে সৌরভ গোপন।
তেমতি বিজয় এবে কলিকা নূতন॥
পরিচয় হইয়াছে শ্রীপ্রভুর সাথে।
বড় সংকীর্ত্তন-প্রিয় প্রভুর কৃপাতে॥
মনে রেখ ব্রাহ্ম তিনি কেশবের দলে।
সাকারে বেজার তাই কালি দিলা কুলে॥

খুলে কথা কব পরে যতেক তাঁহার।
এবে তিনি ডেলা সোনা বাটের আকার॥
মনোহর অলঙ্কার সুন্দর সজ্জিত।
মণি মুক্তা মরকতে করিয়া ভূষিত॥
গঠিলা কেমনে তাঁরে প্রভু কারিকর।
দেখিবে চতুর্থ খণ্ড পুঁথির ভিতর॥
পুড়ন্ পিটন এবে গড়নের কথা।
ঘুচে যায় শুনিলে মনের মলিনতা॥
এখন কেশব ব্রাহ্মধর্ম্মে রথী একা।
গগন উপরে উড়ে যশের পতাকা॥
দেশ জুড়ে সকলেই নাম-গুণ গায়।
বড় খুসি তাঁহার লিখিত পত্রিকায়॥
মনোযোগে ছেলে বুড় ঘরে ঘরে পড়ে।
পত্রপাঠে ভক্ত এক আইলা আসরে॥
দক্ষিণসহরে ঘর ব্রাহ্মণ-কুমার।
ষোড়শ বৎসর বয়ঃ বাপ জমিদার॥
মুখখানি হাসিমাখা সরল গঠন।
প্রফুল্ল বদনে শোভে সুন্দর নয়ন॥
নিরখি না হেন আঁখি লোকের ভিতরে।
দেখিলে দেখিতে ইচ্ছা দিবারাতি করে॥
কাণ দিকে যেই প্রান্ত উর্দ্ধে তার টান।
ধনুকের মত করে ভুরুর সন্ধান॥
সেই পথে চলে অশ্রু ঝরে যবে তায়।
নিম্নগা জলের নাম জলেতে ভাসায়॥
পরিচয়ে নিত্যমুক্ত, লজ্জা আবরণ।
ঈশ্বরকোটির থাকে * প্রভুর বচন॥
একমাত্র লোকলজ্জা সাজের ভিতর।
রিপুগণ গায়ে যেন মৃত বিষধর॥
কিম্বা যেন টল-মূল বৃদ্ধের দশন।
আজি নহে কাল যার নিশ্চয় পতন॥
শৈশবে শিশুর সঙ্গে খেলা যে সময়।
শিশুর মতন খেলা প্রীতিকর নয়॥
ভেঙ্গে দিয়া খেলাশাল সঙ্গী পরিহরি।
ক্ষুণ্ণ-মনে একপ্রান্তে দাঁড়াতেন ফিরি॥
কেন হেন সঙ্গিগণ জিজ্ঞাসিলে পরে।
বলিতেন মুখ ভারি যত সহচরে॥
আমার খেলুনি আছে, আছে খেলা-ঘর।
সে নয় এখানে, আছে আছে সহচর॥
স্বতন্তর আছে কোথা, দেখি দেখি বলি।
দেখিতে দেখিতে যেন পুনরায় ভুলি॥
সুন্দর বড়ই তারা সকলেই ভাল।
লতায় লতায় ঘর, ফুলে ফুলে আলো॥
সে খেলা সে বেস খেলা নয় হেন রীতি।
সেথা যাই, তোরা নোস্ খেলিবার সাথী॥
বলিতে দেখিতে হেন জাগিয়া স্বপন।
নিজ মনে পথে পথে ঘরে আগমন॥
শৈশব বয়স পরে কিছু বড় হ'লে।
পাঠশিক্ষা হেতু পিতা দিলা পাঠশালে॥
তখন রজনীযোগে প্রায় প্রতি নিশি।
শুইবার ঘরে তাঁর জ্বলে জ্যোতিঃরাশি॥
গোটা ঘর জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির ছটায়।
ঘরে কোন্‌খানে কিবা সব দেখা যায়॥
এখন ষোড়শ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম।
লেখা-পড়া শিখিবারে নাহি তত মন॥
স্বভাবতঃ কামিনীতে অতিশয় ঘৃণা।
ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যক্ত যাহে তাই পড়া শুনা॥
আজি কালি কেশবচন্দ্রের পত্রিকায়।
আগাগোড়া থাকে ভরা ধর্ম্মের কথায়॥
সে হেতু আদরে পত্র পাঠ নিতি নিতি।
বারে বারে চোখে পড়ে প্রভুর ভারতী॥
প্রভুর দর্শন আশে লোলুপ হইয়া।
পুরীতে আসেন, ঘরে কিছু না কহিয়া॥
সভয় অন্তর একা লজ্জা তায় খেলে।
সঙ্গে নাই দাস-দাসী ধনাঢ্যের ছেলে॥
মন্দির-বাহিরে হয় প্রভুর উল্লাস।
প্রবেশিতে ভিতরে অন্তরে আসে ত্রাস॥

* থাকে-

অচেনা শ্রীপ্রভুদেব মূর্ত্তি নাই চেনা।
কে পরমহংস কিছু না পান ঠিকানা॥
এইরূপে যাতায়াত হয় বারে বারে।
দরশনে এক দিন সুযোগ মন্দিরে॥
ঘরভরা লোক দূরে ঠিক করা ভার।
গঙ্গাপানে মন্দিরের বিমুক্ত দুয়ার॥
তফাতে দাঁড়ায়ে পথে হৈল অনুমান।
এখানে আছেন, যাঁর এতই সন্ধান॥
কিবা ঈশ্বরীয় কথা হয় আলোচনা।
দুই কাণ পাতি রহে যদি যায় শুনা॥
হেন কালে অকস্মাৎ কোন এক জন।
ল'য়ে গেল শ্রীমন্দিরে যথা নারায়ণ॥
আজি শ্রীমন্দিরে ব্রাহ্মগণের বাজার।
নাম জয়গোপাল উপাধি সেন তাঁর॥
আর আর সম্ভ্রান্ত অনেক লোক সাথে।
এসেছেন পূজ্যতম প্রভুরে দেখিতে॥
কথোপকথন শেষ, কাল ফিরিবার।
বিদায়ান্তে প্রভুদেবে করে নমস্কার॥
একে একে যতগুলি সব গেল স'রে।
ব্রাহ্মণকুমার দেখে ব'সে একধারে।
যোগীন্দ্র ইঁহার নাম মহাভাগ্যবান্।
ধনাঢ্য নবীনচন্দ্র রায়ের সন্তান॥
যোগীন্দ্র যেমন নাম তেন গুণযুক্ত।
তেন নিত্য যোগসিদ্ধ যেন নিত্যমুক্ত।
আগে ফল পরে ফুল ফলে যে প্রকার।
সেই মত প্রভুভক্ত অঙ্গ যাঁরা তাঁর॥
জৈবরূপে শৈবভাব বৈভব গোপন।
মহাধাঁধা অন্ধে লাগে বদ্ধ যেই জন॥
অশুদ্ধি জীবের বুদ্ধি কুঞ্চিত মলিনে।
বংশ সম ঘূণে জারা কামিনী-কাঞ্চনে॥
হৃদয় প্রত্যয়হীন ক্ষীণ মন্দ গতি।
উপহাস বস্তু যার কৃষ্ণলীলাগীতি॥
স্ব স্ব জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ মানে অন্যে করে ঘৃণা।
ধর্ম্ম আচরণ ভাণ যশের বাসনা॥
পরছিদ্র অন্বেষক পরনিন্দাপর।
হীনমতি নাই শক্তি দেখে নিজ ঘর॥
বুঝে না বুদ্ধির দোষে বিধির লিখন।
সুধার আস্বাদ হেতু বিষের জনম॥
নিজের যেমন তেন অপরের জ্ঞান।
মত ভেদ মাত্র, পথে সকলে সমান॥
এ গিয়ান ঘটে কভু নাহি খেলে তার।
ধিক্ ধিক্ জীববুদ্ধি কেবল ঘৃণার॥
হীন হেয় যে জীবের বুদ্ধি এইরূপ।
কেমনে সম্ভব দেখে প্রভুর স্বরূপ॥
ভক্তগণ অঙ্গ তাঁর জীবের আধারে।
নিত্যমুক্ত নিত্যসিদ্ধ মুক্তি দিতে পারে॥
নবীনে প্রবীণ-বুদ্ধি, না শিখে পণ্ডিত।
বুঝিবে শুনহ রামকৃষ্ণলীলাগীত॥
বড় খুসি প্রভু দেখি ব্রাহ্মণ-কুমার।
জিজ্ঞাসিলা কোথা ঘর কেবা পিতা তাঁর॥
পরিচয়ে শ্রীপ্রভু অধিক আনন্দিত।
বালকের পিতা তাঁর খুব পরিচিত॥
সোহাগে ধরিয়া হাত পুনশ্চ জিজ্ঞাসা।
কি মনে করিয়া আজ এইখানে আসা॥
আমারে দেখিয়া মনে কি হয় তোমার।
হৃদয়ে প্রত্যয় কিবা কহ সমাচার।
সরলে যোগীন্দ্র কৈল উত্তর প্রদান।
অন্য কেহ নহ তুমি নিজে ভগবান্॥
শুন মন অল্পবয়ঃ বালকের কথা।
কেমনে বুঝিলা বল নিগূঢ় বারতা॥
কেমনে চিনিলা তাঁরে কি দেখিলা তাঁয়।
মহাগুপ্ত আবরণ নরসাজ গায়॥
মূর্খ আমি শাস্ত্র গ্রন্থে বুদ্ধি বড় আন্।
শক্তি নাই দিতে অন্য লীলার প্রমাণ॥
জানি রামকৃষ্ণ প্রভু ঠাকুর আমার।
এ লীলায় প্রমাণেতে শ্রীবাক্য তাঁহার॥
তন্ত্রগীতাবেদাপেক্ষা বহু গুরুতর।
শ্রীবদন-বিগলিত যে কোন অক্ষর॥

ফি বাক্যের প্রতিবর্ণ সিন্ধুর মতন।
কে লবে কতই তায় এত রত্ন ধন ॥
শুন তবে প্রমাণেতে প্রভুর বচন।
একবার দরশনে চিনে কোন্ জন ॥
ঈশ্বরকোটির থাকে অঙ্গের মতন।
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত নিত্য সচেতন ॥
যথা তথা সঙ্গে সঙ্গে কভু নহে ছাড়া।
তাঁরাই দেখিবা মাত্র ঠিক পান ধরা ॥
বুঝ তবে এবে কেবা ব্রাহ্মণ-কুমার।
চিনিলেন কিবা বলে প্রভু অবতার ॥
পুনরায় প্রভুরায় পুছিলেন তারে।
কেহ নাহি কহে হেন দক্ষিণসহরে ॥
কেমনে চিনিলে বা কি বুঝিলে প্রমাণ।
কি হেতু আমারে তুমি কহ ভগবান্ ॥
শুন মন বালকের উত্তরের ছটা।
লীলাগ্রন্থ পাতা মাত্র নাহি যাঁর ঘাঁটা ॥
তথাপিহ লীলা যত বিধিমত জানা।
স্মৃতিপথে যুথে যুথে করে আনাগণা ॥
যোগীন্দ্র কহেন কথা কৃষ্ণ-অবতারে।
জনম যখন হয় কংস-কারাগারে ॥
চারিধারে নিযুক্ত প্রহরী অগণন।
তাহাদের মধ্যে ভক্ত দুই এক জন ॥
ভক্তিবলে জনম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের।
চুপে চুপে জাগে অন্যে নাহি পায় টের ॥
কেমনে পাইবে টের আতুর নিদ্রায়।
বিশ্বজনবিমোহিনী মায়ার মায়ায় ॥
জেগে আছে দ্বারিদ্বয়ে তাহার কারণ।
করিবারে আঁখি ভ'রে কৃষ্ণে দরশন ॥
বিলক্ষণ জানে বসুদেব পিতা তাঁর।
যাবে চলে কৃষ্ণ কোলে যমুনার পার ॥
সেই মত লোক যত দক্ষিণসহরে।
দেখিবে কেমনে ? আছে মায়াতম ঘোরে
জাগন্ত দু এক জন দেখিবারে পায় ॥
পুরীতে বিরাজে নিজে রামকৃষ্ণরায় ॥
কেবা এ যোগীন্দ্র পরে পাইবে বারতা।
প্রথম দর্শনে আজি এই তক কথা ॥
সন্দহীন প্রভুলীলা সন্দে-গড়া মন।
বিশ্বাসনাশক সন্দ তিমির বরণ ॥
এখানের লোক কেন না পায় সন্ধান।
প্রভুর শ্রীবাক্যে শুন তাহার প্রমাণ ॥
এক দিন বহু ভক্ত শ্রীপ্রভু যথায়।
উঠিল এ কথা তথা কথায় কথায়।
জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে কোন ভক্তোত্তম।
দক্ষিণসহরে লোক কেন্ এ রকম ॥
দূর-দূরান্তর হ'তে হাজার হাজার।
আসিয়া পূরায় আশা সাধ যেন যার ॥
মৃদু হাসি প্রভুদেব উত্তরিলা তাঁরে।
দেখ না গাভীর দশা গঙ্গার গহ্বরে ॥
দড়িতে রয়েছে বাঁধা খোঁটায় নিকটে।
পিপাসায় প্রাণ যায় ছাতি দিয়া ফেটে ॥
অতি সন্নিকটে জল স্রোত ব'য়ে যায়।
যেতে নারে ছোট দড়ি আবদ্ধ গলায় ॥
দূরে যারা আছে ছাড়া আসে পালে পালে।
পিপাসা মিটায় মুখ ডুবাইয়া জলে ॥
এখানে আটক লোক যদিও নিকটে।
মোহিনী মায়ায় বদ্ধ বলে নাহি আঁটে ॥
রামকৃষ্ণলীলাগীতি বড়ই মধুর।
যতই শুনিবে তত তাপ হবে দূর ॥
ভক্তবর রাম আর শ্রীমনোমোহনে।
মত্তবৎ ধরা পেয়ে প্রভু-নারায়ণে ॥
কলিতে অবাক্ কথা দীন-বেশ গায়।
নরসাজে বিরাজেন প্রভুদেবরায় ॥
সাজের বাঁদনি কিবা বিহীন লক্ষণ।
পাঁশেতে পাবক ঢাকা নরে নারায়ণ ॥
আত্মহর রঙ্গ দেখি কহে দুই ভাই।
আমাদের প্রভুদেব জগৎগোঁসাই ॥
কে শুনে কাহার কথা বড়ই জঞ্জাল।
বিশ্বাসবিহীন ধরা ঘোর কলিকাল ॥

এতই কূপেতে মগ্ন মানুষের মন।
কৃষ্ণ মিলে লক্ষে কথা কহে এক জন॥
কাজেই রামের কথা কানে নাহি ঢুকে
বরঞ্চ পাগল বলি গালি দেয় লোকে॥
নর-বেশ নারায়ণে চেনা অতি ভার।
প্রভুর বচনে শুন প্রমাণ তাহার॥
রাম অবতারে রাম যবে যান বনে।
চিনিতে পারিল মাত্র মুনি সাত জনে॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষপ্রধান।
অবতীর্ণ ধরাতলে সীতাপতি রাম॥
অপরে যতেক যত বুঝে বিলক্ষণ।
দশরথ-সুত রাম নৃপতি-নন্দন॥
চির-চেনা না হইলে চেনা মহাদায়।
নরদেহে সর্ব্বেশ্বর বিহরে ধরায়॥
ক্ষুদ্রতম আকারেতে বালির মতন।
উপমায় ঠিক যেন বীজের গড়ন॥
গোপনে নিহিত থাকে নাহি যায় দেখা।
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড অগণন শাখা।
কত শত পত্র ফুল সৌরভ অতুল।
নানারস-সমবেত সুন্দর মুকুল॥
নানাবিধ গুণ নানা বর্ণের চেহারা।
কত কোটি কোটি ফল মিষ্ট রসে ভরা।
এইমত গুণ শক্তি ক্ষুদ্র তনু ধরে।
বৃক্ষের সম্পত্তি যেন বীজের ভিতরে॥
সত্য কথা অনায়াসে নহে দরশন।
জীবে না বুঝিতে পারে শ্রীপ্রভু যেমন॥
তথাপিহ ভক্ত রাম কন বারে বারে।
জানা পরিচিত কিবা, চোখে দেখে যাঁরে।
অগণ্য লোকের মধ্যে অতি অল্প প্রায়।
শুনে আসে প্রভুপাশে রামের কথায়॥
আসে যাঁরা তার মধ্যে দ্বিবিধ প্রকার।
প্রথম প্রভুর যাঁরা ভক্ত আপনার॥
লীলার প্রথমকালে তফাতে তফাতে।
প্রভুর নামের বীজ পোঁতা হৃদি-ক্ষেতে॥

দ্বিতীয় মুমুক্ষু যার মুক্তি আকিঞ্চন।
পূর্ব্বজন্মে করিয়াছে সাধন ভজন।
সমাপন এইবারে দড়ি যাবে কেটে।
শুনিয়া প্রভুর নাম কাছে আসে ছুটে।
কেবা কিবা নিজ মনে বুঝে লহ মন।
আমার উদ্দেশ্য ইহা ভক্ত-সংঘোটন॥
আইলা রামের মামা-শ্বশুর সম্পর্কে।
উপেন্দ্র মজুমদার দণ্ডবৎ তাঁকে॥
ধীর নম্র বিনয়ী বদনে মাখা রস।
শ্রবণে করেন কাজ, রসনা অবশ॥
দায়ে যদি কন কথা ফাঁকে না বেরায়।
অধরে ফুটিয়া ভাষা অধরে মিশায়॥
কাছে কোন্নগরে মনোমোহনের ঘর।
সেখানেও এ সময় লাগিল রগড়॥
বহু দিন আগে হ'তে এই গণ্ডগ্রামে।
যাতায়াত শ্রীপ্রভুর অনেকেই জানে॥
প্রকট সময়, শুনে যুটে ভক্তগণ।
নবাইচৈতন্য এক আইল এখন॥
বয়স অধিক, ধর্ম্ম উপার্জ্জনে আঠা।
সজ্জন সংসারী মনোমোহনের জ্যেঠা॥
যুটিলেন ভবনাথ পরম সুন্দর।
বরাহনগর কাছে গঙ্গাতীরে ঘর॥
নবীন বয়স তেঁহ ব্রাহ্মণের ছেলে।
উচ্চবিদ্যালয়ে পাঠ হয় এই কালে॥
আত্মবন্ধু প্রতিবাসী করে উপহাস।
শুনিয়া প্রভুর পদে তাঁহার বিশ্বাস॥
দক্ষিণসহর সম সন্নিকট গ্রামে।
সকলেই প্রায় প্রভুদেবে নাহি চিনে॥
শুনিয়াছে নাম যারা বুঝে অবিকল।
প্রভুদেব এক জনা মানুষ পাগল॥
বিফল হইল জন্ম কপালের ফেরে।
বহুভাগ্যে জন্ম যদি প্রভু অবতারে॥
কর্ম্মফলে বিড়ম্বনা এ কি পরমাদ।
সাধ নাই দেখিবারে অকলঙ্ক চাঁদ॥

চির-হৃদিতম যাঁর দরশনে হরে।
ভবের বন্ধন গোটা কাটে একবারে ॥
জন্ম-জন্মার্জ্জিত বিষময় কর্ম্ম-ফল।
এক নমস্কারে তারে দেয় রসাতল ॥
অগতির মিলে গতি মুক্তি এক পলে।
অমৃত-লহর রঙ্গ উজায় গরলে ॥
দরশনে নমস্কারে যাঁরে এতদূর।
বুঝ মন কিবা প্রভু দয়াল ঠাকুর ॥
অনায়াসে হেসে হেসে ভবসিন্ধু পার।
মানুষ বুদ্ধিতে বড় লাগিল বেজার ॥
সাবাস মানুষ-বুদ্ধি কি কহিব তারে।
বলিহারি দাঁড়ি দেহ-তরীর উপরে ॥
স্বভাব পাথার-পথে দিবারাতি গতি।
উড়ায়ে প্রলোভী পাল অবিদ্যার স্মৃতি ॥
স্মৃতি অতি বেগবতী শূন্যপথে উড়ে।
কামিনী-কাঞ্চন-আশা-পবনের জোরে ॥
যতক্ষণ অকূলে নাহিক ডুবে তরী।
তাহার কি ক্ষতি মন ধোপাঘরে চুরি ॥
অন্যে পরে ডুবাইতে জনম তাহার।
সতত নীরবে করে কার্য্য আপনার ॥
যত দিন অবিদিত থাকে তার বল।
জীবের আদতে নাই তিলের মঙ্গল ॥
সাধনা-সাগর-ছেঁচা দুর্লভ রতন।
জন্ম-জরা-তাপ-পাপ-কলুষ-নাশন ॥
জীবে মুক্তি দরশনে পরশনে যাঁর।
অঙ্গহীনে দুঃখী দীনে দয়াল আচার ॥
জীবের কল্যাণ ব্রতে ব্রতী অনুক্ষণ।
বিষবৎ আত্মসুখে দিয়া বিসর্জ্জন ॥
পতিতপাবন-ভাব অগতির গতি।
দয়াময় কায়াখানি দয়ার মূরতি ॥
স্থিতি, গতি, কর্ম্মে মতি দয়ায় যাঁহার।
দয়া বিনা দেহে কিছু নাহি অন্য আর ॥
শিবময় সনাতন পুরুষ প্রধানে।
বুদ্ধি-দোষে নাহি দিল দেখিতে নয়নে ॥
হেন বুদ্ধি হ'তে মুক্ত কর প্রভুবর।
দীনবন্ধু দীননাথ দয়ার সাগর ॥
পুনঃ এই বুদ্ধি ল'য়ে নরের উন্নতি।
বিমানে উড়ায়ে রথ শূন্যে করে স্থিতি ॥
বুদ্ধি-বলে পলে চলে যোজনের পথ।
রাখে হাতে পঞ্চভূতে লিখাইয়া খৎ ॥
ধরণীর দুই প্রান্তে বসি দুই জনে।
পরস্পর কয় কথা কত রেতে দিনে ॥
অলঙ্ঘ্য সাগর পারে করে অধিকার।
জলের উপরে নীচে বিপণি বাজার ॥
নানাবিধ ভাষা নানা শাস্ত্র আলাপনা।
দেশ বিদেশেতে উড়ে যশের ঘোষণা ॥
নৃপতি মুকুটসহ স্বর্ণ-সিংহাসন।
কোষাগার পূর্ণ নানা নিধি রত্ন ধন ॥
নাম দাপে কাঁপে যম তালপত্র প্রায়।
কথায় মানুষে মারে বাঁচায় কথায় ॥
বৃহত্তম-কায় পশু কথা শুনে চলে।
বাঘে মৃগে এক সঙ্গে মহারঙ্গে খেলে ॥
কুরূপে সুরূপ মিলে, অঙ্গ অঙ্গহীনে।
বোবা যেবা কয় কথা, কালা শুনে কানে ॥
বুদ্ধিতে কতই করে কহা মহাদায়।
বিধির বিধান-লিপি সাগরে ডুবায় ॥
ছার মান খ্যাতি ধনে প্রলোভিত করি।
ডুবায় অকূল জলে মানুষের তরী ॥
হেন বুদ্ধি হ'তে রক্ষা কর ভগবান্।
দুর্গতি-তারক প্রভু কল্যাণনিধান ॥
এইখানে মন যদি প্রশ্ন কর মোরে।
কি ল'য়ে চলিবে জীব বুদ্ধিবল ছেড়ে ॥
শুন তবে কই কথা, কথার উত্তর।
অবিদ্যা-তোষিণী বুদ্ধি পায়ে তার গড় ॥
ধন-মান-যশ-আশা যে বুদ্ধিতে আনে।
অবিদ্যা-তোষিণী বুদ্ধি তাহারে বাখানে ॥
মহান্ ইহার শক্তি সৃষ্টির ভিতরে।
ভগবান্ বিনা ইহা সব দিতে পারে ॥

উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ করে ত্রিভুবন।
সৎপথ অন্তরালে রাখি আচ্ছাদন॥
সদসৎ দুই এক বুদ্ধির ভিতর।
সৎবুদ্ধি নাম যার পরম সুন্দর॥
অসতে অবিদ্যা তুষ্ট করে দিবারাতি।
সতে সদা জ্বালে হৃদে অনুরাগ-বাতি॥
মহান্ আনন্দময় পরম-ঈশ্বর।
একমাত্র এই সৎ-বুদ্ধির গোচর॥
সৎবুদ্ধি বিনা পথে রক্ষা আশা নাই।
মাগিয়া চাহিয়া লহ শ্রীপ্রভুর ঠাঁই॥
এক বুদ্ধি কিসে হয় দ্বিবিধ প্রকার।
জিজ্ঞাসিলে মন যদি শুন সমাচার॥
ফটিকের ধর্ম্ম নষ্ট ধরা পরশনে।
পুনশ্চ ফটিক হয় ভাস্করের টানে॥
ধরায় কি শূন্যে দেখ সেই এক জল।
গুণে ভিন্ন হেথা সেথা সমল বিমল॥
প্রভু-ভক্ত ভবনাথ সৎবুদ্ধিগুণে।
পরের ব্যঙ্গোক্তি কানে আদতে না শুনে॥
থাকে আপনার ভাবে না হয় চঞ্চল।
ভক্তের চরিত কথা শ্রবণমঙ্গল॥
যেইখানে ভক্ত রাম ভকতের খনি।
উঠিল তাহাতে এক সমুজ্জ্বল মণি॥
প্রভুভক্তচূড়ামণি হিন্দুস্থানী যেতে।
প্রবল অটল দাস্যভক্তিভাব চিতে॥
ভৃত্যবেশে রামাবাসে কাদামাখা গায়।
গুপ্ত ছিল এত দিন প্রভুর ইচ্ছায়॥
চিরভক্ত শ্রীপ্রভুর অনাসক্ত জনা।
দুঃখী তবু কামিনী কাঞ্চনে অতি ঘৃণা॥
উপরে ইক্ষুর মত কর্কশ আকার।
ভিতরে মধুর ভক্তিরসের সঞ্চার॥
খর্ব্বাকৃতি পুষ্টকায় বীর বলবান্।
সবল সকল শিরা লাটু তাঁর নাম॥
শ্রীপ্রভুর দাস, সেবা-ভকতি অন্তরে।
দাস্যভাবে হনু যথা রাম অবতারে॥
নিরক্ষর লাটু ভাই নাই বর্ণবোধ।
বাগ্‌বাদিনীর সঙ্গে বিষম বিরোধ॥
কাজ কিবা বিদ্যাদেবী তোমার প্রসাদে।
যদি না তাহায় রামকৃষ্ণভক্তি বাধে॥
নিরাপদে রাখ রোধে তোমার দুয়ার।
রামকৃষ্ণনামে হব ভবসিন্ধু পার॥
বিদ্যার ছলনা কথা শুন শুন মন।
বিদ্যাপক্ষে কি কহিলা প্রভু নারায়ণ॥
বিদ্যার আকার কিবা বিদ্যা বলে কারে।
শুনিলে চলন্ত নাড়ী সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে॥
এক দিন ভক্তবর্গে ঘেরা প্রভুরায়।
উঠিল বিদ্যার কথা কথায় কথায়॥
বলিলেন প্রভু ভক্তগণে শুনাইয়া।
দেখ আমি একদিন মায়েরে দেখিয়া॥
বলিলাম লোকজনে কহে পরস্পর।
বিদ্যাবল্হীন আমি মূর্খ নিরক্ষর॥
এত শুনি জননী দেখায়ে দিলা মোরে।
তখনি চকিতে ত্বরা তিলের ভিতরে॥
দাঁড়াইয়া একধারে মৃদু মন্দ হাসি,
পর্ব্বত-প্রমাণ কত ওছলার রাশি॥
অঙ্গুলি-চালনে মাতা কহিলেন পরে।
এসব বিদ্যার রাশি বিদ্যা বলে এরে॥
এই জঞ্জালের রাশি বিদ্যা নাম জানা।
নিতে হয় নাও তুমি নাহি মোর মানা॥
দেখিয়া বিদ্যার দশা কহিনু তখন।
এমন বিদ্যায় মা গো নাহি প্রয়োজন॥
মরম বুঝিয়া তাই শ্রীপ্রভু আপনে।
বলিতেন প্রায় অধিকাংশ ভক্তগণে॥
বিদ্যা আলাপনে মনে বড় লাগে ধাঁদা।
রজিল না করি তায় শুদ্ধ রাখ শাদা॥
মহাবিদ্যাপথে বিদ্যা বড়ই ভীষণ।
দুর্গম কণ্টকময় কেতকীর বন॥
বিদ্যার্জ্জনে যদি গুরু না থাকেন মূলে।
সে বিদ্যা বিষের গাছ বিষফল ফলে॥

অবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি তারে দণ্ডবৎ।
মোহিয়া খুলিয়া দেয় নরকের পথ॥
উপমায় বলিতেন প্রভু-নারায়ণ।
ভাল মন্দ কিসে শুন বিদ্যা-উপার্জ্জন॥
"কেহ বিদ্যা শিখে লিখে বেদান্ত-পুরাণ।
কেহ করে জালখৎ নরক-সোপান॥"
একরূপ বটে বস্তু ভাবে ফলে ফল।
অমৃত কাহার পক্ষে, কাহার গরল॥
মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি গোড়ায় যাহার।
যতগুলি জীব-বুদ্ধি তাহার খোদ্দার॥
সত্ত্বভাব পরিহরি তমে করে হুঁস।
চিবায় চাউল ফেঁ'লে খোসা ভুসি তুঁষ।
অবিদ্যা-মূলক-বিদ্যা-পথে যেতে মানা।
লীলাকথা শুনে মনে করহ ধারণা॥
মহান্ ঐশ্বর্য্যশালী লক্ষ্মী সরস্বতী।
কভু করে মুক্তপথ কভু রোধে গতি॥
বিষ্ণু মহেশ্বর ব্রহ্মা চতুর-আনন।
আগোটা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীগণ॥
অপার ক্ষমতা শক্তি প্রত্যেকের প্রায়।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভুর ইচ্ছায়॥
ঐশ্বর্য্যে তোমার কিছু প্রয়োজন নাই।
মাগ রামকৃষ্ণভক্তি সবাকার ঠাঁই॥
প্রভুর ভকতি যেইখানে নাহি মিলে।
দূরে করি নমস্কার রাখ তায় ঠেলে॥
হোক ব্রহ্মা প্রজাপতি সৃষ্টিশক্তি যাঁর।
হোক বিষ্ণু, যাঁর কাছে পালনের ভার॥
হোউন পিনাকপাণি যোগী ত্রিপুরারি।
পরমনির্ব্বাণদাতা ত্রিলোকসংহারী॥
হোক না দেবেশ ইন্দ্র ত্রিদশ-ঈশ্বর।
যে হয় সে হয় হোক কারে নাহি ডর॥
সর্ব্বেশ্বর প্রভু নিজে ঠাকুর আমার।
এ বারে আপনি খোদে নহে অবতার॥
প্রভুর ওধারে আর নাহি কোন গ্রাম।
অন্তলীলামধ্যে পাবে ইহার প্রমাণ॥
বিভূতিতে গিয়ান করিবে তুচ্ছ ছার।
একা রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার॥
বিভূতি বিরোধী বড় প্রভুভক্তিপথে।
সর্ব্বদা স্মরণ করি রাখিবে তফাতে॥
লীলায় শুনহ মন তাহার প্রমাণ।
অমৃত-ভাণ্ডার রামকৃষ্ণলীলাগান॥

অতি ভক্তিমতী যদু মল্লিকের মাসী।
শ্রীপ্রভুর দরশনে বড়ই পিয়াসী॥
উদ্যান-ভবনে তাই যখন তখন।
সভা করি প্রভুদেবে করে নিমন্ত্রণ॥
আজি সভামধ্যে প্রভু অখিলের পতি।
উপনীত উপাধ্যায় কাপ্তেন সংহতি॥
দর্শকগণের মধ্যে দুই শ্রেষ্ঠতর।
প্রথম যে জন তেঁহ ধনের ঈশ্বর॥
বিদ্যাবল তত নহে যত তাঁর ধন।
যতীন্দ্র ঠাকুর নাম পিরালি ব্রাহ্মণ॥
মহারাজ প্রাপ্ত আখ্যা কোম্পানীর ঘরে।
অতুল সম্মান খ্যাতি সাহেবেরা করে॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যে বহু ভাগ্যবান্।
অকাতরে দীনদুঃখিগণে অন্নদান॥
তাঁর ধনে অন্নে পুষ্টি পায় কত প্রাণী।
তাই ঘরে অচঞ্চলা লক্ষ্মীঠাকুরাণী॥
শুনিয়াছি শ্রীবদনে প্রভুর বচন।
যাঁহার শক্তিতে বহু লোকের পোষণ॥
ঈশ্বরের বহুশক্তি বর্ত্তমান তাঁয়।
সামান্য জীবের মধ্যে নহে গণনায়॥
পুণ্যবলে অবহেলে ঠাকুরে আমার।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সেব্য কমলার॥
হরিহরবিধিপূজ্য সাধনের ধন।
হেলায় শ্রদ্ধায় কিবা কৈল দরশন॥
প্রকৃতি-সুলভে প্রভু দীনহীনচার।
নেহারিয়া মহারাজে অগ্রে নমস্কার॥
উচ্চমান চান রাজা ঠাকুর পিরালি।
মান খ্যাতি কর্ম্মমূলে মানের কাঙ্গালি॥

সে মান না পেয়ে হেথা শ্রীপ্রভুর স্থানে।
পরম সুন্দর প্রভু লাগিল না মনে॥
পুণ্যবান্ মহারাজা ভক্তি নাই তাঁর।
লক্ষ্মীর কৃপায় বন্ধ ভক্তির দুয়ার॥
ধনে রাজসিক ভাব ঐশ্বর্য্য উজ্জ্বল।
নয়নে সুধার রীতি উদরে গরল॥
কামিনীর সহোদরা ভীষণা কাঞ্চন।
ছুঁইলে জারিয়া তুলে মানুষের মন॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষে যেই জন ভুলে।
ভক্তির প্রসাদ তাঁয় কখন না মিলে॥
অন্য জন কৃষ্ণদাস পাল, জেতে চাষা।
বড়ই বুঝেন তিনি ইংরাজের ভাষা॥
সূক্ষ্মবুদ্ধি সুনিপুণ রাজনীতিজ্ঞানে।
বড় বড় সাহেবেরা অতিশয় মানে॥
হিন্দুপেট্রিয়টপত্র করেন প্রকাশ।
চোটে লেখা, দেখে লাগে লাটের তরাস॥
লাটের কাটেন কথা খুঁট ধরি তায়॥
প্রশংসাভাজন তাই যথায় তথায়॥
কোথাও নাহিক ভয় লিখে বলে তোড়ে।
অভিমানে ভরা হৃদি বিদ্যা-অহঙ্কারে॥
গর্ব্বখর্ব্বকারী প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্।
শুন রামকৃষ্ণকথা অমৃত সমান॥
সভাস্থ সকলে বলিলেন প্রভুবরে।
ঈশ্বরীয় কথা কিছু কহিবার তরে॥
স্থান পাত্র বিশেষ বুঝিয়া পরমেশ।
বলিলেন বিবেক বৈরাগ্য-উপদেশ॥
ধন, মান, বিদ্যা আদি বিষতুল্য যাতে।
বিষম অনর্থকরী ঈশ্বরের পথে॥
তীব্র বিরাগের কথা সৃষ্টি উড়ে শেষে।
ধূলা বালি কুটি যেন ঝুলার বাতাসে॥
একা ভগবান্ বিনা সকলি অসার।
বিষয়বুদ্ধিতে কথা নহে পশিবার॥
পাছিল বিষয়বুদ্ধি বড়ই সমল।
কাদার গাদায় ঘোলা স্বল্প মাত্র জল॥
প্রখর যদিও বিবেকের কর ধরে।
ঘোলা জলে প্রতিবিম্ব কখন না পড়ে॥
লইয়া এমন বুদ্ধি গর্ব্ব করে নর।
ধিক্ ধিক্ জীববুদ্ধি পায়ে তার গড়॥
এই বুদ্ধিযুক্ত পাল এত গরীয়ান।
সভায় করিতে রক্ষা নিজের সম্মান॥
আগুয়ান হইলেন সাধ্য যতদূর।
প্রতিবাদে বৈরাগ্যের কথা শ্রীপ্রভুর॥
সভায় পালের পোর গরম আসন।
মনে জানে আপনারে অতি বিচক্ষণ॥
দম্ভ সহ প্রতিবাদ উত্থাপন করে।
পাতিয়া কথার জাল সভার ভিতরে॥
বৈরাগ্য ভীষণ বড় উন্নতির পথে।
পথের ভিখারী করে নাহি দেয় খেতে॥
বৈরাগ্য বৈরাগ্য করি ভারতের জাতি।
ধনরাজ্যচ্যুত, খায় ইংরাজের লাথি॥
স্বাধীনতা সংরক্ষণে বিহীনবিক্রম।
এ দেশের দুর্দ্দশার ইহাই কারণ॥
জন্মভূমি রক্ষা আর পর-উপকার।
নরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই ধর্ম্ম সার॥
বৈরাগ্যের যত বল সে সকল জানি।
নামান্তরে কহে এরে দুঃখের জননী॥
অতিহীন পরাধীন যে বিরাগে আনে।
যতনে অর্জ্জনে তার উপদেশ কেনে॥
শুনিয়া পালের কথা প্রভু গুণধর।
অমৃত-বরষী বাণী তবু শক্তিধর।
তুলনায় কিবা তেজ ইন্দ্র-অস্ত্র ধরে॥
দুর্ভেদ্য জীবের বুদ্ধি পলে ভেদ করে॥
হেন বাক্যসহকারে কৃষ্ণদাসে কন।
হীনবুদ্ধি তাই কহ বৈরাগ্যে এমন॥
বেদান্ত পুরাণ গীতা উচ্চে গায় যারে।
দেবতাদুর্ল্লভ, তুচ্ছ তোমার গোচরে॥
যার বলে হরি মিলে, তাহে নাহি সার।
তোমার গিয়ান এই, কি বুদ্ধি তোমার

পুনরায় বলিলেন প্রভু নারায়ণ ।
পর-উপকার কিবা কর আস্ফালন ॥
কহ যারে উপকার বিধিমতে জানি ।
কিঞ্চিৎ একত্র অর্থ দুর্ভিক্ষনাশিনী ॥
অথবা করিলে যাহে মন্দ গন্ধ হরে ।
এই পর-উপকার তোমার বিচারে ॥
মানি কিছু পরিমাণে কিঞ্চিৎ মঙ্গল ।
মিছা ছেঁচা না ঝরিলে আকাশের জল ॥
সৃষ্টিনাশা অনাবৃষ্টি হরির ইচ্ছায় ।
দেশ জুড়ে লোক মরে পেটের জ্বালায় ॥
ল'য়ে বস্তা দশ চাল দিবে কার মুখে ।
সিন্ধুমুখীস্রোত কি বালির বাঁধে টেকে ॥
কতই ঔষধালয় রহে বিদ্যমান ।
তথাপিহ জ্বরে কেন শূন্য করে গ্রাম ॥
টাকায় ঔষধে কাজ কতটুকু করে ।
বাঁচায় কাহার সাধ্য হরি যদি মারে ॥
গর্ব্ব করে অহঙ্কারে জীব ক্ষুদ্রপ্রাণ ।
তিন কাজে মানুষের হাসে ভগবান্ ॥
প্রথম সোদরগণে হাতে মাপদড়ি ।
বিভাগে মাপিয়া নিতে ভিটামাটী বাড়ী ॥
এ বলে এধার লব ও বলে এধার ।
ভগবান্ তখন হাসেন একবার ॥
দ্বিতীয় রাজায় যবে রাজ্য করি জয় ।
মহাদম্ভসহ ফিরে আপন আলয় ॥
বাজায়ে দুন্দুভি ভেরি আনন্দ লক্ষণ,
ভগবান্ আর বার হাসেন তখন ॥
তৃতীয় অসাধ্য-রোগে রোগী নাড়ীছাড়া ।
প্রায় কণ্ঠাগত প্রাণ দেহে নাহি সাড়া ॥
উঠেছে কপালে ভাতিহীন চক্ষুদ্বয় ।
দেহ-বাড়ী পরিহরি চলিলেই হয় ॥
তবু বাঁচাইতে কবিরাজে বড়ি মারে ।
বচনে ভরসাভরা দম্ভসহকারে ॥
হীনবুদ্ধি মানুষের করি দরশন ।
ভগবান আর বার হাসেন তখন ॥

মানিনু না হয়, আমি তোমার কথায় ।
হয় কিছু উপকার ঔষধ টাকায় ॥
ক-টির করিবে হিত কোটি কোটি যথা ।
সামান্য মানুষ তুমি কি আছে ক্ষমতা ॥
গঙ্গায় জনমে এত কাঁকড়ার ছানা ।
কেহ নহে ক্ষমবান্ করিতে গণনা ॥
অতি ক্ষুদ্র তুমি এক সৃষ্টির ভিতর ।
হিতের কি কথা কহ করিয়া গুমর ॥
মানুষ কেবল নয় একমাত্র প্রাণী ।
পশু পাখী কীট কত সংখ্যা নাহি জানি ॥
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কাতারে কাতারে ।
দৃশ্যাদৃশ্যভাবে সবে বিচরণ করে ॥
ভাবিলে ঘটেতে বুদ্ধি নাহি থাকে আর ।
কহ তবে কিবা হিত করিবে কাহার ?
শ্রীপ্রভুর উত্তরের পাইয়া আভাস ।
পালের বদনে আর নাহি ফুটে ভাষ ॥
কার কাছে কাঁচা কথা কহিনু এমন ।
বুঝিয়া পরাণে বড় পাইল সরম ॥
মহাভাগ্যবান্ তাঁরে করি নমস্কার ।
যে কোন কারণে হোক ঠাকুরে আমার ।
দীনবন্ধু দীনত্রাতা পতিতপাবন ।
হেলায় শ্রদ্ধায় কিবা কৈল দরশন ॥
বিদ্যায় যদ্যপি নাহি অনুরাগ আনে ।
বুঝ মন কিবা কাজ সে বিদ্যা অর্জ্জনে ॥
বর্ণবোধহীন লাটু অনুরাগে ভরা ।
ভক্তি-বলে কথা কয়, নয় শাস্ত্র ছাড়া ॥
ভকতি কেবল একা সকলের সার ।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি ভক্তির ভাণ্ডার ॥
সেবক হরিশচন্দ্র যুটে এ সময় ।
প্রভু-ভক্ত নিত্যমুক্ত এই পরিচয় ॥
কৃতদার, ভক্তিমতী ঘরে নারী তাঁর ।
নবীন বয়স নহে পঁচিশের পার ॥
তিরস্কার করি তেঁহ নবীন যৌবনে ।
হইল শরণাপন্ন প্রভুর চরণে ॥

কেমনে মিটিল সাধ কব পরে পরে।
এখন কেবল মাত্র আইল আসরে॥
সরলস্বভাব সদা ভগবানে মন।
অধম পামরে বন্দে তাঁহার চরণ॥
বলিয়াছি ব্রাহ্মধর্ম্ম বড়ই প্রবল।
কেশবের বক্তৃতায় বিশেষ উজ্জ্বল॥
দেশ যুড়ে বাড়ে দল বক্তৃতার চোটে।
বক্তৃতা-বিমুগ্ধ-বঙ্গ, বহু লোক যুটে॥
হরিপদলুব্ধ যাঁরা শ্রীগুরুবিহনে।
নিজের গন্তব্য-পথ কিছুই না চিনে॥
আসিয়া মিশেন এই ব্রাহ্মদের দলে।
আশায় ভরসা করি যদি কিছু মিলে॥
ভুলে থাকে ব্যাপার দেখিয়া তথাকার।
ভাবে বুঝি এই পথ ঘরে যাইবার॥
কারে কোন্ পথে লয়ে যান ভগবান্।
তাঁহার গোচর, জীবে না জানে সন্ধান॥
অনুরাগে যেই দিগে তাড়া করে ঠেলে।
হোক না নিবিড় বন তাহে পথ মিলে॥
লীলা-কথা শুনে মন বুঝহ লক্ষণ।
অন্ধের নয়ন এই ভক্তসংঘোটন॥
ইদানির ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে যাহা জানা।
বুঝিতে না পারি তার ভাবের ঠিকানা॥
আমি না বুঝিতে পারি অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী।
এ পক্ষে কহিলা কিবা শ্রীপ্রভু আপনি।
মন দিয়া শুনি মন বুঝহ বারতা।
রামকৃষ্ণপুঁথি নহে বিবাদের কথা॥
বিবাদ-ভঞ্জনে শ্রীপ্রভুর আগমন।
সব ধর্ম্ম অতি সত্য প্রভুর বচন॥
ধর্ম্মমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নেড়া মুড়া ছাড়া।
ভিত্তিহীনে বিচিত্র দেউল শূন্যে গড়া॥
দুই রূপে ঈশ্বর সাকার নিরাকার।
এ দুয়ের উর্দ্ধে আছে তৃতীয় প্রকার॥
জীবের নাহিক শক্তি তথা যাইবারে।
বলিলেন এই কথা প্রভু বারে বারে॥
সাকার ও নিরাকার জ্ঞাতব্য জীবের।
একে ছাড়ি অন্যে ধরা অদৃষ্টের ফের॥
দ্বিতলে যাইতে যেন উপায় সোপান।
নিরাকারে সেইমত সাকার বিধান॥
প্রভুদত্ত উপমাতে ধানুষ্কী যেমন।
কলাগাছে করে লক্ষ্য প্রথম প্রথম॥
স্থূলেতে বসিলে লক্ষ্য সূক্ষ্মে যায় পরে।
টাকা-সিকি বিন্দুবৎ দাগের উপরে॥
ধানুষ্কী হইলে পাকা শেষ পরিণাম।
না পায় সন্ধান কোথা করিবে সন্ধান॥
নিরাকার নামান্তরে মহান্ আকার।
আদি মধ্য-অন্তহীন বৃহৎ ব্যাপার॥
ভাষা থাকে ভাসা ভাসা ভাষায় কি রটে।
স্বরাট্ হইতে কথা গমন বিরাটে॥
বিরাটে অপার কাণ্ড মনের বিনাশ।
সিন্ধুজলে ডুবে যেন অনন্ত আকাশ॥
ব্রহ্মজ্ঞান কিবা বস্তু বলিবার নয়।
প্রভুর বচনে শুন তার পরিচয়॥
কোন এক ব্রহ্মজ্ঞানী দিবস বিশেষে।
উপনীত বিশ্বগুরু প্রভুর সকাশে॥
পেট ভরা কথা পুঁজি বহু আড়ম্বরে।
পাড়িল ব্রহ্মের কথা তর্কসহকারে॥
হৃদয় বুঝিয়া তাঁর, প্রভুর উত্তর।
নিত্যলীলা দুয়ে সেই পরম-ঈশ্বর॥
অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ নিত্য নাম যাঁর।
তুলনায় তুচ্ছ সিন্ধু অকূলপাথার॥
কূল কি কিনারা চোখে কোথাও না পাই
পড়িলে তাহাতে শুধু হাবু ডুবু খাই॥
লীলার ভিতরে যেই লীলাময় হরি।
পাইলে তাঁহারে তবে কূল লাভ করি॥
এই ধরি বুঝ মন কিবা ব্রহ্মজ্ঞান।
কথায় কিছুই নাহি হয় অনুমান॥
ব্রহ্মজ্ঞান কিবা বস্তু বাক্যেতে না আসে।
গেলে ব্রহ্মসিন্ধুকূলে নাহি ফিরে দেশে॥

নুনের মানুষ যেন প্রভুর বচন।
সিন্ধুজল মাপিবারে করিলে গমন॥
ভবনে ফিরিতে শক্তি নাহি থাকে গায়।
গ'লে হয় জলবৎ সুশীতল বায়॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মজ্ঞান একই বারতা।
সিন্ধুতে মিশিলে বিন্দু সত্তা থাকে কোথা॥
সেই হেতু বলিতেন প্রভু ভগবান্।
উচ্ছিষ্ট বেদাদি গীতা যাবৎ পুরাণ॥
কেন না ইহারা সব মুখ-বিগলিত।
মহাজ্ঞানী ভক্ত শুক ব্যাস বিরচিত॥
ব্রহ্ম বস্তু উচ্ছিষ্ট করিতে কেহ নারে।
কে কবে যে যায় আর নাহি ফিরে ঘরে॥
গুরুর ইচ্ছায় যেই জন ফিরে আসে।
ব্রহ্ম কি যদ্যপি কেহ তাঁহারে জিজ্ঞাসে॥
কহিতে না পারে কিছু, কহে অবিকল।
জলময় একাকার জল আর জল॥

অন্য এক ব্রহ্মজ্ঞানী স্বভাব সুন্দর।
পরউপকার-ব্রতে মতি উগ্রতর॥
বঙ্গদেশে বরিশালে বসতি তাঁহার।
উপাধিতে দত্ত, নাম অশ্বিনীকুমার॥
প্রভুদেবে শ্রদ্ধাভক্তি যথাসাধ্য করে।
এক দিন তাঁর কাছে দক্ষিণসহরে॥
জিজ্ঞাসিল প্রাণে মনে উঠিল যেমন।
ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মে ভেদ কি রকম॥
উত্তর করিলা তাঁয় উপমা সংহতি।
দেখেছ' শানাই বাঁশী বাজাবার রীতি॥
দু'জন শানাইদার বসে এক ঠাঁই।
দুয়ের হাতেতে ধরা দুখানি শানাই॥
এক জনে পোঁ ধরিয়া সুর দিতে হয়।
অপরে বাজায় রাগরাগিণীনিচয়॥
পোঁ ধরা এ ব্রাহ্মধর্ম্ম, এক সুর তায়।
হিন্দুয়ানি নানা রাগ-রাগিণী বাজায়॥
বেদবাক্যাধিক উচ্চ প্রভুর বচন।
সর্ব্বশেষ কি কহিলা শুন শুন মন॥

ঠিক এই শ্রীবচন প্রভুর আমার।
"যতবিধ আছে ধর্ম্ম সবে নমস্কার॥
ইদানির ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা ছড়াছড়ি।
ইহাকেও বার বার নমস্কার করি॥"
বিশ্বগুরু প্রভু যারে দিলেন সম্মান।
পামরের নম্য, করি সহস্র প্রণাম॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে আর যত ব্রহ্মজ্ঞানিগণে।
অসংখ্য প্রার্থনা মোর কৃপার কারণে॥
গললগ্ন কৃতবাসে এ অধম যাচে।
দেহ রামকৃষ্ণভক্তি যাহা কিছু আছে॥

ফুলের অকালে যেন মধুপের কুল।
দিবানিশি উপবাসী ক্ষুধায় আকুল॥
গুণ্ গুণ্ রবে কাঁদি স্বভাব যেমন।
মদক-আলয়ে করে মধু অন্বেষণ॥
সেই মত শ্রীপ্রভুর বহু আত্মগণে।
মধুর আস্বাদ সাধ সংগোপন প্রাণে॥
অদ্যাবধি ফাঁকে ফাঁকে নহে দরশন।
মধুভরা পদ্মদ্বয় প্রভুর চরণ॥
মধুর আশায় মিশেছেন ব্রাহ্মদলে।
শ্রীপ্রভুর উক্তি যথা শ্রীকেশব বলে॥
ব্রাহ্মদলে পথহারা প্রভুর ভকত।
কেমনে পাইলা তাঁরা গন্তব্য সুপথ॥
যত্নসহকারে মন শুনহ বারতা।
সুধার ভাণ্ডার এই রামকৃষ্ণকথা॥
কেশবের বক্তৃতা অপর কিছু নয়।
ব্রাহ্ম-পরিচ্ছদে তাঁর উক্তি কতিপয়॥
অন্য সাজে যদি উক্তি কার্য্য করে ভাল।
নিবিড় আঁধারে যথা চিকুরের আলো॥
দেখা যায় সুপথ কুপথ ডাঙ্গা জল।
পথহারা পাথিকের পরমমঙ্গল॥
প্রভুর শক্তিতে শ্রীকেশব শক্তিধর।
উপমায় ঠিক যেন অতসাপাথর॥
পাবক-উদ্ভব-গুণ যাহা লক্ষ্য হয়।
ভাস্করের শক্তি তাহা পাথরের নয়॥

প্রভুর অতসী তিনি ধরিয়া তাঁহারে।
প্রেমিক ভকত এক আইলা আসরে॥
অদ্যাবধি ব্রাহ্মধর্ম্মে ছিল তাঁর টান।
পণ্ডিত, বয়স বেশী ব্রাহ্মণ-সন্তান॥
রসাল বয়ানখানি পরাণ উদাস।
হুগলির কাছে হালিসহরেতে বাস॥
কোম্পানির ঘরে কাজ বালক অবধি।
নাম শ্রীকেদারচন্দ্র চাটুয্যে উপাধি॥
শতদরে মাহিয়ানা শ্যামল-বরণ।
রক্তপদ্ম সম দুটি রক্তিম-নয়ন॥
হেলে দুলে করে খেলা প্রভুদেবে হে'রে।
ভাসমান অশ্রুনীরে আঁখির আধারে॥
উড়ে গেল ব্রাহ্মভাব ভাব নিরাকার।
প্রভুপাশে মাগে ভিক্ষা পদ সেবিবার॥
প্রভু প্রভু ব'লে ধরে চরণ ছাঁদিয়া।
দর দর আঁখি-জল গণ্ড বিগলিয়॥
বেদনা বলিতে ইচ্ছা শ্রীপ্রভুর পায়।
ভাব-বেগে কণ্ঠরোধ কথা না বেরায়॥
জন্ম জন্ম প্রভুভক্ত বহু দিন ছাড়া।
হৃদিখানি প্রস্রবণ ভক্তিপ্রেমে ভরা॥
আছিল আবদ্ধগতি লীলার প্রথমে।
মুক্তমুখ এবে বেগে ঝরে দুনয়নে॥
একবার দরশনে এইতক কথা।
পশ্চাৎ কহিব ক্রমে পরের বারতা॥
অন্তরঙ্গ আপ্তগণ যুটিবার কালে।
বহিরঙ্গ কত শত আসে দলে দলে॥
নানাবিধ ধর্ম্মপন্থী কাছে দূরে ঘর।
নাম ধাম তাঁহাদের বিশেষ খবর॥
কি খেলা খেলিলা প্রভু তাঁহাদের সাথে।
অবিদিত তেকারণ নারিনু কহিতে॥
প্রধান প্রধান যাঁরা বিশেষতঃ জানা।
কতই প্রভুর কাছে কৈল আনাগনা॥
তথাপি না দিলা ধরা প্রভু নারায়ণ।
সাধ্যমত কহি কথা শুন বিবরণ॥
ব্রাহ্মণ অনৈক যুবা বিদ্যাবল ধরে।
ভাগ্যবন্ত ধনবান্ ঘর কাশীপুরে॥
বরানগরের কাছে সন্নিকটবর্ত্তী।
নাম তাঁর শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী॥
গণ্য মান্য লোকে করে অতুল সম্মান।
বড়ই বেদান্তবাদী জ্ঞান-মার্গে টান॥
সাকারে বিকার ধাত নাড়ি নাহি চলে।
আগোটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি মায়া-ছায়া বলে॥
মায়া যেবা, ছায়া কিবা মিথ্যা ইহা নয়।
প্রতিবাদ কৈলে যদি শুন পরিচয়॥
অব্যক্ত-রূপিণী মায়া কহা নাহি যায়।
ঈশ্বরের শক্তি থাকে ঈশ্বরের গায়॥
কাজে দুই, বস্তুগত দুয়ে এক কায়া।
কে পারে বাছিতে পরমেশ কেবা মায়া॥
সৃজন-পালন-কালে লীলার ভিতর।
কার্য্যগত দেখা যায় যেন স্বতন্তর॥
শববৎ পরমেশ নিশ্চল আড়ালে।
শক্তি তাঁর সৃষ্টি স্থিতি লয় ল'য়ে খেলে॥
যে শক্তিতে তুমি, আমি, শিব, বিষ্ণু, ধাতা
তাহারে অলীক কহা পাগলের কথা॥
নামে দুটি, বস্তুগত সেই কলেবর।
তরঙ্গ সলিল দুই একই সাগর॥
তুমিত তোমার পুঁজি অগ্রে দেখ চেয়ে।
তুমি হইয়াছ তুমি কি শকতি ল'য়ে॥
মন-মূল-পঞ্চেন্দ্রিয় জ্ঞানের কারণ।
বিবেক বৈরাগ্য গড়ে বুদ্ধিবৃত্তিগণ॥
এই সব সমবেতে যুক্তি কৈলে ঠিক।
ইন্দ্রিয়গোচর সৃষ্টি যাবৎ অলীক॥
মিথ্যা যদি তুমি আমি যাবৎ সংসার।
মিথ্যা যে তোমার সত্য কি প্রমাণ তার॥
তুমি যদি ভ্রান্তিমূল মায়ায় জনম।
ভুলগাছে সত্যফল কথা কি রকম॥
দ্বিতীয় বক্তব্য, অতি সত্য মানি মন।
বস্তুর সত্বাতে হয় ছায়ার জনম॥

বস্তু যদি হয় সত্য তোমার বিচারে।
ছায়া তবে মিথ্যা বস্তু কহ কি প্রকারে॥
নয়নেতে দেখি ছায়া ছুঁই অবিকল।
বসিলে শীতলতলে অঙ্গ সুশীতল॥
সেইত ইন্দ্রিয় পুঁজি দেখি শুনি তায়।
বস্তুরে বুঝিলে সত্য অলীক ছায়ায়॥
বস্তু যদি হয় বস্তু তোমার বিচারে।
অলীক ছায়ার সত্ত্বা হইতে না পারে॥
আকার মাত্রেই যাঁর অলীক গিয়ান।
উপহাস তথায় সাকার ভগবান॥
এ নহে মোদের কার্য্য ধরে চল' মন।
শুন রামকৃষ্ণকথা অমৃতকথন॥
রাষ্ট্র রামকৃষ্ণনাম প্রায় প্রতি স্থানে।
সাধু ভক্ত সমাগম বিশেষ যেখানে॥
দেবভাষা-বিশারদ পণ্ডিতপ্রবর।
মহিম পাইয়া এবে প্রভুর খবর॥
সযতনে জুটিলেন শ্রীপ্রভুর ঠাঁই।
দক্ষিণসহরে যথা বিরাজে গোসাই॥
কল্পতরুরূপ প্রভু শ্রীমন্দিরে ব'সে।
তথায় তাহাই পায় যে আশে যে আসে॥
জ্ঞান-মার্গী শ্রীমহিম বীরের মতন।
চান কর্ম্ম জপ তপ সাধন ভজন॥
যোগ অনুরাগপর বাসনা অন্তরে।
সন্ন্যাসীর রীতি যথা ঘর বাড়ি ছেড়ে॥
তীর্থপর্য্যটন-ব্রত সাধুসহবাস।
স্বধর্ম্মে সংযত মন, সংসারে উদাস॥
বরাবর দেখিতেছি শ্রীপ্রভুর ধারা।
যাহার যেমন ভাব তাই রক্ষা করা॥
সেই হেতু কল্পতরু নামে তাঁরে জানি।
বিশ্বরূপ বিশ্বভাবে সম্পূর্ণ আপনি॥
বিশ্বস্বামী অন্তর্যামী সকল তাঁহায়।
ক্ষীরভরা অগণন পয়োধর গায়॥
অন্তরে জননীভাব, পুরুষ আকার।
কখন করেন নাই ভাব নষ্ট কার॥

ভাব যেন তেন লাভ প্রভুর গোচরে।
মহিম এখন মাত্র আইলা আসরে॥
পরে যা হইল কথা পরে কব মন।
কৃতদার শ্রীমহিম শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণ॥
জনৈক অদ্বৈতবাদী জনায়েতে ধাম।
প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যে সে মহাত্মার নাম॥
অতিশুদ্ধ নিষ্ঠাচারী পবিত্র ব্রাহ্মণ।
জমিদার ঘরে বহু টাকা কড়ি ধন॥
উপনীত এ সময় প্রভুর গোচর।
কি রূপে কি আশে কথা শুন অতঃপর॥
ভক্তবর বলরাম বৈষ্ণব-চরিত।
প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের পূর্ব্বপরিচিত॥
এক দিন দেখা শুনা হয় পরস্পর।
কথায় কথায় উঠে প্রভুর খবর॥
প্রীতিভরে সবিস্ময়ে বলরাম কন।
অতীব আশ্চর্য্য সাধু পুণ্যদরশন॥
ভক্তি-প্রেমে ঢল ঢল শ্রীমূরতিখানি।
বিষম বৈরাগ্য কভু না ছোন কামিনী॥
দ্বিতীয় আশ্চর্য্য যদি টাকা হাতে ঠেকে।
তখনি অমনি হাত যায় এঁকে বেঁকে॥
সঞ্চয় দূরের কথা পরশে এমন।
কোথাও না দেখি শুনি সাধু এ রকম॥
প্রাণকৃষ্ণ বিস্ময়ে আবিষ্ট কথা শুনে।
বন্ধু-সনে চলিলেন প্রভু দরশনে॥
দক্ষিণসহরে যথা করুণা-আলয়।
যাহ্ দেখিবার আশে, তর্ক-আশে নয়॥
গুণগ্রাহী প্রভুদেব স্বভাবে যেমন।
মোহিলা অজ্ঞাতসারে মুখুয্যের মন॥
ক্রমে পরে বার বার যত যাতায়াত।
শ্রীপ্রভু আপনে তত রাখেন তফাত॥
জানিতে না দেন তিনি, তিনি কি রকম।
মেঘের আড়ালে যেন চাঁদের কিরণ॥
প্রভুদেবে মুখুয্যের হইল ধারণা।
প্রেমভক্তিপথে সিদ্ধ সাধু এক জনা॥

জ্ঞান-মার্গে জানা শুনা কিছু নাহি তাঁর।
বিদ্যাতে হয়েছে নষ্ট জ্ঞানে অধিকার॥
সংসারীর নাহি হয় অদ্বৈতগিয়ান।
তাই প্রভুদেব নীচে, তিনি আগুয়ান॥
ভক্তি হ'তে জ্ঞান বড় বুঝে, প্রাণকৃষ্ণ।
দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতের অনেক নিকৃষ্ট॥
নিজে বড় জ্ঞান-পন্থী ধারণা অন্তরে।
কল্পতরুমূলে তাই দিন দিন বাড়ে॥
স্বভাব রক্ষণে বড় শ্রীপ্রভু প্রবীণ।
মুখুয্যেরে প্রভুদেব কন এক দিন॥
বড়ই কঠিন এই অদ্বৈতগিয়ান।
জীবে না সহজে পায় ইহার সন্ধান॥
অতি কষ্টে যদি কেহ পশিবারে পারে।
সে কেবল এক জন কোটির ভিতরে॥
দেখিয়াছি নেংটা সাধু তোতাপুরি নাম।
জ্ঞানমার্গে বহুদূর বটে আগুয়ান॥
একবার এই জ্ঞানে অধিকার হ'লে।
আঁচলে বাঁধিয়া যাও যথা ইচ্ছা চ'লে॥
তালে তালে পড়ে পদ বেতালা না হয়।
অদ্বৈতজ্ঞানের এই সার পরিচয়॥
জ্ঞানের প্রাধান্যকথা প্রভুর বদনে।
যত শুনে প্রাণকৃষ্ণ তত ফুলে প্রাণে॥
অভিমান আটক রাখিল একধারে।
জ্ঞানী-জ্ঞানে প্রাণকৃষ্ণ পড়িলেন ফেরে॥

আইলা এখন এক দেবীঠাকুরাণী।
প্রবীণা বয়স বেশি বৃদ্ধক ব্রাহ্মণী॥
গোপাল জননী সম হৃষ্টপুষ্টকায়।
দরশনে উদ্দীপন করে যশোদায়॥
শুদ্ধাত্মা পবিত্রাচারে জীবন যাপন।
দিনে মাত্র একবার সাত্ত্বিক ভোজন॥
ত্যাগী-সন্ন্যাসিনী-ধারা মোহছাড়া প্রাণ।
গৃহীর গায়ের গন্ধ নরক সমান॥
বালিকা বিধবা তিনি হরিপদে আশ।
অনুরাগবিবর্জিতা গঙ্গাকূলে বাস॥
পটলডাঙ্গায় এক মহাপুণ্যবান্।
ধনেশ্বর ধার্ম্মিক গোবিন্দ দত্ত নাম॥
কামারহাটীতে তাঁর আছে দেবালয়।
মাথায় বালিস যেন শিরে গঙ্গা বয়॥
ব্রাহ্মণীর বসতির স্থান এইখানে।
দিনে রেতে খেতে শুতে ডাকে ভগবানে॥
বিগত কুদিন এবে সুদিন উদয়।
প্রভুর হইল তাঁরে টান এ সময়॥
শুনিয়া প্রভুর নাম লোকপরম্পর।
দরশনে আসিলেন দক্ষিণসহর॥
সাধু-দরশন-আশ অন্য হেতু নয়।
পরে কি হইল শুন বলি পরিচয়॥
আপনার প্রিয়ভক্ত দেখি ভগবান্।
অন্তরে উঠেছে তাঁর সুখের তুফান॥
আদরে শ্রীকরে ধরি মিষ্টান্ন সন্দেশ।
বৃদ্ধারে খাইতে দিলা প্রভু পরমেশ॥
শ্রীপ্রভুর পরিচয়ে বুঝেছে ব্রাহ্মণী।
কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ শ্রীপ্রভু গুণমণি॥
প্রভুদত্ত মিষ্টান্ন সন্দেশ তে কারণে।
না খেয়ে অপরে দিল গোপনে গোপনে॥
জানিয়াও প্রভু কিছু না কহিলা তাঁয়।
সে দিনে ব্রাহ্মণী নিজ নিকেতনে যায়॥
বহুকাল হইতে আছিল তাঁর ধারা।
পূর্ণমনোযোগসহ মালা জপ করা॥
প্রভুরে দেখিয়া এবে মালাজপকালে।
পড়িল বড়ই এক নূতন জঞ্জালে॥
জপে আর তিল মাত্র নাহি বসে মন।
প্রভুর মূরতি হয় সতত স্মরণ॥
তত ইচ্ছা নহে আসে শ্রীপ্রভুর কাছে।
তথাপি থাকিতে নারে এলে তবে বাঁচে॥
এইরূপে যাতায়াত হয় বার বার।
ক্রমশঃ হইতে থাকে স্নেহের সঞ্চার॥
কেবা ভক্তিমতী এই ব্রাহ্মণীর বেশ।
সমাচার সময়ে পাইবে সবিশেষ॥

বুঝিবে মানবী নয় দেবীর উপর।
লীলায় ভক্তের নর-নারী কলেবর॥
গুরু হ'তে, লঘু কিসে অতি গুরুতর।
ক্ষুদ্রাকার শিলা কিসে শৈলের উপর॥
বলীর অপেক্ষা বলী, বলহীন কিসে।
কিসে হারে অহঙ্কারী, দীনের সকাশে॥
প্রভুর অপেক্ষা কিসে দাস বলবান্।
উন্নতের চেয়ে কিসে পতিতের মান॥
দেখিবার বাসনা যদ্যপি থাকে মন।
আইল ভকত এক কর দরশন॥
কৃষ্ণবর্ণ সে পুরুষ মাংস নাহি গায়।
আছে খালি অস্থিগুলি সব গণা যায়॥
স্বভাবেতে যুক্তকর ধীর ধীর চলা।
বক্র দেহ, মাথাখানি মাটিপানে হেলা॥
আঁখি দুটি পরিপাটি অতি দীপ্তিমান্।
দৃষ্টিশক্তি পায় স্ফূর্তি শিখার সমান॥
মূর্তিমান্ বহ্নি যেন ছাই মাখা গায়।
উত্তপ্ত সমস্ত গাত্র কাছে ঘেঁসা দায়॥
অঙ্গরাগে উদাসীন রুক্ষ চুল শিরে।
লজ্জা-আবরণ বাস তাঁহার বিচারে॥
সাধ্বী সতী ভক্তিমতী পরমা সুন্দরী।
বহুদূরে আছে ঘরে গুণবতী নারী॥
বঙ্গদেশে দেওভোগ গ্রামে জন্মস্থান।
নারায়ণগঞ্জ তার অতি সন্নিধান॥
অর্জ্জন আশায় এই সহরেতে আসা।
চিকিৎসক তিনি নিজে ঔষধ ব্যবসা॥
মাসে মাসে অল্প আয় অতি কষ্টে চলে।
জমাজমি বড় কম স্বদেশ অঞ্চলে।
কোন মতে মন্দ পথে নহে রোজকার।
যদি নাশে উপবাসে তথাপি স্বীকার॥
স্বভাবতঃ মনোবৃত্ত টলাতে না পারে।
অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্ব দিবারাতি করে॥
নাম দুর্গাচরণ উপাধি নাগ তাঁর।
কায়স্থ-কুলের আলো গোটা বাঙ্গলার॥
চিরভক্ত শ্রীপ্রভুর অতি আপ্তজন।
বারে বারে বন্দি তাঁর দুখানি চরণ॥
কেমনে মিলন হয় শ্রীপ্রভুর সনে।
প্রভুপদে মজে মন ভারতী-শ্রবণে॥
ব্রহ্মজ্ঞানী বন্ধু এক সহরে বসতি।
ধীমান্ সদ্গুণবান্ ধর্ম্মে বড় মতি॥
সাকারের প্রতিবাদী সাকার না মানে।
ব্রাহ্মদলভুক্ত তেঁহ কেশবের সনে॥

তীব্র ব্রহ্মজ্ঞানে ভরা হৃদয়-নিলয়।
নর-গুরু কোন মতে করে না প্রত্যয়॥
এক ব্রহ্ম বিশ্ব-গুরু তাঁহার গিয়াম।
শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত মহাত্মার নাম॥
আজিতক সুরেশের নহে দরশন।
মধুর মূরতি মোর প্রভুর কেমন॥
নাম লীলাস্থান মাত্র কাণে আছে শুনা।
এইবারে দেখিবারে হইল বাসনা॥
এখন ধর্ম্মের ঢাকে ধর্ম্মের বাজারে।
বেজেছে প্রভুর নাম অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
পরস্পরে পরামর্শ করি দুই জনে।
দক্ষিণসহরে চলে প্রভু-দরশনে॥
হেথা শ্রীমন্দিরমধ্যে প্রভু নারায়ণ।
হাজরার সঙ্গে হয় কথোপকথন॥
এমন সময় ভক্তদ্বয় উপনীত।
দেখিয়া অন্তরে প্রভু অতি আনন্দিত॥
সমাদরে বসাইয়া নীচের আসনে।
পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন দুই জনে॥
প্রথম দর্শনে মন এইতক কথা।
পশ্চাৎ পাইবে যত অপর বারতা॥
হৃদয়ের সব ভাগ্যধর আছে কেবা॥
অদ্যাপিহ করিছেন শ্রীপ্রভুর সেবা॥
অনুরাগ তত নাই পূর্ব্বের মতন।
তুলনায় অধিকাংশ ঔদাস্য এখন॥
কাঞ্চনে প্রয়াস বড় হইল তাঁহার।
লোভেতে করিল নষ্ট যত সদাচার॥
কবে কিবা করিলেন তাহার ভারতী।
বলিবারে গেলে পরে বেড়ে যায় পুঁথি॥
সঙ্কেতেতে এই মাত্র বুঝে লও মন।
হৃদুরে করিল কাবু কামিনী-কাঞ্চন॥
নিবারণে প্রভুদেব কহিলে তাঁহারে।
কটূক্তি করিত কত তখনি প্রভুরে॥
কটূক্তি হৃদুর মুখে এত বাড়াবাড়ি।
শুনিয়া ঝরিত তাঁর শ্রীনয়নে বারি॥
কাঁদিতে কাঁদিতে হয় ভাবাবেশ গায়।
সেই ভাবে বলিতেন সম্বোধিয়া মায়॥
"ক্ষমা কর ওমা কালি বালক হৃদয়।
মোরে বড় ভালবাসে তাই হেন কয়"॥
যতই করেন ক্ষমা ক্ষমার সাগর।
হৃদয় ততই রুষে প্রভুর উপর॥
একদিন এত গালি হৃদয়ের মুখে।
শুনিলে হউক্ শত্রু কাণে নাহি ঢুকে॥

কাঁদিতে লাগিলা প্রভু স্ত্রীলোকের প্রায়।
সকরুণে এইমত সম্ভাষিয়া মায় ॥
"পিতা গেল মাতা গেল গেল সহোদর।
সহিনু পাইনু কষ্ট দুস্তর দুস্তর ॥
তরিলাম সকলেতে তোমার ইচ্ছায়
এইবার হৃদয়ের হাতে প্রাণ যায় ॥
ভাগ্যবান্ যেন হৃদু তেন দুরাদৃষ্ট।
এত সেবা করি পরে দিল এত কষ্ট ॥
এখন দক্ষিণেশ্বরে মাতাঠাকুরাণী।
যে ঘরে থাকিত আই সেই ঘরে তিনি ॥
মায়ের বসতি হেন নিস্তব্ধ ধরণে।
ঘরেতে আছেন মাতা সাধ্য কার জানে ॥
ছ মাস যদ্যপি তথা কেহ করে বাস।
তথাপিহ না পাইবে তাঁহার তল্লাস ॥
মায়ের প্রকৃতি ঠিক প্রকৃতির ছাড়া।
বিশ্বকারিকর বিধি নয় তাঁর গড়া ॥
মায়েতে মায়ের ধারা সহ্য অতিশয়।
হেন মায়ে বহু দুঃখ দিয়াছে হৃদয় ॥
এক দিন মিষ্টভাবে বিনয় করিয়া।
হৃদয়ে কহেন প্রভু মায়ে দেখাইয়া ॥
উনি যদি হন রুষ্ট রক্ষা নাহি আর।
সাবধানে কর কর্ম্ম মিনতি আমার ॥
কেবা শুনে কার কথা হ'য়েছে সময়।
আপন স্বভাবে কর্ম্ম করেন হৃদয় ॥
কত সহিবেন এত তাড়না প্রবল।
স্বকর্ম্মে হৃদয় পরে পায় প্রতিফল ॥
একদিন মহাঘটা পুরীর ভিতরে।
শ্যামাপূজা সেই দিন বহু আড়ম্বরে ॥
পুরী-স্বামী এ সময় মথুর-নন্দন।
ত্রৈলোক্য তাঁহার নাম বাবু এক জন ॥
ভক্তিপথে বাপ যেন গন্ধ নাই তার।
কালের ঢংগের যুবা বিলাসী-আচার ॥
পূজাদিনে পুরীমধ্যে সঙ্গে লোকজন।
দাস দাসী পরিবার নন্দিনী নন্দন ॥
এখন হৃদয় ব্রতী শ্যামার সেবায়।
সজ্জীভূত পূজোপকরণ সমুদায় ॥
সম্মুখে যোগান সব আছে থালে থালে।
পূজা-সেবা-হেতু হৃদু বসে যথাকালে ॥
দশমবর্ষীয়া এক ত্রৈলোক্যের মেয়ে।
পূজা দেখিবারে আসে পুলকিত হয়ে ॥
নানাবিধ অলঙ্কারে অঙ্গ সুশোভন।
পরিধান ঘোর লাল চেলির বসন ॥
পরমা সুন্দরী বালা মনোহরা ছবি।
দেখিলেই বোধ হয় যেন বনদেবী ॥
মন্দির-দুয়ারে যবে হৈল আগুসার।
হৃদয় করিতেছিল পূজার যোগাড় ॥
জানি না কি ভাবে তারে করি দরশন।
হৃদয় লইয়া দুই কুসুম চন্দন ॥
অর্পণ করিল সেই বালিকার পায়।
পায়েতে চন্দন মাখা বালা ঘরে যায় ॥
জননী দেখিয়া তার দুপায়ে চন্দন।
কি লেগেছে কি হয়েছে জিজ্ঞাসে কারণ
কন্যার বচনে শুনি সঠিক কাহিনী।
বুকে করাঘাত করে কান্দিয়া জননী ॥
একি অমঙ্গল কথা হইয়া ব্রাহ্মণ।
বালিকার পায়ে দিল কুসুম-চন্দন ॥
পশ্চাৎ ত্রৈলোক্যনাথ পাইয়া খবর।
ক্রোধে অঙ্গ জ্ঞানশূন্য কাঁপে কলেবর ॥
দ্বারবানে সেইক্ষণে হুকুম জাহির।
হৃদয়ে করিয়া দিতে পুরীর বাহির ॥
আরও শুনি সেই সঙ্গে ক্রোধান্ধ হইয়া।
বলিয়াছিলেন প্রভুদেবে উদ্দেশিয়া ॥
কেমনে হইবে তাঁর থাকা এইখানে।
যথা আজ্ঞা কহে দ্বারী প্রভুনারায়ণে ॥
অমনি উঠিলা প্রভু আর কেবা রাখে।
এক বস্ত্র পরিধান ফটকাভিমুখে ॥
সাধের বেটুয়া থলি তাও সঙ্গে নয়।
পথে যেতে ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা হয়।
ফিরায় ত্রৈলোক্য তাঁয় আপন মন্দিরে।
বিনয়-নম্রতা-শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে ॥
আপনি যাবেন কোথা কহে পরমেশে।
হৃদয় গিয়াছে যাক আপনার দোষে ॥
পরে বহু সকাতরে করে নিবেদন।
অমঙ্গল বালিকার না হয় যেমন ॥
মঙ্গলনিধান প্রভু দিলেন অভয়।
অমঙ্গল কিবা কথা, মঙ্গল নিশ্চয় ॥
ঈশ্বরের লীলা খেলা কি বলিব মন।
যে হৃদয় শ্রীপ্রভুর আত্মীয় স্বজন ॥
বাল্যাবধি এক সঙ্গে স্বদেশে বিদেশে।
পরম সুহৃদ-সখা-বন্ধু-নির্ব্বিশেষে ॥
কাটাইল এত দিন প্রভুর সেবায়।
আজি কিবা কর্ম্ম-ফলে তাঁহার বিদায় ॥
লীলা-মর্ম্ম বলিবারে হই অতি ভীতু।
সার অর্থ লীলা তাঁর জীব-শিক্ষা হেতু ॥

হৃদয়ের দুই পায়ে করিয়া প্রণতি।
ভক্তিসহকারে শুন রামকৃষ্ণপুঁথি॥
সমাগত ভক্ত যত সবে গেছে ম'জে।
মধুভরা শ্রীপ্রভুর চরণ-পঙ্কজে॥
পুরী থেকে হৃদয়ের হইলে বিদায়।
রহিল হরিষ, লাটু প্রভুর সেবায়॥
দিনে রেতে থাকে সাথে সেবে সযতনে।
এমন সুন্দর সেবা হৃদুও না জানে॥
যোত্রাপন্ন ভক্ত যাঁরা দেন সরঞ্জম।
শ্রীপ্রভুর সেবা হেতু যাহা প্রয়োজন॥
বিশেষ সুরেন্দ্র মিত্র আর দত্ত রাম।
কখন কি লাগে রাখে সর্ব্বদা সন্ধান॥
ব্যয়কুণ্ঠ বলরাম অপবাদ আছে।
তিনিও যতনে রন এ দুয়ের পাছে॥
প্রভু যে আপনি নিজে রাজরাজেশ্বর।
ভক্ত রামে, বলরামে পেয়েছে খবর॥
সেই হেতু আত্মবন্ধু আছে যে যেখানে।
সকলে লইয়া যান প্রভু-দরশনে॥
এক দিন বলরাম করিবে গমন।
সুন্দর আত্মীয়া এক দিল দরশন॥
আপনা আপনি মধ্যে সন্নিকটে বাড়ি।
দশে জানা পিতা তাঁর করেন ডাক্তারি॥
জমিদার পতি তাঁর খড়দায় ঘর।
বেশ্যা-সুরা-প্রিয় স্ত্রীয়ে করে না আদর॥
সেকারণ হয় বাস পিতার ভবনে।
অন্তরে অপার দুঃখ বহে রেতে দিনে॥
বসু-বাসে শ্রীপ্রভুর পাইয়া সন্ধান।
দক্ষিণসহরে আজি দরশনে যান॥
কিবা গুণ আছে লগ্ন প্রভু-দরশনে।
কে বুঝিবে শ্রীপ্রভুর চিরভক্ত বিনে॥
ভব-জালাপরিপূর্ণ যত ছিল ঘটে।
একবার দরশনে সব গেল ছুটে॥
হৃদি-থলি হৈল খালি তুষার মতন।
কৃপা করি দিলা প্রভু শুদ্ধভক্তি ধন॥
স্বভাবতঃ শান্তিমূর্ত্তি অতুল ভুবনে।
নিকটে কহিলে কথা নাহি ঢুকে কাণে॥
মাটীতে না পায় টের পা পাতিলে তায়।
গুণের আধার কত না আসে কথায়॥
একে তাঁর স্বভাবতঃ স্বভাব এমন।
সোণায় সোহাগা-যোগ প্রভু-দরশন॥
শ্রীপ্রভুর দরশন শুদ্ধ একা নয়।
মাতার সঙ্গেতে এই সঙ্গে পরিচয়॥
গাছের তলার দুয়ে একবারে পান।
ভক্তিমতী যোগীন-মা এ দেবীর নাম॥
প্রভু আর মার পদে সমর্পিয়া মন।
আজিকার মত ফিরে পিতার ভবন॥
ভক্তির আস্বাদ পেয়ে থাকিতে না পারে।
সুযোগ পাইলে যান প্রভুর গোচরে॥
করেন মায়ের সেবা পরম যতনে।
ভক্তি কৃপা সিদ্ধি বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে॥
সাধন ভজন যেবা উপযুক্ত তাঁর।
পূজা জপ ধ্যান ক্রিয়া নৈষ্ঠিক আচার।
প্রভুদেব এক দিন কৃপাসহকারে॥
বুঝাইয়া বিধিমত দিলেন তাঁহারে॥
পুরাতন কায়া গেল নূতন এখন।
কভু জপে রত কভু ধিয়ানে মগন।
ভক্তিমতী আছে যত প্রভু অবতারে।
কাহারও নাহিক ঠাঁই ইহাঁর উপরে॥
একদিন প্রভুদেব তাঁরে উল্লেখিয়া।
বলিলেন অন্যে যত ভক্তে সম্বোধিয়া॥
"অতিশয় ভক্তিমতী সুন্দর আধার।
ফুটিবে কতই ফুল হৃদয়ে তাহার"॥
অদ্ভুত ধিয়ান তাঁর সমাধির মত।
একবারে বাহ্যিক গিয়ান বিরহিত॥
লীলা বুঝা শক্তি ঘটে ফুটে বিলক্ষণ।
অন্তর্দৃষ্টিসহ সদা উচ্চে থাকে মন॥
এত ভক্তি ঠিক যেন গড়া ভক্তি ছাঁচে।
মাইর চরণোদক অভাগিয়া যাচে॥
একবারে গেল উড়ে আগেকার ধারা।
দেখে শুনে বলরাম হয় বুদ্ধিহারা॥
মনে ভাবে সৃষ্টিছাড়া প্রভু-নারায়ণ।
আশ্চর্য্য যা শুনি তাহা করি দরশন॥
একবার দরশনে পরশনে যাঁর।
বিশুদ্ধ ভকতি হয় হৃদয়ে সঞ্চার॥
অতিশয় বৃদ্ধ পিতা বাস বৃন্দাবনে।
চলিলেন বলরাম আনিতে এখানে॥
মনে মনে বড় সাধ দেখাবেন তাঁয়।
মনোহর কল্পতরু প্রভুদেবরায়॥
বৃন্দাবনে হাজির হইয়া গিয়া কয়।
আদ্যোপ্রান্ত শ্রীপ্রভুর যত পরিচয়॥
দৈবের ঘটনা, কার সাধ্য ব'লে উঠে।
ভক্তিমতী নারী এক এই কুঞ্জে যুটে॥
কৃষ্ণভক্তি অনুরাগ এত ঘটে তাঁর।
কলিতে না শুনি কথা এ হেন প্রকার॥

বয়সে নবীনা তিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে।
সন্ন্যাসিনীসম বেশ কৃষ্ণের লাগিয়ে॥
বসুর নিকটে শুনি প্রভুর কাহিনী।
তাঁহারে দেখিতে নেচে উঠে সন্ন্যাসিনী॥
শ্রীপ্রভুর নামে কি মোহন শক্তি আছে।
নহে যেবা পরিচিত সেও শুনে নাচে॥
অতি দুরাদৃষ্ট যেবা আবদ্ধ অশুচি।
তাহার কেবল নামে নাহি হয় রুচি॥
বদ্ধজীব তারে বলে মুক্তি নাহি চায়।
সতত প্রমত্তচিত্ত অবিদ্যা-সেবায়॥
নয়নাবরণ চোখে বাঁধা আছে ঠুলি।
সময়ে দিবেন প্রভু অবশ্যই খুলি॥
অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু দয়াধাম।
জীবদুঃখে দুঃখী, তাঁর নাহিক আরাম॥
নানামতে কৃপা দিতে করেন উপায়।
নিজ করমের ফলে জীবে নাহি চায়॥
অবিদ্যার বনে খেলে আনন্দ অন্তর।
হায় জীববুদ্ধি,তার পায়ে করি গড়॥
আবার এমন দেখি মনুষ্য আকারে।
শুনিয়া প্রভুর নাম মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে॥
ভূলোকের এঁরা নন, গোলোকের জাতি।
রামকৃষ্ণ-অবতারে শ্রীপ্রভুর সাথী॥
সন্ন্যাসিনী অনুরাগে খেপার সমান।
সন্ন্যাস-আশ্রমে তাঁর গৌরদাসী নাম॥
প্রভু-অবতারে পরে ভক্তেরা সকলে।
সম্বোধনে ডাকে তাঁয় গৌর-মাতা বো'লে॥
সঙ্গে পিতা গৌরমাতা ভক্ত বলরাম॥
উতরিলা ত্বরা করি কলিকাতা ধাম॥
বসুর আছিলা এই রীতি বরাবর।
সেই দিনে যাইতেন দক্ষিণসহর॥
মেয়ে ছেলে গোষ্ঠীবর্গ প্রতিবাসী যত।
বিচারবিহীনে সঙ্গে অনেক থাকিত॥
আজি তরীযোগে হয় তাঁহার গমন।
বিরাজেন যথা প্রভু ভক্তের জীবন॥
ঘোমটার মধ্যে ঢাকা যতেক রমণী।
প্রভুদেবে বন্দে সবে লুটায়ে অবনি॥
প্রভুর নিকটে নাই কিছু অবিদিত।
হাজার না থাক্ কেহ যত আবরিত॥
কার শক্তি তাঁর কাছে রাখে কিছু ঢাকি।
ঘটে ঘটে স্থিতি যাঁর, সৃষ্টিময় আঁখি॥
অসীম গভীর জলে সাগরভিতরে।
সুনীল গগণভেদী শৃঙ্গী গিরিবরে॥
পাতালে মেদিনীগর্ভে কিবা ভিন্ন লোকে।
বিন্দুপরিমিত তনু যে যথায় থাকে॥
সকলে দেখেন প্রভু মুদিয়া নয়ন।
ভূতপতি মায়াধীশ সৃষ্টির কারণ।
বিশ্বাধার বিশ্বাধেয় জগৎগোঁসাই।
চরাচর ব্যাপ্ত, স্থূলদৃষ্টে এক ঠাঁই॥
যতগুলি ভক্তনারী বসে একধারে।
বসনে বদন গুপ্ত স্বভাবানুসারে॥
আকার কি ছবি-ভাব কি প্রকার কার।
প্রভুদেব সুবিদিত সব সমাচার॥
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া গৌরমায়।
বলরামে পুছিলেন প্রভুদেবরায়॥
কেবা এই ভক্তিমতী কহ পরিচয়।
গুপ্ত উপযুক্ত মুখ ইহার ত নয়॥
লজ্জা-ঘৃণা-ভয়হারা ঘর বাড়ি ছাড়া।
কৃষ্ণ-হেতু বিদেশিনী অনুরাগে ভরা॥
হবিসহযোগে যেন জলন্ত পাবক।
শতাধিক পরিমাণে হয় উদ্দীপক॥
সেই মত গৌরমার অনুরাগাগুণে।
বহু গুণে কৈল বৃদ্ধি প্রভুর বচনে॥
সেই কালে সঙ্গে ছুটে উচ্ছাস-পবন।
উড়াইল একদিগে মুখের বসন॥
ভক্ত ভগবানে আছে স্বতন্তর ভাব।
তাহে সন্ন্যাসিনী করে বেদনা প্রকাশ॥
প্রভুদেব শান্ত কৈলা শান্তি-বারি দিয়া।
দেখে ভক্ত বলরাম অবাক্ হইয়া॥
সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁর শ্রীপ্রভুর স্থানে।
বলরাম রাখে তাঁয় নিজ নিকেতনে॥
পরম যতনে মনে মনে এই জ্ঞান।
মানবী কখন নয়, দেবীর সমান॥
এই সব ভক্ত লৈয়া প্রভু গুণমণি।
কেমনে করিয়া লীলা তাহার কাহিনী॥
যথাশক্তি পরে পরে কব সমাচার।
রামকৃষ্ণ লীলা-পুঁথি ভক্তির ভাণ্ডার॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ

প্রভুর সহিত রাখালের মিলন

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম॥

অখিলের অধিপতি পরম ঈশ্বর।
লীলা হেতু ধরায় ধরিয়া কলেবর,
দীন দুঃখী দ্বিজবেশ গুপ্ত সাজ গায়,
কৈবর্ত্তের পুরীমধ্যে প্রভুদেবরায়॥
সুন্দর সাকার লীলা অমৃত কথন।
ষোল আনা মন দিয়া শুন শুন মন,
সংসারের দুঃখে সুখে পেতে দিয়া ছাতি,
ত্রিতাপ-সন্তাপহর মধুর ভারতী॥
লীলা মীনে খেলা তাঁর, একাকী না হয়।
সঙ্গে থাকে সাঙ্গোপাঙ্গ স্বগণনিচয়॥
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত পারিষদগণ।
ঈশ্বর কোটির তাঁরা প্রভুর বচন॥
তাঁহাদের মধ্যে দেখি দুই শ্রেণী ভুক্ত।
তিয়াগী সন্ন্যাসী কেহ, কেহ বা গৃহস্থ॥
হইলে সংসারী তবু গুণ নাহি ছুটে।
গোলাপ গোলাপ যদি কাঁটাবনে ফুটে।
অন্যবিধ জীবকোটি ভক্তগণ তাঁর।
কেহ বা তিয়াগী কেহ করেন সংসার॥
সামান্য জীবের মত নহে গণনায়।
দেবদেবী সশরীরে আগত লীলায়॥
তাঁদিকে লইয়া যাহা করিলা গোসাঁই।
সেই ভাগবত খেলা, লীলা নামে গাই॥
ভক্তসঙ্গে খেলিতে বড়ই প্রীতি মনে।
অবতারে শুধু খেলা ভকতের সনে॥

লীলাস্বাদে মত্ত যেবা ভ্রমে লীলাস্থলী।
তিনি তাঁর আপ্ত জন ভক্ত তাঁরে বলি॥
স্বাভাবতঃ মুক্ত আঁখি লীলা দেখিবারে।
লীলাময় শ্রীপ্রভুর লীলার আসরে॥
আপ্ত জন ভক্তগণ, শুন পরিচয়।
যাঁরা আছে তাঁরা আছে নূতন না হয়॥
ভিতরেতে সেই বস্তু একই প্রকৃতি।
অবতারভেদে মাত্র বিভিন্ন মূরতি॥
প্রভুর বচনে শুন তাহার প্রমাণ।
ভাবাবেশে এক দিন কন ভগবান্॥
আমড়া নিকৃষ্ট জাতি ফলের ভিতরে।
সুমিষ্ট ফোজিলি তারে পারি করিবারে॥
কি হেতু করিব তাহা কিবা প্রয়োজন।
ফোজিলি আমের মোর রয়েছে কানন॥
অবতারে শুদ্ধ তাঁর ভক্তসনে খেলা।
সিন্ধুর যেমন রঙ্গ ল'য়ে ঊর্ম্মিমালা॥
বদ্ধজীবসঙ্গে রঙ্গ নহে কোন কালে।
যে না জানে খেলা, তার সঙ্গে কেবা খেলে
চিরকাল বিদিত, ভক্তের ভগবান্।
ভক্তিগ্রন্থে তাই থাকে ভক্তের আখ্যান॥
লোকে প্রায় লীলাদৃষ্টিশক্তিবিরহিত।
তাই কহে গ্রন্থে কেন ভক্তের চরিত॥
ভক্তের কথায় তাঁর মহিমা অপার।
না বুঝিয়া লোকে তাই কহে অন্য আর॥
দেখিতে শকতি নাই দৃষ্টি নাহি চলে।
ফল ফুল গুঁড়ি ছাড়া গাছ কোন্ কালে?
ভক্তগণ-মধ্যে তাঁর সতত বিহার।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি শ্রীঅঙ্গের আপনার॥
শ্রীপ্রভুর যত রঙ্গ তাঁহাদের সনে।
ভক্তে দিলে বাদ, লীলা হইবে কেমনে॥
কেবল সুতায়, ফুল করি পরিহার।
কখন্ কে গাঁথে কিসে কুসুমের হার॥
এ লীলায় গুপ্ত ভক্ত প্রথম আসরে।
শশি কলা সম বৃদ্ধি সঙ্গ পেয়ে পরে॥

কেমনে গোপন পরে কেমনে প্রকাশ।
দৃষ্টিহীনে কখনই না মিলে আভাস॥
শ্রবণ কীর্ত্তনে লীলা যত মাখামাখি।
পূতচিত সুনিশ্চিত তবে খুলে আঁখি॥
ক্রমে পরে দরশন মিলয়ে লীলার।
প্রাণসম ভক্তসনে সম্বন্ধ কি তার॥
বড় দুঃখ ভোগে ভক্ত কথা সত্য অতি।
সন্দ যদি হয় তবে শুনহ ভারতী॥
স্বতন্ত্র প্রকৃতি, তাঁর ভক্তে যাহা পায়।
প্রভু সনে রঙ্গভূমে আসিয়া ধরায়॥
জীবশিক্ষা একমাত্র তাহার কারণ।
নাহি হরি, যথা আছে কামিনী কাঞ্চন॥
নাহি হরি তথা, সুখ-সম্পদ যেখানে।
নাম কি আভাস গন্ধ তিল পরিমাণে॥
এ ঘরের উল্টা রীতি, নীতি প্রতিকূল।
অগ্রভাগ সর্ব্ব-নীচে, ঊর্দ্ধদেশে মূল॥
যতই উত্তর মুখে করিবে পয়াণ।
ততই দক্ষিণ দূর, বিধির বিধান॥
ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর সুখ যারে জানি।
কোথা তার সুখ, সে ত গরলের খনি॥
জিনিস কি চিনি, চিনি রসনার আশ।
উদরে কৃমির হেতু, তিক্তে হয় নাশ॥
সম্পদে বিপদ বড়, বিপদেতে হিত।
ভকতে রাখেন প্রভু বিপদে বেষ্টিত॥
বিপদের হেতু কোথা, বিপদে কি আনে।
হইয়া প্রভুর দাস এ বিপদ কেনে॥
মনে প্রাণে বুঝে যেবা মহাভাগ্যবান্।
বিপদ, সম্পদ তাঁর প্রাণের আরাম॥
বিবেক-বিরাগ-মূল, জ্ঞানের আকর।
প্রেমভক্তি পায় স্ফূর্ত্তি পরম সুন্দর॥
দুঃখ সুখে দুঃখ সুখ, স্বভাবের ধারা।
ভক্তের দুঃখেতে ধরে স্বতন্ত্র চেহারা॥
শরতে জলদজালে ভীষণ গর্জ্জন।
পরিণামে পুষ্টিকর বারি বরিষণ॥

অনুপম পরিমল বিপদের সাথী।
অনুরাগে চারিদিকে ছুটে দ্রুতগতি ॥
চন্দনের সৌরভ যেমন বৃদ্ধি পায়।
সবলে পিষিলে তারে কঠোর শিলায় ॥
কলঙ্ক কালিমা চিহ্ন ভকতের গায়।
সত্যই কতই স্থানে স্থানে দেখা যায় ॥
তাহার কারণ আছে শুন খুলে বলি।
তাতে বাতে ফুটে ভক্ত কুসুমের কলি ॥
অভক্তে কুকর্ম্মে করে নরকে পয়াণ।
ভকতে তাহাতে পড়ে বেদান্ত পুরাণ ॥
ফুটে আঁখি নিরমল শতগুণ বলে।
বিবেক-বিরাগ-বৃদ্ধি প্রতি পলে পলে ॥
কর্ম্মস্মৃতি দ্রুতগতি বিরাগের বাটে।
তুরঙ্গম যেইরূপ কষাঘাতে ছুটে ॥
মনোরথে প্রভুদেব যাঁহার সারথি।
শত জনমের পথে এক পলে গতি ॥
এইরূপ খেলা তাঁর ভকতের সনে।
একই উদ্দেশ্য জীব-শিক্ষার কারণে ॥
ভক্তসনে খেলা দেখা অতি প্রয়োজন
করিবারে শ্রীপ্রভুর লীলা আস্বাদন ॥
লবে ভক্তপদধূলি শিরে আপনার।
কার্য্যাকার্য্য কিছু তাঁর না করি বিচার ॥
প্রভুর পাইয়া তত্ত্ব শ্রীমনোমোহন।
প্রভু দরশনে করে সর্ব্বদা গমন,
সঙ্গে লয়ে পরিবার নন্দন নন্দিনী,
যতগুলি ভক্তিমতী তাঁহার ভগিনী,
রত্নগর্ভা জননী ভগিনীপতিগণ,
অন্য কত প্রতিবাসী আত্মীয়-স্বজন ॥
এইবারে তৃতীয় ভগিনীপতি যান ॥
প্রভুর মানস পুত্র শ্রীরাখাল নাম।
চৌদ্দ কি পনের বর্ষ বয়ঃক্রম তাঁর!
বিষয়-সম্পত্তি-ঘরে বাপ জমিদার ॥
দোহারা গড়নখানি সরল মধুর।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেতে বহু সাদৃশ্য প্রভুর ॥

হারা ছেলে পুনরায় ফিরে এলে ঘর।
মহোল্লাসে ভাসে যেন পিতার অন্তর,
তাঁহারে দেখিয়া তেন প্রভুর আমার,
উথলে আনন্দ, হৃদে নাহি ধরে আর ॥
সম্বরেন সুখবেগ নিজে প্রভুরায়।
একবারে ধরা কারে না দেন লীলায় ॥
লুকাচুরি খেলা কত হয় কি কারণ।
বুঝেছ কি হেতু কিছু দৃষ্টিহীন মন ॥
এখন' যদ্যপি আছ দৃষ্টিপথে কাণা।
একত্র দুহাতে ধর দাড়িম্বের দানা ॥
ধীরে ধীরে দন্তের পেষণে খাও কারে।
কারে কর উদরস্থ গিলে একবারে ॥
তবে না বুঝিবে মর্ম্ম, প্রভু কি কারণে।
সহজে না দেন ধরা প্রথমে প্রথমে ॥
শ্রীমনোমোহনে কন শ্রীপ্রভু আমার।
দেখ এই রাখালের সুন্দর আধার ॥
এখন শ্রীরাখালের বিদ্যার্জ্জনকাল।
লেখা-পড়া ছিল তার বড়ই জঞ্জাল ॥
যা কিছু সামান্য যত্ন বিদ্যাভ্যাসে ছিল।
শ্রীপ্রভুর দরশনে সেটুকুও গেল ॥
বিদ্যালয়ে নাহি মন, যাওয়া মাত্র নামে
সে কেবল একমাত্র পিতার শাসনে ॥
কোন দিন বিদ্যালয়ে ছুটি পেলে পর।
পুনরায় ফিরে নাহি যাইতেন ঘর ॥
বরাবর আসিতেন দক্ষিণসহরে।
থাকিতেন দুই তিন দিন একবারে।
হেন আচরণে, ঘরে জনক তাঁহার।
দেখা পেলে করিতেন কত তিরস্কার ॥
আটকে রাখেন তাঁয় আপনার ঘরে।
আসিতে না পান যেন দক্ষিণসহরে ॥
হেথা অতি বিষাদিত প্রভু গুণমণি।
রাখালের তরে চিন্তা দিবস যামিনী ॥
উঠিল প্রবল টান, সে টানের জোরে।
বেগে গিয়া ঢুকিতেন কালীর মন্দিরে ॥

প্রার্থনা হইত কত বারি দুনয়নে।
বিদরে হৃদয় মা গো রাখালবিহনে॥
ভক্ত-প্রাণ ভক্ত প্রিয় প্রভু ভগবান্।
সন্দেহ মোচনে কব বহুল প্রমাণ॥
স্বার্থশূন্য প্রভুদেব কোন স্বার্থ নাই।
ভক্ত হেতু স্বার্থপর সর্ব্বদা গোঁসাই॥
যবে যা প্রার্থনা প্রভু করেন শ্যামায়।
তখনি পূরণ হয় তাঁহার ইচ্ছায়॥
শ্যামায় তাঁহায় মন কোন ভেদ নাই।
একরূপে শ্যামারূপ, অপরে গোসাঁই॥
মনে প্রাণে ভাবে অঙ্গে দোঁহে ঠিক একা।
দোঁহার মধ্যেতে দোঁহে পরস্পর ঢাকা॥
দেখিতে যদ্যপি সাধ হয় তোর মন।
সরলে স্মরহ প্রভু তম-বিমোচন॥
শ্রীপ্রভুর ইচ্ছা যেন কি কল-কৌশলে।
আনিয়া দিলেন কালী তাঁহার রাখালে॥
সমনে শুনিলে ঘুচে লোচন-আঁধার,
রামকৃষ্ণলীলাগীত অমৃত-ভাণ্ডার॥

রাখালের পিতার অনেক জমিজমা।
বিষয় সম্বন্ধে এক উঠে মকদ্দমা॥
অতিশয় বিপদ, হইলে পরাজয়।
দিবানিশি ভেবে সারা অন্তরেতে ভয়॥
মিছিলের অবস্থার বড়ই দুর্দ্দশা।
পরপক্ষ বলবান্, নাহি জয়-আশা॥
কেহ নাহি কয় তাঁয় জিনিবে মিছিল।
বড় বড় বিধিবিৎ কৌন্সলী উকীল॥
অন্য চিন্তা নাই, এই চিন্তা নিরন্তর।
তন্ময়ত্ব তাহে, নাই ঘরের খবর॥
এ সময় অবসর পাইল রাখাল।
পিতার অজ্ঞানে সব ঘুচিল জঞ্জাল॥
প্রভুর নিকটে তবে থাকেন এখন।
দেখিয়াও পিতা নাহি করেন বারণ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কিবা হইল এমনি।
জিনিবার নহে যাহা জিনিলেন তিনি॥
মনে মনে বুঝিলেন জয়ের কারণ।
সাধুর নিকটে যায় তাঁহার নন্দন॥
সাধুর কৃপায় এই মকদ্দমা জিত।
ষোল আনা পাকা জ্ঞানে ধারণা নিশ্চিত॥
ঘুচিল পূর্ব্বের ভাব মঙ্গল-লক্ষণ।
রাখালে এখন নাই কোন নিবারণ॥
অবাধে কাটেন কাল প্রভুর গোচরে।
কর্ম্ম তাঁর প্রভুসেবা ভক্তিসহকারে।
তদুপরি শ্রীপ্রভুর বাৎসল্য-সঞ্চার।
সম্বোধিয়া ডাকিতেন গোপাল আমার॥
রাখালবিহনে যেন গাভী বৎসহারা।
হইল রাখাল দুটি নয়নের তারা॥
গোপাল গোপাল বলি কতই আদর।
আলিঙ্গন বসাইয়া কোলের উপর॥
ভাবেতে কখন প্রভু এতই উন্মত্ত।
কাঁদেতে করিয়া তায় করিতেন নৃত্য॥
মরি কি মধুর খেলা কি কহিতে পারি।
ধরায় সসাঙ্গোপাঙ্গ নরদেহ ধরি॥
নূতন সম্পর্ক নয় আপ্তগণ সনে।
চিরকাল বাঁধা, না চিনালে কেবা চিনে॥
হীন হেয় জীববুদ্ধি বড় পরমাদ।
বুঝে না বীজের মধ্যে ফলের আস্বাদ॥
আছে হেন বহু বুদ্ধি সৃষ্টির ভিতরে।
পূর্ব্ব-জন্ম পর-জন্ম স্বীকার না করে॥
তায় কি বিষম বুদ্ধি যাঁর বিবেচনা।
কারণ বিহনে হয় কর্ম্মের সূচনা॥
বিনা কর্ম্মে ফল হয় কি প্রকারে ভাসে।
মন-নাশ কর্ম্ম-নাশ দেহের বিনাশে॥
ভাল মন্দ যার যাহা সঙ্গে সঙ্গে রয়।
হোক না দেহের লক্ষ লক্ষ বার লয়॥
দেহান্তরে গুণান্তর কহে আহাম্মক।
এখানেতে টক্ যেবা সেখানেও টক্॥
স্বভাবে স্বভাব থাকে, স্বভাবের প্রথা।
বীজের ভিতরে যেন ফল ফুল পাতা॥

সম্পর্ক সমানভাবে বাঁধা চিরকাল।
এখন রাখাল যিনি পূর্ব্বেও রাখাল॥
ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে।
রাখালের রাখালত্ব কিসেও না মরে॥
প্রভুর গোপাল তাঁর গুণান্তর নাই।
গোসাঁইর শ্রীরাখাল, তাঁহার গোসাঁই॥
ধীর নম্র বিনয়ী সংসারী ভক্তবর।
বিভূষিত সর্ব্বগুণে গুণের সাগর॥
আস্যে মৃদু মন্দ হাস্য খেলে অবিরাম।
মিতব্যয়ী সন্তোষ-অন্তর বলরাম॥
গোপনে গোপনে আনে প্রভু ভগবানে।
মহাপুণ্যময়তীর্থ নিজ নিকেতনে॥
ভবনে মহিমা কিবা না যায় বর্ণন।
গৌর-অবতারে যেন শ্রীবাস-প্রাঙ্গণ॥
জগন্নাথ-প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ঘরে।
ভোগ রাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে॥
সেই মহাপ্রসাদে প্রভুর সেবা হয়।
শ্রীপ্রভুর অন্ন-ভিক্ষা যথা তথা নয়॥
ভাগ্যধর বলরাম যাঁর এই বাড়ী।
তিনি এক জন গোটা প্রভুর ভাণ্ডারী॥
নহে অপরের কথা, প্রভুর বচন।
এখানে ভাণ্ডারী তাঁর মোটে কয় জন॥
মথুর বিশ্বাস অগ্রে সবার প্রধান।
দ্বিতীয় যে জন এই বসু বলরাম॥
তৃতীয় বেণিয়া জেতে সদ্‌গুণ অধিক।
খ্যাতনাম মহাদাতা শ্রীশম্ভু মল্লিক॥
চতুর্থ সুরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র সদাশয়।
আগাগোড়া লীলাপাঠে পাবে পরিচয়॥
বলরাম জন্ম জন্ম ভক্ত, অবতারে।
অন্ন-ভিক্ষা শ্রীপ্রভুর তাই তাঁর ঘরে॥
প্রভুর গমনে বহু আড়ম্বর তথা।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রাঁধে ভামিনীর মাতা॥
মহাভাগ্যবতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে।
বড় খুসী প্রভুদেব তাঁর রান্না খেয়ে॥

বহু তুষ্ট প্রভুদেব ভক্ত বলরামে।
ভোজনে নানান রঙ্গ হয় তাঁর সনে॥
এক দিন সংগোপনে বলরামে কন।
অন্যে দিতে দ্রব্য যদি আনে কোন জন॥
সেই দ্রব্য দেয় যদি খাইতে আমারে।
কখন না পারি তাহা স্পর্শ করিবারে॥
আমার কারণ যাহা আমাকেই দিবে।
ঠাকুরের ভোজ্যদ্রব্য স্বতন্ত্র রাখিবে॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীবচন সত্য কত দূর।
দেখিবারে কুতূহল হইল বসুর॥
পরদিনে শ্রীপ্রভুর মিষ্টান্নের থালে।
ঠাকুরের ভোজ্য যত নিজে হাতে তুলে
মিশাইয়া দিল লক্ষ্য রাখি বিলক্ষণ,
বাসনা দেখিতে প্রভু বাছেন কেমন॥
অন্তঃপুরে শ্রীপ্রভুর ভোজনের স্থান।
সদর মহলে হেথা প্রভু ভগবান্॥
সেবা হেতু শ্রীপ্রভুরে ডাকে যথাকালে।
জানা নাই কিবা রঙ্গ মিষ্টান্নের থালে॥
ঠাকুরের ভোজ্যে লক্ষ্য বিশেষ করিয়া।
সম্মুখেতে বলরাম আছে দাঁড়াইয়া॥
অবাক্ কাহিনী তেঁহ দেখিল সাক্ষাৎ।
ঠাকুরের ভোজ্যে তাঁর না পড়িল হাত॥
যদিও প্রভুর ভোজ্য সঙ্গে মিশামিশি।
সামান্য মিষ্টান্ন তাঁর নয় খুব বেশি।
বড়ই আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিতে শুনিতে।
ভোজন দূরের কথা না ঠেকিল হাতে॥
যে ভোজ্য নিজের তাঁর, তাঁর নামে আনা,
প্রত্যেকের ল'য়ে প্রায় দুই এক দানা,
খাইলেন প্রভুদেব ভরিল উদর,
বুদ্ধিহারা বলরাম দেখিয়া রগড়॥
শুন মন খুলে বলি লীলার বারতা।
সুমিষ্ট হইতে মিষ্ট রামকৃষ্ণকথা॥
চিত্ত তাঁর বিশ্বব্যাপী দর্পণের প্রায়।
প্রতিবিম্বে তাহে সব যা হয় যথায়॥

শ্রবণবিবর ব্যাপ্ত সকল ভুবন।
কার্য্যে বাঁধা একসঙ্গে কায়বাক্য মন॥
বিরাজিত সংবুদ্ধি, মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান।
কায়া করে তাই যাহা বাক্যের বিধান॥
আর এক শ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের ধারা।
দেখিতে প্রকৃত বাহে পঞ্চভূতে গড়া॥
তা নয় চিন্ময় মোর শ্রীপ্রভুর তনু।
অনুক্ষণ সচেতন প্রতি পরমাণু॥
বার বার দেখিয়াছি প্রভুদেবরায়।
গাঢ়তর নিদ্রাগত আছেন শয্যায়॥
এমন সময় যদি অস্পর্শীয় জন।
গমন করিত কাছে ছুঁইতে চরণ॥
প্রসারিত মাত্র হাত, পরশের আগে।
শশব্যস্ত প্রভুদেব উঠিতেন জেগে॥
চাক্ষুষ দর্শকে এই হয় অনুমান।
প্রতি লোমকূপ তাঁর যেন চক্ষুষ্মান্॥

বলরামে এক দিন কন ভগবান্।
দেখ গো রাখাল নামে অতি ভক্তিমান॥
পেয়েছি বালক এক সুন্দর প্রকৃতি।
শ্রীমনমোহন মিত্র তার ভগ্নীপতি॥
যাও যদি একবার দেখে এস তাঁয়।
কাঁসারিপাড়ার কাছে থাকে সিমলায়॥
মহাভক্ত বলরাম স্থির-বুদ্ধি তাঁর।
প্রতি বর্ণে শ্রীপ্রভুর বুঝে আছে সার॥
শ্রীবচন যতনে পালন যথা কালে।
যথা আজ্ঞা চলিলেন দেখিতে রাখালে॥
পরস্পর দেখা শুনা, মন আকর্ষণ।
শুভক্ষণে দুঁহু জনে হইল মিলন॥
নিকট সম্বন্ধ দোঁহে ভিতরে ভিতরে।
দিন দিন যায় যত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে॥
ভক্তপ্রিয় বলরাম বৈষ্ণব আচারী।
ভক্ত জনে পাইলে যতন বাড়াবাড়ি॥
তাঁহার প্রকৃত ভাব নাই অহঙ্কার।
মাৎসর্য্যবিহীন চিত্ত যদি জমিদার॥
সাধারণ রীতি ছাড়া, সদা দীন মন।
সুপ্রশস্ত সুন্দর দ্বিতল নিকেতন॥
কত ভক্ত আসে যায় তাঁহার ভবনে।
যত্নবান্ সর্ব্বদা সাদর-সম্ভাষণে॥
অতি পরিমিতব্যয়ী বুদ্ধিতে না আসে।
হিসাব দেখিয়া লোকে ব্যয়কুণ্ঠ ঘোষে॥
সাদরে রাখেন তিনি রাখালে ভবনে।
সৌভাগ্য মানেন ঘরে রাখাল যে দিনে॥

প্রচারে উঠিল এক অভিনব ধারা।
ভক্তের ভবনে শ্রীপ্রভুর ভিক্ষা করা॥
কোন নির্দ্ধারিত দিনে সহ ভক্তগণ।
মহোৎসব নৃত্য গীত হরিসংকীর্ত্তন॥
জনায়ের প্রাণকৃষ্ণ সহরেতে বাড়ী।
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তেঁহ পরম আচারী॥
ব্রাহ্মণের রীতি-নীতি সব আছে তাঁয়।
দ্বিতীয় তাঁহার মত মেলা মহাদায়॥
সময়ে সময়ে প্রায় এখন তখন।
তাঁহার ভবনে শ্রীপ্রভুর নিমন্ত্রণ॥
ভোজনের পরিপাটী হেন নাহি শুনি।
সন্তুষ্ট যাহাতে অতি অখিলের স্বামী॥
ভক্তিভরে দ্বিজবর আতপ তণ্ডুল।
অতি মিহি অন্ন তার যেন যূঁই ফুল॥
আনাতেন দেশ থেকে করিয়া যোগাড়।
স্বদেশে সঙ্গতি খুব নিজে জমিদার॥
তণ্ডুলের রূপ গুণ না যায় বর্ণন।
জনমে সুন্দর অন্ন করিলে রন্ধন॥
আলো করে গোটা ঘর যথা রাখা যায়।
আমোদিত চারিদিক্ গন্ধ হেন তায়॥
ফল ফুল পত্র মূলে সাত্ত্বিক ব্যঞ্জন।
বিবিধ আস্বাদযুক্ত বিবিধ রকম॥
দধি-দুগ্ধ-ঘৃতাদিতে যা হয় তৈয়ার।
যতনে ব্রাহ্মণ করে সকল যোগাড়॥
শুদ্ধাচারে অন্তঃপুরে বাড়ীর মেয়েরা।
স্বহস্তে রন্ধন করে আপনারা তাঁরা॥

ছুঁইতে না দেয় কারে অপর মানুষে।
কলঙ্ক যাদের হাত কখন আমিষে॥
স্বধর্ম্মে আচারী যেবা তাঁরে ভগবান্।
দেখিলাম বরাবর বড় কৃপাবান্॥
শত ছিদ্র বর্ত্তমান যদি অন্য দিকে।
তথাপি করুণা তাঁর রাশি রাশি তাঁকে॥
ধর্ম্মপক্ষে তিলাদপি রহে যার টান।
প্রভুর নয়নে লাগে গিরি-পরিমাণ॥
নিরবধি কৃপানিধি মূরতি প্রভুর।
চিন্তা কিসে জীবের হইবে তম দূর॥
দিনে রেতে জীবহিতে ব্রতী প্রভুবর।
ঈশ্বরের পথে কিসে হবে অগ্রসর॥
করুণায় প্রভুদেব সহায় কেমন।
পিতৃবলে বালকের বৃক্ষে আরোহণ॥
দুর্ব্বল শিশুর সাধ মাত্র উঠে গাছে।
বাপ দেন পাছা ঠেলা দাঁড়াইয়া নীচে॥
সৎপথে সদাচারে অল্পমতি যার।
দ্রুতগতি পূর্ণমতি কৃপায় তাঁহার॥
তপে জপে যজ্ঞে কিবা সাধন-ভজনে।
কীর্ত্তনে মননে কিবা পূজা আরাধনে,
স্বধর্ম্ম আচারে কিবা বিবেক বিরাগে,
সৎশাস্ত্র-পাঠে কিবা ভক্তি অনুরাগে,,
জ্ঞান কিবা ভক্তিযোগে যে যথায় রয়,
সকলে আছেন প্রভু, প্রভু সর্ব্বময়॥
এখানে স্বধর্ম্মাচারে পবিত্র ব্রাহ্মণ।
তাই তাঁর ঘরে শ্রীপ্রভুর আগমন॥
প্রভুর দয়ার্দ্র হৃদে করুণা কেবল।
তিলবৎ কর্ম্মে দেন তালবৎ ফল॥
শুদ্ধসত্ত্বময় প্রভু অখিল-ঈশ্বরে।
তুষিলেন দ্বিজবর ভিক্ষা দিয়া ঘরে॥
শত শত দণ্ডবৎ ব্রাহ্মণের পায়।
শুন রামকৃষ্ণকথা অকিঞ্চনে গায়॥

দয়াময় রামকৃষ্ণ।

কলি-কলুষ-নাশন, মহা-তম-বিনাশন,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-ধাম।
দীনহীনহিতকারী, ভব-জলধি-কাণ্ডারী,
দয়াময় রামকৃষ্ণনাম॥
পুরুষ-প্রধান প্রভু, পরম ঈশ্বর বিভু,
মায়াময়, মায়ার অতীত।
গুণাতীত গুণময়, কার্য্য-কারণ-আলয়,
মহৈশ্বর্য্য অঙ্গে বিরাজিত॥
একাধারে নানা মূর্ত্তি,নানা ভাবে পায় স্ফূর্ত্তি
ভাবময় ভাবের সাগর।
যত ভাব তত রূপ, নরদেহে বিশ্বরূপ,
অগণন রসের আকর॥
চিন্ময় কোমল-অঙ্গ, নরদেহে লীলারঙ্গ,
সাঙ্গোপাঙ্গ-সঙ্গ-প্রিয় ভাব।
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে,নানা লীলা নানা স্বাদে,
মহাশক্তি সহ আবির্ভাব॥
প্রভুদেব অবতারে, জীবের শিক্ষার তরে,
একাধারে সমষ্টি সবার।
বিশ্ব-জননীর ন্যায়, সকল প্রকাশ পায়,
পূর্ণভাবে যত অবতার॥
নানা দ্রব্যে এক সৃষ্টি, গুণেতে নামের সৃষ্টি,
হের দৃষ্টি করিয়া চালনা।
গুণে কাজে যায় দেখা, শ্রীপ্রভুর অঙ্গে লেখা,
নানা নাম অপার মহিমা॥

নাম-ভেদে নাহি ক্ষতি, যে নামে যাহার প্রীতি,
রতি-মতি রাখি শ্রীচরণে।
যখন যে ডাকে তাঁরে, প্রকাশ্যে কিবা অন্তরে,
উত্তর সে পায় সেইক্ষণে॥
জ্ঞান কিবা ভক্তিপথে, যার ইচ্ছা যেই মতে,
পথে যেতে কারে নাহি মানা।
প্রভু হ'লে অনুকূল, অকূলেতে মিলে কূল,
ধ্রুব মিটে মনের বাসনা॥
দয়াল বঙ্কিম-আঁখি, জীবের দুর্গতি দেখি,
ধরাধামে করুণাবতার।
বিশ্বাসবিহীন জনে, মত্ত কামিনী-কাঞ্চনে,
নিজগুণে করিতে নিস্তার॥
নিশ্চয় তাহার ত্রাণ, দেহেতে থাকিতে প্রাণ,
একবার করিলে স্মরণ।
যাহা না করিতে পারে, তপ জপ শুদ্ধাচারে,
অনাহারে সাধন ভজন॥
এক প্রভু নানা ভাবে, কৃপা কৈল সর্ব্বজীবে,
শুন কই তাহার ভারতী।
বিশ্ব-গুরু-রূপ তাঁর, হরিতে ভবের ভার,
ধরিলেন বিবিধ মূরতি॥
কহিতে কিবা আশ্চর্য্য, বিবেক-বিরাগৈশ্বর্য্য,
কোটি সূর্য্য তেজে হারে তাঁয়।
ক্ষীণপ্রভ হুতাশন, কুঞ্চিত মলিনানন,
মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানের প্রভায়॥
কঠোর সাধনে মত্ত, মন প্রাণ দেহ চিত্ত,
ষোল আনা গত একবারে।
পরমাত্মে নিত্য স্থিতি, বাহ্যহারা দিবারাতি,
পুত্তলির সমান আকারে॥
কভু ভক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, যেন প্রভু গোরারায়,
আবেশে অবশ কলেবর।
মধুর কান্তির রাশি, জিনিয়া গগন-শশী,
আস্যে হাসি এতই সুন্দর॥
কভু ভক্তি উদ্দীপনি, মিষ্ট কণ্ঠে বীণা জিনি,
কৃষ্ণকালিলীলাগীত গান।

কি আনন্দ হৃদে খেলে, গীতে নৃত্য তালে তালে,
তার সম কি তার সমান॥
কভু সহজের ন্যায়, বালক-স্বভাব গায়,
পরিধেয় অঙ্গের বসন।
বগলে, শ্রীঅঙ্গে নাই, দিগম্বর শ্রীগোঁসাই,
এখানে সেখানে বিচরণ॥
সারথি শ্রীকৃষ্ণ-বেশে, হিত-উক্তি উপদেশে,
যেন পাত্র সেইমত কন।
বেদ বেদান্ত পুরাণ, গীতাগাথা তত্ত্ব-জ্ঞান,
সকলের সার বিবরণ॥
সামান্য সরল বাক্যে, সুবোধ্য মূর্খের পক্ষে,
ভাগবৎশক্তি সহকারে।
হোক না অধমাধার, শুনে ছুটে অন্ধকার,
সদ্য সদ্য আলো খেলে ঘরে॥
দেখাইলা নিজ তেজে, সামান্য ভাণ্ডের মাঝে,
ব্রহ্মাণ্ডের যতেক ব্যাপার।
গুহ্যতত্ত্ব সমবেত, যা আছে শাস্ত্রে নিহিত,
একাধারে যত অবতার॥
ক্রিয়া-করমের ফল, সব গেল রসাতল,
প্রবল এতই কৃপা কণা।
ক্রিয়াকর্ম্মাতীত তিনি, প্রভু অখিলের স্বামী,
বুঝে ভাল প্রভুভক্ত জনা॥
বেদ বিধানেতে রটে, সুকাজে কুকাজ কাটে,
কাজ না করিলে পরে নয়।
মেঘে যেন মেঘ ঠেলা, তবে কিরণের মেলা,
তমোনাশী শশীর উদয়॥
কিন্তু এ কালের গতি, সুকাজে কাহার মতি,
জীবের দুর্গতি দুর্নিবার।
কঠোর সাধন ক'রে, ফল দিলা জীবোদ্ধারে,
কৃপাময় শ্রীপ্রভু আমার॥
সম্বলবিহীন জনে, দয়াময় ধরাধামে,
দয়া ল'য়ে পড়িলেন দায়।
দীন-সাজ অঙ্গে পরা, দুয়ারে দুয়ারে ঘোরা,
তবু কেহ নাহি চায় তাঁয়॥

অবিদ্যায় মত্ত হৃদি, জীবকুল নিরবধি,
কৃপা কিবা চিনিতে না পারে।
এঁঠেলি ফণীর গায়, যদ্যপি অমৃত পায়,
তবু নাহি ত্যজে বিষধরে॥
হাস্যরস-পরিহাসে, প্রভু নন ন্যূন কিসে,
রসময় রসিকপ্রবর।
তার সঙ্গে সকৌতুকে,আসক্তি-প্রবল-লোকে,
দেন জ্ঞান ভক্তির খবর॥
ভিষক্ প্রবীণ জ্ঞানে, শর্করার আবরণে,
শিশুর বদনে করে দান।
প্রাণ-বিনাশক ব্যাধি, তার মত মহৌষধি,
তিক্ত কালকূটের সমান॥
কামিনী কুহক-বলে, যতেক যুবকদলে,
মোহজালে করে বিজড়িত।
মোহিনী ছাঁদনি বাণী, অঙ্গ-ভঙ্গিমা কাহিনী,
প্রভুদেব সব সুবিদিত॥
নকল করিয়া তার, আবভাব সহকার,
দেখিলে কখন নহে ভুলা।
বুঝাতেন জীবগণে, অবিদ্যা-শক্তি কেমনে,
জীবসনে রঙ্গে করে খেলা॥
আভাস প্রকাশে যার, এক বেদ হৈল চার,
দর্শন হইল গোটা ছয়।
ক্ষান্ত তয় হারি মানি, শববৎ শূলপাণি,
মহেশ্বর যিনি মৃত্যুঞ্জয়॥
যাহে নাহি তত্ত্বগাথা, না হইত হেন কথা,
বিগলিত বদনে প্রভুর।
যে ভাবে না হোক উক্ত,তত্ত্বসার তাহে গুপ্ত,
মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানের অঁাকুর॥
শ্রবণ-বিবর দিয়া, হৃদয়ে পড়িলে গিয়া,
বাক্য-বীজ কভু নষ্ট নয়।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি, শ্রবণ-মধুর অতি,
শুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তির আলয়॥

একাধারে নানা লোকে,জাগাইতে জ্ঞানালোকে
প্রভু সম কে কোথা প্রবল।
অপার মহিমা কথা, সাদৃশ্য অপরে কোথা,
একা প্রভু দৃষ্টান্তের স্থল॥
বেদাপেক্ষা গুরুতর, প্রতি বর্ণ প্রত্যক্ষর,
যাহা ফুটে প্রভুর বদনে।
শুনে কীট অতি তুচ্ছ, সুমেরু সমান উচ্চ,
গিরিবর লঙ্ঘে লম্ফদানে।
জীবের পরম আয়ু, এক জল এক বায়ু,
এক তবু অনন্ত প্রকার।
স্থান কাল অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধরে,
পুষ্টি যাহে জগৎ-সংসার॥
যাহার যেমন ধাত, তার তেন তাত বাত,
সকলেতে খাটে না সকল।
কোনটি কাহার পক্ষে,কাল থেকে করে রক্ষে,
কার পক্ষে তাহাই গরল॥
বিশ্বগুরু প্রভুদেবে, লবে লোক তিন ভাবে,
এক উপগুরুর সমান।
পাল তুলে করুণার, ভব-জলধি অপার,
পারাপারে করিবে পয়াণ॥
অপর শ্রেণীর যাঁরা, শ্রেষ্ঠতর তেজে তাঁরা,
দিক্‌হারা নাহি হবে আর।
পথে যাবে মহা-তুষ্ট, নিজ দেহ করি পুষ্ট,
ভাব ল'য়ে প্রভুর আমার॥
শ্রেষ্ঠতম ভাগ্যবান্, হৃদে যার পায় স্থান,
ভগবান্ প্রভুরূপে হরি।
ইষ্টজ্ঞানে ভজে পূজে, অখিলের মহারাজে,
সহ মাতা জগৎ-ঈশ্বরী॥
আদি অন্ত লীলা পাঠে, অবশ্য বসিবে ঘটে,
শ্রীপ্রভুর স্বরূপ-বারতা।
একমনে শুন মন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ন,
মহাতম-বিনাশন কথা॥

নিত্যনিরঞ্জনের মিলন ও সুরেন্দ্র ও মনোমোহনের ঘরে প্রভুর মহোৎসব ।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী ।
জয় মাতা শ্যামা-সুতা জগৎ-জননী
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

বড়ই মধুর কাণ্ড ভক্ত-সংঘোটন ।
আইল এখন এক ভকত-রতন ॥
সুন্দর মূরতিখানি বালক বয়েস ।
রূপে গুণে তেজে যেন কুমার বিশেষ ॥
সরল স্বভাব-যুক্ত সরল গড়ন ।
বিখ্যাত কায়স্থকুলে তাহার জনম ॥
নির্ভয় হৃদয়ালয় বীরের আকৃতি ।
বাল্যাবধি অস্ত্রে শস্ত্রে স্বভাবতঃ প্রীতি ॥
নয়ন-রঞ্জন-ঠাম প্রফুল্ল বয়ান ।
শ্রবণমধুর নিত্যনিরঞ্জন নাম ॥
পাইয়া তাঁহায় প্রভু অতি আনন্দিত ।
আদর যেমন জন্ম জন্ম পরিচিত ॥
মিষ্টান্ন খাইতে দেন সোহাগের ভরে ।
পাতিয়া নয়ন দুটি বয়ান উপরে ॥
অনিমিখ আঁখি এক-দৃষ্টে নিরীক্ষণ ।
নয়ন-রঞ্জন যেন নিত্যনিরঞ্জন ॥
সোহাগ-সম্ভাষে নানা কথোপকথনে ।
কাটিল আগোটা দিন পরানন্দ প্রাণে ॥
অপরাহ্ণ যবে দিবা অবসানপ্রায় ।
নিরঞ্জন ভবনে ফিরিয়া যেতে চায় ॥
থাকিতে প্রভুর জেদ হয় বার বার ।
কোন মতে নিরঞ্জন করে না স্বীকার ॥
ফিরিলেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই দিনে ।
সহরে যেখানে থাকা মাতুল-আশ্রমে ॥
কাঁটায় গাঁথিয়া মাছ যথা মেছোয়ালে ।
লোলে লোলে ছাড়ে ডুরি সরসীর জলে ।
নিজ বলে চলে মাছ স্বভাবে মগন ।
যেমন তাহার নাই কোনই বন্ধন ॥
এখানেতে মেছোয়াল বসিয়া ডাঙ্গায় ।
ধীরে ধীরে ধরি ডুরি মাছেরে খেলায় ॥
কখন আনিয়া কাছে অতি অল্প জলে ।
কখন পুনশ্চ ডুরি ছাড়ে কুতুহলে ॥
সেইমত ভক্তি-ডোরে বাঁধা নিরঞ্জন ।
তখন চলিয়া গেল মাতুল-আশ্রম ॥
কিন্তু শ্রীপ্রভুর টানে কে থাকিতে পারে ।
দরশনে পুনর্ব্বার আসিলেন ফিরে ॥
প্রভুর নিজের লোক নিত্যনিরঞ্জন ।
ঈশ্বর কোটির থাকে, লীলায় গোপন ॥
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত দাগ নাহি গায় ।
মায়ের কোলের ছেলে কার্ত্তিকের প্রায় ॥
ভরিল পুলকে চিত প্রভুর আমার ।
নিরঞ্জনে সন্নিধানে পেয়ে পুনর্ব্বার ॥
নানা ভাবে দিবাভাগে করেন যতন ।
রাতি হ'লে যায় নিদ্রা নিত্যনিরঞ্জন ॥
প্রভুর নয়নে নিদ্রা নাহি আসে মোটে ।
নিরখেন নিরঞ্জনে রাখিয়া নিকটে ॥
নিশীথে উঠান তাঁর গায়ে দিয়া হাত ।
হাসি খুসি বিবিধ কথায় কাটে রাত ॥

এইবারে তিন দিন থাকিয়া তথায়।
ফিরিলেন নিরঞ্জন মামার বাসায়॥
মাতুল আকুল প্রাণ ছিলেন ভবনে।
নিরুদ্দেশ দিনত্রয় দেখি নিরঞ্জনে॥
হইল তাঁহার আজ্ঞা দাস-দাসী লোকে।
রেতে দিনে নিরঞ্জনে রাখে চোখে চোখে
প্রভুর মহিমা-কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
লীলাকথা, ভক্ত তেন যেন ভগবান্॥
সতর্কে থাকিতে আজ্ঞা যাদের উপরে।
ত্রস্তচিত সকলেই পায় দেখিবারে॥
গোলক আকারে এক অপরূপ জ্যোতি।
নিরঞ্জনে বেড়িয়া থাকয়ে দিবারাতি॥
বুঝিতে না পারে কেহ ইহার কারণ।
ভাবে পাছে যদি হয় অশিব লক্ষণ॥
নিরঞ্জনে নিবারণ আর নাহি করে।
যথা ইচ্ছা তথা যায় ইচ্ছা অনুসারে॥
সোদরাদি কেহ নাই একা নিরঞ্জন।
বৃদ্ধক জননী মাত্র সংসারে বন্ধন॥
দিনে দিনে শ্রীপ্রভুর পুষ্টি হয় দল।
সাঙ্গোপাঙ্গ ক্রমে ক্রমে আসিছে সকল॥
এত দিন ছিল অপরের ঘরে থানা।
কাকের বাসায় যেন কোকিলের ছানা॥
এখন অনেকগুলি গোষ্ঠীর ভিতরে।
প্রভুকে লইয়া প্রায় প্রতি শনিবারে॥
করে মহোৎসবানন্দ আপনা ভবনে।
এ প্রকার প্রচার চলিছে বর্ত্তমানে॥
ভক্তের ভবনে ভিক্ষা বড়ই মধুর।
শুনিলে গাইলে পূত চিত অন্তঃপুর॥
আজি এক দিন ভিক্ষা সুরেন্দ্রর ঘরে।
পরিচিত যত লোক নিমন্ত্রণ করে॥
প্রভুর নিজের যাঁরা আপনার জন।
নিমন্ত্রণ তাঁহাদের নহে প্রয়োজন॥
আপনে খবর রাখে পরম হরিষে।
কখন্ প্রভুর ভিক্ষা কাহার আবাসে।

প্রভু যথা যাইবারে না ছিল কাহার।
জাতি মান কুল শীল কোনই বিচার॥
উপনীত যথাকালে হইল কেশব।
অতীব উন্নত ব্রাহ্মদলের গৌরব॥
সঙ্গে তাঁর আপনার অনুচরগণ।
পণ্ডিত সঙ্গীত-প্রিয় ভাবুক সজ্জন॥
সমাগত প্রভু-ভক্ত হয় পরে পরে।
হইল এতই লোক নাহি ধরে ঘরে॥
এখনও প্রভুর নহে তথা আগমন।
নিরানন্দ ভক্তবৃন্দ মন উচাটন॥
প্রভুতে মগন মন, প্রতীক্ষার ভরে।
বিলম্বের হেতু কিবা কহে পরস্পরে॥
হতাশ প্রকাশে কেহ কেহ বা চিন্তিত।
কেহ বা বিমর্ষ কেহ অতি বিষাদিত॥
হেনকালে উপনীত প্রভু গুণধর।
আনন্দ-আধার মূর্ত্তি করুণা-সাগর॥
নেহারিয়া শশধরে জলধি যেমন।
ফুল্লকায় দ্রুত ধায় হরষিত মন॥
উথলিয়া অম্বুরাশি আলিঙ্গন-ছলে।
তথা তেন ভক্তবৃন্দ প্রভু-পদতলে॥
মলিন বদন যত উঠিল ফুটিয়া।
উঠিল আনন্দ রোল ভবন ভরিয়া॥
মাতিল সৌরভে পুরী কুসুমের বাসে।
আমোদিত চারিভিত সুমন্দ বাতাসে॥
শোভিল দীপের মালা এক এক রবি।
ধরায় উদয় নব গোলকের ছবি॥
মূল্যবান্ গালিচা বৃহৎ পরিসর।
পাতা আছে লম্বে প্রস্থে যেইরূপ ঘর॥
শ্রীপ্রভুর দরশনে সবার পিরীতি।
কিবা ভণ্ড কি পাষণ্ড পাষাণ-প্রকৃতি॥
ভ্রান্তে কি অভ্রান্তে কিবা ইচ্ছা অনিচ্ছায়।
জান্তে কি অজান্তে কিবা হেলায় শ্রদ্ধায়॥
যেবা করিয়াছে শ্রীপ্রভুর দরশন।
নিশ্চয় বিমুক্ত তার ভবের বন্ধন॥

দর্শনে কি পায় কিবা কব সমাচার।
পূর্ণব্রহ্ম খোদে নিজে শ্রীপ্রভু আমার॥
মন আমি অতি মূর্খ সুমূর্খ সমান।
অধ্যয়ন কভু নাই ভারত পুরাণ॥
রামায়ণ ভক্তিগ্রন্থ চৈতন্য-চরিত।
তন্ত্র, গীতা, ভক্তি-সূত্র, ভকত-সঙ্গীত॥
ভাষায় দখল নাই ব্যাকরণে জ্ঞান।
শ্রবণ ভগবৎ-লীলা ভক্তির আখ্যান॥
সাধন ভজন কিবা পথের সম্বল।
জানি মাত্র শ্রীপ্রভুর চরণ-যুগল॥
মথিয়া শাস্ত্রের সার নহি ক্ষমবান।
সমর্থিতে শ্রীপ্রভুর লীলার প্রমাণ॥
লীলার প্রমাণে করি লীলা সমর্থন।
সম্বল কেবল মোর প্রভুর বচন॥
শ্রীবচনে আছে হেন আমার বিশ্বাস।
নিহিত তাহাতে যত শাস্ত্রের আভাস॥
কতই কহিলা প্রভু জগৎ-গোসাই।
কিবা শাস্ত্র কিবা তত্ত্ব বাদ কিছু নাই॥
অতীব সরল বাক্যে সামান্য কথায়।
বোধগম্য সহজে সরল উপমায়॥
বেদান্ত বেদাঙ্গ তন্ত্র দরশন ছয়।
ন্যায় স্মৃতি গীতাগাথা শুনে লাগে ভয়॥
প্রবেশ-দুয়ার যার প্রকাণ্ড পাণিনি।
লক্ষ্যভেদ-পণে যেন পাঞ্চাল-নন্দিনী॥
তাহার ওপারে শাস্ত্র ভীমবেশে থাকে।
বাজ-বাক্য আড়ম্বরে গরজিয়া ডাকে॥
শাস্ত্র-মর্ম্ম-বোধগম্য আরও গুরুতর।
তার পরে যোগ-কর্ম্ম বিস্তর বিস্তর॥
এড়াইলে এই পথ তবে যায় দেখা।
জ্যোতির্ম্ময় হরি-হর্ম্ম্য-আলোকের রেখা॥
ক্ষীণ-বল অল্প-আয়ু জীবের এখন।
কেমনে কিরূপে করে শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
সাধন ভজন কিবা জপ তপাচার,
আরম্ভে না আসে কর্ম্ম অকূল পাথার॥

বিধির বিধানে এই বিধি প্রচলিত।
ফল-আশে কর্ম্ম-পথে গমন বিহিত॥
প্রভুর কৃপায় এই দূরগম্য পথ।
ত্বরিতে গমন, নাহি লাগে মিহানত॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীবচনে তাহার প্রমাণ।
দুর্ব্বলের বল আশা প্রভু ভগবান্॥
একদিন দয়ানিধি ভাবাবেশে কন।
এইখানে আসিয়া যদ্যপি কোন জন॥
হেলায় শ্রদ্ধায় কিবা করে নমস্কার।
ভব-সিন্ধু-পারাপারে কি ভাবনা তার॥
দ্বিতীয় সকালে থাকে বিশ্বব্যাপী মন।
সে সময়ে করে যদি আমারে স্মরণ॥
নিশ্চয় তাহার ত্রাণ হয় যথাকালে।
এই ভব-জলধির অকূল সলিলে॥
তৃতীয় সাধনা কর্ম্মে প্রয়োজন নাই।
পূর্ণ-কাম হবে এলে গেলে মম ঠাঁই॥
চতুর্থ অবশ্য হবে ফলবতী আশ।
সরলে করিলে পরে আমায় বিশ্বাস॥
পঞ্চম অক্ষম যদি কিছু করিবারে।
আমায় বকল্মা দিয়া স্থির থাকে ঘরে॥
ষষ্ঠ অতি কষ্টে ছাঁচ রেখেছি করিয়া।
গড়ন গড়িয়া দিব তাহায় ফেলিয়া॥
সপ্তম আমার কাছে আসিবে যে জন।
হরি-পদ-লাভ-আশা মনে আকিঞ্চন॥
অবশ্য পূরণ হবে তাহার বাসনা।
অনায়াসে, সাধন ভজন কর্ম্ম বিনা॥
অনাথ আশ্রয়হীন নিঃসম্বল জনে।
তারিবারে হেন ভব-সিন্ধুর তুফানে॥
সতত ব্যাকুল প্রভু অধীর-পরাণ।
নিরন্তর চিন্তা কিসে জীবের কল্যাণ॥
দুর্লভ জগতে কিছু নাহি যাঁর চেয়ে।
দীন দুঃখী বেশে তিনি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥
কোমলাঙ্গে সহ্য করি যাতনা অপার।
দ্বারে দ্বারে করিবারে জীবের নিস্তার॥

কামিনী-কাঞ্চন-মুগ্ধ জীব সমুদায়।
দেখে না প্রভুরে, পথে আঁখি মুদে যায়॥
বড় দায়-গ্রস্ত প্রভুদেব অবতারে।
দয়ার মুরতি ধরি আসিয়া সংসারে॥
তাই বারিপূর্ণ চক্ষে আকুল পরাণ।
মহাদুঃখে গাইতেন নীচে লেখা গান॥

এসে পড়েছি যে দায়
সে দায় বল্‌বো কায়।
যার দায় সে আপনি জানে
পর কি জানে পরের দায়।
হ'য়ে বিদেশিনী নারী,
লাজে মুখ দেখাতে নারি,
বল্‌তে নারি, কইতে নারি,
নারী হওয়া একি দায়॥

বড়ই বিচিত্র লীলা হয় অবতারে।
বুঝা বোঝা, আভাসেই বুদ্ধি বল ছাড়ে॥
সৃষ্টির ঈশ্বর যিনি সৃষ্টি যাঁর ভাণ্ড।
প্রকাণ্ড হইতে যিনি পরম প্রকাণ্ড॥
কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু কোটি মহেশ্বর
সত্ত্ব রজ তম গুণে কার্য্য স্বতন্তর॥
যুক্ত-কর নিরন্তর শ্রীআজ্ঞা-পালনে,
হয় রয় লয় পুনঃ কাল অনুক্রমে॥
মায়াতীত গুণাতীত মায়াধীশ যিনি।
যাহার শকতি মায়া সৃষ্টির জননী॥
সেই মহা প্রকাণ্ড পুরুষ মহেশ্বর।
মায়া সঙ্গে ধরি চোদ্দ পুয়া কলেবর॥
মায়া-সাজে মায়াধীন মায়ামাখা গায়।
দায়-গ্রস্ত ধরাধামে আসিয়া লীলায়॥
দায়ের জ্বালায় ঝরে দুনয়নে বারি।
নিত্যর অপেক্ষা লীলা বহু গুণে ভারি॥
কার সাধ্য কহে, লীলা চিত্রপট আঁকে।
সামান্য জীবের শির, মাথায় না ঢুকে॥

বিচিত্র লীলার কাণ্ড বড়ই মজার।
শুন রামকৃষ্ণলীলা, লীলার ভাণ্ডার॥
লীলার ভ.ণ্ডার কিসে শুন কই মন।
যে দিন হইতে এই সৃষ্টির পত্তন॥
সে অবধি ধরাধামে যত অবতার।
জনমিয়া.কৈলা লীলা বিবিধ প্রকার॥
দেশ-কাল-পাত্র ভেদে লীলা স্বতন্তর।
সকল নিহিত এই লীলার ভিতর॥
একাধারে রামকৃষ্ণ সমষ্টি সবার।
তাই রামকৃষ্ণলীলা, লীলার ভাণ্ডার॥
মহোৎসব-ধারা তাঁর ভক্তের ভবনে।
প্রমত্তে গমন তথা জনতা যেখানে॥
কারণ ইহার কিছু নহে অন্য আর।
তাপী পাপী সন্তাপীরে করিতে উদ্ধার॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে খেলে এমন মোহন।
বিমোহিত নিকটে থাকিত যেই জন॥
হোক্ না মলিন কিবা সঙ্কুচিত প্রাণ,
দ্বেষ-হিংসাপরিপূর্ণ নারকীয় স্থান॥
আজি মহোৎসব দিন সুরেন্দ্র-আবাসে।
পরিপূর্ণ জনাকীর্ণ বিবিধ মানুষে॥
মহানন্দময়ী পুরী প্রভুর কৃপায়।
ভালমন্দ ভক্তাভক্ত বেছে উঠা দায়॥
সমাসীন সম্মুখে কেশব শ্রীপ্রভুর।
ত্রৈলোক্য তাঁহার চেলা কণ্ঠে মিঠা সুর॥
গাইতে লাগিল গান ভরা ভক্তিরসে।
শুনিয়া শ্রীঅঙ্গ টলে ভাবের আবেশে॥
ভাবাবেশে উঠে ঝড় অঙ্গ আন্দোলন,
সাগরে তরঙ্গ যবে প্রবল পবন॥
মনোহরা এক ছড়া কুসুমের হার।
সুরেন্দ্র করিয়াছিল যতনে যোগাড়॥
পিরীতে প্রভুর গলে পরাইলে পরে।
অমনি লইয়া মালা ফেলিলেন ছুড়ে॥
বজ্রপাতে কত বাজে কি যাতনা আনে।
প্রভুর প্রক্ষেপে মালা যা বাজিল প্রাণে॥

অস্থির সুরেন্দ্র মিত্র ভক্ত মহাবলী।
অভিমানে প্রভুদেবে মনে দেয় গালি ॥
বাহির প্রদেশে গেল পরিহরি ঘর।
মনস্তাপানলে জ্বলিতেছে কলেবর ॥
এখানেতে ত্রৈলোক্যের গীত না ফুরায়।
এক সাঙ্গ হ'লে অন্য ধরে পুনরায় ॥
বর্ত্তমান গীতে হেন মাধুরী সুন্দর।
শুনিয়া আকুল হৈলা প্রভু গুণধর ॥
উথলিল ভাব-সিন্ধু প্রভুর আমার।
অদূরে প্রক্ষিপ্ত সেই কুসুমের হার ॥
তুলে পরিলেন গলে, দেখিতে সুন্দর
জন-মনোহর-হরি নর-কলেবর ॥
নেচে নেচে গাইতে লাগিলা সেই গীত।
ধরিয়া কুসুম-হার আপাদলম্বিত ॥
বিমোহিত শ্রোতা যত মুখে নাহি স্বর।
মোহনিয়া মন্ত্রে মুগ্ধ যেন বিষধর ॥
যে না দেখিয়াছ চোখে এঁকে দেখ প্রাণে।
অপরূপ রূপ কিবা শ্রীপ্রভুর ঠামে ॥
নয়ন-বিনোদ দেহে কি লাবণ্য খেলে।
শান্তিময় কান্তি-ছটা বদনমণ্ডলে ॥
ছুটিছে চৌদিকে মিঠা কণ্ঠের মাধুরী।
বৃন্দাবন-বনে যথা শ্যামের বাঁশরী ॥
প্রবেশিলে শ্রবণে ভবনে থাকা দায়।
লোক-লজ্জা সরম ভরম ভেসে যায় ॥
হতমান অভিমান ছুটিল সুরেন্দ্র।
নিরখিয়া প্রভুবরে পরম আনন্দ ॥
প্রভুর গলায় মালা দুলিয়া দুলিয়া।
হইতেছে আন্দোলিত পদ পরশিয়া ॥
জগতের চন্দ্র প্রভু জগৎ-লোচন।
জগৎ ব্যাপিয়া বাস জগৎ-জীবন ॥
ফুলের মালায় বড় কি সাজিবে আর।
শ্রীঅঙ্গেতে শোভে যাঁর জগচ্চন্দ্রহার ॥
বুঝিয়া আপন মনে সুরেন্দ্র এখন।
নয়নে ধারায় করে বারি বরিষণ ॥

অতুল সুদৃশ্য দৃশ্য নয়ন-আরাম।
ভক্তিভাবে মাতোয়ারা প্রভু গুণধাম ॥
প্রেমে মত্ত নৃত্য গীত ক্ষণে না ফুরায়।
ন্যূনপক্ষে একবারে চারি দণ্ড যায় ॥
আঁকরে আঁকরে হয় বৃহদায়তন।
শাখা-প্রশাখায় বড় বৃক্ষ যে রকম ॥
যত ফুল ফলের শাখাগ্রে যেন স্থান।
তত মিঠা শ্রীপ্রভুর যত বাড়ে গান ॥
রসে ভরা মিঠাফল ভাবের আবেশ।
তখন অবশ অঙ্গ নৃত্য গীত শেষ ॥
লেশমাত্র নাহি বাহ্য শ্রীপ্রভুর গায়।
পাথারে পশিলে আর কেবা খুঁজে পায় ॥
মনহীন শ্রীঅঙ্গ ভকতে রক্ষা করে।
ফিরিয়া আইলা প্রভু কতক্ষণ পরে ॥
ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ প্রভু ভগবান্।
সুরেন্দ্র প্রস্তুত কৈলা ভোজনের স্থান ॥
ভোজনের পরিপাটী অতীব সুন্দর।
চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় বিস্তর বিস্তর ॥
ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর ভিক্ষা হ'লে সায়।
যে যাহার আপনার ঘরে চ'লে যায় ॥
অকূল পাথার দয়াসিন্ধু কলেবর।
জীবহিতব্রত বায়ে তুলে নিরন্তর।
শৈত্যময় প্রবল তরঙ্গ চারিভিত,
পাষাণ পাথর জরে বহুদূরস্থিত ॥
দয়াময় কলেবরে কেবল করুণা।
সাধ্য কার পরিমাণ করিবে ধারণা ॥
শুন কহি লীলাকথা বড়ই মধুর।
একদিন শ্রীমন্দিরে দয়াল ঠাকুর ॥
দুনয়নে বারি ধারা কাঁদেন বসিয়া।
এই বলি, তাপে তপ্ত জীবের লাগিয়া ॥
"কি হইল ও মা কালি দেখ" মম গায়।
সতত অস্থির, বল মাত্র নাহি তায় ॥
চলিতে অশক্ত পদ আদতে না চলে।
ব্যথা পাই, চাই যান কোথা যেতে হোলে

কেবা দিবে গাড়ীভাড়া নিতাই আমায়।
জীবের কল্যাণে বড় পড়িলাম দায় ॥
নদীয়ায় গৌরচন্দ্র বীর বলবান্।
দ্বারে দ্বারে ফিরে কৈলা জীবের কল্যাণ ॥
ব্যয়কুণ্ঠ জীবকুল আসক্ত কাঞ্চনে।
কড়া ব্যয়ে ঘোড়া যায় এই ভাবে মনে ॥
জীবের কল্যাণে যাঁর শোক এতদূর।
বুঝ মন কি দয়ার দয়াল ঠাকুর ॥
মহোৎসব যোত্রাপন্ন ভক্তের ভবনে।
উপায়স্বরূপ কৈলা উদ্দেশ্য-সাধনে ॥
এইবারে উৎসবের করে আয়োজন।
অভিমানী ভক্তবর শ্রীমনোমোহন ॥
নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিল যথাকালে।
যে যথায় ভক্ত তাঁর সহর অঞ্চলে ॥
যথা দিনে সন্ধ্যাকাল হইলে আগত।
একে একে ক্রমান্বয়ে হয় উপনীত ॥
মহা-আনন্দের দিন প্রভুর উৎসব।
দলে বলে জুটিলেন প্রেমিক কেশব ॥
ভক্তসমাগমসুখে ফেটে যায় বাড়ী।
হেনকালে উতরিল শ্রীপ্রভুর গাড়ী ॥
উঠিল আনন্দরোল বাহিরে ভিতরে।
জনে জনে বন্দনা করিল প্রভুবরে ॥
পূর্ণানন্দময় প্রভু অখিলের স্বামী।
যেন সুখ দরশনে তেন শুনে বাণী ॥
প্রত্যেক কথার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে।
সুধাধারা সম বয় শ্রবণ-বিবরে ॥
জীবন্মুক্ত যত লোক কাছে যতক্ষণ।
সঙ্কল্পবিকল্পভাব-বিবর্জ্জিত মন ॥
শ্রীপ্রভুর আগমন মিত্রের ভবনে।
পবনের বেগে বার্ত্তা ধায় কানে কানে ॥
দলে দলে আসে লোক ধরে না আবাসে।
দীনবন্ধু দীনত্রাতা দরশন আশে ॥
ভরিল ভবন আর নাহি ধরে তথা।
পাশেতে প্রশস্ত পথে অত্যন্ত জনতা ॥

মহোৎসবে রীতি যথা হরি-সংকীর্ত্তন।
আরম্ভ করিল তবে যত ভক্তগণ ॥
মাতিলেন প্রভুদেব আর কেবা রাখে।
নাচিতে গাইতে বাহ্য যায় থেকে থেকে ॥
কোথা তিনি কোথা বাস সরম ভরম।
ঠিক নাই, ভক্তে করে শ্রীঅঙ্গ রক্ষণ ॥
সংকীর্ত্তনে শ্রীপ্রভুর সংযোগ তেমতি।
কমলের বনে যেন মদমত্ত হাতী ॥
সুকোমল অঙ্গে বহে উচ্চতম বল।
শ্রীচরণ-চাপে ধরা করে টলমল ॥
যেন কত মহোল্লাসে সঙ্গে নৃত্য করে।
কমলা-সেবিত-পদ পেয়ে বক্ষোপরে ॥
যদি বল জড় ধরা নাচিল কেমনে।
সকল সম্ভব এই রামকৃষ্ণায়নে ॥
অবিশ্বাসী কাল যেন ঘোর অন্ধকার।
তেন সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীপ্রভু আমার ॥
আংশিক নহেন পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন।
দীন সাজে ভরা মহারাজের লক্ষণ ॥
সংকীর্ত্তনে হাসেন কাঁদেন ভাবাবেশে।
কখন বলেন বাস আছে কটিদেশে ॥
বদনে বুলান হাত কভু গুণমণি।
বলেন রয়েছি এই আমি, আছি আমি ॥
কখন বলেন হুঁস আছয়ে আমার।
কখন কহেন এটা ঘরের দুয়ার ॥
এইমত বলিতে বলিতে কতক্ষণ।
তবে না আইল তাঁর বাহ্যিক চেতন ॥
অপূর্ব্ব প্রভুর রঙ্গ জীব-বোধ্য নয়।
চারিধারে দেখে লোক হইয়া বিস্ময় ॥
দেবতুল্য গরীয়ান্ মনুষ্য-ভিতরে।
তত্ত্বান্বেষী কেশব নীরব একধারে ॥
ভোজন প্রস্তুত করি শ্রীমনোমোহন।
করযোড়ে করিল প্রভুকে আবাহন ॥
দ্বিতল উপরে তাঁর ভোজনের ঠাঁই।
সোপানে সোপানে ধীরে চলিলা গোঁসাই ॥

পাছু পাছু ভক্তিমতী মিত্রের জননী।
এক হাতে পাত্রে জল অন্যে আছে কাণি॥
প্রভুর চরণ-রজ যেইখানে পড়ে।
আর্দ্র বস্ত্রে হয় তোলা ভক্তি সহকারে॥
হেন ভক্তিমতী ভক্ত অতুল ভুবনে।
পদরজ করে আশ দীন অকিঞ্চনে॥
পরে নিমন্ত্রিত ভক্তে করান ভোজন।
কমি নাই কিছুই, প্রচুর আয়োজন॥
মহোৎসবে ভোজনের অতি পরিপাটী।
প্রভুর ইচ্ছায় নাহি হয় কোন ত্রুটি॥
উদর পূরিয়া খায় যত লোক আসে।
নানা আস্বাদের দ্রব্য পরম হরিষে॥
শ্রীপ্রভুর ভিক্ষা-লীলা মঙ্গল-আলয়।
সমনে শুনিলে ঘুচে অম্ন দুঃখ-ভয়॥

ভোজনান্তে প্রভুদেব আইলে সদরে।
পুনরায় ভক্তবর্গ বসিলেন ঘেরে॥
জনমন মুগ্ধকর প্রভু গুণধর।
কাহারো না হয় ইচ্ছা ছেড়ে যায় ঘর॥
ভোজনের হয় কথা রঙ্গ সহকারে।
কেহ কহে এবার উৎসব কার ঘরে॥
রামের ইঙ্গিতে কথা কহেন কেশব।
রাজেন্দ্র বাবুর ঘরে এবারে উৎসব॥
সম্পর্কেতে রাজেন্দ্র রামের মাসী-পতি।
বাঙ্গলা দপ্তরে কর্ম্ম লোকমাঝে খ্যাতি॥
পদস্থ লোকের মধ্যে তিনি এক জনা।
সাত আট শত টাকা মাসে মাহিয়ানা॥
সৌভাগ্য গণিয়া তেঁহ করিল স্বীকার।
রামের উপরে হয় সম্পাদন-ভার॥
শ্রীপ্রভুর ভক্তমধ্যে রামদত্ত চাঁই।
বড়ই দয়াল তাঁরে জগৎ গোঁসাই॥
দিনস্থির করি রাম প্রফুল্ল অন্তরে।
উৎসবের আয়োজন বিধিমতে করে॥
অর্থে নাই অনাটন মনে যেন সাধ।
চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ আস্বাদ॥

যথা দিনে শ্রীকেশব দিনের বেলায়।
রাজেন্দ্র বাবুর কাছে বলিয়া পাঠায়॥
মহোৎসবে যোগদান নাহি হবে আজি।
নিরানন্দ ব্রাহ্মদল কেহ নহে রাজি॥
শুনিয়াছি এই নিরানন্দের কারণ।
ব্রাহ্ম-সাধু অঘোরের লীলা-সংবরণ॥
সমাচার শুনিয়া রাজেন্দ্র বাবু ভাবে।
না আসিলে কেশব উৎসবে কিবা হবে॥
ত্বরা করি ডাকি রামে কহেন রাজেন্দ্র।
আজি উৎসবের দিন করিবারে বন্ধ॥
কথা শুনি রামচন্দ্র উঠিল রুষিয়া।
প্রভুর উৎসব বন্ধ কিসের লাগিয়া॥
প্রভুর উৎসব ইহা কেশবের নয়।
সহস্র কেশব বিনা কিবা ক্ষতি হয়॥
এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে।
অগণ্য তারকামালা কি করিতে পারে॥
প্রভুদেবে রাজেন্দ্রের ইহাই ধারণা।
শ্রদ্ধেয় প্রণম্য মাত্র সাধু একজনা॥
এই সাধারণ মত একা তাঁর নয়।
এত দূর কূপে ডুবা মনুষ্যনিচয়॥
এক তিল প্রভুদেবে বুঝিতে যে পারে।
নিশ্চয় তাঁহার ঠাঁই দেবতা উপরে॥
এবে বঙ্গে কেশবের বড়ই খিয়াতি।
না আসিলে উৎসবে কেমনে হবে প্রীতি॥
তেকারণে যুক্তি করি রামের সহিতে।
কেশবের ঘরে গেল কেশবে আনিতে॥
সঙ্গে চলে রাম আর শ্রীমনোমোহন।
কেশব-আবাসে গিয়া দিলা দরশন॥
আপ্যায়িত কেশব দেখিয়া সবাকারে।
বসাইলা সমাদরে সমাজ-মন্দিরে॥
প্রভুর সম্বন্ধে কথা হৈল উত্থাপন।
রাজেন্দ্র কেশবে কন প্রভু কি রকম॥
প্রশ্ন শুনি কত ক্ষণ থাকিয়া নীরব।
উত্তর করিল পরে প্রেমিক কেশব॥

উচ্চ বস্তু মহাভাব নামে যাহা জানি।
চৈতন্যচরিতে আছে তাহার কাহিনী॥
এ ভাবে কি ভাব, কেহ বুঝিতে না পারে।
সমুদিত হইত গৌরাঙ্গ-কলেবরে॥
আর এই মহাভাব ক্রাইষ্টের গায়।
অবিকল হইত ছবিতে দেখা যায়॥
এত বলি ভাবগ্রস্ত যিশুর মূরতি।
ছিল তাঁর দেখাইল ব্রাহ্ম মহামতি॥
এখন ইঁহার দেহে সেই ভাব খেলে।
তাই এঁরে গৌরাঙ্গের অবতার বলে॥
ইঁহার মতন লোক অতুল ভুবনে।
শুনেছিনু গ্রন্থে, এবে দেখিনু নয়নে॥
স্বরূপত্ব তত্ত্ব কিবা কথায় না আসে।
উচিত ইঁহারে রাখা গেলাসের কেসে॥
লা যেন নাহি লাগে, যতনের ধন।
র্তব্য থাকিয়া দূরে, মাত্র দরশন॥
কশবের মুখে শুনি, এই পরিচয়।
নে মনে রাজেন্দ্রের লাগিল বিস্ময়॥
বনয়-সম্ভাষসহ কহিল কেশবে।
সেছি তোমায় নিতে তাঁহার উৎসবে॥
ত্তরে কেশব কন সম্মান সহিত।
এ ব্যাপারে আমারে বিনয় অনুচিত॥
রাধামে ভগবান্ হয় যেই জন।
াঁহার কপালে ফলে তাঁর দরশন॥
থাসাধ্য উদ্যম করিব যাইবারে।
বফল যদ্যপি পড়ি কপালের ফেরে॥
াজেন্দ্র পুলক অঙ্গ কেশবের বোলে।
ফিরিয়া আইল গৃহে সকলেতে মিলে॥
মহোৎসাহে উৎসবের হয় আয়োজন
মুক্তহস্তে দেন অর্থ যত প্রয়োজন॥
তিমির-বসনা সন্ধ্যা এল, গেল বেলা।
ক্রমে ক্রমে ফুটে ভক্ত-তারকার মালা॥
পূর্ণচন্দ্র প্রভুদেব কিছুক্ষণ পরে।
সমুদিত হইলেন রাজেন্দ্রের ঘরে॥

মাতিল প্রমত্তভাবে যত ভক্তগণে।
অতি মিষ্ট শ্রীপ্রভুর বাক্য-সুধা-পানে॥
কিবা শোভা ভক্তমধ্যে প্রভুর বিরাজ।
বলিবার নহে, তাহা দেখিবার কাজ॥
অপরূপ রূপ অঙ্গ ফুটিয়া বেরায়।
দেখিলে মানুষে কিবা মায়ারে ভুলায়॥
বিশ্ব-বিমোহিনী-শক্তি বর্জ্জিত তখন।
যাহাতে মোহিত করি রাখে ত্রিভুবন॥
রূপময় প্রভুদেব রূপের সাগর।
বিন্দু ল'য়ে গড়ে মায়া বিশ্ব-চরাচর॥
সে বিন্দুর এক কণা কামিনী-কাঞ্চন!
যাহাতে বিমুগ্ধ চিত যত প্রাণিগণ॥
রূপে ডুবিবার সাধ যাহার অন্তরে।
তিলে কেন? দাও ঝাঁপ রূপের সাগরে॥
ভাগ্যদোষে প্রভুদেব যাহারে বিরূপ।
সেই না দেখিতে পায় শ্রীপ্রভুর রূপ॥
স্বরূপের একবিন্দু বিশ্বরূপে যাঁর।
বুঝ কি রূপের ছবি শ্রীপ্রভু আমার॥
লোকে শুনি কবে কথা কূট-তর্ক করি।
যদ্যপি তাঁহাতে এত রূপের মাধুরী॥
কেন না মজিল সবে, দেখেছে অনেকে।
এমন বচন যার দণ্ডবৎ তাঁকে॥
গললগ্নকৃতবাসে তাহারে উত্তর।
বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ মুরলী-অধর॥
ভুবন-মোহন রূপ বাঁশরীর গান।
দেখিলে শুনিলে নাহি কাহারো এড়ান॥
গোপ গোপী পশু পাখী পুঞ্জ কুঞ্জবন।
কাল-জল-যমুনা পাষাণ গোবর্দ্ধন,,
গোঠ মাঠ বৃক্ষ লতা ভুলিল সকলে,
কেবল গোকুলে বাকি জটিলে কুটিলে॥
জটিলে কুটিলে হেথা পাষণ্ডী সকল।
মুখে ভরা নিন্দাবাদ হিংসা-হলাহল॥
লীলাপুষ্টিহেতু জন্ম হয় অবতারে।
শ্রীচরণ দরশনে মুক্ত হয় পরে॥

গরলের বিনিময়ে সুধা পরে পায়।
দয়ার সাগর প্রভু, তাঁহার কৃপায়॥
দয়া যেন তেন রূপ দয়াল প্রভুর।
অমেয়-বরষি বাণী, কণ্ঠে মিঠা সুর॥
শ্রবণ-মধুর সুর নহে বিস্মরণ।
ভাগ্যবলে বারেক যে করেছে শ্রবণ॥
গীত শুনিবার সাধ সকলের মনে।
ফুটিয়া বলিতে নারে শ্রীপ্রভুর স্থানে॥
অন্তরে বুঝিয়া তবে প্রভু গুণমণি।
(যশোদা নাচাতো) গীত ধরিলা অমনি॥

যশোদা নাচাত গো মা ব'লে নীলমণি,
সে রূপ লুকালি কোথা করাল-বদনী।
(একবার নাচ্ গো শ্যামা,)
আমার মন কদম্ব তরুমূলে,
(একবার নাচ্ গো শ্যামা,)
যশোদার সাজান বেশে,
একবার নাচ গো শ্যামা,)
চরণে চরণ দিয়ে
(একবার নাচ গো শ্যামা,)
হাসি বাঁশী মিশাইয়া
(একবার নাচ গো শ্যামা,)
কাল চুলে চূড়া বেঁধে
(একবার নাচ গো শ্যামা,)
তোর শিব বলরাম হোক
(একবার নাচ গো শ্যামা,)
অষ্ট নায়িকা অষ্ট সখি করে
(একবার নাচ গো শ্যামা)।
গগনে বেলা বাড়িত,
রাণী ব্যাকুল হইত,
বলে ধর রে ধর রে ধর রে গোপাল
ক্ষীর শর ননী
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী
বেঁধে দিত বেণী
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে
ত্রিভঙ্গে, বাজে তাথেয়া তাথেয়া,
তাতা থেয়া থেয়া
বাজ্‌তো নূপুর-ধ্বনি,
শুন্‌তে পেয়ে, আস্‌তো
ধেয়ে, ব্রজের রমণী॥

গীতের মাধুরী কিবা কহিবার নয়।
আভাসে আভাসে শুন কিছু পরিচয়॥
সমাগত শ্রোতা যত ছিল যেই ভাবে।
তেমতি রহিল তাঁরা গীতের প্রভাবে।
বাহজ্ঞানহীন, নাই জান্তব চেতন।
জড়-পুত্তলিকাবৎ শরীর যেমন॥
অনিমিখ আঁখি লীন প্রভুর বদনে।
নীরব সে তথা, যেবা আছিল যেখানে।
ক্ষুদ্র গীত আঁকর করিয়া সংযোটন।
গোটা ঘণ্টা চলে তবু নহে সমাপন॥
শ্রীপ্রভুর গীতে বহে দুটি মিঠা ধারা।
সুমধুর স্বর এক, দ্বিতীয় চেহারা॥
গীত গাঁথা যেই ভাবে তাহার মতন।
শক্তিময় বাক্যে করে আকার ধারণ॥
মূর্ত্তিমান্ চেহারা, শ্রোতার চিত্তপটে।
ডিম্বমধ্যে পাখীর শাবক যেন ফুটে॥
শ্রীবদনে বিগলিত যে কোন অক্ষর।
শুধু নহে কেবল শ্রবণ রুচিকর,
নানাবিধ রূপ-গুণ তাহাতে নিহিত।
সমন ইন্দ্রিয় পঞ্চ শুনে বিমোহিত॥

উপমায় অবিকল প্রভুর সংগীত।
মধুসহ গন্ধে যেন কুসুম জড়িত॥
যে সময়ে শ্রীপ্রভুর গীত সমাপন।
সশিষ্যে কেশব আসি দিল দরশন॥
ভক্তিভরে বন্দনা করিল প্রভুদেবে।
প্রভুও অপার সুখী দেখিয়া কেশবে॥
শ্রীপ্রভুর গীতে আত্মহারা এত সব।
ঠিক নাই আসিলেন এমন কেশব॥
শুনিয়া জুড়িয়া যার যশ গুণ গায়।
মহামান্য ধন্য গণ্য গোটা বাঙ্গালায়॥
লোকের অবস্থা বুঝি শ্রীপ্রভু আপনে।
সমাদরে কেশবে বসান সন্নিধানে॥
ক্রমে পরে শ্রোতাগণ হইল সহজ।
চায় এ অধম সবাকার পদরজ॥
ব্রাহ্মদের মধ্যে যিনি বিশারদ গীতে।
রাগ রাগিণীতে গান লাগিল গাইতে॥
কোনমতে শ্রুতি-প্রীতি নহিল কাহার।
শ্রীমুখে শুনেছে যেন প্রভুর আমার॥
প্রভুর মধুর কণ্ঠ শুনিয়া প্রথমে।
পরে যদি বীণা বাজে, বাজ লাগে কানে॥
এমন সময় হয় সবে আবাহন।
প্রস্তুত প্রভুর ঠাঁই ভোজন কারণ॥
ভক্তগণ পশ্চাতে, সর্ব্বাগ্রে প্রভুরায়।
আজিকার ভিক্ষা-লীলা এই তক সায়॥

নরেন্দ্রের মিলন।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

এবে বড় মত্ততর ভক্তবর রাম।
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর পাইয়া সন্ধান॥
নানা স্থানে করিছেন মহিমা প্রচার।
ভবনে বসান আছে ভক্তের বাজার॥
মুক্তহস্তে ব্যয় ভক্তসেবার কারণ।
আপনি যেমতি তাঁর গৃহিণী তেমন॥
আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু যে রহে যেখানে।
সকলে লইয়া যান প্রভু-দরশনে॥
এ সময়ে নিকট আত্মীয় এক জন।
বয়স বিংশতি বর্ষ কিম্বা কিছু কম॥
সুন্দর বালক যেন সুন্দর প্রকৃতি।
বিশাল নয়নদ্বয় রাজর্ষি-মূরতি॥
নয়ন-পিরীতি অতি, অতি বুদ্ধিমান,
রতি-মতি ভগবানে, ধর্ম্মপথে টান।
নরেন্দ্র তাঁহার নাম নরেন্দ্র-বিশেষ।
আধারে অনেক গুণ, গনে নহে শেষ।
উজ্জ্বল জাতির কুল তাঁহার জনমে।
কোর্টের উকীল পিতা বিশ্বেশ্বর নামে॥
সহরেতে শিমলায় করেন বসতি।
সমাজে লোকের মাঝে দোষে, গুণে, খ্যাতি

যুটিলেন এইবার প্রভুর সদনে।
শুনিয়া মোহন নাম রামের বদনে॥
ভাবী মহাতরুবর ফল ফুলে ভরা।
সুশীতল ছায়াশালী বিস্তৃত চেহারা॥
কত পত্র শাখা-প্রশাখাদি অগণন।
গোড়ায় চারায় ভাসে লক্ষণ যেমন॥
সেইমত নরবর নরেন্দ্রের গায়।
বাল্যাবধি লক্ষণাদি স্পষ্ট দেখা যায়॥
মন দিয়া শুন কই তাঁহার ভারতী।
জন্মাবধি দেখি তাঁর স্বতন্ত্র প্রকৃতি॥
অতিথি সন্ন্যাসী ত্যাগী আসিলে দুয়ারে।
গোপনে দিতেন তিনি যা পেতেন ঘরে॥
নয়নে কখন ভাল না লাগে কামিনী।
ঘৃণা তায় যেন কালকূটভরা ফণী॥
কামিনী যে ভালবাসে সেও ভাল নয়।
স্বভাব-সুলভ ধর্ম্ম শুন পরিচয়॥
পুতুল লইয়া খেলা শৈশবে যখন।
রাম ও সীতার মূর্ত্তি সুন্দর গড়ন॥
ছিল তাঁর খেলিবার যুগল মূরতি।
রচিয়া খেলার ঘর খেলা নিতি নিতি॥
এক দিন জিজ্ঞাসা করিলা কোন জনে।
রামের সম্পর্ক কিবা জানকীর সনে॥
রামের ঘরণী সীতা, শুনিয়া উত্তরে।
অমনি মূরতি দুটি ফেলিলেন ছুড়ে॥
বিবাহে বিরূপ বড় ঘৃণা গুরুতর।
তিয়াগী বিরাগী যথা তথায় আদর॥
যোগ তপাচার শিব জটাভার শিরে।
পিরীতি পড়িল পরে তাঁহার উপরে॥
ফুল দিয়া দিন দিন ভক্তিসহ পূজা।
পাতা দিয়া কলিকায় টানা হয় গাঁজা॥
যাহার যেমন ভাব তাঁরে তেন গড়ে।
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই ধাত বাড়ে॥
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত প্রভু-ভক্ত যারা।
সিত্য বটে তাঁহাদের নরের চেহারা॥

স্বভাব প্রকৃতি কিন্তু পূরা স্বতন্তর,
জাগা, জৈবভাবশূন্য প্রশান্ত অন্তর॥
বিবেক বিরাগ জ্ঞান ভক্তি প্রেম গায়।
বুঝিতে জীবের বুদ্ধি ঘোল খেয়ে যায়॥
সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত তাঁরা।
প্রভুর বচনে লাউ কুমড়ার পারা॥
আগে গাছে ধরে ফল তার পরে ফুল।
জগতে কাহার সঙ্গে নহে সমতুল॥
ভক্তের ভিতরে খেলে বিভূতি প্রভুর।
শুন ভক্তসংযোটন কাণ্ড সুমধুর॥
নিত্য-সিদ্ধ-মুক্ত প্রভুভক্ত যত জন।
সর্ব্বোপরি নরেন্দ্রর সর্ব্বোচ্চ আসন॥
গৃহীর কি আছে কথা আসক্তিতে জারা।
বলিলেই চোরে চোর আধখানি মরা॥
সময়েতে কব কথা সময়ের মত।
নরেন্দ্র শৈশব, নহে দশম অতীত॥
মুদিলে নয়নদ্বয় নিদ্রার সময়।
স্থির শ্বেত জ্যোতিঃ হ'ত কপালে উদয়।
ভিতরে ব্যাপার কিবা নাহি যায় বলা।
জ্যোতিঃ-ছটা লইয়া নিদ্রার কালে খেলা॥
কখন করেন ছোট কভু বড় তায়।
আপনার মনোমত আপন ইচ্ছায়॥
ক্রমশঃ জ্যোতির রাশি এতই বিস্তার।
জ্যোতিঃ বিনা কিছু বোধ থাকিত না আর॥
নিদ্রার মতন বেগ তার কিছু পরে।
আপনার সত্ত্বা গত জ্যোতির ভিতরে॥
নিজে হারা একবারে তাহায় ডুবিয়া।
উভয়ে প্রভেদশূন্য অভেদ হইয়া॥
শৈশব ছাড়িয়া বয়ঃ যত উর্দ্ধতন।
অনুরাগসহকারে বিদ্যা উপার্জ্জন॥
শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন হয় তার সাথে।
স্বভাবতঃ রতি মতি ধরমের পথে॥
এখানে সেখানে হয় তত্ত্ব অন্বেষণ।
স্বভাব দেখিয়া তাঁর ভক্ত রাম কন॥

আছেন মোদের প্রভু দক্ষিণসহরে।
উচিত যাইতে তথা, দরশন তরে॥
উত্তর করিল রামে নরেন্দ্র আপনি।
কেমন পরমহংস কি প্রকার তিনি॥
কহে রাম, আপনার চক্ষে না দেখিলে।
বুঝা নাহি যায়, কথা হাজার বুঝালে॥
নরেন্দ্র বলেন আগে আমি নাহি যাব'।
জ্ঞানা কাকা আছে ঘরে তারে পাঠাইব॥
দেখিয়া আসিয়া যদি যাইবারে কয়।
তা হইলে দরশনে যাইব নিশ্চয়॥
এত বলি কাকারে কহিল গিয়া ঘরে।
কেমন পরমহংস যাও দেখিবারে॥
সুযোগ বুঝিয়া কাকা এক দিন যায়।
দক্ষিণসহরে প্রভু বিরাজে যথায়॥
কেমনে বুঝিবে তাঁরে, গায়ে কিবা বল।
মানুষে যেমন বুঝে, বুঝিল পাগল॥
কলুষ-কালিমা মাখা নর-বুদ্ধি জীবে।
মায়াধীশ ভগবানে কেমনে বুঝিবে॥
বুদ্ধি যেন আপনার, দেখিয়া তাঁহারে।
মন্তব্য নরেন্দ্রে কয় পালটিয়া ঘরে॥
ভাল সাধু দেখিবারে মোরে পাঠাইলে।
কাকার সহিত ব্যঙ্গ, অন্তে না পাইলে॥
পাগল আচার তাঁর এইক্ষণে থাটে।
পরক্ষণে অকারণ চলিলেন ছুটে॥
দেখিয়া আইনু যাহা আপন নয়নে।
তাহাতে সাধুত্ব ভাব নাহি লাগে মনে॥
কাকার কথায় কিবা বুঝিলেন তিনি।
কহিতে নারিনু তত্ত্ব নাহি জানি আমি॥
লীলা-দরশনে এই হয় অনুমান
সময়ে হইল এবে শ্রীপ্রভুর টান॥
ভক্ত ভগবানে খেলা নহে বলিবার।
গোপনে গোপনে বাঁধা সম্বন্ধের তার॥
মঞ্জার ঝঙ্কার তার বাজে প্রাণে প্রাণে।
হইলে নামের শক্তি সঞ্চালিত কানে॥
মধুর প্রভুর নাম-প্রভাবের তেজে।
হৃদি-তন্ত্রী ভকতের মনোহর বাজে॥
ধরিয়া মোহন নাম ভক্ত মাতোয়ারা।
দিগাদিগজ্ঞানহত পাগলের পারা।
কার নাম, কোথা তিনি, দেখিবারে তাঁয়।
সতত উদ্বিগ্ন চিত্ত স্বভাবেতে ধায়॥
ভক্তেন্দ্র ভকত-শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র উত্তম।
রামকৃষ্ণপন্থীমধ্যে আরাধ্য-চরণ॥
বিবেক বিরাগ ত্যাগে ভরা হৃদিপুর।
অতি উগ্র অনুরাগী সন্ন্যাসী ঠাকুর॥
কণ্ঠে ভারি মিঠা সুর বর্ষে সুধা-ধারা।
অন্তে আছে নাদ, রাগ-রাগিণীর গোড়া।
আধারে অপার গুণ চিত্ত মনোহর।
পুণ্য-দরশন মূর্ত্তি পরম সুন্দর॥
নরবর নরেন্দ্র জনেক বন্ধু সনে।
মহানন্দে চলিলেন প্রভু-দরশনে॥
এই বন্ধু সুরেন্দ্র অপর কেহ নয়।
মহাভক্ত শ্রীপ্রভুর গুণের আলয়॥
পরিচয় নরেন্দ্রের প্রভুর নিকটে।
সুরেন্দ্র বাখানি কন হৃদি অকপটে॥
অতি মিঠে কণ্ঠে সুর আছয়ে ইহাঁর।
গাইতে পারেন গীত অতি চমৎকার॥
রতি মতি ধর্ম্মপথে তাও বিলক্ষণ।
সরল হৃদয়ে ধর্ম্ম তত্ত্ব-অন্বেষণ॥
এইমত গুণগাথা বিশেষ করিয়া।
সুরেন্দ্র কহেন প্রভুদেবে সম্বোধিয়া॥
প্রভু যেন অবিদিত কোনই বারতা।
অবতারে লীলা খেলা অপরূপ কথা॥
নরদেহে নিজে ঢাকা মায়ার সংহতি।
রোগ শোক হাসা কাঁদা আপনা বিস্মৃতি॥
ছদ্মবেশে সঙ্গীসনে রঙ্গ-রসাস্বাদ।
কখন আনন্দ ভোগ কখন প্রমাদ॥
বিদেশীর বেশে ভক্ত চিনিতে না পারে।
চির চেনা আপনার পরম ঈশ্বরে॥

সেই প্রভু সেই ভক্ত নহে স্বতন্তর।
নিত্যাপেক্ষা লীলা তাঁর বড়ই সুন্দর॥
মনোহর চিত্রপট বিচিত্র ধরায়।
প্রভুর সৃজিত মায়া প্রভুরে ভুলায়॥
পরমা বিভূতি শক্তি মায়া যারে জানি।
ব্রহ্মময়ী জড়ময়ী জগৎ-জননী॥
শক্তি বিনা নাই লীলা, লীলাময়ী নিজে।
মাতৃরূপে ধরে গর্ভে, নারীরূপে ভজে॥
পঞ্চভূতে গড়া দেহে যেবা বর্ত্তমান।
এক মায়া সকলের উদ্ভবের স্থান॥
বিভুরও এড়ান নাই, হোক মায়া তাঁর।
ধরাধামে আসিবার একই দুয়ার॥
মায়ার কেমন খেলা বিভুর উপরে।
দেখিবার জন্য যার বাসনা অন্তরে॥
ভক্তিসহ কর মহাশক্তি আরাধনা।
প্রসীদ হইলে তবে পূরিবে কামনা॥
নরেন্দ্রকে বলিলেন প্রভু ভগবান্।
তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠ গাও শুনি গান॥
প্রাণ, মন মিষ্ট কণ্ঠ, করি একত্তর।
গাইতে লাগিল গীত নরেন্দ্র সুন্দর॥
গীত শুনি শ্রীপ্রভুর সুখ-সীমা নাই।
হইলা মগন ভাবে জগৎ-গোসাঁই॥
আফুটা কমল কলি মধু কোষে ভরা।
দেখিয়া যেমন হয় বিভোর ভ্রমরা॥
প্রবেশিতে কোষমধ্যে প্রমত্ত কেবল,
হুলে করি বিদারিত সুকোমল দল॥
সেইমত নরেন্দ্রের হৃদয়-আধার।
বিবেক বিরাগ জ্ঞান প্রেমের ভাণ্ডার॥
দেখিয়া প্রভুর তাহে পশিবার মন।
রঙ্গ-রস-ভঙ্গ-ভয়ে বেগ সম্বরণ॥
এত ত্বরা দিলে ধরা উচ্চ রস যায়।
তাই সম্বরেন শক্তি প্রভুদেবরায়॥
চিরকাল শ্রীপ্রভুর মনোচোরা নাম।
ভক্তিগ্রন্থ পুরাণাদি তাহার প্রমাণ॥

মন ল'য়ে খেলা তাঁর ভক্তগণ সনে।
কি প্রকার, মন যার সেও নাহি জানে।
নাহি জানে জলাধার, দেখিতে না পায়।
রবি-করে তুলে তারে গগনে খেলায়॥
জননী জানেন যেন বিশেষ প্রকার।
কোন্ দ্রব্য অতিশয় তৃপ্তিকর কার॥
যত্নসহকার তাঁর ব্যবস্থা তেমন।
আদরে করাতে প্রিয় নন্দনে ভোজন॥
সেইমত প্রভুদেব খুব সুবিদিত।
কোন্ রসে কার প্রাণ হয় দ্রবীভূত॥
তাই দিয়া করিতেন এত তুষ্ট মন।
শ্রীপদে যাহাতে হয় মনের বন্ধন॥
নরেন্দ্রের সুপ্রশস্ত হৃদয়-নিলয়।
উচ্চ জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি-বীজের আশ্রয়॥
স্তুতি সুমধুর ভাষে প্রভু নারায়ণ।
অন্তরে পরমানন্দ না যায় বর্ণন॥
নরেন্দ্রে বলেন ডাকাইয়া অন্তরালে,
কে তুমি জান কি? এত দিন কোথা ছিলে॥
বহুকাল এইখানে হইল যাপন।
ত্যাগী অনাসক্ত আত্মা তোমার মতন॥
না দেখিনু কভু চোখে মম বিদ্যমান।
নেহারি তোমারে আজি জুড়াইল প্রাণ॥
আলোকিত করি দিশি এই মর্ত্ত্যভূমি।
আসিয়াছ যেই দিনে তাও জানি আমি॥
দিন দিন তিল পল গণিয়া গণিয়া।
বসিয়া রয়েছি পথপানে নিরখিয়া॥
সতত উদ্বিগ্ন চিত পরাণ উদাস,
আজি সিদ্ধ মনোরথ পূর্ণ মম আশ॥
কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত মানুষের সনে।
বাক্যালাপে পাইয়াছি বড় কষ্ট প্রাণে॥
আয় আয় কাছে, তোর সঙ্গে ক'য়ে কথা।
করি দূর জীবনের যাবতীয় ব্যথা॥
নরেন্দ্র ভাবেন শুনি এতেক বচন।
আমারে এমন কথা কন কি কারণ॥

মানুষবিশেষ আমি শিমলায় ঘর।
নরেন্দ্র আমার নাম পিতা বিশ্বেশ্বর॥
কি হেতু আমাতে উচ্চ দেবতার মান।
পাগল শ্রীপ্রভুদেব হইল গিয়ান॥
কাকার মন্তব্য সত্য বুঝিয়া নিশ্চয়।
বন্ধুসহ সেই দিন ফিরিলা আলয়॥
বালক নরেন্দ্রনাথ বয়সে কেবল।
স্বতঃসিদ্ধ মুক্ত-ভাব স্বভাবে প্রবল॥
কহি যথাসাধ্য শক্তি শুন বিবরণ।
সাকার সগুণে তাঁর তুষ্ট নহে মন॥
অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম অক্ষয় অব্যয়।
অরূপ অগুণ যাহা বেদান্তেতে কয়॥
নাই যাঁর আদি মধ্য অন্ত নিরাকার।
সেই মাত্র একা সত্য জ্ঞাতব্য সবার॥
মিথ্যা বিশ্ব-চরাচর যাহা দৃষ্ট হয়।
মনের কল্পনা মাত্র সত্য মোটে নয়॥
বেদান্ত এখন তাঁর নাহি পড়া-শুনা।
কিন্তু তার সার মর্ম্ম স্বভাবতঃ জানা॥
অনধীতে শাস্ত্র-তত্ত্ব বিদিত কেমন।
কলিকায় কুসুমের সৌরভ যেমন॥
মহাবলী প্রভু-ভক্ত গুণের আধার।
অন্তরে বাহিরে বহে শ্রীপ্রভুর ধার॥
বিচারবিহীনে বস্তু গ্রাহ্য মোটে নয়।
বিচারে সাব্যস্ত যাহা তাহাই প্রত্যয়॥
প্রবীণের জ্ঞান ঘটে নবীন বয়সে।
সমুজ্জ্বল ছটা তার বদনে বিকাশে॥
সর্ব্বদাই সৎ শুদ্ধ বুদ্ধি বিরাজিত।
দয়া ভক্তি প্রেম ত্যাগ জ্ঞান সমন্বিত॥
বিকাশে যাইত জানা বিচারের কালে।
বিভুর বিভূতি যত বুদ্ধি ঘটে খেলে॥
সুন্দর বিচার তর্ক মধুমাখা ভাষ।
শ্রবণে জনমে হৃদে অপার উল্লাস॥
বড় বড় শাস্ত্রবিৎ বুঝিতে না পারে॥
সুনিশ্চিত পরাভূত সম্মুখ-সমরে॥
স্বভাবে উন্নত মন সুকৌশলবান।
বীরশ্রেষ্ঠ হাতে ধনু তূণ-পূর্ণ বাণ॥
বিচার-সমর-ক্ষেত্রে যারে আক্রমণ।
ত্বরায় বিলম্বে কিবা তাহার পতন॥
প্রবল যতই যুদ্ধ উচ্চ যত দূর।
কভু নহে ক্লান্ত কভু না হয় আতুর॥
মধুরত্ব তত বাড়ে যত উর্দ্ধে গতি।
সুধামাখা মিষ্ট ভাষা শ্রবণ-পিরীতি॥
বিপরীত গুণ কিবা একাধারে খেলে।
সমরে মধুর রস নাহি কোন কালে॥
পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বী তিল নহে রোষ।
হারিয়া আশীষ করে হইয়া সন্তোষ॥
প্রভুভক্তে শ্রীপ্রভুর এতই বৈভব।
সহজে সম্পন্ন করে যাহা অসম্ভব॥
সারথি শ্রীপ্রভুদেব, ভক্ত তাঁর যত।
এক এক মহারথী পাণ্ডবের মত॥
নরেন্দ্র অর্জ্জুন তুল্য সবার প্রধান।
নিরন্তর রথে যাঁর প্রভু মূর্ত্তিমান্॥
যেমন নরেন্দ্র তেন শ্রীপ্রভু আমার।
দেখ ভক্ত ভগবানে রঙ্গ খেলিবার॥
এখন প্রকাশ নহে গোপন গোপন।
আরম্ভ কেবল এই ভক্তসংযোটন॥
অমাবস্যা-নিশি অতি ঘোর অন্ধকার।
পবন-নিস্বন বৃষ্টি প্রান্তরমাঝার॥
বিপন্ন পথিক পথহীন দিশাহারা।
তার সঙ্গে যেইরূপ চিকুরের ক্রিড়া॥
প্রথমে তেমতি খেলা হয় ভক্ত সনে।
অকূল অপার ভবসিন্ধুর তুফানে॥
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত আলোক আঁধারে।
নিত্যধাম পরিহরি ধরার আসরে॥
যে রূপে করিলা লীলা ল'য়ে ভক্তগণ।
জীবের উদ্ধারে আর শিক্ষার কারণ॥
সেই লীলা আন্দোলন শ্রবণ কীর্ত্তনে।
যে যা চায় তাই পায় যার যেন মনে॥

প্রেমাভক্তি পায় স্ফূর্ত্তি দেবেশ-বাঞ্ছিত।
হেন রত্নাকর রামকৃষ্ণলীলাগীত॥
ভগবান্ বহু বল অঙ্গে দেন যাঁর।
তাঁহার উপরে পড়ে সেইমত ভার॥
আলোর আকর সূর্য্য দীপ্তিমান্ অতি।
ধরার চৌদিকে ঘুরে অবিরামগতি॥
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা, নাই শয্যায় আরাম।
কর্ম্ম মাত্র, নানা লোকে আলোক-প্রদান
বালক বালার্ক এবে নরেন্দ্র এখানে।
পাইয়া পরম বল প্রভু-সন্নিধানে॥
প্রভুভক্তমধ্যে ল'য়ে সর্ব্বোচ্চ আসন।
ধরণীর চারিদিক্ করিয়া ভ্রমণ॥
পরিহরি আত্ম-সুখ যশ খ্যাতি মান।
তৃণাপেক্ষা অতি তুচ্ছ করি নিজ প্রাণ॥
কেমনে পালন কৈলা কর্ত্তব্য তাঁহার।
সময়ে অবশ্য মন পাবে সমাচার॥
হৃদয়-আঁধার নাশ শ্রবণ কীর্ত্তনে।
উপজে ভকতি প্রভু ভক্তের চরণে॥
প্রভুদেবে নরেন্দ্রের পাগল গিয়ান।
কিন্তু শ্রীচরণে স্মৃতি বহে মূর্ত্তিমান্॥
কি জানি কি আকর্ষণে উচাটন মন।
দরশনে হয় আসা এখন তখন॥
এখানে প্রভুর মনে বড়ই উল্লাস।
ফুটে না উচ্ছ্বাসে ভাসে বদনের ভাষ॥
প্রকাশ করিতে কথা আপ্তগণমাঝে।
এসেছে নরেন্দ্র এক মহাবলী তেজে॥
ভারি জানে লেখা-পড়া পণ্ডিত সুধীর।
গিয়ানের ছবি যেন তেমতি ভক্তির॥
প্রশস্ত হৃদয়ালয় প্রকাণ্ড আধার॥
কণ্ঠে অতি মিঠা স্বর নহে বলিবার॥
করিতে করিতে হেন গুণের বাখান।
সমাধিস্থ হইতেন প্রভু ভগবান্॥
ঈশ্বর কোটির থাকে যে যে ভক্ত তাঁর।
প্রধান নরেন্দ্র, কেন? বলিষ্ঠ সবার॥
সম্বন্ধ কিরূপ তাঁর শ্রীপ্রভুর সনে।
বলিবার নহে বুঝ লীলাকথা শুনে॥
শ্রীনরেন্দ্র শ্রীপ্রভুর পরাণ সমান।
দেখিলে আনন্দে-হারা প্রভু ভগবান্॥
রাখিবেন কোন্খানে কি দেন খাইতে।
ঠিক নাই, এত দূর যাইতেন মেতে॥
পর-দরশনে কথা দক্ষিণসহরে।
বড়ই সুমিষ্ট শুন ভক্তিসহকারে॥
একে সদানন্দ প্রভুদেব ভগবান্।
পাইয়া নরেন্দ্রে তাঁর উঠিল তুফান॥
প্রেমেতে বিহ্বল যেন ভোলা মহেশ্বর।
অধীর চরণ টল টল কলেবর॥
সমুজ্জ্বল মুখদ্যুতি সুধাংশু লজ্জিত।
আজানুলম্বিত দীর্ঘ কর প্রসারিত॥
ধরা তাহে রসগোল্লা সঞ্চয় যতনে।
যথাশক্তি দ্রুতগতি চরণ চালনে॥
ভক্তগত-প্রাণ ভক্ত-প্রিয় ভগবান্।
অতি প্রিয় নরেন্দ্রের মুখে দিতে যান॥
প্রভুর অদ্ভূতপূর্ব্ব ভাব দরশনে।
ভক্তেন্দ্র নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন মনে॥
মুখে মিষ্টি দেওয়া নয়, কেবল ছলনা।
উন্মত্ত শ্রীপ্রভু, দন্তে দংশন বাসনা॥
মিষ্টি হাতে অগ্রসর যত প্রভু হন।
পশ্চাতে নরেন্দ্র তত করে পলায়ন॥
লীলার রহস্য কিবা দেখ নর-কায়।
অঙ্গ-অংশ নিত্যসিদ্ধ মায়া তবু তাঁয়॥
কেন তাঁয় মায়া-ঘোর, মুক্ত যেই জন।
জিজ্ঞাসা করিতে কথা পার তুমি মন॥
উত্তরে তাহার মোর এইমাত্র বলা।
মায়া না থাকিলে সঙ্গে নাহি হয় খেলা॥
মুক্তাত্মা মায়ার মুগ্ধ তাহার উপমা।
বসনে নয়ন বাঁধা শিশু যেন কাণা॥
চিনিতে না দেয় মায়া মাত্র আবরণ।
সেই হেতু ভক্তে রহে মায়ার বন্ধন॥

চিনিলে না হয় লীলা খেলা ভেঙ্গে যায়।
লীলা ঠিক যাত্রা করা মায়া-বেশ গায় ॥
যত ক্ষণ চলে যাত্রা সাজ বেশ থাকে।
আজ্ঞাকারী অধিকারী না ছাড়েন তাঁকে॥
বেশহীন সবে, যবে যাত্রা সমাপন।
না রহে আসরে যায় যার যথা মন ॥
তেন বিমোহিত না থাকিলে ভক্তচয়।
লীলার আসরে খেলা কখন না হয় ॥
একমাত্র লীলা-শক্তি লীলার কারণ।
তণ্ডুলে না হয় গাছ ধান প্রয়োজন ॥
হেন শক্তি মিথ্যা নয়, নয় ভ্রান্তি ভুল।
একভাবে ব্রহ্ম সূক্ষ্ম, লীলাভাবে স্থূল ॥
স্থূল বিনা সূক্ষ্মে দৃষ্টি না হয় কখন।
বদন দর্শনোপায় যেমন দর্পণ ॥
মায়া ল'য়ে লীলা খেলা ভক্ত ভগবানে।
উপলব্ধি হয় লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥
নিত্য যেন তেন লীলা না হয় প্রকাশ।
কলমে কালিতে খুলে কেবল আভাস ॥
গ্রন্থের মধ্যেতে লীলা ফুটে কি রকম।
মেঘ-অন্তরালে যেন রবির কিরণ ॥
দ্বিতীয় যদিও মায়া ভক্তের ভিতরে।
অনিষ্ট না হয়, মায়া রক্ষা করে তাঁরে ॥
বদ্ধজীবে করে নষ্ট হানে তার প্রাণ।
প্রভুর দৃষ্টান্তে শুন তাহার প্রমাণ ॥
মায়া বিড়ালীর জাতি একই দশন।
মূষিকে ধরিলে পরে বিনাশে জীবন ॥
সেই দন্তে পুনশ্চ হইলে আবশ্যক।
ধরিয়া লইয়া যায় আপন শাবক ॥
অতি নিরাপদ স্থানে মমতানুরাগে।
গলায় দাঁতের দাগ আদতে না লাগে ॥
ভক্তদেরে মাতা মায়া সম্পর্ক এমন।
যাঁরা আছে তাঁরা আছে না হয় নূতন ॥
জীবের উদ্ধারে জীব শিক্ষার কারণে।
রাখেন বিবিধ বেশে নানাবিধ স্থানে ॥

মায়ার বাৎসল্য বড় ভক্তের উপর।
ক্রমশঃ লইয়া যায় আপনার ঘর ॥
জীবের গন্তব্য ভক্ত যান যেই দিগে।
উতরিতে হরিপুর কষ্ট নাহি লাগে ॥
দেখাইয়া পথ জীবে করিতে উদ্ধার।
ভক্ত ল'য়ে ভগবান্ হন অবতার ॥
হরিপুরে যাইবারে যার হবে মন।
পন্থা হেতু করিবেন লীলা অন্বেষণ ॥
নানা পথ দেখাইলা প্রভু অবতারে।
নানান ভাবের ভক্ত আনিয়া আসরে ॥
এক এক প্রভু-ভক্ত প্রকটিত রবি।
প্রত্যেক ভাবের প্রতি মূর্ত্তিমান্ ছবি॥
অনন্ত ভাবের ভাবী প্রভু ভাবাকর ॥
খেলিছেন কাল মত সাজায়ে আসর ॥
নানা সেতু কৈলা ভব-নদীর উপরে।
বিবিধ জীবের জন্য পারে যাইবারে ॥
নৈয়ায়িক হয় যদি টোলের পণ্ডিত।
যত ছাত্র সকলেই ন্যায়-শাস্ত্রবিৎ।
অপর শাস্ত্রের শিক্ষা সেখানে না মিলে ॥
সেরূপ ধরণ নহে শ্রীপ্রভুর টোলে ॥
এক এক মত পথ যত আছে জানা।
এক এক ছাঁচে গড়া প্রতিভক্ত জনা ॥
বিশেষতঃ বলীয়ান্ দীপ্তিমান্ বেশী।
কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগে যাঁহারা সন্ন্যাসী ॥
তাঁদের গন্তব্য পথে গন্তব্য সবার।
শুন লীলা-গীতি ভক্তি-জ্ঞানের ভাণ্ডার ॥
প্রভুভক্ত যে সকল সংসারীর বেশে।
প্রভুর প্রসাদে তাঁরা ন্যূন নন কিসে ॥
তবে কি না সংসারেতে আছে কাদা ঘাঁটা।
কামিনী ও কাঞ্চনের আসক্তির লেঠা ॥
ঘাঁটিয়া কর্দ্দম পরে ধৌত করা বিধি।
মঙ্গল, কর্দ্দম গায়ে নাহি লাগে যদি ॥
ত্যাগ বিনা জ্ঞান ভক্তি হইবার নয়।
তাই ত্যাগীর পথে প্রাধান্য নিশ্চয় ॥

প্রভু অবতারে তাঁর উদ্দেশ্য কেবল।
যাহাতে জগতে হয় সবার মঙ্গল॥
শ্রীকর-কমলে গড়া যত ভক্ত তাঁর।
তাঁদের দৃষ্টান্তে হবে জীবের উদ্ধার॥
পরে পরে পরিচয় পাবে তুমি মন।
আরম্ভ কেবল এই ভক্ত-সংযোটন॥
কোন্ ভক্ত ছিল কোথা কিবা অবস্থায়।
গৃহী কি সন্ন্যাসী ত্যাগী প্রভুর ইচ্ছায়॥
প্রভুদেব কোন্ পথে ল'য়ে যান কারে।
অবধান কর মন ভক্তিসহকারে॥

নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরেন্দ্র নিজের প্রভুর।
বিবেকী বিরাগী ত্যাগী সন্ন্যাসী ঠাকুর॥
প্রভুর নিকটে বার বার হয় আসা।
প্রভুর উপরে ক্রমে পড়ে ভালবাসা।
আনাগণা প্রেমে, নহে অপর কারণে।
ধর্ম্ম-শিক্ষা কিংবা কোন উদ্দেশ্য-সাধনে॥
ঈশ্বরীয় কথা যদি কন ভগবান্।
নরেন্দ্র তাহাতে বড় নাহি দেন কান॥
এক দিন প্রভুদেব করিলা জিজ্ঞাসা।
না শুনিবে তত্ত্ব যদি, কিবা হেতু আসা॥
উত্তর করিলা তাঁরে প্রেমিক সন্ন্যাসী।
ভালবাসি সেই হেতু দেখিবারে আসি॥
যেমন পশিল কানে প্রেম-মাখা বাণী।
প্রেমেতে প্রফুল্ল মুখ শরদিন্দু জিনি॥
বেড়িয়া শ্রীকরদ্বয় করি আলিঙ্গন।
মহাভাবে প্রভুদেব হইলা মগন॥
যেবা করিয়াছে সেই ছবি দরশন।
বুঝিয়াছে দুই জনে নৈকট্য কেমন॥
সাকার সম্বন্ধে প্রভু কন নিরবধি।
নরেন্দ্র তাহাতে হন ততই বিরোধী॥
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অখিল-ঈশ্বর।
অতি তুচ্ছ পঞ্চভূত খাঁচার ভিতর॥
কখন সম্ভব নয়, হইতে না পারে।
মানুষে ঈশ্বরজ্ঞান বলহীনে করে॥
কিঞ্চিৎ শকতি যদি কেহ দেখে কার।
সামান্য বুদ্ধিতে তাঁরে কহে অবতার॥
কৃষ্ণ রাম গৌরাঙ্গাদি ভগবান্ নন।
তর্কেতে করেন নিজ পক্ষ-সমর্থন॥
দুগ্ধপোষ্য শিশু সঙ্গে পিতা যে প্রকারে।
হইয়া শিশুর শিশু মল্লযুদ্ধ করে॥
পরাজিত পরাভূত পতিত ধরায়।
রঙ্গ হেতু হন পিতা আপন ইচ্ছায়॥
ঈশ্বর-প্রসঙ্গে তেন হয় দুই জনে।
হারিয়া আনন্দ বড় শ্রীপ্রভুর মনে॥
প্রভুদেবে বলেন নরেন্দ্র নরবর।
ঘটী বাটী আপনার সকলই ঈশ্বর॥
নিজ হস্ত নিজ বক্ষে করিয়া স্থাপন।
দেখাইয়া আপনারে প্রভুদেব কন॥
এ দেহের তত্ত্ব কিবা এখন না পাবে।
সময় হইলে পরে আপনি বুঝিবে॥

একদিন প্রভুদেব আপন মন্দিরে।
নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা আনন্দের ভরে॥
কি জানি কি বুঝিলেন প্রভু নারায়ণ।
আচম্বিতে পরিহরি নিজের আসন॥
পরশ করিয়া দিলা আপনার কর।
প্রিয় জন নরেন্দ্রের বক্ষের উপর॥
প্রভুর মহিমা-কথা কহা নাহি যায়।
বলিতে হইয়া ব্রতী পড়িয়াছি দায়॥
ভক্ত ল'য়ে কিবা লীলা করেন গোঁসাই।
তিল অণু কণার আভাস বোধে নাই॥
কথায় কেবল যাহা করিনু শ্রবণ।
যেমন আমার সাধ্য কহি শুন মন॥
শক্তিময় শ্রীপ্রভুর শ্রীকর পরশে।
নরেন্দ্র অবস্থান্তর দেখিছেন ব'সে॥
উপবিষ্ট যেই ঘরে দিয়াল তাহার।
ছাদাদি সহিত গেছে কিছু নাই আর,
একাকার চারিদিগে এক সত্তা ভাসে।
গুটিয়ে জগৎ যেন তার সঙ্গে মিশে

বাখানিয়া উপমায় বলিতে হইলে।
উর্ম্মিময়ী সৃষ্টি যেন ডুবিছে সলিলে॥
প্রলয়েতে হেন এই বিশ্ব চরাচর।
আদি-অন্ত-বিহীন বিরাট কলেবর॥
অনন্ত অনন্ত কোটি নহে গণনায়,
যাহাতে উদ্ভব যেন তাহাতে মিলায়॥
অথবা যেমন জাল পাতি সূত্রোদর।
পুনশ্চ গুটিয়ে পূরে পেটের ভিতর॥
বিভীষণ প্রলয় ব্যাপার দরশনে।
ত্রাসিত নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল পরাণে॥
কাঁদিতে লাগিলা অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে।
ওগো ওগো মা বাপ আমার আছে ঘরে॥
কাতর দেখিয়া তাঁরে প্রভু নারায়ণ।
শান্ত করিলেন পুনঃ করি পরশন॥
দেবেশ-বাঞ্ছিত-দরশন সমুদায়।
প্রভুর প্রসাদে ভক্তে অবহেলে পায়॥
এমন ভক্তের পদে রাখি রতি মতি।
মন দিয়া শুন মন রামকৃষ্ণ পুঁথি॥

নানা ভক্তের সঙ্গে নানা খেলা।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

নরাকারে বদ্ধজীব নামে জানা যারা।
অতি হতভাগ্য প্রাণী রতি মতি-হারা।
পাশজালে বিজড়িত নাহিক নিস্তার।
নিকটে ধীবর কাল করিতে সংহার॥
ভীষণ নরককুণ্ডে পরিণামে ঠাঁই,
কারাদণ্ড দীর্ঘকাল যুগে আঁটে নাই॥
জগৎ-গোঁসাই মোর করুণাসাগর।
উদ্ধারিতে হেন জীবে ধরি কলেবর॥
লয়ে রামকৃষ্ণ নাম হই অবতরি।
কেমনে হইলা কূলহীনের কাণ্ডারী॥
বিচিত্র মহিমাকথা শুনে তাপ হরে।
এক মনে শুন মন ভক্তি সহকারে॥
ভক্ত-সংঘোটন কাণ্ডে দেখহ প্রমাণ।
পতিতপাবন বেশে রামকৃষ্ণ নাম॥
যুটিতেছে যত ভক্ত শ্রীপ্রভুর স্থানে।
একমাত্র হেতু নাম মাহাত্ম্যের গুণে॥
একবার শ্রবণে পশিলে পরে নাম।
আপাদ-মস্তকে জোরে ধরে এক টান॥
অচল অপেক্ষা গুরু তনু অভিমানে।
ভাসায় তাহায় যেন তৃণেরে তুফানে॥
আহার বিরাম নাই চলে নিরন্তর।
করুণানিদান যথা প্রেমের সাগর॥
নামে ভক্ত যুটাইয়া প্রভু গুণধাম।
জীবের উদ্ধারে দিলা রামকৃষ্ণ নাম॥

চারি বর্ণ চারি বেদ নামের শরণ।
লইলে অচিরে হয় তম বিমোচন॥
আত্মজ্ঞান-সমন্বিত চৈতন্য সঞ্চার।
জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষ নাহিক বিচার॥
সাধ-পণে মিলে নাম, কড়ি নাহি লাগে।
বারেক লইয়া দেখ ভক্তি অনুরাগে॥
প্রভু অবতারে নব খেলিবার রীতি।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রেমের মূরতি॥
ভাঙ্গা গড়া কোন ধর্ম্মে কিছু না করিয়া।
নূতন করিলা খেলা সব সংরক্ষিয়া॥
ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ বিদ্বেষ চিরকাল।
মিটিল প্রভুর প্রেমে সে সব জঞ্জাল॥
বিশ্বব্যাপী শ্রীপ্রভুর প্রেমের জোয়ারে।
ভাসিল সকলে, কলি ডুবিল পাথারে॥
নানা জাতি নানা ধর্ম্মে একত্রে মিলন।
প্রেমে করিলেন প্রভু তাহার পত্তন॥
ভেদাভেদ জাতি ধর্ম্মে উত্তমে অধমে।
পুরুষে স্ত্রীলোকে কিবা চণ্ডালে ব্রাহ্মণে॥
ধনাঢ্যে নির্ধনে কিবা ধীরে নিরক্ষরে।
ধার্ম্মিকাধার্ম্মিকে কিবা ব্যাধে তপাচারে॥
দূরীভূত এইবারে প্রেমে শ্রীপ্রভুর।
একা কারও নন তিনি সবার ঠাকুর॥
গগনের চাঁদা মামা সবে পায় আলো।
কাহারও নহেন মন্দ, সকলের ভাল॥
সব ধর্ম্মে সব মতে সাধনা করিয়া।
ধর্ম্মমাত্রে সত্য প্রভু দিলা দেখাইয়া॥
প্রভুর নিকটে ধর্ম্ম সকল সমান।
সকল ধর্ম্মের মতে তাঁর অধিষ্ঠান॥
যত ধর্ম্ম দেহ তাঁর, ভাব যত রূপ।
সকলের মধ্যে তিনি প্রাণের স্বরূপ॥
রামকৃষ্ণ-পন্থা যাহা সমষ্টি সবার।
সকল জাতির তাহে সম অধিকার॥
এক ঠাঁই সকলের করি সংমিলন।
হইল প্রভুর নাম বিবাদ-ভঞ্জন॥

রামকৃষ্ণ পূজায় সেবায় আরাধনে।
অধিকারী আপামর চণ্ডাল ব্রাহ্মণে॥
ঘটে কিবা পটে করি প্রভুর স্থাপনা।
ভক্তি সহকারে যে করিবে আরাধনা॥
যথাসাধ্য ভোজ্য যদি ভাল নাহি যুটে।
ধরিলে সম্মুখে খুদ তাও তাঁর মিঠে॥
চন্দনে মাখিয়া ফুল হোক যে রকম।
যে দিবে অঞ্জলি পায় করিয়া যতন॥
যদি নাহি রহে মন্ত্র ছন্দে বাঁধা স্তুতি
নাহি হয় অঙ্গহীন নাহি কোন ক্ষতি॥
স্ত্রীলোক পুরুষ হোক যেন অবস্থার।
যবন ম্লেচ্ছ হিন্দু নাহিক বিচার॥
শুচি কি অশুচি হোক অবস্থা-বিশেষে।
পূজায় সেবায় দোষ নাহি হয় কিসে॥
সমভাবে অধিকারী হয় সর্ব্বজনা।
রজস্বলা স্ত্রীলোকের তিন দিন মানা॥
দীনের ঠাকুর প্রভু পতিত-পাবন।
ত্রুটি-দোষ নাহি সাধ্য যাহার যেমন॥
এ সবে অক্ষম যেবা শরীরে দুর্ব্বল।
নাম ল'য়ে ফেলে যদি দুনয়নে জল॥
তখনি হইবে ধন্য তিল নহে দেরি।
দীনবন্ধু প্রভুদেব দীনের কাণ্ডারী॥
অধিকারী পূজায় সেবায় করিবারে।
অগণ্য উপায় দিলা জীবের উদ্ধারে॥
ভক্তিসহকারে লয়ে নামের শরণ।
যে পথে যে কাজে যেবা করিবে গমন॥
সেই পথ সেই কাজ পন্থা সেবা তাঁর।
সহজ এতই পথ প্রভু ভজিবার॥
দয়াময় রামকৃষ্ণ নামের প্রতাপে।
পাপপুরে বাস তবু না ছুঁইবে পাপে॥
লইলে শরণ পদে শ্রীপ্রভুর রীতি।
শরণাপন্নের হন তখনি সারথি॥
ইন্দ্রিয়াদি যত অশ্ব মুখের লাগাম।
শ্রীকরে ধরিয়া রথ শরীর চালান॥

জীবে না জানিতে পারে কোথা যায় রথ।
কিন্তু যেই পথে যায় সেই তার পথ॥
অবিদ্যা-প্রবল কাল, জীব পাপমতি।
সরলে লইলে নাম অবহেলে গতি॥
জগৎ ভাসান প্রেমে প্রভু অবতার।
সকলে পাইবে প্রেম কৃপায় তাঁহার॥
আজ নহে কাল, নয় দুই দিন পরে।
লইবে সকলে নাম শ্রীনামের জোরে॥
ভক্তিভাবে আরাধিবে প্রভুরে আমার।
রামকৃষ্ণ অবতারে সব একাকার॥
একাকার ভক্তিগত জাতিগত নয়।
ধর্ম্মপন্থা ভিন্ন ভিন্ন, ভাবে সমন্বয়॥
এইখানে এক কথা শুন বলি মন।
কোন্ পূজা শ্রীপ্রভুর মনের মতন।
কেমন ধরণ কিবা প্রয়োজন তায়।
সন্তুষ্ট যাহাতে প্রভু রামকৃষ্ণরায়॥
প্রতীষ্ঠা করিয়া তাঁরে হৃদয়ের মাঝে।
বিবেক বিরাগ দ্বয় ঝাঁঝ ঘণ্টা বাজে॥
বিশুদ্ধ জ্ঞানের বাতি মনের ভিতর।
ধূপ ধূনা আত্মসুখ জ্বলে নিরন্তর॥
সৌরভ সুগন্ধ যদি মন্দিরে ছুটায়।
অনুকূল অনুরাগ বাজনের বায়॥
দয়া ধর্ম্ম দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ অতুল।
চরণযুগলে হয় অঞ্জলির ফুল॥
মাখামাখি ভক্তিরসে চন্দনের প্রায়।
ঘন ক্ষীর প্রেম যদি নৈবেদ্য থালায়॥
স্তুতি মন্ত্র চারিবর্ণ রামকৃষ্ণ নাম।
কায়-মনো-বাক্যে যদি রটে অবিরাম॥
দীন দুঃখী সুবিনীত ধরিয়া প্রকৃতি।
যেই পথে প্রভুদেব অখিলের পতি॥
জীবের শিক্ষার হেতু হৈলা আগুসার।
সে পথে গমন হয় উচ্চ পূজা তাঁর॥
গুরুহারা কাল এবে ঘোর অন্ধকার।
সকলে কাঙ্গালী ধন জন প্রতিষ্ঠার॥
বলিতেন দয়ানিধি, মানুষনিকর।
ঘোর তমাচ্ছন্ন কূপে ডুবে নিরন্তর।
কামিনী-কাঞ্চনে মন তুষ্ট একবারে।
কি গুরু, কি হেতু গুরু বোধ নাহি শিরে॥
হইল না ধন পুত্র, বিষাদে ইহার।
ঘটী ঘটী আঁখি-বারি ফেলে বার বার॥
কিন্তু পরা-সখা গুরু বিপদের বন্ধু।
তাঁহার অভাবে নাহি ঝরে এক বিন্দু॥
সখের সাজান ধরা মনোহর স্থান।
গুরুভক্তিহীনে যেন শ্মশান সমান॥
লীলা-প্রিয় ভগবান পতিত-ভরসা।
একশেষ ধরণীর দেখিয়া দুর্দ্দশা॥
নর-দেহ ধরি আসা দ্রবিয়া দয়ায়।
জীবে দিতে গুরু-তত্ত্ব ত্রাণের উপায়॥
লীলা-নিধি মথিয়া করহ প্রণিধান।
বিশ্ব-গুরু-বেশে এবে প্রভু ভগবান্॥
সার্ব্বভৌম ভাব-কান্তি অঙ্গে করে খেলা।
নিবারিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদের জ্বালা॥
সার্ব্বভৌমভাবে হয় সব একাকার।
ভবের হাটেতে খুলে প্রেমের বাজার॥
জগৎ ডুবান এই ভাব সুবিশাল।
বিধি বিষ্ণু মহেশ যা না পায় লাগাল॥
রাম কি রমেশে কিবা দয়াল গোরায়।
তেজঃপুঞ্জ কলেবর ঈশা কি মুষায়॥
কভু না ফুটিল যাহা অবতারকালে।
এবে প্রভু রামকৃষ্ণে পূর্ণভাবে খেলে॥
কোন্ অবতারে ভাব এমন সুন্দর।
সব ধর্ম্মে সব মতে সমান আদর॥
রামে,শ্যামে,জেকে জনে রোহিমে খলিলে।
সমান যতনে সমভাবে এক কোলে॥
এই সার্ব্বভৌম ভাব, ভাবের বারতা।
নানা ফুলে ফুল-হার এক সূত্রে গাঁথা॥
দ্বেষ-হিংসা-দ্বন্দ্ব-হীন প্রাণের আরাম।
এই বিশ্ব-জনীন ধরম যার নাম॥

এই বিশ্বব্যাপী ভাব শিক্ষা দিতে জীবে।
বিশ্বগুরু বিনা অন্যে কভু না সম্ভবে॥
কার সাধ্য দেখাইতে পারে এই পট।
সুশীতল বট-ছায়া দেয় একা বট॥
সুবিশাল সার্ব্বভৌম শ্রীপ্রভুর মত।
নিশ্চয় অবশ্য কালে হবে বলবৎ॥
কলির কলুষ তমঃ ধ্রুব হবে দূর।
জীবে পাবে গুরু-তত্ত্ব কৃপায় প্রভুর॥
তাহার অমর বীজ করিতে রোপণ।
রামকৃষ্ণ অবতার বিবাদ-ভঞ্জন॥
আস্বাদ পাইয়া পরে সে তত্ত্বের তার।
গুরুত্বে বরিবে সবে প্রভুরে আমার॥
জীবের ভরসা আশা প্রভু ভগবান্।
শ্রীবচনে শুন মন তাহার প্রমাণ॥
ভাবাবেশে বলিতেন অখিলের রাজা।
ক্রমে পরে ঘরে ঘরে হবে মোর পূজা॥
অকাট্য প্রভুর বাক্য মহাশক্তিমান্।
পশ্চাতে ফুটিয়া হবে ছবি মূর্ত্তিমান্॥
স্রোত আছে তাই নদী স্রোতস্বিনী নাম।
বরষায় বেগে ভরা সিন্ধু-মুখে টান॥
অকূল পাথার সিন্ধু অপার সলিলে।
যত আসে দেয় স্থান আপনার কোলে॥
অটল অচল ভাবে নাহি হেলাদোলা।
ধরণীর তলে যেন প্রকৃতির মেলা॥
কিন্তু শ্রীপ্রভুর ভাবে হবে এত টান।
জলধিও নাহি পাবে তাহাতে এড়ান॥
গোউরের লীলা নহে খেলা নদীয়ায়।
জোর ডুবে শান্তিপুর নোদে ভেসে যায়॥
বঙ্গ থেকে নীলাচলে কিছু কিছু টান।
এইবারে অবতার প্রভু ভগবান্॥
প্রবল তুফান বেগ প্রলয়ের পারা।
উলট পালট খাবে সসাগরা ধরা॥
নিরক্ষর বেশে আসা তাহার কারণ।
বিস্তার করিতে গর্ব্ব খর্ব্ব বিলক্ষণ॥
বিদ্যানিধি বিদ্যার সাগর যে যেখানে।
হইবে শরণাপন্ন প্রভুর চরণে॥
শ্রীপ্রভুর মহিমার পাইয়া আস্বাদ।
ঘুচিবে বিদ্যার মদ অবিদ্যার গাদ॥
জগৎ-ভাসান তাঁর প্রেমের প্রভাবে।
ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বেষ হিংসা সকল ঘুচিবে॥
জেতা জিতে দোঁহে মিলে এক গৃহে বাস।
পরস্পর প্রণয়েতে প্রেমের সম্ভাষ॥
বাঘেতে বলদে খারে এক ঘাটে জল।
সাগরান্ত দেশ হবে স্বদেশ অঞ্চল॥
এই যে প্রেমের ভাব কল্পনার পার।
জীবের বুদ্ধিতে কিসে হইবে সঞ্চার॥
তত্ত্বান্বেষী শ্রীকেশব ব্রাহ্ম মতিমান।
তাঁহার চরণে করি অসংখ্য প্রণাম॥
প্রিয়জন শ্রীপ্রভুর তাঁহার কৃপায়।
লীলা-তত্ত্বাভাস মাত্র দেখিবারে পায়॥
কতটুকু দরশন তাহার উপমা।
অরুণ উদয়ে যেন সূর্য্যোদয় জানা॥
আভাসেই মত্তচিত কেশব সজ্জন।
ভিতরে প্রবেশ নাহি করি বিলক্ষণ॥
নূতন ধর্ম্মের এক শরীর নির্ম্মাণ।
সাজাইয়া দিল নববিধানের নাম॥
যে ধর্ম্মের যেই অংশ তাঁর মনোমত।
সৃজিত ধর্ম্মেতে তাহা কৈল সংযোজিত॥
কেমন নূতন ধর্ম্ম কেশবের গড়া।
ঠিক যেন বিবিধ কুসুমে বাঁধা তোড়া॥
নববিধানের কথা তোড়া তুলনায়।
সকল ধর্ম্মের কিছু কিছু আছে তায়॥
মহাভাব গৌরাঙ্গের প্রেমসমন্বিত।
কৃষ্ণের প্রকট জ্ঞান গীতায় কথিত॥
সহিষ্ণুতা ক্রাইষ্টের নির্ভরতা বল।
অপার করুণারাজি, ভাব সমুজ্জ্বল,
বাল্যভাব শ্রীপ্রভুর পরা যত্নে রাখা।
সন্তানের সমতুল্য মা বলিয়া-ডাকা॥

অন্ত অন্ত স্থানে যাহা বুঝিল সুন্দর।
লইল তাহার কিছু করিয়া আদর॥
আগাগোড়া দিয়া বাদ কণাংশ লইয়া।
নববিধানের দেহ দিল সাজাইয়া॥
নামে মাত্র দেহ, চক্ষে দেখা নাহি ঘটে।
আকাশকুসুম সম বস্তু নাই মোটে॥
যথাশক্তি বুঝি ধর্ম্ম বলিতে হইলে।
নববিধানের গাছে ফল নাই ফলে॥
ফল ফলা অসম্ভব, স্পষ্ট দেখা যায়।
তোড়াতে ফুলের খেলা গাছ কোথা তায়॥
পরম সুন্দর তোড়া দেখায় সম্প্রতি।
মলিন কুসুম-দল পুহাইলে রাতি॥
কল্পনাতে ঝুলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কল্পনার।
বিশেষ বলিতে নহে মম অধিকার॥
অভিনয়ে নব ধর্ম্ম প্রচারের শক্।
নববৃন্দাবন নামে রচিল নাটক॥
এ সময়ে একদিন প্রভুর সহিত।
প্রভু-প্রিয় শ্রীকেশব হইল মিলিত।
বদনে আনন্দছটা অন্তরে যেমন।
কেশবে কহেন প্রভু বিবাদ-ভঞ্জন॥
আসিয়াছে মম পাশে এক মতিমান্।
শৌর্য্যে বীর্য্যে পরাক্রমে কেশরী সমান॥
বিবেকী বিরাগী ত্যাগী জ্ঞানের মূরতি।
বিশাল আধারে ধরে অপার শকতি॥
সমুজ্জল আঁখি-ভাতি তাহার প্রমাণ।
নয়ন-পিরীতি অতি প্রফুল্ল বয়ান॥
নরেন্দ্র তাহার নাম বসতি সহরে।
এক দিন দেখাইব নিশ্চয় তোমারে॥
একটি তোমার শক্তি, প্রভাবে যাহার।
স্বদেশে বিদেশে এত প্রশংসা প্রচার॥
ধনী মানী গুণী মধ্যে উপার্জ্জিলে যশ।
নরেন্দ্রের হেন শক্তি আছে অষ্টাদশ॥
বালক এখন শক্তি অন্তরে নিহিত।
সময়ে সকল গুলি হবে বিকশিত॥
ধরণী ধরিয়া দিলে এক প্রান্তে নাড়া।
কম্পিত অপর প্রান্ত সবে পাবে সাড়া॥
সুন্দর সুশ্রাব্য সুর কণ্ঠের দুয়ারে।
শুনিলে শ্রবণ মুগ্ধ, মন প্রাণ হরে॥
সমাজ-মন্দিরে তব প্রার্থনার স্থানে।
লইয়া রাখিলে পাবে পরানন্দ প্রাণে॥
যথা আজ্ঞা শ্রীপ্রভুর করি শিরোধার্য্য।
নরেন্দ্রে লইয়া যান কেশব আচার্য্য॥
মধুর সঙ্গীতে হয় মুগ্ধ যত জন।
ব্রাহ্মদের সঙ্গে খুব হইল মিলন॥
এখন প্রভুর কাছে শুনহ কাহিনী।
দিবারাতি হয় বহু লোকের মেলানি॥
বিশেষতঃ রবিবারে নহে গণনায়।
ঈশ্বরীয় তত্ত্ব-কথা শুনিবারে যায়॥
প্রভুর কহিমা-কথা না যায় বর্ণন।
করেন বিবিধ খেলা ল'য়ে লোক জন॥
জ্ঞান ভক্তিপূর্ণ উক্তি হিত উপদেশ।
প্রমত্ত হইয়া কন প্রভু পরমেশ॥
যে কথা শুনিতে যার ইচ্ছা হয় ঘটে।
শ্রীবদনে আপনিই সেই কথা ফুটে॥
জিজ্ঞাসা করিতে কারে কখন না হয়।
মহাসুখে শুনে লোকে হইয়া বিস্ময়॥
নানান শ্রেণীর লোক নানা ভাব সহ।
সকলেই পায় প্রীতি, বাদ নাহি কেহ॥
নানাভাবে নানা ভাব করেন প্রকাশ।
যাহাতে সকলে পায় অপার উল্লাস॥
কখন কাহারে আজ্ঞা গাইবারে গান।
শুনিয়া সমাধিগত প্রভু ভগবান্॥
কখন গাইয়া গীত শ্রীপ্রভু আপনি।
মত্তভাবে নৃত্য হয় কতই না জানি।
কখন রহস্য-কথা হয় হেন চোটে।
যে শুনে হাসিয়া তার পেট যায় ফেটে॥
শ্রীপ্রভু এমন সুরসিক চূড়ামণি।
নিরসে আসিত রস রস-ভাষ শুনি॥

তত্ত্বালাপে ভক্তে ভক্তে বাদ প্রতিবাদ।
কখন হইত তাঁর শুনিবার সাধ॥
দুই পক্ষে ঘোর তর্ক রুসিয়া গর্জ্জিয়া।
নিরপেক্ষ প্রভুদেব দেখেন বসিয়া॥
মৃদুমন্দ অধরে সুহাসি সুশোভন।
রঙ্গসহ উত্তেজনা যুদ্ধ হুতাশন॥
কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত ধীর যেন দেখে॥
জিজ্ঞাসা পড়ায় মত্ত পড়ুয়া বালকে॥
শ্রীপদ প্রাপ্তির আশে যাহার গমন।
ভাবাবেশে হয় তাঁয় চরণ অর্পণ॥
কোন আশে আসা নয় হেন দেখা যায়।
কেহ বা পাইল কৃপা প্রভুর কৃপায়॥
সকলের সুবিদিত পুরী রম্য স্থান।
গঙ্গাকূলে বরাবর ফুলের বাগান॥
সুন্দর বাঁধান ঘাটে চাঁদনিয়া থাসা।
শ্যামা-বাটী পঞ্চবটী আঁখির লালসা॥
গঙ্গাতটে হেন পুরী নাহি কোন স্থানে।
শুনিলে নিশ্চয় সাধ হয় দরশনে॥
রবিবারে বিশেষতঃ ভ্রমণ কারণ।
নবীন যুবক কত করে আগমন॥
তার মধ্যে বিশেষ যুবক কোন জনে,
শ্রীপ্রভু ডাকিয়া তারে যান সংগোপনে॥
শ্যামা যথা শ্রীমন্দিরে করেন বিহার,
অবহেলে দেন খুলে ভক্তির ভাণ্ডার॥
কি ভাবে কাহারে কৃপা করেন কখন।
কি আছে শকতি করি নির্দ্দেশ কারণ॥
বালক-স্বভাব বটে শিশুবদাচার।
কিন্তু মনে বহে পূরা জ্ঞানের জুয়ার॥
ভগা দিয়া লয় বস্তু কার সাধ্য নাই।
শঠের উপরে শঠ শ্রীপ্রভু গোসাঁই॥
যেথানে সেথানে নহে কৃপা বিতরণ।
কাল পাত্র বুঝিবারে বুদ্ধি বিলক্ষণ॥
বলিতেন প্রভুদেব ভাবের আবেশে।
শেষ জন্ম যার সে আসিবে মম পাশে॥
তবে যারে তারে কৃপা তাও আছে তাঁর।
কখন কি ধাতে প্রভু বুঝা অতি ভার॥
কখন দয়ার বেগে এত মত্ততর।
দুনয়নে বারি-ধারা ঝরে নিরন্তর॥
অশান্তির একমাত্র কারণ কেবল।
কেমনে হইবে কিসে জীবের মঙ্গল॥
কখন বেষ্টিত প্রভু ভকতের দলে।
ভ্রাম্যমান গুণধাম জাহ্নবীর কূলে॥
পান্‌সি জাহাজ তরী যত জল-যান।
কলনাদী তটিনীর লহরী উজান॥
বিভিন্ন অবস্থাগত তরঙ্গের মালা।
অনুকূল প্রতিকূল বায়ু সনে খেলা॥
অগাধ সলিলে মাছ শুশুকনিচয়,
উঠে ডুবে করে রঙ্গ সময় সময়॥
সুনীল-গগন-বক্ষে জলদ-সঞ্চার,
কেহ গিরি-রূপ কেহ শিখর-আকার॥
অপরূপ নানা রূপ করিয়া ধারণ।
নিরাশ্রয়ে থয়ে করে রঙ্গে বিচরণ॥
প্রসবি বিবিধ বর্ণ রবি অস্তপ্রায়।
প্রতিভাতে মেঘ-জালে সুবর্ণ ফলায়॥
ছটায় হারায় কান্তিযুক্ত রত্ন মণি।
বর্ণহীন শূন্যাকাশ সুবর্ণের খণি॥
প্রতিবিম্ব তেসবার জাহ্নবীর জলে।
সোনার তরঙ্গমালা খেলায় সলিলে॥
তটস্থিত হর্ম্ম্যরাজি অস্তপ্রায় রবি।
যতনে সাদরে গঙ্গা হৃদে ধরে ছবি॥
যথা প্রভু তিন ধারে কুসুমের বন।
পত্রে ফুলে কলিকায় অতি সুশোভন॥
আঁধার-বাসনা-নিশি আগত দেখিয়া।
অতুল কুসুমকুল উঠিল ফুটিয়া॥
সৌরভ সুগন্ধ যত গন্ধবহ বয়।
যুটে মত্তে যূথে যূথে মধুপনিচয়।
মধুপানে অলিগণে উন্মত্তের প্রায়।
অবশে ঢলিয়া পড়ে কলিকার গায়।

পবন-চালনে পত্র দুলে নিরন্তর।
অলিদল যথা ফুল্ল ফুলের উপর॥
হিংসা-দ্বেষ-পরবশ হইয়া যেমন।
খেদাইতে অলিযূথে করে আক্রমণ॥
দিনমানে করি রাজ্য প্রচণ্ড প্রভায়।
ক্লান্তকায় দিনমণি চলিল শয্যায়॥
দেখিয়া সুধাংশু মুখ উকি দিয়া তুলে।
ভয়ে যেন ছিল ঢাকা মেঘের আড়ালে॥
সঙ্গে ল'য়ে আপনার ক্ষীণতর বল।
মন্দভাতি হীন-জ্যোতিঃ তারকার দল॥
পাখী সব কলরব চারি দিকে করে।
কেহ শূন্যে কেহ বা শাখায় কেহ নীড়ে॥
এই সব স্বভাবের পট দেখাইয়া।
শ্রীপ্রভু দুর্বোধা তত্ত্ব দেন বুঝাইয়া॥
সরল মধুরবাক্যে প্রত্যক্ষ উপমা।
শুনিয়া দেখিয়া যেবা অতি মূর্খ কাণা॥
সহজে বুঝিয়া যায় জলের সমান।
যোগে তপে যাহা নাহি হয় প্রণিধান॥
কখন লইয়া লুচি মিষ্টান্ন আপনে।
ডাকিতেন শিবানী বলিয়া শ্রীবদনে॥
মধুর প্রভুর স্বর শুনে কুতূহলী।
নিকটে আসিত ছুটে শৃগাল-শৃগালী॥
অতি বৃদ্ধ কুকুর আছিল এক তাঁর।
দিতেন প্রসাদ নিত্য করিতে আহার॥
কভু কোন সমাগত বালকে লইয়া।
খেলিতেন শিশুসম উলঙ্গ হইয়া॥
অতিশয় আর্ত্তভাবে কহেন কখন।
ক্ষুধায় আকুল কিছু করিব ভোজন॥
অভাব কিছুই নাই নানা নিধি ঘরে।
যোগান ভকতবর্গ ভক্তিসহকারে॥
অতি অল্প ভোজন করেন গুণমণি।
দুই অঙ্গুলির অগ্রে ধরে যতখানি॥
এবে তাঁর আপ্তগণ সেবার কারণে।
শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে রহে রেতে দিনে॥
নূতন কেহই নন যাঁরা চিরকাল।
সেবক হরিশ, লাটু, প্রাণের রাখাল॥
দাস্যভাব নহে তাঁর রাখালের সনে।
সুন্দর সম্পর্ক পরস্পর দুই জনে॥
প্রভুর গোপাল তাঁরে কতই আদর।
বসাইয়া আপনার কোলের উপর॥
আচার ব্যাভার দুঁহে হয় কি রকম।
কহি দুই এক কথা শুন শুন মন॥
রাখাল করিলে সেবা, প্রীতি নহে তাঁর।
প্রীতি অতি সেবিতে করিলে অস্বীকার॥
আছে শারীরিক কষ্ট সেবা আচরণে।
রাখালের কষ্টে তাঁর বাজ লাগে প্রাণে॥
রাখালের সঙ্গে প্রভু রঙ্গ করিবারে।
সহাস্য বদনে কন পান সাজিবারে॥
রাখালের উত্তর সাজিতে নাহি জানি।
ততই করেন জেদ প্রভু গুণমণি॥
এই ভাবরসাস্বাদ রাখালের সনে।
পালনে অতুষ্ট, তুষ্ট আজ্ঞা অপালনে॥
যেমন রাখালচন্দ্র তেন তাঁর দারা।
শ্রীমনমোহন মিত্র তাঁর সহোদরা॥
অতি ভক্তিমতী সতী মিত্রের জননী।
প্রভু ভক্ত যতগুলি নন্দন-নন্দিনী॥
দুর্লভ জগতে হেন ভক্ত পরিবার।
কিছুই অভাব নাই সোনার সংসার॥
একত্রেতে শ্রীপ্রভুর দরশন তরে।
এখন তখন আসে দক্ষিণসহরে॥
উপযুক্ত উপদেশ যাহার যেমন।
বিতরেণ প্রভুদেব ভক্ত-বিনোদন॥
নানান্ ভক্তের সঙ্গে নানাবিধ খেলা।
বিশেষিয়া সবিশেষ সাধ্য নহে বলা॥
বিদেশে ধরণী-ধামে আপনার জনে।
আনিয়া আপন সঙ্গে লীলার কারণে॥
রেখেছেন প্রভুদেব নানা অবস্থায়।
সাধারণ জীবসম মোহিয়া মায়ায়॥

ক্রমশঃ খুলেন ঠুলি লোচন-তমস্।
সম্ভোগিয়া মনোমত লীলারঙ্গরস ॥
সদ্গোপ প্রতাপচন্দ্র হাজরা উপাধি।
প্রভুর নিকটে এবে রহে নিরবধি ॥
প্রভুতে বিশ্বাস হৃদে নাহি এক তোলা।
উপেক্ষিয়া শ্রীবচন শুধু জপে মালা ॥
অবিশ্বাসী ইহার সমান আর নাই।
কত খেলা তাঁর সঙ্গে করেন গোঁসাই ॥
তপে জপে হাজরার একান্ত বাসনা।
লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড করি প্রভু দেন হানা ॥
করে লয়ে করমালা হাজরা যখন।
করে ইষ্ট-মন্ত্র-জপ মুদিয়া নয়ন ॥
ধীর-মন্দ পদ-ক্ষেপে নিকটে যাইয়া।
ছিনাইয়া মালা প্রভু যান পলাইয়া ॥
শ্রীমুখে সুন্দর হাসি মন-বিমোহন।
হাজরা পশ্চাতে ধায় মালার কারণ ॥
জপ তপ বারণ করেন গুণমণি।
অনর্থক, কেন? কার্য্য হইবে আপনি ॥
বিশ্বাস না হয় তাঁর প্রভুর কথায়।
জপে বসিলেন মালা ল'য়ে পুনরায় ॥
করুণানিদান হেন প্রভুর মতন।
বিশ্বমধ্যে কোথা কে করেছে দরশন ॥
সাধন ভজন বিনা দেন পরা ফল।
সকলের সার ইষ্ট-চরণকমল ॥
কৃপা কর প্রভুদেব তম বিমোচন।
যুগল চরণে যেন মগ্ন থাকে মন ॥
প্রভুর নিজের যারা শ্রীপ্রভুর দাস।
তাঁর রূপে তাঁর পদে অটল বিশ্বাস ॥
তাঁহাদের নাহি কোন সাধন ভজন।
প্রভুর কৃপায় পান প্রভুর চরণ ॥
সেবক হরিশচন্দ্র গঙ্গা-উপকূলে।
একদিন ধ্যানে মগ্ন পঞ্চবটতলে ॥
একবারে বাহ্যিক গিয়ানবিরহিত।
হেনকালে প্রভুদেব তথা উপস্থিত ॥
অধরে মধুর হাসি অতি সুশোভন।
জাগাইয়া বক্ষে করি কর পরশন ॥
অমিয় বরষি বাক্যে কহিলেন তাঁয়।
কার ধ্যান কর পঞ্চবটের তলায় ॥
আইস আমার সঙ্গে মন্দির-ভিতরে।
দিব মিঠা পাকা আম খাবে পেট ভ'রে ॥
সাধন ভজন কষ্টে কিবা প্রয়োজন।
হেলায় পাইবে নিধি মাণিক রতন ॥
অপার বিশ্বাস তাঁর প্রভুর কথায়।
হরিষে হরিশ শ্রীপ্রভুর পাছু ধায় ॥
হাজরার স্বতন্ত্র প্রকৃতি বুদ্ধি আন।
শ্রীবাক্য হৃদয়ে মোটে নাহি পায় স্থান ॥
হাজরার মনে মনে ইহাই ধারণা।
প্রভুর অপেক্ষা তিনি কর্ম্মী একজনা ॥
শৌর্য্যে বীর্য্যে গুণেতে অধিক শ্রেষ্ঠতর।
সেহেতু শ্রীবাক্যে নাহি উপজে আদর ॥
কল্পতরু প্রভুদেব তাঁহার নিকটে।
যার যেন ভাব তার সেই মত যুটে ॥
কামারহাটির সেই বৃদ্ধক ব্রাহ্মণী।
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি ॥
বালিকা-বিধবা করে গঙ্গাকূলে বাস।
প্রভুদেবে অদ্যাপিহ না হয় বিশ্বাস ॥
কৈবর্ত্তের যাজক শ্রীপ্রভু ভগবান্।
এই ছিল ব্রাহ্মণীর প্রকৃত গিয়ান ॥
সেই হেতু প্রভুদত্ত প্রসাদ লইয়া।
অন্যে লুকাইয়া দেন নিজে না খাইয়া ॥
জানিয়াও যেন প্রভু অজ্ঞাত বারতা।
শুন পরে কি হইল অপরূপ কথা ॥
সন্নিকটে গড়দা নামক এক গ্রাম।
গঙ্গাকূলস্থিত সুবিদিত জনস্থান ॥
বৈষ্ণব গোস্বামী বংশ করেন বসতি।
ভক্তিরাগে পূজে এক বিগ্রহ-মূরতি ॥
পরম সুঠাম শ্যামসুন্দর আখ্যায়।
নানান্ স্থানের লোক দরশনে যায় ॥

জাগ্রত বিগ্রহ অতি নয়ন-রঞ্জন।
এক দিন ব্রাহ্মণীর তথা আগমন ॥
তুষ্টচিত্তে পুরীমধ্যে বিগ্রহ দেখিলা।
বাহির প্রাঙ্গণে যবে আসেন ফিরিয়া ॥
দেখিলা বসিয়া তথা এক যোগিবর।
বদনে বিকাশে ভাতি অতি মনোহর ॥
কটাক্ষ করিয়া তেঁহ কহে ব্রাহ্মণীরে।
পাইলে প্রসাদ খাবে ভক্তি সহকারে ॥
পড়ে যদি কোন কথা হাজারের মাঝে।
জনশ্রুতি যার কথা তারে গিয়া বাজে ॥
শুনিয়া যোগীর কথা আশ্চর্য্য কাহিনী।
চমকিয়া উঠিলেন বৃদ্ধক ব্রাহ্মণী ॥
অমনি পড়িল মনে প্রভুর প্রসাদ।
অবহেলি হইয়াছে বড় পরমাদ ॥
উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি আইলা আবাসে
প্রভুর নিকটে ত্বরা আসিবার আশে ॥
প্রভুর কারণে ভোজ্য বাঁধিয়া পুঁটুলি।
প্রভু যথা উতরিল পায়ে ভরা ধূলি ॥
দেখা মাত্র প্রভুদেব কহিলেন তায়।
কিবা আনিয়াছ দেহ আতুর ক্ষুধায় ॥
উথলিল ব্রাহ্মণীর বাৎসল্যের রস।
পুঁটুলি খুলিতে নারে অঙ্গুলি অবশ ॥
ব্রাহ্মণীর মত ভাগ্য কোথা আছে কার।
মিষ্টান্ন লইয়া প্রভু করেন আহার ॥
সেই দিন হইতে শ্রীপ্রভু ভগবান্।
গোপালের মা বলিয়া থুইলেন নাম ॥
ভক্তমুখে শুনা বৃদ্ধা কৃষ্ণ-অবতারে।
ফল বিক্রি করিতেন গোকুলনগরে ॥
এক দিন নন্দালয়ে যশোমতী রাণী।
প্রাঙ্গণে বেড়ান লয়ে কাঁধে নিলমণি ॥
উপনীত বৃদ্ধা তথা হয় হেন কালে ॥
বজরায় ভরা ফল বহিয়া কাঁকালে ॥
ফল-লুব্ধ গোপাল কহেন যশোদারে।
ফল খাব ফল খাব কিনে দেহ মোরে ॥
এত শুনি নন্দরাণী কিনিবারে যায়।
কড়ি বিনিময়ে বুড়ী দিতে নাহি চায় ॥
হাত বাড়াইয়া বুড়ী কহিল গোপালে।
ফল দিব মা বলিয়া এস যদি কোলে ॥
তখনি বুড়ীর কোলে উঠিল গোপাল।
ভক্তপ্রিয় শিশুরূপ নন্দের দুলাল ॥
মহাভাগ্য-পুণ্যবতী মহানন্দ মনে।
পাকা পাকা দেয় ফল কৃষ্ণের বদনে ॥
ফলবেচা বুড়ী যেই গোকুলনগরে।
সেই এই ব্রাহ্মণী শ্রীপ্রভু অবতারে ॥
নানা খেলা করেন শ্রীপ্রভু তাঁর সনে।
একদিন ব্রাহ্মণীর বসতি যেখানে ॥
রন্ধনের কাজে বৃদ্ধা বিব্রত যখন।
হেনকালে প্রত্যক্ষ করেন নিরীক্ষণ ॥
শুষ্ক বৃক্ষ-পত্র-শাখা দেন কুড়াইয়া।
প্রভুদেব অল্প বয়ঃ বালক হইয়া ॥
কভু খেলা শিশুসম স্বভাব চঞ্চল।
ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণীর ধরিয়া আঁচল ॥
প্রভুর এতেক খেলা বুঝিয়া অন্তরে।
ব্রাহ্মণী প্রভুর কাছে আসে বারে বারে ॥
দেখিলেই ব্রাহ্মণীরে প্রভু-নারায়ণ।
বলিতেন কি এনেছ করিব ভোজন ॥
ব্রাহ্মণী মিষ্টান্ন দেন পরম সাদরে।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীপ্রভুর করে ॥
শ্রীপ্রভু বলেন পুনঃ আসিবে যখন।
মিষ্টির বদলে এন রাঁধিয়া ব্যঞ্জন ॥
শুনিয়া প্রভুর কথা মহাভাগ্য মানি।
আহ্লাদে গলিয়া বাসে ফিরিল ব্রাহ্মণী ॥
দুঃখিনী ব্রাহ্মণী নাই সন্তান সন্ততি।
নিকট আত্মীয় বন্ধু দেয় কড়িপাতি ॥
পরগৃহে স্থিতি, বাস জাহ্নবীর তটে।
যথাসাধ্য শাক পাতি আনিল আকুটে ॥
আপনে আপন ভাবে হইয়া মগন।
আঁখি-জলে পাকশালে ভাসে দুনয়ন ॥

শ্রীবয়ান সতত স্মরণ বারে বারে।
রাঁধিল ব্যঞ্জন অতি সোহাগের ভরে॥
যথারীতি পুঁটুলিতে করিয়া বন্ধন।
উতরিল যথা প্রভু ভক্ত-বিনোদন॥
ব্যঞ্জন খাইতে শ্রীপ্রভুর মন ভারি।
পুঁটুলি খুলিতে আর নাহি সয় দেরি॥
শ্রীবদনে ব্যঞ্জন লাগিল যেন সুধা।
শুদ্ধ মাত্র শাকে উচ্ছে আলু দিয়া রাঁধা
হেন ভক্তিমতী বিশ্বে কোথা বিদ্যমান।
ভক্তিতে করিল তিক্তে সুধার সমান॥
কার দ্রব্যে তুষ্ট রামকৃষ্ণদেবরায়।
বিচিত্র শ্রীলীলা তাঁর কহা নাহি যায়॥
খোট্টা মাড়োয়ারি জেতে মত্ত মহাজন।
বড় বাজারেতে গদি ত্রিতল ভবন॥
সাধু ভক্ত সন্ন্যাসীর সেবায় পিরীতি।
বংশপরম্পরা এই তাহাদের রীতি॥
শুনিয়া প্রভুর নাম আসে কত শত॥
সঙ্গে ল'য়ে মেয়া মিষ্টি বজরা পূর্ণিত॥
সুপক্ক কাবুলি ফল বেদানা আঙ্গুর।
বিষতুল্য লাগে তাহা নয়নে প্রভুর॥
ভোজনের কিবা কথা নহে পরশন।
আঁখির সম্মুখে রহে তাও নহে মন॥
কেহ বা কিনিয়া দ্রব্য যবন-দোকানে।
দেখিলে জনমে ঘৃণা অনাচারে আনে॥
তাও লাগে সুধাসম প্রভুর জিহ্বায়।
ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীর ব্যঞ্জনের প্রায়॥
কেহ ভারি কদাচারী যবন বিশেষ।
স্বধর্ম্ম তিয়াগী নাই ভকতির লেশ॥
ভক্তিহীন কৃপণ মমতা নাই মোটে।
শ্রীপ্রভু মাগিয়া খান তাহার নিকটে॥
দীনের অধিক তাঁর মাগিবার ধারা।
দেখিয়া শুনিয়া লীলা হয় বুদ্ধিহারা॥
দয়ার সাগরে ঘৃণা লজ্জা ভয় নাই।
জীবের মঙ্গলে সদা উন্মত্ত গোঁসাই॥

কলিতে যেমন জীব পাতকী পামর।
তেমতি শ্রীপ্রভুদেব কৃপার সাগর॥
শুনহ সুন্দর লীলা কর অবধান।
সহরের মধ্যে আছে নন্দনবাগান॥
ধনবান্ একজন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে মতি।
কাশীশ্বর মিত্র নামে তথায় বসতি॥
পরলোকে গেছে এবে নাহি ধরাধামে।
উত্তরাধিকারী সত্বে রাখি পুত্রগণে॥
একবার ব্রাহ্মোৎসব তাঁহার আগারে।
প্রভুর গমন হেতু নিমন্ত্রণ করে॥
গুণের সাগর মোর প্রভুদেবরায়।
ভাল ভাল বলিয়া দিলেন তাহে সায়॥
যা বলেন প্রভু তাহা অবশ্য পালন।
যথা দিনে সন্ধ্যাকালে হইল গমন॥
পরিপূর্ণ প্রার্থনার স্থান সমুদায়।
বেশ-ভুষা-মদ-মত্ত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকায়॥
যথা প্রথা উৎসব হইলে সমাপন।
ব্রাহ্মদের মহানন্দে চলিল ভোজন॥
কিবা কথা প্রভুদেব আরাধ্য সবার।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-পদ সেব্য কমলার॥
বিশ্বগুরু কল্পতরু বিধির বিধাতা।
মহাসুখে চারি মুখে বন্দে যাঁরে ধাতা॥
শমন কম্পিতকায় দুয়ারে প্রহরী।
করযোড়ে দেবগণ, কুবের ভাণ্ডারী॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সৃষ্টির কারণ।
সতত সতর্ক আজ্ঞা করিতে পালন॥
হেন দেব রামকৃষ্ণ প্রভু অবতার।
বহুভাগ্যে ভবনে, খবর নাহি তাঁর॥
দীনের ঠাকুর মোর পতিত-পাবন।
উপবিষ্ট এক পাশে দীনের মতন॥
কাঙ্গাল-উদ্ধার যেন কাঙ্গালের বাড়া।
অধরে অধর লগ্ন মুখে নাহি সাড়া॥
বসিয়া দেখেন ব্রাহ্মদের রঙ্গ-রীতি।
পান-ভোজনেতে মত্ত অদ্ভুত প্রকৃতি॥

অভুক্ত রাখিয়া তাঁরে সর্ব্বাগ্রে আহার।
অপরাধ যাহাদের এমন আচার ॥
জীবহিতব্রত প্রভু করুণানিদান।
জীবের মঙ্গলে যাঁর চিন্তা অবিরাম ॥
তাঁর বিদ্যমানে হেন দোষের কারণ।
কভু নহে, কেন? প্রভু পতিত-তারণ ॥
উচ্চকণ্ঠে ফুকরিয়া লাগিলা ডাকিতে।
ওগো আমি ক্ষুধাতুর দাও কিছু খেতে ॥
একবার দুইবার নহে বার বার।
কেহ না উত্তর দেয় প্রভুরে আমার ॥
সঙ্গেতে রাখালচন্দ্র গোপাল প্রভুর।
ব্রাহ্মদের ব্যবহারে লজ্জিত প্রচুর ॥
ধীরে ধীরে চুপে চুপে প্রভুদেবে কন।
চল যাই ফিরে কেন ডাক' অকারণ ॥
রাখালে বলেন প্রভু জগৎ-গোঁসাই।
জানি আমি পেঁটে তোর নাহি একপাই ॥
কেন তবে রোক কথা, না পারি শুনিতে।
অভুক্ত ফিরিলে হবে উপবাস রেতে ॥
একবার আগেকার কথা স্মর মন।
যে সময়ে শ্রীপ্রভুর সাধন ভজন ॥
মহারাগ অনুরাগ ভাবের বিহ্বলে।
মাস মাস অনাহার কোথা গেছে চ'লে ॥
আজি তাঁর এক রাতি সহ্য নাহি হয়।
প্রভুর দয়ার কথা কহিবার নয় ॥
গৃহস্থের অমঙ্গল অভুক্ত ফিরিলে ॥
ডাকিতে লাগিলা প্রভু পুনঃ উচ্চরোলে ॥
ওগো আমি এত ডাকি না পাও শুনিতে।
বড়ই পেয়েছে ক্ষুধা দাও কিছু খেতে ॥
এবার শুনিয়া কথা কোন ব্রাহ্ম ভাই।
প্রভুর করিয়া দিল ভোজনের ঠাঁই ॥
ভোজনের ঠাঁই অতি কদাকার স্থান।
কাছে এত জুতা যেন জুতার দোকান ॥
পাতায় পড়িল লুচি যেমন তেমন
জনেক স্ত্রীলোকে দিল আনিয়া ব্যঞ্জন ॥
অপবিত্র অঙ্গ তার অন্তর অশুচি।
ব্যঞ্জন প্রভুর আর হইল না রুচি ॥
লবণ-সংযোগে লুচি এক আধখানি।
খাইয়া পরম তৃপ্ত প্রভু গুণমণি ॥
নানা স্থানে শ্রীপ্রভুর নানাবিধ ধারা।
কারণ বুঝিতে গেলে হয় বুদ্ধিহারা ॥
কোন স্থানে অগ্রভাগ অন্য জনে দিলে।
তাহাতে ভোজন শ্রীপ্রভুর নাহি চলে ॥
পরভাগে এইখানে প্রভুর আহার।
কখন কেমন প্রভু বুঝা অতি ভার ॥
কব দুই এক কথা কর অবধান।
এক দিন প্রভু-ভক্তবর দত্ত রাম ॥
সঙ্গেতে সুরেন্দ্র মিত্র, শ্রীমনমোহন।
দরশনে শ্রীপ্রভুর করেন গমন ॥
অশাস্ত্রীয় রিক্তহস্তে গুরু দরশন।
ভোজ্য দ্রব্য সেহেতু একান্ত প্রয়োজন ॥
জিলাপি প্রভুর প্রিয় বিচারিয়া মনে।
কিনিলেন এক ঠোঙ্গা মোদক-দোকানে ॥
ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়িতে আগমন।
যেই কালে ভক্তত্রয় করে আরোহণ ॥
জনেক অনাথ শিশু পাইল দেখিতে।
ঠঙ্গান্তরা জিলাপি রামের আছে হাতে ॥
শিশুর স্বভাব যেন লোলুপ হইয়া।
গাড়ির পশ্চাৎ ধায় ঝিলাপি মাগিয়া ॥
রাম বুঝিলেন মনে ভক্তির উচ্ছ্বাসে।
এই খেলা শ্রীপ্রভুর বালকের বেশে ॥
সেহেতু জিলাপি ল'য়ে করিয়া আদর।
বালকের হাতে দিল প্রসারিয়া কর ॥
এতেক হইল কাণ্ড পথের মাঝারে।
যথাকালে উতরিল দক্ষিণসহরে ॥
দেখিলেন প্রভুদেব অখিলের রাজ।
নিজ ভাবে শ্রীমন্দিরে করেন বিরাজ ॥
স্বভাবতঃ যেইমত কথোপকথন।
সেমতে সময় গত হয় কিছুক্ষণ ॥

শিশুসম শ্রীপ্রভুর আছে যেন ধারা।
মাঝে মাঝে টুক টুক জল পান করা॥
হইলে সময় প্রভু বলিলা আপুনি।
হইয়াছে ক্ষুধা মোরে দেহ কিছু আনি॥
এত শুনি খুসি বড় ভক্ত দত্ত রাম।
থুইলা জিলাপিগুলি প্রভু-বিদ্যমান॥
কিবা বুঝি কিবা ভাব হইল প্রভুর।
বাম হাতে জিলাপি ভাঙ্গিয়া কৈলা চূর॥
ভোজন দূরের কথা না লইলা বাস।
শ্রীঅঙ্গে কিঞ্চিৎ ভাবাবেশের আভাস॥
পাখালি দক্ষিণেতর কর পরমেশ।
শ্যামার মন্দিরে গিয়া করিলা প্রবেশ॥
ঝটিতি আইলা প্রভু আপন মন্দিরে।
কি ভাবে থাকেন প্রভু কে বুঝিতে পারে॥
রামের অন্তরে দুঃখ না যায় বর্ণন।
শ্রীপ্রভুর হইল না জিলাপি ভোজন॥
কোন কথা নাই আর প্রভুর বদনে।
স্বধামে আইলা রাম ফিরিয়া সে দিনে॥
দহিছে হৃদয় খেদে নিরানন্দ অতি।
প্রবল আহুতি স্মৃতি দেয় দিবা রাতি॥
পর দরশনে যবে দক্ষিণসহরে।
অধিক না হয় দেরি চারি দিন পরে॥
নিজ মনে প্রভুদেব লাগিলা কহিতে।
অগ্রভাগ দিলে অঙ্গে না পারি খাইতে॥
আর দিন শুন কথা বিস্ময় ব্যাপার।
কৃষ্ণানুরাগিণী গৌরমাতা নাম যাঁর॥
বলরাম বসুর আবাসে এবে বাস।
শ্রীপ্রভুর দরশনে অপার উল্লাস॥
মাঝে মাঝে দক্ষিণসহরে হয় গতি।
ভোজ্য দ্রব্য নানাবিধ লইয়া সংহতি॥
দারুময় জগন্নাথ বসুর ভবনে।
ভোগ রাগ নিতি নিতি করয়ে ব্রাহ্মণে॥
এক দিন গৌরমাতা ভোগের কারণ।
করিলেন নানান্ দ্রব্যের আয়োজন॥
অপর উদ্দেশ্য নয় মনে মনে সাধ।
প্রভু-দরশনে যাবে লইয়া প্রসাদ॥
প্রসাদে বড়ই তুষ্ট প্রভু নারায়ণ।
স্নানান্তে প্রসাদ অগ্রে পশ্চাৎ ভোজন॥
আজিকার প্রসাদে ঘটিল বৈলক্ষণ।
কিবা বুঝি গৌর মার কি হইল মন॥
প্রসাদের অগ্রভাগ অঙ্গে খাওয়াইয়া।
বাদ বাকি বাঁধিলেন প্রভুর লাগিয়া॥
উতরিয়া যথাকালে দক্ষিণসহরে।
ভোজ্যসহ যখন প্রবেশে শ্রীমন্দিরে॥
লাগিল এমতি প্রভুদেবের নাসায়।
অতি কটু দুর্গন্ধ মন্দিরে থাকা দায়॥
কি ভাবে কখন প্রভু কে বুঝিতে পারে।
শুন রামকৃষ্ণলীলা ভক্তি সহকারে॥

আগে কহিয়াছি ভক্ত যোগীন্দ্রের নাম।
দক্ষিণসহরে বাস পিতা ধনবান॥
নিত্যমুক্ত প্রখর বিরাগ ভরা মনে।
হলাহলসম বোধ কামিনী-কাঞ্চনে॥
শ্রীপদপঙ্কজে এবে মজিয়াছে মন।
বড় খুসি প্রভুর নিকটে যতক্ষণ॥
পুরীতে চাকরি কর্ম্মে দাসী এক জনা।
শ্রীপ্রভুর শ্রীমন্দির করিত মার্জ্জনা॥
বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্রমতি কর্ম্মফলগুণে।
দিন দিন যোগীন্দ্রে কহয়ে সংগোপনে॥
ভিতরে প্রভুর ভাব সংসারীর ধারা।
পুরীতে করেন বাস সঙ্গে আছে দারা॥
এ সময় গুরুমাতা দক্ষিণসহরে।
বাস করিছেন হেথা পুরীর ভিতরে॥
যেমন তাঁহার রীতি অতি সংগোপনে।
নহবৎখানায় স্বতন্ত্র নিকেতনে॥
প্রভুর মন্দির হ'তে অনতিঅন্তর।
কত লোক আসে কেহ জানে না খবর॥
সন্দেহ উদয় বড় যোগীন্দ্রের মনে।
রতি-মতি-ভক্তিহীনা দাসীর বচনে॥

এক দিন নিশামণি বিস্তারি কিরণ।
করিয়াছে ত্রিযামারে দিনের মতন॥
তৃণ কুটি যথা যেটি কিছু নাহি ঢাকা।
চারি দিকে আলোময় সব যায় দেখা॥
ঊর্দ্ধগতি রাতি প্রায় অর্দ্ধেকের পার।
শয্যায় প্রকৃতিদেবী সুষুপ্তি সঞ্চার॥
শব্দ নাই ঝিম্ ঝিম্ চলিছে যামিনী।
হেনকালে মলভূমে যান গুণমণি॥
মায়ের আশ্রম যেই দিগে পথ তাঁর।
যোগীন্দ্রের মনে মনে সন্দেহ অপার॥
অলক্ষ্যে পশ্চাৎ ভাগে ধীরে ধীরে যায়।
জানিতে প্রভুর এবে গমন কোথায়॥
দেখিলেন শ্রীযোগীন্দ্র, প্রভু নারায়ণ।
এড়াইয়া চলিলেন মায়ের আশ্রম॥
বাহির দুয়ারে মাতা জগৎ-জননী।
সমাধিতে বসিয়া আছেন একাকিনী॥
প্রকাশু বদন, আবরণ নাহি তায়।
চন্দ্র সূর্য্য পবনে যা দেখিতে না পায়॥
যে ভাবে আছেন মাতা প্রত্যাকৃতি তাঁর।
জানি না আঁকিতে শক্তি জগতে কাহার॥
লজ্জা-পরিপূর্ণ দেহে মোটে নাহি মন।
বিশ্বহিত ধিয়ানে যেমন নিমগন॥
ফিরিলেন অবিলম্বে প্রভুদেবরায়।
পায়ে চটি জুতা ফুটু ফুটু শব্দ তায়॥
কোন দিকে কোন লক্ষ্য নাহি একবারে।
উপনীত বরাবর নিজের মন্দিরে॥
ক্ষণেকের ব্যাপার করিয়া নিরীক্ষণ।
যোগীন্দ্রের যাবতীয় সন্দেহ মোচন॥
নিত্যমুক্ত ভক্তবর সন্দেহের স্থলে।
পাইলা অচলা ভক্তি দুঁহু পদতলে॥
অগণ্য প্রভুর ভক্ত রহে নানা ঠাঁই।
কার সঙ্গে কিবা রঙ্গ করেন গোঁসাই॥
সাধ্য নাই বলিবার তিল আধখানি।
সাগর সমান লীলা আমি ক্ষুদ্র প্রাণী॥

শ্রীপ্রভুর ভক্তমুখে শুনা যত দূর।
কহি শুন লীলা-কথা শ্রবণ-মধুর॥
প্রভুর শরণাপন্ন ভক্ত এক জন।
গুণবান্ পণ্ডিত সহরে নিকেতন॥
সুবর্ণবণিক্ জেতে মহাভাগ্যধর।
উপাধি তাঁহার সেন, নাম শ্রীঅধর॥
হাকিমী চাকরি করে কোম্পানির ঘরে।
সরলস্বভাব সবে সমাদর করে॥
দেবভাষা সংস্কৃত বিশেষিয়া জানা।
বিদ্যার স্বভাব যেন অন্তরে গরিমা॥
নিরক্ষর প্রভুদেব গিয়ান তাহার।
অবিদিত দেবভাষা বিদ্যার ভাণ্ডার॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব অখিলের রাজ।
সর্ব্বভূতে বিধিমতে করেন বিরাজ॥
পশু পাখী ক্ষুদ্র কীট ভূচর খেচর।
দেব কি দানব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
সৃষ্টির মধ্যেতে করে বাস যে যথায়।
অতি ঊর্দ্ধ লোকে কিবা পাতাল-তলায়॥
কি ভাষায় কয় কথা কিবা কার সনে।
স্পষ্ট কি অপরিস্ফুট ইঙ্গিত-বচনে॥
সকল বুঝেন প্রভু মঙ্গলনিদান।
কল্পতরু বিশ্বগুরু বিভু ভগবান্॥
অদ্যাপি বিশ্বাস হেন অধরের নাই।
শুন কি করিলা রঙ্গ জগৎ-গোঁসাই॥
শ্রীমহিম চক্রবর্ত্তী কাশীপুরে ঘর।
জমিদার তদুপরি পণ্ডিতপ্রবর॥
শাস্ত্রালাপে অনুরাগ নানা শাস্ত্র পড়ে।
রাখিয়া পণ্ডিত এক আপনার ঘরে॥
এক দিন অধর তথায় উপনীত।
যে সময়ে তন্ত্রপাঠ করেন পণ্ডিত॥
যেন তাঁহাদের ধারা ব্যাখ্যা সহকারে।
ব্যাখ্যায় অধর চন্দ্র প্রতিবাদ করে॥
মহিম তাহাতে কৈল অন্যবিধ মানে।
এইরূপে বিবাদে পড়িল তিন জনে॥

হ নহে ন্যূন বলে সমান সোসর।
জ পক্ষ সমর্থনে বাক্যের সমর॥
মীমাংসার হেতু সবে সেইক্ষণে ছুটে।
দক্ষিণসহরে শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে॥
আপনা অন্তরে হেথা প্রভু গুণমণি।
সুবিদিত আদ্যোপান্ত যাবৎ কাহিনী॥
ভুরে জিজ্ঞাসা প্রশ্ন করিবার পূবে।
আপনি করেন ব্যাখ্যা আপনার ভাবে॥
অবাক্ হইয়া শুনে দ্বন্দ্বী তিন জন।
সে অংশে প্রভুর ব্যাখ্যা চতুর্থ রকম॥
প্রাণে প্রাণে সেই অর্থ পশিল সবার।
ফুটিল আলোক, গেল গরিমা বিস্তার॥
অধরের মত ভ্রান্তি একবারে দূর।
চৌগুণ বিশ্বাস বাড়ে চরণে প্রভুর॥
নিরক্ষর প্রভুদেবে বুঝে যেই জনা।
আঁখি সত্ত্বে দুক্কর বেলায় দিনে কাণা॥
শুন কহি আর কথা কর অবধান।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভু মোর বিভু ভগবান্॥
দিনেকে ভকত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।
বেদ পাঠ করেন, শুনেন প্রভুরায়॥
বর্ণাশুদ্ধি হেতু পাঠাশুদ্ধি যেইখানে।
অশনি সমান লাগে শ্রীপ্রভুর কানে॥
অসন্তোষে চীৎকার করেন গুণমণি।
বেদপাঠ অশুদ্ধ, ভক্তের মুখে শুনি॥
তখনি থামেন তথা ভক্ত উপাধ্যায়।
শুনিতে কি শুদ্ধ বাক্য কন প্রভুরায়॥
নিজে নাহি কহি কথা প্রভু ভগবান।
শুদ্ধ বাক্য পাঠকের বদনে বলান॥
এই কি হইবে? যবে কহে উপাধ্যায়।
উল্লাসিত হইয়া শ্রীপ্রভু দেন সায়॥
প্রভুর মহিমা-কথা কি কহিতে পারি।
সংসারী সুমূর্খ তাহে জীব-বুদ্ধি ধরি॥
ভক্তিমতী গৌরমার বাসনা অন্তরে।
প্রভুদেব গোপালরূপে নদিয়ানগরে॥
কি রঙ্গ করিয়াছিলা লয়ে ভক্তগণ।
একবার বড় সাধ করি দরশন॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীপ্রভু গোঁসাই।
ভক্ত সনে খেলা বিনা অন্য কাজ নাই॥
পূরাতে ভক্তের বাঞ্ছা শ্রীপ্রভু আপনে।
স্বতই পিরীত তাঁর আপনার গুণে॥
ভক্তপ্রাণ ভক্তপ্রিয় প্রভু পরমেশ।
ভক্তের উপরে তাঁর করুণা অশেষ॥
কেমনে করিলা বাঞ্ছা পূর্ণ গৌরমার।
শুন রামকৃষ্ণলীলা অমৃত-ভাণ্ডার॥
কিছু দিন পরে রবিবারে এক দিন।
একত্রিত বহু ভক্ত নবীন প্রবীণ॥
সেই দিন গৌরমাতা মায়ের মন্দিরে।
রন্ধনশালায় রত ভকতির ভরে॥
শ্রীপ্রভুর সেবা হেতু পরম যতন।
খেচরান্ন ব্যঞ্জনাদি করেন রন্ধন॥
মধ্যাহ্ন সময় এবে দিবা দুপ্রহর।
উঠিয়াছে দিনমণি মাথার উপর॥
এটি ওটি রাঁধিতে এতেক হৈল বেলা।
শশব্যস্ত গৌরমাতা ব্রাহ্মণের বালা।
প্রভুর মন্দিরে করি ভোজন-আসন।
ভোজ্যদ্রব্য আনিবারে করিল গমন॥
ভক্তগণ দরশন করেন বেড়িয়া।
কেহ বা দণ্ডায়মান কেহ বা বসিয়া॥
আনন্দে পূর্ণিত হৃদি অন্তর খোলসা।
সকলের জীবন মুক্তির সম দশা॥
সঙ্কল্প বিকল্প ভাব মনের যেমন।
সংসার-সুখের কাম কামিনী-কাঞ্চন॥
তিলেক বিশ্রাম নাই সদা রেতে দিনে।
সলিলে যেমন বিম্ব পঙ্ক-বিলোড়নে॥
ভক্তগণ যতক্ষণ প্রভুর নিকটে।
মনের স্বভাব মনে আদতে না ফুটে॥
চিত্তহর হেন রূপ প্রভু-অঙ্গে খেলে।
চঞ্চল এমন মন সেও গেছে ভুলে॥

সেহেতু জীবনমুক্ত রহে ভক্তগণ।
মনোহর শ্রীপ্রভুর কাছে যতক্ষণ॥
সম্মুখে কেদারচন্দ্র চাটুয্যে উপাধি।
ভক্তি-প্রেমে শ্রীপ্রভুর মগ্ন নিরবধি॥
দেখিলেই প্রভুদেবে প্রায় বাক্যহারা।
অবিরত বিগলিত দুনয়নে ধারা॥
ভাবেতে বিহ্বল হেতু এত চোখে পানি।
জাহ্নবী যমুনা যেন নয়ন দুখানি॥
সন্নিকটে উপবিষ্ট প্রভুর আমার।
শ্রীঅঙ্গেও কিছু কিছু ভাবের সঞ্চার॥
হেনকালে গৌরমাতা ভক্তি-অনুরাগে।
থুইল ভোজন-থাল শ্রীপ্রভুর আগে॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুদেব জগৎ-গোঁসাই।
ভক্তের অধিক তাঁর আর কিছু নাই॥
প্রাণসম ভক্তবর্গে একত্র দেখিয়া।
অপার আনন্দে গেল উদর ভরিয়া॥
দেখাইয়া গৌরমায় দেবীঠাকুরাণী।
বলিলেন কিছু তাঁর সংক্ষেপ কাহিনী॥
শুনিয়া কেদারচন্দ্র মাতা সম্বোধিয়া।
প্রণমিলা গৌরমায় শির নামাইয়া॥
কেদারে করিতে মাই প্রতিনমস্কার।
চারি চোখে দেখাদেখি হইল দোঁহার॥
প্রেমাবেশে বিহ্বল কাঁদেন দুই জনে।
আহা আহা বলেন শ্রীপ্রভু শ্রীবদনে॥
আপনে আপনি প্রভু হইয়া মগন।
উঠিলেন পরিহরি নিজের আসন॥
কে আর আহার করে কেবা খায় ভাত।
পাখাইয়া দিল ভক্তে অন্নমাখা হাত॥
কেহ দিল সম্মুখেতে তাম্বুল ধরিয়া।
কেহ দিল হাতে হুঁকা তামাক সাজিয়া।
ধরিয়া শ্রীহস্তে হুঁকা প্রভুদেবরায়।
দাঁড়াইলা উত্তরদিকের বারাণ্ডায়॥
যেইখানে বহু ভক্ত ছিল দাঁড়াইয়া।
রঙ্গ দেখি শ্রীপ্রভুর অবাক্ হইয়া॥
এখন শ্রীঅঙ্গে ভাব অতি মনোহর।
সুন্দর হইতে দৃশ্য পরম সুন্দর॥
আঁকিতে নাহিক শক্তি ভাবের চেহারা।
আনন্দিত ভক্তবৃন্দ উন্মত্তের পারা॥
ভাবেতে বিহ্বল বিষ্ণু ভক্ত এক জন।
ভূমিতে পড়িল জড় যষ্টির মতন॥
শ্রীমনমোহন মিত্র উন্মত্তের প্রায়।
হাসিয়া লুটিয়া পড়ে শ্রীপ্রভুর পায়॥
আনন্দের বন্যা যেন হৃদি উথলিয়া।
বদন দুয়ারে যায় বাহির হইয়া॥
কাহার ভাবেতে অঙ্গ জড়ের মতন।
কোথায় গিয়াছে মোটে দেহে নাই মন॥
কেহ অর্দ্ধ বক্র ঠিক ধনুকের প্রায়।
কেহ বা পতিত ভূমে বাহ্য নাই গায়॥
কেহ বা ঢলিয়া অঙ্গে পড়য়ে কাহার।
কেহ অনিমিখ আঁখি শবের আকার॥
নিকটে দণ্ডায়মান বুদ্ধি আলথাল।
হাতেতে প্রভুর হুঁকা কাঁপেন রাখাল॥
শ্রীপ্রভুর লীলা-রঙ্গ নাহি যায় বলা।
তিলেকে মন্দিরে হৈল পাগলের মেলা॥
আনন্দে উথলা হৃদি ভক্ত দত্ত রাম।
উচ্চ নাদে গায় জয় রামকৃষ্ণনাম॥
দশা দেখি সকলের প্রভু নারায়ণ।
ভাব ভাঙ্গিবারে কৈল অঙ্গ পরশন॥
স্বভাবস্থ হয় সবে শ্রীহস্ত-পরশে।
বলিবার নহে কথা ভাষা যায় ভেসে॥
থালভরা প্রসাদ আছিল শ্রীমন্দিরে।
ভক্তগণ খায় মহা আনন্দের ভরে॥
প্রসাদে প্রসাদ জ্ঞান সমান সবার।
একত্রে ভোজন, নাই জাতির বিচার।

প্রভুর নিকটে মহেন্দ্র মাষ্টারের আগমন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

রঙ্গ-দরশন-প্রিয় বালক যেমন।
স্থানান্তরে নৃত্য গীত করয়ে শ্রবণ॥
অথবা খেলায় মত্ত অন্য শিশুসনে।
তাত বাত বৃষ্টিপাত কিছুই না মানে॥
নাহি মনে কোথা মাতা কোথা রহে ঘর,
যতক্ষণ নাহি জ্বলে ক্ষুধায় উদর॥
শ্রীপ্রভুর তেমতি সংসারী ভক্তগণে।
সংসারেতে ভ্রমণ করেন স্থানে স্থানে॥
বিমোহিত হইয়া মায়ায় অনুক্ষণ।
বিস্মরিয়া প্রভুদেবে সর্ব্বস্ব রতন॥
সাধারণ জন সম নাহিক চেতনা।
যদবধি ত্রিতাপের না হয় তাড়না॥
প্রবল ত্রিতাপানল মহাকর্ম্ম করে।
দিশাহারা ভকতে ফিরিয়া আনি ঘরে।
শুনিবে যত্যপি তবে কর অবধান।
মনোহর লীলা-তত্ত্ব মধুর আখ্যান॥
সুন্দর সংসারী ভক্ত গুণের আধার।
এইবারে উপনীত মহেন্দ্র মাষ্টার॥
বৈদ্য-কুলোদ্ভব, গুপ্ত উপাধি তাঁহার।
বয়স তিরিশ কিংবা কিছু তার পার॥
কান্তিমাখা মুখখানি গঠন অতুল।
যেন গরবেতে ফোটা গোলাপের ফুল॥
পরিপাটী আঁখি দুটি ভাতি খেলে তায়।
দীপ্তিমান বয়ানে পরম শোভা পায়॥
মিষ্টিমাখা কোমলতা সর্ব্বাঙ্গে বিরাজে।
প্রকৃতি প্রকৃত যেন পুরুষের সাজে॥
গোউর বরণে দেহখানি শোভমান।
মিষ্টকণ্ঠ, বীণায় যেমন বাজে গান॥
রূপে কিংবা গুণে তাঁর নাহিক তুলনা।
ইংরাজ রাজের ভাষা বিশেষিয়া জানা॥
প্রখর গম্ভীর বুদ্ধি ঘটেতে বিরাজ।
উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ॥
শ-দরে আদরে মাসে মাসে মাহিয়ানা।
শিক্ষক-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য এক জনা॥
পরিচিত অনেকের আবাস সহরে।
সংসারে অনেকগুলি বাস একত্তরে॥
সংসারের যেন রীতি সদা পরমাদ।
পরস্পর অমিলন কলহ বিবাদ॥
একবার এমন বিবাদ হয় ঘরে।
সাধ্য নহে এক তিল বাস তথা করে॥
বড়ই অশান্তি মনে মাষ্টার আপনি।
রাত্রিকালে ল'য়ে সঙ্গে নন্দন-নন্দিনী।
পরিহরি আপনার ভিটামাটী ঘর।
চলিলা ভগিনী-বাড়ী বরাহনগর॥
পরের আবাসে কার সুখ কোথা থাকে।
তবে যে রহিলা খালি পড়িয়া বিপাকে॥
দিবারাতি দহে হৃদি, শান্তির কারণ।
গঙ্গাকূলে বিকালে করেন বিচরণ॥
পরম আত্মীয় এক রহে সাথে সাথে।
পরস্পরে কথাবার্ত্তা কতই দোঁহাতে॥
এক দিন বন্ধুবর কহিল তাঁহারে।
দক্ষিণসহর গ্রাম অনতি অন্তরে॥

জাহ্নবীর তীরস্থিত মনোহর স্থান।
সেইখানে আছে এক সুন্দর বাগান ॥
পরিপাটি কালিবাটী তাহার ভিতরে।
দরশনে প্রাণ মন মোহে একবারে ॥
অনেক মহাত্মা তথা করিছেন বাস।
সেই হেতু সেখানের গরিমা প্রকাশ ॥
সৎতত্ত্বালাপে তেঁহ মত্ত অনুক্ষণ।
শুনিবারে কতই লোকের সমাগম ॥
মন-বিমোহন মূর্ত্তি আনন্দ-আধার।
এক মুখে মহিমা-কাহিনী কহা ভার ॥
লোকেতে পরমহংস নামে তাঁরে কয়।
এই মাত্র দিল শ্রীপ্রভুর পরিচয় ॥
কাণেতে পশিল যেন শ্রীপ্রভুর নাম।
দেখিবারে অমনি অধীর হৈল প্রাণ ॥
বন্ধুবরে বলিলেন মাষ্টার অধীর।
এইক্ষণে যাইবার দিন কর স্থির ॥
বিগত হইলে রাতি বন্ধুবর বলে।
স্থিরতর যাইব যামিনী পোহাইলে ॥
বহুকষ্টে গেল রাতি অতি দীর্ঘতর।
দিনমানে চলিলেন মহেন্দ্র মাষ্টর ॥
ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া প্রভুর।
মনের অশান্তি যত সব গেল দূর ॥
নেহারিয়া ভক্তবরে প্রভুর আমার।
অন্তরে বহিল জোরে সুখের জুয়ার ॥
লীলা-কাজে সাজা সাজ বাহ্যিক লক্ষণে।
লুকায়ে রেখেছে তাঁয়, সাধ্য কার চিনে ॥
অপরিচিতের মত প্রভুর জিজ্ঞাসা।
নাম ধাম মাষ্টারের কিবা কাজে আসা ॥
সরল বিনীত নম্র সদ্‌গুণ-আশ্রয়।
ধীরে ধীরে মাষ্টার দিলেন পরিচয় ॥
মাষ্টার নিজের, তাঁয় বড় ভালবাসা।
বিবাহ হ'য়েছে কি না দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ॥
মৃদুস্বরে উত্তরে মাষ্টার তাঁরে কয়।
বহু দিন হইল হয়েছে পরিণয় ॥

তৃতীয় জিজ্ঞাসা প্রভু করিলেন পরে।
বিদ্যা কি অবিদ্যা শক্তি বিয়া কৈলা যারে
তাহার উত্তরে কন মাষ্টার ধীমান।
আমার বিদিত তেহ বড়ই অজ্ঞান ॥
প্রভুদেব মাষ্টারের এই কথা শুনি।
"তুমি বড় জ্ঞানবান্" বলিলা অমনি ॥
শেষ বাক্য শ্রীপ্রভুর করিয়া শ্রবণ।
পুনঃ আর মাষ্টারের না সরে বচন ॥
কি জানি কি ভাবে মন ভুলিল তাঁহার।
যাহাতে হইল বদ্ধ বাক্যের দুয়ার ॥
তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাষ্টারের হেন তেজ ধরে।
অনায়াসে পশে গূঢ় তত্ত্বের ভিতরে ॥
প্রখর অন্তর-দৃষ্টি সহকারে চলা।
সাত চাল ভেবে তবে এক চাল-চালা ॥
মাষ্টারের কথা মোরে যদি কেহ পুছে।
উত্তর কেবল আমি পশু তাঁর কাছে ॥
পাইয়া স্বাতির বারি ঝিনুক যেমন।
গভীর অগাধ জলে হয় নিমগন ॥
সেইমত ডুবিলেন মাষ্টার এখানে,
সহজে না ফুটে আর বচন বদনে ॥
অন্তরঙ্গ শ্রীপ্রভুর তাহার লক্ষণ।
একবার দরশনে মুগ্ধ প্রাণ মন ॥
বিশ্বাসের একটানা মহাবেগে ধায়।
সেতু সন্দেহের গন্ধ না উঠিল তায় ॥
যেমন মাষ্টার তার তেমতি ঘরণী।
পাইলে চরণ-রজ মহাভাগ্য মানি ॥
ভক্তিমতী ভাগ্যবতী অতুল ভুবনে।
মহাশক্তি সানুকূল যাঁহার স্মরণে ॥
আছে বহু ভক্তিমতী হেন কেহ নয়।
জগৎ-জননী মাতা এতই সদয় ॥
অতি প্রিয় শ্রীপ্রভুর, মাষ্টার কেমন।
ক্রমে ক্রমে পুঁথিতে পাইবে বিবরণ ॥
বিকাইয়া প্রাণ মন প্রভুর চরণে।
ফিরিলেন মাষ্টার নিজের বাসস্থানে ॥

প্রভুর অন্তরে হেথা আনন্দ না ধরে।
অন্তরঙ্গ প্রিয়ভক্ত পাইয়া মাষ্টারে ॥
রাখাল নরেন্দ্র আদি যত ভক্তগণে।
পাইয়া শ্রীপ্রভুদেব নিজ সন্নিধানে।
জনে জনে বলিলেন মহোল্লাস মন ॥
আদি অন্ত মাষ্টারের যত বিবরণ ॥
এখানে মাষ্টার ঘরে বড়ই চঞ্চল।
পুনঃ প্রভু-দরশনে বাসনা প্রবল ॥
ঘরে নাহি রহে মন উড়ু উড়ু করে।
পরদিনে উপনীত প্রভুর গোচরে ॥
দেখিয়া তাঁহায়, প্রভু ভক্তগণে কন।
পুনরায় আজি আসিয়াছে সেই জন ॥
লুকাইয়া পা দুখানি ঢাকিয়া বসনে।
বসিলেন মাষ্টার প্রভুর সন্নিধানে ॥
ভক্তমনোবিমোহন শ্রীপ্রভু আমার।
খুলিয়া দিলেন তত্ত্বকথার ভাণ্ডার ॥
আপনার ভাবে প্রভু আপনে মোহিত।
অবশেষে ধরিলেন সুমধুর গীত ॥
মোহনীয়া গানে ঝরে এতই মাধুরী।
যাহাতে অজ্ঞাতে করে মন প্রাণ চুরি ॥
যে শুনে যতই গান, তত বাড়ে সাধ।
ভাবে সুরে যুক্ত গীত মন-ধরা ফাঁদ ॥
মাষ্টারের মন প্রাণ একেবারে হারা।
দেহখানি লইয়া কেবল নাড়া চাড়া ॥
বাহিরে আইলা পরে ফিরিবারে ঘরে।
যাই যাই চেষ্টা, ঠাঁই ছাড়িতে না পারে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু তোলাপাড়া মনে।
বিমোহিত বিচরণ করেন উদ্যানে ॥
সংগীত এতই দূর লাগিয়াছে মিঠে।
পুনশ্চ শ্রবণে আশ যদি ভাগ্যে ঘটে ॥
প্রভুর নিকটে ধীরে ধীরে আর বার ॥
উপনীত মুগ্ধমন মহেন্দ্র মাষ্টার ॥
ভক্তিভাবে প্রভুদেরে কৈল অবধান।
আজ কি হইবে আর আপনার গান ॥
এখানে হবে না আজি প্রভুর উত্তর।
যাব কালি কলিকাতা সহর ভিতর ॥
বলরাম বসু এক তাঁহার ভবনে ॥
বাগবাজারেতে বাস অনেকেই জানে ॥
শুনিতে পাইবে গীত যাইলে তথায়।
এত শুনি লইলেন মাষ্টার বিদায় ॥
চরণ না চলে ঘরে ছাড়িয়া উদ্যান।
পূর্ব্ববৎ পুনরায় বাগানে বেড়ান ॥
মনে মনে নানাবিধ করিয়া বিচার।
প্রভুর নিকটে ফিরে আইল মাষ্টার ॥
জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে যাইব কেমনে।
জমিদার বলরাম বসুর ভবনে ॥
অভয় প্রদানে বলিলেন শ্রীগোঁসাই।
দ্বারে প্রবেশিতে কোন ভয় বাধা নাই ॥
যথাকালে উপনীত হইলে তথায়।
আপনি লইব আমি ডাকিয়া তোমায় ॥
পাইয়া অভয়, এবে মাষ্টার সজ্জন।
সে দিনে ভবনে করিলেন আগমন ॥
যথা কথা মিলিলেন তার পরদিনে।
মহাভক্ত বলরাম বসুর ভবনে ॥
অপূর্ব্ব শ্রীপ্রভুদেবে হেরি বার বার।
পাদপদ্মে মজিলেন মহেন্দ্র মাষ্টার ॥
তন্ময় মগ্ন প্রভুবাক্য প্রভু ধ্যান জ্ঞান।
শ্রুতিরুচিকর অতি প্রভুর আখ্যান ॥
প্রভু-সঙ্গ-সুখ-আশা চিত্তে নিরন্তর।
কোথায় কখন প্রভু রাখেন খবর ॥
কোথা কি করেন প্রভু কোথা কিবা কন।
মত্তভাবে তত্ত্ব তার রাখা বিলক্ষণ ॥
শ্রীবদন-বিগলিত প্রত্যেক অক্ষর।
বিশ্বাস গিয়ান বেদাপেক্ষা গুরুতর ॥
অধর-কপাট বন্ধ করিয়া আপনে।
লিপিবদ্ধ করেন পরম সংগোপনে ॥
অতি প্রিয় শ্রীপ্রভুর অন্তরঙ্গ জন।
ভাবে মুগ্ধাকৃতি ভক্ত প্রচুর বচন ॥

বিভূতির চাপরাস অঙ্গে আছে তাঁর।
করিবারে শ্রীপ্রভুর মহিমা প্রচার ॥
প্রভু অবতারে তাঁর স্বভাব প্রকৃতি।
বন্য হাতী ধরা ভাব কুটনিয়া হাতী ॥
অনেক আইল ভক্ত ধরিয়া তাঁহারে।
লীলাপ্রিয় শ্রীপ্রভুর লীলার আসরে ॥
ক্রমে ক্রমে যথাসাধ্য কব সমাচার।
ভক্ত-সংযোটন-লীলা অমৃত-ভাণ্ডার ॥

অদ্যাপি প্রভুর কাছে যত ভক্তগণ।
কেহ নহে হেন পুষ্ট কেশব যেমন ॥
কিবা বস্তু প্রভুদেব অখিলের পতি।
দরশনে পরশনে কি ধরে শকতি ॥
ঈষৎ রক্তিমাধরদ্বয় বিলোড়নে।
কি ঝরে মধুর বাণী বিবিধ রকমে ॥
কি নিগূঢ় তত্ত্বযুক্ত গভীরত্ব তার।
কেশব কেবল উপযুক্ত বুঝিবার ॥
সামান্য মানুষ নহে প্রভু-প্রিয় জনা।
কর্ম্মচারী ভারে অবতারে সঙ্গে আনা ॥
শুন কই কেশবের আত্মবিবরণ।
ভক্ত-মুখে শুনা যেন প্রভুর বচন ॥
দিনেক শ্রীপ্রভু সুবেষ্টিত ভক্তগণে।
কেশবের কন কথা, কথা উত্থাপনে ॥
একদিন গৃহমধ্যে দ্বার আছে আঁটা।
হঠাৎ দেখিনু এক জ্যোতির্ম্ময় ছটা।
আলো করে গোটা ঘর এমন উজ্জ্বল।
অণু পরমাণু তথা প্রত্যক্ষ সকল ॥
দিয়ালের মধ্য দিয়া হয় দৃশ্যমান।
বাহিরিল বেদি এক সুন্দর নির্ম্মাণ ॥
পরে সেই জ্যোতিঃ করে ঘর আলোকিত
ক্রমশঃ হইতে থাকে অতি ঘনীভূত ॥
আকারেতে পরিণত অবশেষে হয়।
সে আকার কেশবের অঙ্গ কার নয় ॥
দেখিয়া আমার মধ্যে হইল কেমন।
এ অঙ্গ হইতে হৈল শিখা নির্গমন ॥

সে শাদা শিখা পলকের ভরে।
প্রবেশিল কেশবের দেহের ভিতরে ॥
বুঝহ আপন মনে লীলার বারতা।
ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর অপরূপ কথা ॥
ভক্তের ভিতরে নিজে হয়ে অধিষ্ঠান।
লীলারস আস্বাদ করেন ভগবান্ ॥
মানুষ চামের থলি পঞ্চভূতে গড়া।
বিকট কাঠামখানি হাড়ে মাসে খাড়া ॥
ভিতরেতে নাড়ি ভুঁড়ি রক্ত মূত মল।
কফ পিত্ত এই মাত্র সম্পত্তি সম্বল ॥
তবে যে এমন দেহস্থিত রসনায়।
সৎ শুদ্ধ পবিত্র প্রভুর গুণ গায় ॥
ইহার কারণ অন্য কিছু নহে আর।
একমাত্র হরিভক্তি হৃদয়ে সঞ্চার ॥
লীলাগ্রন্থে চিরকাল দেখহ প্রকাশ।
হরির কৃপায় মিলে হরির আভাস ॥
ভক্তিদানে ভক্তে দেন নিজের বারতা।
দুগ্ধে যেন দেয় গাভী, গাভীর মমতা ॥
পিয়ে ক্ষীর মহাবীর কেশব যেমন।
পরম সাদরে করে প্রভুর যতন ॥
যতনের অনুরাগে জগতে জানায়।
কত ভক্তি কেশবের শ্রীপ্রভুর পায় ॥
শুনিয়া তাঁহার কথা ঘৃণা ধরে প্রাণে।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ কেশব-চরণে ॥
ভক্তিভরে প্রভুদেবে ভবনে নিজের।
লয়ে যাওয়া প্রীতি সাধ ছিল কেশবের।
আনন্দ-মূরতি প্রভুদেবের আমার।
উদয় যেথায় তথা আনন্দ-বাজার ॥
দলে দলে ব্রাহ্মগণ মত্ততর প্রায়।
হৃষ্টমনে সমাগত শ্রীপ্রভু যেথায় ॥
ল'য়ে খোল করতাল সংকীর্ত্তন করে।
প্রভুসঙ্গ-সুখে মগ্ন আনন্দের ভরে ॥
কহিয়াছি সংকীর্ত্তনে কেমন গোঁসাই।
বাজিলে মৃদঙ্গ খোল বাহ্য থাকে নাই ॥

দূরে থাক পরিধান বাসের খবর।
নাহি গ্রাহ্য আপনার অঙ্গ কলেবর॥
সংকীর্ত্তনে শ্রীপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্যন।
ঘন ঘন সমাধিস্থ দেহ ছাড়া মন॥
লোকাতীত মহাভাব শাস্ত্রে যাহা শুনা।
প্রত্যক্ষ দেখিতে করে সকলে বাসনা॥
অনিমিখে যত লোকে করে নিরীক্ষণ।
অপূর্ব্ব প্রেমের ছবি মন-বিমোহন॥
কেশবের তাহে মন নাহি রহে মোটে।
শ্রীঅঙ্গ রক্ষার হেতু সদা সন্নিকটে॥
বাহ্য নাই, পড়িলে শ্রীঅঙ্গে হবে ব্যথা।
সশঙ্কিত শ্রীকেশব শুদ্ধ সতর্কতা॥
মহাশ্রমে শ্রীঅঙ্গতে যদি ঝরে ঘাম।
প্রাণে লাগে কেশবের বাজের সমান॥
বসনে মুছান অঙ্গ পরাণ বিকল।
পাখার বাতাসে করে শ্রীঅঙ্গ শীতল॥
শ্রীপ্রভুর কষ্ট তাঁর সহিত না প্রাণে।
সংকীর্ত্তনে নিবারণ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
প্রাণপণে শ্রম দূর চেষ্টা বারে বারে।
বিজনে আনিয়া নিজে অঙ্গসেবা করে॥
ভক্তিমতী রত্নগর্ভা জননী তাঁহার।
ভবনে যতনে করে সেবার যোগাড়॥
থালে ভরা বেদানা আঙ্গুর মিঠা ফল।
শিলেটের লেবু মিষ্টি সুশীতল জল॥
স্বহস্তে কেশব নিজে বাছিয়া বাছিয়া।
সাদরে শ্রীকরে দেন তুলিয়া তুলিয়া॥
জল পানে অধরে যগ্যপি লাগে জল॥
বসনে মুছায়েণ করেদনমণ্ডল॥
বিদায়ের কালে যাগিয়া হলে আগুসার।
কেশবের কষ্টের নাহিক পারাপার॥
সদর-দুয়ার যেথা ফটকের কাছে॥
বিষণ্ণ মলিন মুখ ধায় পাছে পাছে॥
লইয়া শ্রীপদ রজ ভকতির ভরে।
প্রভুরে উঠায়ে দেন গাড়ির ভিতরে॥

প্রভুর পরম ভক্ত ব্রাহ্মশিরোমণি।
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি॥
ধার্ম্মিক সাহেব যাঁরা রহে দূর দেশে।
কেশবের সঙ্গে দেখা করিবারে আসে॥
প্রভুর মহিমাগাথা বিশেষিয়া গায়।
কাহারে লইয়া সঙ্গে দরশনে যায়॥

কখন্ কাহার সঙ্গে কিবা খেলা হয়।
পরে পরে বিবরিয়া বলিবার নয়॥
শ্রীপ্রভুর কৃপায় যতেক দূর জানা।
শুন মন একমনে করিব বর্ণনা॥
এক দিন ভক্তবর শ্রীমনমোহন।
গৃহী ভক্তদের মধ্যে গণ্য এক জন॥
সঙ্গেতে গিরীন্দ্র মিত্র সুরেন্দ্রর ভাই।
তরীযোগে চলিছেন দেখিতে গোসাঁই॥
ব্রাহ্মভাব বলবৎ গিরীন্দ্রের মনে।
সাকার ঈশ্বর কথা আদতে না মানে॥
ব্রাহ্মধর্ম্মে মতি তাঁর কেশবের দলে।
বদন বিকৃত হয় সাকার শুনিলে॥
তবে কেন প্রভুদেবে এতেক পিরীতি।
সন্দেহ ভঞ্জনে কই শুনহ ভারতী॥
রূপে গুণে প্রভুদেব ভুবন-মোহন।
বারেক দেখিলে কভু নহে বিস্মরণ॥
আপনার ঘরে মনে নাহি যায় রাখা।
সৌন্দর্য্য শ্রীঅঙ্গময় এত ছিল মাখা॥
ভগবান্ গিয়ানে কেহ না যায় কাছে।
না দেখিলে হয় কষ্ট, দেঁখে তবে বাঁচে॥
প্রভুর এতেক স্নেহ ছিল সকলেরে।
দিনেকে আপন যেবা ছিল বহু দূরে॥
প্রেমময় দেহ তাঁর শুদ্ধ প্রেমে ভরা।
প্রেমে মজে মত্ত লোক হ'য়ে আত্মহারা॥
ভক্তদ্বয় অতিশয় পুলকিত মন।
শ্রীমন্দিরে করিবারে প্রভু দরশন॥
প্রহরেক বেলা প্রায় আর নহে বেশি।
যেথায় শ্রীপ্রভুদেব উতরিল আসি॥

আপনা মন্দিরে হেথা প্রভুদেবরায়।
পুলকে পূর্ণিত তনু দেখিয়া দোঁহায়॥
নিজ মনে মনোভাব বুঝিয়া দোঁহার।
শুন কি করিলা খেলা শ্রীপ্রভু আমার॥
কথায় কথায় কহিলেন দুই জনে।
বাসনা মাহেশে জগন্নাথ দরশনে॥
শ্রীমনমোহন কন ঘাটে বাঁধা তরী।
শ্রীপ্রভু বলেন তবে কেন আর দেরি॥
যেন কথা তেন কর্ম্ম প্রভুর আমার।
করিব বলিলে পরে রক্ষা নাই আর॥
ভ্রাতৃপু রামলাল ভক্তদ্বয় সাথে।
দ্রুতগতি চলে তরী অনুকূল বাতে॥
দেখিতে দেখিতে উতরিল যথাস্থানে।
চলিলেন প্রভু জগন্নাথ-দরশনে॥
নেহারিয়া জগন্নাথে ভাবাবেশ গায়।
চলিতে চলিতে বলিলেন প্রভুরায়।
চলহ বল্লভপুরে বৃথা হয় কাল।
বিরাজেন যেইখানে দ্বাদশ-গোপাল॥
দ্বাদশ-গোপাল প্রভু করি দরশন।
অন্নপূর্ণা দেখিতে অমনি হয় মন॥
গঙ্গাতীরে রম্য পুরী অন্নপূর্ণা যেথা।
স্থাপন করিল রাসমণির দুহিতা॥
নাম তাঁর জগদম্বা মথুর-গৃহিণী।
ভক্তিমতী সেইরূপ যেমন জননী॥
বেলা দুপ্রহর পার নাহিক ভোজন।
তরীমধ্যে উঠিলেন প্রভু নারায়ণ॥
কেমন প্রভুর খেলা কহা নাহি যায়।
চলে তরী ত্বরা করি প্রভুর ইচ্ছায়॥
নামিয়া গঙ্গার ঘাটে প্রভু পরমেশ।
ভাবাবেশে করিলেন পুরীতে প্রবেশ॥
আনন্দিত পুরীতে সকল লোক জন।
নেহারিয়া প্রভুদেবে বঙ্কিম-নয়ন॥
ত্বরান্বিতে সেবার করয়ে আয়োজন।
অভুক্ত শ্রীপ্রভুদেব করিয়া শ্রবণ॥
ভোজন-আসন করি নিরজন স্থানে।
প্রভুদেবে যায় ল'য়ে পুরীর ব্রাহ্মণে॥
হেথা এক দানা মুখে না উঠে প্রভুর।
কারণ জিজ্ঞাসে তাঁরে হইয়া আতুর॥
শ্রীপ্রভু বলেন দেখ, বাহিরেতে গিয়া।
চাঁদ-মুখ বাছা তিন আছয়ে বসিয়া॥
গোটা দিন কাটে, আছে সবে অনশনে।
সেহেতু ভোজন মোর না উঠে বদনে॥
এত শুনি থালে ভোজ্য করিয়া যতন।
উপনীত যেইখানে ভক্ত তিন জন॥
উদর পূরিয়া সেবা করেন সবাই।
শুনিয়া দেখিয়া তুষ্ট হইলা গোঁসাই॥
সঙ্গে ল'য়ে ভক্তত্রয় কিছু তার পরে।
তরীতে উঠিলা প্রভু ফিরিতে মন্দিরে॥
জলপথে নানাবিধ কথোপকথনে।
হেনকালে পানিহাটি পড়িল নয়নে॥
করযোড়ে মস্তক নুয়ায়ে ভগবান্।
উদ্দেশেতে করিলেন গৌউরে প্রণাম॥
তাহা দেখি শ্রীমনমোহন হাস্য করে।
হাসির কারণ প্রভু পুছিলা তাঁহারে॥
কি হেতু করিলে হাস্য শ্রীমনমোহন।
বিশেষিয়া কহ বার্ত্তা করিব শ্রবণ॥
হাসিয়া হাসিয়া ভক্ত কহিলেন তাঁয়।
প্রণাম করিলা যাঁরে সে হেথা কোথায়॥
স্থান মাত্র আছে, বস্তু নাই এইখানে।
ইহাই বিশ্বাস মোর ষোলআনা মনে॥
পুন তাঁরে বলিলেন শ্রীপ্রভু গোঁসাই।
বল, তবে কোথা আছে, কোথা তিনি নাই॥
প্রত্যুত্তর করিলেন ভকত ধীমান্।
সর্ব্বত্রে সমানভাবে তাঁর অধিষ্ঠান॥
তাই যদি, প্রভুদেব কহিলেন পরে।
নাই কেন দেব-দেবী মূর্ত্তির ভিতরে॥
দেব কি দেবীর মূর্ত্তি যেথা বিদ্যমান।
সে নহে কখন এই সৃষ্টিছাড়া স্থান॥

পুনশ্চয় ভক্ত কয় প্রশ্নের উত্তর।
সর্ব্বময় তিনি যাঁর জ্ঞান স্থিরতর ॥
সে কেন করিবে তবে শির অবনত।
যেথা এক পাথরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ॥
জগতে যেখানে যাহা আছে বর্ত্তমান।
সবে আছে তাঁর সত্তা, সকল সমান ॥
কোন এক বিশেষ মূর্ত্তিতে তাঁর বাস।
এ কথা হৃদয়ে মোর না লয় বিশ্বাস ॥
প্রশংসা করিয়া ভক্তে প্রভু গুণমণি।
বলিতে লাগিলা তত্ত্ব ভক্তিপ্রসবিনী ॥
শুন শুন কহি ভক্তিতত্ত্বের বারতা।
সর্ব্বত্রে সমান তিনি অতি সত্য কথা ॥
কিন্তু যেথা যে মূর্ত্তিতে বহু ভক্ত জনা।
ভক্তিভরে করে পূজা সেবা আরাধনা ॥
সেইখানে বিশেষিয়া তাঁর নিত্য পাট।
উপমায় যেইরূপ পীঠ কালীঘাট ॥
নিরাকার বাষ্প যেন অতি ঠাণ্ডা বায়।
জমিয়া কঠিন হয় প্রস্তরের প্রায় ॥
সেইমত ঠিক সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ।
চিৎঘনরূপ হয় ভক্তের কারণ ॥
ভক্তির মহিমা কথা কি কব তোমাকে
তিনি তথা মূর্ত্তিমান্ ভক্তে যেথা ডাকে
তীর্থের মাহাত্ম্য তাই এত পরিমাণে।
জাগরিত রহে তীর্থ ভক্ত-সমাগমে ॥
শত বর্ষ যে মূর্ত্তিতে সেবা আরাধনা।
সেই তীর্থ বিশেষ করিবে বিবেচনা ॥
ঠিক যেন কালীঘাট ঝরণার প্রায়।
অবিরত উঠে জল পিপাসুতে খায় ॥
সর্ব্বত্রে সমানভাবে আছে ভগবান্।
অতি সত্য খুব সত্য না লাগে প্রমাণ ॥
দেখ' হিমালয়-কোলে সুরতরঙ্গিনী।
জনমিয়ে যায় ব'য়ে পতিত-পাবনী ॥
এড়াইয়া কত শত দেশ দেশান্তর।
যেথায় মেদিনীবেড়া সুনীল সাগর ॥

পার' কি কখন তুমি পান করিবারে।
আগাগোড়া যত জল গঙ্গার গহ্বরে ॥
যদি তুমি গঙ্গার মধ্যেতে কোন স্থলে।
এক বিন্দু কর পান নাবিয়া সলিলে ॥
তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট প্রচুর।
পিপাসায় শান্ত প্রাণ কষ্ট হয় দূর ॥
আর সেও গঙ্গাজল অন্য কিছু নয়।
মূর্ত্তিতে করিতে হবে অবশ্য প্রত্যয় ॥
শক্তিমন্ত শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী।
ধরয়ে অধিক বল মহামন্ত্র জিনি ॥
তখনি ঘুচিল সন্ধ ছুটিল আঁধার।
শুন রামকৃষ্ণলীলা ভক্তির ভাণ্ডার ॥
এঁড়েদর কোলে পাটবাড়ি পরিপাটি।
গঙ্গার উপরে গ্রাম যেন পানিহাটি ॥
সুবিদিত সাধারণে অতি রম্য ঠাঁই।
মন্দিরে বিরাজে যেথা গোউর নিতাই ॥
দরশন করিতে প্রভুর হয় মন।
মাঝি চালাইল তরী শ্রীআজ্ঞা যেমন ॥
যবে প্রভু উপনীত মন্দির-প্রাঙ্গনে।
পাছু পাছু ধাবমান ভক্ত দুই জনে ॥
ভাবেতে আবেশ দেহ হইলা গোঁসাই।
নেহারিয়া মূর্ত্তিদ্বয় গোউর নিতাই ॥
দুঁহুজনে কি করিলা শুনহ কাহিনী ॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণামসহ লুটায় অবনী ॥
পূর্ব্বে এই দোঁহাকার ন্যু ছিল কখন।
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, করি মূর্ত্তি দরশন ॥
ঝটিতি ব্যত্যয় ভাব কেমন দোঁহার।
প্রভুর মহিমা-কথা কহে বলিবার ॥
এইরূপ হয় রঙ্গ প্রতি ভক্তসনে।
ভক্তিহীন কালে জীব শিক্ষার কারণে ॥
দেখিতে বুঝিতে যদি সাধ থাকে মন।
ভজ পূজ শ্রীপ্রভুর অভয় চরণ ॥
দয়া কর প্রভুদেব দীন হীন গতি।
অভয় চরণে যেন রহে রতি মতি।

জনৈক স্ত্রীলোকের ঔষধ প্রার্থনা
ও
জগৎ জননীর দ্বারা বাঞ্ছা পূর্ণ।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

ভীম-দরশন ভব অকূল পাথার।
ত্রিতাপ-বাড়বানল জ্বলে অনিবার ॥
নিবিড় আঁধারময় দৃষ্টি নাহি চলে।
আতঙ্ক তরঙ্গকুল অকূল সলিলে ॥
পারাপারে যাইবারে অনন্ত সম্বল।
একমাত্র শ্রীপ্রভুর চরণ কেবল ॥
আর পন্থা দেখাইলা প্রভু গুণমণি।
যদ্যপি করেন কৃপা জগৎ-জননী ॥
অবতারে মাতৃরূপে ভকত-বৎসলা।
শ্যামাসুতা গুরুমাতা ব্রাহ্মণের বালা ॥
ভবব্যাধি-মহৌষধি করুণা তাঁহার।
কৃপাদৃষ্টে ইষ্টসিদ্ধি, নষ্ট ভব-ভার ॥
কহি শুন সমাচার সাধ্য যত দূর।
মহতী মহিমা যার লীলা সুমধুর ॥
যেই বস্তু প্রভুদেব সেই বস্তু মাতা।
বিশ্বাসে রাখিও হৃদে অতিগুহ্য কথা ॥
একমাত্র কেবল প্রভেদ দৃষ্ট হয়।
শ্রীপ্রভু সহজ যত মাতা তত নয় ॥
অপার করুণা বিনা কার সাধ্য ধরে।
সেই আদ্যা মহাশক্তি মানবী আকারে
অদ্যাপিহ প্রভুভক্ত অনেকের ভ্রম।
যেমন শ্রীপ্রভুদেব মাতা তেন নন ॥
বলিলে না চলে, কথা বলা মহাদায়।
হৃদয়ে সন্দেহ মাত্র মায়ের মায়ায় ॥
রবির কিরণ কোথা মেঘজালে ঢাকে।
কোথা বা উজ্জ্বলতম প্রবল আলোকে ॥
অপার মহিমা-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ যে সব।
অন্তরে বাহিরে সদা হয় অনুভব ॥
যুক্তি তর্ক কূটবুদ্ধি বিচারের পার।
রসনায় নাহি পার বাক্য বলিবার ॥
গুরুমাতা বলিলে কি বুঝ তুমি মন।
শুন শ্রীপ্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধ কেমন ॥
এক বস্তু দুই রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেহ।
সম্পূর্ণ, অভেদ নিত্য নাহিক সন্দেহ ॥
প্রভু পিতা একরূপে, মাতা অন্যরূপ।
স্বতন্ত্র আকার দুয়ে একের স্বরূপ ॥
ভিতরেতে মিশামিশি যেন দুধে দুধে।
ভেদ-বুদ্ধি ঘটে যার সেই পড়ে ফাঁদে।
লীলায় অধিক বাদে, নাহি যায় চেনা।
আবরণ তুলে দেখ বুটের দুদানা ॥
একে হ'য়ে দুই ঠাঁই বিন্দু নহে দূর।
সৃজিয়াছে মায়াশক্তি সৃষ্টির অঙ্কুর ॥
মায়াপারে এক বস্তু দুটি দুটি নাই।
গুরুমাতা সেই, যিনি জগৎ-গোঁসাই ॥

প্রত্যক্ষ ঘটনা কথা শুন অতঃপর।
আদ্যাশক্তি গুরুমাতা তাহার খবর॥
পুরীতে পূজারীবেশে কালীর সেবায়।
নিয়োজিত যে সময় প্রভুদেবরায়॥
ভক্তিজন্ম আরাধনে তেমন পাষাণ।
হইত চৈতন্যময়ী মায়ের সমান॥
প্রমাণে দেখিতে তূলা লইয়া নাসায়।
ধরিলে তুলিত মন্দ নিশ্বাসের বায়॥
সেই প্রভু সেই ভাবে ভক্তিসহকারে।
অঙ্গহীন কিছু নাই ষোড়শোপচারে॥
সাধনার নানাবিধ দ্রব্য যতগুলা।
বেশ ভূষা গোমুখাদি রুদ্রাক্ষের মালা।
রজতকাঞ্চনময় অলঙ্কারদাম।
শেষে লিখে বিল্বপত্রে রামকৃষ্ণনাম॥
এই সব দ্রব্যচয় করি এক ঠাঁই।
মায়ের চরণে দিলা অঞ্জলি গোঁসাই॥
হেন পূজা শ্রীপ্রভুর নীরবে লইলা।
শ্যামাসুতা গুরুমাতা ব্রাহ্মণের বালা॥
কি বুঝ কি বুঝ মন শ্যামাসুতা মাকে।
বিল্বপত্রে প্রভুদেব নিজ নাম লিখে॥
সমর্পণ করিয়া পূজিলা যাঁর পায়।
কি গিয়ান কর মন হেন গুরুমায়॥
লইতে প্রভুর পূজা সাধ্য হেন কার।
বিনা সেই আদ্যাশক্তি সৃষ্টির আধার॥
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
এইবারে অবতারে ব্রাহ্মণনন্দিনী॥
পরাৎপরা বিপদবারিণী দুঃখহরা।
হৃদয়বাসিনী হৃদি করুণায় ভরা॥
চৈতন্যরূপিণী শিব-সিদ্ধিপ্রদায়িনী।
কালাকাল, শূন্য, পূর্ণ, জগৎ-ব্যাপিনী॥
চৈতন্যদায়িনী তন্ত্রমন্ত্রবেদাতীতা।
মায়াস্বরূপিণী মায়াময়ী মায়াবৃতা॥
অনন্তরূপিণী তারা মহাশক্তিমতী।
পিতামাতা দুই মাতা পুরুষ প্রকৃতি॥
মহালীলাবতী সতী সৃষ্টিপ্রসবিনী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
সন্তানে করহ কৃপা করি শক্তিদান।
মনেরে শুনাব রামকৃষ্ণ-লীলাগান॥
শুন শুন মন আজিকার ঘটনায়।
আসিল রমণী এক শ্রীপ্রভু যেথায়॥
বিষন্নবদনা শোকে আকুল পরাণ।
প্রভুদেবে সাধু ভক্ত সন্ন্যাসী গিয়ান॥
জনেক আত্মীয় তার ভাবভ্রষ্ট হ'য়ে।
সতত‍ই ভ্রাম্যমাণ কুকাজে মাতিয়ে॥
সুভাবে আনিতে সেই কদাচারী জনে।
কিঞ্চিৎ ঔষধ মাগে শ্রীপ্রভুর স্থানে॥
সাধু কি সন্ন্যাসী ভক্ত ব্রহ্মচারী জনা।
সকলের মন্ত্রৌষধি আছে কত জানা॥
দৈবশক্তিযুক্ত, এই সাধারণ মত।
দুষ্ট নষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত আরোগ্যের পথ॥
প্রভুর নিকটে করি ঔষধের আশ।
মনের বাসনা নারী করিল প্রকাশ॥
শোকসন্তাপিত তেঁহ সরল-হৃদয়া।
কৃপাময় শ্রীপ্রভুর উপজিল দয়া॥
রঙ্গ করিবার তরে দেখাইলা তায়।
নিকটে মন্দির মার বসতি যেথায়॥
দেখিতে পাইবে তথা নারী এক জনা।
মনোমত মন্ত্রৌষধি আছে তাঁর জানা॥
পূরিবে বাসনা গিয়া জানাও তাঁহারে।
আমি কিবা জানি, তিনি আমার উপরে॥
শশব্যস্ত শোকগ্রস্ত চলিল রমণী।
বিরাজেন যেইথানে জগৎ-জননী॥
জীবে কি বুঝিবে লীলা অতিদুরগম।
দিনমানে দরশনে দেবগণে ভ্রম॥
লীলায় আঁধার বড় চেনা নাহি যায়।
জীবেরে প্রচ্ছন্ন রাখে মোহিয়া মায়ায়॥
শ্রীমন্দিরে উত্তরিয়া দেখিবারে পায়।
জগৎ-জননী মাতা বসিয়া পূজায়॥

প্রণমিয়া কহে তাঁয় যতেক খবর।
প্রভুদেব পাঠাইলা তাঁহার গোচর॥
রঙ্গ বুঝি শ্রীপ্রভুর বলিলা জননী।
তিনি ঔষধজ্ঞ, আমি কিছু নাহি জানি॥
ত্বরা করি যাও ফিরি সান্নিধ্যে তাঁহার
পাইবে ঔষধ, হবে কৃপার সঞ্চার॥
আজ্ঞামাত্র যায় নারী প্রভুর গোচরে।
জননী কহিলা যাহা জানাইল তাঁরে॥
শুনিয়া মধুর আস্যে হাস্য সুমধুর।
রঙ্গের তরঙ্গ বড় উঠিল প্রভুর॥
বিধিমতে বুঝাইয়া রমণীরে কন।
বাসনা পূরিবে তথা, হেথা অকারণ॥
যথা কথা ত্বরান্বিতা চলিল রমণী।
শ্রীমন্দিরে যেইখানে জগৎ-জননী॥
বারত্রয় এইরূপে ফিরাফিরি পর।
মায়ের হইল কৃপা নারীর উপর॥
বিল্বপত্র দিয়া মাতা বলিলেন তাঁরে।
বাসনা পূরিবে এই লয়ে যাও ঘরে॥
দেবের দুর্লভ ধন লইয়া যতনে।
আবাসে চলিল নারী আনন্দিতমনে॥
যার সঙ্গে রঙ্গকথা বুঝ মনে মন।
রামকৃষ্ণলীলাকথা অমৃতকথন॥

অথ দেব্যাঃ স্তোত্রং প্রারভ্যতে

প্রকৃতিং পরমাভয়াং বরদাং
নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগতসেবকতোষকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

গুণহীনসুতানপরাধযুতান্
কৃপয়াদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা
চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাম্।
পিব ভৃঙ্গ মনো ভবরোগহরাং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে॥
লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে।

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥
পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণৈ তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়-
দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
প্রদায় চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্॥
জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রভুর কথোপকথন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম॥

সহরের মধ্যে স্থান বাদুড়বাগান।
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তথা দেশজুড়ে নাম॥
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আগার।
শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে দশে গুণ গায়॥
বহুগুণে বিভূষিত দিব্য কলেবর।
বিদ্যার সাগর যেন, দয়ার সাগর॥
স্বার্থশূন্য দয়া তাঁর অন্তরেতে ভরা।
পরদুঃখবিমোচনে দেহখানি ধরা॥
ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের জ্ঞান।
চৈতন্যস্বরূপ নিরাকার ভগবান্॥
সাধনা বলিয়া নাই কোন কর্ম্ম করা।
স্বভাবসুলভ ধর্ম্ম পরদুঃখ হরা॥
স্বার্থশূন্য শুদ্ধ সত্ত্ব দয়াগুণ যাঁর।
প্রভুর অপার কৃপা করুণা তাঁহার।
সাক্ষীর স্বরূপ শম্ভু মল্লিক সজ্জন।
বলিয়াছি বহু অগ্রে তাঁর বিবরণ॥
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এবে মুখুয্যে ঈশান।
ঠনঠনিয়ায় যাঁর আবাসের স্থান॥
তিন শতাধিক টাকা মাসে মাসে আয়।
দরিদ্র অনাথে দিতে তাহে না কুলায়॥
ফুরাইলে অর্থ করে পরাণ বিকলি।
অবশেষে বাঁধা যায় গৃহিণীর রুলি॥
পরদুঃখবিমোচন-খ্যাতি সাধারণে।
দুয়ারে দুঃখীর মেলা থাকে যেতে দিনে॥
দয়ায় গঠিত হিয়া কোমল আচার।
দিবারাতি চিন্তা কিসে পর-উপকার॥
দুর্গানামে অপার বিশ্বাস ভরা ঘটে।
বড়ই আদর তাঁর প্রভুর নিকটে॥
বারে বারে ঈশানের ঘরে আগমন।
করিলেন প্রভুদেব ভক্তবিনোদন॥
ঈশান নিজের জন টানাটানি প্রাণে।
এ সম্বন্ধ নহে বিদ্যাসাগরের সনে॥
সঙ্কেতে বুঝহ সন্ধ হয় যদি মন।
নিরাকারবাদী বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ॥
সাকার যাঁহার প্রাণে নাহি পায় স্থান
সে জনে কেমনে পাবে প্রভুর সন্ধান॥
সত্ত্বগুণী জনে তাঁর করুণা বিস্তর।
তাই আজি যান প্রভু পণ্ডিতের ঘর॥
কৃতার্থ করিতে তাঁয় দিয়া দরশন।
সঙ্গে চলে আত্মগণ ভক্ত কয় জন॥
গতি মতি প্রভুপদে পিরীতি অপার।
দলমধ্যে নেতা আজি মহেন্দ্র মাষ্টার॥
যখন যেখানে যান প্রভু পরমেশ।
প্রায় হয় পথিমধ্যে ভাবের আবেশ॥
আজিও শ্রীঅঙ্গে ভাব হইল প্রভুর।
বিদ্যাসাগরের ঘর নহে অতিদূর॥
কিছু পরে দুয়ারে শকট উপনীত।
লইয়া চলিল তাঁরে যেখানে পণ্ডিত॥

সভক্তিতে শ্রদ্ধাচিতে আসন ছাড়িয়া।
পণ্ডিত দণ্ডায়মান প্রভুরে দেখিয়া॥
করুণাসাগর তাঁয় ক'রি নিরীক্ষণ।
সমাধিস্থ মহাভাবে হইলা মগন॥
ভাঙ্গিলে ভাবের নেশা বাহ্য এলে পর
সমাসীন প্রভু দত্তাসনের উপর॥
পণ্ডিতে অপার কৃপা না যায় বর্ণনে।
বুঝ লক্ষ কোটি গুণ এক বর্ণ শুনে॥
ভাবভঙ্গে শ্রীপ্রভুর রীতি আগাগোড়া।
সামান্য শীতল জল কিছু পান করা॥
শিশুর সমান ভাব লজ্জা নাহি মোটে
তখনি বলেন তাই যাহা মনে উঠে॥
অকপটে বলিলেন প্রভু গুণমণি।
পাইয়াছে পিপাসা পানীয় খাব আমি
পণ্ডিত শুনিয়া চলে বাড়ীর ভিতর।
ত্বরা করি পাত্রে ভরি বিস্তর বিস্তর॥
বৰ্দ্ধমান থেকে আনা, ঘরে ছিল তাঁর।
প্রসিদ্ধ মিঠাই মিষ্ট বড়ই সুতার॥
শ্রদ্ধাসহ আনিলেন পণ্ডিতপ্রবর।
তুষিবারে প্রভুবরে পরম ঈশ্বর॥
গ্রহণ করিয়া ভোজ্য কৃপার লক্ষণ।
পণ্ডিতের সঙ্গে হয় কথোপকথন॥
প্রসাদ বন্টনকালে মাষ্টারের হাতে
গুণব্যাখ্যা প্রভু তাঁর কৈলা বিধিমতে।
সুন্দর স্বভাবযুক্ত যুবক সজ্জন।
দেখিতে প্রকৃত ফল্গুনদীর মতন॥
বাহিরে বালুকাবন বিশুষ্ক আকার।
অদৃশ্য রসের স্রোত অন্তে অনিবার॥
আরে মন কোটি কোটি দণ্ডবৎ তাঁয়
রতি মতি ভক্তি যাঁর শ্রীপ্রভুর পায়॥
পণ্ডিতে সম্ভাষে প্রভু রসের সাগর।
এড়াইয়া খাল খানা বিস্তর বিস্তর॥
নদ নদী বিল জলা ডোবা অগণন।
ভাগ্যবলে হৈল আজি সাগরে মিলন

পণ্ডিত উত্তরে কন প্রভু গুণধরে।
সাগরের লোণা জল ল'য়ে যান ঘরে॥
পণ্ডিতে পুনশ্চ শ্রীপ্রভুর প্রত্যুত্তর।
লোণা কিসে? নহে ইহা লবণসাগর॥
অবিদ্যাসাগরে ধরে লবণের তার।
ক্ষীরোদ সাগর ইহা, সাগর বিদ্যার॥
কোমল-হৃদয় তুমি সত্ত্বগুণী জন।
পরদুঃখনাশ হেতু অর্থ উপার্জ্জন॥
সত্ত্বগুণে যদ্যপিহ রাজসের খেলা।
স্বার্থশূন্য কর্ম্মে নাই কর্ম্মফলজ্বালা॥
পালিলে দয়ার ধর্ম্ম ভক্তি সহকারে।
ক্রমশঃ লইয়া যায় ঈশ্বরের ঘরে॥
দয়াতে হ'য়েছ তুমি কোমল নরম।
অত্যুক্তি এ নহে, তুমি সিদ্ধ এক জন॥
যেমন আগুনে সিদ্ধ করিলে পটল।
আলু কি আনাজপাতি অন্য কোন ফল
কোমল নরম হয় তাপ পেয়ে গায়।
তোমায় করেছে তেন কোমল দয়ায়॥
শ্রীমুখে শুনিয়া এত প্রশংসা-কাহিনী।
সবিনয়ে কহিল পণ্ডিতশিরোমণি॥
সত্য মানি, সিদ্ধ আলু আনাজ পটল।
স্বভাব ছাড়িয়া হয় অত্যন্ত কোমল॥
কিন্তু কলায়ের বাটা সিদ্ধ হ'লে পরে।
নরম কোথায়? অতি শক্ত গুণ ধরে॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব অখিলের পতি।
সুবিদিত যার যেন স্বভাব প্রকৃতি॥
তুমি নহ তার জাতি, স্বভাব সুন্দর।
এই বলি দিলা তাঁর কথার উত্তর॥
বিশদে ভাঙ্গিয়া পরে কহেন গোঁসাই।
তুমি নহ সে পণ্ডিত শাস্ত্রব্যবসাই॥
উপমায় পঞ্জিকায় প্রকাশ সকল।
অমুক সময়ে হবে এত আড়া জল॥
কতই জলের কথা পঞ্জিকায় লেখা।
নিঙ্গড়িলে পাঁজি নাহি বিন্দু যায় দেখা।

সেইমত শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতের দল।
বিজ্ঞান,বেদান্ত ব্রহ্ম মুখেতে কেবল॥
বাখানিছে যাঁর কথা, সে বস্তু কেমন।
আভাস না জানে, বিনা দুই এক জন॥
সেই বিদ্যা পরা বিদ্যা পরম সুন্দর।
জানাইয়া দেয় যায় পরম ঈশ্বর॥
অন্যবিধ বিদ্যা যত স্মৃতি ব্যাকরণ।
বিজ্ঞান পুরাণ ন্যায় শাস্ত্র অগণন॥
কোনই কাজের নয়, নাহি তায় সার।
কেবল মনের মধ্যে জঞ্জালের ভার॥
আগোটা গীতার পাঠে কিবা দরকার?
বল' দেখি মুখে গীতা মাত্র দশবার।
গীতা গীতা উচ্চারণে তাগী তাগী হয়।
গীতাপঠনের ফল তিয়াগ নিশ্চয়॥
ধন-মান-যশ-আশা ইন্দ্রিয়ের সুখ।
হইবে তিয়াগী জনে এ সবে বিমুখ॥
সর্ব্বসুখ পরিহার হরির কারণে।
গীতার কেবল ইহা একমাত্র মানে॥
হরিপদলাভে একা তিয়াগ সম্বল।
গীতা অর্থে এক অর্থ তিয়াগ কেবল॥
কায়মনে সকল করিবে পরিহার।
প্রকৃত সন্ন্যাসী হ্বানে ইচ্ছা হয় যার॥
করিবে প্রত্যঙ্গে অঙ্গে কাজ সমুদায়।
সমর্পিয়া কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণের পায়॥
প্রকৃত গৃহস্থ ত্যাগ রাখিবেন মনে।
কর্ম্মফল সমর্পিয়া ভক্তির কারণে॥
জীবগণে কহে গীতা সারার্থ ইহার।
সর্ব্ব নাশি হরিপদ একা কর সার॥
যতনে হৃদয়ে ধরি বিবেক বিরাগ।
কৃষ্ণের কারণে কর সকল তিয়াগ॥
বুঝাইতে বিধিমতে তত্ত্ব উপমায়।
দুজন সাধুর কথা কন প্রভুরায়॥
শুন শুন ভক্তিতত্ত্ব কেমন প্রভুর।
একখানি পুঁথি ছিল জনেক সাধুর॥
কোন জন এক দিন জিজ্ঞাসিল তাঁরে।
কি পুঁথি? কি আছে লেখা ইহার ভিতরে॥
খুলিয়া সে পুঁথিখানি দেখাইল তায়।
শুদ্ধ লেখা রামনাম প্রত্যেক পাতায়॥
দ্বিতীয় সাধুর কথা আশ্চর্য্য কাহিনী।
দাক্ষিণাত্যে যেই কালে গোরা গুণমণি॥
দেখিলেন জনেক পণ্ডিত কোন খানে।
করিছেন গীতাপাঠ আপনার মনে॥
সমাসীন পাশে তাঁর সাধু এক জন।
অবিরত করিতেছে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
নাহি জানে লেখাপড়া নিরক্ষর বটে।
বুঝিতে গীতার ভাষা শক্তি নাহি ঘটে।
জিজ্ঞাসিল পরে তাঁরে কোন এক জন।
কহ তত্ত্ব কি বুঝিয়া করিছ ক্রন্দন॥
সবিনয়ে কহে সাধু হইয়া কাতর
সত্যই সত্যই আমি মূর্খ নিরক্ষর॥
এক শব্দ বুঝিবারে শক্তি মোর নাই।
কিন্তু গীতাপাঠকালে দেখিবারে পাই॥
যেমন সুন্দর কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
পূততীর্থে কুরুক্ষেত্রে পুণ্যদরশন॥
বলিছেন এই গীতা মধুর বচনে।
তৃতীয় পাণ্ডব ভক্ত বান্ধব অর্জ্জুনে॥
যতক্ষণ শুনি আমি এই গীতাগীতি।
আগাগোড়া দেখি কৃষ্ণে মোহনমূরতি॥
আখ্যান কহিয়া বলিলেন প্রভুবর।
পরাবিদ্যাপ্রাপ্ত এই সাধু নিরক্ষর॥
সেই বিদ্যা যার বলে হয় দরশন।
সকলের সার কৃষ্ণ তাঁহার চরণ॥
সাকার প্রসঙ্গে এই ভক্তির আখ্যান।
ঈশ্বর পণ্ডিতে কন প্রভু ভগবান্॥
প্রথমে সাকার কথা উত্থাপন কেনে।
অর্থ তার পণ্ডিত সাকার নাহি মানে॥
পণ্ডিতের ভাব অগ্রে হ'য়েছে প্রকাশ।
নিরাকারবাদী নাহি সাকারে বিশ্বাস॥

তবে যেন দেখিতেছি শ্রীপ্রভুর ধারা।
যাহার যেমন ভাব তাই রক্ষা করা ॥
পরে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভু লাগিলা কহিতে।
ভাগ্যবান্ পুণ্যবান্ ঈশ্বর পণ্ডিতে ॥
বলিলেন প্রভুদেব অখিলের পতি।
বলিতেছিলাম আমি বিদ্যার ভারতী ॥
বিদ্যায় লইয়া যায় ঈশ্বরের পথে।
অবিদ্যা তামস পথ না দেয় দেখিতে ॥
ব্রহ্ম ঠিক আবাসের ছাদের মতন।
সংলগ্ন সোপানে হয় তথায় গমন ॥
ব্রহ্মে আগমন-পথে যে বিদ্যা উপায়।
সেই বিদ্যা সর্ব্ব-উচ্চ সোপানের প্রায় ॥
উভয় অবিদ্যা বিদ্যা মায়ার ভিতরে।
মায়ার অতীত তিনি ব্রহ্ম বলি যাঁরে ॥
অনাসক্ত ব্রহ্ম, নহে কাহার অধীন।
ভালমন্দ উভয়েতে সম্বন্ধবিহীন ॥
আলোর শিখার সম স্বভাব তাঁহার।
যে যেমন বাসে করে তেন ব্যবহার ॥
কেহ বা আলোতে পাঠ করে ভাগবত।
কেহ পাপমতি ব্যক্তি লিখে জালখৎ ॥
আর উপমায় ব্রহ্ম সাপের মতন।
দশনের কসে ধরে গরল বিষম ॥
তাহার হানি কি কষ্ট না হয় তাহার।
অপরে দংশনে করে প্রাণের সংহার ॥
আর দেখ শোক দুঃখ পাপাদি নিচয়।
মন্দ নামে জনে জানে যার পরিচয়।
সে সকল আমাদের জীবের সম্পত্তি।
ব্রহ্মে নাহি লাগে তাঁর সর্ব্ব-উচ্চে স্থিতি ॥
সৃষ্টিতে মন্দের বাস ব্রহ্মে নাহি ফুটে।
সাপের যেমন বিষ সাপের নিকটে ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব, ব্রহ্মের বারতা।
বলিতে সক্ষম জন সৃষ্টিমাঝে কোথা ॥
তন্ত্র মন্ত্র বেদান্ত পুরাণ বেদমালা।
মুখবিনিঃসৃত সব বদনেতে বলা ॥
তেকারণ উচ্ছিষ্ট শাস্ত্রাদি সমুদায়।
ব্রহ্মবস্তু অনুচ্ছিষ্ট না ফুটে কথায় ॥
নীরব পণ্ডিত ছিল কহিল এখন।
ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট আজি শুনিনু নূতন ॥
প্রভুদেব পণ্ডিতের বাক্যে দিয়া সায়।
বলিলেন ব্রহ্ম বস্তু না ফুটে কথায় ॥
সাগর কেমন কেহ করিলে জিজ্ঞাসা।
কি দিবে উত্তর? তুমি কোথা পাবে ভাষা ॥
বর্ণনায় ক্ষমবান্ যদি হও বেশী।
বলিবে কতই শব্দ, ঢেউ রাশি রাশি ॥
অকূল অগাধ খুঁজে কেবা পায় তল।
চারিদিকে জলময় জল আর জল ॥
শুকদেব সম মহাপুরুষের গণ।
বহুকষ্টে কেহ করিয়াছে দরশন ॥
পরশন কাহার বা সেই ব্রহ্মসিন্ধু।
কাহার কেবল পান বারি এক বিন্দু ॥
স্বভাব প্রকৃতি হেন আছয়ে তাহার।
নামিলে জলধিজলে ফিরা নাহি আর ॥
অপর দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম চিনির পাহাড়।
হিমালয় সম বড় প্রকাণ্ড আকার ॥
শুকদেব সমান সাধক যত জনা।
খাইয়াছিলেন মাত্র দুই এক দানা ॥
লবণ-গঠিত-কায় নুনের পুঁতুল।
যদি যায় মাপিবারে জলধি অকূল ॥
ঠাণ্ডা বায় গলিয়া মিশিয়া যায় জলে।
তেমতি জীবের দশা ব্রহ্মে যোগ হ'লে ॥
মায়ের ইচ্ছায় যদি ফিরে কোন জন।
বলিতে না পারে ব্রহ্মসাগর কেমন ॥
বাখানিতে উপমায় প্রভু ভগবান্।
বলিলেন কোন এক জনের আখ্যান ॥
ছিল তার পুত্রদ্বয় শৈশব সুন্দর।
শিক্ষা হেতু পাঠাইল আচার্য্যের ঘর ॥
পুরাণ বেদান্ত বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র নানা।
পড়িয়া বুঝিবে তত্ত্ব পিতার বাসনা ॥

যথা-আজ্ঞা গুরুগৃহে ভাই দুই জন।
যতন সহিত শাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
হেন রূপে কিছু দিন গত হ'লে পর।
ডাকিল নন্দনদ্বয়ে আপন গোচর॥
বেদান্তে ব্রহ্মের কথা কহে যে রকম।
বলিলেন বিশেষিয়া করিতে কীর্ত্তন॥
ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব করহ বর্ণনা।
শুনিতে তোমার মুখে বড়ই বাসনা॥
মিষ্টভাষে কহে জ্যেষ্ঠ বেদান্তের ভাষ।
পুঁথিতে যেমন ভাবে আছয়ে প্রকাশ॥
অব্যক্ত অচিন্তনীয় মনাদির পার।
ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহে আছে যে প্রকার॥
শুনিয়াছি হও ক্ষান্ত কহিয়া তাহারে॥
জিজ্ঞাসিল সেই প্রশ্ন কনিষ্ঠ কুমারে॥
শুনিয়া পিতার প্রশ্ন কনিষ্ঠ নন্দন।
অধোমুখে রহে, নহে বর্ণ উচ্চারণ॥
কিছু পরে কন তারে জনক তাহার।
ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি হ'য়েছে তোমার॥
অপার অনন্ত ব্রহ্ম সীমাহীন পারা।
গুণাতীত জ্ঞানাতীত অব্যক্ত চেহারা॥
স্বরূপ বলিতে তাঁর সাধ্য কার পারে।
মৌনী জনে কহে তত্ত্ব, বাক্যবাণে নারে॥
যেথা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বাক্য তথা নাই।
উপমা সহিত ব্যাখ্যা করেন গোঁসাই॥
উনানে বসান ঘৃত কড়ার ভিতর।
ক্রমাগত দিলে তাহে জ্বাল নিরন্তর॥
যতক্ষণ থাকে কাঁচা চড় চড় করে।
পাকিলে নীরব ঘৃত শব্দ যায় ম'রে॥
বিচার বাক্যের দ্বন্দ্ব কাঁচা জ্ঞান যার।
পূর্ণ জ্ঞানে বাক্যহারা কে করে বিচার?
পাকা ঘিয়ে পুনরায় শব্দ সমুত্থিত।
রসে ভরা কাঁচা লুচি হইলে নিহিত॥
পাকা ঘৃত কাঁচা লুচি কথা উপমার।
গুরু শিষ্যে দুয়ে যবে তত্ত্বের বিচার॥

শূন্য গাড়ু, জলমধ্যে যেন অবিকল।
করে ভুক্ ভুক্ শব্দ যত ঢুকে জল॥
পরিপূর্ণ গাড়ু যবে শব্দ কোথা আর।
বাক্য ছাড়ে সেইমত পূর্ণ জ্ঞান যাঁর॥
কামিনীকাঞ্চন মনে যতক্ষণ রয়।
ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি হইবার নয়॥
শুদ্ধাত্মা হইলে পরে সাধ হয় পূর্ণ।
চৈতন্য কেবল, জানে কেমন চৈতন্য॥
এই ঠাঁই শ্রীগোঁসাই নিজের আভাস।
পণ্ডিতের সন্নিকটে করিলা প্রকাশ॥
বিশেষিয়া বলিবারে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মনে তুমি বুঝে লও মন॥
পুনরায় কহিতে লাগিলা ভগবান।
শঙ্করাচার্য্যের মতে অদ্বৈতগিয়ান॥
অদ্বৈতগিয়ান সত্য, দ্বৈতজ্ঞান ভুল।
জীবের যে দ্বৈতজ্ঞান মায়া তার মূল॥
মায়ারাজ্যে যতকাল হয় বিচরণ।
জীবের অদ্বৈতজ্ঞান ফুটে না কখন॥
জগতে যাবৎ বস্তু ঘটনানিচয়।
মায়ায় দেখায় মাত্র, সত্য কিন্তু নয়॥
শঙ্করের মতে যাঁরা এই করে ব্যাখ্যা।
দ্বৈতপ্রতিবাদী তাঁরা জ্ঞানীনামে আখ্যা॥
ব্রহ্ম সত্য, মায়া মিথ্যা, এই বোধ ঘটে।
মিথ্যা মানে এইখানে সত্তা নাই মোটে॥
মায়া মিথ্যা অবিকল গিয়ান হইলে।
অহঙ্কার অহংজ্ঞান নাশ পায় মূলে॥
অহংএর চিহ্ন দেহে নাহি রহে আর।
প্রকৃত সমাধি-পদে তবে অধিকার॥
নামিলে সমাধি থেকে নীচেকার ঘরে।
মায়া করে নিজ কাজ অহংকার ধরে॥
তবে ইহা শুদ্ধ অহং হানি নয় কাজে।
দেখায় অবিদ্যা বিদ্যা দুই মায়া নিজে॥
সমাধিতে বুঝিবারে বিজ্ঞানী নিপুণ।
সেই ব্রহ্ম দুই রূপে সগুণ নির্গুণ॥

সগুণে ঈশ্বর নাম সৃষ্টির কারণ।
ব্রহ্মনামধারী তিনি নির্গুণ যখন॥
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব তিনি জীব ও জগৎ।
শক্তি মায়া নানা নাম গুণে বলবৎ॥
গুণভেদে নামভেদ, অন্য বুঝা ভুল।
সেইমাত্র এক ব্রহ্ম সকলের মূল॥
সৃজন পালন লয়ে নানাবিধ কাজে।
ধরেন বিবিধ রূপ সেই ব্রহ্ম নিজে॥
নানারূপে ভক্তের নিকটে ভগবান্।
আঁখিতে বিজ্ঞানিগণে দেখিবারে পান॥
চাক্ষুষ দেখিয়া জানা, বিজ্ঞানের মানে।
অনুমান, সন্দেহ নাহিক সেইখানে॥
শুদ্ধ-আত্মা এই সব বিজ্ঞানীর গণ।
অন্তরে বাহিরে তাঁরে করে দরশন॥
পরম-ঈশ্বর হেন দ্বিবিধ কারণে।
দেখা দিয়া দেন তত্ত্ব মুনিঋষিগণে॥
উদ্ধারিতে জীবগণে প্রথম কারণ।
দ্বিতীয় ভক্তের সাধ করিতে পূরণ॥
ক্রিয়াহীন তাঁয় যবে দেখিবারে পাই।
সৃজন পালন লয় কোন কাজে নাই॥
লিপ্তশূন্য, সম্পর্ক নাহিক সৃষ্টি সনে।
তখন তাঁহারে আমি ডাকি ব্রহ্ম নামে॥
সৃজন পালন লয়ে যবে তাঁর গতি।
তখন সগুণ নাম প্রধানা প্রকৃতি॥
যেই ব্রহ্ম সেই শক্তি ভেদ নাই দুয়ে।
দৃষ্টান্তে ধরিয়া দেখ আগুন লইয়ে॥
আগুনের সঙ্গে তার প্রদাহিক গুণ।
উভয়েতে একাধারে একত্রে আগুন॥
ধবলত্ব দুধের, দুধেতে যেন স্থিতি।
সেইমত ব্রহ্মে রহে ব্রহ্মের শকতি॥
মণি আর তার জ্যোতিঃ একই যেমন।
ব্রহ্মের সঙ্গেতে শক্তি প্রকৃতি তেমন॥
সাপের সঙ্গেতে তার আঁকাবাঁকা গতি।
ব্রহ্মের সহিত তেন তাঁহার শকতি॥

পূর্ব্বোক্ত সগুণ ব্রহ্ম যাঁর পরিচয়।
অবিরত হাতে তিন সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
সেই আদি মূল শক্তি প্রকৃতি প্রধানা।
তিনিই দ্বিবিধা বিদ্যাবিদ্যা নামে জানা॥
সৃষ্টিতে অনন্ত জাতি, অনন্ত রকম।
কেহ উন, কেহ দুনো, কেহ বেশী কম॥
তারতম্য ছোট বড় নামে যায় বলা।
সকল শক্তির কর্ম্ম, নানারূপে খেলা॥
রকমারি সৃষ্টি করা শক্তির নিয়ম।
সমরূপ দুই বস্তু না হয় কখন॥
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে বস্তু অনন্ত প্রকার।
প্রত্যেকের ভিন্ন রূপ অতি চমৎকার॥
এমন সময় কন পণ্ডিত ধীমান্।
বটে! কেহ ক্ষীণবল কেহ বলবান্॥
শক্তির প্রকৃতি যদি উন দুনো গড়া।
তবে কি তাঁহাতে আছে পক্ষপাতী ধারা?
পণ্ডিতেরে উত্তর করিলা প্রভুরায়।
জগতে ঘটনা যত যা হয় যেথায়॥
চিরকাল যেইরূপ সেইরূপ হয়।
ইহা অতি সত্য কথা বুঝিবে নিশ্চয়॥
কি হেতু করেন? কেন? কি তাঁর বিধান।
মানুষে জানিতে নাহি দেন ভগবান্॥
কারণ কি হেতু কিবা উদ্দেশ্য স্রষ্টার।
জীবের জানিতে ইহা নাহি অধিকার॥
সর্ব্বশক্তিমান বিভু একক ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতে সমভাবে সবার ভিতর॥
ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকা বালির সমান।
তাহাতেও বিরাজিত রহে ভগবান্॥
তবে যে তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রত্যেকে।
কি শরীরে, কিবা মনে, কিবা আধ্যাত্মিকে॥
শক্তিই তাহার মূল রকমারি গড়ে।
অদ্ভুত শক্তির খেলা সৃষ্টির ভিতরে॥
বেদান্তের ব্রহ্ম কালী জননী আমার।
সগুণে অনন্তরূপা বিরাট আকার॥

কে জানে সে কালি কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।
মূলাধারে সহস্রারে যোগী যারে
করে মনন,
কালী পদ্মবনে, হংস সনে,
হংসীরূপে করে রমণ॥
আত্মারামের আত্মা কালী
রামপ্রেয়সী সীতা যেমন,
শিব জেনেছে কালীর মর্ম্ম,
অন্যে কে আর জান্‌বে তেমন॥
প্রসবে ব্রহ্মাণ্ড অণ্ড প্রকাণ্ডতা
বুঝ কেমন,
কালী সর্ব্ব-ঘটে বিরাজ করে,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
রামপ্রসাদ বলে কুতূহলে
সন্তরণে সিন্ধু-গমন,
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না
ধর্‌বে শশী হয়ে বামন॥

গেয়ে এই গীতখানি, সমাধিস্থ গুণমণি
এ রাজ্য ছাড়িয়া গেলা চ'লে।
দ্রুতগতি উড়রায়, চকিত চপলা প্রায়,
কোথায় কাহার সাধ্য বলে॥
বীণা জিনি কণ্ঠস্বর মিষ্ট হতে মিষ্টতর
বদনবিবরে নাহি আর।
প্রতিময় শক্তিহারা শ্রীঅঙ্গ স্পন্দন ছাড়া
পুত্তলিক জড়ের আকার॥
স্থির মন স্থির চিত্ত স্থিরতর দুটি নেত্র
স্থিরভাবে বসিয়া অটল।
অন্তরের জ্যোতিঃ গুপ্ত বাহিরে হইল ব্যক্ত
প্রফুল্লিত বদনমণ্ডল॥

ভাবে যবে নিমগন কোথা তিনি কি রকম
বিবরণ বুঝে উঠা ভার।
লক্ষণ দেখিয়া জ্ঞান কিংবা যাহা অনুমান
কহি শুন কাহিনী তাহার॥
অপার ভাবের ভাবী একাধারে নানাছবি
ভাবময় ভাবের নিদাম।
যে প্রসঙ্গে আবির্ভাব শ্রীঅঙ্গেতে মহাভাব
তাহাই দেখেন মূর্ত্তিমান্॥
বিদ্যাসাগরের সনে ব্রহ্মতত্ত্ব উত্থাপনে
কহিতেছিলেন গুণমণি।
উপনিষদের ব্রহ্ম আছে যাঁর গুণ, কর্ম্ম
তিনি তাঁর জগৎজননী॥
ভক্তের আরাধ্য ধন মিলে তাঁর দরশন
কথোপকথন হয় সাথে।
বিশ্বময়ী কালী নাম জগতের আত্মারাম
সর্ব্বদা বিরাজ সর্ব্বভূতে॥
একা তিনি একরূপে বিরাটে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছায় তাঁহার।
যাবৎ ঘটনামালা ছোট বড় যত খেলা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সংহার॥
বলিতে বলিতে কথা মনে বাড়ে ব্যাকুলতা
দেখিবারে স্বরূপ মূরতি।
সঙ্গে ল'য়ে প্রাণ মন মহাভাবে তেকারণ
নিমগন অখিলের পতি॥
বুঝিতে পারিবে মন কর লীলা আলাপন
আগাগোড়া কাহিনী ধরিয়ে।
প্রার্থনা করিয়া তাঁয় হৃদে যেন স্ফূর্ত্তি পায়
কি করিলা অবতার হ'য়ে॥
ভাবে মগ্ন প্রভু এবে মন প্রাণ গেছে ডুবে
ভাবরূপ অকূলপাথারে।
জীবগণে উদ্ধারিতে তত্ত্বের স্বারতা দিতে
পুনঃ দেহে আসিছেন ফিরে॥
লক্ষণে উদিল আসি বদনে মধুর হাসি
সুধাধারা সে হাসির ধারা।

দরশনে ভাগ্য যার অতুল আনন্দ তাঁর
আপনে আপনা হয় হারা ॥
হাসি দেখে য য় জানা বাহ্যমাত্র দুই আনা
চৌদ্দ আনা আবেশের ঘোর।
মা যেন জাগায় ঠেলে নিদ্রাতুর শিশু ছেলে
নড়ে কিন্তু নিদ্রায় বিভোর ॥
যবে সিকি ঘোর কাটে, তবে মুখে বাক্য ফুটে
নহে স্পষ্ট জড় জড় স্বর।
নামা উঠা করে মন তাই জড় উচ্চারণ
ধরে ছাড়ে দিব্য দেহ-ঘর ॥
অৰ্দ্ধেক আসিলে নীচে জিহ্বার জড়তা ঘুচে
বলিলেন প্রভু গুণধাম।
আমার জননী যিনি নিরাকার ব্রহ্ম তিনি
করে যাঁর বেদান্তে বাখান ॥
মায়ের ইচ্ছায় যার নাশ হয় অহংকার
সমাধিতে সে দেখিতে পায়।
গভীর ধিয়ানে মত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব
বেদান্তে যাঁহার কথা গায় ॥
ফিরিলে দেখিয়া মাকে তবু যে অহং থাকে
সে অহং শুদ্ধভাবাপন্ন।
অবিদ্যা ধরে না তায় মাই মনে স্ফূর্ত্তি পায়
মায়াঘোরে করে না আচ্ছন্ন ॥
সাকারা হইয়া মাতা ভক্ত-সঙ্গে কন কথা
ইচ্ছাময়ী যেন ইচ্ছা তাঁর।
কহেন সন্তানগণে আমি ব্রহ্ম গুণহীনে
গুণময়ী হইয়া সাকার ॥
এই যে সাকার কায় যে সে না দেখিতে পায়
দেখে মাত্র শুদ্ধ-আত্মা জনা।
শুদ্ধ-আত্মা খালি তাঁরা, তাঁর অংশে জন্মে যাঁরা
ভগবতীতনু নামে জানা ॥
জ্ঞান ভক্তি একত্তরে সামঞ্জস্য করিবারে
বলিলেন প্রভু গুণমণি।
রামচন্দ্র এক দিনে বলিলেন হনূমানে
আমায় কিরূপ দেখ' তুমি ॥

করযোড়ে হনূমান্ কহে শুন শুন রাম
কখন তোমায় হেন হেরি।
তোমা বিনা নাহি অন্ত তুমিই অনন্ত পূর্ণ
সৃজনপালনলয়কারী ॥
শুন রাম কমলআঁখি আমাকে তখন দেখি
আমি আর নই অন্য জনা।
আমাতে তোমার সত্ব দেবত্ব মাখান গাত্র
তোমারি কেবল অংশ-কণা ॥
কখন তোমায় রামে এইরূপ হয় মনে
প্রভু তুমি আমি তব দাস।
শ্রীআজ্ঞা পালন কাজ এই চিন্তা হৃদিমাঝ
শ্রীচরণ-সেবনের আশ ॥
শুন শুন কহি রাম নবদূর্ব্বাদলশ্যাম
আত্মারাম সকলের সার।
কখন দেখিতে পাই আমি তুমি আমি নাই
তুমি আমি দুয়ে একাকার ॥
ভাঙ্গিয়া কহেন কথা শ্রীপ্রভু আমার।
মনে কর সীমাহীন এক জলাধার ॥
নাহি তার পারাপার নাহি তার তল।
অধ উৰ্দ্ধে দশদিকে জল আর জল ॥
সে জলের কোন অংশ শীতল পাইয়ে।
জমাট বাঁধিয়া যায় বরফ হইয়ে ॥
পুনঃ সে বরফখণ্ডে যদি তাপ পায়।
গলিয়া হইয়া জল জলেতে মিশায় ॥
জলাধাররূপব্রহ্ম যেই খণ্ড তাঁর।
ভক্তিরূপ শৈত্যে হয় বরফ আকার ॥
সেই ভগবৎতনু শুদ্ধ আত্মা নাম।
স্বয়ং ব্রহ্মের দেহে তাঁহাদের ধাম ॥
উত্তাপ-স্বরূপ জ্ঞান বিচার কেবল।
যাহাতে বরফ হয় পুনরায় জল ॥
যোগাসনে সমাধিতে যেই মহাজন।
মহাভাগ্যবলে হইয়াছে নিমগন ॥
সন্দহীনে উপলব্ধি কেবল তাহার।
বাহ্যজগতের স্রষ্টা জননী আমার ॥

তিনি নিরাকার ব্রহ্ম, সগুণে সাকারা।
তাও তিনি, যাহা আছে এই দুই ছাড়া॥
জীবদের আত্মারূপে তত্ত্বময়ী তিনি।
পঞ্চভূতময়ী হ'য়ে সৃষ্টিস্বরূপিণী॥
অদ্বৈতবাদীরা যেন মনে নাহি করে।
সগুণে সাকার, সৃষ্টি মিথ্যা একবারে॥
সাকার স্বরূপ তাঁর, আর সৃষ্টি ঠিক।
দুয়ের মধ্যেতে নহে কেহই অলীক॥
দৃষ্টান্তে ভাঙ্গেন তত্ত্ব বিবাদভঞ্জন।
সরলে সরলে কথা করহ শ্রবণ॥
সুমূর্খে সহজে বুঝে নাহি লাগে গোল।
সরল উপমা দুধ নবনীত ঘোল॥
নিরাকার ব্রহ্ম ঠিক দুধের মতন।
সগুণে নবনীরূপ আকার ধারণ॥
মন্থনাবশিষ্ট ঘোল সৃষ্টিরূপে তার।
ইহার মধ্যেতে মিথ্যা বলিবে কাহায়॥
প্রত্যক্ষ ঈশ্বরী কালী জননী আমার।
জীবের আমিত্ব যায় কৃপায় তাঁহার॥
আমিত্ব থাকিতে কভু সমাধি না হয়।
সমাধি ব্যতীত ব্রহ্ম উপলব্ধি নয়॥
জ্ঞানমার্গে অহংনাশে উপায় সম্বল।
বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান বিচার কেবল॥
জ্ঞানীজনগণে যারে জ্ঞানযোগ বলে।
বড়ই কঠিন পথ এই কলিকালে॥
ব্রহ্মজ্ঞান আশে হইবারে সমাধিস্থ।
নারদীয় ভক্তিভাব এ যুগে প্রশস্ত॥
সেবাভক্তি আরাধনা গুণানুকীর্ত্তন।
এই হয় নারদীয় ভক্তির লক্ষণ॥
শুদ্ধান্তরে নিরন্তর প্রার্থনা তাঁহায়।
করিলে বাসনা পূরে মায়ের কৃপায়॥
জ্ঞানপন্থিগণ ঘুরে যাহার আশায়।
মিটে না বাসনা গোটা আয়ু কেটে যায়॥
ভকত-বৎসলা মাতা ভক্তি ভালবাসে।
সন্তানস্বরূপ ভক্ত মায়ের সকাশে॥

ব্রহ্মজ্ঞান কখন না চায় ভক্ত জনা।
মায়েরে দেখিতে করে মায়েরে প্রার্থনা॥
যদি কেহ সমাধির উচ্চ স্থানে যায়।
নামিয়া আনেন তাঁরে মাতা পুনরায়॥
রাখিয়া আমির রেখা ঈষৎ অন্তরে।
সে নহে এ কাঁচা আমি, পাকা বলি তারে॥
কাঁচা আমি ঠিক যেন দড়ির মতন।
যাহাতে জীবের হয় বিষম বন্ধন॥
পাকা আমি দগ্ধ দড়ি পুড়ে হয় ছাই।
আকারে কেবল, বাঁধে হেন শক্তি নাই॥
সা রা গো মা প দ ণী এ এই সপ্তস্বর।
ণী অতি অত্যুচ্চ চড়া সবার উপর॥
গায়ক সতত নাহি পারে থাকিবারে।
যে ণী অতি উচ্চ বাট তাহার ভিতরে॥
তেমতি সমাধি স্থানে অবিরত যোগ।
একুশ দিনের বেশী নাহি হয় ভোগ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সব নষ্ট সত্তা লোপ পায়।
মহাজলে জলবিম্ব যেমন মিশায়॥
তিক্ত লাগে ভক্তজনে রসনাবিস্বাদ।
হইতে না চায় চিনি, খাইবার সাধ॥
ভক্তিপ্রেম অন্তরেতে রাখি সঙ্গোপনে।
মার সঙ্গে কবে কথা চায় ভক্তগণে॥
বিবিধ আকার মার ভুবনমোহন।
রামরূপে অযোধ্যায় নৃপতিনন্দন॥
কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে নয়নের ফাঁদ।
গোরারূপে মহাপ্রভু নদীয়ার চাঁদ॥
যে যেমনে চায় মায়, যেরূপে যে যাচে।
ভকত-বৎসলা কালী তেন তার কাছে॥
যদি কোন ভক্ত জনে চায় ব্রহ্মজ্ঞান।
তখনি জননী করে তাঁহারে প্রদান॥
ভক্তি ভক্ত বড় ভালবাসেন জননী।
এত বলি ভক্তি-তত্ত্ব কন গুণমণি॥
ক্ষীণবল জ্ঞানযুক্তি কত শক্তি ধরে?
একটানা বরাবর যাইতে না পারে॥

গতিরোধ হয় পথে না চলে চরণ।
বিশ্বাস ভক্তির শক্তি অকথ্য কথন॥
পারাবার সীমাহীন অকূল জলধি।
লাফ দিয়া হয় পার ভক্তি রহে যদি॥
সিন্ধুপারে যাইবারে রাবণ-নিধনে।
বাঁধিতে হইল সেতু ধনুর্দ্ধারী রামে॥
কিন্তু রামদাস হনূ পবনকুমার।
জয় রাম বলি লম্ফে যায় সিন্ধুপার॥
শিক্ষা দিত জীবগণে রাম-অবতারে।
মুক্তির অপেক্ষা ভক্তি কত বল ধরে॥
সাগর হইয়া পার আর এক জনে।
যাইতে উপায় পুছে মিত্র বিভীষণে॥
কহে মিত্র রামভক্ত কি ভাবনা তায়।
অবশ্য করিয়া দিব তাহার উপায়॥
এত বলি গোপনে তাহার অবিদিতে।
লিখিল রামের নাম একখানি পাতে॥
সেই পত্র বিভীষণ সমর্পিয়া তায়।
বলিলেন এই লহ পারের উপায়॥
বাঁধিয়া রাখহ বস্ত্রে অতি সাবধানে।
দেখিও না খুলে, হ'লে কুতূহল মনে॥
যদি জলে পথিমধ্যে দেখ একবার।
তখনি ডুবিবে জলে রক্ষা নাহি আর॥
ভক্তিসহ ধরি শিরে মৈত্রের সে বাণী।
বসনে বাঁধিল এঁটে যা দিলেন তিনি॥
হৃদয়ে বিশ্বাস ভরা মহাবল গায়।
নামিয়া সিন্ধুর জলে অবহেলে যায়॥
ঈশ্বরের বিড়ম্বনা কুতূহল প্রাণে।
দেখিতে হইল সাধ কি বাঁধা বসনে॥
টলিল বিশ্বাস, শক্তি হইল হরণ।
তখনি ডুবিল জলে খুলিল যেমন॥
সমাপন করি কথা কহিলা গোঁসাই।
বিশ্বাসের সম শক্তি হেন আর নাই॥
প্রভুর মধুর কণ্ঠ বিশ্ববিমোহিত।
এত বলি গান ভক্তি-বিশ্বাসের গীত॥

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
যদি নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী,—
আমি এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক,
ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

একমাত্র বস্তু ভক্তি বিশ্বাস উপায়।
কিংবা আত্মসমর্পণ ঈশ্বরের পায়॥
পুনরায় বলিলেন প্রভু ভক্তাধীন।
কলিকালে জ্ঞানযোগ বড়ই কঠিন॥
মৌন রহি কিছু কাল আপনার মনে।
ধরিলেন অন্য গীত ভাব-সমর্থনে॥

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
(মন) অগ্রে শশি বশীভূত,
কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোরকুঠরী
ভোর হ'লে সে লুকাবে রে।
ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলে না,
আগম নিগম তন্ত্র ঘোরে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।
সে ভাব লোভে পরম যোগী,
যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন,
লোহাকে চুম্বুকে ধরে॥

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে
আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বো হাঁড়ি
বুঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥

স্থিরমনে প্রভুদেব থাকি কতক্ষণ।
ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা কৈলা সমাপন॥
অবশেষে বহু রসভাবের রগড়।
যেমন প্রভুর ধারা দেখি পূর্ব্বাপর॥
কারণ দিতেন তার প্রভু নারায়ণ।
মন প্রাণ যাহাদের কামিনী কাঞ্চন॥
ক্রমাগত শুনে তত্ত্ব নাহি হেন বল।
তাই মাঝে মাঝে দিতে হয় আঁচে জল।
তম-পরিধেয় সাজে আগত যামিনী।
দেখিয়া বিদায় লন প্রভু গুণমণি॥
আপনি ধরিয়া বাতি পণ্ডিত এখানে।
নিম্নতলে আনিলেন দুয়ার-প্রাঙ্গণে॥
সাঙ্গোপাঙ্গ আত্মগণ পাছু পাছু ধায়।
ফটকাভিমুখে পথে শকট যেথায়॥
হেথা দুয়ারের পাশে যুড়ি দুই কর।
দাঁড়াইয়া বলরাম ভকতপ্রবর॥
শুভ্র পরিচ্ছদ, শিরে পাগ শোভা পায়।
প্রভুর চরণতলে অবনী লুটায়॥
দেখি তাঁয় পুলকিত প্রভু নারায়ণ।
পরম সাদরে কৈলা প্রেম-সম্ভাষণ॥
কি কারণ বলরাম দাঁড়ায়ে দুয়ারে?
উত্তর করিল ভক্ত হাস্যসহকারে॥
ভক্তিপ্রেমে মহানন্দে মাখামাখি ভাষে,
দরশন-বাসনায় আছি দ্বারদেশে॥
প্রবেশ না করি গৃহে দ্বারদেশে কেনে?
জিজ্ঞাসা করিলা প্রভু পুনঃ বলরামে॥
উত্তরিল বলরাম করযোড় করি।
এখানে আসিতে আজি হইয়াছে দেরি॥
পাছে হয় রসভঙ্গ কথোপকথনে।
তেকারণ দাঁড়াইয়া আছি এইখানে॥
জমিদার বলরাম ঘরে কত ধন।
দুয়ারে দণ্ডায়মান দীনের মতন॥
ভিখারীর চেয়ে ন্যূন দীনহীন ভাবে।
বাসনা কেবল দরশন প্রভুদেবে॥
ভক্তিদীনতার তত্ত্ব জীবগণে দিতে।
মূর্ত্তিমান্ বলরাম শ্রীপ্রভুর সাথে॥
পুণ্য-দরশন দেহ ভক্তি-প্রেমে মাখা।
মহাপুণ্যে পায় অন্তে সঙ্গে তাঁর দেখা॥
দিনান্তে বালক তাঁর নাম উচ্চারণ।
করিলে মিলয়ে রামকৃষ্ণভক্তিধন॥
শকটে উঠিলা প্রভু স্বগণ-সহিত।
করযোড়ে নমস্কার করেন পণ্ডিত॥
অশ্বদ্বয় টানে গাড়ি শব্দ গড়্ গড়্।
ছুটিল উত্তরমুখে দক্ষিণসহর॥
যত দূর যায় দেখা দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
পণ্ডিত গাড়ির পানে রহে নিরখিয়ে॥
আশ্চর্য্য গণিয়া মনে প্রভুরে আমার।
কে এ প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি বালক-আচার॥
হৃদয়ে আনন্দ সদা ভাবে নিমগন।
দেবতাসদৃশ চিত্র মনো-বিমোহন॥
ওরে মন শ্রীপ্রভুর মহিমা-ভারতী।
স-মনে শুনিলে হয় শ্রীচরণে মতি॥

শশধর পণ্ডিতকে দেখিতে প্রভুর আগমন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ রেণু-মাগে এ অধম॥

ঘোর তমাচ্ছন্ন বিভীষিকাময়ী রাতি।
অবসানে, মৃতপ্রায় সুন্দরী প্রকৃতি॥
সজীব হইয়া সঙ্গে সহচরীগণ।
পিক, পাখী নানা জাতি বিবিধ বরণ॥
নীহারে ভূষিত অঙ্গ বৃক্ষলতাশ্রেণী।
সুরভিকুসুমকুলশোভিতা ধরণী॥
ফুল্লাননে ফুল্লমনে উঠে জাগরিয়ে।
তমোহর প্রভাকর রবিরে দেখিয়ে॥
সেইমত ধর্ম্মদেবী কলির কলুষে।
ম্রিয়মাণা শীর্ণকায়া বিমরষ বেশে॥
আছিলেন এত দিন, জাগিলা এখন।
অঙ্গময় অলঙ্কৃতা ভাব আভরণ॥
নিরখিয়া প্রভুদেবে প্রকটিত রবি।
নয়ন-আনন্দকর মনোহর ছবি॥
শুনহ কালের কথা তম হবে দূর।
মহীয়ান্ মহৎ মহিমা শ্রীপ্রভুর॥
হিন্দুয়ানী খ্রীষ্টিয়ানী মুসলমানী আর।
এই তিন ধর্ম্ম দেশে প্রধান সবার॥
যখন আছিল বঙ্গ যবনাধিকারে।
কলুষ-বাসনা তৃপ্তি করিবার তরে॥
যবন শমন সম ধরি তরবার।
কত হিন্দুকুলে দিল কালিমা অপার॥
যবন কঠোরহৃদি কুলিশের প্রায়।
বেদের বদলে কল্মা প্রতাপে পড়ায়॥

হিন্দুদের রীতি নীতি জাতি ধর্ম্মে কুলে।
কি করিল যবনেরা একমাত্র বলে॥
ইতিহাস ভাষাকথা সাক্ষ্য করে দান।
বিশেষিয়া বলিতে পুঁথিতে নাহি স্থান॥
কণ্ঠাগত প্রাণ হিন্দুয়ানী সে সময়।
হেনকালে গৌরচন্দ্র হইল উদয়॥
প্রাণ দিয়া হিন্দুধর্ম্মে হন অন্তর্ধান।
যবনের পরে দেশে ম্লেচ্ছ বলবান্॥
ধন্যবাদ ম্লেচ্ছরাজ শত প্রণিপাত।
হিন্দুধর্ম্মে কুলে বলে নাহি দেন হাত॥
স্বভাব প্রবল কিন্তু না ছাড়ে কৌশল।
করিবারে খ্রীষ্টিয়ানী রাজ্যেতে প্রবল॥
কত হিন্দু নব্য বয়ঃ জন্ম উচ্চ কুলে।
কেহ বা কায়স্থ কেহ ব্রাহ্মণের ছেলে॥
জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মে করে আলিঙ্গন।
ম্লেচ্ছধর্ম্ম, হেতু মূলে কামিনী-কাঞ্চন॥
এ হেন সময় প্রভুদেব অবতারে।
ধর্ম্ম মাত্রে যাবতীয় সবার উদ্ধারে॥
প্রতিপন্ন কৈলা করি অগণ্য সাধন।
ধর্ম্ম মাত্রে সব সত্য, কেহ নহে ভ্রম॥
যতবিধ আছে ধর্ম্ম কালে বলবৎ।
এ তোকেই এক এক সুপ্রশস্ত পথ॥
স্বধর্ম্মে সরলভাবে করিলে গমন।
অবশ্য সময়ে হয় মানস পূরণ॥

নানা দেশে ইক্ষুগাছ নানা রূপে হয়।
সকলের মিষ্ট রস, তিক্ত কার নয়॥
তেন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন দেশে।
ধরণে বিভিন্ন, কিন্তু এক তার রসে॥
ধর্ম্মসামঞ্জস্য ভাব এ হেন রকম।
প্রভু অবতারে এবে কেবল নূতন॥
এই ভাব কি প্রকারে দেশ যুড়ে রটে।
বলিতে শকতি মোর বুদ্ধি নাহি ঘটে॥
বুঝি না কেমনে প্রভু কি করিলা কল।
যাহাতে ভুবনে ভাব হয় সুপ্রবল॥
আপন আপন ধর্ম্ম সবে এঁটে ধরে।
প্রাণান্তেও পরধর্ম্ম গ্রহণ না করে॥
হিন্দুধর্ম্ম বঙ্গে এবে উঠে কি প্রকার।
পুঁথিতে বলিতে উগ্র বাসনা আমার॥
জীর্ণ শীর্ণ হিন্দুধর্ম্ম ছিল এত কাল।
প্রভুর প্রভাবে এবে ঘুচিল জঞ্জাল॥
ধীরে ধীরে বহে অগ্রে ধীর সমীরণ।
ক্রমশঃ তুমুল ঝঞ্ঝা বহিয়া পবন॥
সেইমত আর্য্যধর্ম্ম ছিল হীনবল।
প্রভুর ইচ্ছায় হয় ক্রমশঃ প্রবল॥
ইংরাজ-রাজের রাজ্যে ইংরাজি ধরণে।
ধর্ম্ম আচরণে কিবা অশনে বসনে॥
বাঙ্গালী নকল কর্ম্মে পটু বিলক্ষণ।
অবিকল তাই করে ইংরাজ যেমন॥
গীর্জার সাদৃশ্য রাখি ব্রাহ্মেরা বসান।
সমাজমন্দির নামে প্রার্থনার স্থান॥
কেশবের আধিপত্যে ভারতে এখন।
নানান প্রদেশে ব্রাহ্মমন্দির স্থাপন॥
বক্তৃতায় বাখানিয়া উচ্চকণ্ঠে গায়।
শান্তিনিকেতনধর্ম্ম কেবা নিবি আয়॥
ইংরাজরাজের সভা করিয়া নকল।
স্থানে স্থানে হরিসভা বাঙ্গালী সকল॥
বসাইতে লাগিল পরম অনুরাগে।
যোগাইয়া ব্যয় তার যাহা কিছু লাগে॥

স্থানে স্থানে শ্রীপ্রভুর নিমন্ত্রণ তায়।
যোগদানে দেন কৃপা প্রভুদেবরায়॥
রাধাকৃষ্ণনামে বসে চব্বিশ প্রহর।
হেথা সেথা কাছে দূরে হয় নিরন্তর॥
বাউলের দল হয় পাড়ায় পাড়ায়।
মগে হ'য়ে মত্ত লোকে তত্ত্বগীত গায়॥
ভারি মজা কর্ত্তাভজা বাড়ে তেজে তেজে।
প্রলোভনে অগণনে নানা জেতে মজে॥
সতীমার দল পুষ্ট দিনে দিনে হয়।
কৌল শাক্ত এত ভক্ত কোন কালে নয়॥
তীর্থ যত জাগরিত অবতারকালে।
অবিরাম চারিধাম যাত্রিগণ চলে॥
বৈষ্ণব মহাত্মা ভক্ত উন্নত সাধনে।
কতই পরমহংস দণ্ডী স্থানে স্থানে॥
যাত্রারূপে শ্রামশক কালিয়দমন।
কতই কতই স্থানে নাই নিরূপণ॥
তা সবার মধ্যে দুই অতি শ্রেষ্ঠতর।
সাধক ভক্তির রসে মত্ত নিরন্তর॥
প্রথমে গোবিন্দ উপাধিতে অধিকারী।
বৈষ্ণব-বংশেতে জন্ম ভক্তি তার ভারি॥
দ্বিতীয় তাঁহার ছাত্র নীলকণ্ঠ নাম।
বীরভূম বিভাগেতে জনমের স্থান॥
ব্রাহ্মণসন্তান ভক্তি ঘটে বিলক্ষণ।
বড়ই সদয় তাঁরে প্রভু নারায়ণ॥
তোলপাড় করে বঙ্গ কৃষ্ণলীলাগানে।
আগোটা বঙ্গেতে নাম সকলেই জানে।
এ সময় সহরেতে হয় উপনীত।
নানা শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা পরম পণ্ডিত॥
তর্কচূড়ামণি আখ্যা নাম শশধর।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম বঙ্গদেশে ঘর॥
শাস্ত্রব্যবসায়ী নন প্রবৃত্ত সাধনে।
হীরকের খণ্ড যেন মণ্ডিত কাঞ্চনে॥
মাজারি বয়স সুশ্রী সুন্দর গড়ন।
গলায় রুদ্রাক্ষ দুলে শাক্তের লক্ষণ॥

অঙ্গে বাহে সম ধারা মাখা সরলতা।
মানুষের মধ্যে যেন মানুষ-দেবতা॥
তেজ ভারি নিষ্ঠাচারী আপন ধরমে।
গা ফুটে লাবণ্য উঠে সৎশুদ্ধ গুণে॥
বাক্য সুকৌশল অতি বল রসনায়।
শাস্ত্রের করেন ব্যাখ্যা বিবিধ সভায়॥
শ্রুতিরুচিকর কথা মিষ্ট ভাষ গুণে।
দেশেতে প্রচার নাম হয় অল্প দিনে॥
সমাচার পত্র এবে দেশের চলন।
সুযশ গৌরব বুকে করিয়া ধারণ॥
বহিয়া লইয়া যায় দূর দূর দেশে।
পাইয়া বারতা লোক অগণন আসে॥
আসিতে না পারে যারা অবস্থার আড়ে
বক্তৃতা বিক্রয় হয় কিনে ঘরে পড়ে॥
প্রভুর নিকটে লোক জনে বার বার।
বিদিত করায় পণ্ডিতের সমাচার॥
আগাগোড়া শ্রীপ্রভুর স্বভাব প্রকৃতি।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত জনে দেখিতে পিরীতি॥
অমনি প্রার্থনা হয় মায়ের নিকটে।
দেখিব তাহায় যার দশে যশ রটে॥
যখন বাসনা যাহা শ্রীপ্রভুর মনে।
সকল কহেন তিনি মার সন্নিধানে॥
যিনি বিনে জগতে যাঁহার কেহ নাই।
কালীনামে মহামত্ত প্রমত্ত গোঁসাই॥
কি কহিব লীলাতত্ত্ব প্রভুর আমার।
নিজে প্রভু সেই মাতা বিশ্বের আধার॥
নিজে সেই মহাসিন্ধু অপার জলধি।
বিম্বের সমান যাঁহে অবতার আদি॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে খেলে (ক্ষণ তারে কয়)
পুনরায় ক্ষণমধ্যে সেই জলে লয়॥
বাহ্যিক শ্রীপ্রভুদেব পুরুষ-চেহারা।
প্রকৃতি স্বভাবে বহে জননীর ধারা॥
আত্মহারা হয় এই লীলা-দরশনে।
গুপ্ত অবতার খেলা করেন গোপনে॥

শিক্ষা দিলা জীবগণে বিশেষ করিয়া।
ভজিবারে বিশ্বমায় আপনি ভজিয়া॥
সকল কহেন প্রভু মায়ের নিকটে।
সরল শিশুর সম হৃদি অকপটে॥
ভাষে ঘোষে সরলতা এতই প্রভুর।
যখন প্রার্থনা যাহা তখনি মঞ্জুর॥
শশধরে দেখিবারে মায়ের ইচ্ছায়।
ভক্তগণ সহ যান প্রভুদেবরায়॥
কলিকাতা সহরেতে রহে শশধর।
ঠনঠনিয়ায় যেথা ঈশানের ঘর॥
বরাবর চলিলেন ঈশানের ঘরে।
ঈশান বিশ্বাসী বড় করুণা তাঁহারে॥
কেবা তিনি দেবশ্রেষ্ঠ কিবা তাঁরে বলি।
ভবনে যাঁহার শ্রীপ্রভুর পদধূলি॥
যে সময় যেথা হয় শ্রীপ্রভুর পাট।
তখনি তথায় বসে মানুষের হাট॥
ভাটপাড়ানিবাসী ব্রাহ্মণ কতিপয়।
বার্ত্তা পেয়ে যথাস্থানে উপনীত হয়॥
সংসার-আশ্রমে হয় উন্নতি কেমন।
এই কথা ব্রাহ্মণেরা করে উত্থাপন॥
ঘটনা সহিত বলিলেন প্রভুরায়।
সংসারেও সিদ্ধ লোক বহু দেখা যায়॥
প্রভুর বিরাম নাই অবিরত কন।
লক্ষ্য করি শ্রোতাদের কিবা প্রয়োজন॥
সকলে করিয়া তৃপ্ত ঈশানের ঘরে।
উঠিলেন শশধরে দেখিবার তরে॥
দ্বারে উপনীত গাড়ি যেথা শশধর।
আগুয়ান আসে তেঁহ পাইয়া খবর॥
নমস্কার করিয়া প্রভুরে ভক্তিভরে।
বসাইল যথাযোগ্য আসন উপরে॥
উদিল প্রভুর অঙ্গে আবেশের নেশা।
মৃদু হাসি শশধরে করিলা জিজ্ঞাসা।
সরল শিশুর সম সরল কথায়।
কিবা উপদেশ কথা কহ বক্তৃতায়॥

উত্তর করিল তাঁয় তর্কচূড়ামণি।
শাস্ত্রে আছে যেইমত তাই কহি আমি ॥
প্রভু বলিলেন তবে শাস্ত্রে কর্ম্ম কয়।
শাস্ত্রমত কর্ম্মপ্রথা এ কালের নয় ॥
ক্ষীণ মন স্বল্প আয়ুঃ জীবের এখন।
অতীব কঠিন করা কর্ম্মের সাধন ॥
কর্ম্মক্ষম নহে জীব গায়ে নাহি বল।
নারদীয় ভক্তিযোগ কলিতে কেবল ॥
আগেকার জ্বরে ছিল ঔষধ যেমন।
কবিরাজি মতে দশমূলের পাঁচন।
এবে মেলেরিয়া জ্বরে কি কাজ তাহাতে।
ফিবারমিকশ্চার চাই ডাক্তারের মতে ॥
একান্ত যদ্যপি কর্ম্ম দিতে হয় সাধ।
কমাইয়া কর্ম্মে দিবে নেজা মুড়া বাদ ॥
কর্ম্মমধ্যে কিবা তত্ত্ব নিহিত গোপনে।
কথন প্রবেশে নাই সংসারীর প্রাণে ॥
পাষাণের সম শক্ত সংসারীর প্রাণ।
পরমার্থ-তত্ত্বকথা নাহি পায় স্থান ॥
পাথরে পেরেক দিলে হয় যে প্রকার।
অভেদ্য পাথর, মুড়ে পেরেকের ধার ॥
অস্ত্রাঘাতে কিবা ফল কুম্ভীরের গায়।
গাত্রচর্ম্ম সুকঠিন পাষাণের প্রায় ॥
সাধু-হস্ত-স্থিত কমণ্ডলুর মতন।
সংসারীর কভু নহে উন্নতি সাধন ॥
ছড়াইয়া বেনাবনে মুকুতার দানা।
আপনি পাইবে শিক্ষা পূরিবে কামনা ॥
অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ করিয়া বপন।
অনবিজ্ঞ কৃষি-কাজে চাষারা যেমন ॥
বিফলে সুফল শিক্ষা পরিণামে পায়।
তেমতি তোমার কর্ম্মে করিবে তোমায় ॥
এত বলি প্রভুদেব অখিলের রাজ।
আত্মারূপে সর্ব্ব ঘটে করেন বিরাজ ॥
কহিতে লাগিলা কথা করিয়া খোলসা।
মনোভাব পণ্ডিতের উপস্থিত দশা ॥
উঠিলে গগনে আঁধি উগ্রতর বায়।
কে অশ্বত্থ কেবা বট চেনা নাহি যায় ॥
তেন নব অনুরাগে তুমি নহ ক্ষম।
বুঝিবারে ভক্তাভক্ত কেবা কোন্ জন ॥
সর্ব্বজনে সমচক্ষে দেখ আপনার।
প্রকৃত বিচারে শক্তি নাহিক তোমার ॥
বিশেষিয়া পরে পরে প্রভুদেব কন।
কর্ম্মযোগ কি প্রকার তার বিবরণ ॥
কেমন কঠিন পথ, কোথা রোধে গতি।
পরিণামে ফল কিবা উপমা সংহতি ॥
যতক্ষণ কর্ম্মী নাহি সমাধিস্থ হয়।
ততক্ষণ কর্ম্ম কিন্তু সমাপন নয় ॥
সমাধির কথা মুখে যেন উচ্চারণ,
স্মরণ হইল সেই শান্তির আশ্রম ॥
স্মরণে প্রত্যক্ষ ছবি সম্মুখে তখনি।
সম্ভোগেতে সমাধিস্থ হইলা আপনি ॥
বাহ্যিক গিয়ান গেল একবারে চ'লে।
ফুটিল অতুল ভাতি বদনমণ্ডলে ॥
শ্রীপ্রভুর সমাধিস্থ মোহন মূরতি,
দরশনে জীবগণে পায় পরাগতি ॥
পরশনে মিলে মুক্তি প্রেমাভক্তি আর।
মনস্কাম সব পূর্ণ মনে যা যাহার ॥
কিছু পরে দেহপুরে ফিরিলা যখন।
কহিলেন শশধরে করি সম্ভাষণ ॥
প্রয়োজন গায়ে বল, তাহার কারণে।
আরও হও অগ্রসর সাধন ভজনে ॥
না উঠিয়া গাছে আগে করিয়াছ আশ।
উচ্চ ডালে বড় ফল ধরিতে প্রয়াস ॥
ব্যবহারে বুঝিয়াছি বিশেষ তোমার।
উদ্দেশ্য কেবল মাত্র পর-উপকার ॥
এতেক বলিয়া নমস্কারসহকারে।
প্রশংসিলা পণ্ডিতপ্রবর শশধরে ॥
ক্রমশঃ কহেন যদি পাণ্ডিত্যের সাথে।
না থাকে বিবেক, তবে কি ফল তাহাতে ॥

শাস্ত্রমর্ম্ম বক্তৃতায় নহে কোন হানি।
আদেশ করেন যদি জগৎজননী ॥
মায়ের আজ্ঞায় কর্ম্মে ব্রতী যেই জন।
কে তাহারে পারে, জয়ী হয় ত্রিভুবন ॥
বাক্‌বাদিনীর কাছে তাঁহার কৃপায়।
যদি কেহ অণু কণা কৃপাবল পায় ॥
অগাধ ভাণ্ডার তার বলে ভরা হিয়া।
হারায় ধীরেন্দ্রবৃন্দে কীটাণু গণিয়া ॥
মেঘাচ্ছন্নময়ী রেতে দীপ যেইখানে।
কোটি কোটি কীট তথা বিনা আবাহনে ॥
আদেশানুসারে কর্ম্ম করে যেই জন।
শ্রোতার অভাব তাঁর না হয় কখন ॥
অগণ্য অগণ্য লোক আপনারা আসে।
মহাত্মার আকর্ষিণী শক্তির বিকাশে ॥
ছুটে যথা লৌহচূর্ণ নহে গণনায়।
অটল অচল ভাবে চুম্বক যেথায় ॥
তাই কহি চাপরাস আছে কি তোমার।
মায়ের আদেশ-শক্তি কর্ম্মে অধিকার ॥
ত্রস্তচিত শশধর শুনিয়া শ্রীবাণী।
আদেশ কিছুই নাই কহিলেন তিনি ॥
প্রভু বলিলেন তবে কর্ম্মে কিবা ফল।
যদি না মায়ের কাছে পাইয়াছ বল ॥
দেখহ গৌরাঙ্গদেব নিজে অবতার।
জীবে শিক্ষা দিতে শক্তি কতই তাঁহার ॥
যে কর্ম্ম করিলা জন্ম ল'য়ে নদীয়ায়।
এখন কি আছে তার? সব লোপ প্রায় ॥
আদেশ অপ্রাপ্ত যিনি অন্তরে দুর্ব্বল।
তাঁহার কর্ম্মের বল' কি হইবে ফল?
কর্ত্তব্য কহিতে তবে প্রভু ভগবান্।
আবেশে বিভোর হ'য়ে ধরিলেন গান।

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুজ্‌লে পাবি রে
প্রেম-রত্নধন।
খুজ্ খুজ্ খুজ্‌লে পাবি হৃদয়মাঝে
বৃন্দাবন, দীপ্ দীপ্ দীপ জ্ঞানের
বাতি হৃদে জ্বল্‌বে সর্ব্বক্ষণ ॥
ডেং ডেং ডেং ডাঙ্গায় ডিঙ্গা চালায়
বল' সে কোন্ জন, কবীর বলে
শুন্ শুন্ শুন্ ভাব' গুরুর শ্রীচরণ ॥

ডুবিতে না কর ভয় কহি বারে বারে।
সচ্চিৎ-আনন্দ রূপ অমৃতসাগরে ॥
ডুবিলে যেমন জলে মরণ নিশ্চয় ॥
এখানে সেরূপ নাই প্রাণ-নাশ-ভয় ॥
যত পার তত ডুব' দেখ তলাতল।
পাইবে রতন ধন পরম সম্বল ॥
অতুল আনন্দে পরে দেখা তাঁর সনে।
হইবে বাসনা পূর্ণ কথোপকথনে ॥
আজ্ঞাদেশ হয় যদি, ইচ্ছায় তাঁহার।
তখন বলিতে তত্ত্ব পাবে অধিকার।
এত বলি কহিলেন প্রভুদেবরায়।
চিদানন্দে যাইবার ত্রিবিধ উপায় ॥
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ আর।
এ যুগে প্রথমদ্বয় কঠিন ব্যাপার ॥
সাধিতে দুর্ব্বল জীবে না হয় ক্ষমতা।
নারদীয় ভক্তিযোগ কলিকালে প্রথা ॥
যুড়ি কর শশধর করে নিবেদন।
কতদূর শ্রীপ্রভুর তীর্থ-পর্য্যটন ॥
প্রবেশিয়া পণ্ডিতের হৃদয়মাঝারে।
প্রভু বলিলেন, গিয়াছিনু কিছু দূরে ॥
কিন্তু হৃদে ভক্তি বিনা তীর্থ-পর্য্যটন।
সকল বিফল হয় বৃথা পণ্ডশ্রম ॥
দেখ' যেমি চিল শকুনি অতি উচ্চে উড়ে
পাতিয়া নয়নদ্বয় সতত ভাগাড়ে ॥
তেমতি আসক্ত-চিত কামিনী-কাঞ্চনে।
কি করিবে চারিধাম তীর্থ-পর্য্যটনে ॥

যবে আমি কাশীধামে আশ্চর্য্য ব্যাপার।
দেখিলাম গাছ ঘাস যত তথাকার॥
আকারে বরণে গুণে সেই এক জাতি॥
এখানেতে যেইমত সেখানে তেমতি।
মন যেথা তথা তুমি বুঝহ বারতা
এখানে যাহার আছে, তার আছে সেথা॥
যখন তখন তত্ত্ব বুঝিবার নয়।
উপলব্ধি হয় যবে সাপেক্ষ্য সময়॥
হৃদয়ে ধৈরয ধরি হইবে থাকিতে।
উথলা উচিত নয় উন্নতির পথে॥
ত্রিবিধ ডাক্তার আছে শুন বিবরণ।
অধম, মধ্যম আর কেহ বা উত্তম॥
অধম শ্রেণীর যিনি নাড়ি পরীক্ষিয়ে।
ঔষধ লিখিয়া দেন রোগীর লাগিয়ে॥
ঔষধে অরুচি রোগী খাইতে না চায়।
নাহি চেষ্টা ডাক্তারের রোগী যাতে খায়॥
সেইমত শিক্ষাদাতা ধর্ম্মের বাজারে।
কাজে কি হইল লক্ষ্য অধমে না করে॥
রোগীকে মধ্যম করে বহু অনুনয়।
যাহাতে ঔষধ তার উদরস্থ হয়॥
শিক্ষাদাতা দ্বিতীয় শ্রেণীর এ রকম।
অধম অপেক্ষা করে কর্ত্তব্যে যতন॥
অত্যুচ্চ শ্রেণীর যিনি উত্তম আখ্যায়।
বিফল যদ্যপি হয় সকল উপায়॥
ছন্নমতি রোগীকে না করি পরিহার।
প্রয়োগ করেন বল যথাসাধ্য তাঁর॥
বুকে দিয়া হাটুজাঁক ধরিয়া চিবুকে।
উচিত ঔষধ দেন ঢুকাইয়া মুখে॥
সেইমত শিক্ষাদাতা উচ্চতম যাঁরা।
যদ্যপি দেখেন কারে রতিমতিহারা॥
কথায় না দেন কাণ চলে নিজ মতে।
সবলে ফিরায়ে দেন ঈশ্বরের পথে॥
এই স্থলে শশধর তর্কচূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে যুড়ি দুই পাণি॥

এমন শিক্ষক যদি রহে বর্ত্তমানে।
সময় সাপেক্ষ্য কাজে কহিলেন কেনে?
উত্তর করিলা তবে প্রভু গুণমণি।
সময়সাপেক্ষ্য কথা অতি সত্য মানি॥
শিক্ষকের শিরোমণি আছে হেন বটে।
ঔষধ রোগীর যদি নাহি ঢুকে পেটে॥
ভিষক্ উপায় তবে ভাবে নিজ মনে।
উপযুক্ত পাত্র হেতু ঔষধ সেবনে॥
বিশেষিয়া এইখানে প্রভুদেব কন।
যারা আসে মম পাশে শিক্ষার কারণ॥
সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করি কথা অবস্থার।
কর্ত্তৃপক্ষ সাপেক্ষ্য কে আছয়ে তাহার॥
নিরাশ্রয় ঋণগ্রস্ত রহে যেই জন।
কখন না হয় তার ভগবানে মন॥
আজি সমাপন কথা পণ্ডিতের সাথে॥
পরে কি হইল কথা কহিব পশ্চাতে॥
কহিতেছিলাম আমি দেশের বারতা।
হিন্দুধর্ম্ম কেমনে ক্রমশঃ তুলে মাথা॥
ইংরাজের থিয়েটার করিয়া নকল।
বিনির্ম্মিয়া রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গালি সকল॥
আরম্ভিল অভিনয় ইংরাজি ডউলে।
পুরুষ-রমণীগণ একত্তর মিলে॥
রমণীরা গনিকারা অভিনেতৃগণ।
মিষ্ট গীতে বিমোহিতে শ্রোতার শ্রবণ॥
নূতন ধরণ দেশে সকলের সাধ।
দেখিয়া মিটাতে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ॥
নরনারী ছেলে বুড় দেখিবারে যায়।
সুন্দর চিত্রিত দৃশ্য সুদৃশ্য হারায়॥
সুপ্রচার সমাচার-পত্র তাহে করে।
সুদূর হইতে লোক আসে দেখিবারে॥
চুটকি নাটক বহি দেশ-রুচিমত।
প্রথমে প্রথমে তথা হয় অভিনীত॥
প্রভুর কৃপায় ধর্ম্মে সকলের সক।
রাখিতে না পারে মঞ্চ নাটকে আটক॥

কালেতে করিয়া লোক-রুচির বিচার।
ভক্তিরসে সুরসিক কবি নাট্যকার॥
ভক্তিমাখা হরিকথা অভিনয় তরে।
ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ পাঠ করে ঘরে॥
পুরাণ ভারত রামায়ণ গ্রন্থ নানা।
চৈতন্যচরিতামৃত এবে আলোচনা॥
জীবের দুঃখেতে গোরা আকুল-পরাণ।
শোকাতুর পথে পথে কাঁদিয়া বেড়ান॥
অলৌকিক জীবে দয়া স্বার্থশূন্য মনে।
মানুষে সম্ভব নয় অবতার বিনে॥
চিত্রে পটু নাট্যকার অতি বুদ্ধিমান্।
গোউর-লীলার ছবি দেখিবারে পান॥
জন্মাবধি ভক্তিরসে হৃদিখানি ভরা।
নাটকে আঁকিল গোরালীলার চেহারা॥
নাস্তিকের ভাবে ঢাকা ছিল নাট্যকার।
চৈতন্য-চরিত পাঠে ছুটিল আঁধার॥
যদ্যপি জিজ্ঞাসা কথা কর হেথা মন।
নাস্তিকের জন্মাবধি ভক্তি কি রকম?
যাহারে করিবে ভক্তি তিনি নাই ঘটে।
শিরোহীনে শিরঃপীড়া কি প্রকার বটে॥
এ কথার একমাত্র কেবল উত্তর।
পাষাণে বদন বদ্ধ যেমন নির্ঝর॥
দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা মন পার করিবারে।
মুখ মুক্ত অকস্মাৎ কিসে একেবারে?
তদুত্তরে বলিবারে ভাষা মোর নাই।
অবতারে অবতীর্ণ শ্রীপ্রভু গোঁসাই॥
নাট্যকার ভক্ত তাঁর আপনার জন।
সোনার অক্ষরে আছে লীলায় লিখন॥
অতি গুপ্ত লীলাতত্ত্ব দুর্বোধ্যাতিশয়।
ভাষা ভাসে আভাসেও বলিবার নয়॥
শূন্যে তুলে, শূন্যে খেলে, শূন্যে তার থানা।
বোবা বলে, কালা শুনে, চক্ষে দেখে কাণা॥
ঈশ্বরের লীলা খেলা প্রত্যক্ষ যেমন।
[illegible]মতি প্রত্যক্ষ পুনঃ লীলায় গোপন॥

কারে কভু কি দশায় রাখেন ঈশ্বর।
কেহ না জানিতে পারে তাহার খবর॥
লীলা-ক্ষেত্রে চক্ষে যাহা মিলে দরশন।
তাই মাত্র বলিবারে মানুষ সক্ষম॥
অঙ্গার কিম্ভুতাকার কালির বরণ।
পরম উজ্জ্বল পরে আগুন যখন॥
পুনশ্চ কুসুম-কলি গোপন পাতায়।
রূপ-রস-গন্ধহীন সামান্যের ন্যায়॥
পর দিন প্রাতে দিব্য সুন্দর চেহারা।
সৌরভে বরণে রসে কায়াখানি ভরা॥
মহাবলী বীর-ভক্ত প্রভুর আমার।
শ্রীগিরিশ ঘোষ নামে এই নাট্যকার॥
অপরূপ প্রভু যেন তেনভক্তবর।
রচিলা চৈতন্যলীলা বড়ই সুন্দর॥
মুগ্ধকর গীতগুলি ভক্তি-প্রেমে ভরা।
চিত্তহর অভিনয়ে শ্রোতা মাতোয়ারা॥
মঞ্চমধ্যে অভিনয় অবিকল হয়।
অভিনয়ে অভিনয় না হয় প্রত্যয়॥
দেখিতে চৈতন্যলীলা ব্যগ্র এত লোকে।
পেটে না খাইয়া কড়ি দেখিবারে রাখে॥
ভক্তিমাখা লীলাগীত মঞ্চমাঝে শুনি।
মত্ত-চিত শ্রোতা যত দিবস যামিনী॥
পুরুষ রমণী দোঁহে শুয়ে বিছানায়।
গোউর-কথায় গোটা রজনী কাটায়॥
বালক-বালিকাগণ পথে ঘাটে খেলে।
চৈতন্যলীলার গীত গায় কুতূহলে॥
মদ্যপানে মত্ত বেশ্যা নাগর সহিত।
টপ্পার বদলে গায় গোউরের গীত॥
দোকানে বণিক্ গায় জলযানে দাঁড়ি।
দ্বারে দ্বারে ঘুরে গায় যতেক ভিখারী॥
দূরদূরাঞ্চলে কথা এত রাষ্ট্র হয়।
অনেকে দেখিতে আসে অর্থ করি ব্যয়॥
গোউর-ভক্তে উঠে আনন্দ অপার।
শুনিয়া চৈতন্য-গীত মুখে যার তার॥

ব্রজ বিদ্যারত্ন নামে ভক্ত একজন।
নবদ্বীপে বাস জেতে গোঁস্বামী ব্রাহ্মণ॥
গোরা-ধ্যান গোরা-জ্ঞান গোরা-পদে মতি।
গোউর-চরণ সেবে ঘরে দিবারাতি॥
মূরতি রাখিয়া ঘরে অতি ভক্তিভরে।
মঞ্চে লীলা অভিনয় শুনিলেন পরে॥
কহিল মথুরানাথে আপন নন্দনে।
গোপ্য কথা সেই হেতু ডাকিয়া গোপনে॥
সুখের বারতা কিবা পাই শুনিবারে।
গৌরলীলা অভিনয় মঞ্চের ভিতরে॥
নিশ্চয় বুঝিবে মনে সন্দ নাহি তায়।
পুনরায় গৌরচন্দ্র উদয় ধরায়॥
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ যতেক তাঁহার।
প্রচারিতে ভক্তিমূল লীলা আপনার॥
বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত আমি যাইতে অক্ষম
জানিতে যথার্থ তত্ত্ব করহ গমন॥
বিশ্বাস আশার ভরে মহাভক্তিমান্।
সকল সন্ধান দিয়া সন্তানে পাঠান॥
জনক যেমন তাঁর তেমতি নন্দন।
সহরে আসিয়া করে গোউরান্বেষণ॥
সে তা পায় যে যা চায় সরল-অন্তরে।
সর্ব্বাগ্রে গমন রঙ্গ-মঞ্চের ভিতরে॥
অভিনয়ে শুনিয়া ভকতিমাখা গীত।
ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণ-সন্তান বিমোহিত॥
উথলে আনন্দে হিয়া পুলক অপার।
দ্রুত ধায় দেখিবারে কেবা নাট্যকার।
আত্মহারা গিরিশে করিয়া দরশন।
বাসনা ধূলায় লুটে ধরিয়া চরণ॥
শশব্যস্ত নাট্যকার কায়স্থের ছেলে।
ধরিয়া দ্বিজের হাত উঠাইল তুলে॥
আশীর্ব্বিল হাত তুলি গিরিশে প্রচুর।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর করুন গোউর॥
কায়মনোবাক্যে আমি করি আশীর্ব্বাদ।
পাইবে পরমগুরু পূর্ণ হবে সাধ॥

এইখানে এক কথা কর অবধান।
থাকিতে নারিনু নাহি করিয়া বাখান॥
বটেন গিরিশ ঘোষ কায়স্থ-নন্দন।
ব্রাহ্মণে উচিত নয় পরশে চরণ॥
বিশ্বাস ভকতি চিত্তে এতেক তাঁহায়।
না লইয়া পদ-ধূলি থাকা নাহি যায়॥
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ফলিল কিমতি।
বড়ই সুন্দর, ক্রমে শুনিবে ভারতী॥

দক্ষিণসহরে এবে লোক-সমাগম।
পূর্ব্বেকার চেয়ে বেশি কভু নহে কম॥
তুলনায় অতি অল্প অতিথি সন্ন্যাসী।
নানাবিধ সম্প্রদায় স্বদেশীয় বেশি॥
পুরীর মহিমা সবে এ প্রদেশে জানে।
অনেকের আশা আসে কালি-দরশনে॥
কেমনে মহিমা-কথা স্বদেশে প্রচার।
বলিবার কোন শক্তি নাহিক আমার॥
এক সমাচার কহি কর অবধান।
সাগরের দিকে কিসে তটিনীর টান॥
এক দিন কিবা ভাবে প্রভুদেবরায়।
বলিলেন ভাবাবেশে সম্বোধিয়া মায়॥
অনেকেই কয় মোরে আমি সেই জন।
বুঝিতে না পারি কেন কহে এ রকম॥
তাই যদি হই আমি কেন না হেথায়।
সমাগমে তত লোক যেন নদিয়ায়॥
কোথা থাকে রহে কোথা অশন শয়ন।
গৌরচন্দ্র অবতারে হইল যেমন॥
যেন কথা নহে দেরি তার পর দিনে।
জলে স্থলে নানাদিগে যান আরোহণে॥
সঙ্গতিবিহীন দুঃখী কড়ি নাই গেঁঠে।
পায়েতে হাঁটিয়া পথ আসে ছুটে ছুটে॥
লোকে হয় লোকারণ্য পুরীর মাঝারে।
এমন বৃহৎ পুরী তাহে নাহি ধরে॥
ক্রমান্বয়ে দিনত্রয় এইরূপে যায়।
তখন হইয়া ব্যস্ত প্রভুদেবরায়॥

সম্বোধিয়া শ্যামামায় বলিলেন কথা।
কেন মা করিলি এত এখানে জনতা॥
ক্রমশঃ কমিল লোক নাহি রহে আর।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি ভক্তির ভাণ্ডার॥
ইংরাজি শিক্ষার গুণে হিন্দুর যুবক।
কি মত অবস্থাগত বলা আবশ্যক॥
আর্য্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রায় কেহ নাহি মানে।
দিবস-রজনী মত্ত ইন্দ্রিয়-সেবনে॥
মা-বাপে না পায় ভাত গায়ে উড়ে খড়ি।
পরায় বামার অঙ্গে বারাণসী সাড়ি॥
জাতিগত আচার ব্যাভার বিসর্জ্জন।
পাকশালে কাজ করে অস্পৃশ্য যবন॥
ইংরাজের খায় খানা ইংরাজি হোটেলে।
দেব দেবী গয়া গঙ্গা বিসর্জ্জন জলে॥
দোল-দুর্গোৎসবে নাই ব্রাহ্মণ ভোজন।
শ্বেতকায় সাহেবেরে করে নিমন্ত্রণ॥
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ কোথা! কথা গেছে ভুলে।
সায়েন্স লজিকে মন নাটক নভেলে॥
ইংরাজি বহিতে যাহা লিখে শ্বেতকায়।
তাহাই শ্রোতব্য পাঠ্য পুরাণের প্রায়॥
প্রভুর মহিমা কিবা কেমন কৌশল।
কালের রুচিতে সভ্য সাহেবের দল॥
বুদ্ধিমান বিদ্যাবান্ উচ্চমন যত।
দেবভাষা-আলাপনে দিবারাতি রত॥
পুরাণে গীতায় ধেঁদে পাইয়া আস্বাদ।
ইংরাজি ভাষায় শাস্ত্র করে অনুবাদ॥
শাস্ত্রার্থে সুপথ পেয়ে সাধন ভজন॥
ধ্যান-যোগ-মূল থিয়োসফির চলন॥
আর্য্য-শাস্ত্র-মর্ম্মব্যাখ্যা করে বক্তৃতায়।
আসিয়া সাগরপারে এই বাঙ্গলায়॥
নাহি অঙ্গে হেট কোট দেশের ধরণ।
নিরামিষ ভোজ্য, পরে গেরুয়া বসন॥
মস্তক মুণ্ডন পুনঃ টিকি দুলে তায়।
পাদুকাবিহীন পায়ে পথে হেঁটে যায়॥
গায় যিশু-গুণগীত অতি ভক্তিভরে।
গৈরিক-বসনা মেম পাছু পাছু ফিরে॥
নকলে নিপুণ বড় বাঙ্গালীর দল।
যা করে ইংরাজ করে তাহাই নকল॥
যা কহে সাহেবে বুঝে বেদবাক্যপ্রায়।
তাই পড়ে অনুবাদ ইংরাজি ভাষায়॥
ভাবার্থে পাইয়া স্বাদ চেষ্টা করে পরে।
অনুবাদ যার, মূল গ্রন্থ পড়িবারে॥
নিরস বিশুষ্ক মাটি পাষাণের প্রায়।
বাহ্যিকে উপরে, চক্ষে কে দেখিতে পায়?
এই ধরা রসে ভরা ডগ মগ রসে।
কাণ্ড-শাখা-পত্র সহ তরুবরে পোষে॥
দিন-রাত্রি চলে রস বিশ্রাম কোথায়।
গগনের সঙ্গে মিশা পাতায় পাতায়॥
তেমতি বিভুর সৃষ্টি এই চরাচর।
বাহ্যিক দর্শনে কিছু না মিলে খবর॥
ঘটনা যখন, ধ্রুব হেতু আছে তার।
বিমানে চলিছে কল নহে দেখিবার॥
অদৃশ্য বিমানপথে কার্য্য কিসে হয়।
বুঝ মনে, সাধ্য নাই দিতে পরিচয়॥
বাঙ্গালী ফিরিছে ঘরে স্বধর্ম্মেতে মতি।
শুন রামকৃষ্ণলীলা মধুর ভারতী॥
আঁখি খোলে লীলা শুনে প্রভুর আমার।
সাহেবের দলে নাম ক্রমশঃ প্রচার॥
ইহার কিঞ্চিৎ আগে কেশবের সাথে।
পাদরী সাহেব আসে প্রভুরে দেখিতে॥
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী তিনি পণ্ডিতপ্রবর।
প্রশান্তসাগর-পারে মারকিনে ঘর॥
এখানে পাদরী কত সহরের মাঝে।
মিশনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজে॥
বিদিত প্রভুর নাম হেন সম্প্রদায়।
সমাধিতে যাঁর নাহি বাহ্য রহে গায়॥
ওয়াডর্শ উয়ার্থ নামে ভক্ত একজন।
প্রাচীন কালের কবি বিলাতে জনম॥

ঋষি সমতুল্য লোক উন্নত অবস্থা।
তাঁহার কাব্যেতে আছে সমাধির কথা ॥
সমাধি কাহারে কয় কি তার লক্ষণ।
কি মত অবস্থাপন্ন সমাধি যখন ॥
দুর্ব্বোধ্য চেহারা শিরে নাহি পায় স্থান।
কে দেখেছে আকাশ-কুসুম সম নাম ॥
উদয় হইত দশা শ্রীঅঙ্গে যিশুর।
আর অবতারকালে গৌরাঙ্গ প্রভুর ॥
সঞ্জীবিত সে কালের কে আছে এখন।
ভক্তের কর্ত্তৃক বস্তু গ্রন্থেতে লিখন ॥
ধন্য কাল ধন্য জীব প্রভু অবতারে।
ভাগ্যের ইয়ত্তা সীমা কে করিতে পারে
দেবেশ লালসা বস্তু দেখিবারে পায়।
অবহেলে সমুদিত শ্রীপ্রভুর গায় ॥
কেবল সমাধি নয় আরও দশা নানা।
পূর্ব্বকৃত শাস্ত্র গ্রন্থে নাই যাহা জানা ॥
অনাদি পুরুষ প্রভু প্রসূতি সবার।
কলা অংশ মাত্র তাঁর যত অবতার ॥
ছাত্রগণে বুঝাইতে সমাধির ধারা।
উপায় স্বরূপ বলিতেন শিক্ষকেরা ॥
জনেক পরমহংস দক্ষিণসহরে।
সতত: সমাধি হয় দেখ' গিয়া তাঁরে ॥
সুসম্বাদে নব্যাবয়: বিস্তর বিস্তর।
প্রভু-দরশনে আসে দক্ষিণসহর ॥
পরম সুন্দর ভক্তবর একজন।
নব্যাবয়দের সঙ্গে করে অধ্যয়ন ॥
যুটিলেন এ সময় কায়েস্থ কুমার।
নাম হরমোহন উপাধি মিত্র তাঁর ॥
ছুটিতে লাগিল দেশে শ্রীপ্রভুর নাম।
দরশনে দক্ষিণসহরে অবিরাম ॥
ভাগ্যবান্ পুণ্যবান্ করয়ে মেলানি।
বিচারবিহীনে কিবা দিবস যামিনী ॥
শ্রীমন্দিরে অবিরত প্রভু ভগবান্।
সচকিত যাহে হয় জীবের কল্যাণ ॥

সকলে সমান জাতি প্রভুর নিকটে
খুজে যারা হরি-তত্ত্ব হৃদি অকপটে।
জাতি ধর্ম্ম অবস্থার না করি বিচার।
শ্রীপ্রভু দেখান তাঁরে, তিনি যেন তাঁর ॥
ধার্ম্মিক সাহেব এক আসে এ সময়।
ভকতির কথা তাঁর কহিবার নয় ॥
শ্রীপ্রভুর পরিচয় করিয়া শ্রবণ ॥
একান্ত বাসনা চিত্তে করে দরশন ॥
নাম উইলিয়ম্ পণ্ডিত বাইবেলে।
ধীর নম্র বিনয়ী জনম উচ্চ কুলে ॥
পুরীতে প্রবেশ করি পাদুকা খুলিয়া।
মন্দিরের বর্হির্ভাগে রহে দাণ্ডাইয়া ॥
অতি দীনতম ভাবে অন্তরেতে ভয়।
শ্রীপ্রভুর দরশন যদি নাহি হয় ॥
হেথা শ্রীমন্দিরে প্রভু সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।
চারিধারে ভকতনিকরে সুবেষ্টিত ॥
কহিতেছিলেন তত্ত্ব স্বভাব যেমন।
হঠাৎ হইল মন চঞ্চল কেমন ॥
ঝটিতি বহির্ভাগে বিদ্যুতের প্রায়।
উপনীত দাঁড়াইয়া সাহেব যেথায় ॥
পরশ করিয়া তায় পরম সাদরে।
বসাইলা ল'য়ে গিয়া আপন মন্দিরে ॥
আহ্লাদের সীমা নাই সাহেবের মনে।
লক্ষণে ফুটিল ভাতি প্রফুল্ল বদনে ॥
শ্রীপ্রভু পরশমণি পরশনে যাঁর।
জীবের জীবত্ব নষ্ট লোচন-আঁধার ॥
রাষ্ট্র রামকৃষ্ণনাম সহরে বাহিরে।
কতই যে আসে লোক সংখ্যা কেবা করে ॥
পুরুষের কথা নাই দিনেরেতে মেলা।
কালি দরশন ছলে আসে কুলবালা ॥
অন্তঃপুরনিবাসিনী রহে কায়দায়।
দিনকরে নাহি যারে দেখিবারে পায় ॥
শুন দিনেকের কথা সুন্দর ভারতী।
এক দিন পুরীমধ্যে কোন ভাগ্যবতী ॥

স্বামীর স্বভাব-দোষে হ'য়ে ক্ষুণ্ণমনা।
প্রতিবাসিনীরা সঙ্গে আছে বহুজনা॥
প্রভু দরশনে আসা কেবল আশায়।
হৃদয়-বেদনা যত শ্রীপদে জানায়॥
প্রভুর স্বভাব যেন শৈশবের বটে।
লজ্জা ভয় নাহি হয় তাঁহার নিকটে॥
অকপটে কয় কথা মনে যেন যাঁর।
কি পুরুষ কিবা নারী নাহিক বিচার॥
সরলে সরল প্রভু হৃদয়-বিহারী।
বড় বাঁকা যেথানে ভাবের ঘরে চুরি॥
ভাগ্যবতী পতিব্রতা সতী সুলোচনা।
জানাইল শ্রীচরণে মনের বেদনা॥
বেশ্যামদে মত্ত পতি অতি কদাচার।
সুপথে সুমতি হবে কিমতে তাঁহার॥
ভক্তপ্রিয় প্রভুদেব করিলা উত্তর।
পতির কারণে বাছা হবে না কাতর॥
তিল অণু বিন্দু চিন্তা না রাখিও মনে।
এ ঘরের লোক ইঁহ আসিবে এখানে॥
যিনি এ সতীর পতি মহাভাগ্যবান্।
তাঁহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম॥
বারতা পাইবে পাছু উপস্থিতে নয়।
রামকৃষ্ণ-লীলা-গীত শান্তির আলয়॥

কলিকালে মনুষ্যের সচঞ্চল মন।
সতত ভুলায় দুই কামিনী কাঞ্চন॥
মত্ত থালি আত্মসুখে, স্বার্থপরতায়।
পরমার্থে রতি-মতি মোটে না জুয়ায়॥
প্রতিপত্তি অবিদ্যার হৃদয়মাঝারে।
সাধন ভজন কর্ম্ম সাধ্যাতীত নরে॥
এ হেন জীবের পক্ষে মঙ্গল-নিদান।
জীবহীতব্রত প্রভুদেব ভগবান্॥
দেখ কি উপায় শিক্ষা দিলেন আসিয়া।
তাঁহার রচিত লীলা মন্থন করিয়া॥
এত যে আসিছে লোক তাঁর বিদ্যমান।
একমাত্র কারণ দেশেতে রাষ্ট্র নাম॥

বর্ণের ভিতরে ভগবান্ বর্ণময়।
বর্ণ-সংযোজনে যাহা যাহা নাম হয়॥
সকল কেবল তিনি বিভু পরমেশ।
নামে ভগবানে নাই ইতর বিশেষ॥
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ শক্ত কলিকালে।
দুর্ব্বল কলির জীব নাহি আঁটে বলে॥
নারদীয় ভক্তিযোগ কলিকালে সদ।
পূর্ব্বকার নিয়ম আইন এবে রদ॥
উপমায় বলিতেন প্রভুগুণ-মণি।
এখন দেশের যেন কর্ত্ত মহারাণী॥
এ সনে করিলা যাহা আইন কানন।
পর সনে রদ, পুনঃ করেন নূতন॥
ভক্তিসহ তন্ত্রমতে কর্ম্মপ্রথা এবে।
বেদ,কি পুরাণ গ্রন্থ কানেতে শুনিবে॥
রোগবিশেষেতে যেন আছে হেন ধারা।
দ্বিবিধ ঔষধ ঠিক ব্যবহার করা॥
কাহারে মাখিতে হয় অঙ্গের উপর।
কাহারে সেবন শ্রেয়ঃ পেটের ভিতর॥
স্মরণ মনন সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
ঈশ্বরের পথে এই কালের নিয়ম॥
সন্ধ্যার সময় প্রভু করতালি দিয়া।
হরি হরি বলিতেন নাচিয়া নাচিয়া॥
কখন আদেশ উপস্থিত ভক্তদলে।
হরি হরি হরি বোল হরি হরি বোলে॥
সবে মিলে একত্তরে করিতে নর্ত্তন।
মাঝারে রাখিয়া তাঁরে করিয়া বেষ্টন॥
সংসারী গৃহস্থ ভক্তে আদেশ কথন।
চৈতন্যচরিতামৃত করিতে পঠন॥
নিত্য নিত্য সংকীর্ত্তন যেন হয় ঘরে।
ভক্তের ভোজন কর্ম্ম ভক্তিসহকারে॥
নাম মাহাত্ম্যের পক্ষে প্রভু ভগবান্।
গাইতেন এই সব নীচে লেখা গান॥

নামের ভরসা কালি করি গো
তোমার। কাজ কি আমার কোশা॥

কোশি দৈতর হাসি লোকাচার।
নামেতে কাল-পাশ কাটে, জ’টে তা ॥
দিয়াছে রোটে,আমি ত সেই জ’টের মোটে,
হ’য়েছি আর হব কার॥ নামেতে যা
হবার হবে, মিছা কেন মরি ভেবে, একান্ত
ক’রেছি শিবে শিবের বচন সার ॥

হরি নাম লইতে অলস কোর না, যা
হবার তাই হবে। দুঃখ পেয়েছ না আর
পাবে। ঐহিকের সুখ হ’ল না ব’লে কি
ঢেউ দেখে না ডুবাবে ॥

নাম বীজ নাম হেতু নাম আদি গোড়া।
কলিতে কিছুই নাই এই নাম ছাড়া ॥
ভজ নাম পূজ নাম নাম কর সার।
মধুর প্রভুর নামে মহিমা অপার ॥
নাম-রূপ মহাডিম্ব আদরে যে জন।
ভক্তির উত্তাপ দিয়া রাখে অনুক্ষণ ॥
সময়ে ফুটিয়া ডিম্ব দেখিবারে পায়।
শাবক-স্বরূপ-ইষ্ট তাহে বাহিরায় ॥
হৃদয়ে ভরিয়া নাম রাখ সযতনে।
কিবা কাজ নেতি ধৌতি সাধন-ভজনে ॥
নামেতে মগন রহ দিবা বিভাবরী।
পতিত-তারণ-নাম-পারের-কাণ্ডারী ॥

গাও গাও গাও নাম কেন কাল নাশ।
দেব দেবী যত কেহ স্বর্গপুরে বাস ॥
ত্যজিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগের কাম।
চারিবর্ণে মূর্তিমান্ রামকৃষ্ণনাম ॥

গাও গাও গাও মেতে মিটুক জঞ্জাল।
গায়রে অনন্ত ফণা মাতায়ে পাতাল ॥
কুতুহলে প্রেমানন্দে গাও অবিরাম।
সুধামাখা সুমধুর রামকৃষ্ণ-নাম ॥

গাও মণিমুক্তাভরা নিধি-অধীশ্বর।
সঙ্গে ল’য়ে রাজ্যগত যত জলচর ॥
ত্রিতাপ-সন্তাপ-হর প্রেমাভক্তি-ধাম।
চারি বর্ণ চারি বেদ রামকৃষ্ণনাম ॥

দীর্ঘকায় সমুদায় ব্যাপ্ত ত্রিভুবন।
তুমি অতি দ্রুতগতি প্রকাণ্ড পবন ॥
গভীর নিস্বনে গেয়ে পূর মনস্কাম।
মাতোয়ারা রসে-ভরা রামকৃষ্ণ-নাম ॥

সুনীল-বসনা শূন্য সুবর্ণের খনি।
জগৎ- লোচন তমোহর দিনমণি ॥
প্রফুল্ল তারকারাজি শূন্যমাঝে ধাম।
বিভেদি গগন গাও রামকৃষ্ণ-নাম ॥

বসুমতী নিবসতি জড় কি চেতন।
নর নারী আদি করি পশু পাখিগণ ॥
গুল্ম-লতা-তরুরাজি যতেক ভূধর।
গহন বিপিন নদী প্রান্তর কন্দর ॥
সকলে অত্যুচ্চ স্বরে তুলে সপ্তগ্রাম।
নাচিয়া নাচিয়া গাও রামকৃষ্ণ-নাম ॥

ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গ ও সংযোটন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

ত্যাগী কি সংসারী প্রভুদেব নারায়ণ।
নিশ্চয় করিয়া কহা ব্যাপার বিষম॥
কঠোর তিয়াগ ভাব ভাবের চেহারা।
দেখিয়া শ্মশানবাসী শিব বুদ্ধিহারা॥
বিষের সমান জ্ঞান কামিনী-কাঞ্চনে।
শ্রীঅঙ্গে বিকার যদি পরশন ভ্রমে॥
গাঠরি বন্ধন পক্ষে কঠোরাতিশয়।
ভোজ্যের দূরের কথা ঔষধেও নয়॥
এদিকে সংসারীধারা পাকা ষোল-আনা।
কড়া ক্রান্তি তিল ধুলা করেন গণনা॥
রঘুবীর শালগ্রাম জনমের স্থানে।
শিয়ড়ে খরিদ জমি সেবার কারণে॥
বরাবর আমাদের গুরুমাতা কাছে।
ভরণপোষণে তাঁর সুবন্দেজ আছে॥
এত দিন ছেলেপুলে নাহি ছিল তাঁর।
এখন ক্রমশঃ উঠে বাড়িয়া সংসার॥
ভক্ত-সংযোটন কাণ্ড সেই বিবরণ।
বহু পরিবারী প্রভু ভক্তের জীবন॥
নন্দন-নন্দিনী ভক্ত চিরকাল সাথে।
বারে বারে লীলায় প্রমাণ বিধিমতে॥
তাঁহাদের জন্য কষ্ট কতই প্রভুর।
মথিয়া দেখহ লীলা সন্দ হবে দূর॥
ভক্তের কারণে চিন্তা কতই যাতনা।
কল্যাণ মানসে হয় কালীরে প্রার্থনা॥
জগতের স্বামী যিনি বিভু ভগবান্।
সৃষ্টিতে যতেক জীব সকলে সমান॥
তথাপি আপন পর স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।
ভকতে যেমন প্রিয়, অন্যে তেন নয়॥
বিশেষিয়া বলিবার নাহিক শকতি।
বুঝিবে সহজে তত্ত্ব শুন লীলাগীতি॥
ভক্তমধ্যে নরেন্দ্রের সর্ব্বোচ্চ আসন।
বলিয়াছি কিছু কিছু পূর্ব্বে বিবরণ॥
বাল্যাবধি নরেন্দ্রর বিপদ্ বিস্তর।
স্বতঃই প্রমাণ কথা বড় গাছে ঝড়॥
মা-বাপের বড় ছেলে বড়ই স্নেহের।
বয়স্থ দেখিয়া চেষ্টা হয় বিবাহের॥
শুনা মাত্র প্রভুদেব সমাচার কাণে।
শ্যামায় প্রার্থনা হয় আকুল পরাণে॥
ওমা কালি! একি শুনি, নরেন্দ্রর বিয়ে।
বিপদে কর মা রক্ষা করুণা করিয়ে॥
জীবন-সমান প্রিয় নরেন্দ্রে তাঁহার।
সতত রাখিতে চক্ষে চেষ্টা অনিবার॥
সুপক্ব সুমিষ্ট ফল সুতার সন্দেশ।
নিজে না খাইয়া প্রভুদেব পরমেশ॥
পুটুলি বাঁধিয়া দেন পাঠাইয়া তাঁয়।
আপনার ঘরে হেথা নরেন্দ্র যেথায়॥
কাকুতি সহিত বার্ত্তা প্রেরণ তাঁহারে।
আসিতে দিনেক জন্য দক্ষিণসহরে॥

আনন্দে নরেন্দ্র হেথা নিজ নিকেতনে।
আপন স্বভাবে কথা নাহি দেন কাণে॥
বিরহ অসহ্যতর প্রভুর যখন।
বিপন্নের মত হয় সহরে গমন॥
অন্বেষণ স্থানে স্থানে উন্মত্তের প্রায়।
ঘরে, পরে ব্রাহ্মদের সমাজ যেথায়॥
সাক্ষাত হইলে পরে পুলকিতকায়।
সঙ্গে ল'য়ে মন্দিরে ফিরেন প্রভুরায়॥
পরম আনন্দে বাস নরেন্দ্রের সাথে।
ছাড়িয়া না দিয়া তাঁয় রাখিতেন রেতে॥
পুলকে আকুল চক্ষে নিদ্রা নাহি পায়।
কথোপকথনে গোটা রাত্রি কেটে যায়॥
নরেন্দ্রের মিষ্ট কণ্ঠে সুমধুর গীত।
শুনিবারে শ্রীপ্রভুর বড়ই পিরীত॥
প্রত্যূষের পূর্ব্বে গীত শ্রুতি-বিনোদন।
শুনিয়া সমাধি-সুখে শ্রীপ্রভু মগন॥
কালে হয় কালে লয় প্রকৃতির ধারা।
কিছু পরে নরেন্দ্রর পিতা গেল মারা॥
ফেলিয়া অকূল জলে নন্দিনী নন্দন,
বহু ব্যয়ে সব নষ্ট উপার্জ্জিত ধন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রের যৌবন সঞ্চার।
পড়িল মাথায় যত সংসারের ভার॥
বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যয়ন এবে।
তাহাও হইল বন্ধ অর্থের অভাবে॥
দিনে দিনে দরিদ্রতা হইল প্রবল।
অতি কষ্টে কাটে দিন সংসার অচল॥
দাস্যবৃত্তি ব্যবসায়ে প্রবৃত্তি না হয়।
দশায় যদিও দুরাবস্থা অতিশয়॥
অল্প বয়ঃ সোদর সোদরাগুলি ঘরে।
দেখিয়া তাঁদের কষ্ট থাকিতে না পারে॥
কাজেই চাকরি বিনা অনন্য-উপায়।
স্বভাব প্রভাবে কিন্তু কার্য্য রাখা দায়॥
বিবেক প্রবল ধাত মনে নাহি ডর।
দশার সঙ্গেতে হয় সতত সমর॥
সুতীক্ষ্ণ প্রখর শর দশা যত আড়ে
বিশাল বলিষ্ঠ বুক পাতা অকাতরে॥
কহিতাম দুই এক দশার আখ্যান।
কিন্তু এ পুঁথির মধ্যে না কুলায় স্থান॥
শিরোমণি-শ্রীপ্রভুর হয় যেই জন।
কি হেতু সংসারে তিনি বিপন্ন এমন॥
জিজ্ঞাসিতে পার মন শুনহ ভারতী।
কলিকালে জীবকুলে হীনবুদ্ধি-মতি॥
কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত আত্মসুখে রত।
ধন জন যশ মানে সদা লালায়িত॥
শিক্ষা দিতে কি প্রকারে ইহ-সুখ-আশ।
বিবেক বিরাগে সবে করিয়া বিনাশ॥
হৃদয়ে জ্ঞানের বাতি জ্বালি দিনে রেতে।
ধাবিত হইতে হয় ঈশ্বরের পথে॥
বিবেক কাহারে কয় শুন শুন মন।
বিবেক কুলার মত প্রভুর বচন॥
বিবেকের ভাবে বহে কুলচির ধারা।
ভাল মন্দ খোসা দানা ভিন্ন ভিন্ন করা॥
বৈরাগ্য সহায়ে শুদ্ধ দানা লয় তুলে।
সারহীন তুসি খোসা এক দিগে ফেলে॥
নরেন্দ্রর এই ভাব এক ব্রহ্ম সার।
ছায়া মায়া মিথ্যা এই জগৎ সংসার॥
ভক্ত সঙ্গে নরদেহ প্রভুর ধারণ।
উদ্দেশ্য কেবল জীব-শিক্ষার কারণ॥
প্রভুর প্রার্থনা কত হয় কালী মায়ে।
কখন না হয় যেন নরেন্দ্রের বিয়ে॥
পরম তিয়াগী তেঁহ কুমারসন্ন্যাসী।
ভিক্ষায় কাটায় কাল এই মনে বাসি॥
শ্রীপ্রভুর সন্ন্যাসী ভকত একজন।
বহু পূর্ব্বে কহিয়াছি তাঁর বিবরণ॥
ঈশ্বর কটির, নাম যোগীন্দ্র তাঁহার।
দক্ষিণসহরে বাড়ি পিতা জমীদার॥
তিয়াগ প্রবল ধাত কামিনী-কাঞ্চনে।
কামিনী সাপিনী জাতি জন্মাবধি জানে॥

সর্ব্বসাধারণে এই সার বুদ্ধি করে।
হোক না অবস্থা যেন বধূ চাই ঘরে॥
এখানেতে যোগীন্দ্রের পিতা ধনবান্।
বয়স্থ পুত্রের এবে বিয়া দিতে চান॥
বিয়ায় বিরূপ পুত্র করেন বিরোধ।
জনকের যত জেদ তত অনুরোধ॥
কি করেন পিতৃ-আজ্ঞা করিলা পালন।
রোগীতে যেমন করে ঔষধ সেবন॥
অপকর্ম্মে ক্ষুণ্ণ মন যেইরূপ হয়।
যোগীন্দ্রের সেইমত করি পরিণয়॥
মর্ম্মান্তিক লজ্জা দুঃখ বড় লাগে মনে।
প্রভুর নিকটে মুখ দেখাব কেমনে॥
কায়বাক্যমনে যিনি পরমতিয়াগী।
নেহারিয়া লজ্জাপর মহেশ্বর যোগী॥
সংসারীর গাত্র-গন্ধ অসহ্য যাঁহার।
কেমনে তাঁহার কাছে যাইব আবার॥
এইখানে এক কথা শুন বলি মন।
প্রভুর বিবিধ মূর্ত্তি বিবিধ বরণ॥
সংসারীর কাছে জ্ঞানী সংসারীর বেশ।
তাঁহাদের মত তত্ত্ব হিত-উপদেশ॥
ভাবী ত্যাগীদের কাছে স্বতন্ত্র সেখানে।
কঠোর ত্যাগের আজ্ঞা কামিনী-কাঞ্চনে
যাহার যেমন ভাব রক্ষা করি তাই।
উভয়ে করেন পুষ্ট জগৎ-গোঁসাই॥
যোগীন্দ্রের মনে প্রাণে তিয়াগের স্বাদ।
সেহেতু বিবাহে এত মানসে বিষাদ॥
শান্তির উপায় হেতু মনে বিচারিয়া।
ছাড়ি বাড়ি দেশান্তরে গেলা পলাইয়া॥
শুনিয়া প্রভুর ঘোর চিন্তা নিরন্তর।
কেমনে যোগীন্দ্র ত্বরা ফিরে আসে ঘর॥
লিপির উপরে লিপি করিলে প্রেরণ।
তবে হয় যোগীন্দ্রের ঘরে আগমন॥
প্রভুর যতন ধন অতি প্রিয় জনা।
স্বধাম হইতে সঙ্গে ধরাধামে আনা॥
আনন্দের নাহি সীমা দেখিয়া তাঁহায়।
সান্ত্বনার হেতু কথা কন প্রভুরায়॥
সহায় যদ্যপি তব রহে এইখানে *
হইয়াছে বিয়া তাহে বিষাদিত কেনে॥
একটা বিয়ার কথা অতি তুচ্ছ গণি।
লক্ষটি করিলে তবু হইবে না হানি॥
রহিবে না কামগন্ধ উভয়ের গায়।
হইবে সময়ে হেন মায়ের ইচ্ছায়॥

ভক্ত-সংযোটনে বহে অমৃতের ধারা।
যুটিতে লাগিল ক্রমে বাদবাকি যাঁরা॥
যুটিল এখন এক সুন্দর বালক।
বেলঘোরিয়ায় ঘর মুখুয্যে তারক॥
ঈশ্বর কটির থাকে উচ্চতম জাতি।
দার-পরিগ্রহে পরে সংসারে বসতি॥
যুটিলা সারদানন্দ কুমার-সন্ন্যাসী।
ষোড়শ বরষ বয়ঃ আর নহে বেশি॥
তিয়াগিয়া পিতা-মাতা কায়েস্থের ছেলে।
মজিলেন শ্রীপ্রভুর চরণ-কমলে॥
যুটিল নারাণচন্দ্র ব্রাহ্মণ-নন্দন।
সারদার সম বয়ঃ সুন্দর গড়ন॥
ঘরেতে অনেক অর্থ অতি যোত্রমান।
প্রভুর পরম প্রিয় পরাণ-সমান॥
শ্রীপ্রভুর প্রতিবাদী কর্ত্তৃপক্ষগণে।
আসিতে প্রভুর কাছে নিবারে নারাণে॥
বালক না মানে মানা মন টানে তাঁর।
অবশেষে যায় শাস্তি বিষম প্রহার॥
তথাপি দক্ষিণেশ্বরে আসেন নারাণ।
চিরভক্ত শ্রীপ্রভুর পদে বাঁধা প্রাণ॥
প্রবল প্রেমের বেগ সাধ্য কার রোধে।
রুদ্ধগতি করে বন্যা বালুকার বাঁধে॥
আসিলে নারাণচন্দ্র প্রভু নারায়ণ।
পুলকে বিকল বপু না যায় বর্ণন॥

---

* এইখানে বলিয়া নিজের বক্ষদেশে হস্তার্পণ করিয়া প্রভুদেব আপনাকেই দেখাইলেন।

সর্ব্ব-অগ্রে করাইয়া ভোজন তাঁহায়।
পাথেয় সম্বল দিয়া করেন বিদায় ॥
জনরবে এ সময় রটিল অখ্যাতি।
শ্রীপ্রভুর আছে এক ছেলে-ধরা রীতি ॥
এ সময় বিষ্ণু নামে ভক্ত একজন।
বলিয়াছি বহু পূর্ব্বে তাঁর বিবরণ ॥
বালক বয়েস-তেঁহ এঁড়েদহে বাড়ি।
নারাণের মত ঘরে করে কড়াকড়ি ॥
আসিতে না দেয় তাঁয় প্রভুর গোচরে।
তালা দিয়া আটক করিয়া রাখে ঘরে ॥
কঠিনহৃদয় পিতা কঠোর-আচারী।
জ্বালায় দিলেন বিষ্ণু গলদেশে ছুরি ॥
ভক্তির উচ্ছ্বাসে দেখি বালকের কাজ।
শরীরে রাখিতে প্রাণ মনে লাগে লাজ ॥
কেবল বিমল ভক্তি ঈশ্বর-চরণে।
একমাত্র সার বস্তু অতুল ভুবনে ॥
অবনী লুটায়ে মাগ-ভক্তদের ঠাঁই।
যদ্যপি করেন পরে করুণা গোসাঁই ॥
এবে নিত্যগোপাল গোস্বামী একজন।
উপনীত হইলেন প্রভুর সদন ॥
বঙ্গদেশে ঢাকার মধ্যেতে তাঁর ঘর।
মাজারি বয়স বর্ণ বড়ই সুন্দর ॥
প্রসিদ্ধ বংশেতে জন্ম বৈদ্যকুলোদ্ভব।
নিতাইর শিষ্য পূর্ব্ব পুরুষেরা সব ॥
বাল্যাবধি গোস্বামীর মতি ভগবানে।
যৌবন-প্রারম্ভে মত্ত সাধন-ভজনে ॥
কিছু নাহি হয় তার, যায় কিছু কাল।
হৃদয়ে উদয় বড় যাতনা-জঞ্জাল ॥
শান্তির উপায় চিন্তা বিচারিয়া মনে।
ঘুটিলেন কিছু পরে ব্রাহ্মদের সনে ॥
সাকার যাঁহার প্রাণে, প্রাণে প্রাণে খেলে।
ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর শান্তি কিসে মিলে ॥
ভঙ্গ দিয়া ব্রাহ্মদলে কৈল পলায়ন।
অন্তরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি অশান্তি ভীষণ ॥
আকুল হইয়া পুছে, দেখে যায় তায়;
কে জান, বলিয়া দাও শান্তির উপায় ॥
কেহ তাঁহে কহিলেন এথিষ্টের মত।
ইহাই প্রকৃত-শান্তি-নিকেতন-পথ ॥
অনুরাগে দিশাহারা সরল গোস্বামী।
এথিষ্টের দলভুক্ত হইলেন তিনি ॥
চৌগুণ তাহাতে জ্বালা, প্রাণ যায় যায়।
ফেলিয়া কটির বস্ত্র গোস্বামী পালায় ॥
ভাবিতে ভাবিতে চিতে হইল উদয়।
গুরু বিনা কোন কার্য্য হইবার নয় ॥
তবে কোথা পাই গুরু, যাই কোথাকারে।
হায় গুরু, কোথা গুরু অন্বেষণ করে ॥
হেনকালে ঢাকায় হইল উপনীত।
বিজয় গোস্বামী যাঁর প্রভুতে পিরীত ॥
প্রভুর মহিমা কিবা আশ্চর্য্য ঘটন।
দিনেকে গোস্বামীদ্বয়ে হইল মিলন ॥
প্রথম জিজ্ঞাসা করে দ্বিতীয়ের ঠাঁই।
করুণা করিয়া কহ গুরু কোথা পাই ॥
বিজয় সুদিনে কাণে করিল প্রদান।
শান্তিদাতা বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর নাম ॥
নামের বিষম টান, মহাবল ধরে।
প্রভু-দরশনে যাত্রা করিল সত্বরে ॥
উপনীত তাই আজি প্রভুর গোচর।
আহার করেন প্রভু সময় দুপর ॥
আহ্লাদের নাই সীমা দেখিয়া তাহায়।
অর্দ্ধাশনে সে দিন ভোজন হৈল সায় ॥
আনন্দে অবশ অঙ্গ করিয়া শয়ন।
গোস্বামীরে আজ্ঞা, করে চরণ-সেবন ॥
অতুল সৌরভ যেন তুলে সমীরণ।
ধীরে ধীরে কুসুমে যখন সঞ্চালন ॥
তেমতি পরমানন্দ ভক্তবর তুলে।
দোলাইয়া শ্রীপ্রভুর চরণকমলে ॥
আনন্দে ভরিল হিয়া ভক্ত গোস্বামীর।
আগও বহিয়া ঝরে দুনয়নে নীর ॥

ভক্তবরে প্রভুদেব কহেন তখন।
সাধন-ভজনে নাহি কোন প্রয়োজন ॥
করিতে হবে না কিছু জপ তপ আর।
তুড়ি দিয়া কার্য্য সিদ্ধ হইবে তোমার ॥
শনি কি মঙ্গলবারে এস এই ঠাঁই।
হইবে বাসনা পূর্ণ, কোন চিন্তা নাই ॥
যথা কথা করিলেন প্রভুদেবরায়।
পূর্ণকাম হইয়া গোস্বামী দেশে যায় ॥
কায়াখানি সঙ্গেমাত্র দেশে আগমন।
কিন্তু শ্রীপ্রভুর পদে মগ্ন হেথা মন ॥
নিরন্তর উঠে তেজে বাসনা তাঁহার।
প্রভু দরশনে ত্বরা আসে পুনর্ব্বার ॥
এক দিন বিরহ অসহ্য গুরুতর।
বদন মলিন অতি বিষণ্ণ অন্তর ॥
শান্তির উপায় চিন্তা বিচারিয়া মনে।
চলিলেন বিজন প্রান্তরে কোন স্থানে ॥
গোরস্থান নাম তার ভয়ঙ্কর ঠাঁই।
ঝোপে গাছে পরিপূর্ণ কোথা কেহ নাই ॥
চিন্তায় আকুল উপবিষ্ট এক ধারে।
উঠে ডুবে নানা ভাব মনের ভিতরে ॥
হেন কালে এক জন উপনীত পাশে।
বুল্‌বুল্‌ পাখীধরা শীকারীর বেশে ॥
গোস্বামী চমক অঙ্গ করিল জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কি হেতু হেন নিরজনে আসা ॥
বিদেশী অচেনা, হাসি-মুখে কহে তাঁয়।
পাখী ধরিবারে আমি আইনু হেথায় ॥
এই কথা বলিয়া শিকারী যায় চ'লে।
ধীরি ধীরি সুড়ি পথে অপর অঞ্চলে ॥
দীর্ঘ প্রস্থে গোরস্থান অতীব বৃহৎ।
তার মধ্যে নানাদিগে সরু সরু পথ ॥
অনিমিখ আঁখিদ্বয়ে গোস্বামী হেথায়।
কুতূহলে দেখেন শিকারী কোথা যায় ॥
কিছু দূরে ফিরিয়া যখন আগুয়ান।
মোড় ফিরে নিজ পথে করেন পয়ান ॥
গোস্বামী দেখিল এক আশ্চর্য্য ভারতী।
শীকারী সেখানে নাই প্রভুর মূরতি ॥
দ্রুতগতি গোস্বামী হইল ধাবমান।
অদৃশ্য মূরতি কারে দেখিতে না পান ॥
পরাণ আকুল অতি উচ্ছ্বাসে অস্থির।
বাক্যহীন রসনা, নয়নে বহে নীর ॥
প্রভুর বিচিত্র খেলা ল'য়ে ভক্তগণ।
বড়ই মধুর কাণ্ড ভক্তসংযোটন ॥
প্রেমিক ভকত এক যুটে হেন কালে।
দেবেন্দ্র মজুম্‌দার ব্রাহ্মণের ছেলে ॥
মাজারি বয়স খর্ব্ব বরণ সুন্দর।
সহরে চাকরি মাত্র যশোহরে ঘর ॥
প্রভুর সংসারী ভক্ত রহে যত জনা।
দেবেন্দ্র তাঁহার মধ্যে সকলের চেনা ॥
বাল্যাবধি দেবেন্দ্রর ধর্ম্মেতে পিপাসা।
শুনিয়া প্রভুর নাম সেই হেতু আসা ॥
শুন মন এইখানে এক কথা বলি।
ভক্ত যদি, সংসারে থাকিলে লাগে কালি ॥
প্রভুর বচনে শুন তাহার প্রমাণ।
হোক্‌না মানুষ তেঁহ যতই শিয়ান ॥
যদ্যপি করেন বাস কাজলের ঘরে।
নিশ্চয় লাগয়ে দাগ আজি নয় পরে ॥
যতই শিয়ান হোক সংশুদ্ধ মতি।
টলে মন ধ্রুব সঙ্গে থাকিলে যুবতী ॥
কলঙ্কবিহীন গায়ে রহে কোন্ জন।
প্রভুর উপমা সহ শুন বিবরণ ॥
খই ভাজিবার কালে দেখহ প্রমাণ।
সকলেই খই হয় যতগুলি ধান ॥
তবে যেটি ফুটিয়া তখনি ছুটে যায়।
রহে না বহ্নির মত উত্তপ্ত খলায়।
কলঙ্ক তাহাতে আর পরশিতে নারে।
দাগ তথা রহে যারা খলার ভিতরে ॥
সংসার খলার মত ত্রিতাপ আগুনে।
আগুনের মত তপ্ত করে রেতে দিনে।

ইহার মধ্যেতে বাস, তবু যেই জন।
অন্তরের সহ করে শুরু অন্বেষণ॥
তিনি ভক্ত শ্রীপ্রভুর চেনা মহাদায়।
অধমের কোটি কোটি দণ্ডবৎ তাঁয়॥
প্রভুভক্তে আর এক ধারা স্বতন্তর।
উপমায় ঠিক চকমকির পাথর॥
হাজার বৎসর বাস জলের মাঝারে।
তুলিয়া আনিয়া সদ্য যদি ঠুক' তারে॥
তখনি আগুন-কণা ফিন্‌কির প্রায়।
নাহি দেরি সারি সারি কত বাহিরায়॥
তেমতি প্রভুর ভক্ত সংসারেতে যেবা।
কামিনী-কঞ্চনাসক্তি সাগরেতে ডুবা॥
শীতল শরীর গোটা বিহীন বরণ।
কিন্তু যদি হরিকথা করেন শ্রবণ॥
প্রেম অশ্রু ভাব ভক্তি রাগের উচ্ছ্বাস।
বদনমণ্ডলে পায় তখনি বিকাশ॥
পুরীমধ্যে প্রবেশিয়া ব্রাহ্মণ-নন্দন।
অলৌকিক দিব্য ভাবে হইল মগন॥
বাহুল্য বর্ণন স্থান-মাহাত্ম্যের কথা।
বিরাজিত সশরীরে প্রভুদেব যেথা॥
দরশিয়া প্রভুদেবে করে প্রণিপাত।
এখন ভাঙ্গিয়াছিল শ্রীপ্রভুর হাত॥
নাম ধাম জিজ্ঞাসিয়া প্রভু-ভগবান্।
হাতের ঔষধ কিবা দেবেন্দ্রে সুধান॥
কৃপা করিবার ছলে কহেন তাঁহায়।
পরশিয়া দেখ' অগ্রে বেদনা যেথায়॥
ভাগ্যবান্ দ্বিজপুত্র অঙ্গ পরশিয়া।
দেখেন বেদনা স্থান হাত বুলাইয়া॥
মহাবৈদ্য প্রভু ভবব্যাধি-বিনাশনে।
দেবেন্দ্র ঔষধ কন ব্যথা নিবারণে॥
ব্যথার ঔষধ হেন নাই আর কোথা।
ব্যবহারে অচিরে আরাম হবে ব্যথা॥
আরোগ্যের কথা শুনি প্রভুদেবরায়।
আনন্দে করেন নৃত্য বালকের প্রায়॥

প্রভুর প্রকৃতি দেখি ভক্তবর ভাবে।
সরলস্বভাব হেন নরে না সম্ভবে।
অন্তরে আনন্দ স্রোতঅবিরত বয়।
এমন আনন্দ কভু জনমেও নয়॥
সমাদরে ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
মধ্যাহ্নে একত্রে দুঁহে কথোপকথন॥
ভাবেতে বিহ্বল হ'য়ে কথার ভিতর।
ধরিলেন কৃষ্ণলীলা গীত মনোহর॥
মধুর সংগীতখানি কীর্ত্তনের সুরে।
শুনিলে পাষাণ-হিয়া দ্রবীভূত করে॥
শ্রবণ-মধুর গীতমনোমুগ্ধকারী।
শুনিয়া শ্রীদেবেন্দ্রের মন গেল চুরি॥
গীত সমাপনে প্রভু কহিলেন তাঁরে।
দেবালয়ে দেব-দেবী দরশন তরে॥
যেমন সুরম্য পুরী মন্দির তেমতি।
সজ্জীভূত তেন দেব-দেবীর মূরতি॥
নিরানন্দ শ্রীদেবেন্দ্র প্রভুর আজ্ঞায়।
ছাড়িয়া তাঁহারে আর যাইতে না চায়॥
কি করেন মহা-আজ্ঞা করিয়া পালন।
দ্রুতগতি ফিরিলেন প্রভুর সদন॥
উপবিষ্ট প্রভুদেব খাটের উপর।
হঠাৎ ভক্তের গায়ে সমুদিত জ্বর॥
থর থর অঙ্গ, মুখে বাক্য নাহি সরে।
শশব্যস্ত প্রভুদেব দেখিয়া তাঁহারে॥
বাবুরামে বলিলেন বিষণ্ণ অন্তর।
সত্বর পানসী আন ঘাটের উপর॥
যুটিল পানসী এক কিন্তু তার মাঝি।
সওয়া তঙ্কা ভাড়া বিনা নাহি হয় রাজি॥
প্রভু বলিলেন সওয়া আনা যেইখানে।
সওয়া তঙ্কা এত বেশী ভাড়া দিবে কেনে॥
এতেক বলিয়া উঠিলেন ভগবান্।
পানসীর অন্বেষণে গঙ্গাপানে চান॥
দেখিলা পানসী এক আছে অন্য কূলে।
বহু দূর ব্যবধান দৃষ্টি নাহি চলে॥

মাঝারে তরঙ্গরাজি করি ভীম রোল।
করিছে গঙ্গার বক্ষে মহাগণ্ডগোল॥
প্রবল পবন বয় সন্ সন্ ডাকে।
শ্রবণ বধির শব্দ বজ্রনাদ ঢাকে॥
মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করি।
মাঝিরে ডাকেন ভবনিধির কাণ্ডারী॥
সুকৌশল ধানুষ্ক যেমন যুড়ি শর।
মন্ত্রপূত করি ছাড়ে লক্ষ্যের উপর॥
বিভেদিয়া সপ্ততাল বাধা লাগে কিসে।
কাটিয়া পাড়য়ে লক্ষ্য চক্ষুর নিমিষে॥
সেইমত শক্তিময় শ্রীপ্রভুর বাণী।
যেমন নির্গত মাঝি শুনিল অমনি॥
পানসী ছাড়িয়া দিল দেরি নহে আর।
দ্রুতগতি উতরিল গঙ্গার এপার॥
মাঝিটি মানুষ ভাল সরল চেহারা।
চাকিল তাহার সঙ্গে সওয়া আনা ভাড়া॥
বাবুরামে বলিলেন প্রভু গুণমণি।
সহরেতে দেবেন্দ্রের সঙ্গে যাও তুমি॥
মহাভক্ত বাবুরাম শ্রীআজ্ঞা-পালনে।
পানসিতে উঠিলেন দেবেন্দ্রের সনে॥
প্রথম দর্শন দিনে এইতক কথা।
পশ্চাৎ পাইবে মন পরের বারতা॥

যুটিল ভূপতি ভাই ব্রাহ্মণ-কুমার।
ভাষায় ভাণ্ডার নাই গুণ গাইবার॥
বয়স বিশের মধ্যে সুন্দর বরণ।
নহে লম্বা নহে বেঁঠে দোহারা গড়ন॥
অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময়।
বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কথা কহিবার নয়॥
ধীর শান্ত বিনয়ী মধুর মিষ্টভাষী।
চারুশীল চিন্তাশীল বিজন-প্রয়াসী॥
গুণাদির মধ্যে এক অত্যন্ত প্রবল।
দুনিয়ায় নাহি কেহ এমন সরল॥
প্রভুভক্ত মাত্রে আছে সরলতা মাখা।
তুলনায় এ সরলে সে সরল বাঁকা॥

আঁকিতে নারিনু ছবি মনে রহে খেদ।
পেটে মুখে ভূপতির নাহি কোন ভেদ॥
সত্যপরায়ণ তাহে এত পরিমাণে।
বিনা সত্য মিথ্যা কিবা আদতে না জানে॥
কৃতদার, এইখানে বসতি সহরে।
ধর্ম্মচর্চ্চা হয় ব্রাহ্ম সমাজমন্দিরে॥
বিবেক প্রাপ্তির হেতু ধর্ম্ম আলোচনা।
বিবেক অত্যুচ্চ বস্তু হৃদয়ে ধারণা॥
শুনিয়া প্রভুর নাম মাহাত্ম্য ভারতী।
দরশনে উপনীত হইল ভূপতি॥
আশ্বাসিয়া আশ্বাস-বাক্যেতে ভগবান্।
চরণে শরণাপন্ন জনে দিলা স্থান॥
পাইয়া পরমাস্পদ শ্রীশ্রীপদে ঠাঁই।
আসে যায় বারে বারে শ্রীভূপতি ভাই॥
স্বভাবতঃ দ্রবীভূত কাঞ্চনের প্রায়।
প্রভুর পরশে ক্রমে কান্তি বেড়ে যায়॥
প্রকৃতিতে ভূপতি অতীব মনোহর।
সুন্দর অপেক্ষা তেঁহ পরমসুন্দর॥
ভক্তিরস হয় যদি চিত্রের বরণ।
বিবেক-বিরাগদ্বয় যুগল কলম॥
নয়নের ভাতি যদি জ্ঞান-সমুজ্জ্বল।
হৃদয়েতে বহে যদি শান্তি নিরমল॥
কুমার-সন্ন্যাসী ভক্ত যদি চিত্রকর।
তবে আঁকে কি সৌন্দর্য্যে ভূপতি সুন্দর॥
এক দিন মন্দিরের দুয়ারের ধারে।
বিহ্বল হইয়া গায় অনুরাগভরে॥
হৃদয়-বিভেদী ভাবে মরমের গান।
গণ্ড বেয়ে ঝরে অশ্রু ধারার সমান॥
গীতের ভাবার্থ এই শুন শুন মন।
ভবসিন্ধু-পাথারেতে শ্রীহরি যেমন॥
দয়াল কাণ্ডারী হেন কেবা কোথা আর।
চরণ-তরণী দিয়া করে পারাবার॥

হরি কাণ্ডারী যেমন এমন কি আর আছে নেয়ে।

পার করেন দীনজনে অভয়
চরণ-তরী দিয়ে ॥
হৃদয়-বিহারী প্রভু ভক্ত-হৃদে বাস ।
দেখিয়া ভক্তের ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস ॥
দ্রুতগতি প্রকৃত বিজলি যেন ছুটে ।
উপনীত ভাবাবেশে ভক্তের নিকটে ॥
এই লহ বলিয়া দক্ষিণ শ্রীচরণ ।
ভক্তের কোমল বক্ষে করিলা অর্পণ ॥
পরম সম্পদাস্পদ প্রভুর আমার ।
যোগী-জন-পূজ্য-পদ সেব্য কমলার ।
বক্ষের উপরে যাঁর স্থাপন এখন ।
চরণের রেণু তাঁর মাগে এ অধম ॥
সরসে বর্ষায় বিকশিত শতদলে ।
পাইয়া মধুর কোষ মুক্ত কুতূহলে ॥
অলি যেন মধুপানে মহামত্তে মজে ।
তেমতি ভূপতি শ্রীশ্রীচরণ-সরোজে ॥
ক্রমশঃ উদাস মন হয় অধ্যয়নে ।
সতত মানস রহে প্রভু-সন্নিধানে ॥
প্রভুও তেমনি তাঁকে হইয়া সদয় ।
পরিপূর্ণ দেবগণে শ্রীঅঙ্গ-আলয় ॥
দেখাইলা আর বার শুন বিবরণ ।
ভক্তি-প্রদায়িনী কথা ভক্ত সংযোটন ॥
এক দিন প্রভুর সম্মুখে ভক্তবর ।
পাতিয়া নয়ন দুটি প্রভুর উপর ॥
উপবিষ্ট যুক্তকরে স্বভাবে মগন ।
হেনকালে বলিলেন প্রভু নারায়ণ ॥
দাঁড়াইয়া ভাবাবেশে ভাবের বিহ্বলে ।
দেখিতে এতই সাধ দেখ আঁখি মিলে ॥
দেবেশ-বাঞ্ছিত দৃশ্য দেখে ভক্তবর ।
বিরাজিত দেবত্রয় অঙ্গের ভিতর ॥
সকৌতুক চারিমুখ হংসের আসনে ।
সুদীর্ঘ ধবল বক্র গ্রীবা আন্দোলনে ॥
প্রকাশে পুলক হংস হেলে দুলে মাথা ।
ধরিয়া ধবল পৃষ্ঠে সৃষ্টির বিধাতা ॥
স্থানান্তরে খগেশ-আসনে সমস্থিতি ।
পাতারূপে চারিভুজে নিজে লক্ষ্মীপতি ॥
শোভা পায় এক পাশে যোগী মহেশ্বর ।
বেশ-ভূষা-সজ্জীভূত বৃষের উপর ॥
কি দেখ কি শুন মন বিচিত্র ভারতী ।
বিশ্ব-জননীর ভাবে অখিলের পতি ॥
কোটি ব্রহ্মা কোটি বিষ্ণু কোটি মহেশ্বর ।
কোটি সৃষ্টি কোটি কোটি বিশ্ব চরাচর ॥
একমাত্র লোমকূপে উঠে ডুবে খেলে ।
বিশ্বের যেমন ধারা নীলাম্বুর জলে ॥
হেন প্রভু রামকৃষ্ণ অনন্ত অনাদি ।
অব্যক্ত অচিন্তনীয় অপার জলধি ॥
জীবের উদ্ধার হেতু নর-কলেবর ।
সঙ্গে পারিষদগণ নিত্য-অনুচর ॥
মূর্ত্তিমান্ ষড়ৈশ্বর্য্য-বিভূতি-বৈভব ।
লীলাপর ধরাধামে লীলা অভিনব ॥
অভিনব কেন কই শুন বিবরণ ।
প্রভু অবতারে লীলা করি দরশন ॥
ভাসে বল বুদ্ধি ভাসে শাস্ত্র অধ্যয়ন ।
অকূল সাগরে ভাসে সাধন ভজন ॥
ভাসে কর্ম্ম ভাসে যোগ জপ-তপাচার ॥
এক নমস্কারে জীবে ভবসিন্ধু পার ॥
আর দিন প্রভুদেব কল্পতরুবেশে ।
দাঁড়াইয়া ভূপতির সম্মুখপ্রদেশে ॥
ভাবেতে বিভোর অঙ্গ করে টল্ টল্ ।
বলিলেন ভক্তবরে কি মাগিস্ বল্ ॥
বিবেক সর্ব্বোচ্চ বস্তু ভূপতির জানা ।
তাহাই প্রভুর কাছে করিল প্রার্থনা ॥
মৌন থাকি কিছুক্ষণ গোপে কন তাঁরে ।
এত সাধ, থাক' তবে সপ্তমের ঘরে ॥
ধন্য লীলা-প্রিয় ধন্য ধন্য ভক্তগণ ।
ধন্য ধন্য ধরাধাম লীলার আসন ॥
ধন্য ধন্য জীবকুল যদিও জ্বালায় ।
বুদ্ধিহারা দিশাহারা মোহিয়া মায়ায় ॥

কামিনী-কাঞ্চন ধন্ধ হরে ভক্তি-চাঁদ।
ধন্ধ শ্রীপ্রভুর শিক্ষা মায়া-মারা-ফাঁদ॥
সকলে বিমোহে মায়া, বিমোহিতে নারে।
জাগে রামকৃষ্ণভক্তি যাঁহার অন্তরে॥
মায়ার মোহিনী শক্তি প্রভুর প্রদত্ত।
ভক্তাভক্ত সকলেই ইহার আয়ত্ত॥
এড়ান কাহার নাই মায়ার প্রভাবে।
ভক্তজন ভাসে তায় ভক্তিহীনে ডুবে॥
কল্পতরুরূপে যবে অখিলের পতি।
ইন্দ্রত্ব মাগিলে পরে পাইত ভূপতি॥
কিন্তু আত্মসুখভোগে হইল না সাধ।
বিবেক সুন্দর জ্ঞানে মাগিল প্রসাদ॥
ঘরে জায়া যুবতী ভূপতি কৃতদার।
পরাণ সমান ছিল এত দিন তাঁর॥
বন্ধন শিথিল ক্রমে পায় দিনে দিনে।
দিনে রেতে উঠে প্রীতি থাকিতে শ্মশানে॥
পরে কি হইল পরে কব বিবরণ।
উপস্থিত ভূপতির কথা সমাপন॥
সমুদিত আসরে হইল এ সময়।
প্রভুর পরম ভক্ত শুন পরিচয়॥
বাদুড়বাগানে বাড়ি সহরের মাঝে।
আফিসেতে উচ্চপদে অভিষিক্ত নিজে॥
মাসে মাসে তিনশতাধিক টাকা আয়।
ভাল জানে বহু জনে মানে গণে তাঁয়॥
কৃষ্ণকায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দোহারা গড়ন॥
সতত অধরে হাসি বদন-শোভন॥
যদিও বয়সাধিক, চেহারার গুণে।
রাখিয়াছে মূর্ত্তি যেন নবীন প্রবীণে॥
বারে বারে এইবারে বিয়া তিন বার।
পুরাণে নূতনে ছেলে গণ্ডা দুই তাঁর॥
হালে যিনি সর্ব্বশেষ অতি ভক্তিমতী।
শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে অচলা ভকতি॥
প্রকৃতি সুন্দর, যদি জাতিতে কামিনী।
শিরে ধরে পরাভক্তি সমুজ্জল মণি॥
বারে বারে করি তাঁর চরণে প্রণতি।
ভক্তির প্রভাবে যাঁর স্বামীর উন্নতি॥
পর-উপকারে স্বামী বড়ই সন্তোষ।
নাম নবগোপাল উপাধি তাঁর ঘোষ॥
কুলিন কায়স্থ এবে আইল আসরে।
অভয়-চরণ প্রভু বিভু দেখিবারে॥
প্রথম দর্শন দিনে বেশি রঙ্গ নয়।
নাম ধাম এটা সেটা বাহ্য পরিচয়॥
এক আজ্ঞা করিলেন প্রভু নারায়ণ।
করিবারে নিত্য নিত্য ঘরে সংকীর্ত্তন॥
বসিল প্রভুর বাক্য অন্তরে অটল।
যতনে পালন করে আজ্ঞা অবিকল॥
খোল করতাল সহ হয় সংকীর্ত্তন।
সঙ্গে ল'য়ে অল্প বয়ঃ নন্দিনী নন্দন॥
হরিশ মুস্তফী নামে ভক্ত একজন।
যুটিলেন এ সময়ে প্রভুর সদন॥
গোউর বরণ বয়ঃ চল্লিশের পার।
লাটের আফিসে উচ্চপদে কাজ তাঁর॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ তেঁহ দেবেন্দ্রর মামা।
ধীর শান্ত নাহি হৃদে তিলার্দ্ধ গরিমা॥
পাছু যুটে পুত্র তাঁর দণ্ডবৎ তাঁকে।
মূল নাম হরিপদ, পতু নামে ডাকে॥
দশ বরষের বয়ঃ ভক্তি বিলক্ষণ।
প্রভুরে দেখিলে করে অশ্রুবিসর্জ্জন॥
বসাইয়া বিছানায় প্রভু গুণমণি।
বদনে মিষ্টান্ন তুলে দিতেন আপনি॥
যেমন শ্রীপ্রভুদেব ভকত তেমতি।
ধীরে ধীরে শুন রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি॥
যুটিল যুবক এক শাণ্ডেল বামুন।
ভিতরেতে ভরা অনুরাগের আগুন॥
ক্ষিপ্তপ্রায় দ্রুত যেন বারুদের বাজি।
প্রভুরে করুণা মাগে, প্রভু নন রাজি॥
অন্তরে অকুতোভয় দস্যুর আচার।
মানস ভাণ্ডার লুটে ভাঙ্গিয়া দুয়ার॥

প্রকৃতি দেখিয়া বড় আনন্দ প্রভুর ।
অচিরে করিলা কৃপা দয়াল ঠাকুর ।
বিটল বামুন আর পাছু দিল দেখা ।
কিশোরী তাঁহার নাম শাণ্ডেলের সখা ॥
মাখান উপরে গায়ে ভিতরের ভাব ।
সরল এতই যেন তরলের পাব ॥
যুবা বয়ঃ লম্বা দেহ শ্যামল বরণ ।
পাইল প্রভুর কৃপা আইল যেমন ॥
ইঁহার অনেক আগে ঘটে, একজন ।
বাগবাজারেতে ঘর মুখুয্যে ব্রাহ্মণ ॥
মহেন্দ্র তাঁহার নাম পরম উদার ।
বয়স অধিক, প্রায় গণ্ডা বার পার ॥
সুবলন ঠাম অঙ্গ চারু-দরশন ।
প্রভুর চরণে রতি মতি বিলক্ষণ ॥
একদিন প্রভুদেব কহিলেন তাঁরে ।
সহরের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের ভিতরে ॥
যাইয়া দেখিতে মোর সাধ অতিশয় ।
কেমন চৈতন্যলীলা অভিনয় হয় ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া ঘরে ফিরিল ব্রাহ্মণ ।
নির্দ্ধারিত দিনে করি যথা আয়োজন ॥
আনিলেন প্রভুদেবে পরম আদরে ।
সঙ্গে কতূহলাক্রান্ত ভকতনিকরে ॥
আধিপত্য গিরিশের মঞ্চে যোল আনা ।
প্রতিবাসী মহেন্দ্রের সঙ্গে জানা শুনা ॥
সমাচার পাঠাইল তাঁহার সদন ।
মঞ্চমধ্যে শ্রীপ্রভুর শুভ আগমন ॥
এখন শ্রীগিরিশের সাধু ভক্ত জনে ।
বিধি-প্রতিকূল-ভাব উঠিয়াছে মনে ॥
ভিতরে কারণ তার আছে বিলক্ষণ ।
পুঁথিতে বর্ণন করা নাহি প্রয়োজন ॥
অতিথি সন্ন্যাসী জটাধারী ভস্মমাখা ।
পাড়ায় কাহার সঙ্গে যদি হয় দেখা ॥
তখনি সুমিষ্টালাপ সহ সদাচার ।
ধমধম ভীম বেশে ভীষণ প্রহার ॥
বিশেষে শ্রীপ্রভুদেবে প্রথম দর্শনে ।
প্রতিবাসী দীনবন্ধু বসুর ভবনে ॥
গিরিশের ভাব মনে হয় কি রকম ।
বলিয়াছি বহু পূর্ব্বে করহ স্মরণ ॥
মঞ্চমধ্যে আগমন সেই শ্রীপ্রভুর ।
শুনিয়া শ্রীগিরিশের ভক্তি কত দূর ॥
হৃদয়মাঝারে এবে হয় উদ্দীপন ।
বুঝিয়াছি, সহজেই বুঝিয়াছ মন ॥
গিরিশ না দেন কাণ কাহার কথায় ।
বসিয়া দ্বিতলে পাতা আসন যেথায় ॥
ভক্তগণে কহে পুনঃ গিয়া তাঁর কাছে ।
শ্রীপ্রভুর আগমন দাঁড়াইয়া নীচে ॥
সাদরে উপরে তাঁরে যতন সহিত ।
আনিয়া আসন দানে বন্দনা উচিত ॥
অনুরোধে অনুকম্পা গিরীশের তবে ।
দ্বিতলে আনিতে আজ্ঞা কৈলা প্রভুদেবে ।
স্বতন্ত্র আসন দিল দেখিবার স্থান ।
প্রভুরে ছাড়ান দিয়া রঙ্গমঞ্চদান ॥
দান টিকিটের দাম মঞ্চের উপায় ।
ভক্তদের কাছে সব করিল আদায় ॥
গিরিশ প্রভুর কাছে গিয়া একবার ।
নিরখিল প্রভুদেবে নাই নমস্কার ॥
মনে মনে কিবা ভাব হইল তখন ।
নিযুক্ত করিয়া দিল লোক একজন ॥
বৃহৎ তালের পাখা ধরা তার হাতে ।
শ্রীঅঙ্গে বাজন জন্য যতন সহিতে ॥
এইতক কার্য্য আজি করি সমাপন ।
গিরিশ চলিয়া গেল আপন ভবন ॥
সুন্দর বিচিত্র মঞ্চ কিবা শোভা পায় ।
নানাবিধ সাজসজ্জা যা সাজে যেথায় ॥
অভিনব অভিনয় ইংরাজি ডউলে ।
মনমুগ্ধকর দৃশ্য যে দেখে সে ভুলে ॥
তাহে গৌউরের গান ভক্তিরসে ছেঁচা ।
চিরভক্ত শ্রীপ্রভুর গিরিশের ধাচা ॥

বামাগণে গায় গীত কণ্ঠ সুমধুর।
দেখিয়া শুনিয়া বড় আনন্দ প্রভুর ॥
একবার হরিনাম শ্রবণে যাঁহার।
হৃদয়ে উথলে ভক্তি প্রেমের জুয়ার ॥
ঘন ঘন সমাধিস্থ না থাকে চেতন।
আপনি খসিয়া পড়ে কটির বসন ॥
তাঁহার নিকট হেন সুর লয় তানে।
উদ্দীপক লীলা-ছবি-পট প্রদর্শনে ॥
ভক্তিমাখা সংগীত শ্রবণে কিবা হয়।
কার সাধ্য বলে! ইহা বুঝিবারও নয় ॥
অভিনয় সমাপনে ভকতনিকরে।
ধরাধরি করিয়া আনিল শ্রীমন্দিরে ॥
পরদিন অবিরত এই কথা হয়।
কেমন সুন্দর মঞ্চ কিবা অভিনয়!
গিরিশের কারখানা আশ্চর্য্য সকল।
দেখিলে শুনিলে করে সহজে পাগল ॥
অভিনয়ে অভিনয় না হয় গিয়ান।
আসরে গোউর নিজে যেন মূর্ত্তিমান ॥
ঠিক ঠিক হইয়াছে যেখানে যেমন।
নকলে আসল ঠিক কৈনু দরশন ॥
গিরিশের গুণবাদ হাজার হাজার।
করেন শ্রীপ্রভুদেব সম্মুখে সবার ॥
গিরিশ গিরিশ করি মত্ত প্রভুরায়।
শতই কহেন প্রভু তবু না ফুরায় ॥
এবারে গিরিশে হয় পূর্ণ আকর্ষণ।
অমৃত ভাণ্ডার কথা ভক্ত-সংঘোটন ॥
মঞ্চমধ্যে এখানে গিরিশ একদিন।
কর্ত্তব্যে মগন মন আছে সমাসীন ॥
দেখিছেন চিত্র করে এক চিত্রকর।
গোউর-লীলার পট সুন্দর সুন্দর ॥
পরস্পর কথাবার্ত্তা ক্রমে ক্রমে হয়।
চিত্রকর গোরা-ভক্ত দিল পরিচয় ॥
গোউর-মাহাত্ম্য কথা বলিবার তরে।
গিরিশ জিজ্ঞাসা কৈল সেই চিত্রকরে ॥

গোরাপদে মত্তমন চিত্রকর কয়।
কি শক্তি গোরার গুণ কহি মহাশয় ॥
বড়ই সুন্দর গোরা দয়াল প্রকৃতি।
ভক্তিভরে রাখি ঘরে গোরার মূরতি ॥
দীন হীন দুঃখী আমি দিন খেটে খাই।
সঙ্গতি এমত কিছু ঘরে মোর নাই ॥
খুদ কুঁড়া যাহা পাই থালে সাজাইয়া।
গোউরের কাছে রাখি গোউর বলিয়া ॥
কিছু পরে ভোজ্য-পাত্রে করি নিরীক্ষণ।
দয়াময় গোউরের ভোজন-লক্ষণ ॥
নাট্যকার শ্রীগিরিশ কবির প্রধান।
কাব্যরসে ভক্তিরসে ডুবু ডুবু প্রাণ ॥
বড়ই বসিল ছবি প্রাণের ভিতর।
গোউর-মাহাত্ম্য যাহা কহে চিত্রকর ॥
ভাবিতে দেখিতে ছবি দ্রবিল হৃদয়।
কার্য্য-সমাপনে ফিরে চলিলা আলয় ॥
আছিল গোপন ব্যথা প্রাণের ভিতরে।
সমুদিয়া ঢালে জল নয়নের দ্বারে ॥
ছুটিল ভক্তির স্রোত তটিনী যেমন।
বরষায় দ্রুত-ধায় না মানে বারণ ॥
উঠিল প্রবল বায়ু বাসনা অন্তরে।
ভগবানে যদি এনে আপনার ঘরে ॥
মনের মতন পারি খাওয়াইতে তাঁয়।
তবে না প্রাণের জ্বালা মর্ম্ম ব্যথা যায় ॥
উপায় স্বরূপ যাহে ভগবান্ মিলে।
সকালে উঠিয়া ডাকে কালী কালী ব'লে ॥
অতি অনুরাগভরে, গেল পেঁচ খোলা।
বড় মিঠা শ্রীপ্রভুর ভক্তসনে খেলা ॥
তবু অদ্যাপিহ মন ধরা ছুঁয়া নাই।
অদৃশ্যে বিমানে খেলা, খেলিছে গোঁসাই ॥
মহা পেঁচে আঁটা পেঁচ খুলে যাঁর কলে।
তিনি গুরু পূর্ণব্রহ্ম শাস্ত্রে হেন বলে ॥
গিরীশ কেমন লোক সকলেই জানে।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ যে রহে যেখানে ॥

সুরাপানপ্রিয় তেঁহ সদা মত্ত তায়।
রঙ্গিণী মোহিনী বেশ্যা ল'য়ে ব্যবসায়॥
নিজে পুনঃ নটবর, ধর্ম্ম ছাড়া পথ।
গিরীশের পক্ষে এই সাধারণ মত॥
ভিতরে ভিতরে হেথা আশ্চর্য্য ব্যাপার।
লীলা-তত্ত্ব ভাগবৎ বুঝা অতি ভার॥
গুপ্ত নিজে নর-বেশে, ভক্ত তাঁর ন্যায়।
যেখানে সেখানে কাদাকালিমাখা গায়॥
চেনা দায় কি আকারে কে কোথায় রয়।
পদে পদে সন্দ ভক্ত-অপরাধ-ভয়॥
কিবা দিব পরিচয় এ হাটের কথা।
মা ঈশ্বরী, প্রভুদেব অনন্ত বিধাতা॥
সাঙ্গোপাঙ্গ শিশুগণ এখানে সেখানে।
ধরাধামে আছে রাখা অতি-সংগোপনে॥
মায়ে বাপে মায়ায় এখন বিস্মরণ।
ধরায় বিবিধ বেশে জীবের মতন॥
অবিদ্যার ঘরে বহু খেলার সাজনি।
বিচিত্র চামের চিত্র সুচারু কামিনী॥
চাকি ফাঁকি কাঞ্চন ভগিনী সঙ্গে তার।
মনোহর শাখা-প্রশাখাদি দোঁহাকার॥
চমৎকার নানা বিদ্যা ওছলার রাশি।
রঙ্গের সঙ্গীতবিদ্যা অবিদ্যার দাসী॥
বিবিধ খেলনা ল'য়ে ভকতনিকরে।
মোহজালে বিজড়িত মুগ্ধ একবারে॥
এখন লীলায় যাঁরে যেন প্রয়োজন।
করিছেন প্রভুদেব তাঁর অন্বেষণ॥
পূর্ব্ব-স্মৃতি লোপ ভক্ত যাইতে না চায়।
খেলনা লইয়া সবে প্রমত্ত খেলায়॥
এতই উন্মত্ত সবে ক্রীড়ার প্রাঙ্গণে।
কতই ডাকেন প্রভু নাহি শুনে কানে॥
বিষম মায়ার নেশা ছাড়িতে না চায়।
প্রভুর শ্রীবাক্য মন্ত্র তাহারে উড়ায়॥
অবশেষে টানাটানি হয় দুই জনে।
কখন ধরিয়া অঙ্গ কভু প্রাণে প্রাণে॥
তবু যদি না মানিয়া ভক্ত করে ভ্রম।
খেলাশাল দিলে ভেঙ্গে তবে ভাঙ্গে ঘুম॥
শয্যাগত হয় নারী, অর্থ যায় উড়ে।
মায়ার পুঁতুল-পুত্র-শোকে নাড়ী ছিঁড়ে॥
জরাবস্থা সহ পড়ে বিপদের ভার।
দিনের বেলায় দেখে দুনিয়া আঁধার॥
শোকে তাপে জ্বালা কায়া প্রাণ ল'য়ে টানে।
তখন শান্তির চিন্তা অভিলাষ মনে॥
শান্তিদাতা প্রভুদেব দিয়া শান্তি-নীর।
আয়ত্তে আনিয়া ভক্তে করেন সুস্থির॥
সেই হেতু ভক্তদের বিপদ বিস্তর।
শুন ভাগবত লীলা-মঞ্চের রগড়॥
এখন গিরীশচন্দ্রে পূর্ণ আকর্ষণ।
কেমনে আনেন ঘরে শুন শুন মন॥
ভক্ত-সংঘোটন কাণ্ড অতি সুমধুর।
গাইলে শুনিলে হয় মায়া-তম দূর॥
বাগবাজারেতে এক অতি ধনবান্।
ধার্ম্মিক সুশীল শান্ত নন্দ বসু নাম॥
প্রাসাদ সদৃশ বাড়ী দশবিঘা ঘেরে।
দশমহাবিদ্যার মূরতি ছবি ঘরে॥
ভক্তের মুখেতে কথা করিয়া শ্রবণ।
প্রভুর হইল বড় দেখিবারে মন॥
কতিপয় ভক্ত সঙ্গে প্রভুদেবরায়।
উপনীত একবারে হইলা তথায়॥
যখন যেখানে হয় শ্রীপ্রভুর পাট।
তখন সেখানে বসে মানুষের হাট॥
কানে কানে শুনিয়া কতই লোক আসে
পতিত-পাবন প্রভু দরশন আশে॥
মনোবাঞ্ছা যাঁর যেন করিয়া পূরণ।
উঠিলেন প্রভুদেব ভক্ত-বিনোদন॥
মহাভক্ত বলরাম বসু জমিদার।
আসিবেন তাঁর ঘরে বাসনা তাঁহার॥
মহাপুণ্যময় বাটী নহে অতি দূর।
সঙ্গেতে নারাণচন্দ্র ভকত প্রভুর॥

ধরিয়া শ্রীহস্ত ধীরে চলে সাবধানে।
যেন নাহি লাগে ব্যথা প্রভুর চরণে॥
কোমল প্রভুর তনু কোমল চরণ।
কিঞ্চিৎ হাঁটিলে কষ্ট হয় বিলক্ষণ।
কোমলত্ব শ্রীঅঙ্গের নহে কহিবার।
কমলের কোমলত্ব মিছার কি ছার॥
কোমল পদ দেখি জলজ কমলে।
কণ্টকিত কায়ে ভাসে দরিয়ার জলে॥
বলা কিছু বেশী নয় সত্য কথা মন।
কোমল পদ্মের চেয়ে প্রভুর চরণ॥
চরণের কোমলত্ব দিনু পরিচয়।
হৃদয় কোমল কত কহিবার নয়॥
তুলনাই নাই তার না দেখি না শুনি।
আভাস কিঞ্চিৎ দেয় সদ্যজাত ননী॥
অল্প তাপে জলবৎ হয় যে প্রকার।
তেমতি শ্রীপ্রভুদেব করুণাবতার॥
কাঙ্গালের কষ্টতাপ ঈষৎ দেখিলে।
কোমল হৃদয়খানি একবারে গ'লে॥
উথলিয়া জলরাশি চক্ষুর দুয়ারে,।
গণ্ড বুক বেয়ে ধারা ধরার উপরে॥
অবতারে শ্রীপ্রভুর এতই রোদন।
কাঁদিবার তরে যেন ধরায় জনম॥
কেন তাঁর এত কষ্ট এতেক যাতনা।
কামিনী কাঞ্চনে যাঁর বিষ্ঠাবৎ ঘৃণা॥
ছার যাঁর ধনমান যশের পুটুলি।
মানামান, আত্মসুখ বাসনার থলি॥
নাহি যাঁর তিলাদপি ভবের বন্ধন।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু নন্দিনী নন্দন॥
নাহি যাঁর আদতেই রিপুর তাড়না॥
সুবিমল মনখানি মুক্ত ষোল আনা॥
নাহি যাঁর শরীরেতে তিলার্দ্ধ আদর॥
দেহে মনে রেতেদিনে রহে স্বতন্তর॥
কায়মনবাক্য যাঁর এক তানে বাঁধা।
কি হেতু তাঁহার দুঃখ ঘটি ঘটি কাঁদা॥

অপর কারণ মন নাহিক ইহার।
অপর করুণা জীবে প্রভুর আমার॥
অবাক্ কাহিনী কথা শুন ঘটনায়।
পুরীমধ্যে যেইখানে প্রভুদেবরায়॥
দুপুর বেলায় যেন বন্দেজ পুরীর।
ক্ষুধাতুর দীন দুঃখী প্রত্যহ হাজির॥
পায় মহাপ্রসাদ উদর পুরে খায়।
স্বশরীরে প্রভুদেব তাঁহার কৃপায়॥
এক দিন শুন এক বৃদ্ধা কাঙ্গালিনী।
জরায় দশায় প্রায় ব্যাকুল পরাণী॥
অবশ শিথিল অঙ্গ গায়ে উড়ে ঘড়ি,
চরণ চালন হেতু হাতে ধরা ছড়ি॥
হইল কিঞ্চিৎ দেরি আসিতে হেথায়।
পুরীর মধ্যেতে ক্ষুধা তৃপ্তির আশায়॥
ফটকের মুখে থাকে দ্বারীর বৈঠক।
সময় অতীতে করে বৃদ্ধারে আটক॥
চিরকাল দ্বারবান নিষ্ঠুরাচরণ।
ভিতর হইতে করে বৃদ্ধারে বারণ॥
ক্ষুধাতুরা অনাথিনী পেটের জ্বালায়।
কাকুতি সহিত মধ্যে প্রবেশিতে চায়॥
দ্বারবান দেখিয়া হুকুমে হতাদর।
বৃদ্ধার পিঠেতে এক মারিল চাপড়॥
প্রহারে আকুলা হেথা কাঁদে কাঙ্গালিনী
প্রভুর মন্দির দূর অবাক্ কাহিনী॥
উপবিষ্ট প্রভুদেব আপনার স্থানে।
পশিল রোদন ধ্বনি শ্রীপ্রভুর কানে॥
চমকিত গুণমণি বিমরষ মন।
বারতা জানিতে তত্ত্ব কৈলা অন্বেষণ॥
বিদিত হইয়া পরে ঘটনায় মূল।
শোকে সন্তাপেতে অতি হইয়া আকুল।
দুনয়নে বারিধারা মাটি ভিজে পড়ে।
কি বিচার মা তোমার কন উচ্চৈঃস্বরে॥
এক পাতা অন্ন মাত্র নহে কিছু আর।
তাহার কারণে দিলি পিঠেতে প্রহার॥

এই বলি ডাক ছাড়ি শোকের ভাষায়।
কাঁদিয়া অস্থির তনু প্রভুদেবরায় ॥
একি অমানুষি দয়া জীবদুঃখাতুর।
জীবের অপেক্ষা বেশি যাতনা প্রভুর ॥
হৃদয়ের কোমলত্ব শুনিলে ত মন।
এবে শুন কি জিনেসে অঙ্গের গড়ন ॥
তনুখানি সৃষ্টি-খানি সব আছে তায়।
সাদৃশ্যতে কোন বস্তু নাহিক ধরায় ॥
শ্রীদেহ কহিনু কেন সৃজনের খনি।
কেন না, তাহাতে সব, সকলেতে তিনি ॥
ঘটনা ধরিয়া মন বুঝহ বারতা।
এ সময়ে নহে, ইহা আগেকার কথা ॥
শ্রীপ্রভুর সেবা কার্য্যে হৃদয় যখন।
ভক্তদের মধ্যে দুই একের মিলন ॥
একদিন পুরীমধ্যে জাহ্নবীর তটে।
দাঁড়ি মাঝি দুই জনে বিসম্বাদ ঘটে ॥
ক্রমে ক্রমে কলহ হইল গুরুতর।
ক্রোধভরে প্রবল দুর্ব্বলে মারে চড় ॥
প্রবল সবল যেন তেন তার রাগ।
চড়ে, পিঠে ফুটে পাঁচ অঙ্গুলির দাগ ॥
এখানেতে শ্রীমন্দিরে প্রভু নারায়ণ।
পিঠেতে বুলান হাত বিমরষ মন ॥
বদনে বিষাদমাখা বিপন্নের প্রায়।
হেনকালে উপনীত হৃদয় তথায় ॥
হৃদয় জিজ্ঞাসা করে ক্ষুণ্ণের কারণ।
মারিয়াছে আমারে কহিলা নারায়ণ ॥
হৃদয় দেখিল গিয়া প্রভুর নিকটে।
পাঁচ অঙ্গুলির দাগ ফুলে আছে পিঠে ॥
হৃদয় ভৈরবাকার মহা বলবান।
ক্রোধেতে ফুলিয়া হয় ভীমের সমান ॥
কহে মামা কহ তুমি এ কর্ম্ম কাহার।
এখনি পাঠাব তারে যমের দুয়ার।
এত শুনি বলিলেন প্রভুদেবরায়।
গঙ্গাকুলে বাগানের বাঁদান পোস্তায় ॥
দাঁড়ি মাঝি দুজনে বিবাদ গুরুতর।
এক জন মারিয়াছে অন্য জনে চড় ॥
প্রহারিত যেই জন দুর্ব্বল আকার।
তার চড় পড়িয়াছে পিঠেতে আমার ॥
যেমন নির্গত কথা শ্রীমুখে প্রভুর।
দেখিতে কৌতুক মন হইল হৃদুর ॥
গঙ্গাতটে গিয়া তেঁহ দেখিবারে পায়।
করিতেছে গণ্ডোগোল মাঝি দুজনায় ॥
দুর্ব্বলের পিঠে হৃদু করে নিরীক্ষণ।
পাঁচ অঙ্গুলির দাগ, প্রভুর যেমন ॥
কি কহিব শ্রীপ্রভুর অঙ্গের বারতা।
বিধি বিষ্ণু মহেশের বুদ্ধি হারে যেথা ॥
অতি বড় অন্ধ যেবা পায় দেখিবারে ॥
জগতের দেহ যেন তাঁহার ভিতরে ॥
সুকোমল প্রভু যেন তেন কে কোথায় ॥
তাই ল'য়ে ধীরে ধীরে শ্রীনারাণ যায় ॥
স্ফটির মতন কাছে অতি সাবধানে ॥
পথিমধ্যে হয় দেখা গিরিশের সনে ॥
নিজ প্রয়োজনে তথা ছিলেন গিরীশ।
দেখিয়া প্রভুর মনে পরম হরিষ ॥
করুণ কটাক্ষ ফাঁদ অতি মোহনিয়া।
ঈষৎ বঙ্কিম আঁখি তাহাতে পাতিয়া ॥
নিক্ষেপিলা প্রভুদেব কৌশলের ভরে।
মন-পাখী গিরিশের ধরিবার তরে ॥
অগম বনের পাখী উড়ে বনে বনে।
ইচ্ছামত নাচে গায় আপনার মনে ॥
গাছে ফল ক্ষুধায়, তৃষায় স্রোতে জল।
জানে না কি অধীনতা পায়ের শিকল ॥
প্রভুর বিচিত্র ফাঁদে বিশ্ব-বিমোহন।
কেমনে পড়িল পাখী অকথ্য কথন ॥
কহিবারে বিবরণ কি সাধ্য আমার।
যত পারি শুন কথা অমৃত-ভাণ্ডার ॥
প্রভুর কর্ম্মেতে কিছু নাহি হয় গোল।
আঁখিতে হইল কাজ মুখে নাহি বোল

নিকটে গিরীশে প্রভু নমস্কার করি।
চলিলা বসুর বাসে পুণ্যময় পুরী॥
কুবেরের মত যদি কেহ ধনবান্।
ইন্দ্রের সমান যদি কেহ ধরে মান॥
কার্ত্তিকের সম যদি গড়ন সুন্দর।
অর্জ্জুনের সম যদি কেহ ধনুর্দ্ধর॥
যদি কেহ যোগী ত্যাগী শঙ্করের মত।
তথাপি গিরীশ নহে কারও কাছে নত॥
নির্ভয় হৃদয়ালয়, নাহি লজ্জা ভয়।
চিন্তাশীল গম্ভীর প্রকৃতি অতিশয়॥
বুদ্ধির ইয়ত্তা নাই ঘটেতে বিস্তর।
চারি পাঁচ বেশী ষোল আনার উপর॥
ফিকির ফন্দির বুদ্ধি কত ঘটে খেলে।
যেখানে চলে না ছুঁচ বাঁশ তথা ঠেলে॥
সুমেরু এড়িয়া গুরু তনু অভিমানে।
যে হোক যতই বড় কাহারে না মানে॥
কতই মোহন তাঁর মুখের কথায়।
পুত্রের কাটিয়া মাথা পিতারে ভুলায়॥
কিন্তু আজি হেন ফাঁদ পাতিলা গোঁসাই।
গিরিশের পক্ষে আর কোন রক্ষা নাই॥
দাঁড়িয়া গিরীশচন্দ্র বারে বারে চায়।
যেই পথে পয়ান করেন প্রভুরায়॥
টানিতে লাগিল শ্রীপ্রভুর আকর্ষণ।
যাইতে প্রভুর সঙ্গে গিরিশের মন॥
প্রকৃতিসুলভ অভিমান সুপ্রবল।
স্তম্ভিত হইয়া ভাবে চরণ অচল॥
এমন সময় তথা উতরিল ধেয়ে।
বালক নারাণচন্দ্র হাসিয়ে হাসিয়ে॥
অমৃত-বরষি ভাষে কহিল তাঁহায়।
দেখিতে তাঁহারে ডাকিলেন প্রভুরায়॥
তিল নহে দেরি তেঁহ চলিল অমনি।
মহামন্ত্রে বিমোহিত যেইরূপ ফণি॥
দ্রুতপদ সঞ্চালনে পরম হরিষে।
যেথা প্রভু গুণমণি বসুর আবাসে॥
সম্মুখেতে শ্রীপ্রভুর বসিলেন গিয়া।
প্রভুর পরমানন্দ গিরিশে দেখিয়া॥
জিজ্ঞাসে গিরীশচন্দ্র প্রভুগুণধরে।
গুরু কি প্রকার বস্তু, গুরু বলে কারে?
উত্তর হইল ভক্তে চিরকেলে চেনা।
গুরু কি? কেমন জান যেমন কোট্‌না॥
মিলাইয়া ইষ্ট, গুরু নাহি রহে আর।
তোমার হ'য়েছে গুরু, কি চিন্তা তোমার॥
শ্রীবাক্যে বিশ্বাস ভরা কহিলেন পিছে।
তোমার মনেতে মাত্র এক বাঁক আছে॥
গিরীশ বিস্মিত শুনি শ্রীবাক্য প্রভুর।
সভয়ে জিজ্ঞাসে কিসে বাঁক হবে দূর॥
করুণ-ভাষায় তাঁরে কহিলা গোঁসাই।
অচিরে হইবে দূর চিন্তা কিছু নাই॥
এতেক অবধি কথা শেষ অতঃপর।
ভক্তিভরে প্রভুদেবে করি নমস্কার॥
ঘরে ফিরে আপনার চলেন গিরীশ।
অন্তরে আনন্দ ভরা পরম হরিষ॥
কভু নহে অনুভব এমন উল্লাস।
শ্রীবাক্যে হইল এত অন্তরে বিশ্বাস॥
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব ভক্তের আগারে।
চলিতেছে ক্রমান্বয়ে প্রতি শনিবারে॥
এই বারে আয়োজন করিলেন রাম।
চাইভক্ত শ্রীপ্রভুর মহাভাগ্যবান্॥
ছুটিল চৌদিকে বার্ত্তা তড়িতের ন্যায়!
প্রভুভক্ত দূরে কাছে যে রহে যেথায়॥
বীরভক্ত শ্রীপ্রভুর গিরীশ নূতন।
পত্রের দ্বারায় তাঁরে ভক্ত কোন জন॥
সংবাদ পাঠায় কোন ভক্তের আদেশে।
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব রামের আবাসে॥
যথা দিনে গিরীশের সচঞ্চল মন।
যাই কি না যাই মনে করে আন্দোলন॥
শ্রীপ্রভুর আকর্ষণ বড়ই প্রবল।
ঠিক যেন এক টানা প্রলয়ের জল॥

কার সাধ্য করে রোধ এ টানের চোটে।
গেল দিন বসিলেন সূর্য্যদেব পাটে॥
সন্ধ্যার পরেই যবে কিছু হয় রাতি।
সে সময়ে শ্রীপ্রভুর উৎসবের রীতি॥
গিরিশ চঞ্চল বড় মঞ্চের ভিতর।
বাহিরে আসিয়া পথে ক্রমে অগ্রসর॥
ক্ষণে ক্ষণে যায় পুনঃ থামে ক্ষণে ক্ষণে।
পূর্ণিত হৃদয়খানি মহা অভিমানে॥
নিজে গণ্য মান্য লোক সহর ভিতর।
স্বভাবে না জানে যেতে অপরের ঘর॥
প্রাণান্তেও নতশির কার কাছে নয়॥
সমাজ সম্পর্কে যদি গুরুজন হয়॥
তাহে মহোৎসবে যাঁর ভবনে গোঁসাই।
কখন তাঁহার সঙ্গে আলাপন নাই॥
ইতি উতি ভাবিতে ভাবিতে উপনীত।
রামের আবাস যেথা তার সন্নিহিত॥
সুরেন্দ্রের সঙ্গে রাম বাহির-দুয়ারে।
আসিছে গিরিশ ঘোষ পায় দেখিবারে॥
উভয়েই সকৌতুক দেখিয়া ঘটনা।
নাট্যকার শ্রীগিরিশ সকলের চেনা॥
বেশ্যালয়ে ব্যবসায় সুরা করে পান।
ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ব্যক্তি সাধারণে জ্ঞান॥
শ্রীপ্রভুর দরশনে আসিছে সে জন।
উভয় সুরেন্দ্র রামে সবিস্ময় মন॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণে গিরিশে লইয়া।
বসাইয়া দিল রাম ভিতরেতে গিয়া॥
অতি অল্প পরিসর রামের প্রাঙ্গন।
যেইখানে প্রভুদেব ভক্ত-বিনোদন॥
করিছেন সংকীর্ত্তন উন্মত্তের পারা।
সেইমত মত্ত ভক্ত সঙ্গে আছে যারা॥
পূর্ণানন্দময়ে ঝরে আনন্দ কেবল।
প্রতিভাতে যার ভক্তে আনন্দে বিহ্বল॥
হীরকের খণ্ড যথা ঝলমল করে।
পাইয়া আলোর রেখা দেহের উপরে॥
ভবনে প্রবেশ মাত্র গিরিশ মোহিত।
দিব্য ভাবানন্দে হয় অন্তর পূরিত॥
অপূর্ব্ব প্রভুর নৃত্য হয় সে সময়।
নৃত্যের মাধুরী কথা কহিবার নয়॥
হুঙ্কারিয়া কভু নৃত্য সিংহের প্রতাপে।
ধরা করে টল টল শ্রীচরণ-চাপে॥
ভাবে ভরা মাতোয়ারা অতুল বিক্রম।
মহাশ্রম তবু নহে অনুভব শ্রম॥
যষ্টির মতন কভু শ্রীঅঙ্গ নিশ্চল।
কভু কাঁপে পাণিদ্বয়, কভু চক্ষে জল॥
সুমন্দ মধুর হাসি কভু কভু খেলে।
অপূর্ব্ব লাবণ্যসহ শ্রীমুখমণ্ডলে॥
কভু খুলে পড়ে বাস সংজ্ঞা নাহি গায়।
নিকটে সতর্ক ভক্ত কটিতে জড়ায়॥
কভু কাঁচা-ঘুমে-উঠা বালকের মত।
বার আধা ঘোরে ঘোরে সিকি জাগরিত।
বলেন সুদীর্ঘ ভাবে বাক্য জড় জড়।
হুঁশ আছে, এই বটে রয়েছে কাপড়॥
পুনরায় প্রভুরায় এই বাহ্যহারা।
পরক্ষণে কখন বা উন্মত্তের পারা॥
মাতোয়ারা ভাবে নৃত্য লাফে কাঁপে মাটি।
খোল করতাল বাজে তালে খুব খাঁটী॥
কভু অঙ্গ ঢলে এত ভাবের বিভোরে।
পড়ি পড়ি ভাব কিন্তু ভূমে নাহি পড়ে॥
কখন মধুর কণ্ঠে করেন কীর্ত্তন।
আঁকর রচিয়া তায় নূতন নূতন॥
কভু কোন মত্ত ভক্ত ভূমিতে পড়িয়া।
জাগায়ে উঠান তার বুকে হাত দিয়া॥
পরক্ষণে নৃত্য গীত পূর্ব্বের মতন।
দেখিলে শুনিলে ধ্রুব মুগ্ধ প্রাণ মন॥
হইলেও সুকঠিন কুলিশের প্রায়।
দ্রবিয়া গলিয়া পড়ে শ্রীপ্রভুর পায়॥
নৃত্যগীতে জন্ম দেন নিজে নাট্যকার।
বীণাকণ্ঠা অভিনেত্রী ল'য়ে থিয়েটার॥

প্রিয়তম বরপুত্র কল্পনাদেবীর।
চিত্তখানি আঁকাপট স্বভাব ছবির॥
সামাজিক রীতি নীতি পাতি পাতি পড়া।
সমুজ্জল বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ ছাড়া॥
অভিমানী-চূড়ামণি নির্ভয়-আচার,
ধরা-বেড়া ছাতি, হৃদে ভরা অহঙ্কার॥
তীরের স্বভাব, নহে ধনুকের মত।
মদ দেখি, মূর্ত্তিমান্ মদ পরাভূত॥
এহেন গিরীশ ঘোষ বিনা নিমন্ত্রণে।
ত্রস্তচিত উপনীত রামের ভবনে॥
বুদ্ধিহত একবারে বিমোহিত মন।
সংকীর্ত্তন শ্রীপ্রভুর করি নিরীক্ষণ॥
মনে মনে করে আশ পরশন করি।
অভয় চরণ-রজ মস্তকেতে ধরি॥
অচল অপেক্ষা গুরু তন্ম অহংকারে।
লোক-লজ্জা-ভয়ে কাছে যাইতে না পারে।
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভকত-বৎসল।
মোহিলা সকলে পাতি মোহনিয়া বল॥
বিহ্বল সকলে যেন নেশায় আতুর।
গিরীশ যেথায় নেচে আইলা ঠাকুর॥
আবেশে বিভোর অঙ্গ পড়ে যেন ঢ'লে।
খেলে অপরূপ কান্তি বদনমণ্ডলে॥
গিরীশের সাধ পূর্ণ, সময় পাইয়া।
মাথায় ধরিল রজ পদ পরশিয়া॥
চকিতের মধ্যে কার্য্য করি সমাধান।
প্রাঙ্গণের মাঝে প্রভু করিলা পয়াণ॥
সেইখানে ভক্তগণ ভাবে মাতোয়ারা।
করিতেছে নৃত্য-গীত প্রায় বাহ্যহারা॥
বুঝিতে নারিনু কিছু শ্রীপ্রভুর কল।
যে কলে ধরেন মাছ না ছুঁইয়া জল॥
যার যেন সাধ পূর্ণ হয় সেইমত।
হাটের মাঝেতে কর্ম্ম লোকে অবিদিত।
ভক্তমাত্রে সকলেই দেখিবারে পান।
তাঁহার একার যেন প্রভু ভগবান

শত শত উপমা লীলায় তার আছে।
এক এক কৃষ্ণ প্রতি গোপিনীর কাছে॥
অন্যদিকে সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন লোকে।
যে ভাবের যে যেমন সে তেমন দেখে॥
ভক্তিপন্থীদলে দেখে মহাভক্ত তিনি।
প্রতি বৈদান্তিক লোকে দেখে মহা জ্ঞানী॥
যোগি শিরোমণি দেখে যোগমার্গে যারা।
ত্যাগে দেখে অনুরাগ, ত্যাগী বুদ্ধিহারা॥
শাক্তগণে জনে জনে করে দরশন।
শ্যামা-পদে শ্রীপ্রভুর সঁপা প্রাণ মন॥
বৈষ্ণবেরা বিধিমতে দেখিবারে পান।
বৃন্দাবন চন্দ্র কৃষ্ণ-গত তাঁর প্রাণ॥
রামাৎ আসিলে কাছে করে নিরীক্ষণ।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম প্রভুর জীবন॥
নবরসিকেরা দেখে রসিকশেখর।
শৈব দেখে তাহাদের দলের ভিতর॥
স্পষ্টভাবে দেখে তারা যারা কর্ত্তাভজা।
কর্ত্তা-পদে শ্রীপ্রভুর মন প্রাণ মজা॥
বাউলে বাউল ভাবে প্রভুরে দেখিয়া।
দরবেশী ভারি খুসী শ্রীপদে লুটিয়া॥
ঠিক সাঁই শ্রীগোঁসাই দেখে সাঁই যত।
শিকেরা দেখিতে পায় নানকের মত॥
ব্রাহ্মদলে শ্রীকেশব সদা যুক্তকর।
কোরাণপাঠকে করে মহা সমাদর॥
উন্নত পাদরী যত পথে আগুয়ান।
ভক্তিভরে রাখে হৃদে প্রভুর সম্মান॥
সকল পন্থার লোক দেখে সমভাবে।
কামিনীকাঞ্চনাসক্তিশূন্য প্রভুদেবে॥
কঠোর তিয়াগ তাঁর বড়ই বিষম।
চারিযুগে নাহি মিলে প্রভুর মতন॥
কায়মনোবাক্যে ত্যাগ ষোল আনা খারা।
দেখিয়া শ্মশানবাসী শিব বুদ্ধিহারা॥
কোন দিকে বিন্দুমাত্র কিছু নাই ফাঁক্।
দেখিয়া প্রভুর খেলা হইনু অবাক্॥

এ দিকে পুনশ্চ বহে সংসারীন ধারা।
পোষ্যের পোষণে ঠিক সুবন্দোবস্ত করা॥
সংসারী ভাবের তবে শুন পরিচয়।
সংসারীরা যে প্রকার সে প্রকার নয়॥
হাবাতে সংসারী সব যাহা সাধারণে।
দেহ-আত্মা মন-হারা কামিনী-কাঞ্চনে॥
প্রকৃত সংসারী লোক হয় যেই জন।
স্থান নাহি পায় তায় কামিনী-কাঞ্চন॥
কামিনী-কাঞ্চন বিনা সংসার না হয়।
প্রশ্ন যদি কর তবে শুন পরিচয়॥
মাছভোজী পানকৌড়ি দরিয়ার মাঝে।
ডুবে খেলে ধরে মাছ ডানা নাহি ভিজে॥
জলবিন্দু পদ্ম-পাতে পশিতে না পায়।
যেমন তেমন থাকে উপরে পাতায়॥
দেহ-পুষ্টে তেল জল যেন প্রয়োজন।
সংসারীর পক্ষে তেন কামিনী-কাঞ্চন॥
ক্ষতি নাই নৌকা যদি জলমধ্যে থাকে।
হানি যদি নায়ের ভিতরে জল ঢোকে॥
প্রকৃত সংসারী আর প্রকৃত সন্ন্যাসী।
কেহ নহে কম কিছু কেহ নহে বেশি॥
কর্ম্মে নাহি লঘু গুরু কিংবা বেশি কম।
শুভাশুভে ভাল মন্দে সমান ওজন॥
বিশেষিয়া বলিবারে নাহি অধিকার।
শুন লীলা মুহ জ্ঞান ভক্তির ভাণ্ডার॥
লীলাপাঠে আপনার কর্ম্ম লহ বেছে।
ভাণ্ডারে অভাব নাই চারিবেদ আছে॥
হেথা শ্রীগিরিশ ঘোষ আনন্দিত মন।
বহু দিন পরে পেয়ে প্রভুর চরণ॥
বসনে নয়ন বাঁধা প্রভুর কৌশলে।
এত দিন ছিল, গেল এইবার খুলে॥
সম্পর্ক প্রভুর সনে আছে চিরকাল।
বুঝিল, ঘুচিল ছিল যে সব জঞ্জাল॥
প্রথমে বুঝিতে নারে প্রকৃতি লীলার।
বুঝে ক্রমে যত যায় লোচন-আঁধার॥
এখন যেমন বোধ নব পরিচিত।
যদিও আছয়ে নাম খাতায় লিখিত॥
ক্রমে ক্রমে লীলাপাঠে পাবে পরিচয়।
সহজে লীলার মর্ম্ম বোধগম্য নয়॥
বিশেষতঃ ধরাধামে আসরে লীলার।
যেইখানে ষোল আনা রাজত্ব মায়ার॥
ঘোর তমে ডুবে জীব মোহিয়া তাহায়।
সম্মুখে সৃষ্টির হেতু দেখিতে না পায়॥
আকাশ-কুসুম হরি মনে মনে জানা।
বিশ্বাসবিহীন করে সুখের কামনা॥
অবিশ্বাসী হৃদয়ের প্রকৃতি কেমন।
পানায় আচ্ছন্ন জল পুকুরে যেমন॥
সুখের কামনা ঠিক মরীচিকা ধারা।
দিগদিগ জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের পারা॥
ঘুরায়ে বেড়ায় ল'য়ে যত জীবগণে।
বারিহীন ভব-মরু-বালুকার বনে॥
চারিদিকে আগুনের মত ছুটে বালি।
কুহকিত সজীব ইন্দ্রিয় যতগুলি॥
প্রকৃতি বিষয় বোধ না হয় কখন।
বুদ্ধিহারা ইন্দ্রিয়ের মহারাজা মন॥
সত্য বটে ছাড়ে ভূত সরিষাপড়ায়।
কিন্তু সেই সরিষায় ভূতে যদি পায়॥
সরিষাপড়াগ তবে কি হইবে কাজ।
তেমতি এখানে মন ইন্দ্রিয়ের রাজ॥
আপনিই হইয়াছে মায়া-বিমোহিত।
কে করিবে বস্তু-বোধ প্রকৃত প্রকৃত॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীবদনে শুনা সমাচার।
অযোধ্যায় সীতাপতি রাম অবতার॥
পিত্রাজ্ঞা-পালনে যবে বনে যান তিনি।
চিনিতে পারিল খালি সাত জন মুনি॥
অপর যেখানে যত জনসাধারণ।
জানিত কেবল রাম নৃপতি নন্দন॥
এ ত কলিকাল, কথা এতেক ত্রেতার।
ষোল আনা চারিপুয়া রাজ্য অবিদ্যার॥

ভ্রম বিনা অন্য গুণ নাহি যায় দেখা।
কোটিতে একের যদি রাজযোগ রেখা॥
কেমনে চিনিবে কেবা প্রভু ভগবানে।
কিংবা নরদেহধারী তাঁর ভক্তগণে॥
সমাপন হইলে প্রভুর সংকীর্ত্তন।
প্রভুর প্রস্তুত হয় ভোজন আসন॥
অন্তঃপুরে দ্বিতলেতে ভোজনের ঠাঁই।
ধীরে ধীরে চলিলেন জগৎ-গোঁসাই॥
ভক্তগণ ভোজন করিতে বসে পরে।
দুজন মুসলমান ছিল এইবারে॥
আবদুল ওয়াজিদ নামে এক জন।
দ্বিতীয় তাঁহার বন্ধু আত্মীয়-স্বজন॥
উভয়েই মান্য গণ্য ধার্ম্মিক-আচার।
ওয়াজিদ ব্যবসায় সুবিজ্ঞ ডাক্তার॥
ম্যাজিষ্টার বন্ধু তাঁর উচ্চকুলোদ্ভব।
প্রাসাদ সমান ঘরে অতুল বৈভব॥
এক সঙ্গে করি ঠাঁই রাম ভক্তবর।
ভোজন করান দোঁহে করিয়া আদর॥
শুন মন বিশেষিয়া বলি এইখানে।
বিরুদ্ধ ভাবের জাতি হিন্দু মুসলমানে॥
একত্রে বসিয়া করে প্রসাদ গ্রহণ।
প্রভু অবতারে এই প্রথম প্রথম॥
রামের কুটুম্ব এক সামাজিক জনা।
করে কথা উত্থাপন দেখিয়া ঘটনা॥
সমাজবিরুদ্ধ রীতি অধর্ম্মাচরণ।
হিন্দু মুসলমানে দুয়ে একত্রে ভোজন॥
প্রভু-পদে-মজা মন রাম ভক্তবর।
হাসিয়া হাসিয়া তাঁরে করিল উত্তর॥
ইহা নহে সামাজিক কর্ম্মের ব্যাপার।
মা-বাপের শ্রাদ্ধ কিম্বা বিয়া দুহিতার॥
প্রভুর উৎসব ইহা বুঝ মনে মনে।
একত্রে প্রসাদ পাবে জনসাধারণে॥
নিষ্ঠা-ভক্তি-যুক্ত গৃহী ভক্তবর রাম।
বিশ্বাস শক্তির বলে মহা বলবান্॥
এক লক্ষ্যে প্রভু-পদে সদা তাঁর মন।
মূল জ্ঞান একা প্রভু আরাধ্যের ধন॥
প্রভু ভিন্ন অন্য কিছু না জানেন আর॥
কোটি কোটি দণ্ডবৎ চরণে তাঁহার॥
ভোজনান্তে বৈঠকখানায় পুনঃ মেলা।
ভক্তসঙ্গে শ্রীপ্রভুর হয় রঙ্গ-লীলা॥
পরস্পর নানা কথা হয় নানা ভাবে।
জিজ্ঞাসে গিরিশ এক কথা প্রভুদেবে॥
আমার যে আছে বাঁক যাবে কি নিশ্চয়?
অবশ্য যাইবে বলিলেন দয়াময়॥
বিশেষ প্রত্যয় হেতু পুছে পুনরায়।
অবশ্য যাইবে পুনঃ কন প্রভুরায়॥
আবার তৃতীয়বার কহিবার পরে।
কোন ভক্ত রুষ্ট হয়ে ঘোষের উপরে॥
কর্কশ ভাষায় তাঁর উত্তরেতে কয়।
বারেক বলিলে যাঁর প্রত্যয় না হয়॥
শতবার বলিলেও এক ফল তার।
বলিলেন যাবে বাঁক কেন কথা আর॥
ধমকে চমক খেয়ে বুঝিল তখন।
বুদ্ধিমান্ শ্রীগিরিশ আপনার ভ্রম॥
পুলকিত কলেবর ফিরিলেন ঘরে।
প্রভুদেবে তোলাপাড়া মনে মনে করে॥
এখানে উৎসব সাঙ্গ করি গুণমণি।
দক্ষিণসহর মুখে চলিলা তখনি॥
প্রভুদেব ভক্তগণে কহেন প্রত্যুষে।
গিরিশের ভক্তিগাথা পরম উল্লাসে॥
গিরিশ বিশ্বাসী বড় ভক্তিমান জনা।
বুদ্ধিবল পাঁচসিকা আর এক আনা॥
বলিতেন প্রভুদেব সবার নিকটে।
গিরিশের পাঁচসিকা বুদ্ধিবল ঘটে॥
মথুরের ছিল বুদ্ধি মাত্র বার আনা।
বাদ-বাকি সাধারণে পাই অণু কণা॥
ভক্তগণে জানে কিন্তু বিপরীত তাঁয়।
নেশা-সুরা-প্রিয়, বেশ্যা লয়ে ব্যবসায়

এখানেতে গিরিশের নিদ্রা নাই মোটে।
এপাশ ওপাশ শুধু শয়নের খাটে॥
আছে এবে কিছু বুদ্ধি সবিস্ময় মন।
অপরূপ শ্রীপ্রভুর দেখি সংকীর্ত্তন॥
নয়ন-বিনোদ-ঠাম প্রেমে মাতোয়ারা।
দুর্দ্দান্ত-পাষণ্ড-হৃদি বিমোহিত করা॥
বীণা জিনি বাণী কণ্ঠে সুমধুর স্বর।
দিব্য ভাবে পরিপূর্ণ দিব্য কলেবর॥
মন-আকর্ষণ-শক্তি বহে মূর্ত্তিমান্।
মানুষে সম্ভব নয় বিনা ভগবান্॥
আমি এ গিরিশ ঘোষ বিমোহিলা মোরে।
শ্রীগুরু ব্যতীত শক্তি সাধ্য কার করে॥
এত ভাবি শয্যা থেকে উঠিয়া সকালে।
দক্ষিণসহর মুখে দ্রুতগতি চলে॥
বিস্ময় কৌতুকানন্দে হৃদয় পূরিত।
শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভুর হয় উপনীত॥
গিরিশে দেখিয়া প্রভু সহরষে কন।
সকালে তোমার কথা হয় উত্থাপন॥
যাইরি হইতেছিল এইমাত্র সায়।
তুমিও হাজির হেথা কালীর ইচ্ছায়॥
আজিকার ঘটনায় প্রভুর মন্দিরে।
বুদ্ধিমান্ শ্রীগিরিশ পারে বুঝিবারে॥
অন্য কেহ নন প্রভু পরম-ঈশ্বর।
লীলা হেতু ধরাধামে নর-কলেবর॥

বন্দ ভগবান্ ইষ্টে, বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণে,
ভক্তিভরে বন্দ গুরু মায়।
বন্দ পার্ষদগণে, আগত প্রভুর সনে,
লীলা হেতু এখানে ধরায়॥
সাঙ্গোপাঙ্গ আদি করি, কি সন্ন্যাসী কি সংসারী,
যেরূপে যে ভাবে যে যেথায়।
অবনী লুটায়ে বন্দ, রামকৃষ্ণভক্তবৃন্দ,
পদরেণু ধরিয়া মাথায়॥
বন্দ যত ভাগ্যবানে, জনমিয়ে ধরাধামে,
প্রভুর পাইল দরশন।
অতিথি মহান্ত কিবা, যে আশ্রমভুক্ত যেবা,
কিবা হিন্দু খ্রীষ্টান যবন।
যাহারা লীলায় হেথা, পশু, পাখী তরু লতা,
কীট কি পতঙ্গ জলে স্থলে।
কিবা জড় কি চেতন, পরশিল শ্রীচরণ,
বন্দ মন প্রত্যেকে সকলে॥
বন্দ ভক্ত-নিকেতনে, সহ সাঙ্গোপাঙ্গগণে,
যেইখানে উৎসব প্রভুর।
ছড়ায়ে চরণ-ধূলি, করিলেন তীর্থস্থলী,
অবতরি দয়াল ঠাকুর॥
উৎসবের এইবারে, ঘটা ছটা ভারি করে,
কাশীপুরে মহিম ব্রাহ্মণ।
শ্রদ্ধা-ভক্তিসমন্বিত, দিন করি নির্দ্ধারিত,
ভক্তবর্গে করে নিমন্ত্রণ॥
উৎসবের সমাচারে, ভক্তগণে মত্ত করে,
ঘরে নাহি রহে মন মোটে।
পল যেন বর্ষপ্রায়, দিনে বেলা না ফুরায়,
সূর্য্য নাহি যেতে চায় পাটে॥
উৎসব আস্বাদ-প্রিয়, প্রভু-ভক্ত যাবতীয়,
আনন্দে পূরিত প্রাণ মন।
সঙ্গেতে আত্মীয় বন্ধু, হেরিবারে দীনবন্ধু,
অপরাহ্নে করেন গমন॥
পুলকে অন্তর ভারি, আনাইয়া ঠিকা গাড়ী,
গৃহীভক্ত দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
ধীরেন্দ্র তাঁহার সাথে, বাহির হইয়া পথে,
যাইবারে করেন উদ্যম॥
অধম এমন কালে, শ্রীপ্রভুর কৃপাবলে,
উপনীত হইল তথায়।
কাকুতি সহিত কাঁদে, দোঁহার চরণ ছেঁদে,
ল'য়ে যেতে শ্রীপ্রভু যেথায়॥
দয়ার্দ্র হৃদয় আজি, উভয়ে হইয়া রাজি,
দিলা সায় সঙ্গে যাইবারে।

দ্রুতগতি গাড়ি ধায়, পথে চারি দণ্ড যায়,
উপনীত কাশিপুরে পরে॥
থামে গাড়ী অবশেষে, প্রশস্ত পথের পাশে
যেইখানে মহিমের ঘর।
উদ্যান-ভবন-বাড়ী, গাছ-পাতা রকমারি,
চারিদিকে তাহার ভিতর॥
সত্ত্বভাব-পরিপূর্ণ, লোকে তথা লোকারণ্য,
আনন্দ-সাগরে ভাসমান
এমন সুন্দর ঠাঁই, দেখা কিম্বা শুনা নাই,
ধরায় কোথাও বিদ্যমান॥
সদরে বাহিরে তথা, বৃহৎ বিছানা পাতা,
উপবিষ্ট শত শত জন।
বেষ্টন করিয়া একে, সব আঁখি তাঁর দিকে,
অনিমিখে করে নিরীক্ষণ॥
দেবেন্দ্র ধীরেন্দ্র দুয়ে, তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে,
প্রণমিয়ে পদ-রজ ধরে।
অধম করিল তাই, কৃপা সহ শ্রীগোঁসাই,
কৃপাদৃষ্টি করিলা আমারে॥
করুণ-কটাক্ষপাতে,জানি না কি আছে তাতে,
বর্ণনায় নহে বর্ণিবার।
শ্রীমূর্ত্তি নয়নদ্বারে, প্রবেশি হৃদয়পুরে,
হৃদয় করিল অধিকার॥
মোহন মূরতি দেখি, তখনি মোহিত আঁখি,
প্রাণ মন মুগ্ধ তার সনে।
বাকি যাহা ছিল ঘরে, না বলিয়া গেল স'রে,
শ্রীপ্রভুর মিঠা বাণী শুনে॥
বিমানে বিমানে খেলা,ডাকাতি দিনের বেলা,
শত তালা হৃদয়ের খুলি।
কেহ না কিছুই জানে, স্থান পূর্ণ শত জনে,
চক্ষুর চক্ষুতে দিয়া ধূলি॥
পূর্ব্বের স্মরণ যত, নিমিষে হইল হত,
নিজেকেই নিজে বিস্মরণ।
আপনে আপন-হারা, বহিল নূতন ধারা,
সেই দেহে হইনু নূতন॥

সমাগত লোকজনে, মানুষ না হয় মনে,
ভবনে ভবন নয় জ্ঞান।
কিছুই না পাই খুঁজে,যেন কোন নব রাজ্যে,
স্বপনে হ'য়েছি আগুয়ান॥
প্রভুর মহিমা-কথা, হৃদয়ে রহিল গাঁথা,
ভাষা কোথা বর্ণিবারে তায়।
সঙ্কেত আভাসে চলে,আঁখি ঠারে আঁখি বলে
বলাবলি বোবায় বোবায়॥
পূর্ণজ্ঞানে বাল্যভাব, অঙ্গে যাঁর আবির্ভাব
স্বভাব তাঁহার কি রকম।
শক্তির শকতি যিনি, বিশাল অখিলস্বামী,
নরদেহে দীনের মতন॥
শ্রীঅঙ্গ এত কোমল, হেরে হারে শতদল,
অঙ্গুলি লুচির ধারে কাটে।
সেই তনু সাধনায়, ভূমে লুটালুটি যায়
নিরাশ্রয় জাহ্নবীর তটে॥
দয়ায় পূরিত হিয়ে, নরম ননীর চেয়ে,
দূর্ব্বাদলে দলিলে যাতনা।
পুনঃ তাহা এত শক্ত, শুনিয়া শুকায় রক্ত,
দেহদগ্ধ-ধূমের বাসনা॥
কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, যোগেশ্বর চেয়ে যোগী
সর্ব্বত্যাগী শ্যামাগতপ্রাণ।
এ দিকে ভক্তের তরে,চক্ষে বারিধারা ঝরে,
কল্যাণ-কামনা অবিরাম॥
মিষ্টি মণ্ডা ফল মিঠে, আদতে না মুখে উঠে,
সঞ্চয় থাকিত সযতনে।
মায়ের যেমন ধারা, না খেয়ে সঞ্চয় করা,
গর্ভে-ধরা শিশুর কারণে॥
বিচার আচার মেলা, ব্রাহ্মস্পর্শ বারবেলা,
অন্ন নহে সর্ব্বত্রে গ্রহণ।
পুনশ্চ যবন যদি, ভক্তিতে আকুল হৃদি,
ভোজ্য দিলে অমনি ভোজন॥
নারীতে জননী ভিন্ন, নাই যাঁর জ্ঞান অন্য,
কিমাশ্চর্য্য তাঁহার নিকটে।

শুনিয়া রসের কথা, লাজে করে হেট মাথা,
অতি পটু পণ্ডিত লম্পটে॥
না হেরিলে এক পল, যাঁর জন্যে চক্ষে জল,
চঞ্চল আকুল প্রাণ মন।
এ দিকে সে জন যদি, নাহি রহে বর্ষাবধি,
নাহি তাঁর নাম উচ্চারণ।
এমন স্বভাব যাঁর, তাঁর-লীলা অবস্থার,
আঁকিবার কি আছে শকতি।
ভবসিন্ধু তরিবারে, স্মরণ করিয়া তাঁরে,
তোমারে শুনাই এই পুঁথি॥
শুন তবে আজি দিনে, মহিমের নিকেতনে,
মহোৎসব প্রভুর কেমন।
খোল করতাল ল'য়ে, ভক্তেরা একত্র হ'য়ে,
প্রাঙ্গনে যুড়িল সংকীর্ত্তন॥
যেমন বাজিল খোল, উচ্চ রোলে হরিবোল,
গোলোযোগ প্রভুর অন্তরে।
মত্ত মাতঙ্গের পারা, প্রায় প্রভু বাহ্যহারা,
যুটিলেন দলের ভিতরে॥
মিলিয়া শ্রীপ্রভুদেব ভক্তদের মাঝে।
নীচে লেখা গীতখানি ধরিলেন নিজে॥

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, ওরে তারা দুভাই এসেছে রে। যাদের সমান দয়াল আর কেহ নাই, তারা তারা দুভাই এসেছে রে। যারা আপনা ভজে আপনা পূজে, তারা, তারা দুভাই এসেছে রে। যারা আপন পর আর বাছে না রে, তারা, যারা মার খেয়ে প্রেম বিলায়, তারা, যারা দু ভাই কানাই বলাই, তারা, যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল, তারা ইত্যাদি।

প্রভুর মধুর-কণ্ঠে ভক্তিমাখা গীত।
তালে তালে নৃত্য সহ ভক্তের সহিত॥
অতি অপরূপ দৃশ্য অতুল ভুবনে।
দেখিলে এ দেহ গেলে তবু থাকে মনে॥
শুন কই যথা সাধ্য, থাকিতে না পারি।
ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর কীর্ত্তন-মাধুরী॥
মরি কি সুন্দর দৃশ্য মন-ধরা ফাঁদ।
ভক্তবর্গে ঘেরা প্রভু অকলঙ্ক চাঁদ॥
মাতোয়ারা মহাশক্তি শ্রীঅঙ্গতে খেলে।
নয়ন-বিনোদ ভাতি শ্রীমুখমণ্ডলে॥
আজানুলম্বিত ভুজ তেন প্রসারণ।
ধনুকেতে ছাড়ে বাণ ধানুষ্ক যেমন॥
মনে গীতে দেহে বহে তেজ এক ধারা।
নৃত্যে চরণের চাপে কাঁপে বসুন্ধরা।
বারে বারে খুলে পড়ে কটির বসন।
বাহ্যিক গিয়ান-হারা কখন কখন॥
কখন অচল-সম শ্রীঅঙ্গ সুস্থির।
কভু কাঁপে পাণিদ্বয় কভু চক্ষে নীর।
তার সনে ক্ষণে হাসি মৃদু-মন্দ বেগে।
বৃষ্টির সময় যেন সৌদামিনী মেঘে॥
ঢলে কভু তনু যেন ননীর গড়ন।
শ্রীপ্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত যেই জন॥
পরম যতন ভরে ধরে তুলে তুলে।
এ সময় যার তার স্পর্শ নাহি চলে॥
পরশ করিলে কেহ অনাচারী জন।
প্রভুদেব করিতেন চীৎকার বিষম॥
সেই হেতু শুদ্ধ-আত্মা আপনার জন।
নিকটে থাকিত অঙ্গ রক্ষার কারণ॥
ভাবে মত্ত বহু ভক্ত কীর্ত্তনে হেথায়।
কেহ হাসে কাঁদে কেহ ভূমিতে লুটায়॥
বিজয় গোস্বামী ব্রাহ্ম শ্রীপ্রভুর কাছে।*
এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি বাহু তুলে নাচে॥
কখন প্রভুর মত ভাবেতে বিহ্বল।
টলি পড়ে শুষ্ক তনু চক্ষে ঝরে জল॥

লম্ফদানে বাদ্যকর মৃদঙ্গ বাজায়।
হাত ফেটে পড়ে রক্ত গ্রাহ্য নাহি তায়॥
যাদু-মুগ্ধ সম ধারা দর্শকের মালা।
নীরব হইয়া সব দেখে রঙ্গ-লীলা॥
এইরূপে সংকীর্ত্তন তিন দণ্ড প্রায়।
ক্রমে সম্বরেন শক্তি প্রভুদেবরায়॥
বিভোর শ্রীঅঙ্গ ধরি ভক্তগণ ল'য়ে।
স্থানান্তরে প্রভুবরে বসাইল গিয়ে॥
কেহ বা করেন সেবা ব্যজনের বায়।
কেহ বা শীতল জল আনিয়া যোগায়॥
প্রকৃতিস্থ কিছু পরে শ্রীপ্রভু যখন।
মহিম প্রস্তুত কৈল ভোজন-আসন॥
ভক্তগণ কাছে পাশে বসিলা গোঁসাই।
আয়োজন বলিবার কোন শক্তি নাই॥
ফল মূল আদি করি লুচি তরকারি।
অগণন ব্যঞ্জন সুতার রকমারি॥
তাজা তাজা ভাজি কত নাহি ধরে পাতে
দেড় গণ্ডা রকমের অম্বল পশ্চাতে॥
নানা জাতি মিষ্ট দধি ক্ষীর কটরায়।
যাঁর যাহা রুচি-প্রিয় তাই দেন তাঁয়॥
সৌরভ শীতল জল অতি তৃপ্তিকর।
কতই মসলা ছাঁচি পানের ভিতর॥
ভাগ্যবান্ মহিম প্রচুর আয়োজনে।
ভগবানে ভিক্ষা দিল ভক্তগণ-সনে॥
ভোজনান্তে প্রভুদেব স্বতন্তর ঘরে।
উপবিষ্ট পাথরের আসন-উপরে॥
একে একে দর্শকেরা চলিল সবাই।
না কুলায় সকলের বসিবার ঠাঁই॥
অনেকে দণ্ডায়মান আছেন দুয়ারে।
যতনে পাতিয়া আঁখি প্রভুর উপরে॥
মোহনত্ব শ্রীপ্রভুর খেলে গোটা গায়।
ছাড়িয়া তাঁহারে কেহ যাইতে না চায়॥
সুন্দর প্রভুর ঠাম মনোবিমোহন।
রঙ্গ-রস-ভাষে হয় কথোপকথন॥

দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু শ্রবণ মোহিত।
পরে প্রভু ধরিলেন মিঠা কণ্ঠে গীত॥
কোকিল জিনিয়া কণ্ঠ, গীত ভক্তিভরা।
বাক্যের ভিতরে ফুটে গীতের চেহারা॥
বাক্যেতে প্রসবে ছবি তাহার কারণ।
মহামন্ত্র অবিকল প্রভুর বচন॥
সকলেই বাক্যে ছবি দেখিতে না পায়।
যে দেখে সে দেখে মাত্র প্রভুর কৃপায়॥
সকলেই কৃপা কেন নহে বিতরণ।
জিজ্ঞাসিলে কথা যদি শুন তবে মন॥
কৃপা মানে এইখানে ভক্তি সমুজ্জ্বল।
সাঙ্গোপাঙ্গদের মাত্র প্রাপ্তব্য কেবল॥
অতি গোপ্য বস্তু ভক্তি, ভক্তগণ বিনে।
স্বরূপ আস্বাদ তার অন্যে নাহি জানে॥
অতি সংগোপনে রাখা প্রভুর ভাণ্ডারে।
কভু নহে বিতরণ হয় যারে তারে॥
অবতারে বটে মুক্তি বরিষার কোঁটা।
ভক্তির সম্বন্ধে কিন্তু লক্ষ তালা আঁটা॥
লীলা-দরশনে তার পাবে পরিচয়।
ভক্তি-দান শ্রীপ্রভুর যেথা সেথা নয়॥
ভক্তিপ্রার্থী ভক্তে দিতে উত্তর বিহিত।
কাতর হইয়া প্রভু গাইতেন গীত॥

আমি ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে॥
এক ভক্তি আমার ছিল বৃন্দাবনে,
গোপ-গোপী বিনে অন্যে নাহি
জানে, যাহার কারণে, নন্দের ভবনে,
নন্দ-বাধা আমি মাথায় ক'রে বই॥
শুন চন্দ্রাবলি ভক্তির কথা কই,
মুক্তি মিলে অনেক ভক্তি মিলে কই
আমি যে ভক্তির জন্যে,
পাতাল-ভুবনে বলী রাজার দ্বারে
দ্বারী হ'য়ে রই।

শুনিয়া গীতের ভাব বুঝ তুমি মন।
কিবা বস্তু ভক্তি, কিবা তাহার লক্ষণ॥
ভক্তির সমান বস্তু আর কিবা আছে।
ভক্তি দিয়া ভগবান্ বান্ধা যান কাছে॥
আর এক প্রশ্ন মন পার করিবারে।
লীলা হেতু ধরাধামে নর-কলেবরে॥
অবতারে প্রভুদেব অখিলের স্বামী।
যাঁহার শকতি মায়া সৃষ্টির জননী॥
বিশ্ব-গুরু কল্পতরু জগৎ গোঁসাই।
সৃষ্টিতে যাঁহার মোটে আত্মপর নাই॥
অনেকেই দরশন করিল তাঁহায়।
কেন তবে সকলেই ভক্তি নাহি পায়?
তদুত্তরে শুন মন কহিব বারতা।
কল্পতরু প্রভুদেব অতি সত্যকথা॥
যে যে আশে পরমেশে কৈল দরশন।
তাহাই মিলিল তার প্রভুর সদন॥
অবিদ্যায় মুগ্ধ মন এবে লোক প্রায়।
সতত প্রমত্তচিত তাহার সেবায়॥
কোটির মধ্যেতে যেবা অত্যুন্নত জন।
রজোগুণে করে কর্ম্ম সত্ত্ব খুব কম॥
ধার্ম্মিকের নামে তিনি লোকমধ্যে জানা।
করে কর্ম্ম, মূলে ধন-মানের কামনা॥
পূর্ণমাত্রা সত্বগুণ নহে যতক্ষণ।
হইবার নহে শুদ্ধ হরিপদে মন॥
ষোল আনা দিলে মন তবে বস্তু মিলে।
মিলে না, যদ্যপি বাকি রহে এক তিলে॥
হরিপদে পূর্ণ-মন নামে যাহা গাই।
ভক্তির সঙ্গেতে তার ভিন্ন ভেদ নাই॥
পুনঃ যেথা ভক্তি, সেথা হরি মূর্ত্তিমান্।
পূর্ণ-মন, ভক্তি, হরি তিনেই সমান॥
সুদুর্ল্লভ শুদ্ধ ভক্তি ঈশ্বরের পায়া।
ভক্তি দিয়া ভগবান্ ভক্তে দেন ধরা॥
চিরকাল যিনি ভক্ত, তিনিই এখন।
যে আছে, সে আছে, ভক্ত না হয় নূতন॥

ভক্তির সন্ধান জীবে কখন না পায়।
বস্তুবোধ না থাকিলে বস্তু কেবা চায়॥
প্রভুর নিকটে যায় যত লোক জন।
মাগে, নানা দ্রব্য ইহ-সুখের কারণ॥
গুরু-পদ ভিন্ন অন্য যতেক কামনা।
অবিদ্যার রঙ্গ, ভক্ত জনে করে ঘৃণা॥
সেই হেতু লোক জনে কাম্য বস্তু পায়।
ভক্তি ছাড়া, প্রভু-কল্পতরুর তলায়॥
আর কথা সত্য প্রভুদেব ভগবান্।
যে কেহ তাঁহার কাছে সকলে সমান॥
এল গেল লাখে লাখে প্রভুর নিকটে।
কোথা শুকাইল কলি কোথা গেল ফুটে॥
কিরূপ ব্যাপার ইহা শুন বলি মন।
পদ্মপাণি পদ্ম-বন্ধু জগৎলোচন॥
উদয় হইয়া নিজ কিরণমালায়।
সমাদরে সরোবরে কমলে ফুটায়॥
পুনশ্চ পুড়ায় তায় নহে বিস্মরণ।
যদি নলিনীর মূলে শূন্য রহে রস॥
ভক্তিরস যেইখানে হৃদি তথা ফুটে।
নচেৎ না হয় কিছু প্রভুর নিকটে॥
আর এক কথা বলি শুন তুমি মন।
ঈশ্বরের সহচর পারিষদগণ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ আদি যাহা ভক্ত নামে গাই।
বিচিত্র তাঁহারা হেন দেখি শুনি নাই॥
জন সাধারণ সম একই গড়ন।
অস্থি মাংসে গড়া দেহ চর্ম্মে আবরণ॥
শিরা রক্ত কফ পিত্ত ঐশ্বর্য্য বৈভব।
উপরেতে সেই অঙ্গ সেই অবয়ব॥
ভিন্ন নাই সেই সব গড়া এক ছাঁচে।
ভিতরেতে কারিকুরি কিন্তু এক আছে॥
বিচিত্র বিভুর কার্য্য গাই বলিহারি।
জীবের ভিতরে নাই ভক্তির কুঁটরি॥
ভক্তের অন্তরে আছে অতি চমৎকার।
কখন বা রুদ্ধ কভু মুক্ত থাকে যার॥

তাহার ভিতরে অতি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সুন্দর রতনবেদি যাহে ভগবান্ ॥
সর্ব্বদা বিরাজমান করেন হরিষে।
গোলোক বৈকুণ্ঠ লীলাপুরী নির্ব্বিশেষে ॥
রুদ্ধ দ্বার কেন থাকে তাহার কারণ।
জানিবার হেতু কর লীলা অন্বেষণ ॥
মূল কথা ছাড়িয়া পড়েছি বহুদূরে।
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব মহিমের ঘরে ॥
এখানে শুনিছে সবে শ্রীমুখেতে গীতি।
সবাকার শবাকার আপনা-বিস্মৃতি ॥
উর্দ্ধগতি দেখি রাতি প্রভু পরমেশ।
সম্বরিয়া নিজ শক্তি গীত কৈলা শেষ ॥
শ্রোতাগণ দেহে মন ক্রমে ক্রমে পায়।
মোহনিয়া মনোচরা প্রভুর ইচ্ছায় ॥
ভিক্ষা লীলা করি সায় প্রভু গুণধর।
গাড়িতে গমন কৈলা দক্ষিণসহর ॥

গৃহী ও সন্ন্যাসী বিবিধ ভক্তের মিলন

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

শ্রীপ্রভুর অবতারে মহিমা অপার।
সুমূর্খ পামরে শক্তি নাহি বর্ণিবার ॥
সার্ব্বভৌম ভাব তাঁর, বিশ্বগুরুবেশ।
সর্ব্বত্রে সমানভাবে করুণা অশেষ ॥
এবারে তারক-ব্রহ্ম রামকৃষ্ণনাম।
পশ্চাতে লীলায় পাবে ইহার প্রমাণ ॥
মূর্ত্তিমান্ রামকৃষ্ণ নামের কৃপায়।
গুরুরূপে এই নাদ ব্যাপিবে ধরায় ॥
প্রভুর পূজায় মত্ত হবে ঘরে ঘরে।
ত্রাণের কারণ ভবজলধির নীরে ॥
বিনা রামকৃষ্ণনাম অনন্য-উপায়।
প্রত্যক্ষ বুঝিবে তত্ত্ব পশ্চাৎ লীলায় ॥
বেগবতী যবে নদী বরিষার কালে
কত শত তৃণ কুটি ভেসে যায় জলে ॥
ভাসিয়া যাইতে নিজে তৃণ ভাল পারে
কিন্তু যদি ক্ষুদ্র পাখী তাহার উপরে ॥
আসিয়া আশ্রয় লয় বসিয়া তাহায়।
অক্ষম ধরিতে ভার ডুবে ডুবে যায় ॥
সেই মত সাধু ভক্ত সিদ্ধ যেই জন।
আপনি ভাসিয়া চলে তৃণের মতন ॥
অপরে লইয়া পৃষ্ঠে যাইতে না পারে।
সিন্ধুমুখে বেগবতী তটিনীর নীরে ॥
কিন্তু বাহাদুরে যাঝ দীর্ঘে প্রস্থে বড়।
প্রতি পরিমাণু গায়ে সবল সুদৃঢ় ॥

নদীর স্রোতেতে যায় ভাসিয়া যখন।
তাহাতে আশ্রয় যদি লহে লোক জন ॥
অনায়াসে ব'হে ভার, যায় অবহেলে।
দ্রুতগতি তটিনীর বেগবতী জলে ॥
সেইরূপ ভগবান্ যবে অবতারে।
পদতরী দিয়া ভবসিন্ধু-পারাপারে ॥
কতই লইয়া যান সংখ্যা নাহি তার।
লাঘব করিয়া গুরু ধরণীর ভার ॥
এবে অবতার প্রভু বিশ্বগুরু নিজে।
সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু দীনতার সাজে ॥
অপার করুণারাজি শ্রীঅঙ্গেতে ভরা।
নিঃশব্দে লইয়া যান সসাগরা ধরা ॥
এখন প্রত্যক্ষ চক্ষে নাহি যায় দেখা।
লীলার ভিতরে কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে লেখা ॥
বিধিমতে সময়ে পাইবে সমচার।
রামকৃষ্ণ-লীলা ইহা লীলার ভাণ্ডার ॥
কৃষ্ণ, রাম কিম্বা অন্য অন্য অবতারে।
হাক ডাক বাজে ঢাক বিষম সমরে ॥
এবে তবে শব্দহীনে প্রভুর গমন।
কি কারণ জিজ্ঞাসিতে পার তুমি মন ॥
শুনহ কারণ তবে তোমারে শুনাই।
গুপ্ত অবতার প্রভু জগৎ-গোঁসাই ॥
গতিশব্দ নাহি থাকে বৃহৎ জাহাজে।
যখন চলিয়া যায় দরিয়ার মাঝে ॥
ছুটিলে রেলের গাড়ি কত শব্দ তার।
ধরা ঘুরে গোটা ধরা কে জানিতে পার ॥
আপনি অলক্ষ্যে থাকি প্রভু নারায়ণ।
ভক্তের দ্বারায় পরে উদ্দেশ্য সাধন ॥
ক্রমে পরে পরিচয় পাবে তুমি তার।
ধৈরযের কর্ম্ম ইহা, নহে উতলার ॥
যে যে ভক্তে সঙ্গে ল'য়ে কার্য্যের সাধন।
হইতেছে তাহাদের ক্রমে সংযোটন ॥
সংযোটন-লীলা যদি হৃদে পায় ঠাঁই।
তখন বুঝিবে কিবা খেলিলা গোঁসাই ॥
লীলা দরশন হেতু দৃশ্য ভক্তগণ।
বদনদর্শনোপায় দর্পণ যেমন ॥
হেন প্রভু-ভক্ত-পদে রাখি রতি মতি।
শুন সংযোটন লীলা মধুর ভারতী ॥

প্রভুর প্রকট কাল বসন্তের ন্যায়।
ভক্তি,প্রেম-ফুলকুল সৌরভ ছুটায় ॥
পেয়ে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে মত্ততর মন।
যূথে যূথে ভক্ত,অলি দিল দরশন ॥
যুটিল মুখুয্যে কালি মুখুয্যে বিহারী।
নবীন যুবকদ্বয় উভয়ে সংসারী ॥
কৃষ্ণকায় হরিপদ জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ইজারা আছিল যাঁর প্রভুর চরণ ॥
পদ যদি সেবে পদ প্রভু তুষ্ট তায়।
কেন নহে হেন পটু চরণ সেবায় ॥
বয়সে বালক পূর্ণ সরল গড়ন।
হরিণের সম দুটি সুন্দর নয়ন ॥
যুটিল গোপাল হুট্‌কো মহাভাগ্যবান্।
কৃষ্ণবর্ণ আর এক তেজচন্দ্র নাম ॥
আইল প্রমথচন্দ্র অতি চমৎকার।
বালক বয়েস তাঁর বাপ মাজিষ্টার ॥
গণ্য মান্য জানা নাম হেমচন্দ্র কর।
শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল বহু প্রভুর উপর ॥
এ সময়ে পদ সোম দেখা দিল আসি।
বলরাম বসুর নিকট প্রতিবাসী ॥
বালক বয়েস নহে উনিশের পার।
উচ্চপদে অভিষিক্ত জনক তাঁহার ॥
দমদমার মাষ্টার যুটিল যজ্ঞেশ্বর।
বাঁকুড়া জেলার মধ্যে কাকিটার ঘর ॥
ক্ষীরোদ সুবোধ দুটি অতি শিশু ছেলে।
শুনিয়া প্রভুর নাম আসে হেন কালে ॥
ক্ষীরোদ সংসারী পরে, বল নহে বেশী।
সুবোধের খোকা নাম কুমার-সন্ন্যাসী।
যে সব ভক্তের নাম হয় এই স্থলে।
ভাগ্যবান্ সবে প্রায় কায়স্থের ছেলে ॥

যুটিলেন ভাগ্যবান্ বসু চুনিলাল।
তার পাছে কবিরাজ শ্রীনবগোপাল॥
উভয়ে বয়েস প্রাপ্ত উভয়ে সংসারী।
নন্দন-নন্দিনী ঘরে সহরেতে বাড়ী॥
বিদেশে প্রভুর নাম করিয়া শ্রবণ।
যুটিলেন যুবা এক ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
বাল্যাবধি ধর্ম্মপথে কিছু কিছু টান।
কৃতদার তারক ঘোষাল তাঁর নাম॥
জনক তাঁহার শ্রীপ্রভুর পরিচিত।
শ্যামাভক্ত দ্বিজবর ভকত পণ্ডিত॥
বৈরাগ্য প্রবল বড় তারকের মনে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় প্রভুর সদনে॥
ঝটিতি কাটিয়া যত সংসার-বন্ধন।
পশ্চাতে করিলা তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণ॥
যুটিয়া নরেন্দ্র ছোট এবে দিল দেখা
কায়স্থ-কুমার অঙ্গে সরলতা মাখা।
গড়নে সরল যেন অন্তরে সরল।
ভিতরের ভাব বাহে ব্যক্ত সমুজ্জ্বল॥
স্বতঃই প্রভুর প্রতি ভক্তি হৃদে ভরা।
প্রভুর সকাশে হয় বড়ই পিয়ারা॥
শ্রীপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ গণাদিনিকর।
ভক্ত-আখ্যা যাঁহাদের পুঁথির ভিতর॥
দুই চারি উচ্চবয়ঃ প্রবীণ আকার।
অবশিষ্ট অল্পবয়ঃ বালক কুমার॥
কি হেতু এমন যদি জিজ্ঞাসিলে মন।
ভিতরে সুন্দর তত্ত্ব শুন বিবরণ॥
ভয়ানক কাল যবে প্রভু অবতার।
ধরাধামে অবিদ্যার পূর্ণ অধিকার॥
তমাচ্ছন্ন দিশি, পথ নাহি যায় দেখা।
ধর্ম্মের আলোক যেন বিজলীর রেখা॥
বিভীষিকাময়ী ধরা ঘেরা অবিদ্যায়।
সভয়-অন্তর ভক্ত আসিতে না চায়॥
তাই প্রভু সর্ব্ব অগ্রে আপনি আসরে।
প্রভু প্রিয়ভক্তগণ ক্রমে পরে পরে॥

যদি প্রভু বিশ্বপতি সৃষ্টির কারণ।
যদি এই ভক্তবর্গ অন্তরঙ্গগণ॥
তবে আসিবারে কেন সভয় অন্তর।
জিজ্ঞাসিলে যদি তবে শুনহ উত্তর॥
ধরায় সংসারাশ্রম সুবিষম ঠাঁই।
ত্রিতাপ-অনলে তপ্ত লোহার কড়াই॥
ভীষণ প্রবেশদ্বার কেবল যাতনা।
তদুপরি শারীরিক রোগের তাড়না॥
বিমল ভক্তের দেহ পবিত্র আধার!
কি কারণে রোগ শোক তাপের সঞ্চার?
উত্তর,—বহ্নির কাছে যেবা আগুয়ান।
কোথায় কে পায় বল তাপের এড়ান॥
বলিতেন প্রভুদেব বিধির বিধাতা।
পাঁচভূতে এই দেহ রহে জোড়া গাঁথা॥
পঞ্চভূতময় দেহ ফাঁদ সুবিষম।
দেহ ধরি নিজে ব্রহ্মা করেন রোদন॥
হেন ধর্ম্মযুক্ত দেহ করিলে আশ্রয়।
অনিবার্য্য রোগ-শোক-কর দিতে হয়॥
দেহের যে ধর্ম্ম তাহা সর্ব্বত্রে সমান।
দেহধারী যদি বিভু না যান এড়ান॥
পাপময় ধরাপুরীমধ্যে ভক্তগণ।
পাপমতি জীব সঙ্গে সদা বিচরণ॥
সংসারীর পাপ-অন্ন করিয়া আহার।
ভক্তের দেহেতে তাই পাপের সঞ্চার॥
পারার স্বভাব পাপে, যদি পড়ে পেটে।
চাপা নাহি রহে দেহে রোগরূপে ফুটে॥
ভক্তগণ সঙ্গে বিভু কেন আগুসার।
উদ্দেশ্য, করিতে লঘু ধরণীর ভার॥
পাপ ল'য়ে অন্তরঙ্গগণ পারিষদ্।
পদে পদে প্রত্যেকের বিবিধ বিপদ॥
লীলার ভিতরে আর দ্বিতীয় কারণ।
অল্পবয়ঃ বালক কি হেতু ভক্তগণ।
শুন কই খুলে বলি লীলাতত্ত্ব সার।
ভক্ত-সংযোটন-কাণ্ড অমৃত-ভাণ্ডার॥

এখন করিব লোক করে মনে মনে।
কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করিয়া যৌবনে॥
উপযুক্ত যবে পুত্র, বার্দ্ধক্য দশায়।
বিষয়-সম্পত্তি আদি ভার দিয়া তায়॥
বন্দোবস্ত পোষ্যদের করি বিলক্ষণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শেষে সাধন-ভজন॥
সংসারীর আন বুদ্ধি বিধি-বিড়ম্বনা।
যা হবার নহে করে তাহার বাসনা॥
সবার প্রত্যক্ষ দেখা আছে চিরকাল।
হাতে না মাখিয়া তেল ভাঙ্গিলে কাঁঠাল।
ফলেতে বিস্তর আঠা লাগে গোটা হাতে
অজ্ঞানে করিয়া কর্ম্ম জঞ্জাল পশ্চাতে॥
সেইমত জ্ঞান ভক্তি না করি অর্জ্জন।
বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে যেই জনা।
সংসারে প্রবেশ করে, মায়ার আঠায়।
সুনিশ্চিত জড়ীভূত আপনা মজায়॥
সংসার সমরক্ষেত্রে ঢ়ুকে যেই জন।
আগম নিগম তার দুই চাই জানা॥
নিগমে অবিজ্ঞ জনে সংসারেতে আসা।
ধ্রুব অভিমন্যুর মতন হয় দশা॥
সেই হেতু বলিতেন প্রভুপরমেশ।
সংসারে বুঝহ অগ্রে পশ্চাৎ প্রবেশ॥
বালকের খেলা যথা ইহার উপমা।
লুকাচুরি নামে যাহা সাধারণে জানা॥
বুড়ীকে ছুঁইয়া অগ্রে যেথা ইচ্ছা রয়।
ছুঁইলেও তারে চোর চোর নাহি হয়॥
সেইমত ভগবানে করি পরশন।
সংসারে যেখানে যেবা করে বিচরণ॥
নির্ভয় হৃদয় তাঁর ধরা বেড়া ছাতি।
ছুঁইলেও অবিদ্যায় নাহি হয় ক্ষতি॥
বুঝ কেন বালক প্রভুর ভক্তগণ।
বাল্যাবধি স্বভাবতঃ ভগবানে মন॥
ভক্তে আচরিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিলা জীবে।
ধর্ম্ম-আচরণ-কর্ম্ম শৈশবে শৈশবে॥
বয়স্কে না হয় ধর্ম্ম সাধনা সংসারে।
গলায় উঠিলে কাঁঠি পাখী নাহি পড়ে॥
সহজে সুন্দর কার্য্য হয় বাল্যকালে।
উপমা তাহার ননী তুলিলে সকালে॥
যেমন সুন্দর উঠে মিঠা তার তায়।
তেমন না হয় দুগ্ধ মথিলে বেলায়॥
বার্দ্ধক্যে না হয় মোটে সাধন ভজন।
যখন হাজার ভাগ এক ফোঁটা মন॥
সকালে করিতে কর্ম্ম শিখাবার তরে।
বালক লইয়া লীলা প্রভু অবতারে॥
প্রবীণ বয়স তবে যাঁরা দুই চারি।
কারণ তাহার তাঁরা প্রভুর ভাণ্ডারী॥
সুন্দর বালক এক যুটে এই কালে।
উপেন্দ্র মুখুজ্যে দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে॥
বড়ই সদয় তাঁরে প্রভু ভগবান্।
সময়ে হইল তাঁর পূর্ণ মনস্কাম॥
যুটিল কিশোরী এবে মাষ্টারের ভাই।
বহু রঙ্গ তার সঙ্গে করিলা গোঁসাই॥
আর এক যুবা বয়ঃ যুটে এই কালে।
উপাধি তাঁহার দাস কৈবর্ত্তের ছেলে॥
কুলের তিলক গর্ব্ব অতি ভক্তিমান্।
চিরভক্ত প্রভুর হারাণচন্দ্র নাম॥
জনেক ব্রাহ্মণী যুটিলেন এ সময়।
মহাভক্ত শ্রীপ্রভুর শুন পরিচয়॥
অপার ভকতি ঘটে অবাক্ কাহিনী।
ব্রাহ্মণীর বেশে এক দেবীঠাকুরাণী॥
বয়স চল্লিশ প্রায় দোহারা গড়ন।
সংসারী যদিও তবু স্বতোন্নত মন॥
পরলোকে বহুকাল গিয়াছেন স্বামী।
কোলে দিয়া ব্রাহ্মণীর একটি নন্দিনী॥
রাজরাণী সেই কন্যা ঘরণী রাজার।
সন্তান-সন্ততি এবে সোণার সংসার॥
ব্রাহ্মণী থাকেন প্রায় নন্দিনীর ঘরে।
জামাই মায়ের মত সমাদর করে॥

পরম আনন্দে কাল কাটান ব্রাহ্মণী।
কিছুই অভাব নাই দুধে-ভাতে চিনি॥
চিরভক্ত শ্রীপ্রভুর ব্রাহ্মণী এখন।
লীলায় সময় পূর্ণ হৈল প্রয়োজন॥
সংযোটন এখানে কেমনে হয় তাঁর।
গাইলে শুনিলে কাটে বন্ধন মায়ার॥
একমাত্র দুহিতাই ব্রাহ্মণীর ধন।
আর কেহ নাই তাঁর সংসার-বন্ধন॥
প্রভুর দেখিয়া কার্য্য হয় বুদ্ধিহারা।
রাজরাণী নন্দিনী হঠাৎ গেল মারা॥
কি হইল ব্রাহ্মণীর ভেবে দেখ মন।
দুনিয়া আঁধার দিনে করে নিরীক্ষণ॥
লোকের সান্ত্বনা হৃদে নাহি পায় স্থল।
দাবানলে কি করিবে এক বিন্দু জল॥
আঁখি-বারি অনিবার দুনয়নে ঝরে।
উন্মাদিনী সম ধারা দুহিতার তরে॥
ছাড়িয়া জামাতালয় আসিলেন ফিরে।
বাগবাজারেতে তাঁর আপনার ঘরে॥
যেখানে করেন বাস মহাভাগ্যবান্।
পরম বৈষ্ণব ভক্ত বসু বলরাম॥
যোগীনমাতার যেইখানে পিত্রালয়।
পরস্পর প্রতিবাসী আছে পরিচয়॥
ব্রাহ্মণীর শোকাতুরা দেখিয়া অবস্থা।
সান্ত্বনার হেতু কয় ধরমের কথা॥
এখানে ধর্ম্মের কথা নাহি অন্য আর।
একমাত্র শ্রীপ্রভুর মহামহিমার॥
পূর্ব্বাবধি মহন্নাম ছিল সংগোপনে।
ব্রাহ্মণীর হৃদয়ের অতি গুপ্ত স্থানে॥
ঢাকা ছিল মাত্র মহামোহে দুহিতার।
মেঘের আড়ালে যেন অঙ্গ চন্দ্রিমার॥
উড়িল সে ঘন মেঘ দুহিতার কায়া।
এখন কিঞ্চিৎ আছে একটুকু ছায়া॥
বসিল সতেজে নাম প্রাণের ভিতর।
দরশনে চলিলেন দক্ষিণসহর॥

মহাভক্ত শ্রীপ্রভুর ব্রাহ্মণের মেয়ে।
সময় আগত যেন পথ-পানে চেয়ে॥
আছেন শ্রীপ্রভুদেব তাঁহার কারণ।
সুমধুর কথা অতি ভক্ত-সংযোটন॥
মন্দিরের বাহিরে বেড়ান গুণমণি।
যেই পথে আসিতেছে আকুলা ব্রাহ্মণী॥
ক্রমাগত বিলাপ করিয়া দুহিতার।
মরিয়া গিয়াছে চণ্ডী কে আছে আমার॥
শুনিয়া বিলাপ-বাক্য প্রভু গুণধর।
হাসিয়া নাচিয়া কৈলা তাঁহারে উত্তর॥
আপনার বলিতে জগতে নাহি যার।
তাহার আছেন হরি পারের কাণ্ডার॥
সর্প-বিষে যেন রোগী গেছে ঢ'লে প'ড়ে।
হঠাৎ জাগিয়া উঠে মন্তরের জোরে॥
সেইমত শোক-বিষে জ্বারা তনুখানি।
ব্রাহ্মণী চমক্ অঙ্গ শুনিয়া শ্রীবাণী॥
ছুটিল শোকের জ্বালা শীতল অন্তরে।
পাছু পাছু প্রবেশিল প্রভুর মন্দিরে॥
বুঝিয়া ভক্তের দশা প্রভু ভগবান্।
ভাবেতে বিভোর অঙ্গ ধরিলেন গান॥

আপনাতে মন আপনি থেক'
যেও নাক' কার ঘরে যা। চাবি—
তাই খুজে পাবি দেখ' নিজ' অন্তঃ
পুরে। পরম-ধন সে পরেশমণি, যা
চাবি তাই দিতে পারে, কত মণি
আছে প'ড়ে আমার চিন্তামণির
নাচ-দুয়ারে॥

গীতের মাধুরী আর মর্ম্মার্থ ইহার।
শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর হৃদয়মাঝার॥
তখনি বসিল এঁটে খুলে সাত তালা।
তাড়াইয়া দুহিতার বিরহের জ্বালা॥
পাতালে মাটীর নীচে লৌহময় ঘর।
স্বপনেও যেথা নাই আলোর খবর॥

যেখানে কখন নাই পবন-সঞ্চার।
আঁধার আঁধার মাত্র নিবিড় আঁধার॥
দৈব ঘটনায় যদি সেইখানে হয়।
জগৎ-লোচন সূর্য্যদেবের উদয়॥
তখনি পালায় তম নাহি রহে আর।
আলোকিত দশভিত যা ছিল আঁধার॥
তেমতি করিল হেথা গীতে শ্রীপ্রভুর।
মায়া-ঢাকা ব্রাহ্মণীর অন্তরের পুর॥
ব্রাহ্মণী প্রার্থনা করে শ্রীপ্রভুর ঠাঁই।
যেমন মায়ার বাড়ি আর নাহি পাই॥
ভক্তি দিয়া কর রক্ষা আকুলা অধমে।
হইনু শরণাপন্ন অভয়-চরণে॥
ভক্তির প্রার্থনা শুনি প্রভু ভগবান্।
গাইতে লাগিলা গীত ভক্তির আখ্যান॥
এইখানে এক কথা শুন বলি মন।
প্রভুর নিকটে এল গেল অগণন॥
কিন্তু কেহ করিল না ভক্তির প্রার্থনা।
নিজের কেবল তাঁর আপ্তগণ বিনা॥
প্রভুর গণের মধ্যে ব্রাহ্মণের মেয়ে।
ভক্তির কুটরি তাঁর দিলেন খুলিয়ে॥
লীলায় এতেক কাল ছিল তালা আঁটা।
এবারে ঘুচিল মায়া-জঞ্জালের লেঠা॥
আস্বাদ পাইয়া তাঁর চরণ-সরোজে।
আসে যায়, রহে মার কাছে মাঝে মাঝে॥
যোগীন-মায়ের মত মায়ের পিয়ারা।
মার কাছে দোহে জয়া বিজয়ার পারা॥
মার আর প্রভুর চরণে গত মন।
বারে বারে বন্দি দুই ভক্তের চরণ॥
ব্রাহ্মণীর পদদ্বয়ে অসংখ্য প্রণাম।
প্রভুর সংসারে তাঁর গোলাপ-মা নাম॥
মার আর শ্রীপ্রভুর সেবা-ভক্তি আশা।
সেবা হেতু দোঁহাকার ধরাধামে আসা॥
পশ্চাতে যতেক লীলা কৈলা গুণমণি।
সেবা ল'য়ে সর্ব্ব ঠাঁই আছেন ব্রাহ্মণী॥

পরে পরে পাইবে যতেক সমাচার।
ভক্ত-সংযোটন কাণ্ড ভক্তির ভাণ্ডার॥
এখানে নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।
শিরোমণি শ্রীপ্রভুর তাঁয় বড় টান॥
টানের স্বভাব কিবা কহিবার নয়।
শুনহ সংক্ষেপে কিছু কিছু পরিচয়॥
এক দিন প্রভুদেব সুরধুনী-তটে।
বিমরষ চাঁদনীর অত্যন্ত নিকটে॥
দাঁড়ায়ে আছেন গঙ্গাপানে লক্ষ্য করি।
এমন সময় ঘাটে লাগে এক তরী॥
সকৌতুকে সতৃষ্ণনয়নে প্রভুরায়।
নেহারেন তরীযোগে কে আসে হেথায়॥
তরীতে নরেন্দ্রনাথ জীবন প্রভুর।
দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করেন ঠাকুর॥
বিমরষ অশান্তি সকল দূরীভূত।
প্রফুল্ল শ্রীমুখ ফুল্ল-কমলের মত॥
ইহার পশ্চাতে যদি জাহ্নবীর জলে।
জলযান পানসী তরণী নেহারিলে॥
দেখিতেন প্রভুদেব এই অনুমানে।
নরেন্দ্র ইহাতে বুঝি আসিছে এখানে॥
প্রাণাধিক ভালবাসা অসীম মমতা।
নরেন্দ্রের প্রতি যেন, হেন নহে কোথা॥
নরেন্দ্রে মমতা স্নেহ করে যেই জন।
বড়ই সদয় তাঁরে প্রভু নারায়ণ॥
হতাদর কিম্বা নিন্দাবাদ যেবা করে।
শ্রীপ্রভুর বিড়ম্বনা তাহার উপরে॥
কপালের ফের, শুন এক বিবরণ।
জনায়ের প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যে ব্রাহ্মণ॥
উচ্চপদে অভিষিক্ত বসতি সহরে।
শ্রীপ্রভুর অন্ন-ভিক্ষা হৈল যাঁর ঘরে॥
অহংকারে এইবার পড়িল প্রমাদে।
প্রভুর নিকটে নরেন্দ্রের নিন্দাবাদে॥
শুনিয়া বিষাদে ফাটে শ্রীপ্রভুর বুক॥
দেখিতে না চান আর মুখুয্যের মুখ॥

দুরদৃষ্ট প্রাণকৃষ্ণ মহাভাগ্যবান্।
ভক্ত-অপরাধ-দোষে না পায় এড়ান॥
বজরা সাজায়ে আম সুপক্ক ফোজলি।
ব্রাহ্মণ প্রভুর কাছে পাঠাইল ডালি॥
প্রভুর নয়নে ডালি বিষের মতন।
ফিরাইয়া দিলা তাহা আইল যেমন॥
পরমাদে প্রাণকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ছুটে।
দক্ষিণসহরে শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে॥
উত্তরিয়া পুরীমধ্যে প্রাণ কাঁপে ডরে।
প্রভুর মন্দিরে আর প্রবেশিতে নারে॥
বিচারিয়া মনে মনে ভাবিয়া উপায়।
পুরীর খাজাঞ্চি যেবা তার কাছে যায়॥
কাকুতি সহিত কহে যতেক ঘটনা।
অসন্তুষ্ট প্রভুদেব সেহেতু ভাবনা॥
জমীদার প্রাণকৃষ্ণ লোকে জানা নাম।
খাজাঞ্চি করিল তাঁয় বিশেষ সম্মান॥
মধ্যস্থ স্বরূপ গিয়া শ্রীপ্রভুর কাছে।
নিবেদিল প্রাণকৃষ্ণ কৃপাদৃষ্টি যাচে॥
আবেদনে শ্রীপ্রভুর অঙ্গে জ্বালাতন।
অপরাধ কোনমতে না হয় ভঞ্জন॥
বাহুল্যে বাখান করে আগোটা পুরাণ।
চিরকাল ভক্তের কেবল ভগবান্॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজি শ্রীপ্রভুর কাজে।
ভক্তাবমাননা তাঁর বাজ সম বাজে॥
প্রিয় যেবা শ্রীপ্রভুর নিন্দাবাদ তাঁর।
নরেন্দ্র মাথার মণি প্রভুর আমার॥
নরেন্দ্রের প্রভুদেব, প্রভুর নরেন্দ্র।
দুঁহু জনে পরস্পর বিচিত্র সম্বন্ধ॥
প্রভুদেবে সম্মানসূচক সম্ভাষণ।
করিলে নরেন্দ্র, তাঁর তুষ্ট নহে মন॥
বলিতেন প্রভুদেব পরম-ঈশ্বর।
নরেন্দ্রের দেহে মোর শ্বশুরের ঘর॥
যেই পাত্রে রহে জল পদ-প্রক্ষালনে।
নরেন্দ্র ছুঁইলে তাহা কোন প্রয়োজনে॥

শ্রীপ্রভুর ব্যবহার নাহি হয় আর।
বুঝ মন কি সম্বন্ধ আছিল দোঁহার॥
অতি উচ্চ বস্তু জেঁহ কি বুঝিব তাঁয়।
ধরিয়া সংসারী বুদ্ধি সতত মাথায়॥
যোগীন্দ্র দেবেন্দ্রাদির নরেন্দ্র দেবতা।
নরেন্দ্রে নরেন্দ্র নাম অতিক্ষুদ্র কথা॥
বিশ্বজন-পূজনীয় প্রভুভক্তগণ।
পদরজ তাঁহাদের করিয়া ধারণ॥
গাইতে যখন লীলা হইয়াছি ব্রতী।
শুন কই নরেন্দ্রের স্বরূপ ভারতী॥
এক দিন বলিছেন প্রভু বাঁকা আঁখি।
নরেন্দ্রে লীলায় আনা প্রয়োজন দেখি॥
হৃষ্ট মনে অন্বেষণে নিজে আমি যাই।
সপ্তর্ষিমণ্ডলে তার যোগাসন ঠাঁই॥
দেখিলাম সমাধিস্থ মুখে ভাতি খেলে।
মনখানি একেবারে সর্ব্ব উচ্চে তুলে॥
কাছে গিয়া বার বার করি আবাহন।
কোন মতে নিম্নদেশে নাহি নামে মন॥
তথাপি না ছাড়ি তায় ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
নিরখিল একবার পলকের তরে॥
গম্ভীর প্রশান্ত ভাব ভুবনে অতুল।
রক্তিম বিশাল আঁখি যেন জবাফুল॥
সমাধি প্রবল সাধ শান্তির আশ্রম।
পূর্ব্ববৎ পুনরায় ধিয়ানে মগন॥
অতি প্রয়োজন তাঁয় ধরায় আসরে।
তাই তীক্ষ্ণ আকর্ষণ করিলাম পরে॥
শক্তিবান্ যোগেশ্বর মহাতেজ গায়।
আংশিক কেবল মাত্র আসিল ধরায়॥
সেই অল্প অংশে এই নরেন্দ্র মূরতি।
আসিলে আগোটা হ'ত টলমল ক্ষিতি॥
নরেন্দ্রের মত হেন প্রকাণ্ড আধার।
আসে নাই আসিবে না কভু পরে আর।
তেজঃপুঞ্জ কলেবর শক্তি রাশি রাশি।
বিবেক-বিরাগে ভরা পরম সন্ন্যাসী॥

বড়ই সুখের দিন নরেন্দ্র রাখাল।
ভিক্ষায় মাগিয়া অন্ন কাটাইবে কাল॥
নরেন্দ্রের কলেবরে সন্ন্যাসীর বেশ।
দেখিতে বড়ই তুষ্ট প্রভু পরমেশ॥
নরেন্দ্র ছিলেন যবে কেশবের দলে।
নব-বৃন্দাবন বহি অভিনয় কালে॥
সন্ন্যাসীর অভিনয়ে ভার ছিল তাঁর।
শুনিয়া অপারানন্দ প্রভুর আমার॥
ভক্তগণে বলিলেন আনন্দ অন্তর।
অভিনয়-দরশনে চলহ সত্বর॥
রঙ্গালয়ে যথাক্ষণে গমন হরিষে।
দেখিবারে প্রিয়বরে সন্ন্যাসীর বেশে॥
আসরেতে উপনীত নরেন্দ্র যখন।
অঙ্গে সন্ন্যাসীর সাজ অতি সুশোভন॥
সন্তোষের নাহি সীমা প্রভু ভগবান।
লোকের দ্বারায় তাঁরে বলিয়া পাঠান॥
ত্বরান্বিতে তাঁহার সকাশে যেন আসে।
নয়নরঞ্জন সাজ সন্ন্যাসীর বেশে॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা সজ্জা সহ গায়।
আইল নরেন্দ্রনাথ শ্রীপ্রভু যেথায়॥
শ্রীবদনে মৃদু হাসি অপরূপ খেলে।
নরেন্দ্রে কহেন প্রীতি প্রেমের বিহ্বলে॥
সুন্দর সন্ন্যাস-সাজ অঙ্গ-আভরণ।
ধর দেহে আর নাহি কর বিমোচন॥
বলিয়াছি বার বার শ্রীপ্রভুর ধারা।
যাঁহার যেমন ভাব তাই রক্ষা করা॥
ত্যাগী অনাসক্ত ভাব পোঁতা যাঁর ঘটে।
প্রখর ত্যাগের তত্ত্ব তাঁহার নিকটে॥
কাহার কি রসে হয় ভাব পুষ্টিকর।
বুঝিতে সুপটু প্রভু রসের সাগর॥
বাল্যকথা বলিয়াছি নরেন্দ্রের আগে।
জন্মাবধি সাধ ত্যাগ বিবেক বিরাগে॥
বিষম ত্যাগের ভাব তাঁহার আধারে॥
প্রকৃতির প্রকৃতি যাহাতে শুক্তে উড়ে॥

অষ্টাঙ্গে অপার বল, বলময় মন।
মূর্ত্তিমান্ জঠরে বিরাজে হুতাশন॥
মহাবলী পাকস্থলি এত শক্তি ধরে।
সৃষ্টি বিনাশক পাপে পরিপাক করে॥
পাপেতে অর্জ্জিত অর্থ করি বিনিময়।
ভোজ্য দ্রব্য যদি তাহে কেহ করি ক্রয়॥
প্রভুর নিকটে দেয় পাঠাইয়া ডালি।
যতনে শ্রীপ্রভুদেব বাঁধিয়া পুঁটুলি॥
প্রেরণ করেন সব নরেন্দ্রের কাছে।
পরিপাক করিবার শক্তি যাঁর আছে॥
হিন্দুমতে যেই দ্রব্য পরশে বারণ।
নরেন্দ্র প্রত্যহ করে তাহাই ভক্ষণ॥
এক দিন এক জন প্রভুর নিকটে।
নরেন্দ্রের অনাচার-কথা গিয়া রটে॥
উত্তর তাঁহারে কৈলা প্রভু গুণমণি।
নরেন্দ্রের ইহাতে হবে না কোন হানি॥
নরেন্দ্রের সংসারের অবস্থা এমন।
অর্থাভাবে অতি কষ্ট পায় পোষ্যগণ॥
উপার্জ্জনে যদি চেষ্টা করেন নরেন্দ্র।
মঙ্গল দূরের কথা, তাহে বাড়ে মন্দ॥
অখিলের পতি প্রভুদেব ভগবান্।
নরেন্দ্র নিজের তাঁর পরাণ-সমান॥
সেহেতু দিনেকে কেহ প্রভুর নিকট।
জানাইল নরেন্দ্রের অবস্থা সঙ্কট॥
অর্থাভাবে অতিশয় কষ্ট প্রতিদিন।
নিরানন্দে মগ্ন সদা বদন মলিন॥
তদুত্তরে প্রভুদেব বলিলেন তায়।
মৃগেন্দ্র যদ্যপি নিত্য খাইবারে পায়॥
প্রবল প্রতাপে তার পরমাদ গণি।
উলট পালট হবে গোটা অরণ্যানী॥
নরেন্দ্রের কলেবরে অপার শকতি।
উদরে যদ্যপি অন্ন পায় নিতি নিতি॥
ধরাতলে অবহেলে করিবে প্রচার।
নিজের ইচ্ছায় ভাব ছত্রিশ প্রকার॥

আয়ত্তে রাখিতে অশ্বে অতি বলবান্।
মুখে যেন রহে জোড়া কাঁটার লাগাম॥
সেই মত নরেন্দ্রের অর্থাভাব ঘরে।
আটকে রাখিতে তাঁয় সীমার ভিতরে॥
দিনেক প্রভুর কাছে বিষণ্ণ হইয়া।
অর্থাভাব শ্রীনরেন্দ্র জানাইল গিয়া॥
উত্তরে কহেন প্রভু মলিন বদন।
টাকা কিম্বা ছেলে হবে ইহার কারণ॥
প্রার্থনা কাহারও জন্তে মায়ের নিকটে।
কহিতে না পারি মুখে বাক্য নাহি ফুটে॥
প্রত্যুত্তরে প্রভুবরে শ্রীনরেন্দ্র কন।
নৈকট্য সম্বন্ধে তেজ গায়ে বিলক্ষণ॥
পাদপদ্মে মগ্ন মন প্রেমসহকারে।
কৃষ্ণ করিলেন পণ পাণ্ডব-সমরে॥
থাকিব সারথি-বেশে অর্জ্জুনের রথে।
কিন্তু কভু ধরিব না ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
জগতের সখা কৃষ্ণ কহিলে এমন।
ক্রোধান্বিত কলেবর রক্তিম লোচন॥
প্রতিপণ করি ভীষ্ম তেজঃপুঞ্জ তনু।
সমরে বাঁশরীধরে ধরাইল ধনু॥
সেইমত প্রতিপণ করিনু হেথায়।
কালীরে কহাব আমি তোমার দ্বারায়॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু নারায়ণ।
ভক্তের নিকটে তাঁর নাহি রহে পণ॥
মৌন রহি কিছু ক্ষণ বলিলেন পরে।
ঝটিতি প্রবেশ কর কালীর মন্দিরে॥
মনের বাসনা যাহা জানাও তাঁহায়।
অবশ্য হইবে পূর্ণ কালীর কৃপায়॥
চলিলা নরেন্দ্রনাথ শুনিয়া শ্রীবাণী।
যে মন্দিরে বিরাজেন জগত-জননী॥
নিরখিয়া মায়ে দুঃখ ভুলিয়া সকল।
ঢালিতে লাগিলা খালি দুনয়নে জল॥
পশ্চাতে প্রার্থনা কৈলা অনুরাগভরে।
বিবেক বৈরাগ্য মাতা ভিক্ষা দেহ মোরে॥
অশ্রুজলে মাথা আঁখি ফিরিলা সত্বর।
তমোহর বিশ্বগুরু প্রভুর গোচর॥
কি মাগিলে প্রভুদেব জিজ্ঞাসিলে পরে।
হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ভরা বাক্য নাহি সরে॥
গদগদস্বরে কন প্রেমিক সন্ন্যাসী।
বিবেকবৈরাগ্যদ্বয় যাহা ভালবাসি॥
বড় খুসি প্রভুদেব শুনিয়া উত্তর।
করিতে লাগিলা নৃত্য আনন্দ অন্তর॥
যেন ভোলা যোগেশ্বর বাঘাম্বরধারী॥
ত্যাগ-যোগ তত্ত্ব-তোষ চিতাস্থলচারী॥
ত্যাগী জনে বড় তুষ্ট প্রভু গুণধর।
প্রাণের অধিক তাঁরে মমতা আদর॥
কহিতে ত্যাগের কথা খুসি প্রভুরায়।
ত্যাগ-উপদেশ উক্তি কথায় কথায়॥
বিশেষে সংসারী যারা সংসার-আশ্রমে।
মহোল্লাসে করে বাস ত্রাস নাহি মনে॥
সেজ লয়ে সর্ব্বদাই দিবা-বিভাবরী।
কামিনী-কাঞ্চনদ্বয় কাল-বিষধরী॥
কামিনী-কাঞ্চনে খালি সংসার-আশ্রম।
তিয়াগিয়া দূরে থাকা সংসারে কেমন?
জিজ্ঞাসিলে যদি কথা শুন সবিশেষ।
উপায় বিধান কিবা দিলা পরমেশ॥
অবিদ্যা লইয়া বাস সংসারের মাঝে।
সাবধান যেন তাহে মন নাহি মজে॥
শ্রীগুরু-চরণে মগ্ন রাখি মনখানি।
হাতে পায়ে কর কর্ম্ম হইবে না হানি॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয় যোগ ইন্দ্রিয়েতে মন।
কর্ম্ম হয় এই তিনে হইলে মিলন॥
বিষয় হইতে মনে রাখিয়া পৃথক।
কেমনে হইবে কর্ম্মী কর্ম্মেতে পারক?
ইহার উত্তরে প্রভু দিলা দেখাইয়ে।
চিঁড়া কুটে আটপিঠে ছুতরের মেয়ে॥
বাম হাতে ভাজে ধান খোলায় উননে।
দক্ষিণে করিছে কাজ ভয়ঙ্কর স্থানে॥

পদে পদে যেইখানে আশঙ্কার লেঠা।
গড়ের ভিতরে যেথা চিড়া যায় কুটা॥
ধান চিড়ে তুলে পাড়ে যথা স্থানে রাখে।
দুগ্ধপোষ্য ছাওয়ালের মাই দেয় মুখে॥
বুকের মাঝেতে ছেলে কোলের শয্যায়।
কাঁদিলে করিতে শান্ত কোলেতে নাচায়
সম্মুখে দণ্ডায়মান খদ্দারনিচয়।
চিড়ার হিসাব সব সেই সঙ্গে হয়॥
বলিহারি বাহাদুরি অভ্যাস কেমন।
এক সঙ্গে নানা কর্ম্ম করে এক জন॥
মনখানি কিছু কিছু সকল বিভাগে।
গড়ের ভিতরে কিন্তু অধিকাংশ ভাগে॥
পদে পদে যেই স্থলে আশঙ্কার লেঠা।
পড়িলে মুগুলি হাতে হাত যাবে কাটা॥
সেইমত সংসারীর অতি প্রয়োজন।
শ্রীগুরুচরণে রাখি অধিকাংশ মন॥
অতি অল্পমাত্র রবে সংসারের কাজে।
তাও যেন অবিদ্যায় কখন না মজে॥
সংসারী সতর্কভাবে রবে নিরবধি।
মায়া-মোহে মনে রক্ষা শ্রীপ্রভুর বিধি॥
সংসারীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় টাকাকড়ি।
বিষয়-সম্পত্তি আর কুমার-কুমারী॥
দিবারাত্রি থাকি লিপ্ত সংসর্গে সবার।
মায়ামোহ নষ্ট করা কঠিন ব্যাপার॥
উপায় বিধানে উক্তি বড়ই সুন্দর।
শুন কই দিলা যাহা শ্রীপ্রভু ঈশ্বর॥
ধনাঢ্য লোকের ঘরে দাসীর মতন।
যাহাকে অনেক কর্ম্মে ভার সমর্পণ॥
হাটে বাটে যায় কিনে যাহা দরকার।
লালে পালে মুনিবের কুমারী-কুমার॥
মায়ের মতন ঠিক যতনের ভরে।
মল-মূত্র পরিষ্কারে ঘৃণা নাহি করে॥
কিন্তু জানে মনে মনে এই টাকাকড়ি।
প্রাসাদের-তুল্য-মূল্য বালাখানা বাড়ী॥

-নন্দিনীগুলি দ্রব্য রাশি রাশি।
তার নয়, মুনিবের, সে কেবল দাসী॥
তেমতি সংসারী রবে সংসার-আশ্রমে।
ধনীর দাসীর মত নিরাসক্ত-মনে॥
বিশেষিয়া বিচারিয়া যুক্তি করি সার।
মালিক ঈশ্বর খালি কর্ম্মে তার ভার॥
ত্যাগাভ্যাস সংসারীর অতি প্রয়োজন।
আসক্তির ফাঁদে যেন নাহি পড়ে মন॥
ত্যাগাভ্যাসে একমাত্র বিচার সহায়।
বিবেক-বিচার-বুদ্ধি অতি স্ফূর্ত্তি পায়॥
বিবেক প্রশান্তভাবে পাইলে সুপথ।
তখন স্বতন্ত্র দুটি হয় সদাসৎ॥
বিবেক করিলে নিজ কার্য্য সমাপন।
বৈরাগ্য আসিয়া সঙ্গে হয় সংমিলন॥
দ্রুতগতি পবন যেমন গিয়া যুটে।
প্রজ্বলিত দীপ্তিমান্ বহ্নির নিকটে॥
বিবেক বৈরাগ্য যবে হৃদে বলবৎ।
তিয়াগ তখন পায় নিজ কর্ম্মে পথ॥
তস্কর রিপুর গণ চর অবিদ্যার।
প্রবেশিতে নাহি পারে হৃদয়ের দ্বার॥
যায় জ্বালা ত্রিতাপের বাড়বা-অনল।
দ্বেষ হিংসা মদাদির ভীষণ গরল॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ-সেব্য কর্ম্মের প্রয়াস।
কনক-লতার ছলে অবিদ্যার ফাঁস॥
ধীর স্থির চিরশান্তি অবিলুপ্ত খেলে।
তাপহর তিয়াগের আনন্দ-হিল্লোলে॥
ব্যাপিয়া ভুবন গোটা মন ধরে কায়া।
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান সর্ব্বজীবে দয়া॥

ইহাই কেবল মাত্র তিয়াগের মানে॥
শিক্ষা দিতে জীবগণে ত্যাগের মরম।
অবতারে নরেন্দ্রের ধরায় জনম॥
বিষম তিয়াগ তাঁর ঈশ্বরের তরে।
ক্রমশঃ কহিব কথা পুঁথির ভিতরে॥

জ্বলন্ত বিশ্বাস ত্যাগে পায় দীপ্তিমান।
আলো করি হৃদয়ের অতি গুপ্তস্থান ॥
বিশ্বাসেতে অন্ধকার সন্দ বিমোচন।
বিভুর মোহন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ তখন ॥
ঘৃণা-লজ্জা-ভয় লয় হয় সেইক্ষণে।
সঙ্গে ল'য়ে অহঙ্কার অরাতি ভীষণে ॥
একবারে নহে নষ্ট শুন পরিচয়।
কিছু কিছু থাকে, দেহ যতক্ষণ রয় ॥
আগুনেতে ভস্মীভূত রজ্জুর মতন,
আকারেতে রহে মাত্র, না চলে বন্ধন ॥
অহঙ্কার যতটুকু রহে বর্ত্তমান।
তখন তাহার হয় পাকা আমি নাম ॥
পাকা আমি দাস আমি প্রভুর আমার।
কাঁচা আমি আমি আমি মদ অহঙ্কার ॥
বড়ই সুন্দর দাস আমির চেহারা।
রহে আমি কিন্তু আমি জীবন্তেতে মরা ॥
মরা বটে কিন্তু তার গায়ে এত বল।
লোমে লোমে তুলে বাঁধে অটল অচল ॥
শুষে জল জলধির কেবল গণ্ডূষে।
কিম্বা হয় লম্ফে পার চক্ষুর নিমিষে ॥
নাসার নিশ্বাসে রোধে পবনের গতি।
চরণে চাপিয়ে করে টলমল ক্ষিতি ॥
বিদারিয়া ধরাখণ্ডে অনন্তে কাঁপায়।
হাতে ধরি দিনকরে বগলে ঢাকায় ॥
জলে স্থলে আকাশের শূন্যমাঝে তুলে।
ঘটায় প্রলয়কাণ্ড প্রকৃতির কোলে ॥
বিনাশে বিধির বিধি, বিধি বিপর্য্যয়।
প্রভুর কর্ম্মেতে যদি প্রয়োজন হয় ॥
পাকা আমি দাস আমি কাজে কাজে লাগে।
কাঁচাটী যেমন শূন্য অঙ্কের বাঁদিগে ॥
প্রথমের এত বল ভয়ে কাঁপে ধরা।
দ্বিতীয় মদেতে পূর্ণ কাজে কিন্তু মরা ॥
আমি অনর্থের মূল আবরে নয়ন।
মুক্তির পথের কাঁটা বিষম বন্ধন ॥
তিয়াগিলে থালি আমি সব লেঠা যায়।
মায়া-মুগ্ধ-জীবে আমি ছাড়িতে না চায় ॥
এই আমি অহঙ্কার ভ্রম-বিমোচনে।
কি করিলা প্রভুদেব শুন সাবধানে ॥
সাধনভজনকালে যৌবন দশায়।
পুরীমধ্যে দুপুরে যতেক লোক খায় ॥
সবার উচ্ছিষ্ট পাতা মাথায় তুলিয়া।
দিন দিন গঙ্গাকূলে দিতেন ফেলিয়া ॥
ইহাতেও কর্ম্ম তাঁর নহে সমাধান।
অবশেষে করিতেন পরিষ্কার স্থান ॥
উচ্ছিষ্ট ভোজন-পাত্র সাধু মহান্তের।
মার্জ্জনে সাধনা কর্ম্ম করিলেন ঢের ॥
পাইখানা পরিষ্কার করিলা আপনি।
শ্রীকরকমলে নিজে ধরিয়া মার্জ্জনি ॥
ভাল মন্দ উচ্চ নীচ বিচারবিহনে।
সর্ব্ব অগ্রে নমস্কার প্রতি জনে জনে ॥
সরল শিশুর ভাব লইয়া আপনি।
চলিছেন শ্রীবদনে তুঁহু তুঁহু ধ্বনি ॥
প্রত্যক্ষ জননী তাঁর কল্পনার নয়।
লীলাপাঠে বিশেষিয়া পাবে পরিচয় ॥
কালীর সঙ্গেতে তাঁর সম্পর্ক এমন।
দুগ্ধপোষ্য শিশু যেন মায়ের সদন ॥
কালী সকলের মূল সৃষ্টি-প্রসবিনী।
তাঁহার সকলে, তিনি জগৎ-জননী ॥
মঙ্গলরূপিণী আদ্যাশক্তির ইচ্ছায়।
হইতেছে সব কার্য্য যা হয় যেথায় ॥
মানুষচামের থলি, থলির আধারে।
পাইয়া শক্তির শক্তি তবে কার্য্য করে ॥
কুমোরের জোরে, তার চাকের মতন।
ঘুরে গড়ে রকমারি মাটির বাসন ॥
কালীর রাজ্যেতে নাহি অমঙ্গল ঘটে।
অহঙ্কারে জীব-বুদ্ধি ভাল মন্দ রটে ॥
বড়ই বিচিত্র কথা কখন না শুনি।
নন্দনের মন্দ ইচ্ছা করেন জননী ॥

যত্যপিহ কদাচার সন্তান সন্ততি।
মঙ্গল কামনা মার খালি দিবারাতি॥
প্রকৃত জননী কালী কিছু কম নয়।
জীবের ইহাতে নাই তিলার্দ্ধ প্রত্যয়॥
বিশ্বাস ভক্তির তত্ত্ব দিতে জীবগণে।
কি লীলা করিলা প্রভু শুন এক মনে।
শ্রবণ কীর্ত্তনে লীলা করিলে মন্থন।
পাইবে ঔষধি ভব-ব্যাধি-বিনাশন।
এক দিন প্রভুর নিকটে কোন জন।
কথায় কথায় করি কথা উত্থাপন॥
বলিলেন বিশ্বমাতা করুণায় ভরা।
জীবের সুখের জন্যে সৃষ্টিখানি গড়া॥
তদুত্তরে বলিলেন প্রভুদেবরায়।
মায়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম দয়া কিবা তায়॥
আপনার ছেলে পুলে পালেন জননী।
ইহাতে করুণাময়ী কি প্রকারে তিনি॥
বেদবাক্য অল্প কথা, বহু মানে তায়।
তেমতি বৃহৎ অর্থ শ্রীবাক্যে হেথায়॥
বিশেষিয়া প্রভুদেব কন এইখানে।
মা তোমার তুমি মার সন্ধ তায় কেনে॥
ছেলের কল্যাণ চিন্তা আপন ইচ্ছায়।
বলিতে না হয় কিছু নিজে করে মায়॥
জননীরে তিয়াগিয়া কিম্বা রাখি দূরে।
জীবের দুর্গতি মাত্র শুদ্ধ অহংকারে॥
অতি হীনবল জীব সঙ্কীর্ণ আধার।
শক্তি নাই শ্রীপ্রভুর বাক্য বুঝিবার॥
সেই হেতু বিশ্বগুরু প্রভু নারায়ণ।
কাজে কিবা দেখাইলা শুন বিবরণ॥
কি সুন্দর শ্রীপ্রভুর শিখাবার ধারা।
সমনে শুনিলে যায় অহংকার বারা॥
কালীর উপরে হয় বিশ্বাস তখন।
প্রত্যক্ষ উদরে ধরা মায়ের মতন॥
আছিল কুক্কুরী এক পুরীর ভিতরে।
বড় প্রিয় শ্রীপ্রভুর দণ্ডবৎ তারে॥
তদুপরি প্রভুদেব বড়ই সদয়।
শিকায় হাঁড়িতে লুচি থাকিত সঞ্চয়॥
শুন কি হইল পরে সুন্দর ঘটনা।
কুক্কুরী প্রসব করি এক গণ্ডা ছানা॥
কালবশে সুকঠিন রোগের সঞ্চার।
লোকান্তরে গেল দেহ করি পরিহার॥
অনাথ শাবকগুলি মায়ের বিহনে।
অনাহারে এক ঠাঁই রহে রেতে দিনে॥
এক দিন সেই দিকে প্রভুদেবরায়।
করিছেন আগমন আপন ইচ্ছায়॥
নিরখি অনাথনাথে শাবকসকলে।
ছুটিয়া আসিয়া লুটে শ্রীচরণতলে॥
কাঁইকুঁই মুখে শব্দ অব্যক্ত ভাষায়।
জঠর-যাতনা যেন শ্রীপদে জানায়॥
তুষিয়া আশ্বাস বাক্যে শাবকনিকরে।
ধীরি ধারি ফিরিলেন আপন মন্দিরে॥
কিছুক্ষণ পরে তার, কোন এক জন।
প্রভুর নিকটে কহে সবিস্ময় মন॥
কুক্কুরী মরিয়া গেছে প্রসবিয়া ছানা।
আজি কিন্তু দেখি এক অদ্ভুত ঘটনা॥
অপর কুক্কুরী এক তাহার মতন।
তেমতি চেহারা মুখ তেমতি বরণ॥
আসিয়াছে কোথা হ'তে না জানি সন্ধান।
শাবকেরা করিতেছে দুগ্ধ তার পান॥
শুনিয়া বড়ই তুষ্ট প্রভুদেবরায়।
বলিলেন সব হয় শ্যামার ইচ্ছায়॥
জগতে যেখানে আছে যতবিধ প্রাণী।
সকলে সমান চক্ষে দেখেন জননী॥
কালের সৃষ্টির আগে কালীর খাতায়।
বিধিমত আছে লেখা প্রত্যেক পাতায়॥
যতেক ঘটনাবলী হয় সৃষ্টিতলে।
ভূত, বর্ত্তমান কিবা ভবিষ্যৎ কালে॥
সকলের মূল কালী জননী সবার।
মঙ্গলরূপিণী মূর্ত্তি সৃষ্টির আধার॥

এমন আনন্দময়ী মায়ের চেহারা।
দেখিতে না পায় জীবে পথে দিশাহারা॥
দ্বিতীয় নাহিক হেতু, এক হেতু তার।
হীন অহংকার বুদ্ধি লোচন-আঁধার॥
অহংকার কর নষ্ট জগত জননী।
সম্বল কেবল মাত্র চরণ দু'খানি॥
সহজে না ছাড়ে জীবে অহংকার আমি।
প্রভুর বচনে শুন তাহার কাহিনী॥
হীন হেয় পশু জন্ম প্রাণীর ভিতরে।
সেও নাহি ত্যজে আমি,আমি আমি করে॥
দৃষ্টান্তে বাছুর যেন হইয়া প্রসব।
জনমিবা মাত্র করে হাম্‌হা হাম্‌হা রব॥
বয়স হইলে বৃদ্ধি যৌবন দশায়।
ভারবহ কাজে করে নিযুক্ত চাষায়॥
দিনরাতি খাটায় গলায় দিয়া রসি।
ভোজ্য দ্রব্য চুরি খড় ঘাস খোল ভুসি॥
বার্দ্ধক্যেও সেই শ্রম চলে অবিরাম।
যতক্ষণ আছে প্রাণ না পায় ছাড়ান॥
দুরবস্থা একশেষ প্রায় প্রাণনাশ।
আমিত্ব না যায় তবু দেহে করে বাস॥
মরিলে, চামার তার চর্ম্মখানি তুলে।
সতেজ চুনের জল কসে দেয় ফেলে॥
পাকিয়া উঠিলে খাল তুলে পুনরায়।
প্রখর সূর্য্যের তাপে সময়ে শুকায়॥
বিশুষ্ক নীরস যবে হয় একবারে।
ধারাল বাদারি দিয়া খণ্ড খণ্ড করে॥
সবল আঘাতে চর্ম্ম করি পরিসর।
ছাউনি করিয়া বাঁধে ঢাকের উপর॥
ঢাকের বেতের কাঠি তাহার দ্বারায়।
পিটিয়া যখন ঢাক বাজনা বাজায়॥
তখনও না যায় আমি, আমি তায় থাকে।
আঘাতে আঘাতে বাদ্য হাম্ হাম্ ডাকে॥
তবে যবে চর্ম্মকার ল'য়ে ভুঁড়ি আঁত।
পাক দিয়া করে দড়ি, কহে যারে তাঁত॥
সেই অতি শক্ত তাঁত ধুনুরী যখন।
নিজ যন্ত্রে জ্যার মত করি সংযোজন॥
তদুপরি মুদগর প্রহারে মুহুর্ম্মুহু।
তখন ছাড়িয়া আমি, বলে তুঁহু তুঁহু॥
ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি যায় যার।
তথাপিহ দেহ-পাত্রে গন্ধ থাকে তার॥
যে প্রকার উপমায় রশুনের বাটী।
শতবার ধৌত তবু নাহি হয় খাঁটি॥
হাজার মরিলে আমি নিশানা না মুছে।
ছাড়িলে তালের বাগ্‌দ দাগ থাকে গাছে॥
দেহেতে থাকিতে হেন আমিত্বের বাসা।
কাহারও কিছুই নাই কল্যাণের আশা॥
বিধি মতে দেখাইলা প্রভুদেবরায়।
শুন রামকৃষ্ণ লীলা অকিঞ্চনে গায়॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

তৃতীয় খণ্ড ও চতুর্থ খণ্ড।

সিঁতিতে ব্রাহ্ম-সমাজে প্রভুর গমন।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম ॥

বেণীপাল ভাগ্যবান্, জনগণে খ্যাত নাম,
পল্লীগ্রাম সিঁতিতে বসতি।
সুন্দর-আবাস-গৃহ, ব্রাহ্মদল-ভুক্ত তেঁহ,
প্রভুপদে বড়ই পিরীতি ॥
বর্ষে বর্ষে দুইবার, ব্রাহ্মোৎসব ঘরে তাঁর,
বহুভক্তে করে নিমন্ত্রণ।
আজি উৎসবের দিনে, সমাগত বহুজনে,
পরিপূর্ণ উদ্যান-ভবন ॥
ব্রাহ্মগণ সহরের, উৎসবে মিশেছে ঢের,
টের করা সহজে না যায়।
সকলের মুখপাত, শাস্ত্রপাঠী শিবনাথ,
বিদ্যাবল বহু ধরে গায় ॥
সদ্বুদ্ধি সত্ত্বগুণে, প্রভুদেবে বড় মানে,
গুণগ্রাহী যুবক সজ্জন।
স্বভাবতঃ তত্ত্বান্বেষী, সরল সুমিষ্টভাষী,
সৎপথে সদা বিচরণ ॥
উদার সরল-চিত্ত, ব্রহ্মগুণগানে মত্ত,
দিবারাত্র উন্মত্তের প্রায়।
সঙ্গে ব্রাহ্মভ্রাতাগণ, উৎকণ্ঠিত প্রাণ মন,
উপবিষ্ট আছেন সভায় ॥
ফটিকে পিয়াস রাখি, যেমন চাতক পাখী,
ঘন ঘন ঘন পানে চায়।
তেমতি ভক্তের পাঁতি, নিরখে নয়ন পাতি,
যে পথে আসিবে প্রভুরায়।

পান করি কথামৃত, যুড়াবে তৃষিত চিত,
এই সাধ বলবৎ মনে।
নিমন্ত্রণ আছে তাঁর, এই শুভ সমাচার,
সকলেই শুনিয়াছে কানে॥
আশা মন্দ হেলে দুলে, সকল অন্তরে খেলে,
ক্ষণে ফুল্ল ক্ষণে ক্ষুণ্ণ ধারা।
এমন সময় তবে, শুনিতে পাইল সবে,
ফটকেতে শকটের সাড়া॥
শকট হইতে নামি, দেখা দিলা গুণমণি,
বিশ্বস্বামী প্রভু গুণধাম।
নয়ন-আনন্দকর, কি মূরতি মনোহর,
হেরিলে হরয়ে মন প্রাণ।
নয়নের প্রিয় রূপ, রূপহীনে অপরূপ,
স্বরূপ তুলনা তিনি নিজে।
নাহি আর উপমায়, চাঁদই চাঁদের প্রায়,
সরজত্ব কেবল সরজে॥
আঁখির লালসা ঠাম, নিরখিয়া মূর্ত্তিমান,
বিদ্যমান যে ছিল তথায়।
ত্বরান্বিতে চারিধারে, বন্দিয়া বেষ্টন করে,
ভক্তিভরে নমিয়া তাঁহায়॥
প্রতি-অভ্যর্থনাদানে, প্রভুদেব জনে জনে,
পরিতোষ করেন সকলে।
ঘর বার পরিপূর্ণ, চারিদিকে লোকাকীর্ণ,
জনতার কথা কেবা বলে॥
প্রভুর মহিমাভরে, আনন্দ উথলি পড়ে,
আনন্দ-আধার তনুখানি।
মৃদু হাস্য সহকারে, আসন গ্রহণ পরে,
করিলেন অখিলের স্বামী॥
রূপের ঠাকুরে দেখি, সেখানে যতেক আঁখি,
একবারে হয়ে বিমোহন।
নিরখে শ্রীপ্রভুরায়, বিভোর চকোর ন্যায়,
নিশিনাথে করি দরশন॥
রূপের রসের খনি, অতুল শ্রীমুখখানি,
অঙ্গে কোথা শ্রীবয়ান বই।

দেখিনু যা কব খাঁটি, মটা মেঠো মূর্খ বটি,
বাতিকে বাতুল কিন্তু নই॥
বহুভক্ত-সমাগমে, একত্রিত এক স্থানে,
নিরীক্ষণে, লীলায় ঈশ্বর।
আনন্দে উথলা চিতে, সম্বোধিয়া শিবনাথে,
করিলেন পরম আদর॥
অমৃতবরষী ভাষ, শ্রীমুখে মধুর হাস,
সম্ভাষে রসের ঢলাঢলি।
রঙ্গসহ প্রভু কন, দেখিয়া ভক্তের গণ,
অন্তরে অপার কুতুহলী॥
গাঁজাখোরে গাঁজাখোরে, যুটে যদি একত্তরে,
পরস্পরে তুষ্ট যে রকম।
তেমতি ভক্তের ধারা, পায় প্রীতি হৃদি ভরা,
ভক্ত সঙ্গে হইলে মিলন॥
সংসারে নিমগ্ন মন, দেখি যদি কোন জন,
পুরীমধ্যে দারুণসহরে।
দেখিতে তাহারে বলি, পুরীর মন্দিরগুলি,
উদ্দীপনা করিবার তরে॥
বদ্ধ জীব সংসারীরা, কামিনী কাঞ্চনে যারা,
সারা জারা আসক্তির বিষে।
তাদিকে লইতে নাম,বলিলে না পাতে কান,
কথার মধ্যেতে নাহি পশে॥
গৌউর নিতাই তাই, নদীয়ায় দুই ভাই,
যুকতি করিয়া সংগোপনে।
বিষয়ে প্রমত্ত চিতে, হরিনাম বলাইতে,
প্রলোভন দিলা হরিনামে।
মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল,
বল হরি হরি হরি বোল।
সুন্দর বিধান তাঁরি, দেখে সবে বলে হরি,
আর নাহি করে কোন গোল॥
নামের মাহাত্ম্যজোরে, ক্রমশ বুঝিল পরে,
ঝোল কথা নয়নের বারি।
যুবতীর কোল হেথা, ভূমেতে লুটায়ে মাথা,
তাহার উপরে গড়াগড়ি॥

নামের মাহাত্ম্যরাশি, চৈতন্য জানেন বেশী,
বলিতেন প্রচারের কালে।
হরিনাম যেই জন, মুখে করে উচ্চারণ,
সময়ে তাহার ফল ফলে॥
বীজ তোলা ছিল ঘরে, তাহার অনেক পরে,
ভূমিসাৎ হইলে ভবন।
পেয়ে উপযুক্ত স্থল, খাঁটী মাটি তাপ জল,
বীজ করে অঙ্কুর উদ্গম॥
পরে বৃক্ষে পরিণত, শাখাপ্রশাখাদি কত,
অতুল মুকুল সহ ফল।
হরিনামে তেন হয়, সত্যাঙ্কুর যদি নয়,
কালে ফলে, না হয় বিফল॥
ভক্তি-তত্ত্ব বিশেষিয়া, কন প্রভু বিবরিয়া,
মুগ্ধ-মন ব্রাহ্ম-ভক্তগণে।
ভক্তির লক্ষণ রীতি, এক ভক্তি তিন জাতি,
ভিন্ন করে সত্ত্ব রজ তমে॥
সত্ত্বগুণে অতি গুপ্ত, বাহে নাহি কিছু ব্যক্ত,
কর্ম্মমালা গোপনে গোপনে।
রজে আড়ম্বর মেলা, ছটার ঘটার খেলা,
জরাবরি ভারি তমোগুণে॥
তমেতে যদ্যপি জোর, ফিরাইয়া দিলে মোড়,
বেওজর ঈশ্বর সে পায়।
জলন্ত বিশ্বাস তার, তাই করে বলাচার,
অপর নাহিক ভাবে তায়॥
ভক্তের ঈশ্বর লাভ শুনিয়া বর্ণনা।
প্রভুদেবে প্রশ্ন করে ভক্ত এক জনা॥
সুমধুর শ্রীবচনে বিমুগ্ধ অন্তর।
সাকার কি নিরাকার পরম ঈশ্বর?
উত্তর-বচনে প্রভু কন তাঁর প্রতি।
অপরূপ ঈশ্বরের নাহি হয় ইতি॥
জ্ঞানী যাঁরা, যাঁহাদের প্রকৃত গিয়ান।
আমি ও জগৎ মিথ্যা স্বপ্নের সমান॥
জ্ঞান যেথা কিছু নাই একা ব্রহ্ম বিনে
ভগবান নিরাকার হন সেইখানে॥

যেথা ভক্তে জানে আমি বস্তু স্বতন্তর।
পৃথক্ জগৎ এই বিশ্ব চরাচর॥
সর্ব্বশক্তিমান্ সেথা ভক্তের জীবন।
সাকার হইয়া ভক্তে দেন দরশন॥
বেদান্তবাদীরা যত জ্ঞানীর প্রকৃতি।
বিচার সম্বলে পথে করে নেতি নেতি॥
বিচার সহায়ে হয় জ্ঞান বলবৎ।
আমিও যেমন মিথ্যা তেমতি জগৎ॥
সাকার যেখানে, সেথা যুক্তি-তর্ক রোধে।
ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি সে কেবল বোধে॥
কোন্‌খানে নিরাকার সাকার কোথায়।
বিবরিয়া প্রভুদেব কন উপমায়॥
বুঝহ সচ্চিদানন্দ জলধি অপার।
কূল কি কিনারা সীমা কিছু নাহি তাঁর॥
সে জলের কোন অংশ ভক্তি-হিম পেয়ে।
বরফ হইয়া যায় জমাট বাঁধিয়ে॥
জমাট বরফখণ্ড সাকার ধারণ।
ভক্তজনগণে যাহা করে দরশন॥
ভক্তির প্রকৃতি মধ্যে শীতলতা গুণ।
যাহাতে অখণ্ড হন সরূপ-সগুণ॥
জ্ঞানেতে সূর্য্যের তেজ মহাতাপ তায়।
জমাট বরফরূপ সাকার গলায়॥
তখন ঈশ্বর ব্যক্ত আর নাহি রয়।
রূপ গুণ হারাইয়া জলে হন লয়॥
এমত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট করে যেই জন।
বলিতে না পারে কিবা করে দরশন॥
কি বলিবে, কে বলিবে দর্শন চেহারা।
যে বলিবে সেই নাই, তিনি আমি-হারা॥
জীবে হয় আমি-হারা তার বিবরণ।
উপমা সহিত প্রভু এইবারে কন॥
অবিরত একমাত্র বিচারের জোরে।
আমি টামি নাহি থাকে, আমি যায় উড়ে॥
এইখানে প্রভুর উপমা বড় খাসা।
পেঁয়াজে পিঁয়াজ নাই ছাড়াইলে খোসা॥

পঞ্চভূতে গড়া এই শরীর ধারণ।
উপরে বিচিত্র চারু চর্ম্ম আবরণ॥
উন্মোচন কর যদি এই চর্ম্মখানা।
নীচে মাংস শিরা রক্ত দেখে লাগে ঘৃণা॥
মাংস অংশ দিলে বাদ কিবা রহে আর।
নানাবিধ গঠনের কাঠামর হাড়॥
মাঝে মাঝে তার মধ্যে বিবিধ কুঠরি।
কাহে পিত্ত কাহে মূত্র কাহে নাড়ী-ভুঁড়ি॥
একে একে এই সবে করিলে বাহির।
কোথায় বা আমি আর কোথায় শরীর॥
আমাকে খুঁজিতে গেলে শরীরের মাঝে।
দেহ যায়, আমি কোথা, নাহি পাই খুঁজে॥
অতুল উপমা কথা আমি নিরূপণে।
যদি কেহ ভক্তিভরে একমনে শুনে॥
কথার মাহাত্ম্যগুণে হইবে তাহার।
শুদ্ধ চিত্ত পাশ মুক্ত মায়ায় নিস্তার॥
কথার প্রসঙ্গে প্রভু ক্রমে ক্রমে কন।
আমি-হারা যেই জনা তার বিবরণ॥
আমি হারাইয়া কিবা দেখে জ্ঞানী জনা।
কেহ না করিতে পারে তাহার বর্ণনা॥
যে কহিবে সেই নাই গিয়াছেন গ'লে।
নুনের পুতুল সম সাগরের জলে॥
পরে প্রভু কন পূর্ণ-জ্ঞানের লক্ষণ।
হইলে গিয়ান পূর্ণ রহে না বচন।
আমি-রূপ-নুনের পুতুল পূর্ব্বাকারে।
নামিয়া সচ্চিদানন্দ-সাগরের নীরে॥
দ্রবিয়া হইয়া জল জলে যবে মিশে।
জলে নুনে ভিন্ন ভেদ রহে আর কিসে॥
চাষা যবে ক্ষেতে আনে পুকুরের জল।
নালায় জলের শব্দ করে কল্ কল্॥
ক্ষেত নালা পূর্ণ হ'লে পুকুরের সনে।
কলরব সব নষ্ট পূর্ণতার গুণে॥
আমির সম্বন্ধে কথা কন প্রভুরায়।
হাজার বিচার কর আমি নাহি যায়॥
তোমার আমার পক্ষে সেই সে কারণে।
দাস-আমি হওয়া শ্রেয়ঃ ভক্ত-অভিমানে॥
ভক্তের সগুণ ব্রহ্ম, স্বতন্তর দুয়ে।
ভক্তজনে দেন দেখা আকার ধরিয়ে॥
সগুণে প্রার্থনা চলে তাঁহার গোচরে।
নিরগুণে ব্যক্তি নাই কি কহিবে কারে॥
সমাজ-মন্দিরে কর যাঁহাকে প্রার্থনা।
তিনিই সগুণ ব্রহ্ম এই নামে জানা॥
এত বলি প্রভুদেব ব্রাহ্মদের দলে।
তাঁদের গন্তব্য পথ কন খুলে খুলে॥
জগতের গুরু প্রভু অতি দয়াময়।
সে আসে সকাশে তারে বড়ই সদয়॥
জ্ঞানী কি বেদান্তবাদী যেন প্রকৃতির।
তোমরা সে রূপ নহ, ভকত জাতির॥
নাহি ক্ষতি সাকার না লাগে যদি মনে।
শুন তবে এক কথা কই এইখানে॥
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী সর্ব্বশক্তিমান্।
এমন ঈশ্বর তিনি, রহে যদি জ্ঞান॥
প্রার্থনা করিলে তাঁরে করেন শ্রবণ।
সর্ব্বগুণে বিভূষিত ব্যক্তির মতন॥
উদ্দেশ্যসাধনে ইহা যথেষ্ট প্রচুর।
পরম দয়াল তিনি ভক্তির ঠাকুর॥
যেবা যায় ভক্তি-পথ করিয়া আশ্রয়।
সহজে ঈশ্বর লাভ তাহার নিশ্চয়॥
এক জন ব্রাহ্মভক্ত পুছে হেনকালে।
সত্যই কি ঈশ্বরের দরশন মিলে?
যদ্যপি সাক্ষাৎকার হয় তাঁর সনে।
আমরা দেখিতে তবে নাহি পাই কেনে?
সায় দিয়া ব্রাহ্মভক্তে কন প্রভুরায়।
সাধক সত্যই তাঁরে দেখিবারে পায়॥
কুতুহলী প্রশ্নকর্ত্তা পুনঃ প্রশ্ন করে।
কি করিলে তবে তাঁয় দেখা যেতে পারে॥
প্রত্যুত্তর কি সুন্দর প্রভুর তাঁহায়।
রোদন কেবলমাত্র দরশনোপায়॥

ধনের জনের জন্য কাঁদে লোক-জনে।
কে কোথায় কাঁদে দে'খ হরির কারণে॥
শিশু ছেলে চুষি লয়ে খেলে যতক্ষণ।
মা করেন রান্না-বান্না ঘরের করম॥
চুষিতে অখুসী যবে দূরে ছুড়ে তায়।
মায়ের কারণ শিশু ধূলাতে লুটায়॥
তখনি জননী ছুটে আসে যেথা ছেলে।
মুছায়ে বদনখানি তুলে করে কোলে॥
সেইমত ধন জন কামিনী কাঞ্চন।
বিষয় পিয়াসা আশা দিয়া বিসর্জ্জন॥
যে জন রোদন করে তাঁহার কারণে।
সেই জন সুনিশ্চয় পায় ভগবানে॥
প্রভুদেবে আর প্রশ্ন করে ভক্তবর।
ঈশ্বরে লইয়া কেন এত মতান্তর?
নানা মত নানা তর্ক নানান বিচার।
কেহ বা সাকার কহে কেহ নিরাকার॥
সাকারবাদীর মধ্যে আশ্চর্য্য কথন।
ভিন্ন ভিন্ন রূপ কহে ভিন্ন ভিন্ন জন॥
যে রূপে যে দেখে তাঁরে, প্রভুর উত্তর।
সেরূপ সে মনে মনে করে নিরন্তর॥
হইলে ঈশ্বর-লাভ ঈশ্বর আপনি।
বুঝাইয়া দেন ভক্তে কি প্রকার তিনি॥
কখন গেলে না তুমি সে পাড়ার ধারে।
কেমনে তাঁহার তত্ত্ব বুঝাব তোমারে॥
শুন এক গল্প কথা অতি মনোরম।
মলত্যাগে কোন স্থানে যায় কোন জন॥
দেখিল তথায় গাছে এক জানোয়ার।
সুন্দর রক্তের মত লাল বর্ণ তার॥
সবিস্ময় মন তেঁহ অন্য জনে কয়।
সে বলিল শাদা সেটি লাল বর্ণ নয়॥
বর্ণের বিবাদে দোঁহে লাল শাদা বলে।
তৃতীয় জনেক তথা যুটে হেনকালে॥
তার দেখা নীল বর্ণ জানোয়ার গাছে।
উচ্চরবে কহে নীল, লাল শাদা মিছে॥
চতুর্থ পঞ্চম পরে উপনীত হয়।
বেগুনে সবুজ বর্ণ তারা দোঁহে কয়॥
পরস্পর মতান্তর মহা গণ্ডগোলে।
সকলেই উপনীত হৈল তরুতলে॥
দৈবযোগে সর্ব্বজনে দেখিবারে পায়।
জনেক মানুষ সেই গাছের তলায়॥
তত্ত্ব জানিবারে তারে করিল জিজ্ঞাসা।
সে কহে আমার এই তরুতলে বাসা॥
জানোয়ার কি প্রকার কিবা বর্ণ তার।
বিশেষিয়া জানি আমি সব সমাচার॥
যেবা যাহা বাখানিছ সব সত্য বটে।
বেগুনে সবুজ শাদা লাল নীল মেটে॥
বহুরূপী জানোয়ার বরণের খাঁই।
ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন বর্ণ, কভু কিছু নাই॥
ঈশ্বরের চিন্তা যেবা দিবানিশি করে।
স্বরূপ বারতা তাঁর সে জানিতে পারে॥
ভাল জানে সেই জন ঈশ্বর কেমন।
নানা রূপে ভাবে যাঁরে দেন দরশন॥
অপরে জানিবে কিসে সত্য সমাচার।
তাহাদের তর্ক দ্বন্দ্ব খণ্ডগোল সার॥
বলিতেন মহাভক্ত কবীর আপনি।
নিরাকার পিতা তাঁর সাকার জননী॥
সকলে বিদিত কথা লিখিত পুরাণে।
রাম-রূপ ধরি কৃষ্ণ তুষে হনুমানে॥
যে রূপ দেখিতে ভক্ত করয়ে কামনা।
সে রূপ ধরেন তিনি, রূপ তাঁর নানা॥
বেদান্তের অনুসারে বিচার যেথায়।
রূপ গুণ নাহি রহে সব উড়ে যায়॥
বিচারের পরিণাম এক ব্রহ্ম ঠিক।
নাম-রূপযুক্ত এই জগৎ অলীক॥
ভক্ত অভিমান মনে রহে যতক্ষণ।
ততক্ষণ ঈশ্বরের রূপ দরশন॥
উপলব্ধি হয় বটে বিচারের মুখে।
ভক্ত-অভিমান ভক্তে দূরে কিছু রাখে॥

কালী কিংবা কৃষ্ণরূপ চোদ্দ পুয়া কেনে।
দূরে তাই ক্ষুদ্র বোধ, এই তার মানে॥
অন্তরে দেখায় সূর্য্যে থালার মতন।
নিকটে যদ্যপি গিয়া কর দরশন॥
তখন দেখিবে হেন প্রকাণ্ড তাহায়।
ধারণা করিতে শক্তি না রবে মাথায়॥
কালী-রূপ শ্যাম-রূপ শ্যাম বর্ণ কেনে।
দূরত্ব বশত সেও অন্য নাহি মানে॥
যেইরূপ দূরস্থিত দীঘির সলিল।
কোথাও দেখায় কালো কোথাও বা নীল
তুলিলে অঞ্জলিমধ্যে দেখিবারে পাই।
অতি স্বচ্ছ নিরমল কোন বর্ণ নাই॥
সেই সে কারণ এক দূর ব্যবধান।
আকাশের নীল বর্ণ হয় দৃশ্যমান॥
প্রভুদেব এইখানে কন তত্ত্বসার।
নিরগুণ ব্রহ্ম, যেথা বেদান্ত-বিচার॥
বলিবারে ব্রহ্মতত্ত্ব বাক্য হয় রোধ।
সমাধিস্থ জনে তাঁরে বোধে করে বোধ॥
তুমি সত্য যতক্ষণ জ্ঞান বলবৎ।
নিশ্চয় বুঝিবে সত্য তেমতি জগৎ॥
তার সঙ্গে ঈশ্বরের সত্য নানা রূপ।
এও সত্য, তাঁরে জানা ব্যক্তির স্বরূপ॥
উপদেশে প্রভুদেব কন এইখানে।
ভাগ্যবান্ পুণ্যবান্ ব্রাহ্মভক্তগণে॥
ভক্তিপথ তোমাদের প্রশস্ত কেবল।
যেই পথাশ্রয়ে ধ্রুব অচিরে মঙ্গল॥
কি ফল? জানিতে চেষ্টা অনন্ত ঈশ্বরে।
পাদপদ্মে সঁপ মন ভক্তিসহকারে॥
এক ঘটি জলে যদি তৃষ্ণা দূর যায়।
পুষ্করেতে কত জল কি ফল মাপায়॥
অর্দ্ধেক বোতলে যদি কাৎ হও ভূমে।
কত মণ আছে মদ শুঁড়ির দোকানে॥
এ হিসাব করিবার কিবা প্রয়োজন।
তুষ্ট থাক লয়ে তুমি নিজের মতন॥

জ্ঞান-পথ কলিকালে কঠিনাতিশয়।
দুর্ব্বল জীবের পক্ষে গন্তব্যের নয়॥
বিষয়-বুদ্ধির লেশ থাকিলে কিঞ্চিৎ।
নাহি হয় সে গিয়ান বুঝিবে নিশ্চিত॥
কখন্ কেমন দশা হয় ব্রহ্ম-জ্ঞানে।
বেদে আছে বিবরণ বিশেষ রকমে॥
শুন কই সাত ভূমি বেদের বচন।
যে যে স্থলে কালে কালে বিচরয়ে মন॥
লিঙ্গ গুহ্য নাভি এই তিনের ভিতরে।
সংসারী লোকের মন অবিরত ঘুরে॥
দিবানিশি চিন্তা যেথা কামিনী কাঞ্চন।
তিনের উপরে আর নাহি উঠে মন॥
হৃদয় চতুর্থ ভূমি মন সেথা যায়।
করে জ্যোতিঃ দরশন অতি চমৎকার॥
প্রথম চৈতন্যোদয় হয় এই ঠাঁই।
সংসারে নীচের দিকে মন নামে নাই॥
মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ যারে কয়।
সেখানে মনের মধ্যে অবিদ্যা না রয়॥
অতিপ্রিয় ঈশ্বরীয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
আন্-কথা লাগে কানে বিষের মতন॥
ষষ্ঠ ভূমি কপালে যখন মন যায়।
ঈশ্বরের রূপ তেঁহ দেখে অনিবার॥
নিরুপম রূপে মুগ্ধ উন্মত্তের ন্যায়।
প্রেমভরে পরশিয়া আলিঙ্গিতে যায়॥
ধরিতে ছুঁইতে কিন্তু না পারে তখন।
তফাতে আটক রাখে এক আবরণ॥
কাঁচ ব্যবধানে যেন লণ্ঠনের গায়।
প্রজ্জ্বলিত মধ্যে আলো পরশ না যায়॥
হেন অবস্থায় যারে তুলে ভগবান্।
তথাপি তাহার কিছু রহে আমি-জ্ঞান॥
শিরোদেশ শেষ ভূমি সপ্তম আধায়।
এখানে উঠিলে বাহ্য একেবারে যায়॥
আদতে হুঁসের লেশ গন্ধ নাহি থাকে।
পড়িয়া পড়িয়া যায় দুধ দিলে মুখে॥

গভীর সমাধিযুক্ত এই ঠাঁই মন।
প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের রূপ করে দরশন॥
সমাধিস্থ অবস্থাতে অবিরত যোগ।
একুশ দিনের বেশী নাহি হয় ভোগ॥
কহিনু জ্ঞানীর পথ কঠিনাতিশয়।
তোমাদের ভক্তি-পথ, জ্ঞান-মার্গ নয়॥
ভক্তিভরে কর ভক্তি-পথে বিচরণ।
এ পথ যেমন ভাল সহজ তেমন॥
পূজা জপ বিষয়াদি কর্ম্মাবলি যত।
সমাধিস্থ হইলে সকল হয় হত॥
করমের আড়ম্বর প্রথমে প্রথমে।
সেদিকে এগুবে যত, তত কর্ম্ম কমে॥
অপর কর্ম্মের কথা রাখ বহুদূরে।
লীলা-গুণগান তাঁর তাও বন্ধ করে॥
দ্বিতীয় খণ্ডের কথা স্মর তুমি মন।
আই করিলেন যবে দেহ বিসর্জ্জন।
তর্পণ করিতে প্রভু যান গঙ্গা-জলে।
অঞ্জলি না হয় বদ্ধ, জল পড়ে গ'লে॥
হইলে ঈশ্বর-লাভ কর্ম্মকাণ্ড নাশ।
উপমা ধরিয়া তত্ত্ব করিতে প্রকাশ॥
তর্পণের কথা তাঁর করিয়া স্মরণ।
ব্রাহ্ম-ভক্তগণে আজি কহেন বর্ণন॥
ব্যাপার দেখিয়া তবে মহাচিন্তা যুটে।
অঞ্জলিতে জলবিন্দু কেন নাহি উঠে॥
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেথা দাদা হলধারী।
ভীতচিতে কারণ জিজ্ঞাসা তাঁয় করি॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া তবে হলধারী কয়।
ইহাই গলিত হস্ত শাস্ত্রের নির্ণয়॥
হইলে ঈশ্বর-লাভ দরশনে তাঁর।
তর্পণাদি কর্ম্মকাণ্ড নাহি রহে আর॥
কর্ম্মনাশ, বিধানে কি যুক্তিমত নয়।
স্বভাবতঃ কর্ম্মনাশ, আপনিই হয়॥
প্রয়াস করিলে পরে কর্ম্ম করিবারে।
অকর্ম্মণ্য অঙ্গ, কর্ম্ম করিতে না পারে॥
বাখানিতে সার তত্ত্ব ধারণা কারণ।
উপমায় দেন প্রভু ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
হই চই কলরব প্রথমে প্রথমে।
সম্মুখে পড়িলে পাতা বহু গোল কমে॥
লুচি আন্ লুচি আন্ শব্দ তুলে খালি।
ভোজন-লালসালুব্ধ ব্রাহ্মণমণ্ডলী॥
লুচিগোছা তরকারি পাতায় যখন।
পূর্ব্বেকার কলরব বারো আনা কম॥
গোল কই পেলে দই প্রায় হয় চুপ্।
মুখেতে কেবল শব্দ রহে সুপ্ সুপ্॥
ভোজন হইলে সাঙ্গ গলায় গলায়।
একবারে রবহীন বেহুঁস নিদ্রায়॥
গৃহস্থের বধূ আর দ্বিতীয় উপমা।
গর্ব্ভবতী হইলে যখন যায় জানা॥
শাশুড়ীর মহানন্দ অন্তরের মাঝ।
বধূর কমিয়া দেয় সংসারের কাজ॥
দশ মাস পরিপূর্ণ হইল যখন।
প্রায় নাহি রহে কর্ম্ম, যে থাকে সে কম॥
প্রসব হইলে কর্ম্ম বন্ধ একেবারে।
এক কর্ম্ম কোলে ছেলে নাড়াচাড়া করে॥
দুর্ব্বোধ্য নিগূঢ় তত্ত্বে সরল উপমা।
কোথাও এমন আর নাহি যায় শুনা॥
শ্রীবদনে বিগলিত হইল যেমতি।
চির-অন্ধ জনে শুনে পায় আঁখিভাতি॥
শুন রামকৃষ্ণপুঁথি মহিমা প্রভুর।
নিশ্চয় হইবে তব চিরতমঃ দূর॥
ক্রমে পরে ব্রাহ্মগণে কন প্রভুবর।
দেহ নাহি রহে প্রায় সমাধির পর॥
কেহ কেহ দেহ-রক্ষা করেন কখন।
উপমায় নারদাদি ঋষিরা যেমন॥
আর গৌরাঙ্গের মত অবতারগণে।
সে কেবল খালি জীব-শিক্ষার কারণে॥
স্বার্থশূন্য এই সব মহাপুরুষেরা।
জীবের মঙ্গল হেতু আত্ম সুখহারা।

দয়ায় পূরিত হিয়া সতত অস্থির।
জীব-দুঃখ-বিনাশনে রাখেন শরীর ॥
হইলে খনন কূপ কোন কোন জনে।
রাখেন কোদাল ঝুড়ি পরম যতনে ॥
পর-উপকার মনে উদ্দেশ্য একক।
যদ্যপি কখন কার হয় আবশ্যক ॥
সামান্য আধার যার দুর্ব্বলাতিশয়।
লোকে শিক্ষা দিতে করে ভয়ঙ্কর ভয় ॥
যেমন হাবাতে কাঠ স্রোতের মাঝারে।
আপনি কেবলমাত্র ভেসে যেতে পারে ॥
লঘুকায় পাখী যদি এসে বসে তায়।
অক্ষম ধরিতে ভার জলে ডুবে যায় ॥
কিন্তু নারদাদি ঋষি মহাবলবান্।
ঠিক যেন বাহাদুরী কাঠের সমান ॥
সহজে ভাসিয়া যায় স্রোতের মাঝারে।
ধরিয়া অসংখ্য প্রাণী পিঠের উপরে ॥
চলিত প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিয়া এখন।
ব্রাহ্মগণে উপদেশে প্রভুদেব কন ॥
সম্বোধিয়া শিবনাথে গুরু-আত্মা জনা।
প্রার্থনায় কেন কর ঐশ্বর্য্য বর্ণনা ॥
মহৈশ্বর্য্যেশ্বর তিনি অখিলের স্বামী।
লক্ষ্মী যাঁর পদ-সেবা করেন আপনি ॥
অনন্ত তাঁহার সৃষ্টি ঐশ্বর্য্য অপার।
তিল আধ বলিবারে শক্তি আছে কার?
পরম আনন্দ হয় দেখিলে তাঁহায়।
সেই সে কারণে মাত্র ভক্তে তাঁরে চায় ॥
কত তাঁর ঘর-বাড়ী কত ধন-জন।
ঐশ্বর্য্য গণনে নাহি কোন প্রয়োজন ॥
নরেন্দ্রে দেখিলে আমি সব ভুলে যাই।
কার ছেলে, কোথা বাড়ী, ক'টি তার ভাই ॥
কিবা কার্য্য করে বাপ কি তার ব্যবসা।
ভ্রান্তেও কখন কিছু না হয় জিজ্ঞাসা ॥
তাই বলি একেবারে দিয়া প্রাণ-মন।
তাঁহার মাধুর্য্য-রস কর আস্বাদন ॥

তবে আর এক কথা কই এইখানে।
একবার ঈশ্বরের রূপ দরশনে ॥
অনুক্ষণ মনে মনে বাড়য়ে লালসা।
অপরূপ লীলা তাঁর দেখিবার আশা ॥
রাবণ-বধের পর রাম পরমেশ।
রাক্ষস-পুরীতে যবে করেন প্রবেশ ॥
রাবণ জননী বৃদ্ধা নিকষা তখন।
প্রাণ-ভয়ে দ্রুতপদে করে পলায়ন ॥
নিরখিয়া লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা কৈল রামে।
নিকষা সভয়ে এত ধায় কি কারণে ॥
পুত্র-পৌত্রশোকাতুরা বৃদ্ধদশা তায়।
তবু এত প্রাণভয়, ছুটিয়া পলায় ॥
আশ্বাসে বৃদ্ধারে করি অভয় প্রদান।
কারণ জিজ্ঞাসা কৈলা রঘুপতি রাম ॥
সবিশেষ কহে বুড়ী যুড়ি দুই কর।
দুর্ব্বাদলশ্যাম-বর্ণ রামের গোচর ॥
শুন শুন ওহে রাম রঘুকুলমণি।
এত দিন ছিনু বেঁচে মহাভাগ্য গণি ॥
যাহাতে এতেক লীলা দেখিনু তোমার।
আরো দেখিবার তরে সাধ বাঁচিবার ॥
লীলা-দরশন-সাধ প্রাণে গুরুতর।
সেই সে কারণে করি মরণের ডর ॥
মধুর প্রভুর কথা উক্ত রসভাষে।
শুনিয়া সকল লোকে মহানন্দে হাসে ॥
সম্বোধিয়া শিবনাথে কন রসময়।
তোমায় দেখিতে ইচ্ছা অতিশয় হয় ॥
শুদ্ধাত্মা দেখিলে হেন হয় অনুভব।
পূর্ব্ব-জনমের যেন বন্ধু তারা সব ॥
পূর্ব্বজনমের কথা করিয়া শ্রবণ।
প্রভুদেবে প্রশ্ন করে ভক্ত এক জন ॥
আনন্দে উথলা হৃদি সীমা নাহি তার।
আপনি কি পূর্ব্বজন্ম করেন স্বীকার?
তত্ত্ব-পিপাসুর প্রতি প্রভুর উত্তর।
হাঁগো আমি শুনিয়াছি আছে জন্মান্তর।

ঈশ্বরের কার্য্যকাণ্ড অনন্ত অপার।
সামান্য বুদ্ধিতে শক্তি নহে বুঝিবার॥
জন্মান্তর স্বীকার করেন মহাজনে।
তাহে আমি অবিশ্বাস করিব কেমনে॥
ঈশ্বরের লীলাকাণ্ড অবোধ্য কেমন।
এই কথা সমর্থনে প্রভুদেব কন॥
তনুত্যাগে যবে ভীষ্ম শরশয্যা-বেশে।
সকৃষ্ণ পাণ্ডবগণ দাঁড়াইয়া পাশে॥
পাণ্ডবেরা বুদ্ধিহারা করে নিরীক্ষণ।
পিতামহ করিছেন অশ্রু বিসর্জ্জন॥
অর্জ্জুন কহেন কৃষ্ণে এ কি চমৎকার।
কহ কৃষ্ণ সমাচার শুনিব ইহার॥
বীর-শ্রেষ্ঠ ভীমবল ভীষ্মদেব যিনি।
ধর্ম্মপর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানী॥
অষ্ট বসুদের মধ্যে বসু এক জন।
আয়ুঃশেষে মায়াবশে করেন রোদন॥
সেই কথা ভীষ্মে গিয়া কন চক্রধর॥
ভীষ্মদেব করিলেন তাহার উত্তর॥
তুমি ভাল জান কৃষ্ণ আমি নহি ভীতু।
চক্ষে জল নহে মম তনুত্যাগ হেতু॥
ভবে যবে দেখি ভাবি ওহে চক্রপাণি।
তুমি হরি ভগবান্ অখিলের স্বামী॥
মঙ্গল কামনা সদা পাণ্ডবের তরে।
সারথির বেশে বহ রথের উপরে॥
তথাপিহ তাহাদের দেখিবারে পাই।
অগণ্য বিপদ্ তার শেষ অন্ত নাই॥
তখন আমার মনে এই স্থির হয়।
তোমার লীলার মর্ম্ম বুঝিবার নয়॥
অবোধ্য তোমার লীলা তুমি যেন হরি।
এই দুঃখে দুনয়নে বহে মোর বারি॥
ঊর্দ্ধগতি দেখি রাত্তি প্রহরেক প্রায়।
আজিকার কথা সাঙ্গ কৈলা প্রভুরায়॥
সমাজ-ভবনে হৈল ভজনার কাল।
বাজিয়া উঠিল বাদ্য খোল করতাল॥
পুণ্যবান্ ভাগ্যবান ব্রাহ্মভক্তগণ।
জনে জনে বন্দি আমি সবার চরণ॥
লইয়া শ্রীপ্রভুদেবে বেড়িয়া আদরে।
আনন্দে হইয়া মত্ত সঙ্কীর্ত্তন করে॥
হরিবোল উঠে রোল ভেদিয়া ভবন।
বড় খুসী প্রতিবাসী গ্রামবাসী জন॥
দলে দলে সংঘোটন উদ্যানমাঝারে।
বৃহৎ উদ্যান-বাটী তাহে নাহি ধরে॥
ভক্তসহ ভগবানে করি দরশন।
সকলে হইল মহা আনন্দে মগন॥
প্রভুর কৃপায় মুক্ত ভবের বন্ধনে।
দরশনে কি ফলিল তারা নাহি জানে॥
রামকৃষ্ণ-লীলাকথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে সহজে যায় ভবসিন্ধু তরি।

তত্ত্বমঞ্জরীতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত হইতে উদ্ধৃত

শ্রীশশী ঠাকুরের মিলন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী। জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ। সবার চরণরেণু মাগে এ অধম॥

রামকৃষ্ণ-লীলাকথা অমৃত-কথন।
মহাসুখে এত দিন শুনাইনু মন॥
এবে বল-বুদ্ধিহারা পরাণ আকুল।
মহতী জলধিলীলা অপার অকূল॥

কিবা কহি কিবা গাই না পাই উপায়।
ঠিক যেন দিশাহারা পথিকের ন্যায়॥
এস বস কণ্ঠে প্রভু বলাও আমারে।
কি লীলা করিলে তুমি আসিয়া আসরে॥
মহৈশ্বর্য্যেশ্বর প্রভু কেমন আশ্চর্য্য।
এবারে নাহিক অঙ্গে কোনই ঐশ্বর্য্য॥
ধরিতে ছুঁইতে কোন দিকে নাহি তাঁয়।
অথচ অদ্ভুত খেলা কৈলা প্রভুরায়॥
গুপ্ত অবতার প্রভু ব্রহ্মসনাতন।
প্রহরীর ছদ্মবেশে ভূপতি যেমন॥
নগর ভ্রমণ করে দুঃখীর চেনা
কাছে দূরে সঙ্গে ফিরে আপনার জনা॥
প্রমাণের হেতু লীলা দেখহ বিশেষ।
ঐশ্বর্য্যবিহীনবেশে প্রভু পরমেশ॥
লোকে জনে অবিদিত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম।
পুণ্যভূমি কামারপুকুরে জন্ম স্থান॥
অতি দুঃখী পিতা মাতা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
সম্পত্তির মধ্যে মাত্র সাত পুয়া জমি॥
গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ভিটা মাটী বাড়ি।
প্রতিবাসী জোলা তাঁতি হীনজাতি হাড়ি॥
মেঠ ঘাসে ছেটে ঘর বাতাসেতে দুলে।
কাঠাময় খালি বাঁশ কাঠের বদলে॥
কাঠে লাগে কড়ি পাতি, অল্প মূলে বাঁশ।
তাই কোন্ বেশি ঘর কাষ্ঠে চলে বাস॥
ভিটার মধ্যেতে নাই প্রসূতি-আগার।
ঢেঁকিশালে জন্ম হয় প্রভুর আমার॥
আপনার বলিতে গ্রামেতে আছে কেবা।
একা ধনী কামারিণী বালিকা-বিধবা॥
লালন-পালন কৈল আনন্দে বিহ্বলা।
গ্রাম্য বালকের সঙ্গে গেল বাল্য-বেলা॥
পাঠশালে বিদ্যার্জ্জন বয়স অধিকে।
লেখা-পড়া হৈল সাঙ্গ লিখিয়া কাঠাকে॥
স্পষ্ট বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বার জড়তা।
তোতলা শ্রীপ্রভু, মুখে কাটা কাটা কথা॥

শ্রীঅঙ্গেতে নাই রূপ বিশেষ এমন।
অবয়বে অতি অল্প স্বরূপ লক্ষণ॥
নয়ন দুখানি টানে ঈষৎ বঙ্কিম।
বাটালিতে কাটা ঠোঁট ঈষৎ রক্তিম॥
বাল্য গেল হৈল যবে আরম্ভ যৌবন।
হীন দাস্যবৃত্তি বেশ পূজারী ব্রাহ্মণ॥
পণ দিয়া হৈল বিয়া আশ্চর্য্য কথন।
তিন শত টাকা কহে কাণা কড়ি কম॥
পশ্চাতে প্রবল অনুরাগের ঝঞ্ঝায়।
উন্মাদ প্রমাদ বাদ যেথায় সেথায়॥
সাধু সন্ন্যাসীর চিহ্ন অঙ্গে মোটে নাই।
সহজ হইতে অতি সহজ গোঁসাই॥
গুরু পিতা কর্ত্তাভাব কিছু নাই মনে।
চিরকাল শিক্ষাপ্রার্থী সকলের স্থানে॥
সকলেই যেন তাঁর শিক্ষকের যোগ্য।
সকলের সন্নিকটে ভাবে অনভিজ্ঞ॥
শিশুর সমান রীতি সরলাতিশয়।
যে যা বলে সকলের কথায় প্রত্যয়॥
শুন দুই এক কথা প্রত্যয়ের কই।
নাহি কিছু মিষ্ট রামকৃষ্ণ কথা বই॥
এক দিন আহার করেন প্রভুবর।
বেলা প্রায় কিছু কম আড়াই প্রহর॥
অর্দ্ধেক আহার সাঙ্গ আর নয় বেশি।
হেনকালে মূত্রবেগ দেখা দিল আসি॥
উঠিয়া অমনি প্রভু বাহিরে যান।
গঙ্গাকূলে যেইখানে ফুলের বাগান॥
বাঁধান পোস্তার কাছে নালা যেইখানে।
শ্রীপ্রভুর মন্দিরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে॥
মূত্রত্যাগে বসিলেন আপনার ভাবে।
বাঁ-পার অঙ্গুলি এক পিঁপিড়ার ডোবে।
পিঁপিড়ার স্বভাব আছয়ে যে রকম।
কোমল অঙ্গুলে নীচে করিল দংশন॥
শ্রীমন্দিরে প্রভুদেব ফিরিয়া আসিলে।
অনুভব কৈলা জ্বালা অঙ্গুলির তলে॥

শশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা জনে জনে।
অঙ্গুলে দংশন কিসে করেছে বাগানে॥
না বুঝিয়া একজন করিল উত্তর।
ওখানে অনেক সাপ ডোবের ভিতর॥
শুনিয়া সে কথা প্রভু বুঝিলা তখন।
তবে ত নিশ্চয় ইহা সাপের দংশন॥
উপায়ের হেতু প্রভু কন সেই জনে।
হইবে সাপের বিষ বিনষ্ট কেমনে॥
প্রত্যুত্তরে প্রভুদেবে কহিল তখন।
বিষে হয় বিষ নষ্ট কহে সাধারণ।
সেই হেতু প্রভুরায় বসিলেন গিয়া।
পূর্ব্ববৎ ডোবেতে অঙ্গুলি ঢুকাইয়া॥
পুনশ্চ দংশন এই মনে মনে আশ।
যাহাতে হইবে গোটা বিষের বিনাশ॥
খরতর ঢালে কর প্রচণ্ড তপন।
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ মলিন বরণ॥
দুই তিন চারি দণ্ড এই মতে কাটে।
হেন কালে শ্রীমনোমোহন গিয়া জুটে॥
না পাইয়া প্রভুদেবে আপন মন্দিরে।
অন্বেষণ হেতু তত্ত্ব করে চারিধারে॥
অবশেষে গঙ্গাকূলে দেখিবারে পায়।
প্রখর প্রচণ্ড রৌদ্রে প্রভুদেবরায়॥
বদনে বিষাদমাখা আছেন বসিয়া।
ডানি হাতে অন্নমাখা গেছে শুকাইয়া॥
দ্রুতগতি উত্তরিয়া তাঁহার গোচর।
কারণ জিজ্ঞাসা করে গৃহী ভক্তবর॥
আদি অন্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি কন।
পিঁপিড়ার কর্ম্ম, নহে সাপের দংশন॥
যেমন পশিল কানে ভকতের বাণী।
তখনি হইলা সুস্থ প্রভু গুণমণি॥
শ্রীমুখ প্রফুল্ল মহা আনন্দের ভরে।
প্রবেশিলা ভক্তসহ আপন মন্দিরে॥
শিশুর অধিক প্রভু সরলাতিশয়।
সকলের বাক্যে তাঁর সমান প্রত্যয়॥
সমাদরে সকলের সম্মান বিহিত
তৃণের অপেক্ষা লঘু স্বভাব চরিত॥
কটু কথা অপরের অঙ্গ-আভরণ।
প্রহার করিলে তবু নহে ক্ষুণ্ণ মন॥
বলিতে বিদরে হৃদি এত সহ্য গুণ।
মথুরের সময়েতে জনেক বামুণ॥
কালীঘাটে করে বাস কালীর পূজারী।
চণ্ডালের অপেক্ষায় অতি কদাচারী॥
তুলনায় অতি মহাপাপী মানে হার।
সহজে বুঝিবে মন শুন সমাচার॥
শ্রীপ্রভুর মহিমার না হয় তুলনা।
জীবের উপরে তাঁর অপার করুণা॥
কোন অবতারে হেন নাহি দেখা যায়।
শ্রীঅঙ্গ-আলয় শুধু পূর্ণ করুণায়॥
মথুর প্রভুর ভক্ত হইবার আগে।
অতিশয় ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা অনুরাগে।
যাইতেন কালীঘাটে এখন তখন॥
করিবারে ইষ্টমূর্ত্তি কালী দরশন॥
প্রতিবারে পূজারী পুরুত যেই জনা।
পাইত বাসনাতীত পূজার লহনা॥
টাকা কড়ি সোনা দানা বিবিধ রকম।
বৎসরে শতেক বার দুর্ম্মূল্য বসন॥
ভাগ্যবান্ মথুর পাইয়া প্রভুদেবে।
কালীঘাটে যাওয়া কিবা মনেও না ভাবে॥
অতি ক্ষতি পূজারীর কিছুই না পায়।
অর্দ্ধেক কমিয়া গেল বৎসরের আয়॥
সেই হেতু প্রভুদেবে দ্বেষ-চক্ষে দেখে।
প্রতিশোধ লইবার সুচেষ্টায় থাকে॥
বিরলে পাইয়া প্রভুদেবে একবার।
শ্রীঅঙ্গ পরশে করে নৃশংস আচার॥
ধিক্ ভক্তি-বিবর্জ্জিত নারকী অধম।
ধিক্ রে চণ্ডালাচার নামের ব্রাহ্মণ॥
ধিক্ তার জীববুদ্ধি কলুষের বাসা।
শতাধিক ধিক্ তার কাঞ্চনের আশা॥

গুণের ঠাকুর মোর জীব-হিত-ব্রত।
সুন্দর কোমল তনু ননীতে গঠিত॥
দীনাচার দীনবেশ কাঙ্গালের বাড়া।
বিনয়াবনত শির স্বভাবের ধারা॥
সরল শিশুর সম নয়ন-রঞ্জন।
দেখিলে আপনি যার পায়ে লুটে মন॥
এমন প্রভুরে মোর ছুঁইল কেমনে।
দ্বেষ-হিংসা-পরবশ চণ্ডাল ব্রাহ্মণে॥
মমতা-বিহীন হৃদে তস্কর যেমন।
বিজনে পথিকে করে পাপ-আচরণ॥
প্রভুর অপার কষ্ট নর-কলেবরে।
অবতরি ধরাধামে জীবের উদ্ধারে॥
বিশেষতঃ এইবারে বিহীন-ঐশ্বর্য্য।
নিরবধি জন্মাবধি দুরসহ সহ্য॥
জয় জয় দীননাথ পতিত-উদ্ধার।
জয় জয় নররূপ গুপ্ত অবতার॥
মধুর মূরতি জয় নয়ন-রঞ্জন।
কমল জিনিয়া অতি কোমল চরণ॥
ভকত ভ্রমর-চিত্ত বিমোহনকারী।
ভবসিন্ধু-পারাবারে করুণ কাণ্ডারী॥
জয় জয় দীর্ঘ-বাহু আজানুলম্বিত।
বিশাল বলিষ্ঠ বক্ষঃস্থল সুবিস্তৃত॥
জয় জয় বাঁকা-আঁখি আঁখির লালসা।
ভক্তমনবিমোহন কটাক্ষের বাসা॥
রক্তিম অধরদ্বয় পরম শোভার।
জ্ঞান ভক্তি তত্ত্ব উক্তি বর্ণনের দ্বার॥
জয় জয় দীননাথ কাঙ্গালের বাড়া।
দীনতম দীনাচার দীনতায় ভরা॥
জয় সকরুণ হৃদি জীব-দুঃখাতুর।
কলুষ-নাশন-কর্ম্ম দয়াল ঠাকুর॥
জয় জয় মহাবীর ধর্ম্ম সমন্বয়ে।
সাধন ভজন কর্ম্ম দীনের লাগিয়ে॥
জয় জয় সত্য-তত্ত্ব-পথ-প্রদর্শক।
জয় জয় ধর্ম্মদ্বন্দ্ব প্রতিনিবারক॥

জয় জয় বিশ্বগুরু সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা।
যে যেমন পথ-প্রিয় তার তেন নেতা॥
জয় শ্রীচৈতন্যদাতা অজ্ঞাননিবারী।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হৃদয়-বিহারী॥
জয় জয় দয়া নিধি আমি মূঢ়মতি।
প্রায় নিরক্ষর, মূর্খ কিবা জানি স্তুতি॥
মিনতি অভয় পদে এক মাত্র করি।
যে যোনিতে দিও জন্ম তাহে নাহি ডরি
না হয় করিও কৃমি ইচ্ছা যদি মনে।
কিন্তু যেন রহে মতি যুগল চরণে॥
ভক্তিহীন শ্রীচরণে ক'রো না কখন্।
কলুষ-চরিত হেন যদিও ব্রাহ্মণ॥
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত যজ্ঞসূত্রধারী।
তপ-জপ-পরিত্যক্ত পাশব-আচারী॥
জয় জয় শ্যামাসুতা জগৎজননী।
আদ্যাশক্তি গুরুদারা চৈতন্যদায়িনী॥
সিদ্ধি-শান্তিস্বরূপিণী দয়াময়ী নিজে।
সোনার অক্ষরে লেখা চরণ-সরোজে॥
লজ্জাশীলা দ্বিজবালা পবিত্র-জীবন।
শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে গত প্রাণ মন॥
তন্নাম-শ্রবণ-প্রিয়া লীলাপুষ্টকারী।
জীবের কল্যাণচিন্তা দিবাবিভাবরী॥
শ্রীপ্রভুর ভক্তগণে অপার করুণা।
কায়মনোবাক্যে নিত্য মঙ্গল কামনা॥
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী।
জীবে দিতে ভক্তি-তত্ত্ব আপনি ঈশানী॥
জগৎ-জননী-ভাব ভক্তে অতি স্নেহ।
সমভাবে সবে পায় বাদ নাহি কেহ॥
মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী প্রভুর মতন।
বিতরিতে জ্ঞানভক্তি পরম রতন॥
মত্তণত্ববোধহীন প্রায় নিরক্ষর।
কুঞ্চিত মলিন আত্মা পরম পামর॥
সব অপকর্ম্মকৃত নাহি কিছুবাদ।
এমন যে আমি তারও পূরাইলে সাধ॥

লিখাইয়া লীলাগীতি সুধার-ভাণ্ডার।
প্রচারিতে আপনার মহিমা অপার॥
আদিম চরিত্রে মোর হইয়া বিদিতি।
যদি কেহ পড়ে এই রামকৃষ্ণপুঁথি॥
সহজে বিশ্বাস তাঁর হইবে অন্তরে।
গেয়েছিল রামনাম বনের বানরে॥
শ্রীঅঙ্গেতে অত্যাচার লীলা আন্দোলনে।
বড়ই বাজিল আজি বজ্রাধিক প্রাণে॥
সেই হেতু শ্রীচরণে করি' নিবেদন।
পটেতে প্রভুর মূর্তি করি দরশন॥
হেলায় শ্রদ্ধায় কিবা যে করিবে নতি।
তার যেন হয় রামকৃষ্ণপদে মতি॥
একদিকে যেমন জীব পাতকী পামর।
তেমতি শ্রীপ্রভুদেব করুণা-সাগর॥
অপরাধ গ্রহণের না জানেন নাম।
জীবের মঙ্গল চেষ্টা চিন্তা অবিরাম॥
যে কর্ম করিল হেথা চণ্ডাল বামুণ।
মথুরে বলিলে পরে ছুটিত আগুন॥
দুণাক্ষরে একবার ব্যাপার শুনিলে।
কাটিয়া দ্বিজের মুণ্ড খণ্ড করি ফেলে॥
যাহাতে কেহ না কথা শুনিতে না পায়।
শুন তবে কি করিলা প্রভুদেবরায়॥
আদ্যোপান্ত কহি কথা ভাগিনা হৃদয়ে।
বলিলা কব না কারে লহ বলাইয়ে॥
ক্ষমার নাহিক সীমা দয়ার সাগরে।
মান অপমান-ভাবশূন্য একবারে॥
সর্বশক্তিমানের কিছুই শক্তি নাই।
এই ঐশ্বর্য্যের বেশে জগৎ-গোঁসাই॥
তবে এত লোকে প্রভু বিমোহিলা কিসে।
ঐশ্বর্য্যের বলে নয় মাধুর্য্যের রসে॥
শ্রীঅঙ্গেতে মধুরতা এত পরিমাণে।
দেখিলেই মুগ্ধ মন হয় লোক জনে॥
ঐশ্বর্য্যের অবতারে সঙ্গে রহে ভয়।
নিকটে যাইতে শঙ্কা জীবে অতিশয়॥

সে ভাব প্রভুর অঙ্গে লেশ মাত্র নাই।
দীনবেশে দীনভাবে খেলেন গোঁসাই॥
বিদ্যা কিবা ধনমদে মত্ত অহঙ্কারী।
রাখাল বালক কিবা কাঙ্গাল ভিখারী॥
কিবা যজ্ঞসূত্রধারী কুলের ব্রাহ্মণ।
কিবা অতি হীন জাতি হাড়ি শুঁড়ি ডোম॥
কিবা কর্মী কিবা ধর্মী তাপস আচার।
কিবা অতি মহাপাপী পাষণ্ড আকার॥
কিবা নর কিবা নারী নানাবিধ জাতি।
কি লম্পট কি কপট শঠের প্রকৃতি॥
কবা লজ্জাশীলা বালা কুলের ললনা।
কিবা সমাজের হেয় বেশ্যা বারাঙ্গনা॥
সকলেই সমভাবে জুড়ায় অন্তর।
মাধুর্য্যের রসে ভরা প্রভুর গোচর॥
এ যে কি মাধুর্য্য রস বিশ্ব-মনোহরা।
কহিতে নারিনু মন ইহার চেহারা॥
এই মহামিষ্ট রস কিছু বিতরণে।
প্রভুদেব পুষ্টি কৈলা যত ভক্তগণে॥
বিশেষিয়া দেখিবারে পাবে তুমি মন।
শুন রামকৃষ্ণলীলা ভক্ত-সংঘোটন॥
শ্রীপ্রভুর ভক্তগণ আরাধ্য সবার।
মানুষের কিবা কথা পূজ্য দেবতার॥
সহজে না যায় বুঝা মাথায় না আসে।
প্রভুভক্ত দেবতার পূজনীয় কিসে॥
আভাসেতে শুন কথা কই পরিচয়।
বিভূষিত শ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ আলয়॥
যত বিধ দিব্য গুণ দিব্য ভাব রসে।
দিয়া তার কিছু কিছু প্রতি ভক্তে পোষে॥
প্রমাণে প্রভুর বাক্য কর অবধান।
বলিতেন যখন তখন ভগবান্॥
বাহ্যিক গিয়ান-শূন্য আবেশের ঘোরে।
ধরাই নিজের বর্ণ আমি ধরি যারে॥
কুঁচপোকা আরশুলা ধরিয়া যেমন।
ধরায় তাহার অঙ্গে নিজের বরণ॥

কোন্ ভক্ত কিবা ভাবে কি রকমে গড়া।
সে বুঝে স্বেচ্ছায় যাঁরে প্রভু দেন ধরা॥
প্রভুর করুণা যদি সাধ হয় মনে।
জীবন সমান তাঁর ভক্তের চরণে॥
সযতনে রাখিয়া ভকতি প্রীতি মতি।
লুটাও অবনী আশা হবে ফলবতী॥
দ্বিবিধ প্রভুর ভক্ত সংসারী সন্ন্যাসী।
উভয়েই সমস্থানে নাহি কম বেশি॥
উভয়ে ভ্রমরজাতি একই লালসা।
প্রভু পাদপদ্ম-চক্রে যাহে করে বাসা॥
সংসার আশ্রমে নাই করে কোন ক্ষতি।
কেন না প্রভুর পদে অচলা ভকতি॥
ঈশ্বর কটির ভক্ত যে যে ভক্তিমান।
শ্রীঅঙ্গেতে তাহাদের জনমের স্থান॥
বুঝহ কেমন মন কহি উপমায়।
মূল বৃক্ষে যেইরূপ কাণ্ড বাহিরায়॥
অত্যন্ত নিকট তাঁরা নিত্য-সহচর।
কটি মানে এইখানে কাঁকাল কোমর॥
এমন শ্রেণীর ভক্ত প্রভু অবতারে।
দেখা যায় বিজড়িত আছেন সংসারে॥
কৃষ্ণ-সখা মহাবীর পাণ্ডব অর্জ্জুন।
তিয়াগী তপস্বী চেয়ে কিছু নহে ন্যূন॥
সেই হেতু ভক্তমধ্যে নাহি কম বেশি।
সংসারীও সেই স্থানে যেখানে সন্ন্যাসী।
ভক্ত-সংঘোটনে পাবে বিশেষ বারতা।
আসিয়া মিলিল এবে অপরূপ কথা॥
নবীন বালক এক সুন্দর গড়ন।
অঙ্গময় কান্তিমাখা চম্পক বরণ॥
বয়স বিশের মধ্যে আর নয় বেশি।
সেবা ভক্তি প্রিয় তেঁহ কুমার সন্ন্যাসী॥
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম শশী নাম তাঁর
শুদ্ধ সত্ত্ব দিব্যভাবে পূরিত আধার॥
তেজে পূর্ণ শরীরের প্রতি পরমাণু।
দ্বৈতভাববিবর্জ্জিত অকলঙ্ক তনু॥

দেহেতে ইন্দ্রিয়গণ সকলেই মরা।
জীতেন্দ্রিয় সত্যবাদী স্বভাবের ধারা॥
উচ্চমতি ধর্ম্মোন্নতি ন্যায়-পরায়ণ।
সরলতাসহকারে তত্ত্ব অন্বেষণ॥
কর্ম্মপ্রিয় কর্ম্মক্ষম কর্ম্মেতে চতুর।
কর্ম্ম আচরিয়া করে কর্ম্মশ্রম দূর॥
বারুদ বহ্নির বলে বন্দুকে যেমন।
সিসার নির্ম্মিত গুলি হয় নির্গমন॥
সেইমত ন্যায় সত্য-বল-সহকারে।
সতত নির্গত বাক্য বদন-বিবরে॥
ন্যায়ের সত্যের ধর্ম্ম করিতে পালন।
প্রাণান্তেও পরাঙ্মুখ না হয় কখন॥
অল্পেও দেখিলে তাঁয় অবহেলে বুঝে।
মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মরাজ বালকের সাজে॥
আধারে গুণের বন বিবেক বিরাগ।
শ্রীগুরু চরণাম্বুজে উগ্র অনুরাগ॥
সৎ বুদ্ধি সহিষ্ণুতা তিতিক্ষা প্রখর।
সারবান সব বৃক্ষ সতেজ সুন্দর॥
প্রফুল্ল পদ্ম দোলা ডগমগ করে।
মূলে ঢালে রস সেবাভক্তির নির্ঝরে॥
স্বভাবতঃ বিভূষিত বহুবিধ গুণে।
উপনীত এইবার লীলার প্রাঙ্গণে॥
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ হয় এ সময়।
উন্নতির গতি কথা কহিবার নয়॥
প্রভুর গণের মধ্যে অত্যুচ্চ শ্রেণীর।
দাস্য-ভাবে সেবাপ্রিয় সেবাকর্ম্মে বীর॥
পাইয়া তাঁহায় প্রভু এত দূর খুসী।
শশীর মিলনে হাতে গগনের শশী॥
শশীর জনমস্থান ঘাটালের কাছে।
জনক জননী দুই বর্ত্তমান আছে॥
পিতা শ্রীপ্রভুর প্রিয় খুব পরিচিত।
ব্রাহ্মণ আচার শক্তি ঋষির চরিত॥
প্রশস্ত অবস্থা নয় মনের মতন।
দুঃখে সুখে যায় দিন গৃহীর যেমন॥

দোঁহে কন্যা কানে কান পূর্ণ আশা মনে।
চাষা যেন চেয়ে থাকে হৈমন্তিক ধানে॥
সেই মত পিতা তাঁর শশী জ্যেষ্ঠ ছেলে।
পাঠপ্রিয় পাঠ-ক্ষম বুদ্ধি মত্তা বলে॥
নেহারিয়া মনে মনে করিয়াছে আশা।
সময়ে হইবে শশী সংসারে ভরসা॥
কেবা কার পিতা মাতা কেবা কার ছেলে
কোথা হ'তে আসে আর কোথা যায় চ'লে॥
অবিরত তৃণবৎ ভাসিতে ভাসিতে।
দিবারাতি সদা গতি সময়ের স্রোতে॥
কান্না হাসি সাথে সাথে বিচ্ছেদ মিলনে
নানাবিধ অবস্থার তরঙ্গ পীড়নে॥
প্রত্যক্ষ দেখিতে যদি সাধ রহে মন।
শ্রবণ কীর্ত্তন কর ভক্ত-সংযোটন॥
জাতিতে মধুপ অলি যদি অন্য স্থানে।
জন্ম'বধি রহে বদ্ধ দৈবের ঘটনে॥
বিষম কারার বাসে মুক্ত যবে কালে।
অন্যত্রে কখন নয় বসে গিয়া ফুলে॥
সেই মত চিরভক্ত প্রভুর আমার।
সেবাভক্তিস্বাদপ্রিয় ব্রাহ্মণ-কুমার॥
মায়িক মায়ের কোলে ছিল এত দিন।
কালেতে পাইয়া পথ হইয়া স্বাধীন॥
মুখে রামকৃষ্ণনাম গুন্ গুন্ রবে।
মজিলেন প্রভুপদ-পঙ্কজ-আসবে॥
সেবা কর্ম্মে সুনিপুণ শশীর মতন।
কোথাও কখন নাহি হয় দরশন॥
পরিহরি আত্মসুখ কিবা রাতি দিবা।
ত্রুটি নাই কোন অংশে সর্ব্বাঙ্গিন সেব
দারুণ নিদাঘকাল খরতর রবি।
ভয়ঙ্কর বেশ যেন প্রলয়ের ছবি॥
বরষে মধ্যাহ্নে বহ্নি দাবাগ্নি সমান।
করে রণ সমীরণ জগতের প্রাণ॥
জ্বলন্ত চিতার মত সমুত্তপ্ত ধরা।
প্রচণ্ড প্রকৃতি [illegible] [illegible] [illegible]॥
প্রাণী সব সুনীরব আতুর পরাণে।
ছায়াশ্রয় করি রয় নিভৃত আশ্রমে॥
এমন সময় এই ব্রাহ্মণ-নন্দন।
বীরের আকৃতি অঙ্গে রবির বরণ॥
লোহিত বদন-বর্ণ অরুণ জিনিয়া।
একবারে দিনকরে জোরে উপেক্ষিয়া॥
দাবাগ্নির মধ্যে যেন বিদ্যুতের বাণ।
ধায় প্রায় যোজনেক নাহিক বিরাম॥
বসনে বরফখণ্ড বাঁধা সযতনে।
সেবিবারে প্রভুবরে বিভু ভগবানে॥
কি জানি এ কোন দেব প্রভু অবতারে।
গায়ে মানুষের ছাল নারি চিনিবারে॥
আগত আসরে লয়ে সেবা আচরণ।
জীবে দিতে সেবা ভক্তি পরম রতন॥
শশীর মতন সেবা কেহ নাহি জানে।
অন্য দেব দেবী যত যে রয় যেখানে॥
শশীর মাহাত্ম্য-কথা কি কহিতে পারি
সেবা-ভক্তি ভাণ্ডারের একক ভাণ্ডারী॥
সেবা-ভক্তি শ্রীপ্রভুর যাহার কামনা।
সে পাবে যদ্যপি করে শশীর সাধনা॥
কলিকালে একমাত্র সেবা আচরণ।
জীবের প্রশস্ত পথ ত্রাণের কারণ॥
এখন যেমন জীব শরীরে দুর্ব্বল।
প্রভুর কৃপায় পথ তেমতি সরল॥
টাকা কড়ি নাহি লাগে প্রভুর সেবায়।
এক পয়সার দ্রব্যে তুষ্ট প্রভুরায়॥
তাহাতেও কাতর হইত যেই জন।
আজ্ঞা তারে অনিবারে ভাঙ্গিয়া দাঁতন
হুঁকায় করিয়া নল বকুল পাতার।
তামাক সাজিয়া দিলে সেবা গ্রাহ্য তাঁর
ইহাতেও বদ্ধজীব স্বীকার না করে।
শুন রামকৃষ্ণলীলা নিস্তারের তরে॥
জীবের শিক্ষার হেতু শ্রীপ্রভুর কাছে
সকল ভাবের লোক বিধিমতে আছে॥

হাজরা প্রতাপচন্দ্র মহাভাগ্যবান্‌।
যেইখানে নরশরীরে প্রভু ভগবান্‌॥
মূর্তিমান অধিষ্ঠান রহে দিবারাতি।
নিরন্তর সেইখানে করেন বসতি॥
হাজরা জাতিতে চাষা বুদ্ধি বড় আন্‌।
নিজে জানে আপনারে অধিক শিয়ান॥
প্রভুর নিকটে তেঁহ থাকে নিরন্তর।
সেই হেতু দশ জনে করে সমাদর॥
আপনার গুণে মান বিচারিয়া মনে।
নানা লোকে নানা আজ্ঞা করে অভিমানে॥
ভূপতির হালে বাস, খায় দাথে থাকে।
ভক্তি-ভক্ত-ভাব যোটে অন্তরে না রাখে॥
দিন দিন আত্ম-সেবা-সুখ বৃদ্ধি পায়।
তামাক খাইবে নিজে, অপরে সাজায়॥
তাহার মনের ভাব বুঝিয়া অন্তরে।
এক দিন রঙ্গপ্রিয় নিজ শ্রীমন্দিরে॥
রঙ্গের কারণ রামকৃষ্ণদেবরায়।
তামাক সাজিতে আজ্ঞা করিলেন তায়॥
করজোড়ে কহে চাষা দীনতার ভাণে।
তামাক সাজিতে আজ্ঞা হইল অধমে॥
এ অঙ্গে পরশ করি শক্তি মোর কিবা।
সে সকল দ্রব্যে হবে আপনার সেবা॥
হাজরা সতর্ক ভাবে থাকে অনুক্ষণ।
কে সাজে তামাক কভু প্রভুর কারণ॥
বাঁ হাতে ধরিয়া হুঁকা গন্ধ পেয়ে ছুটে।
শ্রীমন্দিরে প্রভুদেব তাঁহার নিকটে॥
কিবা দোষ দিবে জীবে হীনবুদ্ধিমতি।
হাজরার হেন ধারা নিত্য যেবা সাথী॥
তামাক খাইতে প্রভু পটু যোটে নন।
দুইবার মাত্র টানা শিশুর মতন॥
খাইতে পিরীতি নাই, তবে হেন কেনে।
ইহার ভিতরে আছে অতি গূঢ় মানে॥
কহাইলে প্রভুদেব পরে কব কথা।
এবে শুন ভক্তদের মিলন বারতা॥

কি সুন্দর ভক্ত সব সঙ্গেতে প্রভুর।
আসিয়া যুটিল এবে শরৎ ঠাকুর॥
সুন্দর যেমন শশী শরৎ তেমতি।
বাল্যাবধি দুই জনে বড়ই পিরীতি॥
উভয়েই লালিত পালিত এক ঠাঁই।
পরস্পর খুড়তাত জেঠতাত ভাই॥
শরৎ সুধীর শান্ত গম্ভীর চেহারা।
যোগী ঋষি তপস্বীর বালকের পারা॥
শশীর সমান বয়ঃ ধর্মের পিয়াসী।
প্রভুর স্বগণমধ্যে কুমার সন্ন্যাসী॥
উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ নয়ন-রঞ্জন।
উচ্চ হৃদে অতভাব নীচে নহে মন॥
বিচিত্র হৃদয়-ক্ষেত্র বড়ই উর্বরা।
বিবেক বিরাগ ত্যাগে স্বভাবতঃ পূরা॥
উপযুক্ত দেখি ক্ষেত্র প্রভু নারায়ণ।
যতনে যোগের বীজ করিলা রোপণ॥
ধ্যান যোগাভ্যাস তাঁর বাড়ে দিনে দিনে।
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর কৃপা-বারিদানে॥
এখন প্রভুর কাছে হয় যাওয়া আসা।
শ্রীমন্দিরে একবারে নিত্য নয় বাসা॥
ইহার অনেক পূর্বে আসে এক জন।
কবিরাজি চিকিৎসায় বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
নানাবিধ ঔষধ বিদিত বিধি মতে।
মহেন্দ্র তাঁহার নাম, পাল উপাধিতে॥
পুরুষানুক্রমে এই চিকিৎসা-পদ্ধতি।
সিঁথিতে বসতবাটী সদ্গোপের জাতি॥
শ্রীপ্রভুর কবিরাজ মহাভাগ্যবান্‌।
যুগল চরণে করি অসংখ্য প্রণাম॥
ব্যবসা চিকিৎসা কিন্তু সরল হৃদয়।
তাঁহার ঔষধে বড় প্রভুর প্রত্যয়॥
ঠাকুরের ভারি কৃপা মহেন্দ্রের প্রতি।
প্রভুতে প্রবলতর অচলা ভকতি॥
রামকৃষ্ণ বিনা তাঁর নাহি অন্য জ্ঞান।
এই নাম তপ জপ, এই মূর্তি ধ্যান॥

ঠাকুরের গুণগাথা শ্রবণ কীর্ত্তনে।
মত্তত্তর কবিরাজ রহে রেতেদিনে॥
যেখানে যাহারে দেখে আপ্ত কিবা পর।
যত্নে আনে যেথা প্রভু রাজ রাজেশ্বর॥
শ্রীপ্রভুর কাছে তাঁর আখ্যা আধ গণ্ডা।
প্রথমতঃ কবিরাজ দ্বিতীয়তঃ পাণ্ডা॥
রামকৃষ্ণভক্ত এক মহাভাগ্যবানে।
হাজির করিয়া দিল প্রভু-বিদ্যমানে॥
গোপাল তাঁহার নাম উপাধিতে সুর।
বয়েসেতে পঞ্চ দশ নহে বহু দুর॥
কাগজের বিকি কিনি আয়ে গুজরান।
চিনিয়াবাজারে এক নিজের দোকান॥
কালে হইয়াছে হারা পত্নী প্রিয়তমা।
সংসারীর সার রত্ন পরাণ-প্রতিমা॥
সর্ব্বদা উদাস মন রহে দুঃখভরে।
কবিরাজ এক দিন বলেন তাঁহারে॥
দক্ষিণসহরে আছে সাধু এক জন।
অবহেলে শান্তি মিলে কৈলে দরশন॥
গোপাল বিশ্বাস সহ আইলা দেখিতে।
শান্তিদাতা রামকৃষ্ণে মহেন্দ্রর সাথে॥
ধরা-ছুঁয়া কিছু নাহি দিলা ভগবান্।
গোপাল সে দিনে কৈল ভবনে পয়াণ॥
পথে কয় কবিরাজে হাস্য সহকার।
ভাল সাধু দেখাইলে ভুলিব না আর॥
তদুত্তরে কবিরাজ কহেন তাহায়।
এক দিনে মহাজনে বুঝা নাহি যায়॥
কিছু কাল বার বার কৈলে দরশন।
অবশ্য পাইবে বার্ত্তা বুঝিবে তখন॥
পর দরশনে আর আসিতে না চায়।
বহু জেদে কবিরাজ আনিল তাঁহায়॥
সে দিনে দেখিলা কিবা শ্রীপ্রভুর ঠাঁই।
যেমন যায় আসে, বন্ধ আর নাই॥
পরিশেষে উদাসীন হইয়া সংসারে।
শ্রীপদ-সেবনে রহে প্রভুর গোচরে॥
সেবা-ভক্তি-প্রিয় তাঁর চরণে প্রণাম।
বয়স্ক সে হেতু বুড় গোপালের নাম॥
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব মহা আড়ম্বরে।
চলিতেছে ক্রমাগত সহর ভিতরে॥
অধিকাংশ মহোৎসব ভক্তের ভবনে।
কখন করেন নিজে কেশব আপনে,,
মহাপূজ্য আমাদের ব্রাহ্মশিরোমণি,
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি॥
কখন আদেশে তাঁর হয় অন্য স্থলে।
শ্রদ্ধাবান্ যেবা কেহ কেশবের দলে॥
শ্রীমণি মল্লিক এক মহা ভাগ্যবান্।
বড়ই সদয় যারে প্রভু ভগবান্॥
নিরাকারবাদী তেঁই ব্রাহ্ম মাত্র নামে।
বড়ই পিরীতি ভক্তি প্রভুর চরণে॥
দক্ষিণসহরে যাত্রা অবিরত তাঁর।
একা নন সঙ্গে ল'য়ে যত পরিবার॥
নন্দিনী নন্দিনী নামে ঘটে ভক্তিভরা।
প্রভুর কৃপায় হয় ধ্যানে বাহ্যহারা॥
মল্লিকের ভাগ্যসীমা কে বলিতে পারে।
প্রভুর গমন যাঁর ঘরে বারে বারে॥
দ্বিতীয় যে জন ব্রাহ্ম বেণী পাল নাম।
সিঁথীতে সহর প্রান্তে বসতির স্থান॥
তৃতীয়ের নাম জ্ঞান, উপাধি চৌধুরী।
উচ্চপদে অভিষিক্ত গণ্য-মান্য ভারি॥
ভিটাবাড়ী শিমুলায় সহর ভিতর।
যেখানে করেন বাস রাম ভক্তবর॥
ব্রাহ্মেরা যেখানে করে যখন উৎসব।
ভক্তিসহকারে তথা আছেন কেশব॥
শ্রীপ্রভুর মহিমার অদ্ভুত ঘটনা।
সযতনে শুন মন করিব বর্ণনা।
রামকৃষ্ণলীলা-কথা অকূল জলধি॥
শ্রবণ-কীর্ত্তনে মথ পাবে নানা নিধি॥
নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম কেশব প্রথমে।
যখন ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত প্রাণে,,

ভক্তিবিবর্জ্জিত ভাব বিশুষ্ক অন্তর,
বহিত বদনে খালি বক্তৃতার ঝড়॥
না মানিয়া শক্তি যবে ব্রহ্মের সাধনা।
সাকার স্বীকারে যবে ষোল আনা ঘৃণা॥
সোপানের আনুকূল্য করি পরিহার।
ত্রিতলে গমনে যবে প্রয়াস তাঁহার॥]
শূন্যে মারিবারে বাণ প্রয়াস যখন।
যা নাই পাইতে যবে করে পরাক্রম॥
না লিখিয়া দাগা মক্স না লিখিয়া পাতা।
টানা লিখিবারে যবে উগ্র একাগ্রতা॥
বিষম ভ্রমের কথা ভ্রম করি দূর।
দেখাইলা সত্য তত্ত্ব দয়াল ঠাকুর॥
অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু গুণধরে।
কতই করিলা কষ্ট কেশবের তরে॥
স্মরণ করহ মন আগেকার কথা।
অক্ষরে অক্ষরে সব হৃদে আছে গাঁথা॥
কোথা বেলঘোরে জয় সেনের বাগান।
হৃদয়ে লইয়া সঙ্গে প্রভুদেব যান॥
জানা-শুনা কিছু নাই কেশবের সনে।
তথাপি চলিলা তথা কৃপা বিতরণে॥
নিজে প্রভু বহু কাল নুয়াইয়া মাথা।
শিখাইলা শ্রীকেশবে প্রণতির প্রথা॥
পীড়িত হইলে তেঁহ শ্রীপ্রভু অস্থির।
ছুটাছুটি যাইতেন কমলকুটীর॥
মা-কালীরে মানসিক হয় ভাব চিনি।
যদবধি নহে সুস্থ আকুল পরাণী॥
রাত্রিকালে নিদ্রা নাই কাতরে কাতরে।
তাঁমার প্রার্থনা কত আরোগ্যের তরে॥]
কেশবের চিত্ত ছিল আগাছার বন।
শ্রীপ্রভুর কৃপাণিতে নন্দন-কানন॥
ফুটিছে এখন তাহে পারিজাত ফুল।[
রূপে গুণে পরিমলে সৌরভে অতুল॥]
সেই বিশ্বগন্ধা ফুল নিজ হাতে তুলি।
কেশব প্রভুর পদে দেন পুষ্পাঞ্জলি॥
এক দিন যেই জন সাকার অর্চ্চনা।
পৌত্তলিক ধর্ম্ম বলি করিতেন ঘৃণা,
তিনিই এখন কিবা আশ্চর্য্য ব্যাপার,
বিকি যান পদমূলে প্রভুর আমার॥
কঠিন তুষারখণ্ড হিমাদ্রির শিরে।
[পতিত পাষাণবৎ অবস্থানুসারে,
পশ্চাতে হইয়া জল মিশে যেন জলে।
বহু দূর-দূরান্তর সাগরের কোলে,
সেই মত শ্রীকেশব হ'য়ে ভক্তিহীন,
পাষাণের মত শক্ত ছিল এত দিন,
ভক্তিতে তরল এবে প্রভুর কৃপায়,
ধৌত করিবারে পড়ে শ্রীপ্রভুর পায়॥
বিবরণে শুন কথা কেশব সজ্জন।
মহাভক্ত শ্রীপ্রভুর সুসরল মন,
শান্তিময় নিকেতন আপনার ধামে,
কমলকুটীর নাম সর্ব্বজনে জানে,
এক দিন প্রভুদেবে পাইয়া তথায়,
আপনার মনোমত বাসনা পূরায়॥
ত্রিতলে যেখানে তাঁর ধিয়ানের ঘর।
পরিপাটী গৃহ সেটি অতি মনোহর॥
নাহি কোন সাড়া-শব্দ বড়ই নির্জ্জন।
[প্রভুকে লইয়া তথা করিলা গমন॥
অতিশয় সংগোপনে কেহ নাহি জানে।
বসাইল প্রভুদেবে সুন্দর আসনে॥
সন্নিকটে পাত্রে পূর্ণ আছে আয়োজন।
বিবিধ জাতীয় ফুল মনের মতন॥
চন্দনে চর্চ্চিত করি চক্ষে জল ঢালি।
প্রভুর চরণে দেন অঞ্জলি অঞ্জলি॥
[পরিশেষে যুক্ত-করে প্রভুদেবে কন।
এ কথা অপরে যেন করে না শ্রবণ॥
প্রভুর তেমন ভাব যেমন বালকে।
পেটের ভিতরে কোন কথা নাহি থাকে।
দাক্ষিণসহরে পরে ফিরিলা যেমনি॥
দেখেন হাজির তথা বিজয় গোস্বামী॥

কুকুরিয়া গুণমণি কহিলেন তাঁয়।
শ্রীমুখে মৃদুল হাসি কিবা শোভা পায়॥
জানি না কেশব কেন পূজিল আমারে।
কুসুম চন্দন দিয়া পায়ের উপরে॥
বুঝিতে প্রভুর লীলা বুদ্ধি হয় হারা।
নিক্ষেপিয়া এক ঢিল লক্ষ পাখী মারা॥
বারতা বুঝিয়া কহে বিজয় গোস্বামী।
পূজিয়া অভয় পদ জিনিলেন তিনি॥
কিন্তু কর্ম্ম আচরিয়া সংগোপনে অতি।
অন্য পরে অনেকের করিলেন ক্ষতি॥
সত্যতত্ত্বরসাস্বাদে কেশবের প্রাণ।
কিন্তু তাঁর দলে ছিল আসক্তির টান॥
এবে কেশবের দল ভেঙ্গে গেছে প্রায়।
সতীত সততঃ পাছে যা আছে তা যায়॥
বিজয়ে কেশবে এবে ভারি মনান্তর।
ইহার ভিতরে আছে কারণ বিস্তর॥
পুঁথিতে বর্ণন তাহা নহে প্রয়োজন।
সংক্ষেপে উভয়ে নাই মনের মিলন॥
কেশবের মনে মনে সাধ উগ্রতর।
বিহার প্রভুর সঙ্গে করে নিরন্তর॥
শ্রীবদন-বিগলিত তত্ত্বসুধাপানে।
চিত্তখানি মত্ত হ'য়ে রহে রাত্রিদিনে॥
ভবনে বাগানে কিবা হেথায় সেথায়।
হৃদয়-রঞ্জন সঙ্গে বেড়িয়া বেড়ায়॥
গঙ্গায় জাহাজে ল'য়ে বিহার কারণ।
একবার কেশবের হয় আয়োজন॥
সঙ্গে আছে শিষ্যগণ পরম পণ্ডিত।
ইদানির নব্য সভ্য সবে সুশিক্ষিত॥
নামে তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, সে জ্ঞান কোথায়।
সকলে সংসারী মাত্র আমাদের ন্যায়॥
কামিনীকাঞ্চন প্রাপ্ত জাগে নিরবধি।
এই ভবসংসারের কারায় কয়েদী॥
তবু মহা ভাগ্যবান্ কেশবের সাথে।
বহুদরশনে মুক্তি নিশ্চয় পশ্চাতে॥

আজি কেশবের সঙ্গে কথোপকথন।
রামকৃষ্ণকথামৃতে আছে যে রকম,
সেইমত কহি শুন আছে যেন দেখা,
কথামৃত পূজনীয় মাষ্টারের লেখা॥
মাষ্টার বলিলে পরে অন্য কেহ নয়।
একক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়॥
একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত প্রভুদেবে কন।
পাওহারি-বাবা নামে সাধু এক জন,
বড়ই মহাত্মা গাজিপুরে থানা তাঁর,
ভক্তিভরে রাখে ঘরে ফটো আপনার॥
ঈষৎ আবেশ অঙ্গে প্রভুর এখন।
এই কথা বার বার করিয়া শ্রবণ,
শ্রীবয়ানে মৃদু হাস্য করিলা উত্তর,
ফটো ছাপ শরীরের যাহা বিনশ্বর॥
তবে আছে এক কথা শুন পরিচয়।
বিভুর বিরাজ স্থান ভক্তের হৃদয়॥
সত্য সর্ব্বভূতে রাজে স্বতঃ ভগবান্।
ভক্তের হৃদয় তবু বিশেষতঃ স্থান॥
উপমায় কন পরে যেন জমিদার।
গোটা জমিদারিমধ্যে অনেক আগার,
তবু প্রীতি রহে তাঁর কোন এক স্থলে।
সর্ব্বদা যেখানে প্রায় দরশন মিলে॥
সেইমত ভক্তদের হৃদয়ের স্থান।
সদা বিরাজিত যেথা রন ভগবান্॥
এইখানে প্রভুদেব কহিলা সঙ্কেতে।
যে রাখে প্রভুর মূর্ত্তি ভক্তির সহিতে,
ঈশ্বরের আবির্ভাব সেই ঠাঁই রহে,
কেন না বিরাজে বিভু তাঁহার শ্রীদেহে॥
শ্রীপ্রভুর দেহখানি দেখিবারে পাই।
ঈশ্বরের বিলাসের সর্ব্বোত্তম ঠাঁই॥
তাহার পশ্চাতে কন প্রভু গুণধাম।
ভিন্ন ভিন্ন নাম গত, সেই একা রাম॥
জ্ঞানিগণে ব্রহ্ম বলে, আত্মা যোগী জনে'
ভক্ত কহে ভগবান্, এক বস্তু তিনে॥

উপমায় এক জন ব্রাহ্মণ যেমন।
পূজারী উপাধি যুক্ত পূজায় যখন॥
রাঁধুনি বামুণ নামে সবে ডাকে তারে।
সেই সে ব্রাহ্মণ যবে পাক কর্ম্ম করে॥
রুটি বিক্রি করে যদি শিরে ল'য়ে ডালা
তখন উপাধি রুটিবিস্কুটওয়ালা॥
কার্য্য অবস্থার ভেদে নাম স্বতন্তর।
কিন্তু সকলের মধ্যে সেই সে ঈশ্বর॥
ভাঙ্গিয়া দিলেন হেথা প্রভু গুণমণি।
সাকার কি নিরাকার, সেই একা তিনি
বিশেষিয়া বলিবারে কহেন এখন।
জ্ঞানী যোগী ভক্ত এই তিনের লক্ষণ॥
জ্ঞানী যিনি তাঁর মুখে নেতি নেতি রব।
জীব ও জগতে কহে মিথ্যা এই সব॥
নাম রূপ স্বপ্নবৎ ভ্রমাত্মক দৃশ্য।
খাঁটি সার বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বস্ব উদ্দেশ্য॥
বিবেক বিরাগে সমে দমে জ্ঞানীবীর।
বিচার সহায়ে করে মনখানি স্থির॥
পশ্চাতে মনের লয়ে সমাধি যখন।
উপলব্ধি ব্রহ্মজ্ঞান তাহার তখন॥
যোগীজনে নিরজনে স্থিরাসন করি।
একমনে ধ্যান চেষ্টা দিবাবিভাবরী॥
বিষয় হইতে মন সংগ্রহ কারণে।
ধিয়ান উদ্দেশ্য, তার অন্য নাহি মানে॥
করগত যবে মন চেষ্টা পরে তার।
পরম আত্মার সঙ্গে যোগ জীবাত্মার॥
ভক্তগণ কি রকম শুন তবে কই।
ভক্তেরা জানে না অন্যে ভগবান্ বই॥
জীবও জগৎ সত্য ভক্তদের মতে।
জগতের স্রষ্টা তিনি, জগৎ তাঁহাতে॥
জীব জন্তু তরু লতা চন্দ্র সূর্য্য জল।
চরাচর বিশ্ব তাঁর ঐশ্বর্য্য কেবল॥
সকলেতে তিনি, সব তাঁহার ভিতরে,
অন্তরে বাহিরে তিনি ব্যাপ্ত চরাচরে,
শান্ত দাস্য নানা ভাবে ভক্ত ভুজে তাঁয়,
চিনি না হইয়া চিনি আস্বাদিতে চায়॥
হইয়া একাগ্র মন ব্রাহ্মভক্তগণ,
অমেয়বরষী কথা করিছে শ্রবণ॥
সুস্থির নীরব সবে মুখে নাই সাড়া।
ফুলে মধুপানে মত্ত যেমন ভ্রমরা॥
নাহি মোটে আগেকার গুন্ গুন্ রব।
বিশেষতঃ তার মধ্যে বিজয় কেশব॥
পোতচক্র গঙ্গাবারি তুফালিয়া যায়।
শুনে কানে তালা মারে এত শব্দ তায়॥
কোথায় আছিল পোত এবে কোন্‌খানে।
অনিমিষে একাসনে কেহ নাহি জানে।
মোহিত দর্শকবৃন্দ দেখে প্রভুবরে।
যাহার যেমন ভাব উদয় অন্তরে॥
কেহ বা দেখিছে তাঁয় মহাত্যাগী যোগী।
কেহবা প্রেমানুরাগী প্রেমিক বৈরাগী॥
কেহ দেখে মহাভক্ত প্রভু ভগবানে।
কিছু না জানেন, এক ভগবান্ বিনে॥
ধন্য শ্রীকেশব ধন্য শিষ্যগণ তাঁর।
সকলেরে ভক্তিভরে বন্দি বারবার॥
পরে প্রভু গুণমণি প্রেমোন্মত্তে কন
ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি তত্ত্বের কথন॥
সকল উড়িয়া যায় করিলে বিচার।
অবস্তু জগৎ জীব, ব্রহ্ম বস্তু সার॥
কিন্তু এক কথা হেথা শুন বিবরণ।
শক্তির রাজ্যেতে তুমি কর্ম্মী যতক্ষণ॥
ধ্যান চিন্তা কর্ম্ম আদি শক্তির ভিতরে।
শক্তি বিনা কর্ম্ম কেহ করিতে না পারে॥
শক্তির এলাকা পারে তাহার গমন।
মন লয়ে সমাধিস্থ হয় যেই জন॥
শক্তির এলাকা তিন সৃষ্টি স্থিতি লয়ে।
সেহেতু শক্তিতে ব্রহ্মে অভেদ উভয়ে॥
শক্তি ছাড়া ব্রহ্ম ইহা হইতে না পারে।
কিবা কথা দিনকর বাদ দিলে করে॥

ভাবিলেই অগ্নি তার সঙ্গে দাহ্য গুণ।
ছাড়িলে দাহিকা শক্তি রহে কি আগুণ ?॥
দোঁহে দোঁহা মিশামিশি একের মতন।
শক্তিহীন ব্রহ্ম নাহি হয় কদাচন॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিন কর্ম্ম যাঁর।
লীলাময়ী আদ্যাশক্তি কালী নাম তাঁর॥
শ্রীকেশব এইখানে পুছে প্রভুদেবে।
কালী করিছেন লীলা কত মত ভাবে ?॥
হাস্যাননে ভগবান্ করেন বাখান।
মহাকালী নিত্যকালী তন্ত্রে যাঁর নাম,,
যখন ছিল না সৃষ্টি চন্দ্র সূর্য্য তারা,
তখন আঁধারময়ী তিনি নিরাকারা॥
শ্যামাকালী তিনি, যাঁর বরাভয় করে।
ভক্তিভরে পূজে যাঁয় গৃহস্থেরা ঘরে॥
ঘোর মন্বান্তর হয় ধরায় যখন।
অতিবৃষ্টি মহামারী দুর্ভিক্ষ ভীষণ,,
যে কালী করেন রক্ষা এমন দুস্তরে,
রক্ষাকালী নাম তাঁর বিদিত সংসারে॥
সংহারকারিণী যিনি ভীমা ভয়ঙ্করা।
ডাকিনী-যোগিনী-ভূত-শিবাসহচরা,,
সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে,
নরহস্তকটিবন্ধ কটিদেশে ঝুলে,,
শবারূঢ়া শব-প্রিয়া শ্মশানবাসিনী,
তিনিই শ্মশানকালী ভীম-নিনাদিনী॥
জান কি মায়ের কর্ম্ম প্রলয়ের পরে।
কুড়িয়া সৃষ্টির বীজ আপনার করে,,
যত্নসহকারে তিনি রাখেন আপনি,
নানা বস্তু রাখে যেন ঘরের গৃহিণী॥
ঘরে যিনি পাকা গিন্নী দূরদর্শী ভারি।
তাঁর অধিকারে থাকে ন্যাতাক্যাতা হাঁড়ি॥
সহস্র পুঁটুলি তায় রহে দ্রব্য নানা।
কোনটিতে বাঁধা আছে সমুদ্রের ফেণা,,
কোনটিতে নীলবড়ী, মৃত্তিকার কুচি,
কোনটিতে লাউ শশা কুমড়ার বিচি,,
সেইমত এইখানে মায়ের ধরণ।
সকল সঞ্চয় পুনঃ সৃষ্টির কারণ॥
প্রসবিয়া জগৎ, মাকালী পুনরায়,
সদা বিরাজিত রহে জগতে হেথায়,,
ঊর্ণনাভি বিস্তারিয়া জাল যেইমত,
সেই সে জালের মধ্যে বসতি সতত,,
সৃষ্টির ঈশ্বর যিনি সৃষ্টিখানি যাঁর।
তিনিই সৃষ্টিতে দুই আধেয় আধার॥
কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কালী, সেই এক জন।
ব্রহ্মোপাধি তাঁর, তিনি নিষ্ক্রিয় যখন॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজে থাকিলেই রত।
তখন তিনিই কালী নামে অভিহিত,,
দোঁহেদোঁহা এক, তত্ত্ব বুঝিবে নিশ্চয়।
নাম রূপ ভেদ মাত্র অন্য কিছু নয়॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি, প্রভুদেবরায়।]
বুঝাইলা যেইরূপ সরল কথায়,,
সহজ উপমা সহ সহজে সরলে,
এমন কোথাও নাই শুনি কোন কালে॥
দুরবোধ্য তত্ত্ব জীবে হইবে বিদিতি।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে রামকৃষ্ণলীলাগীতি॥
রামকৃষ্ণপুঁথি এই রতন-ভাণ্ডার।
সে পাবে তাহাই মনে কামনা যা যার॥

ভক্তের ভজনা।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী। জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী ॥
জয় জয় তোহাকার যত ভক্তগণ। সবার চরণরেণু মাগে এ অধম ॥

অদ্যাবধি যুগে যুগে যত অবতার।
একা রামকৃষ্ণ প্রভু সমষ্টি সবার ॥
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে অবতারগণ।
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পথ কৈলা প্রদর্শন ॥
কোন মতে মুক্তির কারণ একা জ্ঞান।
মুক্তি-মূল ভক্তি কেহ করিলা বাখান ॥
দ্বৈতজ্ঞান ভ্রমাত্মক কহে কোনখানে।
কোন মতে তাহে অতি শ্রেষ্ঠতর মানে ॥
কাহারও সিদ্ধান্ত মুক্তি কর্ম্মের ভিতরে।
কর্ম্ম দিয়া কাট কর্ম্ম নিস্তারের তরে,,
মেঘ দিয়া মেঘ ঠেলি পবন যেমন,
প্রকাশে জলদে ঢাকা চাঁদের কিরণ ॥
কোথাও দিলেন শিক্ষা যত জীবগণে ॥
কলিতে কেবল গতি খালি হরিনামে ॥
কোন অবতারে কহে একা আমি সার।
আমার শরণে মাত্র জীবের উদ্ধার ॥
এরূপে বিভিন্ন ভাবে অবতার দলে।
প্রচলিত নানা মত কৈলা কালে কালে ॥
সর্ব্বসামঞ্জস্যভাব প্রভুর মতন।
কুত্রাপি কোথাও নাহি হয় দরশন ॥
এক ঠাঁই মিলে তাঁর শ্রীকৃষ্ণের সনে।
যেথানে কহেন গীতা পাণ্ডব অর্জ্জুনে ॥
ভক্তমুখে শুনা লেখা গীতার ভিতরে।
যে যে ভাবে ভজে, কৃষ্ণ তেন ভজে তারে॥
প্রভুতে প্রভুরভাব সকল রকম।
সেই তাই পায় যার বাসনা যেমন ॥

দেহখানি শ্রীপ্রভুর সুরম্য বাগান।
ফুলরূপে সব ধর্ম্ম তাহে বিদ্যমান ॥
বিশ্বজননীর বেশে প্রভু আবির্ভাব।
বাহিকে কোমল মৃদু প্রকৃতির ভাব ॥
কিন্তু তাঁর ভিতরের আর অন্য রূপ।
জ্ঞানানন্দ জ্ঞানময় জ্ঞানের স্বরূপ ॥
ত্যাগীশ্বর যোগিশ্বর পুরুষ-প্রধান।
নিরৈশ্বর্য্যে ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ ভগবান্ ॥
ভক্তিমুখ প্রভুদেব ভক্তি-আবরণে।
খেলিলেন ভালমত লীলার প্রাঙ্গণে ॥
সৃষ্টিবেড়া মনখানি জ্ঞানের প্রভায়।
ভক্তিতে গভীর এত পাতালে হারায় ॥
জ্ঞান ভক্তি দুই ভাবে সীমার অতীত।
এদিকে মাধুর্য্যরসে বিশ্ব বিমোহিত,,
নিজে ইষ্ট গুরুবেশে প্রকাশ লীলায়।
শুন রামকৃষ্ণলীলা এ অধম গায়।

এক দিন গিরীশ দেবেন্দ্র দুই জন।
প্রভুর প্রসঙ্গ কথা হয় আলাপন ॥
ভক্তির উচ্ছ্বাসে দোঁহে অতি মাতয়ারা।
প্রভুপদপঙ্কজের নবীন ভ্রমরা ॥
দেবেন্দ্র কহেন আমি শুনিয়াছি কানে।
অপর কোথাও নয় প্রভুর সদনে ॥
হরিনাম মাহাত্ম্যের অতি উচ্চ ফল।
লইলে সমল মন অচিরে নির্ম্মল ॥
শাস্ত্রেও ইহার আছে প্রচুর প্রমাণ।
আগাগোড়া দেয় সাক্ষী আগোটা পুরাণ ॥

বড়ই লাগিল কথা গিরীশের প্রাণে।
বারেক হরির নাম লইলা বদনে॥
কোথায় হইবে নামে অন্তর শীতল।
এখানে ফলিল অতি সুবিষম ফল॥
প্রবেশিলে হলাহল সাপের দংশনে।
যেইমত জ্বলে দেহ, তার শতগুণে,,
উঠিল অসহ জ্বালা গিরীশের গায়,
বারেক বলিয়া হরিনাম রসনায়॥
গিরীশের একটানা প্রবল গিয়ান।
ভবের কাণ্ডারী গুরু যার বিদ্যমান,,
তদুপরি কেন তার হরিনাম বলা,
গুরু নামে অবিশ্বাস, তাই গায়ে জ্বালা॥
গুরু-ইষ্ট ভেদাভেদ জানিবার তরে।
গমন দেবেন্দ্রসহ দক্ষিণসহরে,,
বিরাজেন যেইখানে প্রভু নারায়ণ,
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সন্দেহমোচন॥
তত্ত্ব-কথা উথাপনে অতি মত্ততর।
ভক্তবৃন্দে সুবেষ্টিত প্রভু গুণধর,,
কহিছেন জ্ঞানভক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী,
নিগূঢ় তত্ত্বের সার মধুর কাহিনী॥
বিশ্বাসে অটল গুরু সুমেরু সমান।
সমুজ্জ্বলা গুরুভক্তি হৃদে মূর্ত্তিমান,,
গিরীশ যেমন, হেন প্রভু অবতারে,
দ্বিতীয় কেহই নাই ভক্তের ভিতরে॥
আনন্দের সিন্ধু প্রভু বিশাল আধারে।
তত্ত্ব কথা আন্দোলন পবন সঞ্চারে,,
সুমন্দ খেলিতেছিল আনন্দ-লহরী,
এবে প্রিয়তম ভক্ত শ্রীগিরীশ হেরি,,
উথলিয়া মহানন্দে সুবিস্তৃত কায়,
প্রবল জুয়ার বেগ বহিল তাহায়॥
সাদর সম্ভাবে দিয়া সন্নিকটে স্থান।
বসাইলা প্রিয় ভক্তে প্রভু ভগবান্॥
শ্রীমুখে শুনিতে কথা সন্দেহ-বিনাশে।
ভক্তবর জিজ্ঞাসিল প্রভু পরমেশে,,
আপনার প্রশ্ন যাহা, যাহে মনে খেদ,
গুরু ইষ্ট এক কিংবা তাহে আছে ভেদ॥
সমভাবে সব প্রিয় শ্রীপ্রভুর কাছে।
চলিত প্রসঙ্গে রস-ভঙ্গ হয় পাছে,,
সে সময়ে নাহি দিয়া উত্তর কথায়,
এক টানে কন কথা প্রভু দেবরায়,,
সর্ব্বমনোবিমোহন রসের সাগর,
শ্রোতাদের মনোমত মনস্তৃপ্তিকর,,
ক্রমে পেয়ে অবসর প্রসঙ্গম ঝারে,
কহেন গিরীশচন্দ্রে কথার উত্তরে,,
সুধীর মধুর স্বরে জগৎগোঁসাই,
গুরু ইষ্ট এক বস্তু ভিন্ন ভেদ নাই॥
গুরু ইষ্ট স্বতন্তর সাধারণে জানে।
মন্ত্রদাতা যিনি, তাঁরে গুরু বলি মানে॥
মন্ত্ররূপে মন্ত্রমধ্যে নিবাস যাঁহার।
তিনি ইষ্ট পরা বস্তু সকলের দায়॥
কিন্তু এবে ভক্তবরে কহিলা গোঁসাই।
যেই গুরু সেই ইষ্ট ভিন্ন ভেদ নাই॥
ইহার কারণ কথা শুন কই মন,
রামকৃষ্ণলীলাগাথা অমেয় কথন॥
ভক্তগণ ঈশ্বরের জীবনজীবন।
ভক্তের নিকটে তাঁর রহে না গোপন॥
লীলায় করিয়া রঙ্গ ভক্তদের সনে।
নিজের স্বরূপতত্ত্ব দেন সাধারণে॥
গিরীশের সঙ্গে প্রভু কহি এই কথা।
জগতে দিলেন আজি স্বরূপ-বারতা,,
সঙ্কেতে ইঙ্গিতে নয় প্রত্যক্ষ চাক্ষুষে,
নিজে প্রভু সেই ইষ্ট [illegible]র বেশে॥
গিরীশে দেখায়ে [illegible] নিজের চেহারা।
সঙ্গে আনা আপ্ত [illegible] ভক্তে দিলা ধরা॥
একে ত গিরীশ [illegible] কারে নাহি ডর।
ধরাবেড়া ছাড়ি[illegible]ন নির্ভীক অন্তর॥
হইলেও [illegible] কর্ম্ম স্বেচ্ছা[illegible] করে।
জনগণ সাধারণ সবার গোচরে॥

তদুপরি পাইয়া প্রভুর পরিচয়।
ফিরিলা অপারানন্দে আপন আলয়॥
মদে মত্ত বীরভক্ত ঢালে অনর্গল।
পরম পিয়ারা সুরা বোতল বোতল॥
এবে অতি শোচনীয় সময়ের ধারা।
সাধারণ জনগণ ভক্তিহীন যাঁরা॥
অনেকে প্রভুর নামে করে উপহাস।
রঙ্গসহ শ্রুতিকটু ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষ॥
ভাবী ভক্ত শ্রীপ্রভুর বহু মতিমান্।
লীলাধামে শ্রীপ্রভুর সঙ্গে আগুয়ান॥
চিনিতে অক্ষম অদ্যাপিহ গুণধামে।
তাঁহারাও নানা কথা কন নানা স্থানে॥
গিরীশের ঘরে তার কনিষ্ঠ সোদর।
অতুল তাঁহার নাম সরল অন্তর॥
কোর্টের উকীল তিনি পরম পণ্ডিত।
এখন প্রভুতে তাঁর ভাব বিপরীত॥
গিরীশের মুখে শুনি প্রভুর বারতা।
উপহাস সহ তেঁহ কহে কত কথা॥
ব্যঙ্গ করি প্রভুদেবে রাজহংস কয়।
গিরীশের প্রাণে তাহা সহ নাহি হয়॥
অতুল প্রভুর ভক্ত, এবে এই রীতি।
পরে কি হইল পাবে অপূর্ব্ব ভারতী॥
আমি অতিশয় মূর্খ জান তুমি মন।
শাস্ত্র কিংবা গ্রন্থপাঠ নাহিক কখন॥
ভক্তমুখে একমাত্র আছে মোর শুনা।
ভক্তে করে ঈশ্বরের সাধন ভজনা॥
কিন্তু প্রভু অবতারে দেখিবারে পাই।
ভক্তের ভজনা কৈলা আপনি গোঁসাই॥
ভক্ত বিনা যেন তাঁর কেহ নাহি আর।
তিল অদর্শনে বোধ ত্রিলোক আঁধার॥
অনিবার আঁখিবারি হয় বরিষণ।
আঁখি দুটি বরিষার জলদ যেমন॥
এক দিন প্রভুদেব নিজের মন্দিরে।
বারে অশ্রু গণ্ড বেয়ে নরেন্দ্রর তরে॥
প্রভুর অবশ বড়, নরেন্দ্র এখন।
নিকটে আসেন তাঁর যবে হয় মন॥
শ্রীপ্রভুর ইচ্ছা রহে কাছে নিরন্তর।
নরেন্দ্রর সঙ্গসুখ অতি সুখকর॥
প্রাণাধিক ভালবাসা তাঁহার উপরে।
বিচ্ছেদ বেদনা তাই আঁখি দুটি ঝরে॥
বিষাদিত প্রভুদেবে বিশেষ দেখিয়া।
হাজরা প্রতাপচন্দ্র সন্নিকটে গিয়া,,
জিজ্ঞাসা করিল তাঁয় সমাশ্চর্য্য মন,
কি হেতু নয়নে হয় বারি বরিষণ॥
শ্রীমুখে শুনিয়া সবিশেষ সমাচার।
শান্ত্বনাস্বরূপে কহে প্রভুরে আমার॥
আপনি পুরুষ মুক্ত বিহীন-বন্ধন।
এর জন্য তাঁর জন্ত কান্না কি কারণ॥
সতত বিভোর হ'য়ে আপনা আপনে।
নিশ্চিন্ত থাকুন ব'সে শান্তির নির্ব্বাণে॥
প্রভুর স্বভাব যেন শিশুমতি ছেলে॥
সহজে বুঝেন তাই যেবা যাহা বলে॥
এত বলি পরিহরি নরেন্দ্রের খেদ।
শ্রীদেহ হইতে নিজে হইয়া প্রভেদ॥
আপনা আপনে-গত করেন গমন,
পঞ্চবটমূলে যেথা যোগের আসন॥
কিছু পরে ধীরে ধীরে মন্দিরে ফিরিয়া।
হাজরায় শালা বলি গালাগালি দিয়া,,
বলিলেন প্রভুদেব সকোপ বচন,
আত্মসুখ একেবারে করি বিসর্জ্জন॥
আগোটা জীবনে কষ্ট সহিয়া অপার।
যদি করিবারে পারি পর-উপকার॥
তাহাও আমার পক্ষে অতীব উত্তম।
দয়াময়ী মা আমায় কহিল এখন॥
এত বলি পুনঃ চক্ষে বহে অশ্রুনীর।
নরেন্দ্রের জন্য প্রাণ বড়ই অস্থির॥
ভক্তের ভজনা শ্রীপ্রভুর কি রকম।
শুন মন কিছু তার কহি বিবরণ॥

সাধ বলি, কিন্তু মুখে নাহি যায় বলা,
ভক্তসঙ্গে অবতারে অপরূপ লীলা ॥
বিচিত্র সম্বন্ধ তাঁর ভক্তদের সনে।
কাহিনী যদ্যপি কেহ সবিশ্বাসে শুনে,,
অবহেলে মিলে রামকৃষ্ণভক্তি তার,
রামকৃষ্ণলীলাগীত ভক্তির ভাণ্ডার ॥
সুহৃদ সোহাগা সঙ্গে সুবর্ণ যেমন।
হয় ঢল ঢল কায় জলের মতন,,
লাবণ্য বরণ বৃদ্ধি শতগুণে তায়,
নরেন্দ্রে পাইলে তেন প্রভুদেবরায় ॥
ফুরাতে না চায় কথা নরেন্দ্রর সনে।
প্রভুর বাসনা কথা চলে রেতেদিনে ॥
রঙ্গের তরঙ্গমালা উঠে মাঝে মাঝে।
শুন ভক্তে ভগবান্ কি প্রকারে ভজে ॥
পূর্ব্বজন্মে শ্রীনরেন্দ্র কে ছিলেন তিনি।
স্বভাব-চরিত্র কিবা যাবৎ কাহিনী,,
বিবরিয়া প্রভুদেব করেন বাখান,
নরেন্দ্র তাহাতে মোটে নাহি দেন কান ॥
প্রকাশিতে নিজ লীলা প্রভু নারায়ণ।
কথায় নরেন্দ্রনাথে দেখি অন্যমন,
কহেন সুধীর স্বরে মধুরাতিশয়,,
তোরে না বলিলে কথা জ্বলে ওষ্ঠদ্বয় ॥
প্রভু প্রতি নরেন্দ্রর প্রত্যুত্তর-বাণী।
স্বভাবে নাস্তিক মুই ঈশ্বর না মানি ॥
তোমাকু এ সব কথা শুনিতে না চাই।
অন্তরে এ সব কথা নাহি পায় ঠাঁই ॥
এত বলি উঠিয়া চলিয়া যান ত্বরা।
যেখানে তামাক খায় প্রতাপ হাজরা ॥
প্রভু না ছাড়েন তাঁরে পাছু ধাবমান।
বলিতে বলিতে লীলাতত্ত্বের আখ্যান ॥
দেখ কিবা ভালবাসা ভকতে প্রভুর।
শুনিলে গাইলে লীলা তাপত্রয় দূর ॥
সতত চিন্তিত প্রভু ভক্তের কারণে।
সকলে রাখেন তিনি নয়নে নয়নে ॥
কেবা রহে কোন্‌খানে কেবা কিবা করে
আতঙ্কপূর্ণিত এই সংসার ভিতরে ॥
এক দিন শ্রীমন্দিরে প্রভু গুণমণি।
উপবিষ্ট নিকটে গোলাপঠাকুরাণী ॥
সম্বোধিয়া তাঁহারে শ্রীপ্রভুদেব কন।
দেখ আমি দেখিতেছি যেন নিরঞ্জন,,
পরম সুন্দর অঙ্গ তেজঃপুঞ্জতনু,
খেলিছে শিশুর সম হাতে শর ধনু ॥
বলিতে বলিতে কথা বাহ্য গেল চ'লে।
উদিল অপূর্ব্ব ভাতি শ্রীমুখমণ্ডলে,,
আদিত্য উদয়াচলে উদিলে যেমন,
ভাসে দিশি ধরি এক অপূর্ব্ব বরণ ॥
গভীর ধিয়ানে গত, ধীর স্থির চিত।
যাহার প্রভাবে প্রভু সকল বিদিত ॥
উন্মীলিত আঁখি যেন দৃষ্টি রোধ করে।
মুদিলে বিশাল বিশ্ব চক্ষের উপরে ॥
কিছু পরে ধীরে ধীরে শ্রীদেহে যখন।
আসিতে লাগিল তাঁর দেহ-ছাড়া মন,,
শ্রীঅঙ্গে স্পন্দন-চিহ্ন হইল প্রকাশ.
রসনায় বাহিরায় জড় জড় ভাষ,,
সেই আধ জড় স্বরে কন গুণমণি,
ধ্যানে দরশন যাহা তাহার কাহিনী ॥
ক্রমে ক্রমে বহু পরে আইল চেতন।
এমন সময় দেখা দিল নিরঞ্জন ॥
কুতূহলে গোলাপ-মা জিজ্ঞাসিল তাঁয়।
নিরঞ্জন এতক্ষণ আছিলে কোথায় ॥
সতত সহাস্য-মুখ কহে ভক্তবর।
খেলিতেছিলাম আমি ল'য়ে ধনুঃশর,,
বহুদূরে নির্জ্জনে একাকী উপবনে,,
অবাক্ গোলাপমাতা তাঁহার বচনে ॥
ঈশ্বর-কটীর ভক্ত নিত্যনিরঞ্জন।
রামের অংশেতে জন্ম প্রভুর বচন ॥
লক্ষ্মণ তাহার লেখা তাঁহার স্বভাবে।
বড় প্রিয় অস্ত্র-শস্ত্র সশর গাণ্ডীবে ॥

অপর যতেক পরে পাবে সমাচার।
শুন ভক্ত-সংযোটন অমৃতভাণ্ডার॥
আর দিন শ্রীমন্দিরে প্রভুদেবরায়।
বড়ই চঞ্চল বেলা প্রহরেক প্রায়॥
ইতি উতি নিরীক্ষণ করেন আপনি।
হেনকালে আইলা গোলাপ ঠাকুরানী॥
শ্রীপ্রভু কহেন তাঁয় সমুৎসুক মনে,
কাছে যদু মল্লিকের উদ্যানভবনে,,
যাইতে প্রবল ইচ্ছা, যাইব এখনি
একাকী কেমনে যাই সঙ্গে চল' তুমি॥
দ্রুতপদ-সঞ্চালনে প্রভুর গমন।
পাছুতে গোলাপমাতা শ্রীআজ্ঞা যেমন,,
উত্তরিয়া দেখিলেন প্রভু গুণধর,
নিরজন কক্ষে এক উদ্যানভিতর,,
পূজোপকরণ পূর্ণ আধারে আধারে,
মল্লিকের মাসীমাতা শিবপূজা করে॥
ভক্তিমতী মাসীমাতা ধার্ম্মিক আচার।
নিত্য কর্ম্ম শিবপূজা সহ উপচার॥
আশ্চর্য্য ঘটনা কিবা শুন পরিচয়।
শিবপূজা সেই দিনে আর নাহি হয়॥
নিবেদিতে নৈবেদ্যাদি শিবের স্মরণে।
কেবল প্রভুর মূর্ত্তি খানি পড়ে মনে॥
হৃদয়-অন্তরযামী প্রভুদেবরায়।
এমন সময় গিয়া হাজির তথায়॥
চমকিতা বৃদ্ধা তাঁয় করি দরশন।
পরিহরি পূজা দিল বসিতে আসন॥
আনন্দে মগন মন অতীব কৌতুকে।
ধরিল নৈবেদ্যথাল প্রভুর সম্মুখে॥
শ্রীঅঙ্গে উঠিল তবে আবেশ-লক্ষণ॥
ধীরে ধীরে ক্রমে পরে নৈবেদ্য ভক্ষণ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু লীলার দেবতা।
ভক্ত-সঙ্গে খেলা তাঁর সুমধুর কথা॥
সবিশ্বাসে বারতা শুনহ তুমি মন।
ভক্তির ভাণ্ডার এই ভক্ত-সংযোটন॥

কামারহাটির সেই বৃদ্ধক ব্রাহ্মণী।
প্রভুর প্রদত্ত নাম গোপাল-জননী।
গোপালের-মা বলিয়া সাধারণে বলে।
আজন্ম কাটিল যাঁর সুরধুনীকূলে॥
স্বভাবেতে তিয়াগিনী ঈশ্বরানুরাগে।
সংসারীর গাত্রগন্ধ নারকীয় লাগে॥
সংসারীর দত্তদ্রব্য বিষের মতন।
অতি ঘৃণা সহকারে করে বিসর্জ্জন॥
মায়ের মন্দিরে হেথা পুরীর ভিতরে।
ভক্তিমতী স্ত্রীলোকেরা রহে একত্তরে॥
ভক্তিভক্তভাবে ভক্তি করে পরস্পর।
বারেক গোলাপমাতা কিনিয়া কাপড়,,
পরম যতনে দিল গোপালের মায়,
ভক্তিভরে পদধূলা লইয়া মাথায়।
সংসারী গোলাপমাতা সেহেতু বসন।
গোপনে ব্রাহ্মণী কৈল অন্যে বিতরণ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব জানিয়া বারতা।
শুন কি করিলা খেলা অপরূপ কথা॥
দিনেকে গোলাপমাতা সেবাকর্ম্মে বীর।
মার্জ্জনা করেন প্রাতে প্রভুর মন্দির॥
উপবিষ্ট খট্টায় শ্রীপ্রভু গুণমণি।
হেনকালে দিল দেখা বৃদ্ধক ব্রাহ্মণী॥
প্রভুর হৃদয়খানি অপার সাগর।
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরন্তর॥
দেখি দোহে ভাবাবেশে হইয়া মগন।
গোলাপমাতার স্কন্ধে কৈলা আরোহণ॥
অদূরে দণ্ডায়মানা বৃদ্ধক ব্রাহ্মণী।
অবাক্ হইয়া দেখে আশ্চর্য্য কাহিনী॥
দিব্যকলেবরধারী দেবদেবীগণ।
নৃত্য করে প্রভুদেবে করিয়া বেষ্টন॥
শ্রীপ্রভুদেবের ভাবাবেশ অবসানে।
বসিলেন পুনঃ খাটে বিশ্রামের স্থানে॥
ব্যাপার দেখিয়া চক্ষে বৃদ্ধক ব্রাহ্মণী।
কাটে দিন মৌনভাবে মুখে নাহি বাণী॥

সে দিনে গোলাপ মাতা আহারে যখন ॥
ব্রাহ্মণী নিকটে তাঁর করি আগমন ;
তাড়াতাড়ি প্রসাদ কাড়িয়া ল'য়ে খায় ;
দুনয়নে বারিধারা বক্ষঃ ভেসে যায় ॥
উচ্ছ্বাস অন্তরে কহে গদগদ স্বরে।
যাবৎ ঘটনা দেখা প্রভুর মন্দিরে ॥
সংসারী গিয়ানে ভক্তে করিয়াছে ঘৃণা।
সেহেতু মাগেন অপরাধের মার্জ্জনা ॥
ঢিল দিয়া ঢিল ভাঙ্গা প্রভুর কেমন।
শুন লীলা ভবসিন্ধু পারের কারণ ॥
সন্ন্যাসী বলিলে মনে যেন হয় মন ॥
ভস্মমাখা জটাধারী বাঘের আসন,,
ভিক্ষাবৃত্তি অতিথি সতত ভ্রাম্যমাণ ;
শীতাতপে বরিষায় কষ্ট অবিরাম ॥
কুমার-সন্ন্যাসী নামে গায় যাঁয় পুঁথি ॥
তাঁহাদের সঙ্গে নাই এ সব প্রকৃতি ॥
বালক বয়েস সবে মা বাপের কোলে।
সামান্য সরল সাদা যেমন সকলে ॥
ভিতরেতে অলৌকিক ভাব বিপরীত।
স্বভাবতঃ প্রভুপদে অপার পিরীত ॥
না দেখিয়া প্রভুদেবে থাকিতে না পারে।
মাঝে মাঝে আসে তাই দক্ষিণ-সহরে ॥
বিদ্যার্জ্জনে উদাসীন ক্রমে ক্রমে হয়।
তেকারণে পিতামাতা কত কটু কয় ॥
প্রভুকেও কহে কটু আসিয়া নিকটে।
ছেলেধরা রীতি তাঁর অপবাদ রটে ॥
আবাসে আটকে কভু রাখে পুত্রগণে।
কখন প্রহার করে নিদারুণ প্রাণে ॥
ভক্তদের পিতামাতা বিষয়ী সকলে।
দিবারাতি এক চিন্তা ধন মান ছেলে ॥
ধর্ম্মের কেমন ভাব কালে প্রচলিত।
সহজে বুঝিবে মন শুন লীলাগীত ॥
হেন বংশে প্রভুভক্ত, উপমার স্থল।
গোময় কুণ্ডেতে যেন প্রফুল্ল কমল ॥
ভক্তবংশে প্রভুভক্ত যাদের জনম।
এমন প্রভুর ভক্ত অতিশয় কম ॥
একমাত্র বলরাম বসু জমিদার।
দ্বিতীয় তাঁহার মত মেলা অতি ভার ॥
কুটুম্ব বান্ধব ভক্ত আত্মীয় স্বজন।
বহুপূর্ব্বে বলিয়াছি যত বিবরণ ॥
প্রভুভক্ত-চূড়ামণি তাঁহার শ্যালক।
বাবুরাম নামে খ্যাত বয়সে বালক ॥
বাবুরামে প্রভুদেব আপনি গোঁসাই।
ভিক্ষা মাগিলেন তাঁর জননীর ঠাঁই ॥
ভক্তিমতী নিজে বুঝে ভক্তির মরম।
নন্দনে আনন্দ মনে কৈল সমর্পণ ॥
আর এক ভক্তগোষ্ঠী কোন্নগরে ঘর।
শ্রীমনোমোহন মিত্র গৃহী ভক্তবর ॥
রত্নগর্ভা জননীর ভক্তি হৃদে ভরা।
সকলেই ভক্তিমতী যতেক সোদরা ॥
ভগিনীগণের মধ্যে সর্ব্ব উচ্চ স্থান।
রাখাল-বনিতা যার বিশ্বেশ্বরী নাম ॥
অচলা ভকতি তাঁর প্রভুর চরণে।
যখন তখন আসে প্রভুদরশনে ॥
রাখাল বিশাই দুয়ে নিজের প্রভুর।
দিনেকে দুজনে পেয়ে লীলার ঠাকুর,,
জিজ্ঞাসা করিলা দোঁহে সহাস্য আননে,
কাহার বাসনা কিবা আছে মনে মনে ॥
দীন ক্ষীণ মৃদুভাবে কহিল বিশাই।
হৃদয়ে বাসনা মোর কিছুমাত্র নাই ॥
জানিতে বারতা কিবা রাখালের মনে।
প্রভুর কটাক্ষপাত হৈল তাঁর পানে ॥
সঙ্কেতে অঙ্গুলি এক তুলিয়া তখন।
প্রার্থনা করিলা এক পুত্রের কারণ ॥
সত্বর পাইবে পুত্র পূর্ণ হবে সাধ।
এত বলি ঠাকুর করিলা আশীর্ব্বাদ ॥
অবতারে এ লীলায় প্রভু নারায়ণ।
অহেতুক প্রেম যেন কৈলা প্রদর্শন,,

উপমায় তার আর কোথাও না মিলে,
প্রভাবে যাহার, লোকে বাপ মায় ভুলে ॥
প্রেমের ঠাকুর প্রভু প্রেম ষোল আনা,
লীলার বাজারে এক প্রেম বেচা কেনা ॥
একবারে স্বার্থ-শূন্য শ্রীপ্রভুর প্রেম।
ষোল আনা খাঁটী যেন নিকষিত হেম,,
তাহার বেসাতে ঝরে মাধুর্য্যের রস,
যে যুটে এ হাটে হয় শ্রীপ্রভুর বশ ॥
গুরুত্বে কি বিশালত্বে রস পরিমাণে,
তুলনে অপর কিবা বিশ্ব রহে কোণে ॥
পশ্চাৎ লীলায় পাবে পরিচয় তার।
বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমার ॥
বিশ্ব বিমোহিত প্রেমে একবারে গলা।
সার্ব্বভৌম ভাবকান্তি অঙ্গে করে খেলা ॥
রামকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণমধুর।
সমনে শুনিলে হয় ধর্ম্মদ্বেষ দূর ॥

ভক্তাবাসে ভিক্ষালীলা উৎসব সহিত।
চলিতেছে ক্রমাগত না হয় স্থগিত ॥
ভক্তবর শ্রীঅধর সেন মাজিষ্টার।
উৎসব তাঁহার ঘরে হয় বার বার ॥
উৎসবে জনতা বহু লোক সমাগম।
সামান্যে না হয়, তায় ব্যয় বিলক্ষণ ॥
ভাগ্যবান্ যেবা যাঁরে শ্রীপ্রভু সদয়।
তাহার ভবনে প্রভুচন্দ্রের উদয়,,
সঙ্গে যাবতীয় ভক্ত তারকার মালা,
অতীব আনন্দকর মহোৎসব লীলা ॥
ভিক্ষালীলা শ্রীপ্রভুর ল'য়ে ভক্তগণ।
রঙ্গছলে ভক্তসঙ্গে কথোপকথন,,
ইহার ভিতরে আছে উদ্দেশ্য লীলার,
যতনে শুন লীলা পাবে সমাচার ॥
একবার মহোৎসব অধরের ঘরে।
অনেক সম্ভ্রান্তবর্গে একত্রিত করে,,
ইদানীর নব্য সভ্য সবে পাশ করা,
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত তাঁরা ॥
চাটুয্যে বঙ্কিমচন্দ্র পদে মাজিষ্টার।
নব্য সভ্যদের মধ্যে ভারি নাম তাঁর ॥
সবান্ধবে উপনীত আজিকার দিনে।
এক দিকে সমাসীন ব্রাহ্মভক্তগণে ॥
তাঁহাদের মধ্যে বড় মিষ্ট-কণ্ঠ যিনি।
ত্রৈলোক্য সান্যাল নামে সুবিদিত তিনি ॥
দলবল বাদ্যযন্ত্র সঙ্গেতে লইয়া।
শ্রীপ্রভুর প্রতীক্ষায় আছেন বসিয়া ॥
এমন সময় প্রভু দিলা দরশন।
সঙ্গে একা শ্রীপ্রভুর নিত্যনিরঞ্জন ॥
পূর্ব্বাবধি রাখাল আছেন এইখানে।
রাখালে অধরে ভারি ভাব দুই জনে ॥
এবে হইয়াছে প্রায় ছয় দণ্ড রাতি।
তান্ত্রিক কর্ম্মেতে শুভ অমাবস্যা তিথি ॥
প্রভুর আছিল রীতি হেন শুভ দিনে।
ক্রিয়াকাণ্ড আচরণ তান্ত্রিক বিধানে ॥
কি প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড তাহে কিবা হয়।
প্রকাশিতে না পারিনু তার পরিচয় ॥
একবার এক ক্রিয়া প্রত্যক্ষেতে দেখা।
নিকটে কেহই নাই আমি মাত্র একা ॥
আবশ্যক নাই বলা ক্রিয়া সে কেমন।
কপালে সুরার ফোঁটা তাহে প্রয়োজন ॥
সে হেতু কারণ কিছু শিশির ভিতরে।
রাখিতেন সেবকেরা আজ্ঞা অনুসারে ॥
এই দিনে বোতলে কারণ কিছু আছে।
গাত্রবস্ত্র আবরণে সেবকের কাছে ॥
শকট হইতে অবতীর্ণের সময়।
বোতল গাড়ীতে রবে নিরঞ্জন কয় ॥
প্রভু বলিলেন যদি জানে কোচয়ান।
খাইয়া ফেলিবে, নিজে সঙ্গে ক'রে আন।
আজ্ঞামত নিরঞ্জন লুকায়ে বসনে।
বগলে ধরিয়া রাখে অতি সাবধানে ॥

শ্রীপ্রভুর বেশভূষা সজ্জা নিরীক্ষণে।
প্রথমে অবজ্ঞা ভাব বঙ্কিমের মনে ॥

ধন মান বিদ্যামদে হয় যে রকম।
অহংকারে ধরা বোধ সরার মতন॥
শ্রীপ্রভু অন্তরযামী বুঝিয়া অন্তরে।
সাদরেতে সম্ভাষণ করিলেন তাঁরে॥
কি মধুর শ্রীপ্রভুর বাক্যের মাধুরী।
বর্ণে বর্ণে খেলে তায় রসের লহরী।
পরে জিজ্ঞাসিলা তারে গুণধররায়॥
মানুষের কার্য্য কিবা আসিয়া ধরায়॥
উত্তরে মার্জ্জিত বুদ্ধি কহিল বঙ্কিম।
মৈথুন আহার আর নিদ্রা এই তিন॥
অতি ঘৃণাসহকারে প্রভু তাঁয় কন।
সাজে না তোমার মুখে এহেন বচন॥
তুমি ত ছেঁছড়া লোক হীনবুদ্ধি ভারি।
যে কার্য্য করিতে চিন্তা দিবাবিভাবরী,
কিংবা যেই কর্ম্ম নিজে কর আচরণ,
তাহাই সভায় তুমি কৈলে উচ্চারণ॥
উপমা সহিত পরে কহেন ঠাকুর॥
খাইলেই মূলা উঠে মূলার ঢেঁকুর॥
স্বভাব না থাকে ছাপা স্বভাবের জোরে।
উপরেতে উঠে তাই যেমন ভিতরে॥
বঙ্কিমে দেখিয়া প্রভু সলজ্জবদন।
ঈশ্বরীয় কথা পরে কৈলা উত্থাপন॥
তত্ত্বকথা আলাপনে কিছুক্ষণ যায়।
ব্রাহ্মগণে সঙ্গীতে ইঙ্গিত কৈলা রায়॥
একতারা খোল আর করতাল সনে।
সঙ্গীত আরম্ভ কৈলা ব্রাহ্মভক্তগণে॥
একতানে ভক্তিভরে ব্রহ্মগুণগীত।
ত্রৈলোক্যের মিষ্ট কণ্ঠে সকলে মোহিত॥
আবেশের ভরে পরে প্রভুর কীর্ত্তন।
সেই সঙ্গে দিল যোগ যত ভক্তগণ॥
জনমনোবিমোহন নর্ত্তন দেখিয়া।
সকলে প্রভুর পানে আছে নিরখিয়া॥
নাচিতে নাচিতে সঙ্গে নিত্যনিরঞ্জন।
হেনকালে শুন কিবা হইল ঘটন।
সুরার বোতল ছিল তাঁহার বগলে।
পিছলিয়া পড়িল সভার মধ্যস্থলে॥
লুকান লাজের হাঁড়ি ভেঙ্গে গেল হাটে।
বোতলে কি দেখিবারে বহুলোক ছুটে॥
যে আসে জানিতে কাছে মনে করি সন্ধ।
সেই পায় ডিগুপ্তর পাঁচনের গন্ধ॥
শ্রীপ্রভুর লীলাকাণ্ড দেখ তুমি মন।
চকিতে হইল সুরা গুপ্তের পাঁচন॥
পর দিনে কথা ছুটে গেল কানে কানে॥
গিরীশ ঘোষের কাছে তাঁহার ভবনে,
যখন বসিয়া তেঁহ আনন্দে বিহ্বল,
পান করিছেন, কাছে মদের বোতল॥
বারতায় অবিশ্বাস হইল তাঁহার।
যদ্যপিহ নিজে তিনি বিশ্বাসাবতার॥
সন্দেহ হৃদয় মধ্যে হইল যেমন।
শুন কি করিলা খেলা সন্দেহ-মোচন॥
বোতল হইতে তেঁহ যত পাত্র খায়।
সকলেই ডিগুপ্তের গন্ধ বহে তায়॥
সে বোতল রাখিয়া খুলিলা আর অন্য।
তাহাতেও সেই গন্ধ কিছু নাই ভিন্ন॥
শ্রীপ্রভুর রঙ্গ ইহা বুঝিয়া তখন।
সে দিনের মত কৈলা পান সমাপন॥
নানা খেলা মদ লয়ে গিরীশের সনে।
করিলেন প্রভুদেব লীলার প্রাঙ্গণে॥
অপর ঘটনা এক দিন শুন মন।
অগ্র পাত্র প্রভুদেবে কৈল নিবেদন॥
প্রসাদ গ্রহণারম্ভ হয় তার পরে।
বোতল হইল খালি নেশা নাহি ধরে॥
অতি তীব্র তেজস্কর কারণ তাহায়।
চারি আনা পানে অঙ্গে চেতন হারায়॥
অতঃপর খুলিলেন দ্বিতীয় বোতল।
তাহাও লাগিল যেন পুকুরের জল॥
তৃতীয়েও কোন কার্য্য হইল না আর।
উদরে কেবলমাত্র জলের ভাণ্ডার॥

শ্রীপ্রভুর রঙ্গ তবে বুঝিয়া তখন। নানারঙ্গ শ্রীপ্রভুর ভক্তদের সনে।
সে দিনের মত কৈলা কর্ম্ম সমাপন॥ চৈতন্য উদয় হয় শ্রবণ কীর্ত্তনে॥

নীলকণ্ঠের যাত্রা শ্রবণে প্রভুদেবের গমন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী। জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ। সবার চরণরেণু মাগে এ অধম।

পতিত-পাবন-বেশ; পূর্ণ-ব্রহ্ম পরমেশ;
প্রভুদেব অখিলের পতি।
ধরি নর-কলেবর; অবতীর্ণ ধরাপর;
নিবারিতে জীবের দুর্গতি॥
প্রভুর যতেক কর্ম্ম, সকলেই গূঢ় মর্ম্ম;
লীলাধর্ম্ম তাহার ভিতরে।
সহজে না বুঝা যায়; কি হেতু কি কৈলা রায়;
ভক্তসঙ্গে লীলার আসরে॥
সরল ঘটনা যেন; কহি মন শুন শুন;
রামকৃষ্ণলীলা সুমধুর।
যেখানে জনতা বেশী, যাইতে সেথায় খুসি,
আজি কালি লীলার ঠাকুর॥
মাহেশে বল্লভপুরে রথযাত্রা দেখিবারে,
ফি বৎসরে প্রায় আগমন।
ভক্তিশ্রদ্ধা অনুরাগে; পেনেটির চিঁড়া ভোগে;
যেইখানে মহা সঙ্কীর্ত্তন॥
হরিসভা স্থানে স্থানে, সহরে কি পল্লীগ্রামে;
ভিক্ষালীলা ভক্তের আবাসে।
আনন্দে আকুল প্রাণ; ব্রাহ্মদলে যোগদান;
উৎসবে তাঁদের সঙ্গে মিশে॥

যাত্রা কিবা সংকীর্ত্তনে; যেই ভাবে যে রকমে;
হয় কোন ঈশ্বরীয় কথা।
রঙ্গমঞ্চ থিয়েটার, নাট্যশালা অবিস্তার,
বেশ্যা ল'য়ে ব্যবসায় যেথা॥
সহরেতে বারোয়ারি; আড়ম্বর ধুম ভারি;
অগণন লোক যেথা জমে।
যাত্রা নানা বিষয়ক; কৃষ্ণলীলা রামশক;
ক্রমান্বয়ে চলে রেতেদিনে॥
স্থান হাটখোলা নামে; একবার সেইখানে;
বারোয়ারি বিষম ঘটায়।
চৌদিকে ছুটিল কণ্ঠ; ভক্তিমান্ নীলকণ্ঠ;
মনোহর কৃষ্ণলীলা গায়॥
গায়ক প্রভুর বরে; ধন্য ধন্য এ সংসারে,
যাত্রা করে জগতে মোহিত।
শুনিলে পাষাণে জল; শুষ্ককাষ্ঠে উঠে কল;
অমনি সাপিনী ভুলে রীত॥
সম চার শ্রীগোচরে; হাজির হইলে পরে;
শিশুমতি বালক যেমন।
কণ্ঠের শুনিতে গান; সচঞ্চল ভগবান্;
ভক্তগণে বার বার কন॥

পরদিনে প্রাতে যাত্রা; কণ্ঠের শুনিতে যাত্রা;
বারোয়ারি সহরে যেখানে।
আনন্দেতে আটখানা; সঙ্গে ভক্ত কয় জনা;
ভাড়াটিয়া গাড়ী আরোহণে॥
সত্বর তড়িত চেয়ে; বারতা ছুটিল ধেয়ে;
সহরের নানাবিধ স্থলে।
প্রভুভক্ত ভক্তি-অলি; মত্ত অঙ্গ কৌতুহলী;
জুটিতে লাগিলা দলে দলে
কেহ আসরেতে গিয়া; আহ্লাদে আকুল হিয়া;
ভাগ্যবান্ নীলকণ্ঠে কয়।
শ্রবণ-মঙ্গল-বার্ত্তা; শুনিতে এখানে যাত্রা;
আসিছেন প্রভু দয়াময়
ভক্তিবান গায়কের; ভাগ্যের নাহিক টের;
আনন্দে আকুল জড় স্বর।
কহে কর জোড় করি; এ যে স্থান বারোয়ারি;
জনাকীর্ণ ভীষণ আসর॥
নিশ্বাসে গরম স্থান; বহ্নি বহে মূর্ত্তিমান;
চন্দ্রাতপে উর্দ্ধ আবরণ।
প্রতি পরমাণু রুষ্ট; কহে তাঁর হবে কষ্ট;
তিনি অতি যতনের ধন॥
এত বলি সেইক্ষণে; ডাকে কর্ত্তৃপক্ষগণে;
সংগোপনে কহে বিবরণ।
সম্ভাষি বিনয়াচারে; অতীব যতন ভরে;
করিবারে প্রভুর আসন॥
শুনিলে প্রভুর নাম; সকলের ফুল্ল প্রাণ;
কি জানি কি নামের ভিতর।
তখনি রচিল গিয়া; লোকজনে সরাইয়া;
শ্রীপ্রভুর আসন সুন্দর॥
হেন কালে কোন ভক্ত; মধুর রসনা যুক্ত;
দিল ঢালি অমেয় বারতা।
গায়কের সন্নিধান; সমাগত ভগবান্;
বাহিরে ফটক বাঁধা যেথা॥
আসর ত্যজিয়া চলে; বিষম জনতা ঠেলে;
তাড়াতাড়ি গায়ক ব্রাহ্মণ
শ্রীপ্রভুর পদধূলি; মাথায় লইল তুলি;
ভক্তি ভরে করিয়া বন্দন॥
ভক্ত সহ প্রভুরায়; আসরে লইয়া যায়;
নিজে করি বাট পরিষ্কার।
এখন প্রভুর দশা; কিঞ্চিৎ ঈষৎ নেশা;
মৃদু মন্দ আবেশ সঞ্চার॥
নিজাসনে উপবিষ্ট; প্রভুদেব রামকৃষ্ণ,
দুই ধারে ভকতনিকর
ধরণী পরম সুখে; ধরিল নিজের বুকে;
গোলোকের ছবি মনোহর॥
ভাগ্যবান্ অগণন; উপস্থিত লোকজন;
দরশন অনিমিষে করে।
পতিতপাবন হরি; ভবনিধির কাণ্ডারী;
দেহ ধরি ধরার আসরে
পুরাণ গ্রন্থেতে কয়; পুনর্জন্ম নাহি হয়,
বারেক ঈশ্বর দরশনে।
হাজার হাজার আজি; জিনিল জন্মের বাজি,
নিরখিয়া রাজীবচরণে
প্রভু অবতীর্ণ কালে; যেথা সেথা মুক্তি ফলে;
পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যায়।
জলবিন্দু যে প্রকার; আদর নাহিক তার;
অনিবার ঝরে বরিষায়॥
অবসানে বরিষার; এক বিন্দু মেলা ভার;
দুরসাধ্য না হয় অর্জ্জন।
তৃষ্ণা নিবারণ তরে; কে জল খাইতে পারে;
করে করি সরসী খনন॥
মানুষ মায়ার ঘোরে; আসক্তি ছাড়িতে নারে;
নাহি চায় হইতে মোচন।
বিষাধারে কুতুহলে; উঠে ডুবে নাচে খেলে,
বিষে জন্ম কীটেরা যেমন॥
ধন্য রে কালের জীব; প্রভুদরশনে শিব;
অবতীর্ণ দয়াল ঠাকুর।
রামকৃষ্ণলীলা নিধি; মুক্তি মিলে মথে যদি;
হেলায় বন্ধন হয় দুর

লীলাকাণ্ড আজিকার; শুনে বহু ভাগ্য যার;
যাত্রাশালে লোক অগণন।
শ্রীপ্রভুর আগমনে; যাত্রা নাহি কেহ শুনে;
ভগবানে করে নিরীক্ষণ॥
অন্তরে অপার সুখ, উচ্ছ্বাসে প্রফুল্ল মুখ;
লক্ষণ বদনমধ্যে খেলে।
শ্রীপ্রভু আনন্দাধার; যেথানে উদয় তাঁর;
সবে ভাসে আনন্দহিল্লোলে॥
গায়ক সাধক ভক্ত; প্রেমেতে হইয়া মত্ত;
সম্মুখে পাইয়া প্রভুবরে।
ভক্তিমাখা সুরচিত; গায় কৃষ্ণলীলাগীত;
শ্রবণে মোহিত চিত করে॥
নিজাসনে উপবিষ্ট; ছিলা প্রভু রামকৃষ্ণ;
কৃষ্ণকথা করিয়া শ্রবণ।
আবেশে অবশ হৈয়া; উঠিলেন দাঁড়াইয়া;
অঙ্গে নাহি বাহ্যিক চেতন॥
ননীর পুতলি জিনি; তখন শ্রীতনুখানি;
চরণ ধরিতে নারে আর।
কাছে ভক্ত দুই জনে; ধরিলেন সযতনে;
ভাবে মত্ত প্রভুরে আমার॥
আ মরি কি মনোহর; সমাধিস্থ কলেবর;
নিশাকর বদনমণ্ডলে।
অপরূপ শোভা পায়; কিরণ হিল্লোল তায়;
ঝলকে ঝলকে যবে খেলে॥
নিরখি শ্রীমুখইন্দু; অন্তরের প্রেমসিন্ধু;
আধার ছাড়িয়া ছুটে যায়।
তোড়ে ভাসে তার জলে; বহু দূর দূরাঞ্চলে;
দুই কূলে যে রহে যেথায়॥
কত পথ ছুটে ঢেও; সন্ধান না জানে কেও;
বিধির বিধানে নাই লেখা।
মায়া ঈশ্বরের শক্তি; অপার তাঁহার কীর্ত্তি;
লীলার ভিতরে আছে ঢাকা॥
কোথা সূর্য্য কত দূরে; কেমনে বিমানে করে;
লবণাম্বু লইয়া সিন্ধুর।
বিমানে চালিয়ে কল, ফটিক নির্ম্মল জল;
চাতকের তৃষা যাহে দূর॥
ধরার জলধিমালা; শূন্যমার্গে করে খেলা;
ধরিয়া জলদ নামান্তর।
এ বড় বিষম দায়; কিছু নাহি বুঝা যায়;
কেবা কিবা কোথা কার ঘর॥
এক শক্তি মোটে মূলে; কার্য্যেতে ভিন্নান ভুলে
লক্ষ কোটি সৃষ্টি রকমারি।
দুটি বস্তু সম রূপ; বিশ্বমধ্যে অপরূপ;
শক্তির শকতি বলিহারী॥
একে নাহি মিলে অন্য; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন,
তারে গুণে গঠন বরণে।
অবিনাশী যাবতীয়; বিশ্বে নাই শ্রেয়ঃ হেয়;
রূপান্তর গুণান্তর বিনে॥
চতুর্ম্মুখ হরি হর, যে শক্তির আজ্ঞাপর;
হয় লয় যাহার ভিতরে।
সেই শক্তি দিবানিশি; শ্রীপ্রভুদেবের দাসী;
যুক্তকরে লীলার আসরে॥
হেন প্রভু বিশ্বপতি; তাঁহার লীলার গতি;
সাধ্য কার করে নিরূপণ।
আকাশ মাটীর সনে; মিশে গেছে যেইখানে;
সে নয় তাদের আয়তন॥
শ্রীপ্রভুর লীলা-রাজ্য; মহতী অব্যক্তাশ্চর্য্য;
আদি-অন্তবিহীন আভাস।
অবিরত যুক্তকরে; যাবতীয় অকাতরে;
নিরাপদে মধ্যে করে বাস॥
রাজ-রাজ রামকৃষ্ণ; সকলে বিচারে তুষ্ট;
বিবাদ-কলহ-বিভঞ্জন।
যার যাহা অধিকার; তিল নষ্ট নহে কার;
সমভাবে সকলে পালন॥
গোকুল বেদান্ত আদি, যেখানে যাবৎ বিধি;
যত পথ ব্যক্ত চিরকাল।
সকলে ধরিয়া বক্ষে; সমান যতনে রক্ষে;
করিলেন প্রভু ধর্ম্মপাল॥

সমাধিস্থ অবস্থায়; কত কি বিকাশ পায়;
বিশ্বরূপ শ্রীদেহ আধারে।
জানি না সে কোন্ জনা; বুঝে যার অণুকণা;
কেবা কিবা কিবা বলে কারে॥
বদনে অপূর্ব্ব আভা; জনগণমনোলোভা;
শোভা তার না যায় বর্ণন।
বারেক দেখিলে পরে; নয়নে মোহন করে;
মুক্ত আর নহে কদাচন॥
রাঙ্গি এই যাত্রাশালে; সেই ভাতি মুখে খেলে
দেখিতে লোলুপ লোকজনে।
মুখে মুখে কলরব; করিয়া দাঁড়ায় সব,
পতিতপাবন দরশনে॥
দেখিবার গোলযোগে; যাত্রা যায় প্রায় ভেঙ্গে;
ভক্তিমান গায়ক প্রধান।
আপনার দলে বলে; সহ খোল করতালে:
গায় যুগ্ম রাধাকৃষ্ণ নাম॥
শুনিয়া যুগল নাম; নিম্নদেশে ভগবান;
নামিতে লাগিলা ক্রমে ক্রমে।
ভক্তগণে পুনরায়; বসাইয়া দিল তাঁয়;
পূর্ব্ববৎ নিজের আসনে॥

যাত্রারম্ভ হ'লে পুনঃ; আজিকার লীলা শুন;
তুনো বলে পুনশ্চ আবেশ।
কৃষ্ণপ্রেমে গাঢ়তর; বিকলাঙ্গ গুরুতর;
হইলেন প্রভু পরমেশ॥
আবেশ ইচ্ছার রীতি; ঠিক যেন মাতা হাতী;
দিগাদিগ না রহে গিয়ান।
ইন্ধন বন্ধন খুঁটি; দেহ গেহ পরিপাটী;
নষ্ট করি হয় ধাবমান॥
অতুল মুরতিখানি; ভক্তের জীবন প্রাণী;
পাছে তাহে হানি কিছু হয়।
সেহেতু লইয়া তাঁয়; সত্বর বাহিরে যায়;
ভক্তগণে ভীত অতিশয়॥
সেবা-শুশ্রূষায় পরে; সুস্থ করি প্রভুবরে;
পলাইল শকটারোহণে।
বাগবাজারেতে ধাম; ভক্ত বসু বলরাম;
ভাগ্যবন্ তাঁহার ভবনে॥
রামকৃষ্ণ লীলাগীত; যাহাতে সুধার রীত;
পূত চিত নিশ্চিত শ্রবণে।
বিকার বাতিক লয়; অক্ষয় অমর হয়;
বিমোচন ভবের বন্ধনে॥

ভক্তদের সঙ্গে নানারঙ্গ।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী। জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ। সবার চরণ-রেণু মাগে অধম॥

শ্রীপ্রভুর লীলা-কথা বুঝা মহাদায়।
বিষয়ী মলিনবুদ্ধি, ধরিয়া মাথায়॥
সরল সহজ লীলা বাঁকা বোধ কেনে।
অন্তরেতে অবিশ্বাস এই তার মানে॥
উপমায় বিশেষিয়া দেখ তুমি মন।
জল বাঁকা নহে, বাঁকা নদীর গঠন॥
লীলা-কথা-আন্দোলনে বাঁকা সোজা হয়।
রামকৃষ্ণলীলাকথা যাঁহার প্রত্যয়॥
অখিল বিশ্বের স্বামী প্রভুদেবরায়।
সঙ্গে আনা আপ্তজনা, ভক্ত বলি যাঁয়॥
অবতার শ্রীপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে জনমে।
তবু কেন গাই তাঁয় অবতার নামে॥

তাহার কারণ মন তোমারে শুনাই।
ভাষায় প্রভুর বাচ্য প্রতিশব্দ নাই॥
পুঁথিমধ্যে প্রভুদেবে অবতার লেখা।
ঠিক যেন জলধিরে সরোবর আঁকা॥
সেইমত প্রভু-ভক্তে দিয়া ভক্তনাম।
দেখাইনু হিমাচলে বালির সমান॥
প্রভু-ভক্ত করুণায় করিলে কটাক্ষ।
তখনি জনমে কত ভক্ত লক্ষ লক্ষ॥
হেন বস্তু প্রভু. হেন বস্তু ভক্ত তাঁর।
ভক্তিভরে শুন লীলা ভক্তির ভাণ্ডার॥
প্রভু-ভক্ত-পদে মতি রাখি বিলক্ষণ।
চলিলে পাইবে রামকৃষ্ণভক্তি ধন॥
বৃথায় জনম নষ্ট বুঝিবে নিশ্চয়।
প্রভু-ভক্ত-পদে যদি মতি নাহি হয়॥
সুদুর্লভ প্রভু-ভক্তি মিলয়ে সহজে।
এক পন্থা প্রভু-ভক্ত-চরণের রজে॥
শুন তবে খুলে বলি মধুর কথন।
রেলের কলের মত প্রভু-ভক্তগণ॥
এক এক ভক্ত এত শক্তি ধরে গায়।
হাজার বোঝাই গাড়ী নিজে টেনে যায়॥
রঙ্গালয় থিয়েটার অতিশয় হীন।
লম্পট বেশ্যার দল অন্তর মলিন॥
তথায় রাখিয়া প্রভু আপনার জন।
লীলারঙ্গরসাস্বাদ করেন কেমন॥
পতিত-উদ্ধার নাম-মহিমা প্রচার।
অনাথ অধম পাপী তাপীর উদ্ধার॥
গিরীশ তাঁহার জন অতিশয় তেজা।
গৃহীভক্তচূড়ামণি বিশ্বাসের রাজা॥
কে তিনি শুনহ কথা সন্দ হবে দূর।
এক দিন প্রভুদেব লীলার ঠাকুর॥
কহিছেন আপনার অন্তরঙ্গগণে।
কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে॥
উপবিষ্ট, হেন কালে দেখি নিরখিয়া।
আইল মূরতি এক নাচিয়া নাচিয়া॥

বগলে বোতল দুটি, চুলে বাঁধা ঝুঁটি।
পুরুষের চিহ্ন যেন খেজুরের আঁঠি॥
কেবা সে, যখন আমি জিজ্ঞাসিনু তায়।
কহিল ভৈরব মুই আইনু হেথায়॥
কিবা প্রয়োজন? তারে পুছিলে আবার
উত্তর করিল কার্য্য করিব তোমার॥
গিরীশ আমার কাছে আসিবার পর।
দেখিনু ভৈরব সেই তাহার ভিতর॥
বলিয়াছি বারে বারে অপূর্ব্ব কথন।
কেহ দেব কেহ দেবী প্রভুভক্তগণ॥
সাধিতে লীলার কার্য্য প্রভুভক্ত যত।
নানা বেশে নানা স্থানে প্রয়োজনমত॥
অবস্থিত ধরাধামে নানা অবস্থায়।
লীলার ঈশ্বর প্রভু তাঁহার ইচ্ছায়॥
জীবের প্রকৃতি দিয়া ভক্তের ভিতর।
লীলারসাস্বাদ করে লীলার ঈশ্বর॥
ভক্তি, জ্ঞান, শক্তি কিন্তু মাখা থাকে গায়।
তিলেকে জাগিয়া উঠে তিলেকে ঘুমায়॥
দারুণ নিদাঘে যেন দিবসের কায়া।
কভু খরতর কর কভু মেঘছায়া॥
শুন কহি বিবরণ অমৃত বিশেষ।
গিরীশ শৈশব যবে দিগম্বর বেশ॥
তখন উদয় মনে হইত তাঁহার।
জগতের মূল শক্তি, সৃষ্টি করা যাঁর॥
শক্তির প্রভাবে যদি সৃষ্টির জনম।
তবে এ শক্তিরে সৃষ্টি কৈল কোন্ জন॥
হেন প্রশ্ন যে শিশুর স্বতঃ উঠে মনে।
মায়া-মুগ্ধ জীব তাঁয় কহিব কেমনে॥
অবিশ্বাসী সাধারণ মানুষনিচয়।
ঈশ্বরের লীলাকথা করে না প্রত্যয়॥
বিপরীত কয় কথা মায়ায় মগন।
যাবৎ জগতে দেখে নিজের মতন॥
বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গা ব্রহ্ম-বারি তাঁয়।
হীন হেয়ঃ কত শত স্রোতে ভেসে যায়॥

তাহায় মহিমা তাঁর কিছু নাহি কমে,
জীবের মুকতি এক বিন্দু পরশনে„
সেইমত ভক্তদের জীবনের স্রোতে,
কলঙ্ক-কালিমামালা অগণ্য তাহাতে,,
নাহি হয় তিল হানি মহিমার বল,
পদরজ-পরশনে পরম মঙ্গল,,
পবিত্র চরিত চিত নিরমল মন,
পরে ফুটে হৃদে রামকৃষ্ণভক্তিধন ॥
প্রভু-ভক্ত-মহিমার অপূর্ব্ব বারতা।
আপনি পাইবে মন শুন লীলাকথা ॥
কোন্ দেহে কোন্ দেব-দেবী সমাগত।
সব সমাচার মোর প্রভুর বিদিত ॥
এক দিনে শ্রীপ্রভুর দরশন-আশে।
ভক্তিমতী মহিলা কতকগুলি আসে ॥
সম্ভ্রান্ত বংশের তাঁরা কুলের কামিনী।
তার মধ্যে একজন দেবীঠাকুরাণী ॥
রমণীর বেশে বাস প্রভু অবতারে।
দেখামাত্র চিনিলেন শ্রীপ্রভু তাঁহারে ॥
সংসারেতে চারি পাঁচ সন্তান সন্ততি।
তবু অঙ্গে কান্তি যেন নবীনা যুবতী ॥
সাধারণে পরিচয় বলিতে বারণ।
সেই হেতু পুথিমধ্যে রহিল গোপন ॥
সেবাপর আপ্তজনে প্রভু দেবরায়।
বলিলেন সংগোপনে দেখাইয়া তাঁয় ॥
বাখানিয়া মৃদুস্বরে যত পরিচয়।
মানুষের বেশে মাত্র মানবিনী নয় ॥
প্রত্যক্ষ দেখিতে সাধ যদি হয় মনে।
গন্ধদ্রব্যসহ দাও কুসুম চরণে ॥
লীলা-দরশন-প্রিয় ভকতের কুল।
ধূপধুনাসহ তাঁর পায়ে দিল ফুল।
ঘোমটার মধ্যে ঢাকা ছিল মুখখানি।
চকিতের মধ্যে কিবা আশ্চর্য্য কাহিনী
গভীর সমাধিযুক্ত অঙ্গ সংজ্ঞাহীনা।
জনমেও ধ্যান যাঁর মোটে নাই জানা ॥
সঙ্গিনীরা বুদ্ধিহারা দেখিয়া ব্যাপার।
সশঙ্কিত ত্রাস্তচিত জড়ের আকার ॥
কাহার বদনে আর সরে না বচন।
যাদু-মুগ্ধ যেন সবে, যায় বহুক্ষণ ॥
নিম্নদেশে মন আর না আসে দেবীর।
ইন্দ্রিয়াদিসহ অঙ্গ একেবারে স্থির ॥
গভীর ধিয়ানে বাহ্য নাহি আসে গায়।
তখন শ্রীপ্রভুদেব ডাকেন শ্যামায় ॥
ও মা কালী কি হইল রক্ষা কর এবে।
জানিতে পারিলে লোকে মন্দ কটু কবে ॥
ভীতভাবে এ মতে ডাকিলে কালীমায়।
তখন চেতন অঙ্গে তাঁহার ইচ্ছায় ।
ধ্যানের বিষম নেশা তাহাতে আকুল।
নয়ন দুখানি রাঙ্গা যেন জবাফুল ॥
পদক্ষেপে নাহি শক্তি অঙ্গ থর থর।
সঙ্গিনীরা ল'য়ে তুলে গাড়ীর ভিতর ॥
প্রভু আর প্রভুভক্ত বস্তু কি রকম।
বিন্দুমাত্র জানিতে না হইনু সক্ষম ॥
ভক্তিসহ শ্রীপ্রভুর পদে রাখি মতি।
ভক্তির ভাণ্ডার শুন রামকৃষ্ণ পুঁথি ॥
প্রভু-ভক্ত সাধারণ নিয়মের পার।
করিলেও পাপকর্ম্ম পাপ নয় তাঁর ॥
প্রজার শাসনে যত রাজার আইন।
রাজকুমারেরা নহে তাহার অধীন ॥
প্রভুর বচনে শুন তাহার প্রমাণ।
একদিন শ্রীমন্দিরে নিজে ভগবান্,
বিমরষ মন, ভক্ত বিষ্ণুর কারণে,,
আত্মহত্যা কৈলা যেবা পিতার তাড়নে ॥
বহু পূর্ব্বে কহিয়াছি বিশেষ খবর।
বালক বয়স বিষ্ণু এঁড়েদহে ঘর ॥
সন্নিকটে উপবিষ্ট ভক্তগণে কন।
বিষ্ণুর কারণে আজি মন উচাটন ॥
বিদ্যালয়ভুক্ত তেঁহ বালক কেবল।
রতি-মতি ভগবানে বুদ্ধি নিরমল ॥

পাঠে অনুরাগ তার নাহি ছিল তত।
এখানে আমার কাছে সর্ব্বদা আসিত ॥
একবার ঘর ছাড়ি দূরদেশে যায়।
পশ্চিম অঞ্চলে কোন আত্মীয় যেথায় ॥
সুরম্য সে স্থান, বড় মনের মতন।
সুন্দর প্রান্তর মাঠ কাছে আছে বন ॥
নানাবিধ বৃক্ষরাজিসহ শৈলমালা।
অবিরত বিরাজিত প্রকৃতির খেলা ॥
যোগপ্রিয় ধ্যানানন্দ মনোমত স্থানে।
ধ্যানেতে বিভোর চিত থাকিত সেখানে
কহিত আমার কাছে আনন্দে মগন।
কত হয় ঈশ্বরের রূপ দরশন ॥
মৌন রহি কিছুক্ষণ কন পুনর্ব্বার।
বোধ হয় এই জন্ম শেষ জন্ম তার ॥
পূর্ব্বজন্মে বহুবিধ কর্ম্ম ছিল করা।
এইবারে বাকিটুকু হ'য়ে গেল সারা ॥
কথায় কথায় প্রভু বিধির বিধাতা।
কহিতে লাগিলা জীবতত্ত্বের বারতা ॥
ভক্তিভরে সমনে শুনিলে তুমি মন।
জনম-মরণ ভয়ে হইবে মোচন ॥
প্রভুর বচনে শুন সুন্দর কাহিনী।
চারিযুগ অক্ষয় অমর যত প্রাণী ॥
পূর্ব্ব জনমের যাবতীয় সংস্কার।
স্বীকার্য্য, উচিত করা সবার স্বীকার ॥
প্রকৃত ঘটনাসহ প্রভুদেব কন।
শুনিয়াছি কোনকালে কোন একজন,
করে শব-সাধনা, নির্জ্জন বনে ব'সে,
কালীর অভয় পদ দরশন-আশে ॥
আসন শবের বুকে বনমধ্যে একা।
সাধনায় নানাবিধ দেখে বিভীষিকা ॥
শুন কি ঘটনা পরে কালীর ইচ্ছায়।
বাঘেতে ধরিয়া তারে লইয়া পলায় ॥
নিকটে অত্যুচ্চ গাছে ছিল আর জনা
প্রত্যক্ষ দেখিল চক্ষে যাবৎ ঘটনা ॥
বিবেচনা মনে মনে করিল তখন।
শব-সাধনার দ্রব্য সব আয়োজন ॥
যা আছে কপালে হবে বসিব আসনে।
এত বলি গাছ থেকে ধীরে ধীরে নামে ॥
বসিয়া শবের বুকে বিশ্বাসের ভরে।
মহামন্ত্র কালীনাম খালি জপ করে,,
অতি অল্প-ক্ষণমধ্যে দেখিবারে পায়,
সদয়া হইয়া শ্যামা প্রত্যক্ষ তথায়,
কহিলেন ভক্তবরে মাগহ সত্বর,
প্রসন্না হয়েছি দিব মনোমত বর ॥
লুটায়ে মায়ের পায়ে কহে সেই জন।
মা তোমায় এককথা জিজ্ঞাসি এখন,,
তোমার নিকটে বর মাগিবার আগে,
যে করিল আয়োজন তারে নিল বাঘে ॥
জ্ঞান-ভক্তি সাধন-ভজনহীন আমি।
আমারে এতেক কৃপা কি হেতু জননী ॥
হাসিয়া হাসিয়া মাতা কন সেই জনে।
জনমান্তরের কথা নাহি তোর মনে ॥
জনমে জনমে কত শত অগণন।
মম আশে করিয়াছ সাধনভজন ॥
অল্প বাকি ছিল, তাহা শেষ এইবারে।
মনোমত মাগ বর দিব আমি তোরে ॥
শ্রীবাক্য শুনিয়া এবে বুঝ' তুমি মন।
হইলেও বার বার দেহের পতন,,
কর্ম্মফল, স্মৃতি আর কর্ম্মের অভ্যাস,
দেহের সঙ্গেতে নহে কখনই নাশ ॥
অলক্ষ্যে জীবের সঙ্গে চলে অবিরল।
বস্তুর সহিত যেন ছায়া অবিকল ॥
এত বলি কোন ভক্ত প্রভুদেবে কয়।
আত্মহত্যা শুনে কিন্তু মনে লাগে ভয় ॥
কথার উত্তরে কথা কন গুণমণি।
আত্মহত্যা মহাপাপ বার বার মানি ॥
বারে বারে আসে যায় আত্মঘাতী জনা
ভোগিবারে সংসারের যাবৎ যাতনা ॥

তবে যদি ভগবানে করি দরশন।
করে কেহ শরীরের স্বেচ্ছায় নিধন,,
কোন দোষ নাহি তার হয় তনুত্যাগে,
আত্মহত্যা-অপরাধ তাহাকে না লাগে॥
ঈশ্বরে জানিয়া যাহা জ্ঞানলাভ হয়।
তাহাকেই একমাত্র জ্ঞান বস্তু কয়॥
সেই জ্ঞান লাভ করি যদ্যপি গিয়ানী।
স্বেচ্ছায় তিয়াগে তনু নাহি হয় হানি॥
যেন নহে কোন ক্ষতি যদি কোন জনা।
ছাঁচেতে ঢালিয়া ল'য়ে সোনার প্রতিমা,,
আপনার প্রয়োজন ইচ্ছা-অনুসারে,
মাটীর বানান সেই ছাঁচ নষ্ট করে॥
অনেক দিনের কথা শুন অতঃপর।
জনেক ছোকরা অতি স্বভাব সুন্দর,,
বরাহনগরে ঘর আসিত হেথায়,
বয়স অধিক নয় বিষ বর্ষ প্রায়।
হরিভক্তি, অনুরাগ হৃদয়-আগারে।
ভাবরূপকান্তি তার ফুটিত শরীরে॥
অধীর অবশ অঙ্গ ভাবের সময়।
বাহিক গিয়ান মোটে তাহে নাহি রয়॥
এক দিন সন্নিকটে কহিল আমার।
এখানে আসিতে আমি পারিব না আর॥
তবে আমি চলিলাম লইনু বিদায়॥
এইমাত্র বলিয়া তখনি চ'লে যায়॥
তার কিছু দিন পরে পাইনু খবর।
ত্যাজিয়াছে যুবক নিজের কলেবর॥
হরি-দরশন করি মুক্ত হ'য়ে জীব।
করিলে শরীর ত্যাগ না হয় অশিব॥
এত বলি প্রভুদেব বিধির বিধাতা।
বিশেষিয়া বিবরিলা জীবের বারতা॥
যাবৎ যতেক জীব চারি জাতি ভুক্ত।
বদ্ধ, মুক্ত, মুমুক্ষু, কেহ বা নিত্যমুক্ত॥
মাছের মতন জীবসংসারের জালে।
ঈশ্বর যাঁহার মায়া তিনি যেন জেলে॥

যখন জেলের জালে পড়ে মৎস্যগণ।
কেহ বা ছিঁড়িয়া জাল করে পলায়ন॥
তারে কহে মুক্তজীব মহাবল গায়।
মায়ায় হইয়া বদ্ধ থাকিতে না চায়॥
মুমুক্ষুর খালি চেষ্টা জাল কিসে কাটে।
ছিঁড়িতে না পারে জাল বলে নাহি আঁটে॥
মুমুক্ষু ও মুক্ত এই দুশ্রেণীর জীবে।
থাকিতে না চায় হেন ভব-কূপে ডুবে॥
তেকারণে কেহ বা পাইয়া ভগবান্।
স্বেচ্ছায় করেন দেহ নষ্টের বিধান॥
মুকতি পাইয়া তনু-ত্যাগের বারতা।
বড়ই কঠিন, বহু সুদূরের কথা॥
সাবধানী নারদাদি নিত্যমুক্ত যাঁরা।
সংসারের জালে কভু না পড়েন ধরা॥
বদ্ধজীব সংসারেতে, তাদের লক্ষণ।
পড়িয়াছে জালে, জানে নিশ্চয় মরণ,,
তবু নাহি হুঁশ, জালে বদ্ধ অবস্থায়,
কামিনী-কাঞ্চন-পাঁকে শরীর লুকায়॥
পলাইতে নাহি চেষ্টা করে কোন কালে।
বড় তুষ্ট আসক্তির পঙ্কিল সলিলে॥
কত সহে দাগা, দুঃখ, বিপদনিচয়।
তথাপি না হয় কভু চৈতন্য-উদয়।
যাহাতে এতেক তার শোকের উদ্ভব।
পুনঃ পুনঃ বদ্ধজীব করে সেই সব॥
আপনার হাতে নালা করিয়া খনন।
লোণা সিন্ধুবারি করে ঘরে আনয়ন॥
কাঁটাঘাসে উট প্রিয় যত তেঁহ খায়।
দর দর রক্ত-ধারা মুখে বাহিরায়,,
তথাপি কেমন নেসা আসক্তি কেমন,
নাহি ছাড়ে কাঁটাঘাস করিতে ভক্ষণ॥
যদি কোন বদ্ধজীবে বুঝিবারে পারে।
অসার সংসারে সার নাহি একবারে॥
অধম আমড়া উপমায় পরিপাটী।
সার-সত্ত্বহীন খালি খোসা আর আঁটি॥

জানিয়াও ছাড়িতে না পারে কদাচন।
সঁপিবারে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন॥
কেশবের খুড়া বয়ঃ বছর পঞ্চাশ।
দেখিলাম একদিন খেলিছেন তাস॥
নাহি হইয়াছে যেন তখনো তাঁহার।
উচিত সময় হরি-নাম লইবার॥
বদ্ধজীব মাত্রে এক বিশেষ লক্ষণ।
সাধুসঙ্গ বুঝে যেন প্রকৃত মরণ॥
বিষ্ঠার পোকার মত আনন্দ বিষ্ঠায়।
খায় মাখে সেই বিষ্ঠা হৃষ্ট-পুষ্ট তায়॥
এত বলি কথা সায় কৈলা গুণমণি।
ঠাকুরের কথা ঠিক অমৃতের খনি॥

ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গ নানারূপ হয়।
বিশেষিয়া বিবরিয়া বলিবারে নয়॥
রঙ্গমঞ্চে বার বার যান প্রভুরায়।
মহাবলী বীরভক্ত গিরীশ যেথায়॥
অকুতোসাহস তেঁহ আপনার ভাবে।
মনে যেন আসে তেন কন প্রভুদেবে॥
অনন্ত বিশ্বাস হৃদে, নিরভয় মন।
তমঃ-গুণী ভক্ত তিনি প্রভুর বচন॥
ডাকাতের সম ধারা প্রবল আচার।
মার, কাট, বাঁধ, লুট, রতন-ভাণ্ডার॥
একদিন মঞ্চমধ্যে প্রভুর গমন।
নিরখিয়া শ্রীগিরীশ পুলকিত মন॥
পতিত-পাবন প্রভু পতিত ভরসা।
পতিত উদ্ধার কাজে মঞ্চমাঝে আসা,,
পাকা ষোলআনা জ্ঞান গিরীশের মনে,
সেই হেতু রঙ্গালয়ে রহে যে যেখানে,,
কি লম্পট কি কপট হীন হেয় মন,
বেশ্যা-বারাঙ্গনাজাতি অভিনেত্রীগণ,,
আবাহন সকলেই বারে বারে করে,
পদরেণু ঠাকুরের শিরে ধরিবারে॥
অভিনেতা পুরুষেরা আসিয়া তথায়।
অভয়-চরণরেণু ধরিল মাথায়॥
গিরীশের আশ্বাস বচনে পেয়ে বল।
উপনীত অবশেষে বারাঙ্গনাদল।
গণনায় ষোলজনা যুবতী প্রখরা।
বসনে ভূষণে সজ্জা মুনিমনোহরা,,
দেখিয়া শ্রীপ্রভুদেব ভাবেভরা চিত,
ধরিলা মোহন কণ্ঠে শ্যামা-গুণগীত॥
মধুর প্রভুর স্বর পিকপাখী জিনি।
শ্রবণে মোহিতচিত যতেক রমণী॥
তার মধ্যে একজন বিনোদিনী নাম।
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে ধরায় অজ্ঞান॥
প্রসারিত ঠাকুরের শ্রীচরণতলে।
দিব্য-ভাব সমুদিত অন্তর-অঞ্চলে॥
আজন্ম আচার যার বেশ্যার ব্যবসা।
তরিবারে ভবসিন্ধু নাহি কোন আশা,
আজি তার ভক্তিভাবে ভরিল অন্তর,
নিরখিয়া দীনবন্ধু লীলার ঈশ্বর॥
পতিত, কাঙ্গাল, দীন, হীন, হেয় জন
পাপেভরা প্রাণে সারা, দুর্ব্বল, অক্ষম,,
আশাহীন, মনক্ষীণ, ভবসিন্ধুকূলে,
নাহি বন্ধু করে পার অকূল সলিলে,,
কিবা ভয় পারাপারে পাইবে সম্বল,
ফেলিয়া নয়নে মাত্র এক ফোঁটা জল,
গাও রামকৃষ্ণনাম হইয়া আতুর,
ক্ষণমধ্যে হবে পার, কাণ্ডারী ঠাকুর॥

ত্রিবিধ ভক্তের জাতি প্রভুর বচনে।
গুণ-অনুসারে ভেদ সত্ব রজঃ তমে॥
সত্বমূলাত্মক ভক্তি যেখানে বিকাশ।
বাহ্য আড়ম্বর তথা একবারে হ্রাস॥
দীনতার আবরণে গোপন আকার।
শিষ্ট শান্ত অমায়িক অলোভ আচার॥
রজোগুণে আড়ম্বর বহু ব্যক্ত পায়।
গলায় রুদ্রাক্ষ ভালে তিলক নাসায়,,
পূজা-আরাধনাকালে অঙ্গসুশোভন,
পরিধেয় পরিপাটি পাটের বসন॥

তমোগুণাত্মকভক্ত লক্ষণ তাহার।
অলন্ত বিশ্বাস চিত্তে জলে অনিবার॥
ঈশ্বর নিজের লোক এই ভাব মনে।
তিল গ্রাহ্য নাহি করে কাহারে ভুবনে॥
ভাঙ্গিয়া দুয়ার ঘর আপনার জোরে।
মনের মতন ধন লুটে ধনাগারে॥
ইচ্ছামত রাখে কাছে যেন যায় মন।
অন্য পরে যারে তারে করে বিতরণ॥
গিরীশ প্রভুর ভক্ত এমন শ্রেণীর।
সবল সকল শিরা বিশ্বাসের বীর॥
ভক্তিভরে শুন তবে কহিব কাহিনী।
আরদিন মঞ্চমধ্যে প্রভু গুণমণি॥
বিবিধ ভাবের ভক্ত প্রভুর পিয়ারা।
আজিদিনে অনেকেই সঙ্গে আছে তাঁরা॥
উচ্চতর কাষ্ঠাসনে প্রভুর আসন।
চারিদিকে বেড়িয়া তাঁহার ভক্তগণ॥
জানু গাড়ি গিরীশ বসিল গিয়া শেষে।
নিম্নভাগে ঠাকুরের চরণের পাশে॥
সুরায় বিভোর অঙ্গ চিত্ত মাতোয়ারা॥
অকুতোসাহস যেন ছাতি ধরাবেড়া॥
জনমের যত কষ্ট স্মরিয়া অন্তরে।
পাড়িতে লাগিল খালি গালি প্রভুবরে॥
খেঁউড় পচাল ভাষা সুকটু বাখান।
আদিরস নাহি জানে যাহার সন্ধান॥
নাট্যকার নিজে তেঁহ কবির বদন।
নূতন সৃজিয়া গালি করে বরিষণ॥
নাহি বাদ মাসী পিসী জনক জননী।
নীরবে শুনেন সব প্রভু গুণমণি॥
অবশেষে গিরীশ কহেন প্রভুদেবে।
স্বীকার করহ মোর ছেলে হ'তে হবে॥
এতক্ষণে শ্রীবদনে ফুটিল বচন।
উত্তরে গিরীশচন্দ্রে কহেন তখন॥
তুই শালা স্বেচ্ছাচারী বহু বেশ্যাগামী।
কি কারণে ছেলে তোর হ'তে যাব আমি
পরম-পবিত্র-চিত বিশুদ্ধ আচার।
ক্রিয়াবান্ নিষ্ঠাবান্ জনক আমার॥
এইরূপে দ্বন্দ্ব-কথা হয় অনর্গল।
অবাক্ হইয়া শুনে ভকতের দল॥
কেহ কিছু কহে, নহে কাহারও শকতি।
কিন্তু সবে মহারুষ্ট গিরীশের প্রতি॥
দয়াল প্রকৃতি প্রভু বালক-আচার।
স্বার্থশূন্যে কামনা জীবের উপকার॥
থিয়েটার কেবল লম্পট বেশ্যা ল'য়ে।
তথা তিনি তাহাদের ত্রাণের লাগিয়ে॥
তাহা না বুঝিয়া মনে বিপরীত ডালি।
পেট ভ'রে পিয়ে সুরা কটুভাষে গালি॥
ভক্তির বারতা কিছু বুঝা নাহি যায়।
নানাভাবে ভক্তিভাব বিকাশিত পায়॥
ভক্তিভাব প্রত্যেক ভক্তের স্বতন্তর।
একের ভাবেতে লাগে অপরের জ্বর॥
সকল ভাবের ভাবী কিন্তু যেই জন।
তাঁহার নিকটে সব সমান রকম॥
গিরীশের ভাষা আজি প্রভু ভগবানে।
বড়ই লাগিল কটু ভক্তদের কানে॥
প্রভুর শ্রবণে কিন্তু স্তুতি ভক্তিময়।
ভাবগ্রাহী একা প্রভু, অন্য কেহ নয়॥
ভাবের ঘরেতে চুরি না করি যে জন।
ঘৃণা, লজ্জা, ভয় তিনে হইয়া মোচন॥
আচরণ তাঁর সঙ্গে করে ঠিক ঠিক।
তুষ্ট তাঁয় প্রভু সর্ব্বরসের রসিক॥
ভক্তির বিধান নহে, অপরের পারা।
বেডউল ভক্তিভাব বেদ-বিধি ছাড়া॥
লক্ষণ ধরিয়া তার না মিলে সন্ধান।
এক চিহ্ন ভক্ত নাহি ছাড়ে ভগবান্॥
অঙ্গে করে কর্ম্ম কাজ মন নাহি সরে।
কোম্পাসের কাঁটা যেন সতত উত্তরে॥
প্রভুর চরণ-পদ্মে একটানা মন।
ইহাই কেবল এক ভক্তের লক্ষণ॥

অন্তর-জগৎ নামে যাহা যায় শুনা।
লীলাই তাহার এক বিস্তৃত বর্ণনা॥
উপমা ধরিয়া এই মাত্র যায় বলা।
অন্তর-জগৎ মূল, টীকা তার লীলা॥
গালি দিয়া প্রভুদেবে গিরীশ এখানে।
শিরে ধরি পদরেণু চলিল ভবনে,,
পরিহরি সেইক্ষণে রঙ্গের আলয়,
বিষণ্ণ কি ক্ষুণ্ণ মন তিল মাত্র নয়॥
পরদিনে চারিদিগে ছুটীল বারতা।
প্রভুর শরণাপন্ন যেবা আছে যেথা॥
গিরীশের কটুভাষ মঞ্চের ভিতর।
যে শুনে তাহার হয় বিষণ্ণ অন্তর॥
শুন দুই দিন পরে এই ঘটনার।
ঘুরে ফিরে এল পুনঃ শুভ রবিবার॥
কর্ম্ম বন্ধ ভক্তদের অবসর পায়।
সকলেই প্রভুদেবে দেখিবারে যায়॥
বিশেষতঃ আজিদিনে ভক্ত-সমাগম।
শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভুর হইল বিষম॥
আন্দোলন এই কথা করে পরস্পরে।
কেহ বা গোপনে কেহ প্রভুর গোচরে॥
এমন সময় গিয়া উপনীত হয়।
গৃহী-ভক্তচূড়ামণি রাম সদাশয়॥
সেব্য সেবকের ভাব বাঁধা একতানে।
নিষ্ঠাবান্ ভক্তিমান প্রভুর চরণে॥
সুন্দর মোহন মূর্ত্তি গৌউর বরণ।
ভক্তির ছটায় ফুল্ল সুচারু বদন॥
পুণ্য দরশন রাম আঁখির আরাম।
মুক্তহস্ত মুক্ত আত্মা চাঁইভক্ত রাম॥
দেখিয়াই প্রভুদেব কহিলেন তাঁয়।
গিরীশ বড়ই গালি দিয়াছে আমায়॥
ভূমিতে লুটিয়া বন্দি প্রভুর চরণ।
দিলে গালি খেতে হবে ভক্তোত্তম কন॥
শ্রীপ্রভু বলেন যদি মারে অতঃপর।
সহিতে হইবে তাহা রামের উত্তর॥

যাহা দিয়াছেন যারে সেই দিবে তাই।
কোথায় পাইবে দিতে তার যাহা নাই॥
কালকূট একমাত্র ধন কালিয়ার।
সে দিবে ধরিয়া বিষ যাহা আছে তার॥
কি বুঝিলা প্রভুদেব রামের বচনে।
তখনি আনিতে গাড়ী আজ্ঞা হয় রামে॥
আজ্ঞাপর ভক্তবর আনিল সত্বর।
যাত্রা যাহে করিলেন গিরীশের ঘর॥
কতিপয় ভক্তমাত্র প্রভুর সহিত।
ত্বরান্বিত যথাস্থানে হৈলা উপনীত॥
অন্দরে আরাম-শয্যা গিরীশ যেথায়।
বার্ত্তাবহ শুভ বার্ত্তা তথা ল'য়ে যায়॥
পুলকে পূর্ণিত কায় প্রফুল্লিত মন।
সদরে আসিয়া বন্দে প্রভুর চরণ॥
তড়িতের মত বার্ত্তা ছুটে চারিধারে।
শ্রীপ্রভুর আগমন গিরীশের ঘরে॥
সন্নিকটে অনেক ভক্তের নিকেতন।
ক্রমে ক্রমে বহু জনে দিলা দরশন॥
ভরিল বৈঠকখানা অতি পরিসর।
গালিচায় গদী তার উপরে চাদর॥
সুন্দর বিছানা পাতা তাকিয়ায় ঠেস।
উপবিষ্ট রামকৃষ্ণ বিভু পরমেশ॥
নানা রঙ্গে রসভাস ভক্ত ভগবানে।
মঞ্চের ঘটনা মোটে নাহি কারো মনে॥
গিরীশের ঘরে নাই কোন অনাটন।
সেবার কারণে করে নানা আয়োজন॥
পরম বৈষ্ণব ভক্ত বসু বলরাম।
শুভ্র পরিচ্ছদ শিরেঃ পাগ শোভমান॥
মহানন্দে মৃদুমন্দ আস্যে হাসিরেখা।
গিরীশের আবাসে আসিয়া দিলা দেখা॥
ভক্তিভরে প্রভুবরে দূরে প্রণমিয়া।
করযোড়ে একধারে রহে দাঁড়াইয়া॥
প্রস্তুত প্রভুর ভোজ্য লুচি তরকারি।
বিবিধ রকম ভাজি কত রকমারি,,

সন্দেশ সহিত মিষ্টি নানান প্রকার।
আনিয়া থুইল যেথা শ্রীপ্রভু আমার ॥
উপবিষ্ট বিছানায় তাহার উপরে।
গিরীশের কথামত ব্রাহ্মণ চাকরে ॥
ভক্ত বসু বলরাম বৈষ্ণব আচার।
লাগিল তাঁহার চক্ষে অতি কদাকার ॥
সেই হেতু চিন্তে তেঁহ আপনার মনে।
বিছানায় ভোজ্য থাল থুইল কেমনে ॥
বসুর অন্তর কথা বুঝিয়া অন্তরে।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলিলেন তাঁরে ॥
তোমার ভবনে যবে করিব ভোজন।
এরূপে সে নহে, রবে স্বতন্ত্র আসন ॥
যার যেন ভাব প্রভু তেন তাঁর কাছে।
বিনা প্রভু সাধ্য কার ভক্তভাব বাছে ॥
একরূপে বহুরূপ প্রভু পরমেশে।
তার কাছে তেন রূপ যে যেমন বাসে ॥
বিবিধ ভাবের ভক্ত লীলায় এবার।
শুন ভক্তসংযোটন অমৃত-ভাণ্ডার ॥

ভকত প্রতাপচন্দ্র হাজরা উপাধি।
প্রভুর নিকটে তেঁহ রহে নিরবধি ॥
কর্ম্মেতে পিয়ারা বড় কর্ম্ম তার খেলা।
কঠোর আচারসহ সদা জপে মালা ॥
প্রভুদেব তাঁহার স্বভাব সুবিদিত।
শুষ্ক জ্ঞান বিচারেতে পরম পণ্ডিত ॥
মনোভাব হাজরার হৃদে বলবৎ।
স্বপনের সম এই অলীক জগৎ ॥
পূজা সেবা আরাধনা ভক্তি প্রকরণ।
সকল কেবলমাত্র মনের ভরম ॥
আমি নিজে সেই বস্তু নিজের উপাস্য।
স্বরূপ চিন্তাই মাত্র একক উদ্দেশ্য ॥
প্রিয়পাত্র শ্রীপ্রভুর মহাভাগ্যধর।
লীলায় সহায় তেঁহ নিত্য সহচর ॥
কতই হইল খেলা হাজরার সনে।
পূত চিত সুনিশ্চিত ভারতী শ্রবণে ॥

হাজরা প্রতাপচন্দ্র ভক্তির বিরোধী।
সেই সে কারণে তাঁয় প্রভু গুণনিধি ॥
রঙ্গপ্রিয় রঙ্গহেতু সবিনয়ে কন,।
করিবারে কিছু কাল চরণ সেবন ॥
এড়াইতে নারে বাক্য অনন্য উপায়।
রোগীতে ঔষধ যেন অনিচ্ছায় খায় ॥
সেইমত সেবে পদ অন্তরে অরুচি।
ক্ষণে ক্ষণে করে মনে ছেড়ে দিলে বাঁচি ॥
ঊর্দ্ধগতি রাতি ক্রমে হয় অগ্রসর।
হাজরা প্রভুর কাছে মাগে অবসর ॥
প্রভু কন কোথা যাবে, কি করিবে গিয়া
ধীরে ধীরে দেহ পায়ে হাত বুলাইয়া ॥
বিবিধ প্রসঙ্গ, তাঁর তুষ্টির কারণ।
তাহাতে আদতে নাই হাজরার মন ॥
এইমতে রাতি যবে অবসান প্রায়।
তখন ছাড়িয়া তাঁরে দিলা প্রভুরায় ॥
পুনরায় পরদিনে মধ্যাহ্নের পর।
ডাকেন সেবিতে পদ লীলার ঈশ্বর ॥
আহারান্তে কিছু কাল আরাম অভ্যাস।
সম্ভোগে হাজরা নাহি পায় অবকাশ ॥
এইমত দিন দিন, কিছু দিন যায়।
বিরক্ত হাজরা বড় হইল তাহায় ॥
একদিন আহার করিয়া সমাপন।
সংগোপন স্থানে গিয়া করিল শয়ন ॥
রঙ্গপ্রিয় প্রভুদেব করিয়া সন্ধান।
ধরিয়া শ্রীহস্তে হুঁকা ধীরে ধীরে যান ॥
ডাকাডাকি কত তায়, নাহি দেয় সাড়া।
কপট নিদ্রার বেশ, বস্ত্রে মুখ মোড়া ॥
তবে প্রভু সুবাসিত তামাকের ধূম।
নাকের নিকটে দেন ভাঙ্গাইতে ঘুম ॥
সুন্দর রঙ্গের খেলা ভক্ত ভগবানে।
ভক্তির ভাণ্ডার কথা শুনে ভাগ্যবানে ॥
তখন মুখের বাস করি উন্মোচন।
হাজরা হাসিতে থাকে তুষ্ট রুষ্ট মন ॥

কলিকা শ্রীপ্রভুদেব দিয়া তাঁর করে।
ধরিয়া আনিলা তবে নিজের মন্দিরে ॥
খাটের উপরে পরে বসাইয়া তাঁয়।
পূর্ব্ববৎ নিয়োজিলা চরণ সেবায় ॥
অতঃপর শ্রীপ্রভুর কি হইল মন।
হাজরায় নহে আজ্ঞা সেবিতে চরণ ॥
সেই মহাকার্য্যে রত রহে রেতেদিনে।
রাখাল হরিশ লাটু ভক্ত তিন জনে ॥
হাজরার নাম গন্ধ নাহি তথা আর।
নরলীলা ঈশ্বরের বড়ই মজার ॥
এক পক্ষাধিক প্রায় গত এরূপে।
উপজিল সন্দ এক হাজরার মনে ॥
স্বেচ্ছায় সেবিতে পদ একদিন যায়।
হাজার নারাজ তাঁরে হৈলা প্রভুরায় ॥
পরশিতে কোনমতে না দেন চরণে।
ক্ষুন্ন মন হইয়া ফিরিল নিজ স্থানে ॥
পরদিনে মনে মনে যুক্তি কৈল সার।
ছিনিয়া সেবিব ভাগ্যে যা হোক আমার ॥
এত ভাবি ধীরে ধীরে মন্দিরে গমন।
দেখিল শয্যায় প্রভু আশ্চর্য্য কথন ॥
কেহ নাহি সন্নিকটে শ্রীমন্দিরে একা,
বালাপোষে পা হইতে বুক তক ঢাকা ॥
ভাগ্যবান্ পুণ্যবান্ প্রতাপ হাজরা।
ধরি ধরি করে প্রভু নাহি দেন ধরা ॥
পাটয়ারি বুদ্ধি তাঁর ঘটে বিলক্ষণ।
সেই হেতু নাহি হয় অভিষ্ট সাধন ॥
কখন সন্দেহ করে কখন বিশ্বাস।
এই দোষে নাহি আর পূরে অভিলাষ ॥
এখন বিশ্বাস হৃদে বহে বলবতী।
চরণ সেবিতে করে কাকুতি-মিনতি ॥
কোমমতে প্রভুদেব না হন স্বীকার।
হাজরা বুঝিল দেহে পাপের সঞ্চার ॥
মহাপুরুষের দেহ পবিত্র পরম।
পাপীর পরশ লাগে বিষের মতন ॥
সেই হেতু নিবারণ শ্রীঅঙ্গ পরশে।
করিব উপায় আজি পাপের বিনাশে ॥
গঙ্গামাটী ভক্ষণ, একাগ্র মনে জাপ।
এই দুই মহৌষধি বিনাশিতে পাপ ॥
এত ভাবি মশারি খাটায়ে সেইক্ষণে।
রচনা করিল শয্যা কম্বল আসনে ॥
শিয়রে মাটীর তাল গুলি গুলি খায়।
নয়ন মুদিয়া জপ করেন শয্যায় ॥
প্রতাপের জপে প্রভু ভকতবৎসল।
শ্রীমন্দিরে বিছানায় হইলা চঞ্চল ॥
নীরবে গোপন ভাবে যান ধীরে ধীরে।
প্রতাপ শুইয়া যেথা মশারির আড়ে ॥
বারে বারে মন্দ স্বরে ডাকেন তাঁহায়।
রোকস্বরে করে জপ নাহি দেয় সায় ॥
অভিমান বলবান ততই অন্তরে।
যতই ডাকেন প্রভু পদ সেবিবারে ॥
অবশেষে গরজিয়া মানভরে কয়।
পদ সেবিবারে না পারিব মহাশয় ॥
প্রত্যুত্তর সবিনয়ে প্রভুর আমার।
বেশি নহে পরশিবে মাত্র একবার ॥
অন্তরে অপার তুষ্ট, বাহ্যে কোপ করি।
মন্দিরে প্রভুর পিছে যায় ধীরি ধীরি ॥
সুভাগ্য হাজরা চাষা মহাপুণ্যধর।
ঈশ্বরের সেবা করে খাটের উপর ॥
ত্রিদশ-ঈশ্বর যাহা ছুঁইতে না পায়।
হাজরার পদরজ এ অধম চায় ॥
অতিঅল্পক্ষণমধ্যে কন গুণমণি।
পরিতৃপ্ত সেবায় সন্তুষ্ট এবে আমি ॥
আপন শয্যায় তুমি করহ গমন।
হাজরা বলেন নাহি ছাড়িব চরণ ॥
সত্য মানি আপনার পরিতৃপ্ত বটে।
না হইলে মোর তৃপ্তি কোন্ শালা উঠে ॥
আঁটিয়া চরণ দুটি করে আকর্ষণ।
যতই করেন প্রভু তাঁহে নিবারণ।

নরলীলা ঈশ্বরের অপূর্ব্ব ভারতী।
শুনিলে শ্রীপদে মিলে বিমল ভকতি॥
হাজরার সঙ্গে সদা খেলেন গোঁসাই।
বিশ্বাস অন্তরে কিন্তু নাহি পায় ঠাঁই॥
উচ্চতম, গৃহীভক্ত প্রভুর আমার।
মনোমোহন, রাম, চাটুয্যে কেদার॥
রভক্ত শ্রীসুরেন্দ্র সিমুলায় ঘর॥
গবানে দরশনে সাধ নিরন্তর॥
সোরীর বেশে বাস করে ধরাধামে।
নপ্রাণগত কিন্তু প্রভুর চরণে॥
ভ মনে শ্রীগোচরে হাজরা এখন।
াহাদের নিন্দাবাদ করে বিলক্ষণ॥
ক্ত-প্রিয় ভগবান্ ভক্তগত-প্রাণ।
াগিল ভক্তের নিন্দা বাজের সমান॥
ভুর বিষম শিক্ষা শিক্ষা দেন কাজে।
াজন্ম স্মরণ শিক্ষা হাড়ে হাড়ে ভিজে॥
ক্তনিন্দাহেতু শিক্ষা দিতে জীবগণে।
ন কি করিলা প্রভু হাজরার সনে॥
রদিনে প্রতাপের বুকের ভিতর।
ঠিল শূলের ব্যথা অতি গুরুতর॥
হ কলেবর তাহে শুদ্ধাচার রহে।
ঠাৎ কি হেতু ব্যথা সঞ্চারিল দেহে॥
কিছুই বুঝিতে নারে চিন্তে অনুক্ষণ।
ঔষধ উচিতমত করেন সেবন॥
উপশম কোনমতে নহে তিল আধ।
বরঞ্চ বাড়িতে থাকে বিষম প্রমাদ॥
দেহে হৈল, বুকে বেদনার বাসা।
শ্রীপ্রভু কিছুই নাহি করেন জিজ্ঞাসা॥
কত কথা তাঁর সঙ্গে হয় রোজ রোজ।
এখন আদতে কিন্তু নাহি নেন খোঁজ॥
হাজরার এই কষ্ট মনের ভিতর।
বুকের বেদনা চেয়ে হৈল কষ্টকর॥
বিবিধ ভাবিয়া যুক্তি কৈলা মনে মনে।
অন্তরে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তে পরদিনে॥
গোপনে গোপনে করে আয়োজন তার।
অন্তরে বুঝিয়া তত্ত্ব শ্রীপ্রভু আমার॥
শ্রীমুখে মধুর মৃদু হাস্যসহকারে।
হাজির হাজরা যেথা, তারে তুষিবারে॥
শ্রীবদন-বিগলিত হাস্য সুমধুর।
যে দেখে তাহার জন্ম জন্ম দুঃখ দূর॥
দরশন নহে যার দুরদৃষ্ট দশা।
বৃথা তার নর-জন্ম ধরাধামে আসা॥
অমেয়বরষী ভাষা সরল সরল।
হাজরায় জিজ্ঞাসেন শরীর কুশল॥
ভুলিয়া সকল ব্যথা উত্তর তখন।
পক্ষাবধি বক্ষঃস্থলে শূলের বেদন॥
ভ্রাতৃপুত্র রামলালে কন ডাক দিয়া।
ঠাণ্ডা জলে দেহ কিছু চিনি ভিজাইয়া॥
কিঞ্চিৎ লেবুর রস মিশাইয়া তায়।
এখনি খাইতে তুমি দেহ হাজরায়॥
পিয়ে পেয় সুশীতল, শীতল যখন।
বুঝাইয়া হাজরায় প্রভুদেব কন॥
শূলের বেদনা বুকে বড় পরমাদ।
বিয়াধির মূল হেতু ভক্ত-অপরাধ॥
ভক্তদের নিন্দাবাদ করিয়া রটনা।
আপনি এনেছ নিজে বুকের বেদনা॥
আরোগ্য উপায়ে এই আছে এক বিধি।
ভক্তদের পদরজ পরম ঔষধি॥
কিছুক্ষণ পরে তেঁহ করে দরশন।
উপনীত রাম আদি শ্রীমনোমোহন॥
চকিতে উঠিয়া তবে প্রফুল্লিত মনে।
শিরে ধরে ভক্ত-রজ লুটাইয়া ভূমে॥
সে দিন হইতে আর বুকে নাহি ব্যথা।
ভব-ব্যাধি-মহৌষধি রামকৃষ্ণকথা॥
হাজরা মহিমা যত দেখে বার বার।
কোনমতে নাহি হয় বিশ্বাস-সঞ্চার॥
শুন তবে কই কথা অপূর্ব্ব ভারতী।
মিলে জ্ঞান ভক্তি তায়, শুনে যেবা পুঁথি॥

দিনেকে হাজরা কহে অতি সংগোপনে।
ভকত রাখাল লাটু, এই দুই জনে॥
বৃথা কেনে এইখানে ছাড়ি ঘর দ্বার।
উন্নতি কিমত কাছে করিলে ইঁহার।
সাধনভজন কোথা ধ্যান-জপচয়।
খাইয়া, খেলিয়া নষ্ট করিছ সময়॥
কেন নাহি কহ গিয়া উহাঁর নিকটে।
দিন পক্ষ মাস বর্ষ বৃথা যায় কেটে॥
অকপট হৃদয় প্রভুর ভক্তদ্বয়।
বালক বয়স চিত্ত সরলাতিশয়॥
বুঝিলেন মিথ্যা নয় হাজরার কথা।
মন ক্ষুণ্ণ বিষণ্ণ বদন যান সেথা॥
যেইখানে শ্রীমন্দিরে প্রভুদেবরায়।
আপনে আপনা গত বসিয়া খট্টায়॥
সকলেই বটে ভক্ত উনো ছনো নাই।
সই রামকৃষ্ণ-কল্পতরুমূলে ঠাঁই॥
প্রভুর পরম প্রিয় যতনের ধন।
কিন্তু ভাব-ভেদে সবে প্রত্যেক রকম॥
লাটুর সেবক-ভাব, সেব্য শ্রীগোঁসাই।
কাছে গিয়া কয় কথা হেন শক্তি নাই॥
আজ্ঞাপর সেবাপর যুক্তকর দূরে।
রাখাল ছেলের মত কোলের উপরে॥
জানাইতে মনোভাব শ্রীপ্রভুর কাছে।
সর্ব্বাগ্রে রাখালচন্দ্র লাটু চলে পিছে॥
কেশ-কণ্ডুয়নসহ জড়-জড় স্বর।
রাখাল কহেন কথা প্রভুর গোচর॥
এতদিন এইখানে দিবাবিভাবরী।
কি হইল ফল কিছু বুঝিতে না পারি॥
শুনি বাণী রাখালের প্রভু গুণধর।
আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ সভীত অন্তর॥
চমকিয়া উঠিয়া কহেন সেইক্ষণে।
অনিমিখে নিরখিয়া রাখালের পানে॥
কেবা দিল হেন শিক্ষা ভীষণ বারতা।
এ নহে তোদের নিজ অন্তরের কথা॥
নিরমল চিত্ত তোরা অন্তর সরল।
তাহে কে ঢালিয়া দিল ভীষণ গরল॥
জড়-স্বরে শিরে হাত বুদ্ধি আলথাল।
হাজরার শিক্ষা ইহা কহেন রাখাল॥
গরজিয়া প্রভুদেব কেশরীর ন্যায়।
দ্রুতপদে ধাইলেন হাজরা যেথায়॥
কর্কশ-ভাষায় কত তিরস্কার তারে।
পশ্চাৎ কহেন তুমি যাও স্থানান্তরে॥
কত কষ্টে লালি পালি ছাওয়াল আমার।
বিনষ্ট কারণে দেহ শিক্ষা কদাকার॥
লজ্জা ভয়ে ত্রস্তচিত হাজরা তখন।
কি দিবে উত্তর মুখে না সরে বচন॥
তপ জপ ক্রিয়াকাণ্ড সাধন ভজন।
অবিরত যোগে রত ধ্যানে নিমগন॥
উচ্চতর কিসে, কিছু না পাই ভাবিয়ে।
কাঙ্গালার সেব্য প্রভু সেবনের চেয়ে॥
বসনে নয়ন বাঁধা মানুষ যেমন।
সন্নিকটে বস্তু নাহি পায় দরশন॥
তেমতি প্রতাপচন্দ্র মায়ার মায়ায়।
এক ঘরে প্রভুদেব দেখিতে না পায়॥
দেহ আঁখি ভগবান্ রাখ এ অধীনে।
ভক্তি রহে যেন তব ভক্তের চরণে॥
ভক্ত প্রতি ঠাকুরের অতিশয় টান।
সঙ্গে আনা আপ্তজনা প্রাণের সমান,
বিপদসঙ্কুল এই ধরায় আনিয়া,
সতত সতর্কভাবে আছেন বসিয়া॥
শুন তবে কই অতি মধুর কথন।
পুরীমধ্যে এসময় আসে এক জন॥
বাউল-সন্ন্যাসী তেঁহ মহাশক্তিধর।
করতাল সম চক্ষু ডাগর ডাগর॥
দেখিয়া আকার তার বুঝিলা ঠাকুর।
সিদ্ধায়ের শক্তি ধরে শরীরে প্রচুর॥
সেই বলে নানা মঠে করিয়া ভ্রমণ।
স্বভাব সাধুর করে সাধুত্ব হরণ॥

ডাইনের মত কার্য্য কদর্য্য আচার।
এক চিন্তা অমঙ্গল কিমতে কাহার॥
কালীর প্রসাদ খায় পুরীমধ্যে থাকে।
কে কোথায় সাধু ভক্ত সমাচার রাখে॥
অবশেষে দেখিতে পাইল বিচক্ষণ।
সাধুত্বে মণ্ডিত যত প্রভু-ভক্তগণ॥
সুযোগ উপায় চেষ্টা উদ্দেশ্যসাধনে।
সযতনে অন্বেষণ করে রেতেদিনে॥
সাধুর সঙ্গেতে বসি করিলে আহার।
সহজে সম্পূর্ণ হয় উদ্দেশ্য তাহার॥
সেই হেতু শ্রীপ্রভুর ভক্তদের সনে।
কেমনে ভোজন, রহে তাহার সন্ধানে॥
সন্ন্যাসী আদতে তত্ত্ব না পায় সন্ধান।
হরিতে যাঁদের শক্তি সদা চেষ্টাবান,,
তাঁরা সবে পোষাপাখী যতনের ভরে,
নিরাপদে শ্রীপ্রভুর স্নেহের পিঞ্জরে॥
স্পর্শ করে প্রভু-ভক্তে সাধ্য কার নাই।
রক্ষাকর্ত্তা নিজে যেথা জগৎ-গোঁসাই॥
যৌবন যখন মুই করিনু প্রবেশ।
প্রভুর সংসারে, এবে শাদা দাড়ি কেশ,,
লেশমাত্র বুঝিতে নারিনু ভক্তগণে,
কিবা বস্তু কোথাকার শ্রীপ্রভুর সনে॥
অপার মহিমারাজি অপরূপ বল।
পদরজ অধমের পথের সম্বল॥
শুন তবে কি হইল কথা অতঃপর।
ভকত-বৎসল প্রভু লীলার ঈশ্বর॥
ভক্তেন্দ্র নরেন্দ্রনাথে কহেন বচন।
কিবা সুমধুর আস্যে হাস্য সুশোভন,,
ভিক্ষায় মাগিয়া দ্রব্য করিয়া যোগাড়,
আপনি রাঁধিয়া দেহ করিব আহার॥
ঠাকুরের প্রেমে মগ্ন ত্যাগী যোগীশ্বর।
শ্রীআজ্ঞা ধরিয়া তবে শিরের উপর,,
অন্তরে আনন্দ কত কহা নাহি যায়।
আয়োজন কৈলা দ্রব্য মাগিয়া ভিক্ষায়॥

পঞ্চবটতলে হয় রন্ধনের স্থান।
বাউল-সন্ন্যাসী সব পাইল সন্ধান॥
উদ্দেশ্যসাধনে দেখি সুন্দর উপায়।
এক সঙ্গে ভক্তদের খাইবারে চায়॥
অন্তর বুঝিয়া. তারে প্রভুদেব কন।
পুরীর ছত্রেতে গিয়া করহ ভোজন॥
এইখানে ভোজনের নাহিক উপায়।
শঠ ধূর্ত্ত সন্ন্যাসী যাইতে নাহি চায়॥
তবে প্রভুদেবরায় কন রুষ্ট ভাবে।
কি তোর বুকের পাটা কিরূপ সাহসে॥
ভোজন প্রয়াস ইচ্ছা কর এইখানে।
এই সব শুদ্ধ-আত্মা ভক্তদের সনে॥
প্রয়াসে হতাশ হয়ে সন্ন্যাসী তখন।
পরিহরি কালীপুরী কৈল পলায়ন॥
শুন রামকৃষ্ণায়ন তাপ হবে দূর।
তিল সন্দ নাহি তার জামিন ঠাকুর॥
ভক্তগণ শ্রীপ্রভুর পরাণের বাড়া।
সদা সঙ্গে প্রভু নন এক তিল ছাড়া॥
সকলের জন্য তাঁর চিন্তা রেতেদিনে।
কে কোথায় কিবা ভাবে রহে কি রকমে॥
লীলা-আন্দোলনে তত্ত্ব পাইবে সর্ব্বথা।
শুন ভক্ত সংযোটন অপরূপ কথা॥
শ্রীনবগোপাল ঘোষ কায়স্থের জাতি।
পূর্ব্বখণ্ডে বলিয়াছি তাঁহার ভারতী॥
তিন বর্ষ পূর্ব্বে তেঁহ কিশোরীর সনে।
এক দিন মাত্র আসা প্রভু-দরশনে॥
সঙ্গে ল'য়ে অল্পবয়ঃ কুমারী কুমার।
ভক্তিমতা পুণ্যবতী পত্নী আপনার॥
এতাধিক কাল আর নাহি দেখা শুনা।
প্রভুর অন্তরে তাই বড়ই ভাবনা॥
কিশোরীকে প্রভুদেব কন এক দিনে।
হেঁ রে? সেই ঘর যার বাদুড়বাগানে॥
আফিসেতে উচ্চকাজ সদয়াল মন।
দুঃখিগণে ঔষধ করয়ে বিতরণ॥

তোমার সঙ্গেতে হৈল তিন বর্ষ প্রায়।
আসিয়াছিলেন তেঁহ এখন কোথায় ?
যদ্যপি তোমার সঙ্গে দেখা হয় তার।
আসিতে বলিও মাত্র আর একবার॥
কিশোরী ভক্তের মধ্যে বড়ই বিটল।
গড়ন যেমন তেন অন্তর সরল॥
জোরে জোরে কয় কথা প্রভুর সদনে।
সর্ব্বদা মেলানি করে প্রভু-দরশনে॥
রাখিয়া যুবতী ভার্য্যা শ্বশুরের ঘরে।
যামিনী কাটায় হেথা প্রভুর মন্দিরে॥
শ্বশুর-ঘরের লোক পাইয়া সন্ধান।
তাড়া করে শ্রীমন্দিরে যেথা ভগবান্॥
লোকবশীকরণের দিয়া নিন্দাবাদ।
প্রভুর সঙ্গেতে করে তুমুল বিবাদ॥
তার সঙ্গে শত শত কটু কথা কয়।
সর্ব্বসহ প্রভুদেব তাই তাঁর সয়॥
সংগোপনে কিশোরীকে কন প্রভুরায়।
এখানে আসিতে করি নিষেধ তোমায়॥
অভিমানে যায় মাত্র থাকিতে না পারে।
পুনঃ উপনীত দুই তিন দিন পরে॥
প্রভুর বারতা ল'য়ে চলিল কিশোরী।
বাদুড়বাগানে যেথা গোপালের বাড়ী॥
আজি কিবা শুভ দিন ভাগ্যে গোপালের।
যোগী ঋষি ধ্যানে যাঁর নাহি পায় টের॥
প্রেরিত তাঁহার আজ্ঞা ভক্তের দ্বারায়।
আসিতে প্রভুর কাছে দেখিতে তাঁহায়॥
সন্দেশ পশিবামাত্র গোপালের কানে।
বিস্ময়ে আবিষ্ট চিত্ত চমকিত প্রাণে॥
মনে মনে ভাবে এ কি করুণা অপার।
তিন বর্ষ পূর্ব্বে সঙ্গে দেখা একবার॥
কত লোক দিন দিন আসে যায় কাছে।
তথাপি অদ্যাপি মোরে মনে তাঁর আছে॥
অহেতুক দয়া স্নেহ দীনের উপর।
এই বোধে গোপালের উথলে অন্তর॥
কানায় কানায় জল ছাপাইয়া পড়ে।
বাহিরে গড়ায় শেষে চক্ষুর দুয়ারে॥
আনন্দের সীমা নাই রবিবার দিনে।
শুভ যাত্রা করিলেন প্রভু দরশনে॥
সঙ্গে ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তাঁহার।
ছোট বড় যতগুলি কুমারী কুমার॥
উতরিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভুর পায়।
জনে জনে শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায়॥
এত দিন কেন আর নাহি ছিল আসা।
স্নেহভরে গোপালেরে করিলা জিজ্ঞাসা॥
গোপাল শ্রীপ্রভুদেবে করিল উত্তর।
জ্বর-যোগে গেল মোর এ তিন বচ্ছর॥
শ্রীপ্রভু বলেন যোগ্য সাধন ভজন।
করিবার তোমায় নাহিক প্রয়োজন।
বার ত্রয় মাত্র তুমি আসিও হেথায়।
বাসনা হইবে পূর্ণ মায়ের কৃপায়॥
সময় আগত দেখি প্রভু নারায়ণ।
এইবারে গোপালেরে কৈলা আকর্ষণ॥
আকর্ষণে কিবা কাণ্ড নহে কহিবার।
উপমায় বরিষায় গঙ্গার জুয়ার॥
কেমন লাগিল চক্ষে প্রভুগুণধরে।
গোপাল থাকিতে আর নাহি পারে ঘরে।
প্রভুর মূরতি চিন্তা দিবসযামিনী।
অবসর পাইলেই গোচরে মেলানি॥
একা কভু নয় সঙ্গে যত পরিবার।
ভক্তিমতী সাধ্বী দারা কুমারী কুমার॥
কুমারদিগের মধ্যে সুরেশ যে জন।
পাঁচ ছয় বর্ষ মাত্র মোটে বয়ঃক্রম॥
সুন্দর গড়নখানি নয়ন বিনোদ।
হৃদি-ঘটে ভক্তিভরা দেখিলেই বোধ॥
শিশুবরে শ্রীপ্রভুর কৃপা অতিশয়।
জননী রতন গর্ভা তার পরিচয়॥
আশ্চর্য্য বালক কিবা হেন বয়ঃক্রমে।
খোলেতে সঙ্গত করে কীর্ত্তনের গানে॥

জন্মাবধি ভাল বোধ ভক্তিভরা ঘট।
শিশুর আদর বড় প্রভুর নিকট॥
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী জনক জননী।
পদরজ তাঁহাদের মহাভাগ্য গণি॥
গোপাল প্রভুর এক ভক্ত অন্তরঙ্গ।
পরিচয় পাবে শুন লীলার প্রসঙ্গ॥
লীলা-রঙ্গালয়ে রঙ্গ ল'য়ে ভক্তগণে।
এ তত্ত্ব না বুঝে অন্যে ভক্তগণ বিনে॥
শুন কিবা ভক্তসঙ্গে শ্রীপ্রভুর খেলা।
একদিন শ্রীমন্দিরে ভকতের মেলা॥
যারে তাঁরে কৃপাদৃষ্টি হয় শ্রীপ্রভুর।
কল্পতরুবেশে যেন কৃপার ঠাকুর॥
ভাব দেখি ঠাকুরের রাম ভক্তবর।
গোপনে গোপালে কহে সংবাদ সুন্দর॥
এই বেলা যাও কাছে করহ প্রার্থনা।
যা চাবে তাহাই পাবে পূরিবে কামনা॥
সন্নিধানে যাইয়া গোপাল তবে কয়।
আমরা সংসারী জাতি দুর্ব্বলাতিশয়॥
সাধনভজন করি শক্তি নাহি গায়।
তবে প্রভু আমাদের কি হবে উপায়॥
শুনিয়া ভক্তের কথা কন গুণনিধি।
সাধনভজন ধ্যানে শক্তি নাহি যদি॥
কোরো তবে এক কর্ম্ম ধরহ বচন,
দিনের মধ্যেতে মোরে বারেক স্মরণ॥
কথায় না আসে মন ঠাকুরের কথা।
রহিল হৃদয় পটে যাবতীয় গাঁথা॥
কহিবার নহে কথা কি কহিব তোরে।
যা কহি কেবলমাত্র বাতিকের জোরে॥

ভক্তসঙ্গে করি খেলা জীবের শিক্ষায়।
দয়া-কলেবর দেব রামকৃষ্ণরায়,,
আশ্বাসিলা যাবতীয় জগতের জনে,
কিবা ভয় ভব-পারাবারের তুফানে,,
জীবনের মধ্যে মাত্র যদি একবার,
স্মরণ করহ মোরে হইবে উদ্ধার॥
ঘোর অবিশ্বাসী কাল ভক্তিবিবর্জ্জিত।
আগোটা হৃদয়াকাশ তমসে আবৃত,,
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত প্রীতি অবিদ্যায়,
দয়াল কাণ্ডারী হেন রামকৃষ্ণরায়,,
কেহ নাহি চায় কাঁয় নাহি চায় পানে,
কিনিবারে একবার স্মরণের পণে॥
কি দিব জীবের দোষ দোষ কিবা তার।
বলিহারি কারিকুরি ভুরি অবিদ্যার॥
বিষম মায়ার মায়া দৃষ্টিচোরা ফাঁদ।
জানিতে না দেয় আছে জগতের চাঁদ॥
প্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত দৃষ্টি যে জনার।
সে দেখিতে পায় চক্ষে খেলা অবিদ্যার॥
মাটীর বিকার মাত্র কামিনীকাঞ্চন।
যাহাতে বিমুগ্ধ-চিত্ত জগতের জন॥
ঘৃণ্য অস্পর্শীয় অতি কদাকার কায়া।
সমাদর ততক্ষণ যতক্ষণ মায়া॥
বিভেদি মায়ার ঘোর চাঁদ-দরশনে।
যদ্যপি কাহার হয় এই সাধ মনে,,
শ্রবণ কীর্ত্তনে লীলা মিলিবে উপায়,
জামিন তাহার জন্য রামকৃষ্ণরায়,,
পূর্ণব্রহ্মসনাতন প্রভু পরমেশ,
জীবে দিতে গুরু-তত্ত্ব বিশ্বগুরুবেশ॥

অতুল ও কালিপদ প্রভৃতি ভক্তগণের সম্মিলন।

-:o:-

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী। জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ। সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

ভবের ভিতরে এক আছে রম্য স্থান।
বলিহারী কি মাধুরী লীলাপুরী নাম॥
যেখানে শ্রীপ্রভু করি ত্রিভাব ধারণ,
লীলারস সতত করেন আস্বাদন॥
লীলা-আন্দোলন তার দরশনোপায়।
শুন রামকৃষ্ণলীলা এ অধম গায়॥
প্রিয়ভক্ত শ্রীপ্রভুর কালীপদ নাম।
কায়েস্থ, উপাধি ঘোষ মহাভাগ্যবান্॥
স্থূলকায় লম্বাচৌড়া প্রমাণ আকার।
বয়স তিরিশ কিংবা কিছু তার পার॥
উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ বিশাল নয়ন।
স্বভাবতঃ অবিরত প্রফুল্ল বদন॥
উপার্জ্জনে টাকা-কড়ি যাহা হয় আয়।
বেশ্যা-সুরাপ্রিয় হেতু সকল খুয়ায়॥
গিরীশের সঙ্গে তাঁর বড়ই পিরীতি।
রঙ্গালয়ে আগমন প্রায় নিতি নিতি॥
প্রভুর মহিমা তথা করিয়া শ্রবণ।
দিনেক দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হন॥
ভক্তিসহ নহে, এবে নাহিক বিশ্বাস॥
ব্যাপারে রহস্য কিবা দেখিবার আশ॥
বহু পূর্ব্বেকার কথা করহ স্মরণ।
একদিন ভক্তিমতী কুলবতীগণ॥
পরস্পর প্রতিবাসী এক সঙ্গে আসে,
কালীপুরীমধ্যে প্রভুদরশন আশে॥
তার মধ্যে এক জন সরল অন্তরা।
জন্ম জন্ম প্রভুভক্তি হৃদয়েতে ভরা॥
লজ্জাভয়হীন চিত্তে শ্রীপদে জানায়,
মঙ্গলনিদান প্রভু বুঝিয়া তাঁহায়॥
বিষাদে আতুরা সারা মরম বেদনে,
কদাচারী পতি তাঁর মঙ্গল কামনে॥
লীলার ঈশ্বর তাহে করিলা উত্তর।
পতির কারণে বাছা না হবে কাতর॥
কোন চিন্তা কোন দুঃখ না ভাবিও মনে।
এখানের লোক তেঁহ আসিবে এখানে॥
সেই পতি কালীপদ আজি উপনীত।
ধীরে ধীরে শুন রামকৃষ্ণলীলাগীত॥
ভক্ত ভগবানে রঙ্গ মধুর আখ্যান।
কালীপদ করিল না শ্রীপদে প্রণাম॥
শ্রীমন্দিরে অবস্থিতি করি কিছুক্ষণ।
সে দিন ফিরিল তেঁহ আপন ভবন॥
উচাটন ঘরে মন নাহি রহে আর।
প্রভুর মূরতি মনে উঠে অনিবার॥
প্রভুভক্তগণ যেথা তাঁর কথা কন।
সেইখানে অনুক্ষণ যাইবার মন॥
পুনঃ দরশনহেতু ভক্তগণ সাথে।
তরীযোগে আগমন হয় জল-পথে॥
ঘাটেতে রাখিয়া তরী গমন মন্দিরে।
আছিলা নিদ্রিত প্রভু খাটের উপরে॥
দরশনোৎসুক ভক্ত আগমন ধুম।
আগে করিয়াছে ভঙ্গ শ্রীপ্রভুর ঘুম॥
এবে জাগরিতাবস্থা আছেন বসিয়া।
সম্ভাষিতে ভক্তযূথে প্রতীক্ষা করিয়া॥
দরশ-পিয়াসী হেথা ভকতের গণ।
নেহারিয়া শ্রীপ্রভুর বন্দিল চরণ॥
কিছুক্ষণ পরে প্রভু মনের হরিষে।
নবাগত চিরভক্ত কালীপদ ঘোষে॥

আত্মীয় সম্ভাষ-ভাষে বলিলেন তায়।
সহরে যাইতে আজি ইচ্ছা বড় যায় ॥
মহানন্দে কহে কালী প্রভুর নিকটে।
যে আজ্ঞা, কি হেতু দেরি তরী বাঁধা ঘাটে ॥
লাটুকে লইয়া সঙ্গে শ্রীপ্রভু তখনি।
উপনীত হইলেন যেথায় তরণী ॥
জলযানে তিন জনে শ্রীপ্রভু সহিত।
শুন কি হইল কথা অতি সুললিত ॥
সুনিশ্চিত পূতচিত ভারতী শ্রবণে।
যাহা কভু নাহি হয় তপজপধ্যানে ॥
কালীকে প্রভুর প্রশ্ন প্রথম প্রথম।
কোন্ দেব দেবী মূর্ত্তি মনের মতন ॥
উত্তর করিল ভক্ত মুখে মন্দ হাসি।
যার নামে নাম মোর, তারে ভালবাসি ॥
কালী ভালবাসে কালী শুনি প্রভুরায়।
মহাতোষে ঘোষে প্রশ্ন কৈলা পুনরায় ॥
গুরুর নিকটে মন্ত্র লইয়াছ কি না?
উত্তর লইব দিলে করিয়া করুণা ॥
বরাবর দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা তাহার।
যিনি সেই গুরু ভবসিন্ধুকর্ণধার"
তিনি যদি দেন মন্ত্র নিজে কানে প্রাণে।
তবেই লইব, নয় শরীর ধারণে ॥
এইখানে দেখ মন আঁখি দুটী মিলে।
কিবা বস্তু প্রভুভক্ত ভক্ত কারে বলে।
স্বভাবতঃ হৃদে ভরা গুরুভক্তিধন।
যে বলে দেখিলে চিনে গুরু কোন্ জন ॥
দুই দিন দেখামাত্র শ্রীপ্রভুর সনে।
তিনি সেই হরিগুরু চিনিলা কেমনে ॥
তাই কাছে চায় মন্ত্র ইষ্টদেবতার।
ধন্য রামকৃষ্ণভক্ত, মহিমা অপার ॥
একবার মাখিতে যত্তপি পার মন।
প্রভুভক্তপদরজ বুঝিবে তখন ॥
প্রভুর নিকটে মন্ত্র লইবার আশ।
শুনিয়াই শ্রীবদনে করি মন্দ হাস"

চাইয়া লাটুর পানে শ্রীগোঁসাই কন।
এরা কারা? কোথাকার, সুন্দর কেমন ॥
মন্ত্রদান শ্রীপ্রভুর কোনকালে নাই।
কৌশলে বাসনাপূর্ণ করিলা গোঁসাই ॥
অতঃপর ভক্তবরে শ্রীআজ্ঞা তখন।
রসনা বাহির কর দেখিব কেমন ॥
অঙ্গুলির অগ্র দিয়া জিহ্বার উপর।
কিবা লিখিলেন প্রভু, তাঁহার গোচর।
শ্রীপ্রভুর উচ্চ কৃপা, তাহার লক্ষণ।
অঙ্গুলির অগ্র দিয়া জিহ্বায় লিখন ॥
অথবা কোমল কর কমল জিনিয়া।
কৃপার্থীর বক্ষঃমধ্যে উর্দ্ধদেশ দিয়া"
বার বার সঞ্চালন অতি ধীরে ধীরে।
মহামন্ত্র কতিপয় বাক্যসহকারে ॥
অথবা কখন করি অঙ্গ পরশন।
কভু বা করায়ে কারে সেবা আচরণ ॥
কখন বা আজ্ঞা উপদেশ সহকারে।
তিন দিন মাত্র জপ কালীর মন্দিরে ॥
কখন কখন আজ্ঞা হয় কার প্রতি।
ধ্যান করিবার তরে ইষ্টের মূরতি ॥
কখন কখন আজ্ঞা কাহারে কাহারে।
ধিয়াইতে তাঁর রূপ ভালবাসে যারে ॥
মণি মল্লিকের এক ভক্তিমতী মেয়ে।
প্রভুতে বিশ্বাস বড় জিজ্ঞাসিল গিয়ে ॥
কিরূপ কাহার রূপ করিব ধিয়ান।
উত্তরে তাহারে কন প্রভু ভগবান্ ॥
সর্ব্বাগ্রে আমার কাছে কহ ঠিক ঠিক।
কারে তুমি ভালবাস প্রাণের অধিক ॥
প্রভু প্রতি ভক্তিমতী কহিল তখন।
শৈশব বালকে এক সোদর নন্দন ॥
ললনায় প্রভুরায় কহিলেন তবে।
শিশুর করিও ধ্যান সাধ পূর্ণ হবে ॥
দেব, দেবী মূর্ত্তিধ্যানে নহে মন যার।
রতিমতিপ্রভুপদে পিরীতি অপার ॥

হৃদয়-বিহারী তিনি বুঝিয়া বারতা।
ধিয়াইতে তাঁর রূপ আজ্ঞা হয় তথা ॥
কখন কাহার প্রতি হইত বিধান।
এলে গেলে এইখানে পূর্ণ হবে কাম ॥
শনি কি মঙ্গলবারে প্রভুর নিকটে।
আজ্ঞামত আগমনে সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে।
প্রশস্ত দিবসদ্বয় প্রভু অবতারে।
বরষিতে কৃপারাশি জীবের উপরে ॥
হেতু নাহি জানি, কই, দেখিনু যেমন।
এই দুই দিন ভোগে মাছের ব্যঞ্জন ॥
আত্মসুখ দেহসুখ মোটে নাহি মনে।
সুখমাত্র সুখ ত্যাগ গরল গিয়ানে ॥
শরীরের সম প্রিয় হেন কিছু নাই।
ত্যাগ-অনুরাগে তাও ত্যাজিলা গোঁসাই ॥
হেন তিয়াগীতে কিবা আশ্চর্য্য কথন।
তিয়াগিতে দয়া কভু হইল না মন ॥
দয়া বিনা দেহমধ্যে কিছু নাই আর।
সতত কেবল চিন্তা জীবে উপকার ॥
দয়ার ঠাকুর যিনি এহেন রকম।
তাঁহার ভোজনে কেন মাছের ব্যঞ্জন ॥
সন্দনাশে শুন মন উত্তর সরল ॥
বিষ নামে বস্তু নাই অমৃত সকল।
ভাল মন্দ বিষামৃত খালিমাত্র নামে।
এক বস্তু, দুটী কথা লোকে কহে ভ্রমে ॥
সব শুভ, সব ভাল, মন্দ ভাব ভুল।
কেন না মঙ্গলময় সকলের মূল ॥
মঙ্গলনিদান যিনি দয়াময় হরি।
তাঁহার কার্য্যেতে মন্দ বুঝিতে না পারি ॥
মন্দ নামে বস্তু সত্তা হৃদয়েতে রাখা।
ঠিক যেন মরুভূমে মরীচিকা দেখা ॥
পরম দয়াল হরি বিভু ভগবান্।
জীবনে মরণে দুয়ে করেন কল্যাণ ॥
কারণ বিচার কার্য্যে অধিকার নাই।
শুন মন রামকৃষ্ণলীলামৃত গাই ॥

জাহ্নবীর বক্ষে তরী ধীরি ধীরি যায়।
ভক্তসনে শ্রীপ্রভুর লীলারঙ্গ তায়।
সহরে আসিতে আজি প্রভুর বাসনা।
কোথায় যাবেন তার নাহিক ঠিকানা ॥
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার তরে।
কালীকে কহেন তুমি ল'য়ে চল ঘরে ॥
ভাগ্যবান্ প্রভুভক্ত মহানন্দ মনে।
গাড়ীতে তুলিয়া ল'য়ে বিভু ভগবানে,,
ত্বরিতে চলিলা তাঁর আবাস যেথায়,
বাসনা করিতে পূর্ণ, ভিক্ষা দিয়া তাঁয় ॥
খেলা সাঙ্গ করি আজি লীলার ঈশ্বর।
স্বমন্দিরে ফিরিলেন দক্ষিণসহর ॥
ভক্তসঙ্গে রঙ্গ যাহা কৈল প্রভুরায়।
গাইতে বাসনা কিন্তু হৃদে না যুয়ায় ॥
যত দূর সাধ্য কথা কই শুন মন।
ভক্তির ভাণ্ডার এই ভক্ত-সংঘোটন ॥
বড়ই দয়াল প্রভু প্রথমে প্রথমে।
যেবা যাহা চায়, তাই পায় তৎক্ষণে ॥
মহৈশ্বর্য্য প্রদর্শন বিবিধপ্রকার।
রূপ জ্যোতি নিরূপম মূর্ত্তি দেবতার,,
ভাবরূপে গাঢ় ধ্যান সমাধি সমান,
লোকে জনে প্রতিপত্তি ধন যশ মান,,
নিদান-অসাধ্য মহাব্যাধি নিবারণ,
অতিশয় দুরসাধ্য কার্য্যের সাধন ॥
প্রলোভে আকৃষ্ট মন যবে শ্রীচরণে।
বিপরীত ব্যবহার টানাটানি প্রাণে ॥
এক দেহ দশদিকে হয় দশখানা।
উদরে না যুটে অন্ন কটিদেশে টেনা ॥
বিষম বিপদজাল চারিদিকে বেড়া।
ক্রমে নষ্ট ধন, মান, পুত্র, কন্যা, দারা ॥
আসক্তির ক্রীড়া-দ্রব্য সব অপচয়।
সুশোভিত ধরাধাম সব শূন্যময় ॥
ভীষণ তুফান স্রোতে সদা ভাসমান।
ভাটায় ভাটায় পুনঃ উজানে উজান ॥

ভার নষ্টে দেহ লঘু ডুবিয়া না যায়।
বাঁধা রহে মনখানি শ্রীপ্রভুর পায় ॥
দোলে টানে দূরে কাছে খালি টানাটানি।
ভক্তসঙ্গে-হেন রঙ্গ দিবসযামিনী ॥
এই রঙ্গ ঠিক যেন মন্থনের পারা।
ভবাব্ধির জলে মন খুঁটিরূপে গাড়া ॥
রজ্জু রূপে প্রভুশক্তি বেড়ে আছে তায়।
দুই দিকে টানাটানি বিদ্যা অবিদ্যায় ॥
ভীষণ ঘর্ষণ ধ্বনি কলেবর কাঁপে।
উঠে নানা নিধি রত্ন মন্থনের চাপে ॥
শক্তিধর সহিষ্ণুতা তিতিক্ষা প্রখর।
বিবেক বিরাগ তীব্র সোদর সুন্দর"
সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্যমাখা অনুরাগ মণি,
জ্ঞানের ছটায় ভাসে আগোটা অবনী ॥
সুধাকর মনোহর কিবা ভক্তিনামে।
প্রাণ-গলা প্রেমামৃত অমরত্ব পানে ॥
দেহসহ মনপ্রাণ বুদ্ধি আগেকার।
সকল বদল, পরে নূতন আকার ॥
কিছু না থাকিবে বাকি বুঝিবে সর্ব্বথা।
ভক্তিভরে শুন ধীরে রামকৃষ্ণকথা ॥
একদিন প্রভুদেব গিরীশের ঘরে।
সুবেষ্টিত চারিদিকে দর্শকনিকরে।
রঙ্গরসে রস-ভাষে কথোপকথন।
হেনকালে সে সময়ে দিল দরশন
যেইখানে উপবিষ্ট ছিলেন গোঁসাই,
উকীল অতুলকৃষ্ণ গিরীশের ভাই ॥
গিরীশ পাইয়া এবে সুযোগ সময়।
হাস্যসহ সম্বোধিয়া প্রভুদেবে কয়"
অতুল সোদর এই হাজির গোচরে,
রাজহংস দিয়া নাম উপহাস করে ॥
রসিকের চূড়ামণি কহিলা গোঁসাই।
এমন সুন্দর নাম কেহ দেয় নাই ॥
পরিহরি জলভাগ দুধ যেবা খায়।
এই গুণযুক্ত যাতে হংস বলি তায় ॥

হেন হংসদের রাজা সবার উপর।
অতি উচ্চতম আখ্যা বড়ই সুন্দর ॥
লজ্জা-অবনত মুখ উচ্চ করি তবে।
উকীল অতুলকৃষ্ণ কহে প্রভুদেবে"
চাইয়া শ্রীমুখপানে হাসিয়া হাসিয়া,
আপনার কিবা নাম ডাকি কি বলিয়া ॥
সুন্দর উত্তর প্রভু করিলেন তাঁয়।
যে নামে ডাকিবে তুমি তাহে পাবে সায় ॥
সরল সরস ভাষ শ্রীপ্রভুর বাণী।
শক্তিময় শক্তিধর মহামন্ত্র জিনি,,
লক্ষ্য করি যার প্রতি হয় সঞ্চালন,
তখনি অন্তরে তার উদয় চেতন ॥
বুদ্ধিমান অতুল পণ্ডিত-চূড়ামণি।
চমকিত কলেবর শুনিয়া শ্রীবাণী"
যেন কিবা শক্তি এক অতি শক্তি গায়,
খেলিয়া উঠিল দেহে সকল শিরায় ॥
আপনে আপনা মধ্যে হইয়া মগন।
ক্ষণের ঘটনা মনে করে আন্দোলন ॥
অকস্মাৎ বিস্ময় উদয় হয় ঘটে।
বদনে আদতে আর বাক্য নাহি ফুটে ॥
কিবা হেতু বাক্যহারা তাহার কারণ।
শ্রীপ্রভুর উপমায় শুন বিবরণ ॥
বিষহীন ঢোঁড়া সাপে যদি ভেক ধরে।
কেঁও কেঁও শব্দ ভেক বহুক্ষণ করে ॥
জাতি-সাপে ধরিলে অধিক নয় সোর।
এক দুইবার কিম্বা তিনবার জোর ॥
ভক্তিভরে সবিশ্বাসে শুনহ বারতা।
ভক্তির ভাণ্ডার ভক্ত-সংযোটন কথা ॥
গোলাকার গেঁড়ু লয়ে বালকেরা খেলে।
যে দিকে গড়ায় গেঁড়ু সেই দিকে চলে"
তেমতি জীবের মন শ্রীগুরুর হাতে,
যে পথে ছুটান তিনি ছুটে সেই পথে ॥
অতুল অতুলকৃষ্ণ ছুটিল এখন।
বুঝিবারে নামময় প্রভু কোন্ জন ॥

অতুলের মনে মনে করে তোলাপাড়া।
যে নামে ডাকিলে পরে যিনি দেন সাড়া”
ভগবান্ বিনে তিনি কেহ নন আর,
দেখিতে হইবে কিবা ভিতরে ব্যাপার ॥
কতিপয় দিন পরে মন উচাটনে।
দক্ষিণসহরে যান প্রভুদরশনে ॥
প্রভুর সুখের আর পরিসীমা নাই।
দেখিয়া অতুলকৃষ্ণে গিরীশের ভাই ॥
গিরীশ প্রভুর বড় পিয়ারের জন।
এত কৃপা পাত্রান্তরে নহে বরিষণ ॥
সেই হেতু তাঁহার সম্বন্ধে যেবা আছে।
অতি আদরের বস্তু শ্রীপ্রভুর কাছে ॥
এইখানে এক কথা শুন বলি খুলে।
গিরীশের কৃপায় প্রভুর কৃপা মিলে ॥
তিলমাত্র নাহি সন্দ, সত্য একবারে,
অতি গোপনের কথা শ্রীপ্রভুর ঘরে ॥
প্রভুপদে এক ভিক্ষা মাগ দিবারাতি।
তাঁহার ভক্তের পদে রহে যেন মতি ॥
আজিকার ঘটনায় দেখ তুমি মন।
শ্রীপ্রভুর প্রিয় জনা গিরীশ কেমন ॥
দেব-দেবী-মূর্ত্তি যত পুরীর ভিতরে।
পূততীর্থ পঞ্চবটী জাহ্নবীর তীরে ॥
জাগা-ভূমি বিল্বতল সাধনার স্থান,
অতুল সকলগুলি দেখিয়া বেড়ান ॥
স্থানের মাহাত্ম্যগুণে প্রভুর কৃপায়।
অতুল অতুলানন্দে দেখিয়া বেড়ায় ॥
অবশেষে অপূর্ব্ব দর্শন তেঁহ করে।
দাড়াইয়া যে সময় জাহ্নবীর তীরে।
গভীর সলিলমধ্যে গঙ্গার মাঝার।
ত্রিতল প্রমাণ এক বৃহৎ আকার”
অপরূপ শিবলিঙ্গ তথা মূর্ত্তিমান্,
ক্ষণেকের মধ্যে জলে হয় অন্তর্ধান ॥
তখন অতুলকৃষ্ণ বুঝিল সহজে।
রামকৃষ্ণনামধারী বিশ্বগুরু নিজে ॥
দীন দুঃখী দ্বিজ সাজে নর-কলেবর ॥
নামমন্ত্র নামরূপ পরম ঈশ্বর ॥
স্বরূপ দর্শনে, ত্যজি পূর্ব্ব উপহাস।
হইল অতুলকৃষ্ণ শ্রীচরণে দাস ॥
প্রভুর উৎসবে যেন মত্ত ভক্ত রাম।
দ্বিতীয় কেহই নাই তাঁহার সমান ॥
ধ্যান জ্ঞান প্রভুদেব সর্ব্বস্ব রতন।
হৃদয়-আনন্দকর নয়ন-রঞ্জন ॥
দিবারাত্তি এক প্রীতি লীলা আন্দোলনে।
ভক্তের সতত মেলা রহে নিকেতনে ॥
ভক্তগণে ভিক্ষা দেন যতন সহিত।
যত আয় ব্যয় যায় রহে না কিঞ্চিৎ
অতিশয় মুক্তহস্ত হৃদয় কোমল।
অর্থের আদর যেন পুকুরের জল ॥
ধরম করম তার মনের মতন।
দাও অন্ন ক্ষুধাতুরে উলঙ্গে বসন ॥
সামান্য সঞ্চয় হাতে হইত যখন।
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব হয় আকিঞ্চন ॥
উৎসবে করিয়া ব্যয় সাধ নাহি মিটে।
উৎসব পিয়ারা বড় রামের নিকটে ॥
আজি ঘরে উৎসব আনন্দে আটখান।
বিরাজিত ভক্তসহ প্রভু ভগবান্ ॥
হরিশ রাখাল লাটু, শ্রীমনমোহন ॥
দেবেন্দ্র, নরেন্দ্র ছোট, নিত্যনিরঞ্জন ॥
ভুটে কালী, বলরাম পাগ বাঁধা শিরে।
সুরেন্দ্র,গোপাল ছোট, হুটকো বলে যারে ॥
মাষ্টার মহেন্দ্রনাথ শিয়ানের বাড়া।
কানে চোখে কর্ম্ম যাঁর মুখে নাই সাড়া ॥
স্মরণ না হয় আর প্রভুভক্ত কত।
গণ্ডা গণ্ডা ব্রাহ্মগণ বহু সমবেত ॥
শ্রীবয়ানে সকলের নয়নের বাসা।
লুব্ধমন শ্রীবচন-সুধাপান-আশা ॥
কিন্তু আজি এক বিন্দু নহে বরিষণ।
আপনি আনন্দময় বিমরষ মন ॥

তাহার কারণ মন শুন সাবধানে।
প্রাণের অধিক প্রিয় নরেন্দ্র বিহনে ॥
এ সময় নরেন্দ্রের সংসার অচল।
অবস্থা শুনিলে ঝরে পাষাণেতে জল ॥
অতি কষ্টে যায় দিন দরিদ্রের বাড়া।
পোষ্যবর্গ ভাই বুন এক ঘর ভরা ॥
খাতির নাহিক যদি এত অনাটন।
ভগবানে একটানে ধাবমান মন ॥
দেহে মন কদাচন, উদাস শরীরে।
পথে যেতে নাহি হুঁস গায়ে গাড়ী পড়ে
তত্ত্বচিন্তাশীলতার প্রভাবে কেমন।
নিদারুণ শিরঃ-পীড়া উদয় এখন ॥
বড়ই যাতনা তায় সহ্য নাহি হয়।
নানা প্রতীকার তবু উপশম নয় ॥
তত্ত্বচিন্তা মহাবায়ু প্রবল যখন।
মন-ঘুড়ি পরিহরি শরীর-ভবন „
অত্যুচ্চে উড়িয়া যায় আপনার মনে,
গুরুতর শিরঃ-পীড়া তাহার কারণে ॥
দ্বার বন্ধ করি ঘরে অবিরত বাস।
বিষবৎ আন্-কথা আন্-সহবাস ॥
বিমরষ মনে তাই শ্রীপ্রভু আমার।
নরেন্দ্রবিহনে তাঁর সকল আঁধার ॥
জনে জনে সকলেই কন প্রভুরায়।
নরেন্দ্রের কাছে বাড়ী, নরেন্দ্র কোথায় ॥
একে আজ্ঞা শত ধায় যায় ছুটে ছুটে।
আনিতে নরেন্দ্রনাথে প্রভুর নিকটে ॥
নরেন্দ্র নারাজ তায় কহেন উত্তরে।
মাথায় বেদনা ইচ্ছা নাই যাইবারে ॥
বারতা আসিলে পরে প্রভুর গোচর।
দুঃখের নাহিক সীমা বিষণ্ন অন্তর ॥
কাকুতিপুরিত ভাষ বিষণ্ন বয়ানে।
প্রভুদেব পাঠাইয়া দিলা অন্য জনে ॥
দৌত্যকর্মে এইবার দেবেন্দ্রের গতি।
দেবেন্দ্রে নরেন্দ্রে দুয়ে বড়ই পিরীতি ॥
বুঝাইয়া বিধিমতে আনিলেন তাঁয়।
রামের আবাসে যেথা প্রভুদেবরায় ॥
আনন্দে উথলা হৃদি নরেন্দ্রে দেখিয়া।
জিজ্ঞাসা করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥
আইস নিকটে মোর দেখি কি রকম।
মাথায় উদয় পীড়া যাতনা বিষম ॥
এত বলি শিরোদেশ পরশন করি।
মহৌষধি কৈলা দান ত্রিতাপনিবারী ॥
পীড়ায় পাইয়া শান্তি কহেন তখন।
আনাইয়া দাও কিছু করিব ভোজন ॥
তখনি প্রেরণ বার্তা হয় অন্তঃপুরে।
সেবা আয়োজনে ব্যস্ত রামের গোচরে ॥
ভক্তিভরে ভক্তরাম পাঠান সত্বর।
থালে ভরা নানা দ্রব্য প্রভুর গোচর ॥
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ ল'য়ে।
দিলেন আগোটা থাল নরেন্দ্রে ডাকিয়া ॥
এমন সময় কিবা হইল ঘটনা।
প্রবেশিল রামাবাসে বেশ্যা একজনা ॥
কুরূপ-দর্শনা তেঁহ কালীর বরণ।
বেশভূষাহীন অঙ্গ-সামান্য বসন ॥
একমাত্র আভরণ অতি মনোহর।
মিষ্টকণ্ঠা গায় গীত শ্রুতিমুগ্ধকর ॥
শুধু মিঠা সুর নয়, গায় অনুরাগে।
সুরেন্দ্র বারতা কয় শ্রীপ্রভুর আগে ॥
প্রভুদেব বড় প্রিয় সঙ্গীত শ্রবণে।
বেশ্যায় বসিতে আজ্ঞা বাহির প্রাঙ্গণে ॥
কিছুক্ষণ পরে প্রভু কহিলেন তাঁয়।
ওগো বাছা গাও গীত শুনাতে শ্যামায় ॥
জানালার অন্তরালে শুনিয়া শ্রীবাণী।
সুমধুর সুরে গীত ধরিল অমনি ॥
আন্তরিক অনুরাগে গায় বারনারী।
ভক্তির আবেগে বহে দুনয়নে বারি।
কলমে না যায় আঁকা গায়িকার ধারা।
শ্যামার কারণে যেন পাগলের পারা ॥

ভাবে ভরা মাতয়ারা প্রভু পরমেশ।
বাহ্যিক-গিয়ানশূন্য ভাবের আবেশ॥
পরে যত ধীরে ধীরে সমাধি গভীর।
তত বহে গায়িকার দুনয়নে নীর॥
কি জানি রমণী কেবা দেবীর সমান।
মর্ত্তধামে করে বাস বারাঙ্গনা নাম॥
তুষ্ট কৈলা প্রভুদেবে শুনায়ে সঙ্গীত।
গভীর সমাধিপর হইয়া মোহিত॥
হেন জনে বেশ্যা-আখ্যা পুঁথির ভিতরে।
হীন মূঢ় এ অধম দিতে প্রাণে ডরে॥
বারে বারে বন্দি তার চরণদুখানি।
পুঁথিতে থুইনু নাম কালপাগলিনী॥
লীলায় কাহিনী বহু আছে গায়িকার।
সময়ে সময়ে মন পাবে সমাচার॥
সমাধি হইলে ভঙ্গ প্রভুদেবরায়।
কৃপাসহকারে তাঁরে দিলেন বিদায়॥
শুদ্ধ ল'য়ে দেহখানি পাগলিনী যায়।
সমর্পিয়া প্রাণ মন শ্রীপ্রভুর পায়॥
ভক্তি বিশ্বাসের তত্ত্বে বড় তুষ্ট রায়।
এ দুয়ের উপদেশ কথায় কথায়॥
বিশেষিয়া সবিশেষ শুন তুমি মন।
ভক্তির ভাণ্ডার এই রামকৃষ্ণায়ণ॥
একদিন ভক্তগণে কহেন গোঁসাই।
বিশ্বাস ভক্তির মত হেন কিছু নাই॥
কাহিনী বাখান করি কন ভগবান্।
তিয়াগী সন্ন্যাসী এক সাধুর আখ্যান॥
সাধুবর অবিরত ধামে ধামে ঘুরে।
এইবার উপনীত পুরীর ভিতরে॥
তাহায় দেখিয়া মোর হইল কেমন।
মনে মনে হয়, সঙ্গে করি আলাপন॥
বৈঠক করিয়া সাধু বসে বটতলে।
একমাত্র পুঁথি তার সম্পত্তি বগলে॥
কি পুঁথি জিজ্ঞাসা আমি করিনু যখন।
পুলকিতচিত্তে সাধু কহে রামায়ণ॥
দৈবে এক দিন সাধু স্থানান্তরে যায়।
গোপনে রাখিয়া পুঁথি বৈঠক যেথায়॥
সময় পাইয়া আমি করি নিরীক্ষণ।
বাহির করিয়া পুঁথি বসনে গোপন,,
যতই উল্টাই পাতা পুঁথি বরাবর,
সব শাদা, নাই মোটে কালির অক্ষর॥
একটি পাতার মধ্যে পরে গেল দেখা।
এক ঠাঁই এক মাত্র রামনাম লেখা॥
কাহিনী সমাপ্ত করি কন্ প্রভুরায়।
মহাভক্ত সাধুবর ধন্য মানি তায়॥
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ কিবা শুন বিবরণ।
পার্ব্বতী মহেশে দুয়ে কথোপকথন॥
স্নান হেতু সে সময় জাহ্নবীর জলে।
ক্রমাগত শত শত নরনারী চলে॥
সম্ভাষিয়া গঙ্গাধরে মহেশ্বরী কন।
জীবের গঙ্গায় ভক্তি হের পঞ্চানন॥
চলিতেছে অগণন নাহিক বিরাম।
অতিভক্তি সহকারে করিবারে স্নান॥
হাসিয়া মহেশ তবে করেন উত্তর।
ক জনায় স্নানে যায় ইহার ভিতর॥
গণনায় বহু যায় সত্য বিবরণ।
দেখিবে রহস্য যদি ধরহ বচন॥
শবাকারে গঙ্গাতীরে করিব শয়ন।
পাশেতে বসিয়া তুমি করিও রোদন॥
লোকজনে একত্তর হইলে সেখানে।
জিজ্ঞাসা করিবে তুমি প্রতি জনে জনে॥
মরিয়া গিয়াছে পতি ছাড়িয়াছে দেহ।
শ্মশানে বহিয়া দেয় হেন নাহি কেহ॥
একাকী বহিতে শক্তি নাহিক আমার।
সাহায্য করিয়া কেহ কর উপকার॥
এই সঙ্গে এক কথা বোলো এই ঠাঁই।
নিষ্পাপ শরীর যার হেন জন চাই॥
পাপযুক্ত দেহে কৈলে শবে পরশন।
তখনি হইবে তার নিশ্চয় নিধন॥

পার্ব্বতীর সঙ্গে যুক্তি করি গঙ্গাধর।
সতীসঙ্গে গঙ্গাতীরে চলিলা সত্বর ॥
শববৎ শুইলেন শিব শূলপাণী।
শোকাকুলা সম কাঁদে ত্রিলোকতারিণি ॥
পাষাণ দ্রবয়ে হেন করুণ রোদনে,
চারিধারে গোলাকারে লোকজন জমে ॥
কাকুতি সহিত সতী কন সবাকারে ॥
শ্মশানে পতিকে দেহ সৎকারের তরে ॥
ব্যাপারে মোহিয়া বহু হৈল অগ্রসর।
বহন করিতে শবে শ্মশান ভিতর ॥
তবে সেই সবে সতী কহেন তখন।
পাপীতে ছুঁইলে হবে নিশ্চয় নিধন ॥
শুনিয়া সে সব লোক পাছু ফিরে বাট।
জনমের আগাগোড়া কর্ম্ম করে পাঠ ॥
অগণন পাপাচার উঠে মনে মনে।
সাহস না করে আর শব-পরশনে ॥
হেনকালে সেইখানে আসে একজন।
বেশ্যার আবাসে নিশি করিয়া যাপন ॥
কলুষ-কলঙ্ক কাণ্ডে আজীবন ভরা।
যতবিধ পাপ কর্ম্ম সব সাঙ্গ করা ॥
মূর্ত্তিমান্ পাপাচার পাপের মূরতি।
এই নামে জনে জনে ভুবনে বিদিতি ॥
অগণন লোকজন দেখি একত্তর।
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কৈলা সবার গোচর ॥
অগ্রসর হয় তবে অকুতোসাহসে।
যেখানে বসিয়া সতী পতীর সকাশে ॥
পার্ব্বতীরে কহে যেন বীরের আকার।
শ্মশানে বহিয়া দিব ভাবনা কি তার ॥
এত বলি ত্বরান্বিত দ্রুতপদে আসে।
পতিতপাবনী যেথা দ্রবময়ীবেশে ॥
ডুবিয়া গঙ্গার জলে ফিরিল সেথায়।
আর্দ্র বস্ত্র ঝরে জল চুলের ডগায় ॥
সুদীর্ঘ সবল বাহু করি প্রসারণ।
তুলিবারে মহেশ্বরে করে পরশন ॥
শবরূপী পরমেশ পরশের গুণে।
সমুদিত দিব্যভাতি যুগল নয়নে ॥
যার বলে সেইক্ষণে করে দরশন।
শবরূপধারী নিজে শূলী ত্রিলোচন ॥
পাশে তাঁর নারীবেশে ঈশানী আপনী।
সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রী জগৎজননী ॥
আখ্যান সমাপ্তি করি গুণমণি কন।
গঙ্গায় বিশ্বাস করে এই এক জন ॥
অটল ধারণা, গঙ্গা বারেক পরশে।
জনমের যত পাপ একবারে নাশে ॥
এমন গিয়ান যার অন্তরে ধারণ।
ধরাধামে সেই ধন্য সার্থক জীবন ॥

তৃতীয় প্রসঙ্গ কথা শুন তবে বলি।
গঙ্গাকূলে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণমণ্ডলি,,
পরিপাটী বাহ্যাচার মহাআড়ম্বর,
নামাবলি চিটা ফোঁটা অঙ্গের উপর,,
পরিধান পট্টবাস আসন ঠশক,
লম্বা প্রস্থ দীর্ঘ দীর্ঘ নাসায় তিলক,,
নাক টেপা কর জপা প্রাতের করম,
হেনকালে উপনীত জনেক ব্রাহ্মণ ॥
বৃদ্ধক বয়স তাঁর বেশ মোটামুটি।
উদাসীন দেহে নাই কোন পরিপাটী ॥
ধূলি-ধুসরিত পদ পথ-পর্য্যটনে।
দুছোটে পুটুলি বাঁধা, ধরা সাবধানে ॥
ঘাটেতে পুটুলি রাখি দ্রুততর পায়।
স্নান করিবার তরে নামিল গঙ্গায় ॥
কোন গ্রাহ্য নাহি তাঁর দেহ পরিষ্কারে ॥
দিয়া একমাত্র ডুব উঠিল সত্বরে ॥
পুটুলিতে বাঁধা মুড়ি খুলিয়া তখন।
তাড়াতাড়ি দ্বিজবর করেন ভক্ষণ ॥
সমাপন মহাকর্ম্ম ফুরায়ে পুটুলি।
জাহ্নবীতে খান জল অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
স্নানে জলপানে করি পথশ্রম দূর।
উঠিল চলিতে পথে ব্রাহ্মণঠাকুর ॥

দেখিয়া তাঁহার ধারা ব্রাহ্মণমণ্ডলী।।
ক্রোধেতে আরক্ত আঁখি কপালেতে তুলি,
কহিতে লাগিল দ্বিজে করি সম্বোধন,
ও ঠাকুর তুমি না কি জাতিতে ব্রাহ্মণ।।
স্নানান্তে দ্বিজের যাহা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান।
তিলক আহ্নিক জপ ইষ্টের ধিয়ান,
কিছু না করিলে তুমি অতি কদাচারী,
হইয়া জাতিতে দ্বিজ যজ্ঞসূত্রধারী।।
এত শুনি দ্বিজবর উত্তরিল তায়।
প্রয়োজন যাহা মম হইয়াছে সায়।।
বাহ্যশুচি অবগাহে পবিত্র জীবনে।
অন্তর হইল শুচি ব্রহ্মবারি-পানে।।
এত বলি প্রভুদেব কহেন তখন।
যথার্থ বিশ্বাসী এই বৃদ্ধক ব্রাহ্মণ।।
চতুর্থ প্রসঙ্গ মন শুন ভক্তিভরে।
ব্রাহ্মণ কয়েক জন যায় একত্তরে,
প্রাতঃকৃত্য সমাপনে সকালবেলায়,
অঙ্গে কাটা চিটা ফোঁটা গঙ্গামৃত্তিকায়।।
সজ্জীভূত দ্বিজগণে করি নিরীক্ষণ।
শুন কি করিল পরে আর এক জন।।
সন্নিকটে আঁস্তাকুড় পথের কিনারে।
তুলিয়া মৃত্তিকা তার চিটা ফোঁটা করে।।
দ্বিজগণ কহে তারে দেখিয়া ঘটনা।
অস্পর্শীয় মৃত্তিকায় তিলক রচনা।।
ব্রাহ্মণনিকরে তেঁহ কহিল তখন।
অস্পর্শীয় মাটি কিসে কহ দ্বিজগণ।।
বামনভিক্ষার কালে বামনাবতার।
এক পদে ভূতল করিলা অধিকার।।
দ্বিতীয়েতে দেবপুরী অমরনগর।
তৃতীয় চরণ বলী রাজের উপর।।
পৃথিবী ব্যাপিয়া পদ পড়িল যখন।
সকল স্থানেতে আছে তাঁহার চরণ।।
মৃত্তিকাতে শুদ্ধাশুদ্ধ বুদ্ধি কিবা আর।
মাটী নহে মাটী; সব পদরেণু তাঁর।।
এত বলি প্রভুরায় কহিলা তখন।
যথার্থ বিশ্বাস ভক্তি ধরে এই জন।।
পঞ্চম প্রসঙ্গ শ্রীপ্রভুর বড় খাসা।।
পাপী তাপী সন্তাপীর সাহস ভরসা।।
হতাশ প্রাণের আশা দুর্ব্বলের বল।
সাধনভজনহীন জনের সম্বল।।
আজীবন পাপাচারে করিয়া যাপন।
দেহ-বিসর্জ্জনকালে যদি সেই জন,
নয়নে ফেলিয়া খালি এক ফোঁটা জল,
ঈশ্বরে প্রার্থনা করে অন্তর সরল,
তখনি করুণা তাঁয় করেন শ্রীহরি,
ভবসিন্ধুপারাবারে হইয়া কাণ্ডারী।।
শেষোক্ত প্রসঙ্গে প্রভু উপদেশে কন।
বিশ্বাস ভকতি যার ঘটে বিলক্ষণ,
অনাচারে কিবা কোন অভক্ষ্য আহারে,
কোন ক্ষতি নহে তার ভবসিন্ধুপারে।।
বিশ্বাসবিহীন চিত্তে যদি কোন জন।
সাচারে হবিষ্য-অন্ন করেন ভোজন,
সেও নহে শ্রেয়ঃ, হেয় ফল কিবা তায়,
অবশ্য হবিষ্য তার অখাদ্যের প্রায়।।
আচরিলে কর্ম্ম কাণ্ড ভক্তিসহকারে।
তাহাতে লইয়া যায় ঈশ্বরের দ্বারে।।
ভক্তিহীনে কর্ম্মকাণ্ড খোঁড়ার মতন।
দাঁড়াইতে হীনশক্তি, অচল চরণ।।
কলিকালে জ্ঞানযোগ বহু কষ্টে হয়।
ভক্তিপথ সরল সহজ অতিশয়।।
জীবে দিতে ভক্তি শিক্ষা প্রভুদেবরায়।
ভক্তির বিধান কার্য্য কথায় কথায়।।
অরুণ-উদয় পূর্ব্বে করি গাত্রোত্থান।
উন্মত্তে করেন প্রভু ঈশ্বরের নাম।।
শ্যাম-শ্যামাবিষয়ক গীতের আবলি।
তালে তালে নৃত্য কত সহ করতালি।।
দেব-দেবীমূর্ত্তি যত পুরীর ভিতরে।
প্রদক্ষিণ প্রণাম করেন সবাকারে।।

গঙ্গায় শ্রীঅঙ্গ ধৌত স্নানের সময়।
ব্রহ্মবারি জাহ্নবীতে ভক্তি অতিশয়॥
কদাচারে কিম্বা কোন কদায় ভক্ষণে।
দেখিলে সমল চিত্ত কোন ভক্তজনে,,
তখনি প্রভুর আজ্ঞা হইত তাহারে,
গঙ্গায় অঞ্জলিত্রয় জল খাইবারে॥
আপনি অখিলস্বামী প্রভুদেবরায়।
তাঁর সৃষ্ট দেব দেবী যে আছে যেথায়,,
তথাপি আপনে করি নিকৃষ্ট গিয়ান,
সমভাবে রক্ষা হয় সকলের মান॥
ঘটনা ধরিয়া মন শুন পরিচয়।
এক দিন গঙ্গাস্নানে যোগ অতিশয়॥
অনেক ভক্তের মেলা ছিল সেই দিনে।
কেহ বা প্রভুর কাছে কেহ গঙ্গাস্নানে॥
গিরীশ ভক্তের বীর বিশ্বাসে অটল।
সার যাঁর শ্রীপ্রভুর চরণকমল॥
অন্য যত ভক্ত প্রায় যান গঙ্গাস্নানে।
গিরীশ বসিয়া আছে প্রভুর সদনে॥
হৃদয়ে উদয় ভাব তাঁহার তখন।
অখিল-ঈশ্বর বিভু প্রভু নারায়ণ,,
গুরুবেশে কল্পতরু সম্মুখে বিরাজ,
মহাযোগে গঙ্গাস্নানে কিবা মোর কাজ॥
শ্রীপ্রভু ভক্তের ভাব বুঝিয়া অন্তরে।
গিরীশে করেন আজ্ঞা স্নানে যাইবারে॥
প্রভুদেবে ভক্তবর উত্তর বচনে।
বলিলেন, আসিয়াছি গুরু-দরশনে,,
কৃপায় তাঁহার করি তাঁরে দরশন,
কিবা পুনঃ গঙ্গাস্নানে, নাহি লয় মন॥
প্রত্যুত্তরে ভক্তবীরে কন ভগবান্।
তোমরা না দিলে তীর্থে কেবা দিবে মান
এইখানে বুঝ কিবা প্রভু গুণমণি।
কিবা তাঁর ভক্তগণ কোথাকার প্রাণী॥
কোটী কোটী দণ্ডবৎ ভক্তের চরণে।
গাব রামকৃষ্ণলীলা শক্তি দেহ দীনে॥

গঙ্গাজলে অঙ্গধৌত করি প্রভুরায়।
প্রদক্ষিণ দেবতা-মন্দির পুনরায়॥
কালীর নিকটে প্রভু বালকের ধারা।
মা মা রবে সম্বোধন বালকের পারা॥
রাধাকৃষ্ণ মূরতির কাছে ভাবান্তর।
রসভাব যেন কৃষ্ণ রসিকশেখর॥
স্বতন্তর ভাব শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণে।
সে ভাব দুসাধ্য আঁকা কাঠির কলমে॥
অঙ্গে নাই সংজ্ঞা বাহ্যহারা একবারে।
শিথিল কটির বাস রহে না কোমরে॥
সঙ্গেতে রাখালনাথ পাছু পাছু ধায়।
যত বাস খসে তত কটিতে জড়ায়॥
বাহ্যহীন তনুখানি ভাবেতে আকুল।
ঠিক যেন প্রভুদেব কলের পুঁতুল॥
অবিরত প্রদক্ষিণ নাহিক বিরাম।
কার্য্য অবসানে তবে ভাব অবসান॥
তখন রাখালনাথ ধরিয়া তাঁহায়।
ধীরে ধীরে শ্রীমন্দিরে লইয়া পালায়॥
ভাবেতে বিহ্বল তনু শ্রীপ্রভু যখন।
যে কেহ করিতে নারে তাঁরে পরশন,,
নিত্যসিদ্ধ অনাসক্ত কামিনীকাঞ্চনে,
শুদ্ধ-আত্মা অন্তরঙ্গ ভক্তজন বিনে॥
এই যে রাখালনাথ কে বটেন তিনি।
প্রভুর বচনে শুন তাঁহার কাহিনী॥
ভোজনান্তে এক দিন প্রভুদেবরায়।
গ্রীষ্মকাল বিশ্রাম করেন বিছানায়॥
এমন সময় তথা উপনীত হন।
কেশবের দলভুক্ত ব্রাহ্ম দুই জন॥
অমৃত একের নাম ত্রৈলোক্য দ্বিতীয়।
উভয়েই শ্রীপ্রভুর বিশেষতঃ প্রিয়॥
ত্রৈলোক্য মধুরকণ্ঠ বহু লোকে জানে।
বিমোহন মন যাঁর সঙ্গীত শ্রবণে॥
আজি দিনে শ্রীপ্রভুর মন নহে স্থির।
হেতু তার রাখালের অসুখ শরীর॥

শ্রীপ্রভু আতুর প্রাণে জনে জনে কন।
আরোগ্য-উপায় যদি জানে কোন জন॥
নিরখিয়া রাখালের বয়ানের পানে।
আপুনি কহেন প্রভু আরোগ্য-বিধানে॥
ও রাখাল খা রে তুই যাবে পরমাদ।
মহৌষধি জগন্নাথদেবের প্রসাদ॥
এই কথা বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে।
ডুবিলেন গুণমণি ভাবের পাথারে॥
ভাবাবেশে শ্রীপ্রভু করেন নিরীক্ষণ।
রাখাল বালকবেশে নিজে নারায়ণ॥
প্রেমময় প্রেমচক্ষু প্রভুর আমার।
রাখালের প্রতি হৈল বাচ্ছল্য সঞ্চার॥
ভাবাবেশে রাখালের স্বরূপ দেখিয়া।
ডাকিতে থাকেন তাঁয় গোবিন্দ বলিয়া॥
নিরখিয়া নীলমণি যশোদা যেমতি।
সেই ভাব শ্রীপ্রভুর রাখালের প্রতি॥
এতক্ষণ ভাবে ছিলা প্রভু গুণমণি।
সেহেতু ফুটিতেছিল শ্রীমুখেতে বাণী॥
দুইবার কেবল গোবিন্দ উচ্চারণে।
কোথায় গেলেন ছাড়ি শরীর ভবনে॥
এই ত ছিলেন তিনি শরীর ভিতরে।
চকিতে গেলেন কোথা কে বলিতে পারে॥
জড়বৎ, অঙ্গে নাই বাহিক চেতন।
জবাব দিয়াছে কাজে ইন্দ্রিয়ের গণ॥
নাসাগ্রে নয়ন স্থির শ্বাসহীন প্রায়।
কোন্ দেশে গেলা, এই ঘরে ছিলা রায়॥
এমন সময় তথা দেখা দিল আসি।
গেরুয়া-বসন এক কপট সন্ন্যাসী॥
মলিন কুঞ্চিত চিত্ত জন আগমনে।
নামিতে লাগিলা প্রভু নীচে ক্রমে ক্রমে॥
আটক ভাবের ঘরে হইয়া এখন।
আপনি আপনে কথা প্রভুদেব কন॥
ভাবস্থ অবস্থা, বাহ্য লক্ষণ তাহার।
কভু খুলে কভু আঁখি বন্ধ রাখে আর॥
ভাবের নেশায় চক্ষে ঘোর ঘোর রাখে।
বাহ্যবস্তু দর্শনের শক্তি নাহি থাকে॥
ইন্দ্রিয় প্রত্যঙ্গ অঙ্গ অবশ সকলে।
ঠিক যেন কাঁচা ঘুমে তোলা শিশুছেলে॥
ইহাতেও পূর্ণভাবে বিরাজে চেতন।
যেখানে যা হয় হয় সব নিরীক্ষণ॥
মুদিত নয়নে প্রভু পান দেখিবারে।
গৌরিক-বসন কেবা পশিল মন্দিরে॥
বাহিক দর্শন নয়, কেবল আকার।
অন্তরের অভ্যন্তরে কিরূপ তাহার॥
কপটতা ভাণেভরা হৃদয়ের থলি।
কিছু নাই সন্ন্যাসী যাহাতে তারে বলি॥
সেইহেতু ভাবাবেশে মুদিত নয়ন।
উপদেশে সন্ন্যাসীরে কহেন বচন॥
গৌরিক বসনে নহ ব্যবহার যোগ্য।
কোথা হৃদে পবিত্রতা বিবেক বৈরাগ্য॥
অযোগ্য অবস্থাপন্নে গৌরিক বসন।
মঙ্গল কথন নয়, ক্ষতি বিলক্ষণ॥
পরিহরি সন্ন্যাসীরে অখিলের পতি।
কহিতে লাগিলা ব্রাহ্মভক্তদ্বয় প্রতি॥
রাখাল প্রভৃতি এই বালক সকল।
এরা সব নিত্যসিদ্ধ শুদ্ধাত্মার দল॥
কামিনীকাঞ্চনে নহে কখন আসক্ত।
চিরকাল জন্ম জন্ম ঈশ্বরের ভক্ত॥
ভগবানে অনুরাগ ভক্তি বিলক্ষণ।
প্রকৃত পাতাল-ফোঁড়া শিবের মতন॥
সাধনা-অর্জ্জিত ভক্তি ইহাদের নয়।
স্বভাবতঃ প্রেমভক্তি হৃদয়ে উদয়॥
যারা সব নিত্যসিদ্ধ থাকের ভিতর।
সাধারণ নয় তারা, জাতি স্বতন্তর॥
উপমায় স্বরূপ লক্ষণ পরিচয়।
পাখী মাত্রে সকলের বাঁকা ঠোঁট নয়॥
ইহারা কখন নয় আসক্ত সংসারে।
যেমন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের ভিতরে।

সাধনভজন করে লোক সাধারণে।
কখনও বা করে ভক্তি হরির চরণে॥
আবার সংসার মধ্যে করিয়া প্রবেশ।
কামিনীকাঞ্চনে হয় আসক্ত বিশেষ॥
যেন ভেন্ ভেনে মাছি এই আছে ফুলে।
কখন বা মদকের মিষ্টান্নের থালে॥
বিষ্ঠাগন্ধ তখনি যদ্যপি কাছে পায়।
পরিহরি মধু মিষ্ট বসে গিয়ে তায়॥
এরা সব নিত্যসিদ্ধ মৌমাছির জাতি।
ফুলমধু খাইবারে কেবল পিরীতি॥
হরিরস সুধাপানে সদা মত্ত থাকে।
যেখানে বিষয় গন্ধ না যায় সেদিকে।
ধ্যান জপ তপ পূজা সাধনভজনে।
যেই ভক্তি লাভ করে সাধুভক্তজনে॥
সেই বিধিবাদিয়-ভকতি নাম তার,,
ইহাদের ভক্তি নহে সেরূপ প্রকার॥
ইহাদের রাগভক্তি প্রেমাভক্তি নাম।
ভালবাসে পরমেশে স্বজন সমান॥
যাহাদের হেন ভক্তি সতত অন্তরে॥
বিধিতে রহে না তারা, যায় বিধি ছেড়ে॥
বেদবিধি ছাড়া প্রেমাভক্তি বলে যায়।
তাহা না পাইলে কেহ ঈশ্বরে না পায়॥
এই প্রেমাভক্তিযুক্ত নিত্যসিদ্ধগণ।
প্রভুর সেবায় রত রহে অনুক্ষণ॥
রাখাল প্রভৃতি কাছে সেবার কারণে।
সেবাকর্ম্মে সচকিত রহে রেতে দিনে॥
শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণে আবেশ সঞ্চার।
কিছু পরে অবসান হইলে তাহার,,
যতনে ভকতবর্গ দেন যোগাইয়া,
ভোজ্যদ্রব্য কথঞ্চিৎ প্রভুর লাগিয়া॥
জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাত্রে কোণে।
বিল্বপত্র তারকনাথের তার সনে॥
সর্ব্ব-অগ্রে শ্রীপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ।
পশ্চাতে বসেন অন্ন করিতে ভোজন॥

ভোগান্ন রন্ধন কিসে শুন কথা তার।
মহাভক্ত বলরাম বসু জমিদার,,
মাসে মাসে দেন ডালি সব আছে তায়,
যাহা কিছু প্রয়োজন প্রভুর সেবায়॥
বসুদত্ত ভাণ্ডার থাকিত স্বতন্তর।
আপনার হাতে নিজে প্রভুগুণধর,,
পরিমিত মত দ্রব্য সাজাইয়া থালে,
ডাকিয়া পাচকে দেন প্রত্যহ সকালে॥
নিষ্ঠাবান্ ভক্তিবান্ পবিত্র-আচার।
ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালে পাককর্ম্মে ভার॥
কভু আজ্ঞা হয় রামে পুরীর ব্রাহ্মণ।
যার তার হাতে নহে ভোগান্ন রন্ধন॥
পবিত্র ব্রাহ্মণ বিনা রন্ধন না হয়।
অন্যে পরশিলে অন্ন ঘৃণা অতিশয়॥
ভক্ত যদি অন্য জাতি তথাপি না চলে।
বিনা যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণের ছেলে॥
ভক্তদের মধ্যে মাত্র কায়স্থ-নন্দন।
নরেন্দ্র ও বাবুরাম এই দুই জন,,
ছুঁইতে ভোজন-থাল ছিলা অধিকারী,
কারণ ইহার কিবা বলিতে না পারি॥
বার, তিথি, বারবেলা সকল পালন।
কথায় কথায় পাঁজি হয় প্রয়োজন॥
শাস্ত্রিয় নিষেধ কর্ম্মে অতিশয় ঘৃণা।
দিবস বিশেষে দ্রব্য খাইবারে মানা॥
যার তার দত্ত-দ্রব্য না হয় গ্রহণ।
যেখানে সেখানে নহে রাজি নিমন্ত্রণ॥
অপকর্ম্মে কলঙ্কিত অঙ্গ যে জনার।
সে জন ছুঁইলে দ্রব্য গ্রাহ্য নহে আর॥
কলুষিত চিত্ত যার কুকর্ম্মের যোগে।
দেখিলে চিনেন তায় সকলের আগে॥
অন্তর্যামী বিশ্বস্বামী শ্রীপ্রভু আমার।
ইহার সম্বন্ধে শুন লীলা চমৎকার॥
ঈশানের ঘরে এক দিন নিমন্ত্রণ।
সঙ্গেতে নরেন্দ্রনাথ লাটু, দুই জন॥

ভোজনান্তে নরেন্দ্র কহেন প্রভুবরে।
এবারে যাইব আমি ভূধরের ঘরে॥
ভাগ্যবান্ ভূধর ব্রাহ্মণ এক জনা।
শশধর যাহার ভবনে করে থানা॥
উত্তরে নরেন্দ্রনাথে প্রভুদেব কন।
আমিও তোমার সঙ্গে করিব গমন॥
নরেন্দ্র না হন রাজি প্রভুর কথায়।
বার বার জেদ তাঁরে করেন শ্রীরায়॥
প্রভুর বিষম জেদ নহে নিবারণ।
তিন জনে ভূধরের ভবনে গমন॥
তৃষাতুর শ্রীপ্রভু হইলা কিছু পরে।
ভূধরের ভাই গেল জল আনিবারে॥
পাত্র পরিপূর্ণ জল করিয়া সত্বর।
আনিয়া ধরিল তবে প্রভুর গোচর॥
জলপাত্র প্রভুদেব শ্রীহস্তে আপনি।
লইতে নারেন কিবা অদ্ভুত কাহিনী॥
নরেন্দ্র প্রভুর ভাব বুঝে বিলক্ষণ।
জলের গেলাস নিজে করিলা ধারণ॥
অন্য জনে কৈলা আজ্ঞা জল আনিবারে।
যাহাতে পিপাসা শান্তি কৈলা প্রভু পরে॥
নরেন্দ্র বুঝিতে কিছু না পারেন আর।
প্রথম ব্যক্তির জল কেন অস্বীকার॥
জানিতে কারণ তত্ত্ব পুছেন ভূধরে॥
সোদর কেমন তাঁর কি আছে ভিতরে॥
লম্পট প্রকৃতি ভাই কহেন ভূধর।
বেশ্যাতে আসক্তি তেঁহ রহে নিরন্তর॥
শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন পিছে।
ইহাপেক্ষা আরও কিছু গুরুতর আছে॥
তখন আদত কথা ভাঙ্গিল ভূধর।
পরস্ব-হরণ-পাপে কলঙ্কী সোদর॥
প্রভুর মাহাত্ম্য শক্তি করি নিরীক্ষণ।
অবাক্ নরেন্দ্রনাথ সবিস্ময় মন॥
কার্য্যাকার্য্য প্রভুদেব শুভ অশুভাদি।
ভালমন্দ বিচারে চতুরচূড়ামণি॥
অঙ্গ বৈলক্ষণ্যে কিম্বা লক্ষ্মীছাড়া রীতি।
এ দুই লক্ষণ যেথা সেখানে অপ্রীতি॥
ভোজনান্তে শয্যায় আরাম হয় কোথা।
অগণন জমে লোক শুনিবারে কথা॥
ক্লান্ত নয় ওষ্ঠদ্বয় নিরন্তর ফুটে।
যতক্ষণ দীনেশ না ধসে গিয়া পাটে॥
অস্তাচলগামী যবে জগৎ-লোচন।
পুরীতে আরতি বাদ্য ঘটা বিলক্ষণ॥
দেবদেবী দরশন করিবার তরে।
শ্রীপ্রভুর আগমন পুরীর ভিতরে॥
ভাবে মত্ত প্রভু-অঙ্গ মনোহর ছবি।
পূর্ব্ববৎ প্রদক্ষিণ প্রতি দেবদেবী॥
প্রত্যাগত স্বমন্দিরে পুনশ্চ যখন।
খালি হরি হরি নাম মুখে উচ্চারণ॥
ভাবে গদ গদ তনু মত্ততার ভরে।
করতালি দিয়া নৃত্য মণ্ডল-আকারে॥
ক্রমে পরে রাতি যবে উর্দ্ধে উঠে যায়।
ভক্তদের সঙ্গে কথা ফুরাতে না চায়॥
দিনরাত্রি সমভাবে তত্ত্ব আলাপন।
বিশ্রাম প্রভুর দেহে জানে না কখন॥
এই ঈশ তত্ত্বালাপ আচরি আপনে।
জগতে দিলেন শিক্ষা যত জীবগণে।
সেই তত্ত্ব শুন মন পূর্ণ হবে কাম।
মঙ্গল নিদান রামকৃষ্ণলীলাগান॥
সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি
মথ রামকৃষ্ণলীলা পাবে পরাপ্রীতি॥

শ্যামাচরণ ন্যায়বাগীশের দর্পচূর্ণ

:: —

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ জননী ॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥

প্রভুর মহিমাকথা অমৃত কথন।
গাইলে শুনিলে যায় অবিদ্যা বন্ধন,
উপজে অন্তরে ভক্তি শ্রীপ্রভুর পায়;
ভবসিন্ধুপারাবারে গমন হেলায় ॥
পণ্ডিতের শিরোমণি জনেক ব্রাহ্মণ।
অধীত বিবিধ শাস্ত্র ন্যায় ব্যাকরণ,
ভাগবৎ গীতাগাথা পুরাণ অবধি,
শ্যামাপদ নাম, ন্যায়বাগীশ উপাধি ॥
ন্যায়শাস্ত্র ব্রাহ্মণের বিশেষিয়া জানা।
বিদ্যামদপরিপূর্ণ হৃদে ষোলআনা ॥
বিদ্বানমণ্ডলীমধ্যে সবে জানে তাঁয়।
বাসস্থান আঁটপুরে হুগলি জেলায় ॥
ধনিগণে নানা কর্ম্মে করে নিমন্ত্রণ।
বিদ্যাবলে করে বহু অর্থ উপার্জ্জন ॥
একবার জমিদার জয়কৃষ্ণ নাম।
গঙ্গাতীরে উত্তরপাড়ায় তাঁর ধাম,,
প্রয়োজনে আনাইল এই দ্বিজবরে,
যজন-কাজের হেতু আপনার ঘরে ॥
এক দিন জয়কৃষ্ণ সদরে বৈঠক।
পড়িছেন উপন্যাস গল্পের পুস্তক ॥
হেনকালে দ্বিজবর হাজির তথায়।
কি বহি করিছ পাঠ জিজ্ঞাসিল তাঁয় ॥
জমিদার জয়কৃষ্ণ করিয়া সম্মান।
বলিলেন গুপ্ত-কথা পুস্তকের নাম ॥
হাসিয় হাসিয়া দ্বিজ বলিলেন তাঁয়।
দেখ, গেল আজীবন আয়ু প্রায় সায় ॥

আর কেন উপন্যাস গল্প কথা ছাড়'।
তত্ত্ব-কথা যাহে আছে হেন কিছু পড় ॥
পড়িয়া গ্রন্থাদি বহু, জয়কৃষ্ণ কয়।
বুঝিয়াছি, কিসেতেও কিছু নাহি হয় ॥
মন্ত্র-পূত বাণ যেন লক্ষ্য ভেদ করে।
তেমতি পশিল বাক্য দ্বিজের অন্তরে ॥
চমকিত হইয়া ভাবেন মনে মন।
নিজে বহু করিলাম শাস্ত্র আলাপন ॥
কি ফল হইল তায় বুঝিতে না পারি।
শাস্ত্রপাঠ মাত্র কিন্তু বস্তু নাহি হেরি ॥
শাস্ত্রালাপে বস্তু নাই, কি করি এখন।
শক্তি নাই আচরিতে সাধনভজন ॥
উদ্ধার উপায় তবে কিসে অতঃপর।
বিষম চিন্তায় মগ্ন হৈল দ্বিজবর ॥
ভাবিতে ভাবিতে কথা স্মৃতিপথে আসে।
শাস্ত্রে কয় বস্তু মিলে সাধু-সহবাসে ॥
তবে এবে সাধু জন পাই কোন্‌খানে।
হেনকালে শ্রীপ্রভুর নাম পড়ে মনে ॥
দীনের সম্বল নাম প্রভুর আমার।
শক্তিহীন গাইবারে নাম মহিমার ॥
নাম-বলে ধ্রুব মিলে পতিত-পাবনে।
শত শত সাক্ষী তার ভক্ত-সংযোটনে ॥
তার মধ্যে মুই এক মহাভাগ্যবান।
দেবেন্দ্রর কাছে প্রাপ্ত রামকৃষ্ণনাম ॥
নামাদাতা যেই জন গুরু বলি যাঁরে।
পেয়ে নাম পূর্ণ কাম হইল অচিরে ॥

দেবেন্দ্র আমার গুরু প্রভু-ভক্ত তিনি।
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণদুখানি॥
প্রভু-ভক্তে গুরুরূপে পায় যেই জন।
ইষ্টলাভে দেরি তার না হয় কখন॥
যেই ভক্ত সেই প্রভু সেই তাঁর নাম।
তিনে এক, একে তিন প্রভুর বিধান॥
শ্রীপ্রভুর নামের তুলনা ধর যদি।
ঠিক যেন এক টানা বরষার নদী॥
ল'য়ে যায় জীব রূপ তৃণেরে সত্বর।
মূর্ত্তিমান প্রভু যেথা দয়ার সাগর॥
নদীতীরে ভক্তবর্গ সদা ভ্রাম্যমান॥
দুকুলে যা মিলে ল'য়ে তুফানে ভাসান॥
এই কর্ম্মে ব্রতী হ'য়ে প্রভুভক্তগণে॥
ধরাধামে সমাগত শ্রীপ্রভুর সনে॥
নাম সার নাম সার সারাৎসার নাম।
যাহার শরণে মিলে নবঘনশ্যাম॥
এই ঠাই এক কথা কহা প্রয়োজন।
কৃষ্ণমন্ত্রে উপদিষ্ট আমি একজন॥
ইষ্ট মোর কানু, এবে সম্বন্ধেতে ভাই।
মিষ্ট বড় তাই রামকৃষ্ণলীলা গাই॥
সঙ্কেতে কহিনু মন কর অবধান।
রামকৃষ্ণনামে পূরে সর্ব্ব মনস্কাম॥
এখানে আদত কথা দ্বিজের ভারতী।
শান্তির ভাণ্ডার রামকৃষ্ণলীলাগীতি॥
বহু পূর্ব্বাবিধি ছিল দ্বিজের শ্রবণ।
শ্রীপ্রভু পরমহংস সাধু এক জন॥
অনেক মহিমা খ্যাতি নানা জনে রটে।
বহু লোক সমাগম প্রভুর নিকটে॥
নহে অতি দূর পথ গঙ্গার ওপার।
কি ক্ষতি দেখিতে কিবা ভিতরে ব্যাপার॥
এতেক ভাবিয়া দ্বিজবর ত্বরান্বিত।
মন্দিরে মধ্যাহ্ন গতে হৈল উপনীত॥
তখন প্রভুর কাছে বহু ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করে প্রভুদরশন॥
ভক্ত বলিলেই যেন মনে মনে আসে।
ভক্তগণ দীন হীন দরিদ্রের বেশে॥
কটিতে কৌপীন তায় বহির্-বসন।
নেড়া মাথা, ছেড়া কাঁথা অঙ্গ-আবরণ॥
কাঁধে ঝুলি কণ্ঠে মালা তিলক নাসায়।
গোমুখী দুলায়মান জপমালা তায়॥
রঙ্গে ডঙ্গে রাধাকৃষ্ণ হরি হরি বলে।
ভিক্ষালব্ধ উদরান্ন বাস তরুতলে॥
অথবা কুটিরমধ্যে নিরজন স্থানে।
আখড়ায় রহে কিম্বা বুলে ধামে ধামে॥
শ্রীপ্রভুর ভক্তে নাহি সেরূপ ধরণ।
উপরে বাহিকে যেন নৃপতি-নন্দন॥
দ্বিতল ত্রিতলে বাস বহু ধন ঘরে।
দেখিয়া গঠন কান্তি সুকুমার হারে॥
সর্ব্বদা সুবেশ সজ্জা জামাজোড়া পরা।
অশক্ত চলিতে পথে, চড়ে গাড়ি ঘোড়া॥
সুতীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি বিবেক বিরাগ।
গাঢ়তর ভক্তি প্রেম ঈশ্বরানুরাগ॥
ত্যাগ রাগ তিতিক্ষাদি ভিতরে সকল।
যেমন ফল্গুন ধারা তলে তলে জল॥
প্রভুও তেমতি মোর রাজরাজেশ্বর।
গদি আঁটা তক্তপোষ মন্দির ভিতর॥
আলিস রাখিতে চারি বালিস তাহায়।
সুন্দর মশারী তার উর্দ্ধে শোভা পায়॥
দুগ্ধফেণনিভ শয্যা অতি পরিষ্কার।
পার্শ্বস্থিত ছোট খাট সদা বসিবার॥
দক্ষিণে তাকিয়া পাতা শিয়র যেখানে।
লাগালাগি তক্তপোষ কিঞ্চিৎ পশ্চিমে॥
তলেতে-পাপস পাতা পাপস-আধার।
বিরিঞ্চি বাসনা করে এক রেণু যার॥
পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার দিয়াল চৌধারে।
চূণকামে পরিপাটি ধপ্ ধপ্ করে॥
নানা দেব দেবী মূর্ত্তি সজ্জীভূত তায়।
দরশনে যার তার প্রাণ গ'লে যায়॥

দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে গঙ্গাজল-জালা।
পাশে পাটাতনে থাকে নানা ফল তোলা॥
স্বল্পমূল জলপাত্র অতি পরিষ্কার।
পূর্ব্বাঞ্চলে আল্লা তুলে বস্ত্র রাখিবার॥
একধারে মিষ্টি মণ্ডা খাদ্য নানা জাতি।
শিকায় হাঁড়িতে তোলা থাকে দিবারাতি॥
নিতি নিতি ব্যবহারে যাহা প্রয়োজন।
বিশেষ বিশেষ স্থানে রহে আয়োজন॥
দিয়ালের গাঁয়ে ঠাঁই হুকা রাখিবার।
সজ্জীভূত মুখে নল বকুলপাতার॥
ধূমপানে প্রিয় প্রভু কখনই নন।
কভু টানা একবার শিশুর মতন॥
নেশামাত্রে প্রভুদেব বড় অসন্তোষ।
বলিতেন তামাকেতে নাহি কোন দোষ॥
যে যে বস্তু শ্রীপ্রভুর হয় ব্যবহার।
অল্পমূল যাবতীয় কিন্তু পরিষ্কার॥
মলিন কি ছিন্ন বস্ত্র তালিমারা তায়।
দেখিলে অতুষ্ট বড় রামকৃষ্ণরায়॥
লক্ষীছাড়া উদরান্নে আতুর যে জন।
কখন না হয় তার হরিপদে মন,,
বলিতেন এই কথা প্রভু বারবার,
ভক্তে আজ্ঞা রাখে ঘরে ভাতের যোগাড়॥
নূতন যখন যেবা আসে সন্নিধানে।
প্রভুর প্রথম প্রশ্ন হয় সেই জনে,
ঘরে আছে কতগুলি পোষ্য পরিবার।
জমি জমা বিষয় ব্যবসা কিবা তার॥
কিঞ্চিৎ সঞ্চয় বিনা সংসারে সাধন।
হইবার নহে, ইহা না হয় কখন॥
এ বিষয়ে শ্রীপ্রভুর সুন্দর তুলনা।
শব সাধনার স্থায় সংসার সাধনা॥
বসিয়া শবের বুকে সাধনা যে করে।
মড়ার মাথার খুলি রাখে চারিধারে॥
খুলির আধারে নানা দ্রব্য রহে ভরা।
চালছোলা ভাজা কিসে, কিসেও বা সুরা॥
শবাসনে মন্ত্র জপ যবে গুরুতর।
মুখ বেয়ে উঠে মড়া অতি ভয়ঙ্কর॥
তখন লইয়া কিছু সাধক মহান্ত।
মড়ার মুখেতে দিলে তবে হয় শান্ত॥
নচেৎ সাধনা জপ কর্ম্ম যায় মারা।
জাপকে গিলিয়া ফেলে সাধনার মড়া॥
সেইমত সংসারেতে সাধনা যাহার।
সঙ্গে পুত্র কন্যা দারা পোষ্য পরিবার,,
সবাকার সমরূপ শবের প্রকৃতি,
আত্মসুখহেতু মাগে দ্রব্য নানা জাতি॥
তখনি অমনি শান্ত কিছু পেলে পরে।
নচেৎ খাইয়া ফেলে মাস মজ্জা চিরে॥
সেইহেতু শ্রীপ্রভুর আজ্ঞা বারবার।
ঘরে যেন রহে কিছু সঞ্চয় ভাণ্ডার॥
এ দিকে শ্রীপ্রভুদেব তিয়াগির বাড়া।
সম্বল যোগাড় কিন্তু রহে আগা গোড়া॥
পরিধান লাল পেড়ে ছোট ছোট ধুতি॥
অল্প-মূল বটে কিন্তু পরিষ্কার অতি॥
তেমতি পিরাণ জামা বসন যেমন।
কখন শ্রীঅঙ্গে রহে বগলে কখন॥
ভক্তের পরম ধন চরণযুগল।
কোমলত্বে তুলনায় হারে শতদল॥
নরম বুঝিয়া তাই দেন ভক্তগণে।
কোমল কার্পেট জুতা পরিতে চরণে॥
মূল্যবান বিনামা অথবা পরিধেয়।
কখনই নহে মোর শ্রীপ্রভুর প্রিয়॥
তবে কভু ভক্তসাধ পুরাবার তরে।
শ্রীঅঙ্গে ধরিতে হয়, ভক্তে নাহি ছাড়ে॥
অহংকার অভিমান ভোগের লালসা।
অথবা কিঞ্চিৎ কোন ইহসুখ আশা,,
তিল অণু কণা কিম্বা আভাস তাহার,
একবারে নাহি মনে প্রভুর আমার॥
অহংকার অভিমান সুখের সূচনা।
যে কাজে তখনি তাহে প্রভু দেন হানা॥

কুসুমের গুচ্ছ কিবা কুসুমের হার।
যদি কোন ভক্তজনে দেন উপহার,
তখনি শ্রীপ্রভুদেব কহেন তাঁহায়,
দেবাদির ভোগ্য ইহা কিহেতু আমায়।
ধর্ম্ম ধার্ম্মিকের চিহ্ন কভু অঙ্গে নাই।
সরল সহজ অতি জগৎ-গোসাই॥
নামেতে পরমহংস কহে লোকে জনে।
দেখাইয়া নাহি দিলে সাধ্য কার চিনে।
তুলনাতে নহে প্রভু কাহারও মতন।
তেমন শ্রীপ্রভুদেব, শ্রীপ্রভু যেমন॥
শুন এবে মূল কথা হেথা দ্বিজবর॥
জুতা সহ প্রবেশিল মন্দির ভিতর।
অকুতোসাহস হৃদে বীরের মতন।
জিজ্ঞাসিল ভক্তগণে প্রভু কোন্ জন॥
আগন্তুক দ্বিজের দেখিয়া ধারা রীতি।
ভক্তগণ জড়বৎ স্তম্ভিত প্রকৃতি॥
বদনে না সরে ভাষ হতবুদ্ধি প্রায়।
ঘন ঘন শ্রীপ্রভুর মুখপানে চায়॥
গরজিয়া দ্বিজ পুনঃ করিল জিজ্ঞাসা॥
কে বটে পরমহংস দেখিবারে আসা॥
শ্রীমুখে সুমন্দ হাসি করি নিরীক্ষণ।
প্রভুদেবে দেখাইয়া দিলা ভক্তগণ॥
সরল সহজ ভাব বালকের প্রায়।
খট্টায় আসীন এবে রামকৃষ্ণরায়॥
শ্রীঅঙ্গে না হেরি কোন সাধুর লক্ষণ।
জটা ভস্ম বাঘছাল গৈরিক বসন॥
ব্রাহ্মণ, সামান্য জ্ঞান করিয়া তাঁহায়।
একাসনে শ্রীপ্রভুর বসিল খট্টায়॥
বিদ্যামদে দৃষ্টিহীন সকৌতুক মনে।
ইতি উতি মন্দিরের চায় চারিপানে॥
যেখানে যা কিছু সব করি নিরীক্ষণ।
পশ্চাতে শ্রীভুদেবে কহেন তখন,
চাহিয়া শ্রীমুখপানে রহস্য ভাষায়,
তুমিই পরমহংস চেনা নাহি যায়॥
বড়ই মজায় ভাই আছ এইখানে।
জমাট আসর হেন করিলে কেমনে।
আজন্ম ঘাঁটিয়া শাস্ত্র গ্রন্থ অগণন।
না পারি করিতে পোড়া উদর পোষণ॥
লইয়া পরমহংস নাম মাত্র এক।
কেমনে করিলে তুমি পশার এতেক॥
কহিতে কহিতে হেন চারিপানে চায়।
নেহারে যাবৎ দ্রব্য যাহা দেখা যায়॥
দেখিতে না পায় যাহা নিজে দ্বিজবর।
রঙ্গহেতু রঙ্গপ্রিয় লীলার ঈশ্বর,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি দেন দেখাইয়া,
প্রভুর মুখারবিন্দে হাসিয়া হাসিয়া॥
বসিয়া বসিয়া দেখে যত ভক্তগণ।
প্রভুর দ্বিজের সঙ্গে রঙ্গ-আচরণ॥
পরিশেষে দ্বিজবর দেখি ভক্তগণে।
নিরখিয়া প্রত্যেকের বদনের পানে,
জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে উপহাস ভাষে,
এতগুলি লোকে তুমি বশ কৈলে কিসে॥
চেহারা সুবেশে বেশ হয় অনুমান।
সম্ভ্রান্ত বংশের সব ভদ্রের সন্তান॥
নিজে হইয়াছ যাহা ক্ষতি নাহি তায়।
পরের ছাওয়ালে নষ্ট শোভা নাহি পায়॥
তবে পরে ভক্তবর্গে করি সম্বোধন।
বিদ্যামদে পরিপূর্ণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ,
কহিতে লাগিল ভারি পাণ্ডিত্যাভিমানে,
শুনহ পরমহংস কহে কোন্ জনে॥
এত বলি উচ্চারিয়া শাস্ত্রের বচন।
ব্যাখানে পরমহংস কি তার লক্ষণ॥
পণ্ডিতের চূড়ামণি বিদ্যাবল ঘটে।
বিশেষ করিল ব্যাখ্যা শাস্ত্রে যাহা রটে॥
এইরূপে কিছুকাল রঙ্গ বিলক্ষণ॥
দিবা অবসান দেখি উঠিল ব্রাহ্মণ।
প্রভুদেব বলিলেন বিনয় বচনে।
দিবা প্রায় যায় আজ রহ এইখানে॥

সন্নিকটে নহে, তব দূরান্তরে ঘর।
থাকিলে, থাকিতে পারে সহ সমাদর॥
বুঝি না, বুঝিলা কিবা প্রভুর কথায়।
থাকিব বলিয়া তবে দ্বিজ দিল সায়॥
দিবা প্রায় যায় যায় কিছুক্ষণ পরে।
সন্ধ্যা হেতু চলে তেঁহ জাহ্নবীর তীরে॥
যেখানে বাঁধান ঘাট চাঁদনির তলে।
শ্রীপ্রভুর মন্দিরের দক্ষিণ অঞ্চলে॥
এখানেতে প্রভুদেব ভক্তদের সনে।
ইঙ্গিতে সঙ্কেতে নানা কথোপকথনে,,
মন্দির হইতে ক্রমে আসিয়া বাহিরে,
উপনীত পুষ্পোদ্যানে জাহ্নবীর তীরে॥
মরি কি মধুর ছবি মুনিমনোহরা।
আপনি অখিলপতি নর-সাজ পরা॥
লীলাহেতু ধরাধামে হইয়া আগত।
সশরীরে মূর্ত্তিমান ভকতে বেষ্টিত॥
মধুর প্রভুর ঠাম নয়ন-লালসা।
দেখিলে না মিটে কার দেখিবার আশা॥
প্রভুদেবে পেয়ে কাছে জাহ্নবী আপনি।
আহ্লাদ-সোহাগভরে হ'য়ে তরঙ্গিণী,,
উথলিয়া সন্নিকটে ক্রমে ক্রমে আসে,
চরণ জনম-ঠাঁই আলিঙ্গন আশে॥
পদানুরাগিণী গঙ্গা সদা বহে ধীর।
পাদদেশ করি ধৌত আগোটা পুরীর॥
দিন অবসানে হেথা জগৎ-লোচন।
ভুবনান্তে গমনে নাহিক মোটে মন॥
গাছের পাতার আড়ে লুকিয়া লুকিয়া।
দেখিবারে প্রভুদেবে চায় উকি দিয়া॥
ভগবান্ অবতার হন যেইকালে।
নানাবেশে নানাভাবে দেবদেবী দলে,,
বৃক্ষ লতা পশু পাখী শরীর ধারণে,
সাধিছে লীলার কার্য্য শ্রীপ্রভুর সনে॥
তরুলতা-বেশে ভক্ত বাগান ভিতরে।
পাইয়া পরম ধন প্রভুদেবে ঘরে,,
নেহারিতে প্রেমময়ে লীলার কারণ,
উন্মীলিত কৈল কোটি ফুলের নয়ন॥
সমীর ফুলের দূত নাচিল অমনি।
নিরখিয়া প্রভুদেবে অখিলের স্বামী॥
সৌরভ-সুগন্ধসহ চৌদিকে জানায়।
ফুলের উদ্যানে এবে রামকৃষ্ণরায়॥
মহাভক্ত অলিযথ ভ্রমরী ভ্রমরা।
সুন্দর সন্দেশ পেয়ে হ'য়ে মাতোয়ারা,,
দ্রুতগতি উপনীত মঙ্গল উৎসবে,
তুলিয়া ঝঙ্কার বাদ্য গুন্ গুন্ রবে॥
সুবৃহৎ পঞ্চবট সন্নিকটে স্থিতি।
শাখায় শাখায় যেথা পাখী নানা জাতি,,
কলরবে তুলে সব প্রভুর বন্দনা,
নিরখিয়া প্রেমময়ে সঙ্গে ভক্ত জনা॥
উপনীত সন্ধ্যাকালে করিতে আরতি।
যতনে গগনে উকি দেয় নিশাপতি॥
জ্বালিয়া অগণ্য বাতি কিরণ কোমল।
সঙ্গে ল'য়ে আপনার তারকার দল॥
দয়াময় প্রভুদেব দয়ার সাগর।
ভাব রূপ তরঙ্গ তাহাতে নিরন্তর॥
বুঝি না কি ভাবোদয় উদ্যান-মাঝার।
শ্রীঅঙ্গে কিঞ্চিৎ যাহে আবেশ সঞ্চার॥
টল টল তনুখানি প্রবেশি মন্দিরে।
বসিলেন একবার খাটের উপরে॥
ভক্তদের মধ্যে কেহ মন্দিরে এখানে।
কেহ বা দণ্ডায়মান বাহির প্রাঙ্গণে॥
অবিলম্বে ভাবাবেশে করি গাত্রোত্থান।
করতালিসহকারে বেড়িয়া বেড়ান।
যেইখানে শোভমান সুন্দর দেয়ালে।
নানা দেব-দেবীর মূরতিমালা ঝুলে॥
শুন তবে হেথা কিবা করে দ্বিজবর।
বসিয়া সন্ধ্যার কর্ম্মে ঘাটের উপর॥
প্রথমতঃ বাহ্য কার্য্য করি সমাপন।
ইষ্টধ্যানে বসিলেন পণ্ডিতব্রাহ্মণ॥

খিয়ানে ইষ্টের মূর্ত্তি দেখিতে না পায়।
হাজির সেখানে প্রভু রামকৃষ্ণরায়॥
বিচার করিয়া মনে বুঝিল তখন।
পরমহংসের সঙ্গে কথোপকথন,,
বহুক্ষণ দেখা শুনা সেই সে কারণে।
কেবল তাঁহার মূর্ত্তি আসিতেছে মনে॥
বিচার যুক্তিতে মূর্ত্তি করিয়া অন্তর।
পূর্ব্ববৎ ইষ্টধ্যানে বসে দ্বিজবর॥
তথাপি ইষ্টের রূপ চিত্তে নাহি আসে।
উদয় প্রভুর রূপ হৃদয়-আকাশে॥
আজীবন যেই ইষ্টদেবের মূরতি।
স্মরণ মনন ধ্যান করে নিতি নিতি॥
অন্তরের পটে আঁকা ছিল মূর্ত্তিমান্।
আজি সে মূরতি দ্বিজ দেখিতে না পান॥
সন্দ শঙ্কা বিস্ময় উদয় হৃদে নানা।
ভাবিয়া না পারে কিছু করিতে ঠিকানা॥
সত্য তত্ত্ব বুঝিবারে বসিল ব্রাহ্মণ।
খিয়াইতে ইষ্টরূপ মনের মতন॥
নয়ন মুদিলে হৃদে ইষ্ট নাহি মিলে।
কেবল প্রভুর মূর্ত্তি তাহার বদলে॥
ক্রমাগত বার বার দেখিয়া এমন।
তখন আপনি মনে বুঝিল ব্রাহ্মণ॥
চৈতন্য উদয় এবে প্রভুর কৃপায়।
ইষ্ট যিনি তিনি এই রামকৃষ্ণরায়॥
এত বুঝি ধ্যান ত্যজি ধায় দ্রুতবেগে।
উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি মন্দিরের দিগে॥
বিরাজেন যেইখানে প্রভু গুণমণি।
ভক্ত-অবতার সাজে অখিলের স্বামী॥
ভক্তগণ যাঁরা সব আছিলা বাহিরে।
দ্রুতগতি আসে দ্বিজ পান দেখিবারে॥
সবে তাঁরে এক-দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ।
কোথা যায় কিবা করে বিটল ব্রাহ্মণ॥
বরাবর দ্বিজবর আপনার মনে।
উপনীত হইলেন প্রভুর সদনে॥
ভক্তগণে সকৌতুক পাছু পাছু ধায়।
দেখিবারে কিবা কাণ্ড ব্রাহ্মণ ঘটনায়॥
গম্ভীর নিস্তব্ধভাবে মন্দির ভিতর।
নিরাসনে ভূমিদেশে বসে দ্বিজবর॥
আপনার ভাবে তেঁহ হইয়া মগন।
হেনকালে দ্রুতগতি তড়িত যেমন,,
হুঙ্কার সহিত প্রভু আবেশের ঘোরে,
থুইলা দক্ষিণ পদ ব্রাহ্মণের শিরে॥
চরণের গুণ কিছু না যায় বর্ণন।
হৃদয়ে কমলা যাহা করিয়া ধারণ॥
যতনে সেবেন সাধ দিবসযামিনী,
পরশনে কাষ্ঠ সোনা, শিলা মানবিনী॥
সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা উদ্ভব যাহায়।
তপঃপর মুনি ঋষি খিয়ানে না পায়॥
যার তেজে ব্রজ-রজে এতেক মহিমা।
পুরাণ মাহাত্ম্য নারে করিবারে সীমা॥
ভাগ্যবলে দ্বিজ আজি পাইয়া চরণ।
সমাদরে শিরোদেশে স্থাপন এখন,
দু হাতে ধারণ করি গায় স্তব স্তুতি,
কণ্ঠে যেন মূর্ত্তিমতী নিজে সরস্বতী॥
দেহি যে চৈতন্য ভক্তি বারবার বলে।
ভাসিয়া ভাসিয়া দুটি নয়নের জলে॥
বিদ্যামদথর্ব্বকারী নিরক্ষরবেশ।
বালকসুলভভাব প্রভুপরমেশ,,
তত্ত্ব উপদেশে যাঁর হারে বেদ চারি,
শাস্ত্র-জ্ঞানাতীত; সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী,,
কৃপা করি দ্বিজবরে অর্পিয়া চরণ,
কিবা দেখাইলা প্রভু শিক্ষার কারণ,,
বুঝিয়া আপন মনে করহ ধারণা,
হীনবুদ্ধি করে যেবা বিদ্যার গরিমা॥
নিরক্ষর সাজে এবে প্রভু অবতারে।
এক হেতু বিদ্যামদ বিনাশন তরে॥
মাথায় ধরিয়া বিদ্যা,অবিদ্যার গায়।
মা'গ মন একমাত্র প্রভুর প্রসাদ॥

পরম রতন ধন শান্তির ভাণ্ডার।
প্রভু-পদে মতি মিলে প্রভাবে যাহার॥
প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখ, চরণের গুণ।
কিবা ছিল কি হইল পণ্ডিত বামুণ॥
নিমিষে আলোকময় অন্তর-আগার।
বিদ্যামদতমাচ্ছন্নে যে ছিল আঁধার॥
চরণ-পরশে পেয়ে চরণ-মরম।
কাকুতি মিনতি সহ অভয় চরণ,,
ধারণ করিয়া দ্বিজ করেন প্রার্থনা,
কার্কশ্য-প্রয়োগ হেতু প্রভুর মার্জ্জনা॥
অতঃপর ভক্তবর্গে করি সম্বোধন।
বিনয় সম্ভাষে কহে পণ্ডিতব্রাহ্মণ॥
অবতারে ভগবান্ মানব-মূরতি।
বিদ্যামদে অন্ধ, নাই চক্ষে আঁখিভাতি,,
অবজ্ঞা সহিত তাই কৈনু উপহাস,
তিলমাত্র তাহাতে আমার নাহি ত্রাস॥
হেতু তার ভবভারহারী যেইজন।
পতিততারণ কর্ম্মে যাঁর আগমন,,
জীবহিতব্রত যাঁর কায়বাক্য-মনে,
জীবে দিতে পরাগতি সাধন-বিহীনে,,
তাঁহাতে না হয় কভু সম্ভব এমন,
পামরের অপরাধ করিতে গ্রহণ॥
কিন্তু আমি ভাবি ভরি তোমা সবাকারে।
অপ্রিয় প্রয়োগ হেতু বিদ্যামদভরে॥
দয়ালপ্রকৃতি ভক্ত শাস্ত্রের বর্ণনা।
ব্রাহ্মণের অপরাধ করহ মার্জ্জনা॥
পরে আর এক কথা কহেন ব্রাহ্মণ।
ইহাঁর (প্রভুর) মত মহাত্মা যখন,,
জনম গ্রহণ করি আসেন ধরায়,
সুদুর্লভ যেই মুক্তি ছড়াছড়ি যায়,,
খুঁজিতে না হয় মোটে, মিলে অবহেলে,
জলের কোঁটার মত বরিষার কালে॥
পাইয়া নূতন আঁখি তম-সন্ধ দূর।
ব্রাহ্মণ এখন দেখে মাহাত্ম্য প্রভুর॥
এতই আনন্দরাশি উদয় অন্তরে।
আধার ছাড়িয়া কত উথলিয়া পড়ে॥
আশাতীত জ্ঞানাতীত বাসনা পূরণ।
অতি খুসি গোটা নিশি করিল যাপন॥
পর দিনে প্রভুপদে মাগিয়া বিদায়।
জনম সার্থক করি নিকেতনে যায়॥
যে মানসে যে বা আশে আসে যেই জন।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভুর সদন,,
শতাধিক গুণে পূর্ণ বাসনা তাহার,
প্রভু-দরশন ফল নহে বলিবার॥
তার শতাধিক ফল মিলে জীবগণে।
লীলাগীতি আন্দোলন শ্রবণ পঠনে॥
সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি।
এস মন মথি রামকৃষ্ণলীলাগীতি॥

জনৈক ব্রাহ্মণকে অভয় দান ও গিরীশের বকল্মা গ্রহণ।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎজননী॥

জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ।
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

ভাবের ঘরেতে চুরি না করি যে জন।
হোক হীন, হোক দীন, হোক অন্ত্যজন,
হোক পাপী, হোক তাপী হোক কদাচার,
চরণে শরণ মাগে প্রভুর আমার,,
উদ্ধার তখনি তার তিল নহে দেরি,
দীনসখা রামকৃষ্ণ করুণ কাণ্ডারী॥
তারিবারে পাপাতুরে হেন আর নাই।
যেন প্রভু রামকৃষ্ণ দয়াল গোসাঁই॥
পরিচয়ে শুন লীলা ভারতী মধুর।
শ্রবণ কীর্ত্তনে ধ্রুব পাপ তাপ দূর॥

দিনেকে কাঙ্গালনাথ, ভকতে বেষ্টিত।
শ্রীমন্দিরে দক্ষিণসহরে বিরাজিত,,
হেনকালে শিশু-সঙ্গে বৃদ্ধ এক জন,
উদাসীন প্রাণ মন জাতিতে ব্রাহ্মণ,,
চলিতে অশক্ত পদ গতি ধীরে ধীরে,
আসিয়া দিলেন দেখা মন্দির-দুয়ারে॥
ক্ষীণ মৃদু মন্দ স্বরে কহেন বচন।
বাসনা পরমহংসদেবে দরশন॥
দেখামাত্র দ্বিজোত্তমে হয় অনুমান।
দরিদ্র্যারে শিশু তাঁর যষ্টির সমান॥
বল সত্ত্বে বলহীন দুরবল গায়।
মলিন বদনখানি চিন্তার জ্বালায়,,
ভীষণ তপন-তাপে কথা উপমার,
মূলে নাই বারিবিন্দু রসের সঞ্চার,
জীবন-শিকড় ধানগাছ যে রকম,
পেটে থোড়, প্রসবিতে না হয় সক্ষম,,
সেইমত চিন্তাতাপে ব্রাহ্মণের দশা,
জীবের জীবনশক্তি সাহস ভরসা,,
মলিন লাবণ্যহীন প্রায় যায় যায়,
চরণ না চলে, কথা মুখে না বেরোয়॥
কি হেতু দারুণ চিন্তা ব্রাহ্মণের মনে।
প্রভুর সন্ধান আজি হয় কি কারণে,,
প্রভুর অপার লীলা যাই বলিহারি,
শুনিলে অকূলে মিলে করুণ কাণ্ডারী॥
এক দিন দ্বিজোত্তম আপন-ভবনে।
বসিয়া আছেন একা নিরজন স্থানে॥
এমন সময় মনে অকস্মাৎ হয়।
জনম যেখানে সেথা মরণ নিশ্চয়॥
শমনের অধিকার মরণের পরে।
ভাল মন্দ হয় গতি কর্ম্ম অনুসারে॥
তবে কিবা করিয়াছি লইয়া জনম।
এত ভাবি দ্বিজবর আগোটা জীবন,,
সঙ্গে ল'য়ে চিরসখা স্মৃতি আপনার,
যত পড়ে তত হয় শরের আকার॥
সুকৃতির নাম গন্ধ দেখা নাহি তায়।
শমন-শাসনে যাহে পরিত্রাণ পায়॥
শিরে হাত ব্রাহ্মণের নিরখিয়া পট।
বিষম করাল কাল শিয়রে নিকট॥

আয়ু প্রায় অবসান চাকি ডুবুডুবু।
সাধনার নাহি কাল কলেবর কাবু॥
করি কি কোথায় যাই কি হবে উপায়।
প্রাণেসারা বুদ্ধিহারা দারুণ চিন্তায়॥
যাহার যেখানে ব্যথা হাত সেথা তার।
দিবারাতি এই চিন্তা মনে অনিবার॥
অকূলে আকুল প্রাণ সকলেরে পুছে।
উপায় বিধান কিবা, যাই কার কাছে॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু জীবহিতব্রতী।
নিবারিতে একমাত্র জীবের দুর্গতি,,
নরদেহে মূর্ত্তিমান্ মঙ্গলসাধনে,
নানাভাবে নানারূপে যেথানে সেথানে॥
প্রভু অবতীর্ণ-কালে ত্রাণের উপায়।
হেথা সেথা হাটেবাটে ছড়াছড়ি যায়॥
ব্রাহ্মণে অনেক কেহ কহে এক দিনে।
উপায় ইহার আছে প্রভুর সদনে॥
সেই হেতু দ্বিজ আজি প্রভুর গোচরে।
অকূল সংসার-সিন্ধু তরিবার তরে,,
কাতরে মাগিছে ভিক্ষা আকুল জীবন,
কালভয়নিবারী প্রভুর দরশন॥
কোথা তিনি, আসিয়াছি তাঁরে দেখিবারে।
বলিতে বলিতে দ্বিজ পশিল দুয়ারে॥
অশক্ত প্রাচীন তাহে বিনীত প্রকৃতি।
দীনতমাধিক স্বর চিন্তাকৃষ্ট অতি,,
দয়ার্হ দেখিয়া ভক্তে দিলা দেখাইয়া,
খাটের উপর প্রভু যেথানে বসিয়া॥
ভক্তিভরে প্রভুবরে করিয়া প্রণাম।
দাঁড়াইল করজোড়ে মলিন বয়ান॥
স্বভাব দেখিয়া তার দয়াল ঠাকুর।
ভক্তে আজ্ঞা দিতে তাঁরে বসিতে মাদুর॥
অন্তরনিবাসী প্রভু পরম-ঈশ্বর।
পাতি পাতি করি পাঠ দ্বিজের অন্তর,,
বুঝিলেন ভব-ভয়ে ভয়ার্ত্ত ব্রাহ্মণ,
পরিত্রাণ হেতু মাগে চরণে শরণ॥
করুণা-সাগর প্রভু জীবহিতব্রত।
তাপীর সন্তাপ দুঃখ হ'য়ে দ্রবীভূত,,
আপনে আপনা মগ্ন হইয়া এখন,
কহিতে লাগিলা বহু আশ্বাস বচন॥
মহামন্ত্রাধিক মোর শ্রীপ্রভুর বাণী।
ঠিক যেন মৃত দেহে প্রাণ-সঞ্চারিণী॥
অবসন্ন কলেবর দ্বিজের এখন।
শ্রীবাক্যের বলে উঠে জাগিয়া জীবন॥
পরে সন্দ বিনাশনে করজোড়ে বলে।
আপনার ইতিহাস কৌশলে কৌশলে॥
কেমন কৌশলে কহে শুন বিবরণ।
অকূলেতে পায় কূল যে করে শ্রবণ॥
ব্রাহ্মণ করিল প্রশ্ন প্রভুর গোচর।
কি আছে প্রভেদ এই দুয়ের ভিতর॥
এক জন পুণ্যবান্ পুণ্য কর্ম্ম করে।
তপজপপরায়ণ সাত্ত্বিক আচারে॥
কর্ম্মে মাত্র অনুরাগ কর্ম্ম সযতনে।
কিন্তু কোথা ভগবান্ মোটে নাই মনে॥
হরির অভাবে নাহি অন্তরে ভাবনা।
এক কর্ম্ম সার বস্তু, এই তার জানা॥
আর এক জন হেথা বহু পরিবারী।
সংসার নির্ব্বাহ করে ফেরেব্যাজী ভারি॥
যেন কোন উপায়ে তেঁহ টাকা কড়ি আনে।
ভাল মন্দ দিগাদিগ কিছুই না মানে॥
কিন্তু পুড়ে মনাগুনে দিবাবিভাবরী।
স্মরিয়া শ্রীহরি কোথা ত্রাণের কাণ্ডারী॥
হরির কারণে তার যাতনা বিষম।
সংগোপন স্থানে করে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
এমন সময় কন প্রভু অন্তর্যামী।
যে কাঁদে হরির তরে সেই জন॥ তুমি॥
এত শুনি উচ্চধ্বনি তুলিয়া ব্রাহ্মণ।
করজোড় করি করে বিষম রোদন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে কি হবে উপায়।
আশ্বাস বচনে তারে কন প্রভুরায়॥

শুন শুন দ্বিজোত্তম সম্বর রোদন।
পরম দয়াল সেই বিভু সনাতন॥
যাপিয়া জীবন গোটা অবিদ্যা সেবনে।
ত্রাণের উপায় হেতু যদি কোন জনে,,
পলক মুহূর্ত্তকাল মরণের আগে,
কাতর অন্তরে তাঁরে ত্রাণ-ভিক্ষা মাগে,,
তখনি আশ্রয় দিয়া করুণ কাণ্ডার,
পদ-তরিযুগে করে ভবসিন্ধু পার॥
শ্রীবাক্য ভরসাভরা এমন প্রকার;
শুনিলে হতাশে হয় আশার সঞ্চার,,
তমোময় অন্তঃপুর প্রভায় উজ্জ্বল,,
পাষাণে প্রক্ষেপ যদি তাহে ঝরে জল,,
চির শুষ্ক কাঠে ফল পল্লব মুকুল,
মনোহর পুষ্পগুচ্ছ সৌরভ অতুল,,
পরম সুন্দর ফল মিষ্ট রসে ভরা,
আস্বাদনে মন প্রাণ করে মাতোয়ারা॥
জলন্ত দৃষ্টান্ত তার এই দ্বিজবর।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উল্লাস অন্তর॥
বিষাদিত বয়ানে উজ্জ্বল কান্তিভার।
অবসন্ন কলেবরে আশার সঞ্চার॥
ব্রাহ্মণে অভয় দিয়া প্রভু দয়াময়।
বলিলেন ভবপারে না করিবে ভয়॥
গিয়াছে জীবন যদি অবিদ্যা সেবনে।
তথাপিহ তিল চিন্তা ভাবিও না মনে॥
আঁধার কুটীর হৃদি দেখিয়া উজ্জ্বল।
আনন্দে ব্রাহ্মণ ফেলে দুনয়নের জল॥
বারে বারে পদরেণু লইয়া প্রভুর।
ভবনে গমন কৈল ব্রাহ্মণঠাকুর॥
অনাথের নাথ যেন প্রভু গুণমণি।
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি॥
ভক্তসনে করি খেলা লীলার প্রাঙ্গণে।
যে আশা ভরসা প্রভু দিলা জীবগণে,,
একমনে শুন মন অপূর্ব্ব ভারতী,
শ্রবণ পঠনে লীলা মিলে পরাগতি॥

দিনেকে গিরীশচন্দ্র ঘোষ ভক্তবর।
হাটে বাটে জানা নাম বাঙ্গালা ভিতর॥
নেশায় উন্মত্ত প্রায় মদিরিকা পানে।
উপনীত শ্রীমন্দিরে প্রভুর সদনে॥
ভক্ত ভগবানে খেলা নহে বলিবার।
দোঁহে দোঁহা নিরখিয়া উল্লাস অপার॥
উপদেশ ছলে প্রভু ভক্তোত্তমে কন।
দিনে তিন বার মোরে করিও স্মরণ॥
কথায় উত্তর নাহি দিয়া ভক্তবর।
আপনে আপনে কহে মনের ভিতর॥
নানা কর্ম্মে থাকি তাহে পান-প্রিয় জন।
স্মরণ করিতে যদি না হয় স্মরণ॥
তখন অন্তর্যামী বুঝিয়া অন্তর।
পুনরায় করিলেন তাঁহারে উত্তর॥
তিন বার স্মরণে যদ্যপি হয় ভার।
ডাকিও দিনের মধ্যে তবে একবার॥
তাহাতেও মনে মনে কহে ভক্তোত্তম।
বারেক স্মরণে দেখি আমারে অক্ষম॥
তবে প্রভু পরিশেষে কহিলেন তাঁরে।
নিশ্চিন্ত থাকহ দিয়া বকলম মোরে॥
পরম বিশ্বাসী ভক্ত অতুল ভুবনে।
সব কৈলা সমর্পণ প্রভুর চরণে॥
ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কর্ম্মাকর্ম্ম যত।
সকলে জামিন প্রভু জনমের মত॥
গিরীশের কর্ম্মে দিলা গিরীশেরে ছাড়।
অথচ বাসনা পূর্ণ সর্ব্বভাবে তাঁর॥
গিরীশের চরিত্র সম্বন্ধে হৈলে কথা।
বলিতেন প্রভুদেব বিধির বিধাতা॥
সে লইবে দেবকন্যা নাগকন্যা সনে।
পরম পুরুষ বিভু সীতাপতি রামে॥
যে যে কাজে অপরের পাপের আশ্রয়।
সে কাজে ঘোষের কোন দোষ নাহি হয়॥
শুভাশুভ ভাল মন্দ কর্ম্মাকর্ম্মভারে।
মুক্ত হয় প্রভুদেবে নির্ভর যে করে॥

বেতালে কখন নাহি পদ পড়ে তার।
মুখের লাগাম ধরা শ্রীকরে যাঁহার॥
সবার আশ্রয়-দাতা প্রভু মহারাজ।
চরণে শরণাপন্নে না হন নারাজ॥
প্রভুর দুয়ার খোলা মানা নাই কারে।
প্রবেশিতে চায় যেবা সরল অন্তরে॥
কপট-অন্তরযুক্ত হয় সেই জন।
প্রভুর কখন নহে তারে আকর্ষণ॥
চুম্বক টানিতে যেন পারে না লোহায়।
থরে থরে কাঁদামাখা থাকে যদি তায়॥
এই মলিনতা ধৌত করিবার তরে।
জীবের মগন বিধি সাধন-সাগরে॥
দয়াল শ্রীপ্রভু বিধি করিলা সরল,
অনুতাপে এক বিন্দু নয়নের জল,,
তাও দিয়া জীবগণে যাইতে না চায়,
কল্পতরু শ্রীপ্রভুর চরণ ছায়ায়,,
পরম শীতল যেথা তাপিত জীবন,
সাধনভজনশ্রম নহে প্রয়োজন,,
পাথার ব্যজন যেন নহে দরকার,
স্বভাবতঃ যেই খানে সমীর সঞ্চার॥
আর এক কথা হেথা বলি শুন মন।
কল্পতরুতলে সত্য গেল বহুজন,,
সেই সে শীতলতম করুণার বায়,
সমভাবে সঞ্চালন সকলের গায়,,
ইচ্ছায় তাঁহার কিন্তু ফলিল দু ফল,
বলিহারি কি চাতুরী পরম কৌশল,,
কেহ বা পাইল মুক্তি দেহান্তে মোচন,
কেহ বা পাইল গোপী-গোপ্য ভক্তিধন॥
মলয় পবন যেন অরণ্যমাঝারে।
সমভাবে বহে সব বৃক্ষের উপরে,,
কিন্তু সকলেতে নাহি জনমে কখন,
কমলাপতির সেব্য সুরভি চন্দন॥
শরীর থাকিতে মুক্তি জীবে নাহি পায়।
কারণ, মোহিত জীব সতত মায়ায়॥

জ্ঞানভক্তিযুক্তে মায়া তফাতে তফাতে।
কাঁঠালের আঠা যেন তেল-মাখা হাতে॥
হরিদ্রা মাখান অঙ্গে যে জনার রয়।
তাহার না রহে যেন কুমীরের ভয়,,
সেইমত জ্ঞান ভক্তি যেখানে সহায়,
থাকিলেও মায়া আর মোহে না তাহায়॥
মায়া নাহি যায়, রহে দেহ যতক্ষণ।
জ্ঞানভক্তিমানে মায়া মায়ের মতন,,
লালন পালন করে সর্ব্বথা প্রকারে,
জ্ঞানভক্তিহীন জনে প্রাণে কিন্তু মারে॥
প্রভুর বচনে মায়া বিড়ালের জাতি।
বদনবিবরে ধরে দশনের-পাতি॥
শাবকে মুষিকে সেই এক দন্তে ধরে।
কোথায় লালন কর্ম্ম কোথাও সংহারে॥
মাতা বিমাতার রীতি মায়ার ভিতর।
তাঁর অধিকারে এই বিশ্বচরাচর॥
গিয়ান ভক্তির রাজ্যে যতেক রিপুরা।
রহে দেহে, কিন্তু যেন জীবন্তেতে মরা,,
সতত অশক্ত দ্বেষ হিংসা করিবার,
উপমায় সুবর্ণের যেন তরবার,,
আকৃতি আকারে তরবারের সমান,
কাটা নাহি যায় খালি তরবার নাম॥
যখন আছিল লোহা কাটা যেত তায়।
এখন সে সোনা, জ্ঞান ভক্তির প্রভায়॥
পরশমণির জ্ঞান জ্ঞানভক্তি ধরে।
লোহময়ে পরশিয়া স্বর্ণময় করে॥
জ্ঞানভক্তি প্রাপ্তে যেবা প্রকৃত প্রবীণ।
ভাল মন্দ দুয়ে তেঁহ সম্বন্ধবিহীন,,
কেমন সম্বন্ধহীন তাহার উপমা,
পবনে ধরিলে পরে ঠিক যায় জানা,,
সুগন্ধ দুর্গন্ধ দুই বহয়ে বাতাসে,
কিন্তু সে কাহারও সঙ্গে কখন না মিশে॥
জ্ঞানভক্তি সম বস্তু কিছু নাহি আর।
যার বলে জীবে পায় মায়ার নিস্তার॥

ভবসিন্ধুপার এই নিস্তারের নাম।
নাহি ডুবে জীব, হোক্ যতই তুফান॥
জ্ঞান ভক্তি দুই চাই কর্ম্মের সাধনে।
একে নহে কর্ম্মসিদ্ধ অন্যের বিহনে,,
ঠিক যেন এক ডানা সহায়ের তরে,
বিমানেতে বিহঙ্গম উড়িতে না পারে॥
জ্ঞান ভক্তি এক, খালি কাজে স্বতন্তর।
যেইখানে থাকে, রহে দুয়ে একত্তর॥
জ্ঞানভক্তিসহ যদি দেহের নিধন।
পুনরায় নাহি হয় তাহার জনম॥
কিন্তু যদি মরে জীব জ্ঞানভক্তিহীনে।
গোটা কর যায় তার মরণে মরণে॥
উপমায় কাঁচা হাঁড়ি দেহ যেন তার।
ভাঙ্গিলে পুনশ্চ তাহে বানায় কুমার,,
জ্ঞানভক্তিযুক্ত দেহ পোড়া-হাঁড়ি প্রায়,
ভাঙ্গিলে গড়ন নাহি চলে পুনরায়॥
জন্মাঙ্কুর-শক্তিনাশ পায় ভক্তি জ্ঞানে।
পুঁতিলে না হয় গাছ সিদ্ধ-করা ধানে॥
ভীষণ সংসারাসক্তি মৃত্যুর আকর।
নষ্ট করে জ্ঞানভক্তি এত শক্তিধর॥
চাল ধুয়ানির মত গাঁজার নেশায়।
পড়িলে কিঞ্চিৎ পেটে নেশা নাশ পায়॥
তখন পাইয়া পথ চক্ষু আপনার।
দেখিতে চিনিতে পারে মায়ার বাজার॥
ঈশ্বরের শক্তি মায়া অতি অলৌকিক।
একবার যেবা তারে চিনে ঠিক ঠিক॥
প্রসন্না হইয়া তার ছেড়ে যান চ'লে।
শান্তিপুরে যাইবার পথ দিয়া খুলে॥
শান্তির মা বাপ এই ভকতি গিয়ান।
অবহেলে মিলে নিলে রামকৃষ্ণনাম॥
মায়া-মুগ্ধ বদ্ধজীব সংসারীরগণে।
দয়াল শ্রীপ্রভুদেব নিজ শ্রীবচনে॥
দিলা যাহা উপদেশ মন্ত্রগীতাবলী।
জ্ঞানভক্তি পাবি মন শুন্ তোরে বলি॥

এখন কালের ভাব সংসারীর দল।
কামিনীকাঞ্চন ল'য়ে প্রমত্ত কেবল॥
আপাদমস্তকে খালি বন্ধনের ডুরি।
অবিদ্যা-প্রবল কালে বিদ্যাচর্চ্চা ভারি॥
বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি ভীষণ এখন।
কহে, স্বভাবতঃ এই সৃষ্টির জনম॥
পিতা মাতা ভগবান্ সৃজনের মূল।
একথা শুনিলে বলে আগাগোড়া ভুল॥
হেন জনে উপদেশে প্রভুর বচন।
হে জীব আকাশে আছে তারকার গণ,,
সূর্য্যের আলোকে দিনে ঢাকা থাকে তারা,
তাই কি বলিবে, নাই গগনেতে তারা॥
সময়ে অবশ্য তারা হইবে প্রকাশ।
দেখিতে পাইবে কর কথায় বিশ্বাস॥
যে যে সব সংসারিরা সত্বা তাঁর মানে,
কিন্তু খাঁটি যোল আনা মনে মনে জানে,,
ঈশ্বর আছেন সত্য সৃষ্টির বিধাতা,
দরশন মিলে তাঁর এ কথার কথা॥
সর্ব্বত্রে সমানভাবে যদি নারায়ণ।
কেন না দেখিতে পাই কি তার কারণ॥
হেন স্থলে প্রভুদেব দিলা দেখাইয়া।
পুকুরের জল যেথা পানায় ঢাকিয়া।
পাড়ে দাড়াইয়া জল নাহি যায় দেখা।
পানায় পুকুরখানি সর্ব্ব অংশে ঢাকা॥
সরাইয়া দিলে পানা বাহিরায় জল।
এখানে ঈশ্বর ঢাকা মায়ায় কেবল॥
দূরীভূত কর মায়া অবিদ্যাবরণ।
অবশ্যই ঈশ্বরের পাবে দরশন॥
কামিনীকাঞ্চনাসক্তি ছলনা মায়ার।
বাসনা পুরিবে কর তারে পরিহার॥
অবিদ্যার আধিপত্যে রাজ্য ভয়ঙ্কর।
তুমুল তুফান তথা অবিরত ঝড়॥
সংকল্প বিকল্প এই ঝড়ের আকার।
উড়াইয়া ল'য়ে চলে জীবে অনিবার॥

ঈশ্বর বিরাজমান সবার ভিতর।
দেখিতে না দেয় এই বাসনার ঝড়,,
সরসীর স্বচ্ছ জলে যেমন পবন,
বহিয়া যদ্যপি তুলে তরঙ্গ ভীষণ,
প্রতিভাত কভু নহে তাহার ভিতর,
জগৎ-লোচন রবি আলোর আকর॥
সরোবর সম এই হৃদয়-নিলয়।
সতত বাসনারাজি যদি তাহে বয়,,
ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব নাহি উঠে তায়,
এক কণা রূপে যাঁর সৃষ্টি ডুবে যায়॥
ব্যাধি-বিনাশনে বিধি ঔষধ সেবন।
ভবব্যাধি মহৌষধি সাধনভজন,,
কামিনীকাঞ্চনাসক্তি অবিদ্যা ছলনা,
পৈত্তিক বাতিক রূপ ঐহিক কামনা,,
সব হত দূরীভূত ঈশ্বরের নামে,
অকপটে করে যদি ক'ণে বনে মনে॥
করতালি দিলে যেন গাছের তলায়।
উপবিষ্ট শাখীচূড় পাখী উড়ে যায়,,
সেইমত হরিনাম তালিসহকারে,
করিলে পালায় মায়া দেহ-বৃক্ষ ছেড়ে॥
কামিনী-কাঞ্চন বিনা চলে না সংসার।
উপদেশ নহে, ছুঁয়ে কর পরিহার,,
সহায় স্বরূপ রাখ অতি সাবধান,
অন্তরে তাহারা যেন নাহি পায় স্থান॥
ভাসমান সদা তরী জলের উপরে।
তাহাতে তরীর কোন ক্ষতি নাহি করে,,
কিন্তু যদি তরণীর মধ্যে ঢুকে জল,
বুঝিবে তরীর তবে বিপদ প্রবল॥
সাধনার কথায় জীবের লাগে ভয়।
সংসারে সময় নাই, এই কথা কয়॥
তে সবারে প্রভুদেব দিলা দেখাইয়ে।
কোলে ছেলে চিঁড়ে কুটে ছুতারের মেয়ে॥
অঙ্গ প্রত্যঙ্গেতে রত সংসারের কাজে।
মন রবে ঈশ্বরের চরণ-সরোজে॥
নবনী দুধের সার সর্ব্ব-অগ্রে তুলে।
যদ্যপিহ রাখে তায় ভাসাইয়া জলে,,
নষ্ট নাহি হয় ননী জলের সহিত,
উঠে ডুবে খেলে তায় না হয় মিশ্রিত॥
সেইমত শরীরের সার অংশ মন।
সাধনভজন-বলে করিয়া মন্থন,,
রাখিলে অহায় এই সংসারের জলে,
হারাইয়া বর্ণ গুণ মিশে না সলিলে॥
অভ্যাস কেবলমাত্র সাধনভজন।
অবিদ্যায় নহে, রবে গুরুপদে মন॥
সাধনভজন ঠিক চাষের সমান।
যেখানে আবাদ তার হৃদি-ক্ষেত নাম॥
আসক্তির বীজ বহু প্রচ্ছন্নাবস্থায়।
নানাভাবে নানারূপে পোঁতা আছে তায়
জানা নাই যায় কিছু শৈশবের কালে।
বয়সের সঙ্গে বীজ উঠে মুখ তুলে॥
যৌবন প্রারম্ভে হয় অঙ্কুর উদ্গম।
আসক্তির রসে তাহে পরে হয় বন॥
তখন কাটিয়া বন ক্ষেতের উদ্ধারে।
মানুষের দুরসাধ্য, করিতে না পারে॥
সাধন ভজনে ধরে আবাদের রীত।
অঙ্কুর উদ্গমে চারা উঠান উচিত,,
পশ্চাতে যেমন ক্ষেতে জনমে না বন,
তাই শ্রেয়ঃ বাল্যাবধি সাধনভজন॥
সুন্দর নবনী উঠে তুলিলে সকালে।
বেলায় তেমন নাহি হয় কোন কালে॥
তাই শ্রেয়ঃ বাল্যকালে সাধনভজন।
বিষয়ে যখন নাহি মজিয়াছে মন॥
সহজে নোয়ান যায় কঁচি কঁচি বাঁশ।
পাকিয়া উঠিলে পরে অনর্থ প্রয়াস,,
তেমতি শৈশবে মন ছুঁয়ে অনায়াসে,
অকর্ম্মণ্য একবারে অধিক বয়সে,,
বিষয়ের রসে মগ্ন সে সময়ে মন,
তাই শ্রেয়ঃ বাল্যকালে সাধনভজন॥

স্বচ্ছ নিরমল জল যথন আধারে।
যে বর্ণে ছোবাও তায় সেই বর্ণ ধরে॥
এক বর্ণ একবার করিলে ধারণ।
ধরিতে অপর বর্ণ না হয় সক্ষম,,
সেইমত বাল্যে যবে নিরমল মন,
সহজে গ্রহণ করে ধর্ম্মের বরণ॥
বিষয়ীর মন যেন পাষাণ কি ইঁট।
কিম্বা যেন অবিকল কুম্ভীরের পিট॥
অস্ত্রাঘাত তদুপরি বৃথা অকারণে।
ধর্ম্মকথা বিষয়ীর নাহি পশে প্রাণে॥
সংসারে বিষয় আছে কথা সত্য স্থির।
বিষয়েতে নাহি দোষ, দোষ আসক্তির॥
সংসার ভিতরে বাস বিষয় ছাড়িয়া,
কেমনে থাকিবে জীব তাহার লাগিয়া,,
উপমায় দিলা প্রভু জগৎ-গোস্বামী,
ধনাঢ্য লোকের ঘরে যেন চাকরাণী॥
ধনাঢ্যের সঙ্গে বাস দ্বিতল ত্রিতলে।
মায়ের মতন পালে মুনিবের ছেলে॥
টাকাকড়ি থাকে হাতে দিবসের ব্যয়।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে রহে প্রীতি অতিশয়॥
মনে মনে জানে কিন্তু ছেলে টাকা কড়ি।
প্রাসাদের সমতুল্য বালাখানা বাড়ি,,
তার নয়, মুনিবের তিনি অধীশ্বর,
সে কেবল দাসী মাত্র, আজ্ঞার চাকর॥
সংসারী দাসীর মত থাকিবে সংসারে।
অভিমান অহংকার পরিহরি দূরে॥
সংসারে নির্লিপ্তভাবে দৃষ্টান্ত অপর।
পাঁকালের বাস যেন পাঁকের ভিতর॥
আবিল পঙ্কিলে রহে সেই পাঁক খায়।
পাঁকে উঠ্‌ডুবু কিন্তু নাহি লাগে গায়॥
পানকৌড়ি পাখী আর কথা উপমার।
ডুবে ডুবে ধরে মাছ উপজীবিকার॥
ভাসে খেলে জলমধ্যে মনে যেন শখ।
কিন্তু বপু নাহি ভিজে গায়ের পালক॥

তেমতি সংসারী যত রবে সাবধানে।
বিষয়-আসক্তি যেন নাহি ঢুকে প্রাণে॥
সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকা মহাদায়।
তাহাতে উপায় কিবা দিলা প্রভুরায়,,
মহামন্ত্র রূপ উক্তি শক্তি হেন ধরে,
শুনিলে আসক্তি বিষ একেবারে উড়ে।
মানুষের দুটি হাত দুই ঠাঁই রবে।
হরির চরণ একে আঁটিয়া ধরিবে॥
সংসারের কর্ম্ম যত করহ অপরে।
যার জোর বেশী সেই টেনে লবে পরে।
ঈশ্বরে ধরিয়া যেবা সংসারেতে রয়।
কখন না থাকে তার পতনের ভয়॥
অবলম্ব করি খুঁটি বালকে যেমন।
আনিমানি খেলে কিন্তু পড়ে না কখন।
বড়ই সুন্দর স্থান সংসার আশ্রম।
কামিনীকাঞ্চনে যদি নাহি মজে মন॥
সংসার কিল্লার মত নিরাপদ ঠাঁই।
সাধনভজন কর্ম্মে কোন বিঘ্ন নাই॥
দেহ-রক্ষা হেতু ঘরে রহে অন্ন পানি।
নাহি দোষ ছুঁইবারে নিজের রমণী।
পোষ্যগণে, ধনে সেবা করে বিলক্ষণ।
শরীরে যখন কোন রোগের জনম॥
রমণীর কাছে ঋণ রহে ততকাল।
যত দিন নাহি হয় যুগল ছাওয়াল॥
সাবালক বালক যখন ক্রমে ক্রমে।
পিতা আর নহে ঋণী ভরণপোষণে,,
আদাড় ধরিতে পাখী হইলে সক্ষম,
ধাড়ি নাহি করে আর লালন পালন,,
বরঞ্চ তাড়না করে চঞ্চুর দ্বারায়,
শাবক যগুপি আসে আদাড়-আশায়॥
সংসারীতে ঈশ্বরের অপার করুণা।
যত করে অপরাধ ততই মার্জ্জনা।
এক তিল সংসারীর সাধনভজন।
তালবৎ ফল তাহে দেন নারায়ণ॥

সাধনা সম্বন্ধে এই প্রভুর বচন।
কলিতে কেবল এক নামের সাধন,,
স্মরণ মনন তাঁর লীলাগুণ গীতি,
নারদীয় ভক্তিযোগ কালের পদ্ধতি॥
সাধনাতে সৎগুরু প্রয়োজন ভারি।
যে চায়, যুটায়ে তায় নিজে দেন হরি॥
বিনা তর্কে বাক্য-ব্যয়ে গুরু যেন কন।
তেমতি তাঁহার আজ্ঞা করিবে পালন॥
কর্ম্মে চাই অনুরাগ ব্যাকুলিত প্রাণ।
রোদন সম্বলে মাত্র মিলে ভগবান্॥
উপযুক্ত তিন স্থান সাধন ভজনে।
মানুষের অগোচরে ক'ণে বনে মনে॥
গোপনে সাধন কেন শুন বিবরণ।
চারাগাছ বেড়া বিনা না হয় কখন॥
বেড়াহীন চারাগাছে বিস্তর বিপদ:
মহিষ ছাগল গরু জন্তু চতুষ্পদ,,
স্বভাবতঃ কঁচি পাতা খাইবার আশ,,
চিবিয়া চারায় করে একেবারে নাশ,,
বেড়ার সহায়ে চারা বৃহৎ যখন,
সবল যতেক কাণ্ড শ খা অগণন,,
তরুরূপে পরিণত অতি পরিসর,
ছায়া তলে এক বিঘা জমির উপর,
তখন তাহার আর থাকে না জঞ্জাল,
পশুগণ নাহি পায় পাতার নাগাল॥
এখানে অভক্ত যত বদ্ধ-জীব যারা।
আকারে কেবলমাত্র মানুষ-চেহারা,,
কিন্তু তাহাদের হেন স্বভাব ধরণ,
অতিহীন অতিহেয় পশুর মতন,,
দ্বেষ-হিংসা-পরবশে অতি ভয়ঙ্কর,
বাল্য সাধকের পক্ষে মহাহানিকর,,
সাধক সতেজ-কায় নহে যতক্ষণ,
তদবধি সংগোপনে কর্ম্ম প্রয়োজন॥
প্রবল বিশ্বাস ভক্তি হইলে অন্তরে।
পাষণ্ডী পশুতে নষ্ট করিতে না পারে॥

চুম্বকের গুণ নষ্ট যেন নাহি হয়।
জলের ভিতর যদি কাদামাখা রয়,,
কিংবা যেন পরশনে পরশমণির,
পাইয়া আপনে লৌহা সোনার শরীর,,
জলে কি কাদায় রহে হাজার বচ্ছর,
তথাপি না হয় আর তার গুণান্তর,,
ভক্তিবান লোক যদি সংসারের পাঁকে,
যেই ভক্ত সেই ভক্ত চিরকাল থাকে॥
সাধুসঙ্গ সংসারীর অতি প্রয়োজন।
আসক্তির রস যাহে হয় বিনাশন,,
ভিজাকাষ্ঠ যেইরূপ উনানের গায়,
উত্তাপেতে রস শুষ্ক ক্রমে ক্রমে পায়॥
বিষয়ের রসে আর্দ্র মনে হেন গুণ।
তাহাতে না ধরে অনুরাগের আগুন॥
অনুরাগী ভক্তে বিধি সাধু সম্মিলন॥
রাখিবারে দীপ্তিতর রাগ-হুতাশন,,
ঝিকিনা কাটিতে যেন ঝাড়িলে উনান,
আগুন উজ্জ্বল ভাবে হয় দীপ্তিমান্॥
বিষয়ীর সহবাসে রাগ নাশ পায়।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ বিষয়ীর পায়॥
সত্য কথা সবার ভিতরে ভগবান।
তথাপি মনুষ্য নহে সকলে সমান,,
ভালমন্দ শ্রেয়ঃ হেয় তারতম্য আছে।
কাহারে আদর কারে দূরে ফেল' বেছে,
যেমন জলের মধ্যে, বিবিধ প্রকার,
পাপে মুক্ত বিন্দুমাত্র পরশে কাহার,,
কাহাতে কেবল মাত্র একমাত্র স্নান,
শরীরে উদয় রোগ করে যদি পান,,
কোন জলে স্নান পান দুই কর্ম্ম চলে,
কেহ হেয়, স্নান বিধি, তাহারে ছুঁইলে।
সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বে উচিত সবার।
সুবিদিত হইবারে কেমন সংসার॥
না জানিয়া আগম, যদ্যপি কোন জন।
সংসারের চাকচিক্য করি দরশন,,

মূঢ়মনে জ্ঞানহীনে প্রবেশে সংসার,।
দুর্গতির পরিসীমা নাহি রহে তার „
বাহিরে আসিতে আর না হয় সক্ষম,
ঘুনিতে পঁুটির ঠিক দুর্দ্দশা যেমন ॥
আসক্তির আধিপত্য প্রবল সংসারে।
জ্ঞানবলযুক্ত জনে পরাজিতে নারে„
কাঁঠালের আঠা নাহি লাগে কোন মতে,
যদি কেহ ভাঙ্গে তায় তেল-মাখা হাতে ॥
রাজধানী অবিদ্যার সংসার ভিতর।
কামিনীকাঞ্চন দুটি কুহকিনী চর,
বিদেশী পথিকে যদি করে দরশন,
থাকিবার নাহি যার নিজের আশ্রম„
মোহন করিয়া তায়, রত্ন ধন তার,
লুটিয়া পশ্চাতে করে প্রাণেতে সংহার॥
আপনার ধন রত্ন নিরাপদ স্থানে।
নির্ব্বিঘ্নে রক্ষার স্থান করিয়া প্রথমে„
আশ্রমে বিশ্রাম শান্তি পথের যাতনা„
দেখিবারে সংসার সহর যেই জনা,
সতত সতর্কভাবে বেড়িয়া বেড়ায়,
অধিকারে তারে নাহি পায় অবিদ্যার ॥
লুকাচুরি ছেলেদের খেলা যে রকম।
তাহাদের মধ্যে বুড়ী হয় এক জন ॥
বুড়ীকে ছুঁইয়া যে যে খেলুড়েরা রয়।
তাহারা কখন আর চোর নাহি হয় „
সেইমত কালী-বুড়ী করি পরশন,
সংসারেতে নিবসতি করে যেই জন„
ক্ষমবান সারবান চতুরাতিশয়,
চোর হইবার তার আশঙ্কা না রয় ॥
বিহনে করম কাণ্ড সাধনভজন।
কখনই নাহি মিলে বিষ্ণু নারায়ণ „
যেমন না হয় কারও নেশা কোনকালে,
যদ্যপি সে মুখে খালি সিদ্ধি সিদ্ধি বলে „
বাটিয়া গুলিয়া সিদ্ধি করিলে ভক্ষণ,
তখন সিদ্ধির নেশা হয় বিলক্ষণ ॥

সত্বরে-ঈশ্বর-লাভ যদি নাহি হয়।
সন্দেহে, সাধন-কর্ম্ম ত্যাগযোগ্য নয় ॥
এক ডুবে না মিলিলে মাণিক রতন।
রত্নাকরে নাই রত্ন, শিশুর বচন ॥
অনুরাগে কর তুমি কর্ম্ম আপনার।
কৃপায় দিবেন তিঁনি বলের যোগাড় ॥
উপমায় গাভী-বৎস বাছুর যেমন।
প্রসূত হইবামাত্র দাঁড়াতে অক্ষম ॥
উঠে পড়ে বার বার চেষ্টা নাহি ছাড়ে।
সেইমত কর জীব সাধনা সংসারে ॥
ধানদানি চাষা যারা উদ্যম তৎপর।
উঠাউঠি অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর„
এক মুঠা নাহি ধান, পেটে উপবাসী।
তথাপি চালায় চাষ চিরকেলে চাষী ॥
চাষ ক্ষেতে দিতে জল চাষীরা যেমন।
সর্ব্বদা সতর্কে লালা করে নিরীক্ষণ ॥
লালায় পড়িলে ঘোগ নষ্ট সব জল।
যতেক উদ্যম শ্রম সকল বিফল॥
নবীন সাধক তেন খুব সাবধান।
আসক্তি অন্তরে যেন নাহি পায় স্থান॥
যদ্যপি মাখান' থাকে স্বচ্ছ কাচে পারা।
প্রতিবিম্ব পড়ে তবে বস্তুর চেহারা„
সেইমত বীর্য্যবান ব্যক্তি যেই জন,
সহিষ্ণুতা সহ শুক্র করেন ধারণ„
প্রতিমূর্ত্তি ঈশ্বরের তবে চিত্তে তার,
নচেৎ দর্শন লাভ নহে হইবার॥
চাষের যেমন রীতি কালে কালে চাষ।
তেমতি রমণী সঙ্গ, নহে বার মাস ॥
কাঞ্চনে কাঞ্চন জ্ঞান, জ্ঞান বিষময়।
কাঞ্চন কেবল ভাত ডালের সঞ্চয়॥
জগতে যাবৎ ধর্ম্ম সকলে সমান।
সকলের মধ্যে সেই এক ভগবান্॥
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নাম বিভিন্ন কেবল।
বারি পানি ওয়াটার সেই এক জল॥

যত মত পথমাত্র প্রশস্ত সকলে।
অনুরাগসহ হৃদি সরলে সরলে,,
রুচিমত পথ, নাম করিয়া আশ্রয়,
গমন করিলে তাঁরে মিলিবে নিশ্চয়॥
কল্পনাতে নহে, মিলে প্রত্যক্ষ দর্শন।
তোমায় আমায় যেন কথোপকথন॥
যে রূপে যে ভাবে তাঁরে যেই মত চায়।
সেই রূপে সেই ভাবে ভগবানে পায়॥
সাধন ভজনে যেবা নহে ক্ষমবান।
তাঁর পক্ষে বিধি দিলা প্রভু ভগবান,,
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দয়ার সাগর,
সবিশ্বাসে করিবারে তাঁহায় নির্ভর॥
বিনা চাষে ষোল-আনা মিলিবে ফসল।
প্রভু রামকৃষ্ণে করে যে জন সম্বল॥
ভজ পূজ রামকৃষ্ণ কর তাঁরে সার।
ছুটিবে অজ্ঞানতমঃ লোচন-আঁধার॥
রামকৃষ্ণলীলাগীতি শ্রবণ মঙ্গল।
সমনে শুনিলে মিলে ভক্তি প্রেম ফল॥
সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি।
সযতনে শুন মন রামকৃষ্ণ পুঁথি॥

অবতারবাদ।

জয় জয় রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি।
জয় মাতা শ্যামা-সুতা জগৎজননী॥
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দোঁহাকার।
এ অধম মাগে পদরজ সবাকার॥

ভক্ত প্রিয় রামকৃষ্ণ ভকত-বৎসল।
ভক্তের কারণে সদা যেমন পাগল॥
নয়নের তারা তাঁর ভকতনিচয়।
অদর্শনে দিনমান অন্ধকারময়॥
লোকালয় ঠিক বোধ শ্মশানের পারা।
বিরহ-সন্তাপে ঝরে চক্ষে বারিধারা॥
রাত্রিকালে নিদ্রা নাই শয্যায় যাতনা।
দুঃখ দূর হেতু কয় শ্যামায় প্রার্থনা॥
অল্প বয়ঃ ভক্তগণ নিজ নিজ ঘরে।
মা বাপের তাড়নায় আসিতে না পারে॥
সেই হেতু দেখিবারে ভক্তদের দলে।
আকুল অন্তরে যান সহর অঞ্চলে॥
প্রধান বৈঠক হয় আসিয়া সহরে।
মহাভক্ত বলরাম বসুর মন্দিরে॥
গৌর-অবতারে যেন শ্রীবাস-অঙ্গন।
এবে তেন বলরাম বসুর ভবন॥
আজি একদিন তথা উপনীত রায়।
ভক্তের বিচ্ছেদ দুঃখ দূরের আশায়॥
আর এক লালসায় রঙ্গ করিবারে।
নররূপে যে কারণ লীলার আসরে॥
একত্রিত করিবারে প্রিয় ভক্তগণে।
সমাদেশ করিলেন বসু বলরামে,,
নিমন্ত্রণ করিবারে পরম আনন্দে,,
ভবনাথ, শ্রীরাখাল ভক্তেন্দ্র নরেন্দ্রে,,

আর পূর্ণচন্দ্রা নামে শিশু-কলেবর,
বদনে যাঁহার লক্ষ ব্রাহ্মণের ঘর „
ঈশ্বর-কটির ছোট-নরেন্দ্র যে জন ,
তার সঙ্গে বালক-বয়স নারায়ণ ॥
বিশেষিয়া কন প্রভু ভক্ত বলরামে।
ঈশ্বরের সেবা হয় এদের সেবনে ॥
ইহারা সামান্য নয় মহা-অনুভব।
জন্মিয়াছে ঈশ্বরের অংশে এরা সব ॥
ভবিষ্য মঙ্গল তব শুন সংগোপনে।
ব্রতী যদি হও তুমি এদের সেবনে ॥
প্রভু আজ্ঞা শিরধার্য্য করি বলরাম।
জনে জনে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান ॥
তৃতীয় প্রহর যবে গগনেতে বেলা।
বসুর ভবনে হৈল ভকতের মেলা ॥
পরিপূর্ণ নিকেতন নাহি মিলে বাট।
প্রেমের বেসাত খালি আনন্দের হাট ॥
ভক্তগণ সহ যেথা প্রভুর মেলানি।
গোলোক বৈকুণ্ঠ চেয়ে সেইখানে গণি ॥
স্থানের মহিমা কিবা কহিবার নয়।
দরশনে জীবের শিবত্ব পদ হয় ॥
ধ্রুব লয় জৈব ভাব, সেবা-ভক্তি মিলে।
দুর্লভ চৈতন্য ধন প্রাপ্তি অবহেলে ॥
ভক্তসঙ্গে রঙ্গে যাহা কথোপকথন।
তার বহু নীচে বেদ আগম নিগম„
উচ্চ হিমাচল-চূড়ে যেমন উঠিলে ,
নিরীক্ষণ হয় তাঁর বহু নিম্নতলে „
বিবিধ আকারযুক্ত জলদের মালা ,
স্বভাবে গগনবক্ষে রঙ্গে করে খেলা ॥
কথোপকথনে নাই ভাষার চলন।
কেবল কটাক্ষে হাস্যে, আশ্চর্য্য রকম ॥
সঙ্কেতে বুঝহ, তত্ত্ব নহে বলিবার।
বুঝে ভক্তে, অন্যে লাগে নিবিড় আঁধার
জ্ঞান, ভক্তি, ঈশতত্ত্ব জীব-শিক্ষা হেতু।
মত, পথ ভব-সিন্ধুপারাবারে সেতু „
ব্যাখানিলা, দেখাইলা প্রভু যতগুলি,
একমনে শুন মন যা বলান বলি ॥
উদ্দেশ্য কেবল এবে প্রভু অবতারে।
অভিনব যুগধর্ম্ম প্রচারের তরে ॥
জীবের হিতার্থে মাত্র একক কারণ,
আচরিয়া যাবতীয় সাধনভজন ॥
জাতীয় স্থানীয় নহে প্রকৃতি ধর্ম্মের।
সার্ব্বভৌম, অধিকার আছে সকলের ॥
যুগধর্ম্ম বিশ্ববপু এক কলেবর।
অলঙ্কৃত নানা বর্ণে পরম সুন্দর ॥
নানা বর্ণ ধর্ম্ম খণ্ড রুচির বিশেষ।
সব ভাবে সবে পুষ্ট অনুরাগ রসে ॥
দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, বিসংবাদ হিংসা নাই তথা।
বিরাজিত পূর্ণ শান্তি সমতা একতা ॥
যাঁহার ঈশ্বর লাভে বাসনা প্রবল।
অনুরাগে আত্মহারা সদা চক্ষে জল„
ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই ক্ষিপ্ত রাত্রি দিন,
শীতাতপে বরিষায় আশ্রমবিহীন„
হুঁস নাই আছে কি না লজ্জা নিবারণ,
স্পর্শ-শক্তি বোধ রোধ পাগল লক্ষণ„
হেন জন লভি যদি পরম-ঈশ্বরে ,
যুগধর্ম্ম কিবা সাধ করে দেখিবারে „
মুক্ত-আঁখি দরশনে অধিকার তাঁর ,
সাম্প্রদায়িদের পক্ষে নিবিড় আঁধার ॥
গোঁড়া সম্প্রদায়ী নামে যাহাদের আখ্যা।
বিচিত্র চরিত, মুখে ধর্ম্ম করে ব্যাখ্যা ॥
ব্যাখ্যাই কেবলমাত্র নয়নে বদনে।
ধর্ম্ম-মূল হরি কোথা মোটে নাই প্রাণে।
অনুরাগহীন চিত্ত ভক্তি নাহি মোটে।
ঈশ্বরের বিড়ম্বনা অবিদ্যার যুটে ॥
ঈশ-লাভ ঈশতত্ত্ব ঈশ-অনুরাগ।
ভক্তি প্রেম জ্ঞান শিক্ষা বিবেক বিরাগ„
অহংকার বিবর্জ্জিত, দীনাধিকাচার,
এই সব শিক্ষা দিতে প্রভু অবতার ॥

ইহ-সুখ ভোগ ইচ্ছা যাহাদের মনে।
হেন জনে নাহি ঠাঁই প্রভুর চরণে॥
শ্রীবদনে বলিতেন প্রভু ভগবান্।
ঈশ্বর লাভেতে যার ব্যকুলিত প্রাণ,,
স্থান তার সমাদরে আমার সদন,
ধন পুত্র প্রার্থনা এখানে অকারণ॥
কেমনে ঈশ্বর লাভ প্রাণে সাধ যাঁর।
প্রভুর মন্দিরে তাঁর বিমুক্ত দুয়ার॥
শরণ লইলে পদে ঈশ্বরের তরে।
মনসাধ পূর্ণ প্রভু করেন অচিরে॥
কিবা বস্তু প্রভুদেব দেখ' মন খটে।
ভুবন-মোহিনী মায়া অবিদ্যার হাটে॥
পূর্ণব্রহ্মসনাতন অকুল-কাণ্ডারী।
দীনবেশে অবতার নরদেহ ধরি॥
চেনা দায় নর-রূপে যবে ভগবান।
জীবের কি সাধ্য, শিব ব্রহ্মা ঘোল খান॥
জীবের অবোধ্য বিভু সব অবস্থায়।
সরাটে বিরাটে কিবা নিত্য কি লীলায়।
অবোধ্য, অবোধ্য যেবা বোধের অতীত
অবস্থার তারতমে না হয় আয়ত্ত॥
সৃষ্টিরূপে নিজে স্রষ্টা পরম ঈশ্বর।
সত্বা তাঁর প্রতি অণু রেণুর ভিতর॥
যদি কহ অংশ মাত্র বিরাজ তাঁহার।
শিরোধার্য্য কথা মুই করিনু স্বীকার॥
পদতলে দলি অতি তুচ্ছ দূর্ব্বাদল।
বল' দেখি বুঝিবারে আছে কার বল॥
পূর্ণ অবস্থায় যাঁর অবোধ্য চরিত।
অংশতেও সেই মত বুঝিবে নিশ্চিত॥
অনন্ত অখণ্ড যিনি অনাদি চেহারা।
সীমাবদ্ধ আধারেও ষোল-আনা থারা॥
তত্ত্বের মীমাংসা হেতু ভক্তদের সনে।
অবতারবাদে কথা কথোপকথনে,
শ্রীবদনে বলিলেন যাহা গুণমণি,
শুন তবে কহি কথা অমৃতের খনি॥

বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর রঙ্গ এই দিন।
সমাগত বহুভক্ত নবীন প্রবীণ॥
তত্ত্বকথা গাথা গাথা চলিছে কেবল।
যাহাতে প্রমত্ত চিত ভকত সকল॥
অতঃপর লীলা-কথা ভক্তদের সনে।
শ্রীবদনে বিগলিত হৈল আজি দিনে,,
যতন সহিত মন কর অবধান,
শ্রবণে কীর্ত্তনে লীলা পরম কল্যাণ॥
পাঁচসিকা বুদ্ধিযুক্ত গিরীশ ধীমান্।
পরম বিশ্বাসী ভক্ত মহাভাগ্যবান্,,
উত্থাপন কৈলা কথা প্রভুর গোচর,
নরেন্দ্র বলেন, যেই পরম-ঈশ্বর,,
অনন্ত অখণ্ড তিনি একমাত্র সার.
কখন তাঁহার খণ্ড নহে হইবার॥
হেন উত্থাপন কেন শুনহ বিহিত।
গিরীশে নরেন্দ্রে দুয়ে মত বিপরীত॥
বিশ্বাসী গিরীশচন্দ্র মানে অবতার।
নরেন্দ্রের তাহাতে সম্পূর্ণ অস্বীকার॥
পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী তর্ক দ্বন্দ্ব করে।
উভয়েই মহাবীর সোসর সমরে॥
মীমাংসার হেতু সেই তত্ত্ব গুরুতর।
গিরীশ তুলিল তাই প্রভুর গোচর॥
প্রভুর উত্তর তবে কর অবধান।
যতই হউন বড় বিভু ভগবান্॥
সার বস্তু তাঁর, ধ্রুব সমুদিতে পারে।
চোদ্দপুয়া পরিমিত নর-কলেবরে॥
নরদেহে অবতারে আসেন ধরায়।
উপমা ধরিয়া তাহা বুঝান না যায়॥
তুলনায় কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্তি হয়।
অনুভব প্রত্যক্ষের গোচর বিষয়॥
অনন্ত-ঈশ্বর গাভী উপমা এখানে।
পদ, শৃঙ্গ কিবা তার অন্য কোনস্থানে,,
পরশন কর যদি বুঝিবে নিশ্চয়,
সেই এক গাভীকেই পরশন হয়॥

সেইমত অনন্ত হইতে অবতার।
অবতার স্পর্শে হয় পরশ তাঁহার॥
গাভীর সারাংশ দুধ জানা চরাচরে।
লেজে শৃঙ্গে নহে, মিলে বাঁটের দুয়ারে॥
সেইরূপ অনন্তের তত্ত্ব পরিচয়।
মিলে মাত্র অবতারে অন্তরেতে নয়॥
প্রাণ কুতুহলী বুলি শুনি শ্রীবদনে।
গিরীশ পুনশ্চ কন প্রভু সন্নিধানে,,
ঈশ্বর অনন্তাপার নরেন্দ্রের মতে,
সমস্ত ধারণা নাহি হয় কোন মতে॥
ইহার উত্তরে কথা বলিলা গোঁসাই।
সমস্ত ধারণা তাঁর আবশ্যক নাই॥
ঈশ্বরের বড়-ভাব অবোধ্য যেমন।
অতিশয় ক্ষুদ্র যেটি সেটিও তেমন॥
তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন অতি।
ধরায় উদয় যবে ধরিয়া মুরতি॥
অবতার-বেশে তিনি অবতীর্ণ হন।
অবতার-দরশনে ঈশ্বর দর্শন॥
অবতারে ঈশ্বরেতে ভিন্ন কিবা আর।
যে বস্তু ঈশ্বর, সেই বস্তু অবতার॥
সাগরের এক বিন্দু বারি-পরশনে।
সাগরেই স্পর্শ হয় বুঝে দেখ' মনে।
অগ্নিতত্ত্ব সত্য বটে সব জায়গায়।
কাঠেতে যেমন বেশী এমন কোথায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যদি করে কোন জন।
নরদেহে উচিত তাহার অন্বেষণ॥
নরদেহে অধিকাংশ বিকাশ তাঁহার।
অগ্নি-তত্ত্বে বেশী কাঠে যেমন প্রকার॥
যে আধারে প্রেমভক্তি উথলিয়া পড়ে।
ঈশ্বরের জন্যে যেবা ক্ষিপ্ত প্রায় ঘুরে,,
অদর্শনে ঈশ্বরের দিগ্ দেখ শূন্য,
সেই সে আধারে তিনি নিজে অবতীর্ণ॥
তবে আর এক কথা শুনহ এখন।
কোথাও প্রকাশ বেশী কোথাও বা কম॥
কোথাও বা পূর্ণভাবে আবির্ভাব তাঁর।
বিশ্বপতি ঈশ্বর শক্তির অবতার॥
ইথানে এক কথা শুন বলি মন।
অবতারবাদে যাহা প্রভুর বচন,,
লক্ষণ ধরিয়া তার দেখ' ঘটে তুমি.
রামকৃষ্ণ প্রভু মোর অখিলের স্বামী,,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পূর্ণ অবতার,
ভাসে বেদ সাক্ষ্য দিতে মহামহিমার॥
আচণ্ডালে প্রেম দিতে যতন সতত।
লোকাতীত করুণায় জীবহিতব্রত,,
প্রাণবন্ধু জানকীর তুলা নাহি যার,
তিনি এবে রামকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার॥
শুষ্ককরী হুঙ্কার কুরুক্ষেত্র রণে।
সদ্যজাত মহামোহ নিধন কারণে,,
সুগম্ভীর গীতোক্তিতে সিংহনাদ যাঁর,,
তিনি এবে রামকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার॥
বিশ্বাসী গিরীশচন্দ্র উৎফুল্লাতিশয়।
মহোল্লাসে পরমেশে পুনরায় কয়॥
নরেন্দ্র বলেন সেই পরম ঈশ্বর।
বাক্য-মন ইন্দ্রিয়দিগের অগোচর॥
তাহার উত্তরে কথা কন প্রভুরায়॥
এ মনে বুদ্ধিতে তাঁহে মিলা মহাদায়,,
কিন্তু যদি হয় পরে শুদ্ধ বুদ্ধি মন,
ঈশ্বর গোচর তবে তাহার তখন॥
কামিনীকাঞ্চনাসক্তি দূর পরিহারে।
মন বুদ্ধি দোঁহাকেই শুদ্ধতম করে॥
অবিদ্যার আধিপত্য হৃদে যতক্ষণ।
শুদ্ধ হইবার নহে বুদ্ধি কিবা মন॥
মন বুদ্ধি দুটি বস্তু নামে কহা যায়।
দুয়ে মিলে এক হয় শুদ্ধ অবস্থায়॥
বিশুদ্ধ অবস্থা যবে দুয়ে নয় ভিন্ন।
উভয়ের এক নাম তখন চৈতন্য॥
চৈতন্য হইলে কিবা ব্যাপার সুন্দর।
চৈতন্যের বলে হয় চৈতন্য গোচর॥

ভক্তি, জ্ঞান বস্তুদ্বয়ে রক্ষা করে পথে।
মহাবিদ্যা-বিরোধিনী অবিদ্যার হাতে॥
অকূল অবিদ্যা-সিন্ধু উত্তীর্ণের হেতু।
এক ভক্তি পারাবারে একমাত্র সেতু॥
তরঙ্গ তুফানে সেতু হয় নাড়া চাড়া।
তখন পথিকে রক্ষা করে শক্ত-বেড়া॥
জ্ঞান নামে এই বেড়া হয় অভিহিত।
সতত সংলগ্ন সেই বেড়ার সহিত॥
নিশ্চিৎ বুঝিবে তত্ত্ব কর অবধান।
যেথা রহে ভক্তি, সেথা জ্ঞান বিদ্যমান॥
উপমা ধরিয়া তবে শুন বিবরণ।
বহ্নির সতত সঙ্গে পবন যেমন॥
এই বেশে প্রভুদেব পরম ঈশ্বর।
অন্তেঃ জ্ঞান, বাহে গায়ে ভক্তির চাদর॥
হাতির দ্বিবিধ দন্ত যেন উপমায়।
ভিতরে গোপন দন্তে ভোজ্য দ্রব্য খায়,
মনোহর শুভ্রতর যুগল বাহিরে,
সাধারণে সে কেবল প্রদর্শন তরে॥
জ্ঞান ভক্তি বুঝাইতে মঙ্গল-নিদান।
শুন কিবা পীক-কণ্ঠে গাইলেন গান॥

গীত।

যতনে হৃদয়ে রেখো
আদরিণী শ্যামা-মাকে।
মন তুমি দেখ' আর আমি দেখি
আর যেন তাঁয় কেউ না দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি,
সে যেন মা বোলে ডাকে।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত,
নিকট হোতে দিও নাকো,
জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো
সে যেন সাবধানে থাকে॥

দেবেশ দুর্লভ-জ্ঞান-ভক্তি-প্রার্থী যেবা।
একোপায় তাঁহার প্রভুর পদ-সেবা॥
শ্রীপদসেবনে পুরে পূর্ণ মনস্কাম।
চরণ-দুখানি কল্পতরু মূর্ত্তিমান॥

কালীচন্দ্র, মণিগুপ্ত ও পূর্ণচন্দ্রের প্রভুর সহিত মিলন।

রামকৃষ্ণলীলাগীত; সুমধুর সুললিত;
কথঞ্চিৎ না যায় বর্ণনে।
অক্ষরে অক্ষর তার; ঝরে সুধা অনিবার;
অমরত্ব এক বিন্দু পানে॥
ঐহিকের সুখ-আশা; বাস্তিক বাসনা তৃষা;
কপটতা চোরা সন্নিপাত;
অবিদ্যা অঙ্গলে প্রীতি, মনের কুটিল গতি,
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ যাহে ধাত,
আক্ষেপ রিপুর যোগ; বৃদ্ধি যাহে ভব-রোগ,
মুষ্টিযোগ না জানে নিদান।
বিনাশনে মহাব্যাধি; কেবল ঔষধ বিধি;
শ্রবণ কীর্ত্তন লীলাগান॥

পাইলে ব্যাধিতে মুক্তি, তবে দরশন শক্তি,
দূরবর্ত্তী লীলার দুয়ার।
রত্নমণি প'ড়ে পথে, ছুটে ভাতি চারিভিতে,
বিনাশিয়া তমস্ আঁধার॥
তিনি দেব-দেহধারী; দয়াল ভকত ঝারী;
ঘন ঘন পথপানে চায়।
লীলাপুরী দরশনে; আসে কে কাতরপ্রাণে,
সকরুণে সম্ভাষিতে তায়॥
আকর্ষণে সে দৃষ্টির; যাত্রী হয় যেন বীর;
তিলে চলে বৎসরের পথ।
সাক্ষাতে পরশে পরে; প্রবেশিতে পায় পুরে;
যেইখানে পূর্ণ মনোরথ॥
মনপ্রাণ তৃপ্তিকরী; কি সুন্দর কি মাধুরী;
লীলাপুরী প্রভুর আমার।
দেখিতে যাহার মন; করে যেন আকিঞ্চন;
ভক্ত পদ-রজ লভিবার॥
প্রভুভক্ত কিবা জাতি; বলিয়া না হয় ইতি;
দেবাদির আরাধ্যের ধন।
সংযোটন পুরিবারে; উপনীত এইবারে;
বাদ বাকি ভক্ত তিন জন॥
প্রথম বণিক-সুত, বহুবিধ গুণযুত;
স্বভাবতঃ বৈরাগ্য প্রবল।
বিদ্যার্জ্জনে পাঠ-প্রিয়; কুমার বালক বয়ঃ;
শিশু-সম অন্তর সরল॥
নবীনে প্রবীণ বুদ্ধি; জন্মাবধি চিত্ত-শুদ্ধি;
সাংসারিক ভাব নাই মনে।
ঋষি বালকের ধারা; যেন দু দিনের পারা;
বাস করে সংসার-আশ্রমে॥
কালীচন্দ্র তাঁর নাম; পিতা-মাতা বর্ত্তমান;
জন্মস্থান আহিরিটোলায়।
সময় আগত দেখি; বিম্বাধর বাঁকা আঁখি;
প্রভুদেব আকর্ষিলা তাঁয়॥
এবা কিবা আকর্ষণ; বলিবার নহে মন;
প্রণিধান কর নিজ মনে॥

দেখ' কেবা পায় টের; বারিরাশি সাগরের;
শূন্যে চলে বিমানে বিমানে॥
আকর্ষিত যেই জনা; তাহারও নাহিক জানা;
অন্যে কে জানিবে সমাচার।
কারণ ক্ষণিক চলে; বিচার বুদ্ধির বলে,
তার পরে অবোধ্য ব্যাপার॥
কারণের নাই ইতি; কারণান্বেষণে গতি;
মূঢ়মতি, করে যেই জন।
তাহার না মিটে আশা, পরে ঘটে সেই দশা
মাস্তুলের পাখীর যেমন॥
শ্রেয়ঃ, প্রথমেতে বলা; ঈশ্বরের লীলাখেলা;
মনবুদ্ধিইন্দ্রিয়াগোচর।
কার্য্য করি দরশন; বলিতে হইবে মন;
কার্য্য মূলে পরম-ঈশ্বর॥
ঈশ্বরের আকর্ষণ; যেথা সেথা নহে মন;
আকর্ষণ খালি ভক্তগণে।
কি কব তাহার হেতু; লক্ষ বুড়ি গণ্ডাধাতু;
চুম্বক লোহাকে মাত্র টানে॥
যেবা শ্রীপ্রভুর জন, চির-বাঁধা তার মন,
স্বভাবতঃ প্রভুর চরণে।
এমন প্রকৃতি ধরে, বারেক দেখিলে পরে,
চিনিবারে পারে ভগবানে॥
কিম্বা করি দরশন, অহেতুক মুগ্ধ-মন,
কারণান্বেষণ নাহি করে।
জ্ঞান তাঁর দিবানিশি, আত্মীয় হইতে বেশী,
চেনা জানা জন্ম জন্মান্তরে॥
দেব কি দেবতা তিনি, কিম্বা অখিলের স্বামী,
নাহি করি এ হেন বিচার।
সন্দহীনে নির্ব্বিবাদে; বিকি যান নিরাপদে,
নিজ সাধে শ্রীপদে তাঁহার॥
মহাত্যাগী ভক্তবর, কালীচন্দ্র গুণধর,
সম্মিলন শ্রীপ্রভুর সনে।
পিতামাতা ঘর বাড়ী ইহ-সুখ পরিহরি,
মজিলেন প্রভুর চরণে॥

অন্ত এক সুকুমার, মনি-গুপ্ত নাম তাঁর
মনোহর সুন্দর চেহারা।
গৌউর বরণখানি, প্রফুল্ল কুসুম জিনি,
ফুল্লমুখে কান্তি ছটা ভরা॥
সরল বালক-বেশ, চিকণ চিকণ কেশ,
রূপবান বালার মতন।
নানাভাবে এঁকেবেঁকে,ঝুলে শিরেঃ চারিদিকে
বদনের শোভা সম্পাদন॥
সুকোমল তনুখানি, পরাজয় মনে মানি,
বালকেতে বালিকার রীত।
দেখে মনে হয় হেন, গোকুল গোপিনী যেন,
শিশুবেশে প্রভুর সহিত॥
প্রভুভক্তে চেনা দায়, কিবা বেশে কে কোথায়
পরিচয় স্বভাবে প্রবল।
কে কি আগে, কিবা হেথা, নিগুঢ় বারতাগাথা
প্রভুবরে বিদিত কেবল॥
অবতারে অবতারে, রূপান্তর বারেবারে,
ভাবান্তর না হয় কখন।
সহজে বুঝিবে পরে, শুন মন ধীরে ধীরে,
ভক্তি-কাণ্ড ভক্ত-সংঘোটন॥
সকলের শেষে যাঁর, লীলাসরে আগুসার,,
কথা তাঁর অপূর্ব্ব ভারতী।
বার বৎসরের ছেলে, জনম কায়স্থ কুলে,
কলিকাতা সহরে বসতি॥
তাঁরে ল'য়ে কাণ্ডপূর্ণ, তাই তাঁর নাম পূর্ণ,
মহাপূণ্য নাম উচ্চারণে।
দরশনে কিবা হয়, কি বা দিব পরিচয়,
পদরেণু আশা করে দীনে॥
নিজে শ্রীপ্রভুর বাণী, ঈশ্বর-কটির তিনি,
ঈশ্বরের নিত্য-সহচর।
শুনে লোকে,উপহাস, এক লক্ষ দ্বিজ বাস,
করে তাঁর বদন ভিতর॥
খুলে শুন সমাচার, ভোজন হইলে তাঁর,
এক লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন।
বুঝিনু না অণুকণা, কিবা প্রভুভক্ত জনা,
সাঙ্গোপাঙ্গ অন্তরঙ্গগণ॥
প্রভু-ভক্ত যে রাজ্যের,জীবে নাহি জানে টের
ফের বুঝে শুনিলে কাহিনী।
এক মাত্র তার মানে, দৃষ্টিহীন জীবগণে,
কামিনীকাঞ্চনগন্ধ প্রাণী॥
গ্রাম্য-সুখ পরিহরি, দেখিবারে লীলাপুরী,
জীবে সাধ না হয় কখন।
যেমন ঘায়ের কৃমি, অমৃত সমান গণি,
রক্ত পুঁজে করে বিচরণ॥
জীবের না হয় ঋদ্ধি, যদবাধ জৈব-বুদ্ধি,
একেবারে না হয় বিনাশ।
তদবধি আরে মন, নাহি হয় কদাচন,
তত্ত্বে, ভক্তে, ঈশ্বরে বিশ্বাস॥
জৈব বুদ্ধি নষ্ট যায়, তাহে মাত্র একোপায়,
ঈশ্বরের লীলা আন্দোলন।
কঠিন পাষাণে যদি, জল পড়ে নিরবধি,
কালে ক্ষয় তাহার যেমন॥
আন্-কথা ছাড়ি মন, কর লীলা আন্দোলন,
কিবা ভক্ত শ্রীপ্রভুর সনে।
বেদ-পাঠী ব্রহ্মচারী, লক্ষ যজ্ঞসূত্রধারী,
বাস করে পূর্ণর বদনে॥
নিজের প্রভুর পূর্ণ, সমুজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ;
ভাতিপূর্ণ বিশাল নয়ন।
নহে লম্বা নহে বেঁটে, অঙ্গ আয়তনে মিঠে,
সুবলনি দোহারা গড়ন॥
আপনার শ্রীমন্দিরে, শ্রীপ্রভু পাইলে তাঁরে,
স্নেহভরে করান ভোজন।
পরে দিয়া গাড়ীভাড়া, ফিরাইয়া দেন ত্বরা,
যেইখানে বসতি ভবন॥
কর্ত্তৃপক্ষ ঘরে যত, ক্রোধে হয় অন্ধ মত,
শুনিলে এসব সমাচার।
তাই যাত্রা সংগোপনে, শ্রীপ্রভুর সন্নিধানে
লীলা শুনে লাগে চমৎকার॥

কে জানে এ কেবা ছেলে, কিছুদিন না দেখিলে
বিকল অন্তর গুণমণি।
বগলে পুটুলি ধরা, মিষ্টি, মিঠা ফলে ভরা,
আসিতেন সহরে আপনি॥
গোপনে দাঁড়ায়ে পথে, অন্য কোন ভক্ত সাথে
ন্যস্ত চিতে পূর্ণর কারণ।
তাহার সান্নিধ্য স্থানে, পূর্ণচন্দ্র যেইখানে,
বিদ্যালয়ে করে অধ্যয়ন॥
বলিতেন শ্রীগোসাঁই, যখন সহরে যাই,
একা এই শিশু-ভক্ত বিনে।
কারণ নাহিক জানা, আছে এত জানা শুন',
কাহারেও নাহি পড়ে মনে॥
শ্রীপ্রভুর অবতারে, যদ্যপি সন্দেহ ধরে,
দেখ লীলা সন্দ হবে দূর।
ভক্তনামে যাঁরে গাই, তাঁর সঙ্গে কিছু নাই,
ঐহিকেতে সম্বন্ধ প্রভুর॥
অথচ সম্বন্ধ বিনে, ভালবাসা কোন্‌খানে
কখনই না হয় কাহার।
শুন সবিশেষ তত্ত্ব, স্নেহ যেথা সেথা স্বার্থ,
স্বার্থই স্নেহের মূলাধার॥
এই ধন জন মান, যে প্রভুর বিষজ্ঞান,
যিনি মহাত্যাগীযোগীবর।
সম্বন্ধ কি স্বার্থ স্নেহ, বন্ধন মমতা মোহ,
কেন তাঁর অন্যের উপর॥
প্রভু, প্রভু-ভক্তবৃন্দে, স্মরিয়া পরমানন্দে,
আপনার কর্ম্ম কর মন।
ঘুচিবে সকল জ্বালা, টুটিবে মনের মলা,
সর্ব্ব বন্ধ হবে বিমোচন॥

প্রভুর জন্মোৎসব।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী। জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী।
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ। সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

এদিকে তিয়াগী যোগী প্রভুদেবরায়।
তিয়াগ তিয়াগ রব কথায় কথায়॥
দেখিলে প্রভুর মোর ত্যাগের চেহারা।
অতি বড় ত্যাগীবরে লাগে দিশাহারা॥
জনক জননী কেবা কেবা সহোদর।
কোথা পুণ্যময়ী ভূমি, যেথা ছিল ঘর॥
গ্রামবাসী প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন।
ভুলেও বদনে কভু নাহি উচ্চারণ॥
বিষের সমান জ্ঞান কামিনীকাঞ্চনে।
গাঁঠরি সঞ্চয়-ভাব মোটে নাই মনে॥
তৃণ সম তুচ্ছ বোধ দেহে আপনার।
এক ঈশ্বরের চিন্তা জীবনেতে সার॥
প্রতি দ্রব্যে বাক্যে শব্দে ঈশ্বরোদ্দীপন।
কোন দ্রব্যে কোন জনে নাহি প্রয়োজন॥
বিশুদ্ধ শর্করা যবে মিছরির পাগ।
জড়ম্বিত পাগ তার নহি পায় দাগ॥
সেই মত নিরমল পরিশুদ্ধ মন।
সংকল্প বিকল্প তাহে উঠে না কখন॥
সুখ মাত্রে বিসর্জ্জন স্বভাবের রীতি।
প্রভুতে কেবলমাত্র প্রভুর প্রকৃতি॥
কি প্রকার সে প্রকৃতি আভাস তাহার।
একবারে নরশিরেঃ নহে বুঝিবার॥
সৃষ্টির প্রকৃতি যবে গোটা সৃষ্টি উড়ে।
সৃষ্টি সৃষ্টি কোটী কোটী যখন সে নড়ে॥
শ্রীপ্রভু জানেন তাঁর প্রকৃতি-কাহিনী।
প্রকৃতি শকতি মায়া সৃষ্টির জননী॥
সহস্র সাগরাধিক প্রকৃত্যায়তন।
অবোধ্য অচীন্তনীয় শ্রীপ্রভু যেমন॥
অন্য দিগে শুন কথা বিচিত্র ব্যাপার।
একা কোথা প্রভু, তাঁর বহু পরিবার॥
আসক্তির শিরোমণি আসক্তিতে যোগ।
একমাত্র পরা প্রীতি আসক্তির ভোগ॥

আসক্তি জীবন-শক্তি অন্তরে বাহিরে।
উঠ ডুবু দিবারাতি আসক্তি-সাগরে।
ভক্তদের উপরে আসক্তি অতিশয়।
এক মনে শুন মন কহি পরিচয়॥
সাধনভজনকাণ্ডে স্মরহ ভারতী।
একভাবে একমনে যবে দিবারাতি
কখন বা আসে রাতি কবে দিনমান,
বুঝিতে না ছিল যবে বাহ্যিক গিয়ান॥
শব্দময়ী প্রকৃতির অবিরত রোল।
শ্রবণে পশিতে নাহি পারে এক বোল॥
খালিমাত্র সন্ধ্যায় বাজিলে ঘণ্টা ঝাঁজ।
নহবত দামামাদি আরতি আয়াজ,,
শ্রবণবিবরে প্রবেশিত শ্রীপ্রভুর,
ভাবেভরা মাতোয়ারা বিহ্বল ঠাকুর,,
ছাদের উপরে উঠি উচ্চকণ্ঠে রায়,
ডাকিতেন ভক্তগণে কে কোথায় আয়॥
ব্যাকুলতা আতুরতা এক তায় ভরা।
আঁকিতে অক্ষম সেই ডাকের চেহারা॥
প্রাণের অধিক যেন ভকতেরগণ।
তাঁদের ধিয়ানে যেন আছিলা মগন॥
লীলায় ভক্তেরা সাথী প্রধান সহায়।
তাঁহাদের পাছু পাছু ছায়া সম রায়॥
বুঝিতে নারিনু ভক্তে পরাণ প্রভুর।
ভক্তের ভকত-দাস সে মোর ঠাকুর॥
ভক্তেতে পিরীতি তাঁর অত্যন্ত প্রবল।
ভক্তসঙ্গে লীলা-কথা শ্রবণ-মঙ্গল॥
কোথা ভক্ত রাখালের পিতার মিছিল।
জিতিবার নহে কহে যাবৎ উকিল॥
কি প্রকারে হয় জীৎ সেই মকর্দ্দমা।
তাহার কারণে মোর প্রভুর ভাবনা॥
বহু পূর্ব্বেকার কথা শুন বলি মন।
শিয়ড়েতে প্রভুদেব আছিলা যখন,,
বাল্য-সঙ্গ ভাগিনেয় হৃদয়ের ঘরে,
হৃদু আর রাজারাম দুই সহোদরে,,
সেবা করে শ্রীপ্রভুর যতন সংহতি,
শ্রীঅঙ্গ অসুস্থ তাই শিয়ড়ে বসতি॥
দৈবযোগে এক দিন দুই সহোদরে।
প্রতিবাসী জনেকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে॥
ক্রোধে অন্ধ দুই ভাই মারিল তাহায়।
প্রবল আঘাত হেন মাথা ফেটে যায়॥
বিষ্ণুপুর আদালত রাজ-মহকুমা।
আহত সেখানে রুজু কৈল মকদ্দমা॥
দণ্ডার্হ মিছিল কহে মুক্তারের গণ।
ভয়েতে হইল কাঁটা ভাই দুই জন॥
ভবনে ফিরিয়া ধরি শ্রীপ্রভুর পায়।
কাঁদে আর মাগে ভিক্ষা মুক্তির উপায়॥
অপকর্ম্মে তিরস্কার করি গুণমণি।
বিচারের দিনে সঙ্গে চলিলা আপনি॥
সন্নিকটে নহে স্থান তের ক্রোশ দূর।
এই সব কাজে রত ভক্তের ঠাকুর॥
কোন্ ভক্ত কোন্‌খানে কে কি কষ্ট পায়।
প্রার্থনা কালীর কাছে মঙ্গল ইচ্ছায়॥
কখন কাহার জন্য চক্ষে ঝরে জল।
দিনেরেতে নাহি সুখ পরাণ বিকল॥
শিকায় কাহারও জন্য মিষ্টি তোলা আছে।
সর্ব্বদা যতন যেন নাহি যায় পোচে॥
কখন্ আসিবে কেবা তাহার কারণে।
পায়সের বাটী আছে লুকান গোপনে॥
পথপানে কান স্থির ব্যাকুল আতুর।
অন্তরালে প্রতিশব্দে চমক প্রভুর॥
কখন কাহার জন্য এত উচাটন।
সহরভিতরে হেথা সেথা অন্বেষণ॥
কোমল শ্রীঅঙ্গে কষ্ট সহিয়া অপার।
নাহি শীত নাহি রৌদ্র বৃষ্টির বিচার॥
নিকটে আসিতে যেবা শরীরে দুর্ব্বল।
কিম্বা নাই যান-ভাড়া পথের সম্বল,,
তাহাদের জন্য আছে সঞ্চয় প্রভুর,
সবলীর শিরোমণি ভক্তের ঠাকুর॥

আয়ের অধিক কার ব্যয় হয় ঘরে।
আমায় প্রার্থনা যাহে বৃত্তি তার বাড়ে॥
ইচ্ছায় ভক্তের মালা আছিলা গোপন।
এখন প্রকট কাল সব সংঘোটন॥
কিবা লীলা করিলেন শুন অতঃপর।
রামকৃষ্ণায়ণ-কথা শান্তির আকর॥
এক দিন এক ঠাঁই বহু ভক্তগণ।
এক সঙ্গে শ্রীপ্রভুর কথোপকথন॥
হেনকালে শ্রীসুরেন্দ্র মিত্র ভক্তবর।
করিলেন উত্থাপন সবার গোচর,,
জন্মতিথি শ্রীপ্রভুর রক্ষা করিবারে,
যথাবিধি মাঙ্গলিক বিধিসহকারে॥
মঙ্গল বিধান কাজে আনন্দ সবার।
নিজ ব্যয়ে করিলেন সুরেন্দ্র যোগাড়॥
জন্মোৎসব শ্রীপ্রভুর প্রভু অবতারে।
প্রধান উৎসব এই সবার উপরে॥
দ্বাদশ বিঘায় ছায়া দেয় যেই তরু।
আদিতে বালির মত-বীজ তার সুরু॥
ক্রমে পরে জন্মোৎসব প্রভুর আমার।
যেমন আনন্দ তেন বিরাট ব্যাপার,,
দরশনে অশান্তির, শান্তি-নিকেতন,
সুরেন্দ্র করিলা তার বীজ সংরোপন॥
শ্রদ্ধাসহকারে এই মহোৎসবে যোগ।
যে করে নিশ্চয় তার ছাড়ে ভব-রোগ॥
ধন্য ধন্য শ্রীসুরেন্দ্র অতুল ভুবনে।
ত্রাণের নূতন পন্থা দিলা জীবগণে॥
উৎসব প্রথম বর্ষে হইল কেমন।
অবিদিত সেই হেতু বলিতে অক্ষম॥
পর বৎসরের কথা কর অবধান।
জন্মোৎসব শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক গান॥
প্রভুভক্ত রাম দত্ত দলের সর্দ্দার।
উৎসব পিয়ারা হেন কেহ নহে আর॥
প্রচারে প্রথম জন মাহাত্ম্য প্রভুর।
উদ্যম উৎসাহ শক্তি শরীরে প্রচুর॥
অকুতোসাহস তেজ ধরে হৃদিমাঝ।
যাহাতে একাকী করে সহস্রের কাজ॥
উচ্চকণ্ঠে জনে জনে হাটে বাটে গায়।
জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বলের ত্রাণের উপায়॥
কে কোথায় আর আর নাহি কর দেরি।
মূর্ত্তিমান রামকৃষ্ণ পারের কাণ্ডারী॥
জানা কি অজানা জনা যেথা পান যারে
ধরিয়া লইয়া যান দক্ষিণসহরে॥
কাকুতি মিনতি কত প্রভুর সদনে।
আগন্তুকগণে কিছু কৃপা-কণা দানে।
আবদার বড় তাঁর নিকটে প্রভুর।
প্রার্থনা করিলে প্রায় তখনি মঞ্জুর॥
লীলায় সকল কাজে রাম আগুয়ান।
উৎসব বেদামে সেথা রামের বিধান॥
রামকৃষ্ণোৎসবানন্দ রামের মতন।
দোসর লীলায় নাই হয় দরশন॥
প্রভুকে লইয়া লোক একত্রিত করা।
রামের প্রকৃতি এই দেখি আগাগোড়া॥
ভবনে উৎসবে ব্যয়, ভয় নাহি প্রাণে।
সংসারীতে নিরাসক্ত কামিনীকাঞ্চনে,,
স্বার্থশূন্যে কর্ম্মমালা সমুদায় প্রাণ,
হেন আর কেহ নাই রামের সমান॥
ভবনে ভক্তের মেলা আছে অনিবার।
সেবা-আয়োজন তেন প্রীতি যাঁহে যার।
ভক্তিমতী বিদ্যাশক্তি ভবনে ঘরণী।
উচ্চমতি সেইমত যেইমত স্বামী॥
পতির পশ্চাতে সদা ছায়ার মতন।
আহারার্থী প্রভুভক্তে মায়ের যতন॥
পদরেণু দোহাকায় আশ করে দীনে।
ভিক্ষা, মতি রহে যেন ভক্তের চরণে॥
প্রভুর জনমোৎসবে পেয়ে আস্বাদন।
পর বরষেতে করে রাম আয়োজন॥
সাহায্য করিলা কার্য্যে অর্থ করি দান॥
অল্প অল্প গৃহীভক্ত যাঁরা যোত্রমান॥

তক্কেন্দ্র সুরেন্দ্র মিত্র, চাটুয্যে কেদার।
অতুল গিরিশ আর বসু জমিদার॥
দেবেন্দ্র মজুমদার বঙ্গজ ব্রাহ্মণ।
শ্রীনবগোপাল ঘোষ শ্রীমনমোহন॥
মুখুয্যে শ্রীকালীদাস, কালীপদ ঘোষ।
উদারতা গুণে যাঁরে প্রভুর সন্তোষ॥
বাসন্তি ফাল্গুনে শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়ায়।
যেই শুভ তিথিযোগে জন্মিলেন রায়॥
উৎসবের দিন স্থির করিয়া তখন।
দ্রব্য আদি আয়োজনে রামের উদ্যম॥
ঘোষণা আপনি বার্ত্তা সহরে বাহিরে।
প্রভুভক্ত যে যেথায় কাছে কিবা দূরে॥
শ্রীমন্দিরে পুরীমধ্যে যেখানে গোঁসাই।
শুভকর্ম্ম সম্পাদনে নির্দ্ধারিত ঠাঁই॥
জন্মোৎসব শ্রীপ্রভুর ভক্তদের দ্বারা॥
প্রথম আরম্ভ পক্ষে সুরেন্দ্রই গোড়া॥
ক্রমে পরে লীলা-ক্ষেত্রে প্রভু-ভগবান্।
যদবধি সভক্তে ধরায় মূর্ত্তিমান॥
অন্য অন্য ভক্তদের পাইয়া সাহায্য।
একা রাম করিতেন যাবতীয় কার্য্য॥
যেমন সুন্দর রাম তেন ভক্তিবল।
বুদ্ধি স্থির সুগম্ভীর দলের মণ্ডল॥
ল'য়ে প্রভু ভগবানে আপনার ঘরে।
কত মহোৎসব রাম কৈল বারে বারে॥
মহাতীর্থ সম গণি রামের প্রাঙ্গন।
স্বগণ সহিত যেথা প্রভুর কীর্ত্তন॥
দুর্লভ প্রভুর ভক্তি অনায়াসে পায়।
রামের প্রাঙ্গন-রেণু যে ধরে মাথায়॥
শুভ জন্মোৎসব দিনে হেথা ভক্তবর।
নানা দ্রব্য পরিমাণে বিস্তর বিস্তর,
বোঝাই করেন নৌকা অতি প্রাতঃকালে,
আয়োজনে কোন ত্রুটি নাহি এক তিলে॥
যথাকালে উপনীত দক্ষিণসহর।
যেখানে বিরাজে প্রভু পরম ঈশ্বর॥

গগনে যখন বেলা প্রহরেক প্রায়।
স্নানক্রিয়া সমাপন শেষ কৈলা রায়॥
অতি অল্প জলপান কর্ম্ম তার পরে।
শুনিবারে সংকীর্ত্তন বসিলা আসরে॥
উত্তরের বারাণ্ডায় ঠাঁই পরিসর।
ভক্তগণে যেইখানে সাজান আসর॥
খোল করতাল সহ কীর্ত্তনের গান।
শুনামাত্র শ্রীপ্রভুর উঠিল তুফান॥
লীলারসাস্বাদে প্রেমে অন্তর বিহ্বল।
কীর্ত্তনে আঁকর যোগ করেন কেবল॥
আঁকরের কি মাধুরী নহে কহিবার।
ক্রমশঃ আবেশ অঙ্গে প্রভাবে যাহার॥
বিশেষ প্রকৃতি এক আবেশের ধারা।
শক্তি ছুটে যত যাহে হয় দর্শকেরা॥
সংক্রামক সেই শক্তি বড়ই প্রখরা।
সকলে আকৃষ্ট হয় কাছে রহে যারা॥
আবেশের পরে মহা সমাধি গভীর।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিসহ ইন্দ্রিয়াদি স্থির॥
এখন শ্রীঅঙ্গে কিবা মাধুরী উদয়।
উপলব্ধি দরশনে, বলিবার নয়॥
চাঁদের কিরণমালা বদনকমলে।
কখন বা ঘন কভু মন্দ মন্দ খেলে॥
গোটা অঙ্গে কান্তি ছটা ভুবনে অতুল।
যেমন শ্রীপ্রভুদেব রূপের পুতুল॥
অপরূপ রূপ সেই রূপের তুলনা।
সৃষ্টিতে কোথাও তার নাই অণুকণা॥
বিশ্ববিমোহনীরূপ রূপ উপমায়।
আগোটা সৃষ্টির রূপ সে রূপে লুকায়॥
ভাগ্যবান যেবা রূপ নেহারে নয়নে।
যত দিন রহে হেথা দেহের ধারণে,
পারে না ভুলিতে রূপ কখনই আর,
অন্য যত রূপে বুঝে তিমির আঁধার॥
চর্ম্ম চক্ষু-শক্তি-যোগে সে রূপ কে দেখে।
যদি না দেখিতে জানে হৃদয়ের চোখে॥

ঠামে রূপে অপরূপ প্রভুর গড়ন।
রক্ত-মাংস-গড়া দেহে না দেখি এমন॥
একরূপ শ্রীপ্রভুর নয়নের কোণে
সে অতি আশ্চর্য্য রূপ রূপের বিধানে,,
জালের প্রকৃতি ঠিক সে রূপের ধারা,
যে দেখে জন্মের মত সেই পড়ে ধরা॥
আর এক কিবা রূপ তুলা নাহি তার।
সে রূপ রক্তিমাধরে প্রভুর আমার॥
আধারের শোভাবৃদ্ধি হাসি তাহে যবে।
যে দেখে জন্মের মত একবারে ডুবে॥
এখন সমাধি বেগে বাহ্যজ্ঞান দূর।
রূপময় কলেবর রূপের ঠাকুর॥
সুযোগ সময় ভক্তে পাইয়া এখন।
পরাইল প্রভুদেবে সুন্দর বসন॥
অতি মিহি দেশী ধুতি নয় হস্ত প্রায়।
টক্‌টকে লোহিত বরণ পাড় তায়॥
সুন্দর চাঁপার বর্ণে ছোবান সেখানি।
ছোবাইয়া দিয়াছেন রামের ঘরণী॥
মনোহর ফুলহার পরাইল গলে।
শ্বেত চন্দনের-বিন্দু ললাটে কপালে॥
সুবিশাল বক্ষঃস্থলে কিরূপ শোভন।
চরণযুগলে পরে করিল লেপন॥
চরণে চন্দন রেখা কিবা শোভমান।
নয়নের মনলোভা শোভার-নিদান॥
কুসুমের হার আর চন্দন ঘসিয়ে।
গৌর-মা আনিয়াছিল প্রভুর লাগিয়ে॥
রূপের শোভায় প্রভু একে-ত আপনি।
তাহার উপরে ভক্তে করিলা সাজনি।
রূপময় ঠাম এবে রূপের উপর।
অপরূপ দেখি যত ভকতনিকর,,
আনন্দে বিভোর হৃদ, মন প্রাণ চিত্ত,
দু-হাত তুলিয়া কেহ কেহ করে নৃত্য॥
ভীমভাবে নাচে কেহ করতালি দিয়া।
রোলসহ লম্ফে কেহ মাটি কাঁপাইয়া॥
প্রেমেতে বিহ্বল কেহ ধরণী লুটায়।
কেহ বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায়॥
কেহ বা বদনে তুলে হাসির ফুয়ারা।
কেহ বা স্তম্ভিত যেন পুতুলের পারা॥
কীর্ত্তন নাহিক আর, সংকীর্ত্তন সায়।
সবে মিলে খালি মাত্র এক ধুয়া গায়॥
গগন করিয়া ভেদ উচ্চরোল উঠে।
খুলির আকুল ফুলে চাপড়ের চোটে।
দেখিয়া তুমুল কাণ্ড প্রভু নারায়ণ।
করিলেন আপনার শক্তি সম্বরণ॥
প্রভু সম্বরিলে শক্তি নিজের ভিতর।
প্রকৃতিস্থ ক্রমে ক্রমে ভকতনিকর॥
প্রভুর অবস্থা কিবা শুনহ এখন।
শ্রীঅঙ্গেতে সমুদিত বাহ্যিক চেতন॥
শ্রীপ্রভু গলার মালা ধরিয়া দু-হাতে।
ছিন্ন ছিন্ন করি তায় ফেলিলা তফাতে॥
মুছিলা বসন দিয়া চন্দনের রেখা।
ললাটে কপাল-দেশে যত ছিল লেখা॥
কিন্তু প্রভু মুছিবারে না পাইলা লাগ।
চরণযুগলে যত চন্দনের দাগ॥
শুন তবে বলি কথা কারণ তাহার।
শ্রীপদে প্রভুর নাই কোন অধিকার॥
শ্রীঅঙ্গের সঙ্গে রহে শ্রীপ্রভুর সনে।
চিরকাল ভক্তদের, তাঁর মাত্র নামে॥
গুপ্ত-অবতার প্রভু বড় রূপ-চোরা।
ভক্তের নিকটে কিন্তু অবিরত ধরা॥
চন্দনালঙ্কার রক্ষা করিয়া শ্রীপায়।
অবিশ্বাসী জীবে সাক্ষ্য দিলা-প্রভুরায়॥
শুন গীত গায় মূর্খে মহাভাগ্যবান।
রামকৃষ্ণায়ণ কথা অমৃত সমান॥
সংকীর্ত্তনে লীলারস করি আস্বাদন।
ভক্তসহ প্রকৃতিস্থ এবে নারায়ণ॥
এখন অনেক বেলা প্রভুর ভোজনে।
দেখিয়া ভকতবর্গ চমকিত মনে॥

ছাড়িয়া কীর্ত্তনাসর ত্বরান্বিত যান।
করিবারে শ্রীমন্দিরে ভোজনের স্থান॥
থরে থরে পাত্রে পাত্রে দ্রব্য নানা জাতি।
কত তার তালিকায় নাহি হয় ইতি॥
অগ্রভাগ সকলের এক পাত্রে যোগ।
লইয়া অনেক ভক্ত সাজাইলা ভোগ॥
সকলে রাখিয়া, অগ্রে করিতে ভোজন।
শ্রীপ্রভুদেবের নহে কোনকালে মন,,
সেইহেতু কাছে দূরে ল'য়ে ভক্তগণে,
প্রভুদেব রামকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে॥
একত্তরে সবে কিন্তু স্বতন্তর স্থান।
বর্ণভেদ রক্ষা করা প্রভুর বিধান॥
ভোজনের সঙ্গে নানা কথোপকথন।
রঙ্গ, রসভাব, হাস্য না যায় বর্ণন॥
চতুর্বিধ রসে যেন পরিতৃপ্তোদর।
সেইমত চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়নিকর,,
হেনভাবে সকলের তৃপ্তি দিয়া রায়,
বরষের জন্মোৎসব করিলেন সায়॥
রহিতে নারিনু মুই না করি বাখান।
পর বর্ষে জন্মোৎসবে মুই ভাগ্যবান,,
প্রভুর কৃপায় কিবা কৈনু দরশন,
অবধান ভক্তিসহ কর তুমি মন॥
উৎসবের কাজে যেন বৎসর বৎসর।
উদ্যোগের রহে ভার রামের উপর॥
বর্ত্তমান বরষেও রামে আছে ভার।
সাধারণ ব্যয়ে আয়োজনের যোগাড়॥
ধামায় ধামায় মুড়্কি প্রভুল প্রতুল।
রসেতে প্রস্তুত যেন শাদা যুঁই ফুল॥
হাঁড়িতে হাঁড়িতে দধি চিনি দিয়া পাতা।
বর্ণিবার নাহি তার আস্বাদের কথা॥
হাঁড়ি হাঁড়ি রসমুণ্ডি বাটুল আকার।
বিস্তর বিস্তর মণ্ডা সন্দেশ ছেনার॥
কাঁদি কাঁদি চাঁপা কলা সেরা বাজারের।
এ কয়েক দ্রব্য খালি পরিমাণে ঢের॥
শ্রীপ্রভুর উপযুক্ত ভোগের কারণ।
রামের কর্ত্তৃক যাহা দ্রব্য আয়োজন"
পাতি তার কি তুলিব দুঃখী জনা আমি,
পণ দরে তাহাদের নাম নাহি জানি॥
মিঠা ফল মিষ্টি মেওয়া নানাবিধ তার।
সহরেতে যাহা মিলে কিছু কিছু তার,,
স্বতন্তর পাত্রে পাত্রে বিভিন্ন আধারে,
শ্রীমন্দিরে রাখিবার স্থানে নাহি ধরে॥
ক্রমে ক্রমে পরে পরে প্রভুভক্তগণ।
একে একে যথাকালে দেন দরশন॥
তার সঙ্গে দলে দলে আসে একত্তরে।
শ্রদ্ধা ভক্তি রাখে যাঁরা প্রভুর উপরে॥
প্রভুর চরণ প্রিয় প্রভুভক্ত যাঁরা।
আজি দিনে সকলেই অতি মাতোয়ারা॥
ভাবে গদ গদ তনু না সরে বচন।
পরস্পরে পরস্পরে কথোপকথন,,
হেসে হেসে ঠারে ঠোরে নয়ন-হিল্লোলে,
সুখ সোহাগার সঙ্গে যেন পড়ে গ'লে॥
মন্দিরাভ্যন্তরে তার বহির প্রাঙ্গনে।
আনাগনা পাছু পাছু শ্রীপ্রভুর সনে॥
প্রভু সঙ্গে সবে যবে মত্ততর মন।
আসিয়া গিরীশ ঘোষ দিলা দরশন॥
নানা রসে সুরসিক বুদ্ধি সুগম্ভীর।
ভক্তির প্রেমের রাজা বিশ্বাসের বীর॥
নয়ন-বিনোদ-ঠাম আনন্দোদ্দীপক।
তাঁর সঙ্গ সম্ভোগেতে সকলের শক॥
ভক্ত-সমাগম-স্থলে উচ্চতর রঙ্গ।
গিরীশের সম্মিলনে উত্তাল তরঙ্গ,,
যেমন কলের তরী আসিয়া ঘুটিলে,
কানে কান জাহ্নবীর জুয়ারের জলে॥
টলমল সকলেই দেখিয়া তাঁহায়।
আনন্দে উথলা হৃদি হইলেন রায়॥
পূর্ব্বাস্তে শ্রীপ্রভুদেব লীলার ঈশ্বর।
দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিগে দ্বারের উপর॥

ঠামে ভাবে শ্রীঅঙ্গের প্রকৃতি তখন।
সুসরল মতি এক বালক যেমন।
দেখিয়া গিরীশচন্দ্র হাসিভরা মুখে।
উপনীত ত্বরান্বিত প্রভুর সম্মুখে॥
রঙ্গের কারণে প্রশ্ন করিলেন রায়।
গিরি ধরে কৃষ্ণচন্দ্র এত শক্তি গায়,,
কিন্তু যবে নন্দরাণী সোহাগের ভরে,
গোপালে কহেন পিঁড়ি আনিবার তরে॥
লঘু কলেবর পিঁড়ি কাঠের তৈয়ারি,
যেবা ধরে গোবর্দ্ধন তার পক্ষে যুক্তি,,
ভক্তপ্রিয় ভগবান্ নন্দের দুলাল,
যশোদার কাছে ঠিক দুধের গোপাল॥
বাৎসল্যে পূরিতান্তরা নন্দরাণী মায়।
পিঁড়ি দিতে কৃষ্ণচন্দ্র হেন ভাবে যায়,,
রঙ্গে ভঙ্গে চারিদিগে হেলিয়ে হেলিয়ে,
ভারি যেন কাঠাসন গোবর্দ্ধন চেয়ে॥
গিরীশের কথা শুনি প্রভু গুণধর,,
ভক্তবরে করিলেন তাহার উত্তর,,
(সুমধুর হাস্যসহ কিবা অপরূপ)
এই ঠিক কথা, এবে চুপ শালা চুপ॥
ভক্তসঙ্গে শ্রীপ্রভুর লীলার প্রসঙ্গ।
কিবা লীলা রসাস্বাদে দোঁহাকার রঙ্গ,,
লিখিয়া কাহিনী তার কার সাধ্য বলে,
আভাস প্রকাশ খালি ঠারে ঠোরে চলে॥
এক ঠারে এক বর্ণে এত বিবরণ।
তুলনায় কোটি বেদ কোটি কোটি কম॥
উপস্থিত ঘটনাতে মুই ভাগ্যবান।
প্রভুর কৃপায় ক্ষেত্রে ছিনু বিদ্যমান,,
কাণে যা শুনিনু চক্ষে কৈনু দরশন,
হৃদয়ের পটে তাহা রহিল লিখন॥
তিল তার বর্ণিবার ক্ষমতার নয়া।
কে কবে স্মরিলে হই আপনারে হারা॥
ভিতরে রহিল, বাহ্যে না ফুটিল কথা।
এবে শুন উৎসবের পশ্চাৎ বারতা॥

স্নানের অধিক বেলা হইল যখন।
বসিলেন গুণমণি শুনিতে কীর্ত্তন॥
উত্তরের বারাণ্ডায় যেখানে আসর।
লম্বে প্রস্থে আয়তনে স্থান পরিসর॥
কিঞ্চিৎ উত্তরে তার ফুলের বাগান।
বিবিধ ফুলের গাছে অতি শোভমান॥
নিকটে পথের পাশে গণ্ডাদরে ঝাড়।
বড় বড় গন্ধরাজ ফুলের সম্ভার॥
বড় ছোট বেলফুল দুই কাঠা প্রায়।
গাছভরা ফুলকুল ফুটে আছে তায়॥
বসন্তের সহচর অনিল শীতল।
আমোদিত করে স্থান লয়ে পরিমল॥
অনেক বালক বয়ঃ মহাভাগ্যবান।
কীর্ত্তন গায়ক তেঁহ নরোত্তম নাম॥
মিষ্ট গায় কৃষ্ণবর্ণ গায়ের বরণ।
গৈঁড়াপানা গোলমুখ উজ্জ্বল নয়ন॥
তেথরি তুলসী মালা গলদেশে কসা॥
জাতিতে বৈষ্ণব তাই কীর্ত্তন ব্যবসা॥
কালের গায়ক মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ।
খুলীও বৈষ্ণব জেতে নাম তার গোষ্ঠ॥
মধুর বাজায় খোল খোলে তুলে বুলি।
যেমন গায়ক ঠিক তার মত খুলী॥
গায়কের সম্বন্ধেতে প্রভুর বচন।
এই নরোত্তমে দেখি সেই নরোত্তম॥
বায়েনের সম্বন্ধেতে শ্রীপ্রভুর রায়।
খোলে সিদ্ধ এই গোষ্ঠ খোল যে বাজায়॥
আগাগোড়া আজি ক্ষেত্রে দেখিবারে পাই।
মহোৎসবে রাজসিক ভাব মোটে নাই॥
কিন্তু যদি প্রভুদত্ত চক্ষু কেহ পায়।
দেখিতে পাইবে ধ্রুব প্রভুর কৃপায়,
সমুদিত উৎসবে ঐশ্বর্য্য কোটি কোটি,
তুলনায় যার সঙ্গে মহৈশ্বর্য্য মাটি॥
আপনি আসরে প্রভু অখিল-ঈশ্বর।
সঙ্গে পারিষদ সাজ-উপাঙ্গ নিকর॥

ছদ্মবেশে সশরীরে দেবতার গণ।
উৎসবেতে উপনীত শুনিতে কীর্ত্তন॥
প্রেমিক গায়ক এক বৈষ্ণবের ছেলে।
যে জন বায়েন গোষ্ঠ সিদ্ধ তেঁহ খোলে॥
ব্রহ্মবারিবাহী সুরতরঙ্গিনী তীর।
পুণ্যময়ী ভূমি যেথা বৈঠক পুরীর॥
মরি কি মাধুরী তার না যায় বর্ণন।
ধরার মাঝারে যেন গোলক ভুবন॥
যেইখানে সংগোপনে রাজ মহারাজ॥
শক্তিসহ লীলাপর প্রভুর বিরাজ।
নরপুরে নররূপে নরের মতন।
চিনিবার সাধ্য কার ব্রহ্মাদির ভ্রম॥
আগোটা সৃষ্টির চক্ষে নিক্ষেপিয়া ধূলা।
সংগোপনে কালমত সুমধুর লীলা॥
এবে উৎসবের কাণ্ড করহ শ্রবণ।
মিষ্ট কণ্ঠে নরোত্তম ধরিল কীর্ত্তন॥
প্রেমিকের মুখে শুনি লীলাগুণগান।
আবেশাঙ্গ হইলেন প্রেমের নিদান॥
কীর্ত্তনে আঁকর যোগ আবেগের ভরে
যাহে কীর্ত্তনের কায়া বৃদ্ধি পরে পরে॥
লীলারসসুধাপানে মত্ত ভক্তগণ।
দর্শকেরা বুদ্ধিহারা মানুষ যেমন॥
যে যেখানে যেইভাবে সে সেথা তেমতি।
মুগ্ধপ্রাণমনে হেরে প্রভুর মূরতি॥
অতুল আনন্দ ভোগ করে সর্ব্বজন।
নরেন্দ্র এ হেনকালে দিলা দরশন॥
নয়নবিনোদ ঠাম বালক বয়সে।
আসরে বসিলা আসি শ্রীপ্রভুর পাশে॥
ষোলকলা পূর্ণ চাঁদে করি নিরীক্ষণ।
রতন-আকর নিজে সাগর যেমন,
দুলাইয়া জলকায়া মহান্ উল্লাসে,
আপনার জলে যায় আপনিই ভেসে,
সেইমত প্রভুদেব প্রেমের সাগর,
নিরখিয়া শ্রীনরেন্দ্র নয়নানন্দকর,
প্রেমের উত্তাল ঊর্ম্মী তুলিয়া প্রবল,
লম্ফ দিয়া উঠিলেন হৃদয় বিহ্বল॥
নরেন্দ্রের ঊরুদেশে দক্ষিণ চরণ।
শ্রীকরকমল দ্বয়ে কুন্তল ধারণ,
সমাধিস্থ ভগবান্ মনোহর ঠামে,
প্রেমের পুতুল যেন গ'লে পড়ে প্রেমে॥
শ্রীবয়ানে সেই কান্তি লাবণ্য উজ্জ্বল।
কাঞ্চনে যেমন বর্ণ যখন তরল॥
অরূপে রূপের ছবি সুন্দর এমন।
কভু নাহি দেখি শুনি শ্রীপ্রভু যেমন॥
বিরাজে শ্রীঅঙ্গে রূপ পরম সুন্দর।
তেন ভাবে ঊর্ম্মী যেন জলের উপর॥
স্থির অঙ্গ যবে রূপ দেখা নাহি মিলে।
উঠিলে ভাবের বায় তবে অঙ্গে খেলে॥
শ্রীঅঙ্গেতে রূপরাশি রহে সংগোপন।
জলদমাঝারে রাজে বিজলি যেমন॥
রূপের পার্থক্য ভাব শ্রীঅঙ্গের সনে।
সে বুঝে স্বেচ্ছায় তিনি দেখান যে জনে॥
বাহিকে না মিলে রূপরাশির সন্ধান।
পুঁথি দিল শ্রীপ্রভুর রূপ-চোরা নাম॥
রূপচোরা, বাঁকা-আঁখি রক্তিম-অধর।
এই তিন নাম গান পুঁথির ভিতর॥
ভুবনমোহনরূপ লীলার প্রাঙ্গনে।
দেখাইয়া দেন ধরা নিজ জনগণে॥
মায়ায় মোহিত সবে ইচ্ছায় তাঁহার।
কখন আলোকমালা, কখন আঁধার॥
শরতের মেঘছায়া দুকর বেলায়।
বৃহৎ প্রান্তরমধ্যে যেন দেখা যায়॥
আনন্দের ধ্বনি তুলে ভকতের মালা।
নিরখিয়া শ্রীপ্রভুর অপরূপ লীলা॥
সেই প্রভু সেই তাঁরা আপনার জন।
লীলা-হেতু নররূপে ধরায় এখন,
বুঝিয়া আপন মনে রসাস্বাদ করে,
রঙ্গ-রসভাবসহ ভকতনিকরে॥

হেথা মত্তভাবে করে নরোত্তম গান।
কিছু পরে শ্রীপ্রভুর ভাব অবসান॥
প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিলা নিজ স্থানে।
পুনঃ কভু ভাবাবেশ কীর্ত্তন শ্রবণে॥
পরিতৃপ্ত ভক্তবর্গ হইয়া যখন।
নরোত্তম করিলেন গীত সমাপন॥
শান্তি শান্তি পরিতৃপ্ত হইলা আসরে।
চলিলেন রূপ-চোরা আপন মন্দিরে॥
ভোজনের কার্য্য পরে ল'য়ে ভক্তগণ।
মহানন্দে বাঁকা-আঁখি করিলা ভোজন॥
ভোজনান্তে অলসাঙ্গ কখনই নাই।
ভক্তগণে ল'য়ে পুনঃ বসিলা গোসাঁই॥
কথোপকথনে কত ঈশ্বরীয় কথা।
কত অতি গুহ্যতর তত্ত্বের বারতা॥
রামকৃষ্ণায়নে লীলা শ্রীপ্রভুর কথা।
শ্রবণ কীর্ত্তনে ঘুচে মন মলিনতা॥
প্রেমভক্তিদাতা প্রভু জগতের গুরু।
মহারাজ দীন-সাজ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
প্রভুর দরজা খোলা যে লয় শরণ।
পূর্ণভাবে মনসাধ করেন পূরণ॥
অদ্ভুত ঘটনা কিবা হৈল অতঃপর।
শুন রামকৃষ্ণকথা শান্তির আকর॥

বয়স্কা রমণী এক মহাভাগ্যবতী।
ঋতি মতি প্রভুপদে অপার ভকতি॥
প্রশস্ত অবস্থা নহে দুঃখীর ধরণ।
ঘরে নাই কড়িপাতি মনের মতন॥
আজি শুভ জন্মোৎসবে প্রভুর কারণে।
বাটিতে চারিটি মাত্র রসগোল্লা আনে॥
জনাকীর্ণ শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভু হেথায়।
পশিতে নারিল নারী জাতীয় লজ্জায়॥
সেইহেতু বাটীসহ চলিল তখনি।
যেখানে বিরাজমানা জগৎ-জননী॥
জন্মোৎসব দেখিবারে মন্দিরে মায়ের।
উপনীতা ভক্তিমতী কুলনারী ঢের॥
কাতর অন্তরে নারী নিবেদিল মায়।
পাঠাইতে রসগোল্লা শ্রীপ্রভু যেথায়॥
মাতা না কহিতে কথা উত্তর বচনে।
উত্তর করিল তায় অন্য এক জনে,,
নানাবিধ দ্রব্যসহ প্রভুর ভোজন,
হইয়া গিয়াছে আজি দিনের মতন,,
পাঠাইলে রসগোল্লা তাঁহার সদনে,
গ্রহণ হইবে কিনা সন্দ লাগে মনে॥
এতই পাইল ব্যথা শুনিয়া সে বাণী।
অন্তরে মাথায় যেন পড়িল অশনি॥
কাতরে আকুলা নারী স্মরে প্রভুরায়।
দাঁড়াইয়া অধোমুখে চিত্রার্পিত প্রায়॥
এখানে অন্তরযামী ভক্তদের সনে।
মহামত্ত ঈশ্বরীয় তত্ত্ব-আন্দোলনে॥
নারীর মরম ব্যথা বুঝিয়া অন্তরে।
ত্বরান্বিত উপনীত মায়ের মন্দিরে,,
যেখানে মিষ্টির বাটি ধরিয়া রমণী
দাঁড়াইয়া যেন জড়, দেহে নাহি প্রাণি॥
শ্রীকরকমলে বাটি লইয়া তখন।
রমণীর মনসাধ করিতে পূরণ,,
প্রভুদেব হেনভাবে রসগোল্লা খান,
অনাহারে যেন তাঁর গেছে দিনমান।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ রমণীর পায়॥
মিষ্টিতে যাঁহার তুষ্ট রামকৃষ্ণরায়॥
কেবা মানবিনী- বেশে দেবীঠাকুরাণী।
নাম ধাম এখানের কিছু নাহি জানি॥

রমণীর বাঞ্ছাপূর্ণ করি প্রভু রায়।
ভক্ত সঙ্গে তত্ত্বালাপে বসিলা যথায়॥
বিশ্বাস ভক্তির বীর গিরীশ এখানে।
প্রভুর বিচিত্র লীলা নেহারি নয়নে,,
জানিতে বিশেষ তত্ত্ব চিত্ত সবিস্ময়ে,
জিজ্ঞাসিলা এক কথা রূপচোরা রায়ে॥
ভাব তার, তুমি প্রভু অখিল-ঈশ্বর।
লীলা হেতু দীনবেশে ধরার উপর,,

হেন জন্মোৎসবে আজি হবে ত্রিভুবন,
তাহা না হইয়া কেন এই কয় জন॥
তদুত্তরে ভক্তবরে উত্তরিলা রায়।
কিঞ্চিৎ প্রকাশ বাক্যে, বেশী ইশারায়॥
অর্থ তার ভবিষ্যতে এই জন্মোৎসবে।
শিরেঃ ভূষা কত লোক এখানে আসিবে,,
অতিশয় গণ্য মান্য খ্যাত্যাপন্ন তেজে,
লুটাইতে ভক্তিভরে এখানের রজে॥
পরিহরি লীলা-ভূমি ধরার উপর।
নিত্যধামে গিয়াছেন লীলার ঈশ্বর,,
ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র আর বেশী নয়,
উৎসবে এখন আধ লক্ষ লোক হয়,,
গণ্য মান্য সবে, কেহ রাজ অধিরাজ,
মার্কিন বিলাতবাসী সাহেব ইংরাজ॥
যেখানে যে ভাবে যা বলিলা গুণমণি।
পরে ঘটিবার কথা ভবিষ্যৎ বাণী॥
কেহ এবে প্রস্ফুটিত সহ শতদল।
সঙ্গে বিশ্ব-বিনোদিনী গন্ধ পরিমল॥
কেহ বা অর্দ্ধেক ফুটা, কেহ প্রায় ফুটে।
কেহ ডগমগে কলি মৃণালের বঁটে॥
কেহ বা পাঁকের কাছে অঙ্কুরে কেবল।
যাহার উপরে ঢাকা বিশ বাঁশ জল॥
লীলাক্ষেত্রে শক্তিরসে বীজ সংরোপন।
বিশ্বের নিধনে নাই বীজের নিধন॥
শুন রামকৃষ্ণায়ণ বিশ্বাসের ভরে।
অন্ধকার তিরোহিত হইবে অচিরে,,
নয়নগোচরে লীলা দেখিবে প্রত্যক্ষ,
প্রভুর ইচ্ছায় কাজে সময় সাপেক্ষ॥
মাঙ্গলিক উৎসবের কথা হৈল সায়।
পুণ্যবানে শুনে কথা ভক্তিবানে গায়॥
সংসারের দুঃখে সুখে পেতে দিয়া ছাতি॥
দিবানিশি মথ' মন লীলাগুণগীতি॥

শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে প্রভুর উৎসব।

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি।
জয় মাতা শ্যামা-সুতা জগত-জননী
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দোঁহাকার
এ অধম মাগে পদরজ সবাকার॥

অদ্যাবধি ধরাধামে যত অবতার।
নানা ভাবে নানা মতে শিক্ষা নানা জনে।
সব ধর্ম্ম পথ মত তাঁহার বিধানে॥
ধর্ম্মদ্বন্দ্ব নিবারণ ধর্ম্মের সমতা।
ধর্ম্ম সামঞ্জস্য ভাব ধর্ম্মের একতা,,
এই অভিনব পন্থা করিতে প্রচার,
অবতীর্ণ ধরাধামে শ্রীপ্রভু আমার॥
কৃষ্ণ অবতারে কথা প্রকাশ গীতায়।
যে রূপে যে ভজে তিনি তেন ভজে তায়॥
কথায় কথিত মাত্র হইল তখন।
কর্ম্মেতে কিঞ্চিন্মাত্র নহে প্রদর্শন॥
কারণ জিজ্ঞাসা মন যদি কর তায়।
শুন কহি অতিশয় গুহ্য সমাচার॥
বার বার বলিলেন প্রভু নারায়ণ।
সময় সাপেক্ষ কর্ম্মে অতি প্রয়োজন॥
যখন তখন কার্য্য হইবার নয়।
কার্য্য তবে, উপযুক্ত আসিলে সময়॥
শাস্ত্রের প্রমাণ আর স্বরূপ নির্ণয়ে।
এক অবতারে কথা রাখেন বলিয়ে,,

ভবিষ্যবাণীর ন্যায় পরের বারতা,
ভাবী অবতরণের কারণের কথা
পূর্ব্ব-কথামত কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ।
লীলার প্রমাণ দেন অখিলের নাথ॥
বলবৎ এত ধর্ম্ম ছিল না তখন।
কৃষ্ণ-অবতারে যবে কথার পত্তন॥
পশ্চাতে বিবিধ ধর্ম্ম নানা পথ মত।
তুলিবে প্রবল ভাবে ঝড় বলবৎ,
বুঝিয়া জানিয়া তত্ত্ব বিশেষ প্রকারে,
আভাস দিলেন তার গীতার ভিতরে॥
দেখ, এবে নানাবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়।
সকলে আপন ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠতম গায়॥
মহান্ কলহ দ্বন্দ্ব বাদ প্রতিবাদ।
তত্ত্ব-অন্বেষক জনে ঘোর পরমাদ॥
কেবা সত্য কেবা মিথ্যা, যায় কোন্ পথে।
সন্দেহ আতুর চিন্তা দিবারাতি চিতে॥
সত্য পথ প্রদর্শিতে তত্ত্বান্বেষী জনে।
আর ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্ম-দ্বন্দ্ব বিভঞ্জনে,
কালমত প্রভু রামকৃষ্ণ অবতার,
করিলেন সার্ব্বভৌম মতের প্রচার॥
সার্ব্বভৌম মত, তার বিশ্ব-বেড়া বেড়।
স্ব নীর জাতীর নহে গোটা জগতের॥
ধর্ম্মমাত্রে সকলেই পথ বাস্তবিক।
কোনটি অলীক নহে, সকলেই ঠিক॥
এই ধর্ম্ম প্রচারিলা-প্রভু নারায়ণ।
কার্য্যেতে আচরি সহ সাধনভজন॥
যে যে রূপে ভাবে নামে আরাধেন তাঁয়।
সেই রূপে ভাবে নামে সেই তাঁরে পায়॥
ভাবে রূপে নামে নানা বস্তু গত নয়।
উপমা ধরিয়া তত্ত্ব দিলা পরিচয়॥
বাপি কূপ তড়াগাদি সাগরনিচয়।
হ্রদ নদী খাল বিল সব জলাশয়॥
আকারে গঠনে নামে প্রভেদ কেবল।
কিন্তু সকলের মধ্যে সেই এক জল॥

বালিস শয্যার সজ্জা অপর উপমা।
আকারে গঠনে বর্ণে বাস্তবিক নানা॥
ব্যবহার বিশেষেতে নাম স্বতন্তর।
কিন্তু সেই এক তুলা সবার ভিতর॥
তেন এক ভগবান্ সকলের মাঝে।
বিকাশে বিবিধ নাম নানাবিধ সাজে॥
যত ধর্ম্ম তত পথ জগতে প্রকাশ।
সকলেতে সেই এক হরির বিকাশ॥
রামকৃষ্ণপন্থীগণে বুঝেন বারতা।
লীলাধর্ম্ম শ্রীপ্রভুর ধর্ম্মের সমতা॥
এইখানে এক কথা কর অবধান।
ধর্ম্মমাত্রে ভেদ নাই, সকলে সমান॥
কিন্তু ভাব বিশেষেতে আছয়ে পার্থক্য।
ধর্ম্মে এক, কিন্তু ভাবে নাহি হয় ঐক্য॥
প্রত্যেকের মধ্যে ভাব আলাহিদা রয়।
তাহাতে কখন কার ক্ষতি নাহি হয়॥
বরঞ্চ পোষ্টাই করে প্রত্যেক ভাবীকে।
গোপনে আপন ভাব যেবা করে রক্ষে॥
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর উপমায় কথা।
পল্লিতে রাখালদের গোচারণ-প্রথা॥
জল খাইবার বেলা গগনে যখন।
নিজ নিজ গরু ছাড়ে রাখালের গণ॥
ক্রমে পরে একত্তরে সকলেই জমে।
বৃহৎ প্রান্তর মাঠ গোচারণ-ভূমে॥
তখন পার্থক্য ভাব নাহি রহে আর।
সব পাল সঙ্গে মিলে হয় একাকার॥
কিন্তু ঘরে ফিরিবারে সময় যখন।
পৃথক করিয়া আনে নিজের গোধন॥
ধর্ম্ম-মেলা যেইখানে সেথা একত্তরে।
ভাবেতে পার্থক্য শ্রেয়ঃ আপনার ঘরে॥
এই ভাব সমর্থনে শ্রীপ্রভুর গীত।
অবধান কর তত্ত্ব বুঝিবে নিশ্চিৎ॥
প্রভুর অভয় পদ ধরিয়া অন্তরে।
অটল অচল রহ আপনার ঘরে॥

গীত

আপনাতে মন আপনি থেক'
যেওনাক কার ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি
খোজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সে পরেশমণি,
যা চাবি তা দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে
আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥

একেশ্বর যদবধি না হয় ধারণা।
তদবধি তত্ত্ববোধে রহে মহা হানা॥
সাধনভজন কর্ম্মে নাহি অধিকার।
এক-জ্ঞান ভিন্ন, রহে বহু-জ্ঞান যাঁর॥
উপদেশে বলিলেন প্রভু ভগবান্।
সর্ব্বাগ্রে আঁচলে বাঁধি অদ্বৈতগিয়ান,,
পশ্চাতে করহ কর্ম্ম যেন লয় মন,
বেতালে কখন পদ হবে না পতন॥
অদ্বৈতগিয়ান মানে এক-জ্ঞান সার।
লক্ষ বুড়ি রকমারি বিকাশ তাহার॥
ব্রজগোপিনীর বাক্যে বুঝহ বারতা।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে কৃষ্ণ স্ফূরে সেথা॥
বেদান্তের বাক্যে আর ভাবে গোপীকার।
ভিন্ন নাই উভয়েই একই প্রকার॥
নানা মতে পথে ঠিক একই প্রকৃতি॥
বিচ্ছেদ যাতনাতুরা কহেন শ্রীমতি,,
আপনে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে সহচরীগণে,
কোথা চূড়া বাঁশি মোর ধরা দেহ এসে॥
আর কথা বলিলেন প্রভু ভগবান্।
বহুজ্ঞান অজ্ঞান, গিয়ান এক-জ্ঞান
এক-জ্ঞান একেশ্বর অখিলের রাজ।
নানা ভাবে নামে রূপে সর্ব্বত্রে বিরাজ॥

দেখাইলে প্রভুদেব দেখিবে সুস্পষ্ট।
সকলের মূলে মোর প্রভু রামকৃষ্ণ॥
একমাত্র বস্তু তিনি জগতে কেবল।
সকলেতে তিনি আর তাঁহাতে সকল॥
সকল ধর্ম্মের ভাব আছে এ লীলায়।
ধর্ম্ম-দ্বেষী জনে তুষ্ট নন প্রভুরায়॥
লীলা দেখিবারে সাধ যদি রহে মনে।
যেরূপে যে নামে যেবা ভজে ভগবানে,,
সাকারে কি নিরাকারে যেন রুচি তার
তে সবার পদে করি কোটি নমস্কার,,
শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা ভক্তি সহকারে,
চলিলে বাসনা পূর্ণ হইবে অচিরে॥
রামকৃষ্ণলীলাকথা লীলার আকর।
সকল লীলার তত্ত্ব ইহার ভিতর,,
যেইরূপ রত্নাকর জলধির মাঝ,
যাবতীয় রত্নরাজি সবার বিরাজ॥
কতিপয় ভক্ত সঙ্গে লীলার আসরে।
যাহা করিলেন প্রভু লীলা, কই তারে॥
শুন সেই লীলা কাণ্ড প্রভুর আমার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তির ভাণ্ডার॥
বিবিধ প্রভুর ভাব এবার লীলায়।
বিশেষিয়া বিবরণ বলা বড় দায়॥
কেমনে কহিব খুজে নাহি পাই পথ।
ভাবের স্বভাবে দেখি দুটি বলবৎ॥
প্রথম প্রকাশুভাবে জীবের মতন।
দীনহীন দ্বিজবেশে কঠোর সাধন॥
সর্ব্ব ঠাঁই শিক্ষাপ্রার্থী বিনিত আচার।
সাধে তারে সকলেরে আগে নমস্কার॥
সীমাহীন সহিষ্ণুতা অনন্তের চেয়ে।
বসুন্ধরা লাজে মাটি তিতিক্ষা দেখিয়ে॥
একবারে আত্মসুখমাত্রে বিসর্জ্জন।
আজীবন প্রাণপণে সত্যের পালন॥
জননীর প্রতি ভক্তি অতুল জগতে।
ত্যাজি মান, মান দান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে॥

উচ্চ শ্রদ্ধা প্রদর্শন সাধু ভক্ত জনে।
পদে পদে দয়া ক্ষমা বিচারবিহীনে॥
পূর্ণাবতারের ভাবে রাজরাজেশ্বর।
দাসীসম শক্তি সঙ্গে সদা আজ্ঞাপর॥
প্রতিবাক্যে প্রতিপদে মহৈশ্বর্য্য ফুটে।
অবিদ্যা কম্পিতা কায়া আসিতে নিকটে
সরল শরণাপন্নে দয়ার বিধান।
যে যা চায় তাই তায় তৎক্ষণে দান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দুয়ারে প্রহরী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেথা ছড়াছড়ি॥
ন্যায়বান দয়াবান রতন-আসনে।
দেখি দূরে দাসে যাঁর কম্পবান যমে॥
উচ্চতমতত্ত্ব-জ্ঞান সদা শ্রীবদনে।
লোলুপ অর্জ্জুন যার বর্ণেক শ্রবণে॥
গভীর সমাধিপর কথায় কথায়।
বাহ্যহারা নাড়ি ছাড়া জড় পারা রায়॥
শুনিয়াছি শ্রীবদনে প্রভু সেই ভাবে।
খেলিতেন মীনবৎ সিন্ধুনীরে ডুবে॥
এ সকল সিন্ধু যেন থালি ভরা জলে।
পরিপূর্ণ সেই সিন্ধু কারণ-সলিলে॥
অনন্ত শয্যায় যেথা ভাসে নারায়ণ।
পদপ্রান্তে লক্ষ্মী করে চরণ সেবন॥
ঈষৎ আমিত্ব তাঁর রহে এ সময়ে।
পুনরাগমন হয় যাহার আশ্রয়ে॥
যাবতীয় ভাবে রূপে প্রভু অলঙ্কৃত।
প্রভুভক্ত বিনে নহে অপরে বিদিত॥
প্রভুভক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ পূজ্য সবাকার।
যাঁহাদের সঙ্গে খেলা হৈল এইবার॥
হেন প্রভুভক্তপদে রাখি রতি মতি।
এক মনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি॥

বাদুরবাগানে ঘর শ্রীনবগোপাল।
প্রায় পঞ্চাশের কাছে, স্বভাবে ছাওয়াল॥
সরল অন্তর যেন সেইমত মন।
সর্ব্বদা সহাস্য মুখ, তাহার লক্ষণ॥
সোণার সংসার ঘরে ভার্য্যা গুণবতী।
যাঁহার ভক্তির বলে পতির উন্নতি॥
শ্রীপ্রভুর মহোৎসব ভক্তের ভবনে।
প্রায় প্রতি রবিবারে এখানে সেখানে॥
মহাভাগ্যবান্ তেঁহ জনম ধরায়।
সভক্তে ভবনে যাঁর ভিক্ষা কৈলা রায়॥
গোপালের মনে সাধ হৈল এইবারে।
করিবারে মহোৎসব আপনার ঘরে॥
প্রভুর কৃপায় কিছু নাহি অনাটন।
টাকা কড়ি রাগ-ভক্তি সুসরল মন॥
মনের বাসনা ব্যক্ত প্রভুর নিকটে।
এক দিন গোপাল কহিলা করপুটে॥
আনন্দে মগন মন প্রভুদেবরায়।
ভাল ভাল বলিয়া গোপালে দিলা সায়॥
মহামহোৎসবপ্রিয় রাম ছিলা কাছে।
শুনিয়া আনন্দে মত্ত ধিয়া ধিয়া নাচে॥
উৎসবের দিন স্থির করিয়া তখন।
ভক্তবর্গে চারিদিগে বারতা প্রেরণ॥
এই মহোৎসবে যাহা করিলা গোসাঁই।
এমন কোথাও আমি চক্ষে দেখি নাই॥
কথা তার বলিবার শক্তি মম কিবা।
বলিতে করিলে চেষ্টা আগে হই বোবা॥
বুদ্ধিহারা, আঁকিবার প্রয়াস যখন।
সঅঙ্গে অঙ্গুলি হয় কাঠির মতন॥
লীলার মাহাত্ম্য খেলা অব্যক্ত ব্যাপার।
নয়নের ভোগ্য, যোগ্য নহে রসনার॥
ঘটনাতে বর্ণনীয় যত দূর হয়।
এক মনে শুন মন বলি পরিচয়॥
গোপাল আনন্দভরে মনের মতন।
মহোৎসব হেতু করে দ্রব্য আয়োজন॥
পরিবারবর্গমধ্যে দেখে কেবা ধুম।
রাত্রিতে কাহার চক্ষে নাহি আসে ঘুম॥
প্রতিবাসী জনে জনে শুনিল সবাই।
গোপালের আবাসেতে আসিবে গোসাঁই॥

সচকিতে রহে সবে কুতূহল মনে।
শ্রীপ্রভুর চরণারবিন্দ দরশনে ॥
কি পুরুষ কিবা নারী হোক যে রকম।
শ্রীপ্রভুর দরশনে সকলের মন ॥
কি জানি কি মোহনত্ব শ্রীনামেতে বয়।
শুনিলে, শ্রবণে. সাধ দরশনে হয় ॥
প্রভুদরশন-সাধ নহে যে জনার।
লইয়া মানব-জন্ম বৃথা জন্ম তার ॥
নির্দ্ধারিত দিন তবে আসিল যখন।
বেলাবেলি ভক্তবর্গ দেন দরশন ॥
মহা-উৎসবের ঠাঁই বাহির প্রাঙ্গণে।
ভাগবৎ করে পাঠ জনেক ব্রাহ্মণে ॥
শত শত জনে পরিপূর্ণ নিকেতন।
ভাগবৎলীলা পাঠ করেন শ্রবণ ॥
শ্রবণ কেবল নামে মন নাহি তায়।
সঁবে ভাবে কতক্ষণে আসিবেন রায় ॥
কেহ কেহ পথপানে আছে নিরখিয়া।
পরিহরি পাঠস্থান দ্বারে দাঁড়াইয়া ॥
প্রভু বিনা কাহারও না হয় মন স্থির।
কি পুরুষ কিবা নারী সকলে অধীর ॥
মন-মোহনিয়া হেন প্রভুর মতন।
জগতে কোথাও নাহি হয় দরশন ॥
কিবা মোহনত্ব-শক্তি ভিতরে তাঁহার।
তিল আধ তত্ত্ব, শক্তি নাহি বর্ণিবার ॥
গুণযুক্ত নামহীন সেই বস্তুখানি।
আপনার কলেবরে ধরে দিনমণি,
নলিনী প্রভাবে যার হইয়া মোহিত,
বিকাশি কেশর দল হয় প্রফুল্লিত ॥
গুণমণি গুণের ঠাকুর প্রভুরায়।
গুণ করি খুন কৈলা যে দেখিল তাঁয় ॥
মোহনত্ব-গুণ নহে কেবল শরীরে।
নামেরও সহিতে গুণ ছায়াবৎ ঘুরে ॥
শ্রবণ-বিবরে নাম প্রবেশের দ্বার।
পশিলে অন্তরে করে জোরে অধিকার ॥
চক্ষু কিবা কর্ণ হোক যে পথে গমন।
একমাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম চুরি-করা মন ॥
কানের দুয়ারে যেথা জোর সেথা ভারি।
শতগুণে বুদ্ধি শুণ মন করে চুরি ॥
ছাদের উপরে হেথা পথের দু-ধারে।
নরনারী কত শত সংখ্যা কেবা করে ॥
দাঁড়াইয়া মহোৎসুকে কুতূহল মন।
দেখিবারে প্রভুবরে পতিতপাবন ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বিশ্বগুরু রায়।
উপনীত হেনকালে হইলা তথায় ॥
ভাসিল আগোটা পল্লী আনন্দের নীরে।
নয়ন-আনন্দকর প্রভুবরে হে'রে ॥
চকোর ভকতবৃন্দ পরম উল্লাসী।
নেহারিয়া প্রভুদেবে অকলঙ্ক শশী ॥
কথক একাকী ধরি শতেকের বল।
করিতে লাগিল পাঠ শ্রবণ-মঙ্গল ॥
পাঠেতে তথাপি কারও নাহি বসে মন।
পিপাসী নয়নে করে রায়ে নিরীক্ষণ ॥
শ্রীমূরতি দরশনে সকলের তৃপ্তি।
কথক করিল তবে পাঠের সমাপ্তি ॥
বনয়ারি নামেতে বৈষ্ণব একজন ॥
দলে বলে ধরিলেন মাথুর-কীর্ত্তন ॥
কীর্ত্তনে আঁকর যোগ শ্রীপ্রভুর ধারা।
যাহে ক্রমে প্রভু হন নিজে মাতোয়ারা ॥
ঘন ঘন ভাবাবেশ সমাধি গভীর।
ইন্দ্রিয়াদিসহ দেহ একবারে স্থির ॥
সংক্রামতা শক্তি এক প্রভুর আবেশে।
ভক্ত অভিভূত, সব রহে যাঁরা পাশে ॥
ঘূর্ণিপাক জলের স্বভাব উপমায়।
যে আসে সকাশে ধ্রুব তাহারে ঘুরায় ॥
প্রভুর ভাবের বেগে হইয়া মগন।
ভাবস্থ হইলা তবে ভক্ত কয় জন ॥
বিষম লাটুর ভাব উদয় প্রবল।
নখ দিয়া বিদারণ করে বক্ষঃস্থল ॥

কৃষ্ণেতে মধুর ভাব দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
উপলক্ষ-গুরু মোর আরাধ্য-চরণ॥
সখী নামে জানা তিনি ভক্তের ভিতরে।
মগন হইলা ভাবে কালিয়া-পাথারে॥
অল্পবয়ঃ মণিগুপ্ত বালক বয়েস।
বাহ্যহীনে শ্যামকুণ্ডে করিল প্রবেশ॥
আর কেহ কাঁদে, কেহ ভাবোন্মত্ত প্রায়।
তিলেকে তুমুল কাণ্ড ঘটাইলা রায়॥
বুদ্ধিহারা দর্শকেরা করে নিরীক্ষণ।
দাঁড়াইয়া জড়বৎ যষ্টির মতন॥
এখন প্রবল ভাব শ্রীঅঙ্গে প্রভুর।
যাহাতে উঠিল কণ্ঠে শ্রুতিমোহ সুর॥
আপনার ভাবে নিজে হইয়া মোহিত।
ধরিলেন একখানি কীর্ত্তনের গীত॥
বড়ই মধুর, প্রাণ-মাতানিয়া গান।
একত্রে ভক্তেরা তাহে কৈল যোগদান॥
সঙ্গে পেয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ আপনার ঠাঁই।
অধিক প্রমত্ততর হইলা গোসাঁই॥
গীতের সহিত নৃত্য সিংহের বিক্রম।
লম্ফে ধরা কম্পমান ভীষণ গর্জ্জন॥
তাহার মধ্যেতে কভু কলেবর স্থির।
বাহ্যিক গিয়ানশূন্য সমাধি গভীর।
কভু কান্তিময় মুখ চন্দ্রিমার পারা।
কখন নয়নে বহে বরিষার ধারা॥
কখন সঘনে পাণি কাঁপে ঘনে ঘন।
কখন খসিয়া পড়ে কটির বসন॥
স্বরের জড়তা কভু বাক্য নাহি ফুটে।
কখন বা উচ্চরব রসনায় উঠে॥
কভু পুনঃ ভীম নৃত্য পূর্ব্বের মতন।
একাধারে নানাবিধ ভাব প্রদর্শন॥
ভক্তগণ কি রকম এমন সময়।
শুন মন যথাসাধ্য কহি পরিচয়॥
কেহ বা অচল-পদ বাহ্য নাহি গায়।
কেহ বা অর্দ্ধেক বাঁকা ধনুকের প্রায়॥

কেহ বা উন্মুক্ত আঁখি, স্থির আঁখি-তারা
দাঁড়াইয়া এক ধারে বুদ্ধিবলহারা॥
কেহ পাগলের পারা ভীম হাস্য করে।
সরোদনে লুটে কেহ ধরার উপরে॥
নাচিয়া নাচিয়া কেহ বলে হরি হরি।
কেহ শ্রীচরণতলে যায় গড়াগড়ি॥
রঙ্গের তুফান বৃদ্ধি ক্রমশই পায়।
লীলারঙ্গরসপ্রিয় প্রভুর ইচ্ছায়॥
ভক্তগণ অনেকে অধীর কলেবর।
দলে দলে খালি পড়ে ভূমির উপর॥
কদলীর ঝাড় যেইরূপ উপমায়।
এক মুখে ধরাসাৎ হয় ঝঞ্ঝাবায়॥
প্রভুরায় কি করিলা শুন বিবরণ।
যেখানে ভক্তের মালা ধূলায় পতন,,
প্রসারি দক্ষিণ পদ সেব্য কমলার,
তদুপরি সমাধিস্থ হইলা আবার॥
প্রত্যাকৃতি ছবিখানি কি কহিব লিখে।
যেমন দক্ষিণা-কালী মহেশের বুকে॥
শ্রীঅঙ্গ পশ্চাতে হেলা, পাছে পড়ে ভুঁয়ে।
সেহেতু দু-জন ভক্ত ধরিলেন গিয়ে॥
এবে অপরূপ কিবা শ্রীমুখ প্রভুর।
চল' চল ঝ'ল ম'ল যেমন মুকুর॥
কোমল প্রশান্ত মূর্ত্তি ধীরে ধীরে খেলে।
নয়নের মনলোভা দেখিলেই ভুলে॥
অন্তরালে ভক্তিমতী কুলবতীগণ।
বারেবারে বন্দি আমি তাঁদের চরণ॥
ভুবনমোহন রূপ নেহারি নয়নে।
করিতে লাগিল শঙ্খ-নাদ ঘনে ঘনে॥
বাহিরে কাঁসর ঘণ্টা তার সঙ্গে বাজে।
গোলোকের ছবি আজি অবনীর মাঝে॥
ধন্য ধন্য নরসাজে লীলা ভাগবৎ।
ধন্য ধন্য সাঙ্গোপাঙ্গ যতেক ভকত॥
ধন্য ধন্য জীবগণ কলিকাল ধন্য।
যেই কালে রামকৃষ্ণরায় অবতীর্ণ॥

প্রভুর সমাধি ভঙ্গ হৈলে ক্রমে ক্রমে।
উপবিষ্ট হইলেন নিজের আসনে॥
প্রাঙ্গণে অত্যুচ্চাসন কোমল তেমন।
কোমল কমলাদপি শ্রীঅঙ্গ যেমন॥
বসিয়া যখন প্রভু আসন উপরে।
শ্রীনবগোপাল তাঁয় পান দেখিবারে,,
মনোহর মূর্ত্তিখানি আঁখি-বিমোহন,
ঝলকে ঝলকে খেলে চাঁদের কিরণ॥
পরম সুন্দর রূপ ভুবনে অতুল।
গোপাল দেখিয়া বুঝে নয়নের ভুল॥
সেই হেতু সকলের মুখপানে চায়।
বিদ্যমান যাবতীয় আছিল সেথায়॥
কাহারও বদনে নহে লাবণ্য তেমন।
শ্রীমুখমণ্ডলে যাহা করে দরশন॥
তথাপিও আঁখি-ভ্রান্তি বিবেচনা করি।
নয়নে সিঞ্চন করে সুশীতল বারি॥
পাখালিয়া আঁখিদ্বয় হয় নিরীক্ষণ।
শ্রীমুখমণ্ডলে ভাতি পূর্ব্বের মতন॥
তখন হইয়া তেঁহ বিমুক্ত সংশয়।
সোদরে ডাকিয়া অতি ধীরে ধীরে কয়,,
বিস্ময়ে আবিষ্ট চিত্ত, কর দরশন,
প্রভুর মুখারবিন্দে চাঁদের কিরণ॥
রূপচোরা ভক্তের ঠাকুর প্রভুরায়।
ভক্ত বিনা রূপ অন্যে দেখিতে না পায়॥
বারম্বার সহোদর চায় তাঁর পানে।
দেখিতে না পায় রূপ প্রভুর বয়ানে॥
গোপালেরে কহিলেন সোদর তাঁহার।
শ্রীবয়ানে কোন্‌খানে রূপ চন্দ্রিমার॥
রূপ কি লাবণ্য ভাতি বদনমণ্ডলে।
গন্ধ কি আভাস মোর নয়নে না মিলে॥
শুনি সোদরের কথা গোপাল তখন।
প্রেমে করে দুনয়নে বারি বরিষণ॥
ত্বরা ত্বরা অগ্রসর প্রভুর নিকটে।
ধরিয়া যুগলপদ ধরাতলে লুটে॥

প্রভুর স্বরূপ আজি করি দরশন।
গোপাল বুঝিলা বেশ প্রভু কোন্ জন॥
সার্থক জনম তাঁর ধরণীর তলে।
ভক্তিমতিযুক্ত যেবা চরণকমলে॥
প্রহরেক প্রায় রাতি দেখিয়া এখন।
ভোজনের কৈল ঠাঁই প্রভুর কারণ,,
সুন্দর দ্বিতলে এক ঘরের ভিতর,
যেখানে করেন বাস মহিলানিকর॥
এত কুলবতী আজি গোপালের ঘরে।
সুবৃহৎ অন্তঃপুর তাহাতে না ধরে॥
প্রভুর দরশ-আশে গিয়াছে জুটিয়ে।
আত্মীয় কুটুম্বদের যাবতীয় মেয়ে॥
প্রভুর অন্তরে বহে কি ভাব কখন।
নাহিক কাহার সাধ্য করে নিরূপণ॥
অন্তঃপুরে আজি ভাব দেখিবারে পাই।
পদ পরশিতে কারে না দিলা গোসাঁই॥
যদি পরশন আশে কেহ কাছে যায়।
মা বলিয়া সমাধিস্থ তখনই রায়,,
গুটাইয়া পদদ্বয় কোলের ভিতরে,
শঙ্কায় সান্নিধ্যে কেহ যাইতে না পারে॥
ব্যাপার দেখিয়া তবে গোপাল-ঘরণী।
প্রার্থনা করেন মনে যুড়ি দুই পাণি॥
কৃপাসিন্ধু দীনের ঠাকুর তুমি রায়।
শ্রীচরণরেণু আজি কাঙ্গালিনী চায়॥
ভক্তিমতী ভাগ্যবতী সরল অন্তরা।
পদরজ হেতু ভক্তে দেখিয়া কাতরা,,
অন্তরে অন্তরে প্রভু দিলা তাঁরে সায়,
গ্রহণ করহ রজ ইচ্ছা যেন যায়॥
গৃহিণী আশ্বাস-বাক্য পাইয়া তখন।
লইল চরণ-রজ ধরিয়া চরণ॥
কিবা ভাগ্য গৃহিণীর পরিসীমা নাই।
যাঁহারে এতেক কৃপা করিলা গোসাঁই॥
শুন তার পরে কি হইল পরিচয়।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি শান্তির আলয়॥

অটল বিশ্বাস ভক্তি পাইয়া এখন।
প্রকাশ্যে প্রার্থনা করে প্রভুর সদন॥
পুরাইয়া দেহ সাধ বড় মনে মনে।
নিজে হাতে দিব ভোজ্য তুলিয়া বদনে॥
বচনে উত্তর কিছু নাহি দিলা রায়।
অন্তরে প্রদান কৈলা অনুমতি তাঁয়॥
তখন গৃহিণীদেবী মহানন্দ মনে।
স্বহস্তে তুলিয়া ভোজ্য দিলেন বদনে॥
পুলকে আকুল চিত্ত চক্ষু ভাসে জলে।
প্রভুদেবে জ্ঞান যেন পেটে-ধরা ছেলে॥
ভক্তির মধুর তত্ত্ব কি কহিতে পারি।
সামান্য মানুষ মুই নরবুদ্ধি ধরি॥
ইচ্ছাময় সনাতন হরি তথা বশ।
উদয় যেথায় ভক্তি মাধুর্য্যের রস॥
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব একবারে নাশ।
যেখানে তাঁহার শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যবান বিভু ভক্তির নিকটে।
জড়সড় আজ্ঞাপর সদা করপুটে॥
ভক্তির মাধুর্য্য রস আস্বাদন হেতু।
সর্ব্বশক্তিমান সদা সশঙ্কিত ভীতু॥
ভক্তির কোমল হাতে বাঁধা ভগবান্।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শিশুর সমান॥
বেদবিধি কর্ম্মকাণ্ড কিছু নাহি রয়।
ভক্তির সৌরভ যেথা অণুকণা বয়॥
গোপ গোপী বিনা এই ভক্তির সন্ধান।
সম্ভোগ সুদূর, কারও নহে অনুমান॥
আজি সেই ভক্তিরস আস্বাদের তরে।
মূর্ত্তিমান ভগবান্ গোপালের ঘরে॥
মানবিনী বেশে কেবা গোপাল-ঘরণী।
সাধ্য নাই চিনি তাঁয়, দৃষ্টিহীন আমি॥
প্রভুভক্তপদে ভিক্ষা মাগি বারবার।
রজ দিয়া কর মুক্ত লোচন-আঁধার॥
একমাত্র শুদ্ধভক্তি বলে যায় জানা।
প্রভুর সমান প্রভু-ভক্তের মহিমা॥
লীলা-গীতি ঈশ্বরের সে বুঝে কেবল।
ভক্তপদ-রেণু যার সহায় সম্বল॥
প্রেমাভক্তি শুদ্ধভক্তি ভক্তে করি দান
ভক্তির আস্বাদে মত্ত হন ভগবান্॥
নিম্নতলে যেইখানে ভকতের দল।
ভক্তির ঠাকুর হ'য়ে ভাবেতে বিহ্বল,,
দেবেন্দ্র প্রভৃতি সাঙ্গ অন্তরঙ্গে কন,
ভক্তিমতী গোপালের গৃহিণী কেমন॥
বলিবারে বিবরণ বিশেষ প্রকারে।
বিহ্বল এতই মুখে বাক্য নাহি সরে॥
রসনার দ্বারে পথ না পেয়ে তখন।
অধরে নয়নে চিত্র কৈলা প্রদর্শন॥
ভক্তি সম্ভোগের তত্ত্ব নিগূঢ় বারতা।
ভাষায় প্রকাশে তায় হেন শক্তি কোথা॥
সম্ভোগীর বদনের হাবভাবে কয়।
আভাস কেবলমাত্র, পরিচয় নয়॥
তরঙ্গ কোথায় বল' প্রকাশিতে পারে।
কত বড় সিন্ধু কিম্বা কি তার ভিতরে॥
এই ভক্তি ভক্তের হৃদয়ে করে বাস।
ভক্তের যে জন ভক্ত, মুই তাঁর দাস॥
শুনি গৃহিণীর ভক্তি প্রভুর বদনে।
নমস্কার উদ্দেশে করেন ভক্তগণে॥
এখানে গোপাল দেখি রাত্তি ঊর্দ্ধতন।
ভক্তদের করিলেন ভোজন-আসন॥
চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ রসে।
গোপাল করিল তুষ্ট ভক্তগণে শেষে॥
ত্রুটি নাই আয়োজনে বহু আমদানি।
ভক্তিমতী লক্ষ্মীরূপে ঘরের গৃহিণী॥
আজিকার ভিক্ষা লীলা এইখানে সায়।
ভক্তিবানে শুনে কথা ভক্তিবানে গায়॥
রামকৃষ্ণকথা অতি শ্রবণ-মঙ্গল।
সমনে শুনিলে ফুটে হৃদয়-কমল॥

শ্রীদেবেন্দ্রের বাসা-বাটীতে প্রভুর উৎসব

ভক্তি-বিবর্জ্জিত স্থল; এবে এই ধরাতল;
ধরাতল যেন রসাতলে।
বিবেকী বিরাগী ভক্ত; বিশ্বাসে ঈশ্বরাসক্ত;
কোটিতে জনেক নাহি মিলে॥
ধন-ধান্যে রত্নে ভরা; হাহাকার বসুন্ধরা;
দিশাহারা যত জীবগণ।
মত্তচিত নিরবধি; দ্বেষ-হিংসা-পূর্ণ হৃদি;
কামিনী কাঞ্চনময় মন॥
নিকেতন দেহ-পুরে; বদ্ধ-মন লিঙ্গোদরে;
নাহি উঠে নাভির উপর।
আত্মসুখে অতি প্রিয়; শ্রেয়ঃ জ্ঞান যেবা হেয়;
নারকীয় রুচি প্রীতিকর॥
হেনকালে কি বিচিত্র; প্রভুসঙ্গে প্রভুভক্ত,
নরদেহ করিয়া ধারণ।
দিগদিগন্তর থেকে; ক্রমে ক্রমে একে একে;
লীলাসরে দিলা দরশন॥
প্রভু-ভক্ত যাঁরা যাঁরা; সকলেই বর্ণ-চোরা;
চেনা ধরা বড়ই বিষম।
ছদ্মবেশে নরতনু; ভিতরে গোপন ভানু;
মায়ায় বরণ আবরণ॥
স্বতন্তর প্রকৃতিতে; মিলে না জীবের সাথে;
কর্ম্মে ভাসে তাহার লক্ষণ।
সাধ যদি দেখিবারে; লীলাগীতি ধীরে ধীরে;
ভক্তিভরে কর আন্দোলন॥
প্রভু-পদে অনুরক্ত; দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভক্ত;
অন্তরঙ্গ প্রভুর আমার।
সখীভাব বলবতী; শ্রীকৃষ্ণে বুঝেন পতি;
ভারতী শুনহ চমৎকার॥
স্বভাব সংরক্ষা করা; প্রভুর প্রকৃতি ধারা;
আগাগোড়া প্রত্যক্ষ লীলায়।
তেই দেবেন্দ্রের সনে; সঙ্কেতে নয়ন-কোণে
রসভাব কথায় কথায়॥

কিবা রঙ্গ মধুরের; জীবে নাহি জানে টের;
সে ভাব দুর্বোধ্য অতিশয়॥
সুগোপ্য কাহিনী তার; শক্তি নাহি বুঝিবার;
রিপুগ্রস্থ অন্তরাতিশয়॥
গোপী ভাব বুঝা শক্ত, গোপীগণে ভাব গুপ্ত;
গোপী অঙ্গ রঙ্গ-স্থল তার।
যেমন দামিনী-দ্যুতি; মেঘমধ্যে অবস্থিতি;
খেলে দুলে মেঘেই সঞ্চার॥
রহস্য কি বুঝা যায়; ব্রজগোপী নরকায়;
ল'য়ে শিরে ভাবের পশরা।
অবতীর্ণ প্রভুসনে; লীলাঙ্গনে ধরাধামে;
কৃষ্ণ-প্রেমে চিত্ত মাতোয়ারা॥
অধমে সদয় হ'য়ে; চরণে আশ্রয় দিয়ে;
লইয়া গেলেন যেই জন।
যেইখানে গুণমণি; অনন্ত অখিলস্বামী;
এই সেই দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥
করুণা করিয়া যাঁর; হইবেন কর্ণধার;
ধ্রুব তাঁর কৃষ্ণদরশন।
অকুতোসাহস প্রাণে; সাক্ষ্য দিব জনে জনে;
প্রভুদেবে করিয়া স্মরণ॥
লীলার ভারতীগুণে; সহজে বুঝিবে মনে;
দেবেন্দ্র আরাধ্য দেবতার।
যশোদার নীলমণি; বৃন্দাবনচন্দ্র যিনি;
পরম হৃদয়-বন্ধু তাঁর॥
ব্রাহ্মণ অযোত্রমান; দাস্যবৃত্তে গুজরাণ;
আয়ের অধিক প্রায় ব্যয়।
দুঃখে সুখে কাটে দিন; কখন ছাড়ে না ঋণ;
খরচে কাতর কিন্তু নয়॥
অভাবে আটক নয়; নানা কাজে নানা ব্যয়;
এবে সাধ অন্তরে উদ্ভব।
আয়ে হোক্, হোক্ ঋণে, সভক্তে প্রভুরে এনে;
ভবনে করেন মহোৎসব॥

শ্রীচরণে জুড়ি কর ; নিবেদিলা ভক্তবর ;
পুরাইতে মনের বাসনা।
শুনি কন বিশ্বস্বামী ; গরীব ব্রাহ্মণ তুমি
তোমার এ কাজে করি মানা॥
বাক্যেমাত্র নিবারণ ; কিন্তু যাহে হয়, মন :
লক্ষণ প্রকাশে হাস্যাননে।
ঋণ করি ঘৃত খাই ; রহস্য করি গোসাঁই
সায় দিলা উৎসবায়োজনে॥
আনন্দে উথলা চিত ; দিন করি নির্দ্ধারিত
প্রত্যাগত আবাসে ব্রাহ্মণ।
দ্রব্যজাত ধারে ঋণে ; সাধ্যমত নিলা কিনে
ভক্তগণে কৈলা নিমন্ত্রণ॥
রামকৃষ্ণোৎসবানন্দ ; চাঁই ভক্ত রামচন্দ্র
উৎসবের খবর পাইয়া।
উল্লাসে উথলা চিত্ত ; ধিয়া ধিয়া করে নৃত্য ;
ঊর্দ্ধদেশে দু-বাহু তুলিয়া॥
উৎসবপিয়ারা হেন ; ভক্তোত্তম রাম যেন ;
এমন কেহই নহে আর।
নিকেতনে দেবেন্দ্রের ; যথা দিনে উৎসবের ;
সকলের অগ্রে আগুসার॥
ক্রমশঃ অপরে সবে ; যোগ দিতে মহোৎসবে ;
যুটিয়া পড়িল যথা ঠাঁই।
সন্দেশ এমন কালে ; উপনীত ভক্তদলে ;
প্রায়াগত প্রেমের গোসাঁই॥
মহানন্দময় ঠাম ; যেই স্থলে মূর্ত্তিমান্ ;
মহানন্দে ভাসে সেই স্থল।
যেখানে ছিলেন যিনি ; সবে দিয়া জয়-ধ্বনি ;
হইলেন হরষে চঞ্চল॥
যেন নিধুকুঞ্জবনে ; শাখীচূড়ে বিহঙ্গমে ;
উল্লাসে কূজন গীত গায়।
দেখিয়া পূরবে শোভা; প্রত্যুষে অরুণ আভা;
বিরঞ্জিত সুন্দর ছটায়॥
কেহ যান অগ্রে ছুটি ; পরিহরি গৃহ বাটী ;
তুষিবারে সতৃষ্ণ নয়নে।
কাছে প্রতিবাসী যত ; আড়ি পেতে অবস্থিত;
নেহারিতে অতুল চরণে॥
কিবা সবে ভাগ্যবান্; হেলায় দেখিতে পান ;
ভগবান্ নরদেহধারী।
সৃষ্টিস্থিতিলয় যাঁর ; কটাক্ষেতে একবার ;
বিধি বিষ্ণু শিব আজ্ঞাকারী॥
কেহ না চিনিল বটে; কাল দড়ি গেল কেটে ;
এড়াইল জঠর-জনমে।
বিশ্বাসে পুরাণ কয় ; পুনর্জন্ম নাহি হয় ;
বারেক শ্রীমুখ দরশনে॥
দরশনে কিবা ফল ; নষ্ট ধর্ম্ম-কর্ম্মফল ;
জন্ম জন্ম জন্মে পায় ত্রাণ।
করুণার সঙ্গে সিন্ধু ; উপমায় এক বিন্দু ;
দীনবন্ধু অতি সত্য নাম॥
মুক্তি ত্রাণ বলে কারে;ব্যাপার ধরে না শিরে,
শুন অর্থ মধ্যে কত দূর।
তুলনায় বুঝ কাণ্ড ; জন্মে জন্মে কারাদণ্ড ;
হেলায় খালাস বেকসুর॥
দ্রবিয়া করুণ রসে ; দীন সাজ ছদ্মবেশে ;
আপনি আগত ভগবান্।
ন্যায়ের নিয়ম ছেড়ে; পাপী তাপী যারে তারে,
অকাতরে দিতে মুক্তি দান॥
হেথা উৎসবের স্থলে ; প্রভুদেব প্রবেশিলে ;
ভক্তবর্গ চরণে লুটান।
প্রভুর অপার সুখ ; উল্লাসে প্রফুল্ল মুখ ;
জনে জনে কুশল সুধান॥
নিজাসনে উপবিষ্ট ; ভক্ত-প্রাণ রামকৃষ্ণ ;
পশ্চিমাস্যে ঘরের ভিতর।
নিদাঘ আগত প্রায় ; ব্যজন করিয়া গায় ;
সেবা করে ভকতনিকর॥
ভক্তসহ ভগবান্ ; যেইখানে বিদ্যমান;
মহিমা মাহাত্ম্য তথাকার।
কন শুক বেদব্যাস ; বর্ণনে বিফল আশ ;
তাহে কি কহিব মুই ছার॥

বিদ্যার বর্ণের কলা; কামিনীকাঞ্চন মালা;
পেটের জ্বালায় দাস্তগিরি।
অর্থচিন্তা অনুক্ষণ; অবিদ্যা মোহিত মন
এ অধম দারুণ সংসারী॥
হৃদয়ে মলার ভার; অভিমান অহঙ্কার
রাগ লোভ রিপুর অধীন।
আত্ম-সুখ হেতু ঘুরি; দিবা কিবা বিভাবরী
তম-অন্ধে অন্তর মলিন॥
দেহি প্রভু দীননাথ; বিশ্বগুরু ভক্ত সাথ
দৃষ্টিপাত করি এ অধমে।
শুদ্ধভক্তি শুদ্ধমতি; যাহে পাব' আঁখি-ভাতি
মাহাত্ম্য মহিমা দরশনে॥
শ্রীপদে বিশ্বাস সহ; শুদ্ধবুদ্ধিমন দেহ;
যাহার গোচর তুমি রায়;
অনুরাগে গাব নাম; বাহ্যহীনে অবিরাম
লুটাইয়া চরণ তলায়॥
দেবেন্দ্র মন্দিরে আজ; জগতের মহারাজ;
বিরাজে গোপনে ভক্তসনে।
কিবা বিষ্ণু কিবা ধাতা; কিবা শিব মুক্তিদাতা;
বারতা কেহই নাহি জানে॥
কিবা বস্তু প্রভু-ভক্ত; মহিমা স্বরূপ-তত্ত্ব;
কারা এঁরা কোথাকার জন।
এত দিন পাছু পাছু; তিল না বুঝিনু কিছু;
তোমারে কহিব কিবা মন॥
শুনিয়াছি শ্রীবদনে; এই ভক্তগণ বিনে;
দিনে প্রভু দেখেন আঁধার।
পরিচয়ে শুন মন; কি অধিক বিবরণ;
শ্রবণ করিবে তুমি আর॥
আজিকার লীলাগীত; সুমধুর সুললিত;
শুদ্ধচিত নিশ্চিৎ শ্রবণে।
তিল কান্তি নাহি সন্দ; অন্তরে অপারানন্দ;
রতিমতি ভক্তের চরণে॥
উৎসবে কীর্ত্তন গীতি; ইহাই আছিল রীতি;
সম্প্রতি গায়ক এক জন।

দোহার নাহিক তার; এক খুলী বাজন্দার;
দোহে মিলে ধরিল কীর্ত্তন॥
দলে নৈলে আট দশ; কীর্ত্তনে না হয় রস;
দুই জনে কি করিবে গান।
সেহেতু দোহার হ'য়ে; স্বরে স্বর মিলাইয়া;
ভক্তরাম কৈলা যোগদান॥
ঠিক যেন পাঠশালে; যাবতীয় ছাত্র মিলে;
যট্‌কে কড়া ঘুষে সমস্বরে।
বুদ্ধিমান ঠিক কয়; বোকা যারা অতিশয়;
খালি তারা গণ্ডা-কড়া করে॥
হেথা কিন্তু পরমেশ; তাহাতেই ভাবাবেশ;
হরিনাম শ্রবণে শুনিয়া।
হেনকালে মহাতেজা; গিরীশ বিশ্বাসে রাজা;
উপনীত দিক্ বিজলিয়া॥
নেহারিয়া ভক্তবরে; আনন্দ উঠিল বেড়ে;
মোহন মুরতিখানি তাঁর।
অল্প স্থান ছিল ঘরে; তাড়াতাড়ি সবে স'রে;
দিলা তাঁরে ঠাঁই বসিবার॥
আলো করি গোটা ঘর; উপবিষ্ট ভক্তবর;
ভক্তিবলে অটল বিশ্বাসে।
হেনকালে শুন রঙ্গ; কীর্ত্তন হইল ভঙ্গ,
প্রভু কিন্তু আছেন আবেশে॥
গিরীশ করেন মনে; কল্পতরু বিদ্যমানে;
হেন আর রব কত কাল।
ভৈরবের অবস্থায়; ভূত প্রেত কহে যায়;
এত বড় বিষম জঞ্জাল॥
আবেশে হৃদয়চারী; ভক্তপ্রাণ নর-হরি;
উত্তর করিলা তাঁর প্রতি।
আশ্চর্য্য হইবে লোকে; সময়ে তোমায় দে'খে;
এত হবে তোমার উন্নতি॥
যেন প্রভু ভাবাবেশে; প্রাণ সম শ্রীগিরীশে;
দেখিতেছিলেন এতক্ষণ।
নয়নে পলক আছে; সাধে বাজ পড়ে পাছে;
সেই হেতু মুদিয়া নয়ন॥

পরম প্রসাদ বাণী ; শুনি ভক্ত চূড়ামণি ;
অমনি প্রশারি দুই হাত।

অতুল আনন্দ ভরে ; অতি প্রীতিসহকারে ;
শ্রীচরণে কৈলা প্রণিপাত ॥

কাটিছে আবেশ-নেশা,গায়ে বাহ্য ভাসা ভাসা,
অর্দ্ধ জাগা অর্দ্ধ নিমগন।

হেনকালে উপনীত ; অঙ্গে চিহ্ন চিত্রাঙ্কিত ;
কয় জনা গোসাঁই-ব্রাহ্মণ।

মন্ত্র-ব্যবসায়ী তাঁরা; কটা কটা আঁখি-তারা ;
চিটা ফঁটা অঙ্গে ভারি ভারি।

শ্রীপ্রভুর ভক্তগণ ; দিয়া যোগ্য সম্ভাষণ ;
বসাইলা নমস্কার করি ॥

কি ছিল তাদের মনে ; সুগোচর ভগবানে ;
অনুমানে কি কহিব মন।

এখানে প্রভুর দশা; শ্রীঅঙ্গে আবেশ-নেশা ;
ভক্তজনমনবিমোহন ॥

কহিলেন শ্রীগোসাঁই ; আর লুচি খাব' নাই ;
মধ্যে কিবা গুঢ়ার্থ ইহার।

এত ভক্ত মহারাধ্য ; তখন বুঝিতে সাধ্য ;
বুদ্ধিতে না আসিল কাহার ॥

গিরীশের বুদ্ধি মেলা ; তেঁহ না পাইল তলা ;
শুন কহি তাহার কারণ।

এখন বুঝায়ে দিলে ; ভেঙ্গে লায় গোটা লীলে
সেই হেতু যতনে গোপন ॥

স্বভাব-সুলভ ধারা ; ভক্তমন চুরি করা ;
মোহনিয়া মুরতি মধুর।

করিলেই দরশন ; ঘরে না থাকিত মন ;
আকর্ষণ শ্রীঅঙ্গে প্রভুর ॥

কিবা অর্থ শ্রীবাক্যের ; তখন কে করে টের ;
কান্তি রূপে মন গেছে গাড়া।

অপার জলধি-নীরে ; মগন হইলে পরে ;
দূরে রহে তরঙ্গের সাড়া ॥

সাঙ্গোপাঙ্গ গণ যাঁরা; শ্রীবাক্যে কি ভাব ভরা
বুঝিতে অক্ষম সেইকালে।

বাক্যের গুরুত্ব গুণে ; সতেজে প্রবেশি কানে
রহে গিয়া অন্তরের তলে ॥

শ্রীবাক্যে শ্রীপ্রভুদেবে; আভাস দিলেন এবে ;
ভবিষ্যৎ লীলার ঘটনা।

লীলা-নিধি যেবা মথে; সে দেখিবে বিধিমতে;
রতন মাণিক মণি নানা ॥

গোসাঁই-ব্রাহ্মণ হেথা ; শ্রীমুখে লুচির কথা ;
বারবার করিয়া শ্রবণ।

উঠিয়া চলিল ঘরে ; এই মনে মনে ক'রে ;
ভাল সাধু প্রভু নারায়ণ ॥

কিছুক্ষণ পরে দেখি ; উন্মীলিত দুটি আঁখি ;
প্রফুল্লিত কমল-বয়ান।

নাহি আর ভাবাবেশ ; সহজের মত বেশ ;
পূর্ণভাবে বাহ্যিক গিয়ান ॥

দেবেন্দ্রের নিকেতনে ; আজি উৎসবের দিনে;
লোকসংখ্যা অতিশয় কম।

সে গুলি কেবল খালি ; চিরসঙ্গ যারে বলি ;
উপ-অঙ্গ পাঁচ ছয় জন ॥

বিকালে পড়িল বেলা ; গায় প্রায় রৌদ্র জ্বালা;
তাপে তনু ঘর্ম্মাক্ত সবার।

হেনকালে ভগবানে ; কুল্‌ফি দিলেন এনে ;
আস্বাদনে অতীব সুতার ॥

দ্রব্যটি প্রস্তুত কিসে ; মালাই নেবুর রসে ;
মিশ্রিত তাহার মধ্যে চিনি।

বরফে জমাট করা ; টিনের পাত্রেতে ভরা ;
পরশিলে সুশীতল প্রাণী ॥

স্নিগ্ধকর দ্রব্য ঢের , আছে বহু নিদাঘের ;
ইহার মতন কেহ নয়।

যতনে যোগাড় করি ; করপদ্মে দিয়া ধরি ;
দিলা ভক্ত নিজ পরিচয় ॥

একেত সুমিষ্ট দ্রব্য ; রসনার সুখসেব্য ;
যেন প্রভু যোগ্য তাঁর মত

তাহে ভক্তিরসে মাখা ; যেমন শ্রীচক্ষে দেখা ;
গুণমণি পুলকে পূর্ণিত ॥

উদর পূরিল দেখে ; কিঞ্চিৎ চাখিয়া মুখে ;
ভক্তমধ্যে আজ্ঞা বিতরণ।
দেবেন্দ্র লইয়া হাতে ; শ্রীপ্রভুর আজ্ঞামতে ;
কৈলা মহাপ্রসাদ বণ্টন ॥
অতি অন্তরঙ্গে গণি ; মহেন্দ্র মাষ্টার যিনি ;
প্রভুপদপঙ্কজে ভ্রমরা।
উলট পালট কোষে ; মধু পিয়ে শুঁষে শুঁষে ;
মুখে নাই গুন্ গুন্ সাড়া ॥
কুল্‌ফি প্রসাদে আজি ; সুমধুর কণ্ঠবাজি,
এঙ্কোর এঙ্কোর রব করে।
এঙ্কোরার্থ এই বটে ; প্রসাদ বড়ই মিঠে ;
পুনরায় দাও কিছু মোরে ॥
দেবেন্দ্র এমন কালে, হাসিয়া হাসিয়া বলে ;
শ্রীগোচরে প্রভুর আহার।
বল [illegible] বড় নাই, প্রভু [illegible] ঠাঁই,
গাত্রোত্থান করুন এবার ॥
শুনিয়া ভক্তের বাণী ; উঠিলেন গুণমণি,
চিন্তামণি ভক্তের ঠাকুর।
ধীরে ধীরে গতি পথে; দেবেন্দ্র আছেন সাথে
যেথায় দ্বিতলে অন্তঃপুর ॥
প্রতিবাসী ললনা[illegible] ; তৃষিত চাতকী পারখ;
বাড়িভরা আছেন তথায়।
প্রভুদেবে নিরখিয়ে ; একে একে যত মেয়ে ;
প্রণাম করিলা রাঙ্গাপায় ॥
দেবেন্দ্র-ঘরণী যিনি ; পতি-সেবা পরায়ণী ;
পবিত্র চরিত পতিব্রতা।
পতিভক্তি চিতে পূর্ণ ; ইহসুখ-আশাশূন্য ;
মহাপুণ্য শুনিলে বারতা ॥
ধ্যান পতি, জ্ঞান পতি, ইষ্টভাব পতি প্রতি ;
দিবারাতি পতির সেবন।
পতি বিনা নাহি জানা ; দেবদেবী আরাধনা ;
কিম্বা কোন ধরম করম ॥
বস্ত্রাবৃতা গোটা গায় ; প্রণমিলে রাঙ্গা পায় ;
তখনি জানিলা অন্তর্যামী।
স্বরূপ মূরতি তাঁর ; চিরদাসী আপনার ;
লীলাপুরে দেবেন্দ্র-ঘরণী ॥
ভক্তিভরে দ্বিজকন্যা ; করেছে প্রভুর জন্যে ;
নানাবিধ দ্রব্য ভোজনের।
যাহে দিলা পরিচয় ; এ কন্যা সামান্যা নয় ;
এ সময় ঘরে মানুষের ॥
খাইতে খাইতে ভোজ্য ; বিধিবিষ্ণুশিবপূজ্য ;
ষড়ৈশ্বর্য্যবান গুণমণি।
দেবেন্দ্রে ডাকিয়া কন ; এ যে বাউলে ধরণ ;
ভক্তিমতী তোমার ঘরণী ॥
আহা কি সরলান্তরা ; হৃদয় খোলার পারা ;
ভোগ আশা নাহি হৃদিপুরে।
[illegible] সঙ্কেতে করি, লয়ে গেও কালীপুরী ;
[illegible]
[illegible]
পূরিল উদর ভক্তিরসে।
ভোজ্যমাত্র পাত্রে দেওয়া; হইল না আর [illegible]
গাত্রোত্থান হরিষে হরিষে ॥
এখানে ব্যাকুল হ'য়ে ; পথপানে আছে চেয়ে
চিরভক্ত সাঙ্গোপাঙ্গগণ।
আসি পুনঃ কতক্ষণে ; কথামৃত বরিষণে ;
করিবেন তৃপ্ত প্রাণ মন ॥
শ্রীবাক্য এতই মিটে ; শুনিয়া না আশা মিটে ;
যত শুনে তত বাড়ে তৃষা।
কর্ম্মফলে বাড়ে কর্ম্ম ; তেমতি কথার ধর্ম্ম ;
শুনিলে শ্রুতির বৃদ্ধি আশা ॥
শুন কি হইল পরে ; ভক্তদের সেবা তরে ;
ভোজন আসন পাতা করি।
দেবেন্দ্র সহাস্যানন ; সবে কৈলা আবাহন ;
অন্তরে আনন্দ বাড়াবাড়ি ॥
হেথা প্রভু বাঁকা-আঁখি; বালিসে আলিস রাখি
পূর্ব্বদিকে করিয়া শিয়র।
বিশ্রামের তরে মাত্র ; উন্মীলিত দুটি নেত্র ;
এক প্রান্তে গৃহের ভিতর ॥

সকলে যাইলে পরে। শ্রীঅঙ্গে কে সেবা করে
সেই হেতু দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
করুণার নাহি ওর; চির ইষ্টকাঙ্ক্ষী মোর;
আমারে করিলা আবাহন॥
বাহিরে আছিনু দূরে;হাতে পাখা দিয়া জোরে;
লইয়া চলিলা প্রভু পাশ।
প্রণিপাৎ দ্বিজোত্তমে; কত কৃপা এ অধমে;
শ্রীঅঙ্গেতে করিতে বাতাস॥
ভক্তবর্গ কুতূহলে; অন্তঃপুরে প্রবেশিলে;
পদ-প্রান্তে মুই শ্রীপ্রভুর।
আর এক ভাগ্যবান; ছিল তথা বিদ্যমান;
নাম তাঁর উপেন্দ্র ঠাকুর॥
ভয়ে মুই ভেবাচেকা, ডানি হাতে করি পাখা;
ধীর ধীর সুমন্দ চালনে।
পাছে বায়ু বেশী বয়; শ্রীঅঙ্গে নাহিক সয়;
কোমল এতই পরিমাণে॥
ভক্তের করুণা-বলে, যা না মিলে, তাই মিলে
আজি মুই বসিয়া কোথায়।
শ্রীচরণতলে তাঁর; বিধি পঞ্চানন যাঁর,
যোগাসনে মূরতি ধিয়ায়॥
শুনা ছিল গ্রন্থে গায়; ভক্তের ঠাকুর রায়,
প্রত্যক্ষ করিনু বিলোকন।
কৃপা যদি ভক্ত করে; দুর্ল্লভ পরমেশ্বরে:
মিলে বিনা সাধনভজন॥
কল্পতরু প্রভু কিসে; শুন কহি সবিশেষে;
পদ-প্রান্তে পাখা করি তাঁর।
বাসনা হইল মনে; সেবিবারে শ্রীচরণে;
স্বেচ্ছায় যদ্যপি দেন রায়॥
তখনি দক্ষিণেতর; শ্রীপদ শ্রীগুণধর;
প্রসারণ কৈলা মম কোলে।
কমলার সেব্যপাদ; সেবিয়া মিটাইনু সাধ;
জনম সফল ধরাতলে॥
করি শ্রীচরণ সেবা; দেখিনু, পাইনু কিবা;
তোমারে কি দিব পরিচয়।

প্রত্যক্ষে হইল ঐক্য; পুরাণাদি ঋষি-বাক্য;
তন্ত্র-গ্রন্থ-বেদান্তনিচয়॥
সেবা করি সমাপন; নিম্নতলে ভক্তগণ;
দরশন দিলা দলেদলে।
দিবা প্রায় অবসান; পাটে দিনকর যান;
রক্তিম তিলক নভোভালে;
আনন্দ সুখের ক্ষণ; দ্রুত করে পলায়ন;
সন্ধ্যার হইল আগমন!
ধূসর বরণ দিশি; হইতে না দিল শশী;
বিকাশিয়া উজ্জ্বল কিরণ॥
আজি বেশ চন্দ্রিমার; নাহি শক্তি বর্ণিবার;
করে তার দিনেশের ভ তি।
প্রখরতা নাই মোটে; লাগে স্নিগ্ধকর মিঠে;
ছটায় না জানা যায় রাতি॥
শোভে শূন্যে তারকারা; উজ্জ্বল হীরার পারা;
কান্তিমাখা জলদের শ্রেণী।
কৌমুদি বসন পরা; মাটির বনান ধরা;
মনোহরা ধরিল সাজনি॥
সুশীতল সমীরণ; ধীর মন্দ সঞ্চালন;
অনুক্ষণ সুখকর বয়।
আগোটা প্রকৃতিদেবী; মরি কি সুরম্য ছবি
যেন নব, পূর্ব্বেকার নয়॥
পাঁচ দণ্ড বিভাবরী; উৎসব সমাধা করি;
প্রভুদেব লীলার ঈশ্বর।
ঘোড়াগাড়ি আরোহণে; সেবাপর ভক্ত সনে
চলিলেন দক্ষিণসহর॥
পশ্চাতে নিজের কথা; হৃদয়ে রহিল গাঁথা
তোমাকেও কহিবার নয়।
রামকৃষ্ণ লীলামৃত; পান কর অবিরত;
ক্রমে পরে পাবে পরিচয়॥

ভদ্রকালী গ্রামে প্রভুর গমন।

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী। জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী॥
জয় জয় দোঁহাকার যত ভক্তগণ। সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম॥

আকর্ষণী শক্তি এক প্রভুর কেমন।
অসাধ্য বাহুল্যে বলি তার বিবরণ॥
কহিতে কিঞ্চিৎ পারি ঘটনা ধরিয়া।
মানুষের মন বাঁধা আছে ডুরি দিয়া॥
সে ডুরির এক প্রান্ত তাঁর হাতে আছে।
সে দূরে যেখানে লোল, টানে আসে কাছে॥
পুঁতুলের নাচ যেন জানা সবাকার।
ঈশ্বরের লীলা রাজ্যে তেমতি ব্যাপার॥
দেখিতে বুঝিতে মাত্র পারে সেই জন।
প্রভুর কৃপায় যার বিমুক্ত লোচন॥
শুন অপরূপ লীলা বিচিত্র ভারতী।
অমৃতভাণ্ডার রামকৃষ্ণলীলাগীতি॥
এ হাটের লীলাকথা বড়ই মধুর।
ভ্রাতৃ-পুত্র রামলাল নিকটে প্রভুর॥
ভ্রাতৃ-পুত্রে ভ্রাতৃ-পুত্র বোধ মোটে নাই।
এতেক তিয়াগী প্রভু জগৎ-গোসাঁই॥
পূর্ণভাবে বালকের ভাব অঙ্গে খেলে।
যেখানে থাকেন ঘর; ভুত যান ভুলে॥
বাল্যসহচরবর্গে আর নাহি মনে।
পরম আত্মীয় যাঁরা এবে সন্নিধানে॥
রামলাল এক দিন নিবেদন করে।
পাঁচালি হইবে কল্য আলমবাজারে॥
প্রত্যূষে ঘুড়িয়া গান ছাড়িবে বেলায়।
শুনিতেছি সুগায়ক মিঠা গীত গায়।
শুনিতে যাইব মনে ইচ্ছা অতিশয়।
যাইবারে পারি যদি অনুমতি হয়॥
বেশ বেশ বলিয়া শ্রীপ্রভু দিলা সায়।
পর দিনে রামলাল শুনিবারে যায়।

সে দিন গায়ক গাইতেছে রামায়ণ।
হনুর অশোকবনে সীতা অন্বেষণ॥
সন্ধান পাইয়া হনু অলক্ষে অন্তরে।
অন্তরে হরষ ভারি রামনাম করে॥
সুধামাখা রামনাম অশোকের বনে।
শ্রবণে সীতার ভাব বাখানিছে গানে॥

গীত।

এমন অমূল্য শ্রীরামনাম কে শুনালি আমার কর্ণে।
আজ কে এমন শোক নিবারণ,
কোরলে অশোক অরণ্যে॥
বিনে সে ধন, মনের বেদন, কে জানিবে অন্যে;
সে ধন বিনে, এ দুর্দ্দিনে, হ'য়ে আছি দৈন্যে।
বোলে কি জানাব আমি, জানেন সব অন্তর্যামী,
শ্রীরামচন্দ্র স্বামী পেয়েছিলাম অনেক পুণ্যে,
আমি দাসী, বনে আসি দুটি চরণ সেবার জন্যে,
তাহে বিধি হয় বিবাদী, হারাই নিধি, সে নীলবর্ণে।

ভক্তিমান রামলাল হৃদয় নরম।
যেই কুলে শ্রীপ্রভুর সে কুলে জনম॥
স্বভাবত রামমূর্ত্তি হৃদে আছে গাঁথা।
মূর্ত্তিমান রঘুবীর কুলের দেবতা॥
রামনাম যাঁহাদের সদা রসনায়।
শোণিতের সম চলে শিরায় শিরায়॥
রামপদে রতি মতি রামগত প্রাণ।
রামনামে বংশগত সকলের নাম॥
মাণিকরামের পুত্র খুদিরাম নাম।
প্রভুর জনক যাঁর রঘুবীর প্রাণ॥
তাঁর পুত্র শ্রীরামকুমার, রামেশ্বর।
পরে প্রভু রামকৃষ্ণ, আগে গদাধর॥

রামলাল শিবরাম মধ্যমের ছেলে।
দিবারাত্র করে নৃত্য রামনাম কুলে॥
আজি রামলাল হেথা সংগীত শুনিয়া।
কাঁদে জনতার মধ্যে আকুল হইয়া॥
বিশেষত ছন্দ ভাবে মনস্পর গীত।
শুনিলেই অশ্রুধারা নয়নে নিশ্চং॥
ভাবের আবেশে হয়ে বুদ্ধি গোলমাল।
কিছু পরে পুরীমধ্যে ফিরে রামলাল॥
দেখিয়া তাহারে তবে প্রভুদেব কন।
শুনিলি পাঁচালি বল্ হইল কেমন॥
মুগ্ধমন রামলাল করিল উত্তর।
কখন না শুনি হেন সঙ্গীত সুন্দর॥
কি জানি কি মধুরত্ব আছে তার গানে।
গীতাংশ বলিল মাত্র ছিল যাহা মনে॥
গীতাংশ শুনিয়া তবে কন গুণমণি।
লিখে না আনিলি কেন গোটা গানখানি॥
আবেশেতে আপ্ সসে কহিলেন তবে।
সংগ্রহ সঙ্গীতখানি এইখানে হবে॥
কিছু দিন পরে তার অবাক্ কাহিনী।
পাঁচালি-গায়ক নিজে হাজির আপনি,,
সঙ্গে আছে দল বল যন্ত্রাদি সহিত,
মানস শ্রীপ্রভুদেবে শুনাইবে গীত॥
আশ্চর্য্যপূর্ণিত হৃদে আনন্দ উত্তাল।
প্রভুদেবে সম্বোধিয়া কহে রামলাল॥
পাঁচালি-গায়ক এই অতি মিঠা স্বর।
শিবু ভট্টাচার্য্য নাম অঙ্গ দেশে ঘর॥
শুনামাত্র শ্রীপ্রভুর পুলকিত মন।
রামলালে আজ্ঞা দিতে বসিতে আসন॥
প্রভুর না সহে দেরি কন গায়কেরে।
বারেক সঙ্গীতখানি গাইবার তরে॥
সুর লয়ে বাদ্যযন্ত্রে করি এক তান।
গায়ক ভক্তির ভরে আরম্ভিল গান॥
চিতান্ ছাড়িয়া যবে ধরিলেন কলি।
সমাধিস্থ প্রভুদেব রাম রাম বলি॥

রামনাম শ্রীবদনে অতি মনোহর।
শতদল-দলে যেন গুঞ্জরে ভ্রমর॥
সমাধিতে প্রভুদেব ল'য়ে প্রাণ মন।
করিতে লাগিলা রাম-রূপ দরশন॥
এখানে গায়ক গীত বারবার গায়।
তথাপি ফিরিয়া ঘরে না আসেন রায়॥
বহুক্ষণ পরে যবে গীত সমাপন।
তবে দেখা দিল অঙ্গে বাহ্যিক চেতন॥
প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীপ্রভু কন পরে।
শুনিতে না পেনু গীত পুনঃ গাও ফিরে॥
যথা-আজ্ঞা গায়ক আরম্ভ করে গান।
পূর্ব্ববৎ ভাবগ্রস্ত হৈলা ভগবান্॥
রামনাম শুনামাত্র মহাভাব উঠে।
যতবার হয় গীত শুনা নাহি ঘটে॥
তবেআজ্ঞা রামলালে উদ্বেগ সহিত।
সত্বর লিখিয়া রাখ' আগোটা সঙ্গীত॥
গায়কে অপার কৃপা করিলেন রায়।
গায়ক সে দিন গেল, লইয়া বিদায়॥
উত্তরপাড়ার কাছে ভদ্রকালী গ্রামে।
গায়ক চলিল তথা শ্বশুরের ধামে॥
শ্বশুর সরল মতি মহাভাগ্যবান।
জামতা কহিল তাঁকে প্রভুর আখ্যান॥
শুনে নাম অবিরাম প্রাণখানি নাচে।
বাসনা প্রবল আসে শ্রীপ্রভুর কাছে॥
পঞ্জিকা দেখিয়া করি শুভ দিন স্থির।
জামতা সহিত দ্বিজ হইল হাজির॥
প্রভুর মূরতি দেখি মিঠা বাণী শুনে।
গলিয়া পড়িল তেঁহ প্রভুর চরণে॥
জামতার চেয়ে হৈল শ্রীচরণে টান।
বড়ই সদয় তারে হৈল ভগবান্॥
বেশী দিন অদর্শনে থাকিতে না পারে।
বারবার দ্বিজোত্তম যাওয়া আসা করে॥
বর্ণের ব্রাহ্মণ তিনি লোক মুখে শুনি।
ফলের মুকুটি চেয়ে মুই তাঁরে গণি॥

শ্রীপ্রভুর পদাম্বুজে মজে যাঁর মন।
ক্ষত্রিয় ন-শূদ্র তেঁহ ন-বৈশ্য ব্রাহ্মণ॥
দেবাদি অপেক্ষা পূজ্য একরূপ জাতি।
লোকান্তরে ঘর, নয় ধরায় বসতি॥
অন্ধ আমি মোরে কৃপা কর প্রভুরায়।
ভক্তি হয় যেন হেন ব্রাহ্মণের পায়॥
প্রশস্ত অবস্থা নয় গরীব ব্রাহ্মণ।
বিষয় সম্পত্তি ঘরে অতিশয় কম॥
ছোট ছোট মেটে ঘর মাত্র কয়খানি।
মাটির দেয়াল গোলপাতার ছাউনি॥
বহির্দেশে আছে এক পূজার দালান।
সেটিও মাটির, নীচে সামান্য উঠান্॥
নিমন্ত্রিত লোক জন বসে সেই ঠাঁই॥
হইলে বাদল বৃষ্টি, কর্ম্ম চলে নাই॥
ভক্তিমান পুণ্যবান এই দ্বিজবর।
দেবপূজা অর্চ্চনায় অতি সমাদর॥
লোকজনে নিমন্ত্রণে বড়ই বাসনা।
অর্থাভাব নিবন্ধন পথে দেয় হানা॥
শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম হৃদে দিয়া ঠাঁই।
ব্রাহ্মণের মনসাধ আশা মিটে নাই॥
উপজিল মহাসাধ দ্বিজের অন্তরে।
যথাসাধ্য আয়োজিত ভোজ্য উপচারে,,
ভিক্ষা দিতে প্রভুদেবে ঘরে আপনার,
এই চিন্তা অবিরত মনে মনে তাঁর॥
কেমনে হইবে কিছু বুঝিতে না পারে।
অন্তরের খেদ তেঁহ সম্বরে অন্তরে॥
সহসা বলিতে নারে সকাশে প্রভুর।
কখনও বা ভয় কভু লজ্জায় আতুর॥
সাহসে করিয়া ভর কহে একবার।
হৃদয় বুঝিয়া, প্রভু করিলা স্বীকার॥
করুণ অমৃতমাখা শুনিয়া উত্তর।
নির্দ্ধারিত দিন তবে করি স্থিরতর,,
সত্বর সে দিন ল'য়ে শ্রীপদে বিদায়,
আনন্দে উথলা হৃদি ঘরে চলে যায়॥

যদিও এদিগে তেঁহ গরীব ব্রাহ্মণ।
গুণে তাঁর গণ্য মান্য করে দশ জন॥
ভিক্ষা-আয়োজন হেতু নানাদিগে ছুটে।
যুটিবার নহে যাহা, তাও তাঁর যুটে॥
অল্প দিনে নানাবিধ কৈলা আয়োজন।
ধনী জনে নহে যাহে সহজে সক্ষম॥
নিমন্ত্রণ কৈলা যত কীর্ত্তনিয়াগণে।
গ্রামমধ্যে যেবা কেহ আছিল যেখানে॥
নির্দ্ধারিত দিনে তবে জাহ্নবীর ঘাটে।
সুন্দর ফটক বাঁধে পাতা দিয়া এঁটে॥
চারিখান পান্‌সীর করিল যোগাড়।
কানে কানে গ্রামে কথা হইল প্রচার॥
দল বল ল'য়ে তেঁহ তরীর ভিতর।
ফুল্ল চিতে দিল পাড়ি দক্ষিণসহর॥
শ্রীপ্রভু মন্দিরে হেথা সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে।
আনন্দের ধ্বনি এক উঠিল তফাতে॥
ব্যগ্র চিতে কোন কেহ গঙ্গাপানে চান।
দলে বলে আসে দ্বিজ দেখিবারে পান॥
দ্রুতপদে শ্রীগোচরে দিলা সমাচার।
আনন্দ-লহরী বাজে অন্তরে সবার॥
শ্রীপ্রভুদেবের সঙ্গে উৎসবে গমন।
বড় আনন্দের কথা শুনে ফুলে মন॥
অবতরি তরণী হইতে দল বল।
পরশিল শ্রীপ্রভুর চরণযুগল॥
দারুণ নিদাঘকাল তপন প্রচণ্ড।
বিশেষে মধ্যাহ্নে করে প্রলয়ের কাণ্ড॥
সেইহেতু প্রভুদেবে করে নিবেদন।
যাহাতে সভক্তে হয় সত্বর গমন॥
রামলাল আনিয়া দিলেন তাঁর জন্যে।
পরিধেয় বসন ছোবান পীত বর্ণে॥
শুনিয়াছি এই বস্ত্র সুন্দর বাহার।
দিয়াছিলা বলরাম বসু জমিদার।
স্বতই মোহন প্রভু বিনোদ চেহারা
তাহে পুনঃ পীতাম্বর ফুলমালা পরা॥

এই বেশে পরমেশে দরশে যে জন।
কেবা আর তুল্য তার, সার্থক জীবন॥
পরিত্রাণ কিবা কথা জনম মরণে।
মিলে অতি বড় ভক্তি প্রভুর চরণে॥
উঠিলেন প্রভুদেব ত্বরিতে তরীতে।
আগন্তুক, সাঙ্গোপাঙ্গ পাছু পাছু সাথে॥
গঙ্গাকূলে ঘাট যেথা ভদ্রকালীগ্রামে।
উপনীত হৈল তরী তথায় প্রথমে॥
সুন্দর ফটক বাঁধা গঙ্গার উপর।
সেখানে শ্রীপ্রভু সেথা সকল সুন্দর॥
সুন্দর মানুষ সব আছে দাঁড়াইয়া।
সুন্দর-নিন্দিত রায়ে অপেক্ষা করিয়া॥
কি সুন্দর কীর্ত্তনিয়া, সুন্দর কণ্ঠায়।
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন সম্ভাষিতে রায়॥
সুন্দর ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারি।
কারা এরা যুটিতে লাগিল নর নারী॥
সুন্দর কেমন ভাব সুন্দর নয়ন।
অনিমিকে করে যাহে প্রভু দরশন॥
কীর্ত্তনিয়াগণের মাঝারে প্রভুরায়।
লোক গুনে শ্রীচরণে বাতাসা ছড়ায়॥
ধামায় ধামায় ভরা, ধরা আছে হাতে।
চৌদিগে আনন্দময় সবে গেছে মেতে॥
কিবা শিক্ষা ভক্তি-পথে বুঝহ বারতা।
চিরকাল আছে, নহে অভিনব কথা॥
ছিল বটে, আছে বটে, ওষ্ঠাগত প্রাণ।
মুমূর্ষু অবস্থা গঙ্গাযাত্রীর সমান॥
জিজ্ঞাসিতে এক কথা পার তুমি মন।
তবে প্রভু ইহাতে কি করিলা নূতন॥
তদুত্তরে আর এক শুনহ ভারতী।
অপরূপ কথা রামকৃষ্ণলীলাগীতি॥
দিবারাত্র এত যে কহিলা প্রভুবর।
সকল নিহিত আছে শাস্ত্রের ভিতর॥
শাস্ত্র ছাড়া কোন কথা শ্রীমুখে না সরে।
প্রভুর অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা শাস্ত্রের উপরে॥
শাস্ত্রে যেন শাস্ত্রজ্ঞতে সম্মান সমান।
প্রভু অবতার দিলা সর্ব্ব ঠাঁই মান॥
শাস্ত্রের বৃহদাকার প্রকাণ্ড বিষম।
তত্ত্বসার সংগ্রহতে মানুষ অক্ষম॥
স্বল্প আয়ু, স্বল্প বুদ্ধি মলিনাতিশয়।
প্রয়াসপিয়াসহীন ক্ষণানন্দে রয়॥
তাহে কিবা করিলেন প্রভুদেবরায়।
ভাঙ্গিলা বৃহৎ তত্ত্ব সামান্য কথায়।
গ্রাম্য ভাষা সরল উপমাসহকারে।
অনায়াসে লোকে যাহা বুঝিবারে পারে।
যদি বল তত্ত্ব তত্ত্ব, দুর্ব্বোধ্যাতিশয়।
সহজেতে মানুষের বুঝিবার নয়॥
না হয় বলিলা প্রভু সরল ভাষায়,
কি বলে পশিল তত্ত্ব জীবের মাথায়?॥
উত্তরে তাহার মন শুনহ কাহিনী।
শ্রীপ্রভুর মহাবাক্য বেদবাক্য জিনি॥
ভিতরে নিহিত তার অপরূপ বল।
যে দিগে গমন করে দিগ সমুজ্জ্বল॥
অন্ধকার তিরোহিত, স্পষ্ট দৃশ্যমান।
কি তত্ত্বের ছবি বাক্যে শ্রীপ্রভু দেখান॥
বহু কথা জীবে এবে শুনিতে না চায়।
নেজামুড়াবাদে সার কহিলেন রায়॥
সেইহেতু শ্রীপ্রভুর উক্তি-উপদেশ।
এবে মানুষের পক্ষে পুরাণ বিশেষ॥
প্রভুর সংক্ষিপ্তসারে পেয়ে আস্বাদন।
আদি মূল শাস্ত্র লোকে করে অধ্যয়ন॥
এক কর্ম্মে দুই কর্ম্ম হৈল এইবার।
জীব শিক্ষা এক, আর শাস্ত্রের উদ্ধার॥
আর এক নূতনত্ব প্রভু অবতারে।
সকলে করিলা রক্ষা বাদ নাই কারে॥
সমতা একতা ভাব লীলার প্রাঙ্গনে॥
হেন নাই দেখা যায় অন্য কোন স্থানে॥
ধনাঢ্যে, পণ্ডিতে রয় অভিমান ভারি।
তেঁসবারে কৃপাদান গিয়া বাড়ি বাড়ি,,

অতি বড় দীন হীন কাঙ্গালের বেশে;
একমাত্র মানুষের মঙ্গল মানসে॥
এদিগে দীনের বেশে মহাবল গায়।
যে হোক যতই বড় গ্রাহ্য নাহি তায়॥
ভক্তি ভক্ত শাস্ত্রবাক্য রক্ষার কারণে,
কিম্বা কোন জিজ্ঞাসুর সদুত্তর দানে॥
কিম্বা কোন কর্ম্মে যাহে জীবের কল্যাণ,
সেখানে শ্রীপ্রভু মহাবলের আধান॥
রাজরাজেশ্বর যদি বিপক্ষে দাঁড়ায়।
তৃণ-জ্ঞানে সেইখানে হাঁনা দেন রায়॥
জীবে শিক্ষা নহে মাত্র কথায় বলিয়া।
হৃদয়ে আঁকিয়া দেন কাজে দেখাইয়া॥
অলৌকিক অগণ্য প্রকারে দেন শিক্ষে।
তারে সেটি, যেটি উপযুক্ত তার পক্ষে॥
প্রতি জনে দেন শিক্ষা প্রত্যেক রকম।
প্রভু অবতারে ইহা অতীব নুতন॥
কখনই কোন কর্ম্ম নাহি অকারণে।
সেথা হাতুড়ির বাড়ি বাঁকা যেইখানে॥
বিশ্বগুরু অন্তর-নিবাসী ভগবান্।
লীলাগীতি পদে পদে তাহার প্রমাণ॥
পথে পথে সঙ্কীর্ত্তনে হরিগুণগান॥
পূর্ব্বপ্রথা ভক্তিভাব ছিল ম্রিয়মাণ॥
সর্ব্ব ঠাঁই সেই প্রথা করি আচরণ।
জাগাইয়া দিলা তাহে পুনশ্চ জীবন॥
শুষ্ক ভাব ব্রাহ্মগণে ছিল চিরকাল
এবে সংকীর্ত্তনে বাজে খোল করতাল॥
পথে পথে সংকীর্ত্তন করে কুতূহলে।
মহামান্য গণ্য বড় মানুষের ছেলে॥
লীলাতত্ত্বে যাত্রা-গীত হৈল বারেবারে।
কমলকুটির নামে কেশবের ঘরে॥
ভক্তিশিক্ষা শ্রীপ্রভুর এত ধরে বল।
ডাঙ্গায় ফুটিল যাহে ফুল্ল শতদল॥
ইহার অধিক তুমি কি শুনিবে আর।
মহান্ মহিমা কথা প্রভুর আমার॥

আগমনোদ্বেগ-ভাব পুরাণ শ্রবণে।
লীলাতত্ত্বে যাত্রাগীত হয় যেইখানে॥
হরিসভা দেখিবারে মহোল্লাস ভারি।
কোথা বালি, কালাচাঁদ মুখুয্যের বাড়ি॥
কোথায় পটলডাঙ্গা, কোথা কোন্নগরে।
কোথা জানবাজার, কোথায় বেলঘোরে॥
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রাম্যমান নানাস্থানে।
একমাত্র ভক্তি উদ্দীপনার কারণে॥
হেথা ভদ্রকালীগ্রামে কীর্ত্তন সহিত।
ব্রাহ্মণের ভবনে হইলা উপনীত॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি ভিটা কত পরিশর।
দালানের সম্মুখেতে উঠানে আসর॥
ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর চরণ পরশে।
হাসিয়া উঠিল যেন পরম উল্লাসে॥
ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী নামে একজন।
পরম পণ্ডিত শাস্ত্রে পটু বিলক্ষণ॥
তার্কিকের শিরোমণি শাস্ত্রপাঠ বলে।
সেইখানে উপনীত হৈল হেনকালে॥
শ্রীপ্রভুর সঙ্গে তাঁর মনের বাসনা।
কিছুক্ষণ করিবেন শাস্ত্র আলাপনা॥
অন্তরে বুঝিয়া ভাব প্রভু বিশ্বপতি।
সন্নিকটে আসীন মহিম চক্রবর্ত্তী;
বিদ্যাবুদ্ধিমান শাস্ত্রপাঠী এক জনা;
শ্রীআজ্ঞা করিতে তত্ত্বকথা আলোচনা॥
কেবা কি করিল প্রশ্ন, কি কার উত্তর।
ঠিক জানা নাই শুন মোটের উপর।
দ্বৈতাদ্বৈতভাব ল'য়ে উঠিল বিচার।
সামধ্যায়ী দ্বৈতভাব করে অস্বীকার॥
সেব্য সেবকের ভাব ভক্তিভাব মতে।
সমূলেতর্কেতে চান উড়াইয়া দিতে॥
প্রতিপক্ষ প্রতিবাদে যত কথা কন।
তার্কিক তর্কেতে করে সকল খণ্ডন॥
বাদ প্রতিবাদ আধ ঘণ্টার উপর।
পরাভূত মহিম পশ্চাতে নিরুত্তর॥

অতঃপর কি হইল শুনহ কাহিনী।
মহিমের পক্ষ প্রভু লইলা আপনি।
অধিক রুষিয়া তবে তার্কিক তখন।
তর্ক-বলে করে নিজ পক্ষ সমর্থন॥
তর্ক সুকৌশল তেঁহ তর্কে কেবা আঁটে।
যত কথা কন প্রভু তর্ক দিয়া কাটে॥
বাক্য নাহি ফুটে আর প্রভুর বদনে।
রামলালে হয় আজ্ঞা ছিলা সন্নিধানে॥
মূত্রত্যাগে যাইব আইস মোর সাথে।
ঝারিসহ রামলাল চলিল পশ্চাতে॥
মূত্রত্যাগে বসিয়া কহেন নিজে রায়।
ওমা ই শালা ত দেখি তার্কিক বেজায়॥
জানি না জননী কিবা কহিলা উত্তরে।
সত্বর উঠিলা প্রভু আবেশের ভরে॥
ঝারি স্পর্শ মনে নাই প্রভু পরমেশ।
দ্রুতপদে অভ্যন্তরে করিলা প্রবেশ॥
কোন দিগে নাহি দৃষ্টি একবারে যান।
যেথা অভিমানভরে তার্কিক প্রধান॥
করে করি করস্পর্শ নাড়া দিয়া কন।
আর বার বল কি বলিলে এতক্ষণ॥
শ্রীপ্রভুর পরশনে বলবুদ্ধি হারা।
তর্ক করা দূরে থাক, মুখে নাহি সাড়া॥
অবাক্ হইয়া যেন করে দরশন।
কি দেখান প্রভু তাঁরে করি পরশন॥
দেখিতে দেখিতে বস্তু কহেন তার্কিক।
কি বলিব, বলিলেন যাহা তাই ঠিক॥
বুঝিত না যাহা তাহা বুঝিল তখনি।
কি পেঁচ ঘুরায়ে দিলা প্রভু গুণমণি॥
সমান ঘটনা আর শুন অতঃপর।
ব্রহ্মচারী আসে এক প্রভুর গোচর॥
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র নাম ধীর শিরোমণি।
শাস্ত্রপাঠ বিধিমতে অদ্বৈত-গিয়ানী॥
দ্বৈতবাদে ঘোর রণ শ্রীপ্রভুর সনে।
সেব্য সেবকের ভাব আদতে না মানে॥
ভক্তি-পথে কোন মতে যাইতে না চায়।
শক্তি সঞ্চালন যুক্তি পরে কৈলা রায়॥
শালা বলি দিয়া গালি যবে পরশন।
ঝটিতি উঠিল তার নবীন নয়ন॥
যার জোরে ক্ষণমধ্যে পাইলা দেখিতে।
সেব্য সেবকের ভাব কিবা ভক্তিমতে।
পরম আনন্দে হৃদি উথলিয়া যায়।
ভাবে গ'লে পদতলে অবনী লুটায়॥
মহিমা বাখান আর প্রমাণের তরে।
লিখিয়া গিয়াছে নিজে দেয়াল উপরে॥

(শ্রীশ্রীরা চন্দ্র ব্রহ্মচারী অদ্য হইতে স্বামী বাক্য (অর্থাৎ প্রভুর বাক্যে) সেব্য সেবক ভাব প্রাপ্ত হইল

শ্রীপ্রভুর মন্দিরের পূরব অঞ্চলে।
দেখিতে পাইবে লেখা দালান দেয়ালে॥
অদ্যাপিহ স্পষ্টভাবে আছে লেখাখানি।
কেবা জানে কত যে খেলিলা গুণমণি॥
লক্ষাংশের এক অংশ জানা নাহি কার।
মহালীলা ছদ্মবেশে গুপ্ত-অবতার॥
ধরা ছুঁয়া মোটে নাই অবতার কালে॥
বিনা ডাকে বিদ্যুৎ হানিয়া গেল চ'লে॥
হুজুগের গোড়া রামদত্ত ভক্তবর।
সকলে কহেন, প্রভু পরমঈশ্বর॥
এমত কহিলে কেহ, বলিতেন রায়।
বিছে, বিছে বলিলে সে পলাইয়া যায়॥
ঈশ্বর বলিলে বড় সকাতর প্রাণে।
গুপ্ত রাখিবারে কন অন্তরঙ্গ গণে॥
এক দিন শ্রীগোচরে ভক্তরাম কয়।
তত্ত্বসারে লিখি কথা আজ্ঞা যদি হয়॥
তত্ত্বসার গ্রন্থখানি রামের রচনা।
শুনিয়াছি প্রভু তাহে করিলেন মানা॥
নিবারণ না শুনিয়া তবু লিখে রাম।
শ্রীপ্রভুর লীলাভাব সংক্ষেপ আখ্যান।
ইহাতে বিশ্বাস মোর হয় এ রকম।
রামের মতন ভক্ত অতিশয় কম॥

নানাসত্ত্বে তথাপি যে লীলার আভাস।
তত্ত্বসারগ্রন্থমধ্যে করিলা প্রকাশ॥
ইহাতে প্রতীয়মান স্পষ্টভাবে পায়!
রামের ইচ্ছায় নহে, প্রভুর ইচ্ছায়॥
তাঁহার শক্তিতে কর্ম্ম হয় লীলাধামে।
ইচ্ছাময় ভগবান, ভক্তমাত্র নামে॥
কখন্ কি ভাবে রন, প্রভু গুণমণি।
আপনে প্রকাশ কভু করেন আপনি॥
প্রধান সেবক শশী সেবকাগ্রগণ্য।
এক দিন শ্রীমন্দিরে সেবিবার জন্য,,
নিকটে দণ্ডায়মান, প্রভু তাঁরে কন,
আমি সেই, তুমি যার কর অন্বেষণ॥
এক প্রশ্ন এইখানে পার করিবারে।
ভক্তেরা যদ্যপি নাহি চিনে প্রভুবরে,,
তবে তাঁহে ভক্তি প্রীতি কিসের কারণ,
কি ফল প্রাপ্তির আশে করে আকিঞ্চন॥
বারান্তরে বলিয়াছি ইহার বারতা।
এক মনে শুন মন পুনঃ কহি কথা॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত যাঁরা, পারিষদগণ।
চিরকাল সেই তাঁরা, না হয় নূতন॥
আকারে বিভিন্নমাত্র বিভিন্ন লীলায়।
স্বভাবত লগ্ন-মন শ্রীপ্রভুর পায়॥
অলির স্বভাব ভক্তে চিরকাল ধরে।
পেলে পদ্ম পিয়ে মধু না যায় বিচারে॥
দ্বিতীয় ফলের কথা শুন তবে মন।
অন্তরঙ্গ ফলাকাঙ্ক্ষী না হয় কখন॥
গাছের বিহগ তাঁরা গাছে করে বাসা।
গাছেই পিরীতি, নাই ফলের পিয়াসা॥
জন্ম-ভূমে অন্নকষ্ট যদি অতিশয়।
তথাপিহ পরিত্যাগে মন নাহি লয়॥
স্বভাবে আসক্তি তায়, নাহি যায় ছাড়া
মোহন মুরতিখানি স্বরগের বাড়া॥
কল্পবৃক্ষ প্রভুদেব মন-বিমোহন।
বিহঙ্গম রূপে তাহে অন্তরঙ্গগণ॥

ডালে বিজড়িত সাঙ্গ, ঠিক যেন লতা।
উপাঙ্গেরা উর্দ্ধদেশে প্রশাখাদি পাতা॥
প্রভু আর প্রভুভক্তে সদা একঠাঁই।
উভয়ে উভয়মধ্যে ভিন্ন ভেদ নাই॥
কখন প্রভুর মধ্যে ভক্তদের স্থান।
কভু ভক্তদের মধ্যে রন ভগবান॥
আর প্রশ্ন করিবারে পার হেথা তুমি।
কোথায় তাঁহার ভক্ত, ভক্তে কোথা তিনি॥
বিষম সমস্যা তত্ত্ব শুন অতঃপর।
অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি ভক্তের ভিতর॥
তবে যবে সরাট মূর্ত্তিতে ভগবান্।
লীলায় স্বতন্ত্র দেহে হন অধিষ্ঠান,,
তখন ভক্তেরা তাঁর মধ্যে বাস করে,
গাছের যেমন পাখী গাছের উপরে॥
পরে লীলা অবসানে যবে অন্তর্দ্ধান।
সরাট শরীর-ধারী সেই ভগবান্,,
ভক্তদের হৃদয়েতে করিয়া বসতি,
এক হয়ে নানা রূপ বিরাট-মূরতি॥
এক হ'য়ে বহু পুনঃ কেমনে সম্ভবে?।
অতুল তাঁহার শক্তি, শক্তির প্রভাবে॥
ছোট বড় উনো দুনো নানাভাবে খেলে।
দুটি বস্তু এক রূপ জগতে না মিলে॥
এক—বহু, তবে কি এ খণ্ড হয় তাঁর?।
খণ্ডেও অখণ্ড তিনি বিচিত্র ব্যাপার॥
রাসলীলা গোপিনীর ইহার প্রমাণ,
নৃত্য গীতে যবে সবে সুখে ভাসমান,,
প্রত্যেক গোপিনী তথা দেখে তাঁর কাছে,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম কৃষ্ণ বামভাগে নাচে॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ যেমন প্রকার।
খণ্ডেও অখণ্ড তিনি চলে না বিচার॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আজি প্রভু অন্তর্দ্ধান।
প্রতি প্রভুভক্তে রাজে ইহার প্রমাণ॥
ভক্তি রাখি শ্রীপ্রভুর ভক্তের চরণে।
বুঝিতে পারিবে, চল' লীলাগীতি শুনে॥

প্রভুর বচনে শুন ইহার ভারতী।
ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি॥
এটি তিনি, উটি নন্ এমত বলিলে।
সীমাবদ্ধ করা হয় তাঁরে এই স্থলে॥
খণ্ডাখণ্ড সব তিনি অব্যক্ত প্রকার।
নাহি চলে কোন কথা, কথায় তাঁহার।
শীতলা মাকাল ষষ্ঠী গোকলাদি নানা।
একে একে কৈলা প্রভু সকল সাধনা॥
ইহাতে সাব্যস্ত কৈলা লীলার ঈশ্বর।
সেই এক ভগবান্ সবার ভিতর॥
সাধনা হইলে সিদ্ধ সেই বস্তু মিলে।
ষষ্ঠীর মধ্যেতে যাহা ; তাহাই গোকলে॥
কালী, কৃষ্ণ সাধনায় সেই সে জিনিশ।
প্রভেদ কিছুই নাই কুড়ি কি উনিশ॥
বেদান্তের সাধনায় সেই বস্তু সার।
সাকার যাহার রূপ, তিনি নিরাকার॥
রূপ নাম প্রভেদেতে নাহি হয় হানি।
আগাগোড়া এই কথা কন গুণমণি॥
সর্ব্ব সামঞ্জস্য ভাব প্রভুর মতন।
কোনকালে কোথাও না হয় দরশন॥
ধর্ম্ম বাদ বিবাদের নাহি তথা ত্রাস।
যেখানে হৃদয়ে প্রভু বাক্যের বিশ্বাস॥
নীরব, বিশাল ভাব, শান্তি-নিকেতন।
তাই শ্রীপ্রভুর নাম বিবাদ-ভঞ্জন॥
সার বস্তু ভগবান্ সেবা চায় তাঁরে।
তাঁর কার্য্য বস্তু খোঁজা, কি কাজ বিচারে॥
বাক্যের বিচারে নাই বস্তু ভগবান্।
তাঁর অন্বেষণে মিলে তাঁহার সন্ধান॥
হারাইলে শিশু ছেলে জনক যেমন।
শিশুর কেবল নাম করি উচ্চারণ,,
বিকল পরাণ খোঁজে দুয়ারে দুয়ারে,
বন উপবন কিবা সরসীর তীরে,,
ভাগ্যবলে যায় মিলে কোন এক জনে,
যে দেখেছে শিশুছেলে খেলে কোন্‌খানে,,
অথবা যেখানে শিশু প্রমত্ত খেলায়,
বাবা ডাকিছেন তারে শুনিবারে পায়,,
পরিহরি খেলা-স্থান দ্রুত পায় ছুটে,
যেখানে জনক, তার কোলে গিয়া উঠে॥
সেইমত ধর এঁটে ঈশ্বরের নাম।
আকুল পরাণে উচ্চে ডাক' অবিরাম॥
অবশ্য পাইবে গুরু পথে আপনার।
বলিয়া দিবেন কোথা ঈশ্বর তোমার॥
কিম্বা গুরুরূপে তাঁর পথে পাবে দেখা।
যদি শুদ্ধ মনে হয় ঠিক্ ঠিক্ ডাকা॥
গুরু চাই, বস্তু নাহি মিলে গুরু বিনে।
সতত রাখিবে কথা জাগরিত প্রাণে॥
সাধের ঈশ্বর, তাঁয় মিলে সাধপণে।
আবশ্যক নাহি হয় রতনে কি ধনে॥
সখের সে ভগবান্, তাঁহে যার সখ।
সখ রূপে পায়, নাহি ধনে আবশ্যক॥
ঈশ্বর কেবলমাত্র একমাত্র ধন।
তুঁষ ভুসি অন্য যাহে কর আকিঞ্চন॥
যদি কিছু নাহি ধন ঈশ্বরের বাড়া।
কিহেতু মানুষে তাহে হৈল মতিছাড়া?
শুন তবে কহি কথা ইহার বাখানে।
বসাইয়া প্রভুরায় হৃদয়-আসনে॥
অনর্থের মূল গোড়া খালি অহংকার।
ইহ-সুখ অভিলাষ বাস্তিক বিকার॥
ব্যাধির মূলেতে রস ঢালে অনুক্ষণ।
বিষ-বিনিন্দিত বিষ কামিনীকাঞ্চন॥
মূল ব্যাধি এই, শাখা প্রশাখাদি আছে
পল্লব মুকুল ফুল পত্র কত গাছে॥
দেহগুলি মানুষের বিয়াধির বাসা।
অনিবার গাত্র দগ্ধে কেবল পিপাসা॥
ক্ষণিক আরাম হেতু খায় সেই জল।
যাহে হইয়াছে হেন বিয়াধি প্রবল॥
বিরাম বৃদ্ধির নাই, বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে।
অবিনাশী রহে ব্যাধি জনমে জনমে॥

ভীষণ ব্যাধির ধারা অদ্ভুদিতিহাস।
দেহের বিনাশে নাই ব্যাধির বিনাশ॥
চতুর্বিধ আছে দেহ দেহে বিদ্যমান।
পঞ্চভূতে যেই দেহ স্থূল তার নাম॥
মন বুদ্ধি চিত্ত আর এক অহংকার।
এই চতুষ্টয়ে সূক্ষ্মদেহ নাম যার॥
সূক্ষ্মদেহে যবে জীব করে বিচরণ।
কামিনীকাঞ্চনে তার নাহি রহে মন॥
তৃতীয় কারণ দেহে করিলে বসতি।
ঈশ্বরদর্শনানন্দভোগ দিবারাতি॥
নাহি আসে ফিরে আর চতুর্থে যে যায়।
পাইয়া পরম মুক্তি ঈশ্বরে মিশায়॥
স্থূল-দেহ যার নাম পঞ্চভূতে গড়া।
প্রাণ কৈলে পলায়ন সেই হয় মড়া॥
স্থূলের বিনাশে অন্য তিন নাহি মরে।
ব্যাধির লইয়া বীজ যায় জন্মান্তরে॥
এই ব্যাধিগ্রস্ত হেতু যত মানুষেরা।
হ'য়েছে পরম ধনে রতিমতিহারা॥
এমন বিষব্যাধি তবে কিসে মারা যায়।
জিজ্ঞাসিলে যদি মন শুনহ উপায়।
এ ব্যাধির প্রতিকার জানে না নিদান।
প্রতিকারী এক জনা হরিবৈদ্যনাম॥
মৃত্যুঞ্জয় চতুর্মুখ যার গড়া বড়ি।
চতুর্দ্দশ লোকময় গোটা বিশ্ব বাড়ী।
কেমনে বৈদ্যের তবে দেখা পাওয়া যায়
তাহার বিধানে শুন কি কহিলা রায়॥
সময়ে সময়ে হন ঈশ্বরাবতার।
ধরাধামে ধরি নিজে মনুষ্য আকার॥
নিশ্চয় তাঁহার তুমি পাবে দরশন।
মানুষের মধ্যে যদি কর অন্বেষণ॥
মানুষ অনেক, তাঁহে চিনিব কেমনে?।
প্রভুদেব কহিলেন তাহার লক্ষণে॥
যেখানে উজ্জিতাভক্তি সদা বিদ্যমান।
প্রেম ও ভক্তির বন্যা বহে কান কান॥
সেই সে আধারধারী বুঝিবে নিশ্চিৎ;
মহাবৈদ্য নিজে ভবরোগবিদ্যাবীৎ॥
আর কথা যে হরির আবির্ভাব আছে।
লীলা-সমাপনে তাঁর অন্তর্ধান পিছে॥
কেমনে পাইব দেখা হৈলে অন্তর্ধান।
তখন উপায় কিবা কর অবধান॥
অন্তর্ধানে ভগবান্, বিরাট মূরতি।
ভক্তের হৃদয়মধ্যে করেন বসতি॥
সদা বিরাজিত থাকি ভক্তের ভিতরে।
লীলার প্রচার কর্ম্ম নানাভাবে করে॥
যেই ভাগবৎভক্ত সেই ভগবান্।
ভক্তের নিকটে কর ঔষধ সন্ধান॥
পাইবে ঔষধি, ব্যাধি দূর হবে তায়।
লীলাগীতি বলি সেই ভক্তের আজ্ঞায়॥
তাহার উপরে আজ্ঞা দিয়াছে জননী।
আদ্যাশক্তি শ্যামাসুতা গুরুদারা যিনি॥
গুপ্তভাব শ্রীপ্রভুর কহিতে কহিতে।
আসিয়া পড়েছি হেথা আর এক পথে॥
ফটো প্রতিমূর্ত্তি তাঁর তুলিবার তরে।
আকিঞ্চন ভক্তগণ অনুক্ষণ করে॥
কোনমতে তাহাতে প্রভুর নহে মন।
বিধিমতে ফটো নিতে করেন বারণ॥
যখন সমাধিযুক্ত বাহ্যজ্ঞান হারা।
তখন লইল তুলে প্রভুর চেহারা॥
এখানেতে প্রভুদেব ব্রাহ্মণের ঘরে।
পরিপূর্ণ লোক জন আছে চারিধারে॥
তত্ত্বালাপ সমাপন তার্কিকের সনে
রঙ্গরসে অন্য কথা কথোপকথনে॥
পরে দ্বিজোত্তম করি ভোজন-আসন।
ভিক্ষা দিলা ভগবানে সহ ভক্তগণ॥
চরণ বন্দনা তাঁর করি বারেবারে।
ভাগ্যবান পুণ্যবান অবনীমাঝারে॥
রামকৃষ্ণলীলাগীতি অমৃত-ভাণ্ডার।
শ্রবণ কীর্ত্তনে জীবে ভবসিন্ধুপার॥

বিবিধ তত্ত্ব-কথা।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত হইতে সংগ্রহ)

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি। জয় জয় শ্যামা-সুতা জগত-জননী॥
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দোঁহাকার। এ অধম মাগে পদরজ সবাকার॥

বেদান্তে আম্নায় কহে নির্লিপ্তের রীত।
দুঃখে সুখে পাপ পুণ্যে সম্বন্ধরহিত॥
তবে দেহ অভিমান রাখে যেই নরে।
অনিবার্য্য কষ্ট তার বিবিধ প্রকারে॥
বুঝিবারে সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধূম উপমায়।
দেয়ালে কলঙ্কী করে যদি লাগে তায়,
কিন্তু সীমাহীনশূন্য ঘরের উপরে,
কালিমা কলঙ্ক দাগ দিতে নাহি পারে॥
দেহে যার অভিমান, আছে তার হানি।
মুক্ত-অভিমান অতি মঙ্গলদায়িনী॥
আমি মুক্ত আমি মুক্ত মুখে যেবা বলে।
নিশ্চয় মুকতি তার মিলে এককালে॥
আমি পাপী আমি পাপী জিহ্বা যার কয়।
ভবের বন্ধন তার চিরকাল রয়॥
পাপী পাপী কথা প্রভু করিলে শ্রবণ
লাগিত তাঁহার কানে বাজের মতন
শুন কই বিবরণ তাহার ব্যাখ্যায়।
এক দিন শ্রীমন্দিরে প্রভুদেবরায়।
প্রিয় ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র আছেন সদনে;
মহানন্দ উভয়ের কথোপকথনে॥
এমন সময় তথা উপনীত হন।
সহরে বসতি করে ব্রাহ্ম কয় জন॥
স্থানের মহিমা আর প্রভু দরশনে।
পাইল হৃদয়ে শান্তি মহানন্দ মনে॥
অজ্ঞাতে গিয়াছে দিন, মনে নাই তায়।
এবে প্রায় অবসান, বেলা যায় যায়॥
আবাসে ফিরিতে আজি নাহি হয় মন।
প্রভুদেবে কহে রাত্রি করিবে যাপন॥

সকলে সন্তুষ্ট সদা শ্রীপ্রভু আমার।
ব্রাহ্মদের আবেদনে সানন্দে স্বীকার॥
সন্ধ্যা এল গেল তার পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ।
কুতূহল ব্রাহ্মদল ধরিল সঙ্গীত॥
গীতখানি নাহি জানি, মর্ম্ম এই তার।
পাপী মোরা, পিতা তুমি করহ উদ্ধার॥
একসঙ্গে উচ্চরোলে এই গীত গায়।
শুনিয়া অনেক ক্ষণ স্তব্ধবৎ রায়॥
ছাড়িতে না চায় গীত গায় বারবার।
তখন শ্রীপ্রভুদেব করিয়া চীৎকার,
সন্নিকটে গিয়া ছুটে রুষ্ট ভাষে কন,
কেন পাপী পাপী সদা কর উচ্চারণ,
পাপী কেবা, পাপী পাপী কহ কি কারণে।
এ ঠাঁই ছাড়িয়া যাও, গাও অন্য স্থানে॥
ঈশ্বরের নামে ধর বিশ্বাস অটল,
তাঁহার অপেক্ষা তাঁর শ্রীনামের বল,
পাপ কি বন্ধন কিছু থাকিতে না পারে,
বারেক যে ডাকে নাম জনম ভিতরে॥
ঈশ্বরে দয়াল গুণ করিলে আরোপ।
তাহাতেও দেখিয়াছি শ্রীপ্রভুর কোপ॥
অবধান কর কথা শুন বিবরণ।
এক দিন পুরীমধ্যে শিখসৈন্যগণ,
মা কালীর শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভুর কাছে,
কহিল ঈশ্বর সম কে দয়াল আছে॥
ধন ধান্যে ফল ফুলে অবনী এমন।
ক্ষিতি জল বহ্নি আদি আকাশ পবন,
দিয়াছেন ভগবান নিজ দয়া গুণে,
একমাত্র আমাদের ভোগের কারণে॥

এত শুনি গুণমণি করিলা উত্তর।
কি কহ দয়াল বড় পরম-ঈশ্বর ?॥
লালন পালন হেতু আপন ছাওয়ালে।
প্রয়োজনমত ভোজ্য দ্রব্য আদি দিলে॥
তাহাতে কি আছে দয়া, কর্ত্তব্য তাঁহার,
পালিবে কি অন্য জনে তাঁর পরিবার॥
তাঁহার নিজের ভার লালনপালনে।
আমরা ছাওয়াল মাত্র যত জীবগণে॥
মোরা ঈশ্বরের তিনি মোদরে ঈশ্বর।
নৈকট্য সম্বন্ধ, নাহি তিলেক অন্তর॥
হেন আত্মীয়তা ভাব ঈশ্বরের সনে।
প্রভু অবতার শিক্ষা দিলা জীবগণে॥
পিতা অপরাধ নাহি লেন ছাওয়ালের।
তবে কেন পাপকথা পাপ বা কিসের॥
বালকে পালন করা কর্ত্তব্য পিতার।
কর্ত্তব্য পালন, তবে দয়া কিবা তাঁর॥
বারেবারে বলিলেন প্রভু গুণমণি।
প্রারব্ধ যাহারে কয়, অতি সত্য মানি॥
যদ্যপিহ সদা সঙ্গে রন ভগবান্।
তথাপি নাহিক কর্ম্মফলের এড়ান॥
কর্ম্মফল ভক্তকেও কখন না বাছে।
ধরিলেই দেহখানি দুঃখ সুখ আছে॥
জাজ্জ্বল্য প্রমাণ কথা, শুন কালুবীর।
কৃপামাত্র বরপুত্র নিজে ঈশ্বরীর॥
তবু তাঁর কারাবাস হৈল কালক্রমে।
বুকে পাষাণের চাপ কর্ম্মফলগুণে॥
সিংহলে মশানে দেখ' খুল্লনানন্দন।
কর্ম্মফল অনিবার্য্য না হয় খণ্ডন॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজে।
সাক্ষাৎ দেবকীদেবী দেখিলেন নিজে॥
জগতের নাথ কৃষ্ণ তাঁহার জননী।
কর্ম্মফলে কারাবাস অদ্ভুত-কাহিনী॥
মধুর উপমা প্রভু দিলা এইখানে।
কানার তুলনা, কানা গেল গঙ্গাস্নানে॥
পতিতপাবনী স্পর্শে পাপে বিমোচন।
কিন্তু কানা চক্ষু তার রহিল তেমন॥
যতই না সুখ দুঃখ ভক্তজনে পায়।
ভক্তির ঐশ্বর্য্য জ্ঞান কভু না হারায়॥
ঈশ্বরে বিশ্বাসসহ জ্ঞান দীপ্তি হৃদে।
অটল হইয়া রয় সম্পদ বিপদে॥
সতত চৈতন্যবান পাণ্ডুপুত্রগণে।
কিবা রাজ্যভোগে কিবা নির্ব্বাসন বনে।
জীবের বিষয়াসক্তি যত হয় ইতি।
ততই তাহার বাড়ে ঈশ্বরেতে মতি॥
কৃষ্ণের নিকটে রাই যত আগুয়ান।
ততই তাঁহার নাকে কৃষ্ণের আঘ্রাণ॥
যে যত সান্নিধ্যে যায় তার তত ঋদ্ধি।
মনোহর কি সুন্দর ভাবভক্তি বৃদ্ধি॥
যেমন জয়ার ভাটা উভয়েই খেলে।
সিন্ধুর সম্মুখবর্ত্তী তটিনীর জলে॥
জয়ার ভাটায় ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
কখন জলের তলে ডুব দিয়া যায়॥
কখন উপরিভাগে করে সন্তরণ।
কখন সিন্ধুর সঙ্গে বিলাসাস্বাদন॥
ভক্তের জয়ার ভাটা গিয়ানীর নয়॥
গিয়ানীতে একটানা দিবানিশি বয়॥
ব্রহ্মজ্ঞানে একটান পঁ ধরিয়া যায়।
সাকারবাদিরা রাগ-রাগিণী বাজায়॥
একটানা কি প্রকার শুন বিবরণ।
জ্ঞানী কহে সৃষ্টি গোটা স্বপ্নবৎ ভ্রম॥
সচ্চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মনামে যিনি।
সর্ব্বদা স্বরূপে নিজে অবস্থিত তিনি॥
বেদান্তের সার মর্ম্ম ভবোধাতিশয়।
রাজর্ষি মহর্ষি যোগী তপস্বীনিচয়॥
প্রণিধানে বহুয়াস কঠোর সাধনা,
যুগযুগান্তর রত কষ্ট-ব্রত নানা॥
নির্জনে নৈমিষারণ্যে মত্ত জল্পনায়।
সেই কথা আজি খুলে কন প্রভুরায়॥

সরল উপমাসহ মিঠে গ্রাম্যভাষা।
গল্প-ছলে শুন এক গ্রামে ছিল চাষা॥
মেঠ বটে মাঠে খাটে আটপিঠে চাষে।
পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানী সবে ভালবাসে॥
অপুত্রক ছিল কিন্তু কালে এইবার।
বয়স অতীতে পরে হইল কুমার॥
হারু নাম দিল তার নামের সময়।
মা বাপের উভয়ের প্রিয় অতিশয়॥
দৈবের ঘটনা তেঁহ এক দিন ক্ষেতে।
জনেক আসিল তথা সমাচার দিতে,,
হারু ওলাউঠাগ্রস্ত জীবন সংশয়,
শুনিয়া আসিল ত্বরা আপন আলয়॥
চিকিৎসার নাহি ক্রুটি যত্নসহকারে।
বিফল সকল, গেল বাছাধন মরে॥
পরিবারবর্গে সবে শোকেতে অধীর।
চাষার নয়নে নাহি এক বিন্দু নীর॥
বরঞ্চ সান্ত্বনা করে শোকাকুল জনে।
কর্ম্ম হেতু চলে মাঠে তার পর দিনে॥
ক্ষেতের যতেক কর্ম্ম করি সমাপন।
ঘরেতে আসিয়া দেখে কাঁদে সর্ব্বজন॥
চাষা কিন্তু আছে খাসা, চিন্তা শোক দূর।
গৃহিণী কহিল তারে তুমি কি নিঠুর॥
সবে ধন নীলমণি হারু ছেড়ে গেল।
এক বিন্দু আঁখিবারি চক্ষে না পড়িল॥
এত শুনি গৃহিণীকে করিল উত্তর।
নামে মাত্র জেতে চাষা, জ্ঞানে জ্ঞানীবর॥
শুন শুন কেন তবে করি না রোদন।
গত রাত্রিকালে এক দেখেছি স্বপন,,
যেন হইয়াছি আমি রাজা কোন স্থলে,
মহাসুখে কাটি কাল, কোলে আট ছেলে॥
এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল মোর।
জাগিয়া হ'য়েছি এবে চিন্তায় বিভোর॥
কি মোর কর্ত্তব্য কিছু বুঝিতে না পারি।
হারুর কি এ আটের জন্য শোক করি॥

চাষার অদ্বৈতজ্ঞান ষোলআনা পাকা।
বুঝে নিত্য সত্য সেই পরমাত্মা একা॥
অপর যা দেখি স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে।
সকল অলীক মিথ্যা, সত্য কয় ভ্রমে॥
কহিতে কহিতে তত্ত্ব কথায় কথায়।
মায়াবাদে উপনীত হইলেন রায়॥
বিধিমতে এইখানে কহেন গোসাঁই।
আমার সকল গ্রাহ্য বাদ কিছু নাই॥
যেমন তুরীয় গ্রাহ্য এক ব্রহ্মে লীন।
তেমতি জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি তিন॥
ব্রহ্ম যেন সত্য বোধ, তেন মায়া তাঁর।
জীব ও জগৎ দুই স্বীকার্য্য আমার॥
ব্রহ্ম জীবজগৎবিশিষ্ট এক জন।
দুয়ে দিলে বাদ কমে ব্রহ্মের ওজন॥
বেলের মতন ব্রহ্ম ধর উপমায়।
শস্য বীচ আঠা আর খোসা আছে তায়॥
শস্য রাখি অন্য সবে করিলে বর্জ্জন।
বেলের নাহিক মিলে প্রকৃত ওজন॥
মায়াশক্তি-বলে জীবজগৎ উদ্ভব।
নিত্য লীলা উভয়েই একের বৈভব॥
বুঝাইতে মায়াতত্ত্ব কন তুলা দিয়ে।
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি অভেদ উভয়ে॥
উপমায় জ্যোতিঃসহ মণি যেইরূপ।
সেইমত শক্তিসহ ব্রহ্মের স্বরূপ॥
ভাবিলেই মণিখানি জ্যোতিঃ আছে তায়।
উপলব্ধি হয় মণি জ্যোতির প্রভায়॥
পুনরায় জ্যোতিঃ যেথা মণি বিদ্যমান।
ছাড়াছাড়ি নাহি দুয়ে একের সমান॥
দোঁহেদোঁহা বিদ্যমান অবিচ্ছিন্নভাবে।
ব্রহ্মের ওজন যায় সৃষ্টির অভাবে॥
একাকী সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় তিনি।
শক্তি-ভেদে আখ্যা-ভেদ নানা নামে জানি
বিশেষিয়া কন প্রভু শক্তির বাখানে।
সৃষ্টিস্থিতিলয় যেথা শক্তি সেইখানে॥

যেই বলে চলে কর্ম্ম শক্তি বলি তারে।
শক্তির বিচিত্র খেলা সৃষ্টি চরাচরে॥
লীলাস্বরূপিনী আদ্যাশক্তি নামে কয়॥
শক্তিই সচ্চিদানন্দ আর কেহ নয়॥
উপমা ধরিলে তত্ত্ব হইবে সরল,
মনে কর পূর্ণব্রহ্ম ঠিক যেন জল॥
যদি সেই জলমধ্যে হয় সমুত্থিত।
ভীষণ তরঙ্গমালা বিম্ব সমন্বিত॥
জলেতে তরঙ্গ বিম্ব উঠে যে সকল।
অপর কিছুই নয় সেই এক জল॥
শক্তির প্রভেদে মাত্র বিবিধ আকার।
কাহারও তরঙ্গ নাম বুদ্বুদ কাহার॥
আকারে নামেতে মাত্র বিভিন্ন কেবল।
বস্তুগত সকলেই সেই এক জল॥
স্বরাটে বিরাটে নিত্যে সাকার লীলায়।
তিনিই একক মাত্র বুঝ মহাদায়॥
নিত্য থেকে লীলা, লীলা উঠে চিদাকাশে
ইচ্ছামত করি কর্ম্ম পুনঃ তায় মিশে॥
প্রভুর উপমা, চিৎ সাগর যেমন।
তাহে যদি গুরু-বস্তু হয় নিপতন॥
তখনি তরঙ্গ তুলে নাহি দেরি আর,
কায়াবৃদ্ধিসহ সিন্ধু-সলিলে বিস্তার॥
তরঙ্গের যদবধি সত্বা রহে জলে॥
ইহাকেই নিত্য থেকে লীলান্তর বলে॥
পুনশ্চ তরঙ্গ যবে জলে হয় লয়।
তখন তাহাকে লীলা-থেকে-নিত্যে কয়॥
মায়ালীলা বাদ-দেওয়া জ্ঞানীদের আছে।
ভক্ত লহে উভয়েই, অতো নাহি বাছে॥
ঠিক ঠিক ভক্ত যেবা তাহার লক্ষণ।
বেদান্তবিচারে কভু নাহি টলে মন॥
স্বপ্নবৎ মিথ্যা মায়া সাব্যস্ত বিচারে।
হাজার শুনাও তবু ফিরে আসে ঘরে॥
জ্ঞান বিচারেতে যদি ভক্তি প্রেম কমে।
দ্বিগুণ বেগে পুনঃ আসে কালক্রমে॥

পরে অবতারবাদ কন ধীরে ধীরে।
পিযূষপূরিত ভাষ শুনে প্রাণ হরে॥
চোদ্দপুয়া নরাধারে অখিলের পতি,
থালির ভিতর যেন ঐরাবৎ হাতি॥
জীবের বুদ্ধিতে লাগে অসম্ভব কাণ্ড,
কেন না অত্যন্ত ক্ষুদ্র ধারণার ভাণ্ড।
বৃহত্তে অবোধ্য যেন পরমঈশ্বর।
তেমতি অবোধ্য তিনি অণুর ভিতর॥
নরাধারে ঐশ্বর্য্য সমানভাবে রাজে।
বৃক্ষের সম্পত্তি যেন অতি ক্ষুদ্র বীজে॥
অসীম অনন্ত সত্য অদ্বিতীয় তিনি।
পরমেশ পরাৎপর অখিলের স্বামী॥
কিন্তু যদি ইচ্ছা তাঁর হয় মনে মনে,
অবতার বেশে এই মর্ত্তে আগমনে॥
সংশয় সন্দেহশূন্যে বুঝিবে বারতা,
আসিতে পারেন হেন ধরেন ক্ষমতা॥
আসিতে পারেন আর আসেন ধরায়।
মানুষের মত বেশে ধরি নর-কায়॥
সঙ্গে ল'য়ে আপনার সার বস্তু সব,
মহৈশ্বর্য্য শক্তি আদি যাবৎ বৈভব॥
অবতারে হন তিনি মানব আকার।
উপমা সহিত তাহা নহে বুঝিবার॥
তিনিই তাঁহার মাত্র উপমার স্থল।
অনুভব প্রত্যক্ষের বিষয় কেবল॥
উপমায় কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র মিলে।
দুগ্ধবতী গাভী গরু তুলা এই স্থলে॥
যে অংশ গাভীর তুমি কর পরশন।
লেজ খুর শৃঙ্গ কিবা যেইখানে মন॥
ইহা অতিসত্য কথা মনে জানা স্থির,
অঙ্গাংশে পরশ হয়, পরশ গাভীর॥
সেইমত অনন্তের সার বস্তু রহে।
সীমাবদ্ধ চোদ্দপুয়া অবতার-দেহে॥
করুণায় নরমূর্ত্তি বিভু ভক্তিবশ,
অবতার স্পর্শে হয় অনন্তে পরশ॥

গাভীর সারাংশ দুধ অতিশয় মিঠে ।
লেজে খুরে নাহি মিলে, মিলে মাত্র বাঁটে
সেইমত ঈশ্বরের ভক্তি প্রেম সার ।
অন্যত্রে না মিলে; মিলে যেথা অবতার ॥
সেইহেতু পূর্ণব্রহ্ম বিভু সনাতন ।
ইচ্ছাময় শিবময় পতিতপাবন,,
ধারণ করিয়া দেহ আসেন ধরায়,
ভক্তিহীন জ্ঞানহীন জীবের শিক্ষায় ॥
আগুনের সত্বা বটে আছে সর্ব্ব ঠাঁই ।
বেশী যেন কাঠে হেন অন্যত্রেতে নাই ॥
সেইমত ঈশ-তত্ত্ব যত অবতারে ।
এতেক কিসেও নাই সৃষ্টির ভিতরে ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব কিবা বিবরণ তাঁর ।
যদ্যপি কাহারও হয় ইচ্ছা জানিবার ॥
সে যেমন অন্বেষণ যতনে করে ।
অন্যত্রেতে নয়, মাত্র মনুষ্য-আধারে ॥
নরবপু-অবতারে শক্তি বেশী রয় ।
কভু কভু পূর্ণভাবে তিল কম নয় ॥
এত বলি কন প্রভু অখিলের রাজ ।
অবতারে কি লক্ষণ করয়ে বিরাজ ॥
আধারে উঙ্কিতা ভক্তি বিকাশিত পায় ।
প্রেমভক্তি উভয়ের বন্যা ব'য়ে যায় ।
দিবা কিবা বিভাবরী প্রেমেতে বিহ্বল ।
ভাবেভরা মাতোয়ারা যেমন পাগল ॥
সর্ব্বশক্তিমান বিভু পরম-ঈশ্বর ।
অক্ষম ধরিতে তেঁহ নরকলেবর,,
এমত কহিলে বড় কথা হয় আন,
সীমাবদ্ধ শক্তি, নহে সর্ব্বশক্তিমান ॥
কাজেই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল ।
সাধু মহাত্মার বাক্যে বিশ্বাস কেবল ॥
পুরাণাদি ভক্তিগ্রন্থ শ্রদ্ধাসহকারে ।
শ্রবণ কীর্ত্তন কর্ম্ম সরল অন্তরে ॥
হীন হেয় কূটবুদ্ধি বিষম কপটী ।
মারপেঁচে সুকৌশল পেটে মুখে দুটি,,
ধনমানবিদ্যামদে যেন ভিজা শোলা,
পদে পদে সংশয় সন্দেহ মনে মলা,,
পাটয়ারি বিষয় বুদ্ধিতে সুপণ্ডিত,
হেন জনে সরলতা রহে না নিশ্চিৎ ॥
সরলতাবিহনে বিশ্বাস নাহি হয় ।
সেই ভক্তি, যার নাম বিশ্বাস প্রত্যয় ॥
সরলতা কহে কারে তাহার লক্ষণ ।
উপমা ধরিয়া দেখ' বালক যেমন ॥
শিশুসম সরলতা যে আধারে থাকে ।
কৃপানিদানের কৃপা অধিক তাহাকে ॥
ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, প্রাপ্য দৃঢ় জ্ঞানসহ ।
অনুরাগ ভরে তাঁরে খুজে যদি কেহ,,
হোক্ অবতারবাদী কিম্বা বিপরীত,
মনবাঞ্ছা পূর্ণ তার সময়ে নিশ্চিৎ ॥
নিরাকার সাকার সে এক ভগবান্ ।
রুচি অভিমত পথে করহ পয়ান ॥
পরিণামে এক বস্তু এক ফল যুটে ।
যে দিগে সন্দেশ খাও সেই দিগে মিঠে
সাকার ও নিরাকার দোহে সমতুল ।
লাভের উপায় এক অনুরাগ মূল ॥
সর্ব্ববিধভাবযুক্ত অখিলের পতি ।
ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি ॥
অটল অচলবৎ আপনার ভাবে ।
অনুরাগ বেগে যেবা সিন্ধুনীরে ডুবে,,
দুর্লভ মাণিক রত্ন লাভ হয় তার,
জলের উপরিভাগে বিফল সাঁতার ॥
ঈশ্বরের সাধনায় সাধনা বিধান ।
পূজা জপ ধ্যান আর নাম গুণগান ॥
বিনা কর্ম্মে নাহি ফল কর্ম্মের জীবনে ।
কর কর্ম্ম ভগবান্ লাভের কারণে ॥
সিদ্ধি সিদ্ধি বলিয়া তুলিলে উচ্চ ভাষা ।
কোথায় কাহার কভু হইয়াছে নেশা ?,,
আনিয়া সিদ্ধির পাতা বাটিয়া তাহারে,
পানীয় প্রস্তুতে যদি উদরস্থ করে,,

তখন তাহাতে নেশা হয় সুনিশ্চিত,
অনুরাগ-নেশা হেতু সাধনা বিহিত ॥
সাধনার স্থান বিধি অতি নিরজনে।
জন মানবেতে যেন কেহ নাহি জানে ॥
যুক্তিযুক্ত বেড়া বাঁধা কঁচি চারাগাছে।
কারণ, পশুতে তাহে নষ্ট করে পাছে ॥
কালে যবে মোটা বৃক্ষ, গুঁড়ি কাণ্ড ভারি।
তখন বাঁধিলে তাহে মদ-মত্ত করি,,
হেলায় আটক রাখে অনিষ্টবিহনে,
তেন ধারা যাবতীয় সাধকের গণে ॥
প্রথমে গোপনে কর্ম্ম সমুচিত হয়।
যদবধি হরিপদে ভক্তি-লাভ নয় ॥
বিশ্বাস বিমল-ভক্তি বলে বাঁধি ছাতি।
সংসারে প্রবেশে পরে নাহি কোন ক্ষতি ॥
মন রূপ দুধে পাতি দধি নিরজনে।
মন্থন করিয়া জ্ঞান-ভক্তির মাখনে,,
'ভাসাইয়া রাখ' যদি সংসারের নীরে,
মিশিবে না, ভাসিবেক তাহার উপরে ॥
কিন্তু এই মন-দুধে, দুধ অবস্থায়।
সংসারের জলে কেহ যদ্যপি ভাসায়,,
দুধে নাহি রহে দুধ, যায় মিশাইয়া,
আপনার রূপ গুণ বর্ণ হারাইয়া ॥
সাধনভজনকর্ম্মে যেবা শক্তিহীন।
সংসারের গুরুভারে দেহ জীর্ণ ক্ষীণ,,
তারে বিধি দিলা প্রভু দয়ার সাগর,
অম্মোক্তারনামা দিতে হরির উপর ॥
অবিকল রীতি যথা বিড়ালশাবকে।
মিউ রবে রহে সেথা মা যেথায় রাখে ॥
অন্যত্রে যাইতে কভু চেষ্টা নাহি তার।
যদ্যপি সেথানে হয় জীবন সংহার ॥
ভার সমর্পিয়া মায় করিলে বিশ্বাস।
নিশ্চয় সময়ে হয় পূর্ণ মন-আশ ॥
আছয়ে ত্রিবিধ সিদ্ধ শুন সমাচার।
নিত্যসিদ্ধ, কর্ম্মসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ আর ॥
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত বেদবিধিছাড়া।
স্বভাবত রাগাত্মিকা ভক্তিপ্রেমেভরা ॥
চিরভক্ত, ঈশ্বরের অঙ্গেতে জনম।
উপমা পাতাল-ফোঁড়া শিবের মতন ॥
কামিনী-কাঞ্চন নাহি রাখয়ে পিরীতি।
স্বভাবতঃ তে-সবার মৌমাছির রীতি ॥
ঈশ্বরের পদাম্বুজে ঘুরিয়া বেড়ান।
হরি-রস রূপ মধু শুধু করে পান ॥
সাধ্য সাধনায় সিদ্ধ যেবা ভাগ্যবান।
অপর শ্রেণীর তেঁহ কর্ম্মসিদ্ধ নাম ॥
অনেক কষ্টের কর্ম্ম বহু শ্রম তায়।
ঘুরে ঘুরে নদী পার যেন বরিষায় ॥
কৃপাসিদ্ধ যেই জন, ধন্য কৃপাবল।
অনায়াসে ঘরে ব'সে খায় পাকা ফল ॥
সাধন-ভজন নাহি আবশ্যক তার।
যেখানেতে ঈশ্বরের কৃপার সঞ্চার ॥
যেমন বিউনি হাতে নাহি প্রয়োজন।
বহে যদি সুশীতল মলয় পবন ॥
বিবেক-বিরাগ বিনা শাস্ত্র আলোচনা।
সে কেবল অবিদ্যার মাত্র বিড়ম্বনা ॥
হাজার থাকিলে শক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা।
তাঁহাতে না দিলে ডুব নাহি পায় ধরা ॥
শাস্ত্রেতে উল্লেখ মাত্র লাভের উপায়।
বিশেষ বুঝিয়া দেখ' পত্র উপমায়,,
পত্রে লেখা পাঠাইতে সন্দেশ কাপড়,
পাঠান্তে পত্রের আর রহে না আদর ॥
সার মর্ম্ম সন্দেশ কাপড় রাখি মনে।
পত্র ফে'লে দিয়া যায় বস্তুর সন্ধানে ॥
সন্ধান যে করে তাঁয় ব্যাকুল অন্তরে।
নিশ্চয় তাঁহায় তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়ে ॥
যে কৃপার বলে মিলে হরি-দরশন।
দরশন পরে রঙ্গে কথোপকথন ॥
মন্ত্রে কল্পনায় নহে, প্রত্যক্ষ চাক্ষুষে।
তোমায় আমায় যেন এক ঠাঁই ব'সে ॥

এত বলি খেদসহ কহিলেন রায়।
কারে বলি, কেবা করে বিশ্বাস কথায়॥
সাধনা শাস্ত্রের সার প্রভুর বচন।
সন্তপ্ত চিত্তের সুখ শান্তির আশ্রম,,
সাহস-ভরসাভরা অক্ষরে অক্ষরে,
দীন দুঃখী দুর্ব্বলের ভবনদীপারে॥
আসক্তির কূপে মগ্ন যত জীবগণ।
দারা-পুত্র-ধন-মানে গত প্রাণ মন,,
শুনিলে ত্যাগের কথা রোমাঞ্চিত কায়,
কানেতে অঙ্গুলি দিয়া ছুটিয়া পালায়॥
দয়ায় কাতর হিয়া প্রভু নারায়ণ।
পতিত উদ্ধার কাজে মর্ত্ত্যে আগমন,,
বিবিধ সাধন-পথের কত বিধান
যাহে জীবে হরি-পথে হয় আগুয়ান॥
সন্নিধানে আসে যারা সময় বিশেষে।
গেঁঠে বেঁধে দেন রত্ন বারেক পরশে,,
যোগেশে মুনীশে যাহা বহুায়াসে পায়,
কাহারও প্রাপ্তির আশে আয়ু কেটে যায়॥
মানের কাঙ্গালী গৃহী, যারা আসে কাছে।
নমস্কার সর্ব্বাগ্রে, আসন দান পিছে॥
সুমধুর সম্ভাষণে কুশল জিজ্ঞাসা।
সবিশেষ পরিচয় কি কারণ আসা॥
হইলে মধ্যাহ্নকাল আহারের খোঁজ।
নানা দ্রব্য শ্রীমন্দিরে আসে রোজরোজ॥
রসাল সুমিষ্ট ফল তাকে গাদা করা।
শিকায় মিষ্টির হাঁড়ি দিনেরেতে ভরা॥
সর্ব্বানুপ্রবিষ্ট প্রভু সর্ব্বভূতে বাস।
লৌকিকে কেবলমাত্র কথায় তল্লাস॥
সর্ব্বজ্ঞত্ব গুণে কিন্তু সব আছে জানা।
কে কি কোথা কেন কার কিরূপ বাসনা।
যে রসে মজিবে মন যাহে পুষ্টিকর।
তারে দেন সেই রস রসের সাগর॥
যাহাতে যাহার রুচি, তাই দিয়া তায়।
হরি পথে আকৃষ্ট করেন প্রভুরায়॥

নাই যায় সংসারীর আসক্তি সংসারে।
অথচ মঙ্গল নাই যদি নাহি ছাড়ে,,
সেইহেতু সংসারীর মঙ্গল বিধায়ে,
কি বলিলা প্রভুদেব শুন মন দিয়ে॥
সাধনভজন পক্ষে সংসার আশ্রম।
অতি নিরাপদ ঠাঁই কিল্লার মতন॥
কামিনীকাঞ্চন তথা আছে মূর্ত্তিমান।
নিরাসক্তভাবে রবে সদা সাবধান॥
সবিচারে উভয়েরে করিলে ব্যাভার।
সাধন-সময়ে করে মহা-উপকার॥
প্রকৃত সংসারী যেবা তাহার লক্ষণ॥
সংসারে কেবল দেহ, হরিপদে মন॥
নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে সংসারের কাজ।
মনখানি হরিপদে করিবে বিরাজ॥
নির্লিপ্ত কেমনে হবে তাহার উপায়।
শুন কি বিধান তাহে দিলা প্রভুরায়॥
সংসারীর উপযুক্ত নিরজনে বাস॥
অধিকন্তু বৎসরেক ন্যূনে এক মাস॥
ঈশ্বর চিন্তায় কালে রবে অবিরত।
প্রার্থনা করিবে তাঁয় হ'য়ে ব্যাকুলিত॥
মনে মনে জানাইয়ে পরম-ঈশ্বরে।
হে হরি আমার কেহ নাহি ত্রি-সংসারে।
যাহাদিগে বলি আমি আপনার জন।
তাহারা কেবল দিন দুয়ের মতন॥
তুমি হরি একমাত্র সর্ব্বস্ব আমার।
বিষম সংসার সিন্ধু-পারের কাণ্ডার॥
পথহারা জনে দাও বলিয়া উপায়।
কেমন করিয়া আমি পাইব তোমায়॥
যত দিন সাবালক নহে পুত্রগণ।
তদবধি সমুচিত লালনপালন॥
পতিপ্রাণা রমণী যত্তপি রহে তার।
ভরণপোষণে রবে বিহিত যোগাড়॥
ধর্ম্ম-উপদেশ শিক্ষা সর্ব্বথা প্রকারে।
যত দিন রবে প্রাণ দেহের ভিতরে॥

সঞ্চয় রাখিবে কিছু তাহার কারণ।
তোমার বিগতে হবে ভরণপোষণ ॥
কিন্তু যদি হয় তেঁহ অসতী-আচার।
রাখিতে হবে না কিছু ভবিষ্য যোগাড় ॥
জ্ঞানী গৃহী-জনে যোগ্য এই সব পালা।
জ্ঞানোন্মাদে খণ্ডে বঠে পোষ্য ভার জ্বালা ॥
গৃহীর কর্ত্তব্য তবে হয় হস্তান্তর।
পোষ্যের পোষণে চিন্তা করেন ঈশ্বর ॥
নাবালক রেখে যদি মরে জমিদার।
তখনি কোম্পানি লহে বালকের ভার,
পাঠাইয়া অছি এক আপনার জন,
বালকে, বিষয়ে করে রক্ষণাবেক্ষণ ॥
জনক, বশিষ্ঠ, ব্যাস নির্লিপ্ত সংসারী।
দুই হাতে ঘুরাতেন দুই তরবারি ॥
একখান জ্ঞান আর কর্ম্ম একখান।
জ্ঞানহীন সংসারীতে জানে না সন্ধান ॥
অস্ত্রশস্ত্রে অঙ্গ রক্ষা, জ্ঞানে আত্মা রাখে;
জ্ঞানী জনে ভগবানে চোখে চোখে দেখে ॥
যতক্ষণ নহে জ্ঞান ততক্ষণ তিনি।
জ্ঞান রত্ন লাভে হয় সেই তিনি-ইনি ॥
সতত হৃদয় মধ্যে হরি-দরশন।
এই হয় ঠিক ঠিক জ্ঞানীর লক্ষণ ॥
অপর লক্ষণ কিবা শুন পরিচয়।
দেহাত্মবুদ্ধির হয় একবারে লয় ॥
স্বতন্তর বোধ হয় দেহেতে আত্মায়।
শুষ্কজল খোড়ো নারিকেল উপমায় ॥
শস্যের সঙ্গেতে মালা ভিন্ন হয় কালে।
খট্ খট্ করে শব্দ হাতে নাড়া দিলে ॥
আর এক তাহার তুলনা পরিপাটি।
দুই তিন বৎসরের শুষ্ক আম আঁঠি ॥
দেহেতে আত্মায় যার ভিন্ন হ'য়ে যায়।
সে হ'য়ে জীবন-মুক্ত বেড়িয়ে বেড়ায় ॥
জীবনমুক্তের দশা বুঝিয়ে নিশ্চিৎ।
দেহ-সুখে দুঃখে তেঁহ সমন্ধরহিত ॥
জ্ঞানীর লক্ষণে আর শুনহ প্রমাণ।
যখন সে শুনে কাণে ঈশ্বরের নাম,
তখনি পুলক অঙ্গে, চক্ষে বহে নীর।
নিজে হারা প্রাণে সারা লোমাঞ্চ শরীর ॥
আসক্তি গিয়াছে তাঁর কামিনীকাঞ্চনে,
মনোরথ সিদ্ধ পূর্ণ হরি-দরশনে ॥
বিষয়ের রসে মন বিশুষ্ক যেথায়।
হরি উদ্দীপনা তাঁর কথায় কথায় ॥
উপমা ইহাতে এক অতি পরিপাটি।
যেমন বিশুষ্ক দিয়াসিলায়ের কাঠি ॥
খসিলেই একবার জ্বলে উঠে ভাল।
বিদূরিত তমজাল ঠাঁই করে আলো ॥
বিষয়ের আসক্তিতে আর্দ্র যেথা মন।
সে মনে না হয় কভু হরি-উদ্দীপন ॥
ভিজা মন শুকাইতে কেবল উপায়।
ব্যাকুল অন্তরে খালি ডাকা শ্যামা-মায় ॥
মায়ে যদি হয় বোধ মায়ের মতন।
তিলেকে বিষয়-রসে শুষ্ক হয় মন ॥
আসন্ন সময়ে যাহে মনে পড়ে মায়।
জীবের উচিৎ চিন্তা তাহার উপায় ॥
অন্তিমে স্মরিয়া তাঁরে ছাড়ে যে জীবন।
পুনরায় নহে আর জঠরে জনম ॥
ঈশ্বরের নামে পদে রাখিয়া বিশ্বাস।
উপায়ের হেতু নিত্য করিবে অভ্যাস ॥
আচার্য্যগিরির কর্ম্ম কঠিনাতিশয়।
মায়ের আদেশ-শক্তি বিনা নাহি হয় ॥
সামান্য মানুষ গায়ে কিবা বল তার।
যাহাতে করিতে পারে জীবের উদ্ধার ॥
উদ্ধার মুক্তির নাম বন্ধনে মোচন।
যাহাতে না হয় আর পুনশ্চ জনম্ ॥
ভুবনমোহিনী মায়া যাঁর হাতে গড়া।
কাহার শকতি দেয় মুক্তি, তিনি ছাড়া ॥
একা সে সচ্চিদানন্দ গুরু কর্ণধার।
তাঁহার ইচ্ছায় মাত্র মায়ায় নিস্তার ॥

সৎ-গুরু পায় যদি কোন ভাগ্যবান।
সত্বর উদ্ধার সর্ব্ব পাশে পায় ত্রাণ॥
উপমায় ভেক যেন বেশী নাহি ডাকে।
বিষধর ভুজঙ্গমে ধরিলে তাহাকে॥
বিষহীন ঢোড়ায় ধরিলে কিন্তু তায়।
নিরন্তর ডাকে তেহ মর্ম্ম বেদনায়॥
নিরন্তর রব কেন শুন বিবরণ।
গিলিতে ছাড়িতে ঢোড়া উভয়ে অক্ষম,
সেইমত সৎগুরু ধরেন যাহায়,
দুই তিন ডাকে তার অহঙ্কার যায়॥
এই অহংকার মায়া ঘন-আবরণ।
লুকায়ে যে রাখে কৃষ্ণ মুরলি-বদন॥
যেবা পড়ে কাঁচা-গুরু ঢোরার পাল্লায়।
ভবের বন্ধনে মুক্ত কখন না পায়॥
গুরু শিষ্য উভয়ের দারুণ যন্ত্রণা।
কানার কি হবে! যদি নেতা হয় কানা॥
মায়া অহংকার কিবা ঘন আবরণ।
বাখানিয়া এইখানে প্রভুদেব কন॥
মেঘে যেন ঢাকে সূর্য্যে জগৎ লোচনে।
মায়ায় লুকায়ে তেন রাখে ভগবানে॥
নিকটে ঈশ্বর, জীব দেখিতে না পায়।
মায়া আবরিয়া রাখে তাঁহার মায়ায়॥
আড়াই হাতের দূরে রামচন্দ্র যান।
মায়া-রূপা সীতাদেবী মধ্যে ব্যবধান,,
সেহেতু লক্ষণ-জীব দেখিতে না পায়,
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম কাছে আগে যায়॥
ঈশ্বর সান্নিধ্যে কত ঈশ্বর কোথায়।
বিধিমতে বাখানিয়া কন্ প্রভুরায়॥
জীব ত সচ্চিদানন্দ তাঁহার স্বরূপ।
মায়ায় উপাধি ভেদে ভুলিয়াছে রূপ॥
মায়া উপাধির ভেদে যত জীবগণ।
নানা ভাবে নানা রূপে বিভিন্ন রকম॥
মায়া-অহংকারে ভিন্ন কি প্রকার সেটি।
জলের উপরিভাগে ঠিক যেন লাঠি॥
এক জল, তাহে লাঠি ফেলার কারণ।
দুভাগে বিভক্ত জল হয় দরশন॥
হেথা লাঠি অহংকার উপাধি কেবল।
দেখিবে, লইলে তুলে খালি এক জল॥
এই অহংকারোপাধি করিলে বর্জ্জন।
তখনি তোমাতে হবে তব দরশন॥
গিয়ানে হইতে পারে অহংকারহীন।
কিন্তু সেই জ্ঞান-লাভ বড়ই কঠিন॥
ধ্রুব নষ্ট অহংকার সমাধিস্থ জনে।
মন যবে সহস্রায় সপ্তমের ভূমে॥
জীবে বদ্ধ, যে আমি বা অহংকারে করে।
সে আমি বজ্জাৎ-আমি কাঁচা বলি তারে॥
এই আমি ভবপাশে বন্ধনের গোড়া।
ইহারে না মারা যায় যোলআনা খারা॥
একান্ত যদ্যপি এই আমি নাহি মরে।
দাস-আমি হয়ে রহ তাঁহার গোচরে॥
দাস-আমি, আমি বটে, কিন্তু সেটি পাকা
জলের উপরে নহে লাঠি, মাত্র রেখা॥
প্রধান উদ্দেশ্য ইহা লইয়া জনম।
যে কোন উপায়ে করা হরি-দরশন॥
হরিপুরে যাইবারে হরিদরশনে।
সহজ ভক্তির পথ হাল্কের আইনে॥
দরশন যেন তেন ভক্তিতে না পায়।
প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি দরশনোপায়॥
প্রেমে, অনুরাগে এই ভক্তির গঠন।
মনের প্রকৃতি সেথা প্রমত্ত বারণ॥
বারণ না মানে ধায় পরাণ বিহ্বল।
ছিন্ন করি জাতিকুলশীলের শিকল॥
মনে নাই আছে কি না আছে দেহখানি।
কৃষ্ণের লাগিয়া যেন ব্রজের গোপিনী॥
আর এক আছে ভক্তি বৈধি নামে জানা।
ধর্ম্ম যার খালি কর্ম্ম ধ্যান আরাধনা॥
বহুকাল জপ পূজা কৈলে আচরণ।
ক্রমে ফুটে রাগাত্মিকা ভক্তিরত্নধন॥

শাস্ত্র-বিধি সব যায় রাগাত্মিকা এলে।
শুষ্ক পত্র তৃণ যেন উড়ায় ভিঁড়লে॥
কর্ম্ম বৃক্ষ উৎপাটন, সহ্ম শক্ত গোড়া।
প্রেমিকের ভিন্ন গতি বেদবিধিছাড়া॥
বিশ্বগুরু কল্পতরু প্রভু গুণধাম।
প্রতি ধর্ম্মপন্থীমাত্রে আশ্রয়ের স্থান॥
শাক্ত, শৈব, কর্ত্তাভজা বহুল বহুল।
নবরসিকের মতে সাধক বাউল॥
পঞ্চনামে উপাসক বৈষ্ণবের দল।
রামাৎ সন্ন্যাসী সাধু অতিথি সকল॥
দ্বিবিধ বেদান্তবাদী জ্ঞানমার্গে যাঁরা॥
শিকজাতি অবিহিত নানকপন্থীরা॥
ইদানির ব্রহ্মজ্ঞানী নূতন ধরণ।
দরবেশি আল্লাভজা জাতিতে যবন॥
আর আর বহুবিধ বাহুল্য বাখান।
রাজধর্ম্ম-অবলম্বী ম্লেচ্ছ খৃষ্টিয়ান॥
সহস্র সহস্র কত ধর্ম্মহীন জনা।
কোন্ মতে পথে যাবে জানে না ঠিকানা॥
এ ছাড়া গাছের পাখী প্রভুপদে মন।
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ গণ॥
সুবিখ্যাত শাস্ত্রবেত্তা দেশে সুবিদিত।
ইন্দেশের গৌরী, ন্যায়ে পরম মণ্ডিত॥
ধীর একে, তাহে সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধনে।
হীরকের খণ্ড যেন মণ্ডিত কাঞ্চনে॥
নৈয়ায়িক নারায়ণ শাস্ত্রী গুণধর।
কাটিলা যে বহু কাল প্রভুর গোচর॥
চতুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমতী ব্রাহ্মণী যে জন।
শ্রীপ্রভু করেন যবে সাধনভজন,,
হঠাৎ আসিয়া যেবা প্রভুর নিকটে,
গৌরাঙ্গাবতার প্রভু পুরীমধ্যে রটে॥
তোতাপুরী; প্রভুদেবে দিলা যে সন্ন্যাস।
কাটাইলা পুরীমধ্যে একাদশ মাস॥
বৰ্দ্ধমান-অধীপের সভার পণ্ডিত।
নানাশাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা খ্যাতি সমন্বিত॥

নাম পদ্মলোচন ধীরেন্দ্র এক জনা।
প্রভু দরশনে যাঁর সফল বাসনা॥
দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদান্তিক জন।
কাশির মঠের, তাঁর চেলা অগণন,,
শ্রীপ্রভুর সমাধিস্থ অবস্থা দেখিয়া,
বিস্ময়ে কহিলা যেবা আক্ষেপ করিয়া,,
শাস্ত্রপাঠীগণে করে খোলের ভক্ষণ,
মহাপুরুষেরা খান কেবল মাখন॥
মহাভক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।
প্রভুরে দেখিয়া হৈলা বাক্যহারা যিনি॥
ব্রাহ্মভক্তচূড়ামণি কেশব সজ্জন।
গোপনে পূজিলা যেবা প্রভুর চরণ॥
দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন কোন্নগরে ঘর।
যে মাগিল পরাজয় প্রভুর গোচর॥
শ্যামাপদ ন্যায়রত্ন খ্যাত সাধারণে।
লুটাইল যেবা মোর প্রভুর চরণে॥
কুঁচাকুলে খ্যাত-নাম শ্রীরাম পণ্ডিত।
প্রভু ভগবান যাঁর ধারণা নিশ্চিৎ॥
এই সব ধীরবর্গ সাধু ভক্তগণে।
ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা কথোপকথনে,,
শ্রীবদনে যাবতীয় কহিলা গোসাঁই,
তার মধ্যে শাস্ত্র গ্রন্থ কিছু বাদ নাই॥
সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে অদ্যাবধি যত।
যাবৎ ঘটনাবলী সকল কথিত॥
সরল ভাষায় আর সংক্ষেপ প্রকারে।
শিশু বালকেও যেন বুঝিবারে পারে॥
পরিহরি নিদ্রাহার জগৎ-গোসাঁই।
কত যে কহিলা তার লেখাজোখা নাই॥
কষ্টসাধ্য নানাবিধ সাধন ভজনে।
গিয়াছে গায়ের বল শারীরিক শ্রমে॥
শ্রীঅঙ্গের অস্থি মাংস কোমল এমন।
ননীতে গঠিত যেন এতই নরম॥
এখন কেবল মাত্র রসনায় জোর।
হিত উক্তি উপদেশে সতত বিভোর॥

কহিতে কহিতে কভু অবসন্ন প্রায়।
ভাবাবেশে বলিতেন সম্বোধিয়া মায়॥
একা আমি কত কব, না যায় কথনে।
শক্তি দেহ বিজয়ে, গিরীশে আর রামে॥
আরও আরও ভক্তিমান দুই এক জন।
পুঁথিমধ্যে নামোল্লেখ তাঁদের বারণ॥
জীবহিতব্রত প্রভু মঙ্গলনিদান।
জীবের কল্যাণে কৈলা আপনারে দান॥
আপনারে দান কিসে শুন মন দিয়া।
সাধনভজন সব জীবের লাগিয়া॥
সাধনায় ভগ্ন-স্বাস্থ্য শারীরিক বল।
দেহেতে আছিলা মাত্র পরাণ কেবল॥
তাও এবে ওষ্ঠাগত রসনা চালনে।
পরে একবারে দান জীবের কল্যাণে॥
কহিতে দারুণ কথা বিদরে হৃদয়।
লীলাগীতি শুনে পরে পাবে পরিচয়॥
কণ্ঠই পঞ্চম ভূমি বেদের বচন।
যেই ঠাঁই অবস্থিতি কৈলে পরে মন॥
ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা একমাত্র স্ফুরে,
অবিরত দিবারাত্র রসনার দ্বারে॥
এই ঠাঁই শ্রীগোসাঁই অধিক সময়।
জীবে দিতে ঈশতত্ত্ব বহু বাক্য ব্যয়॥
সেইহেতু শ্রীকণ্ঠের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে।
সামান্য বেদনা বোধ হইল এক্ষণে॥
পশ্চাতে ভীষণ হেন বলিবার নয়।
যাহার যাতনা কষ্টে পরাণ সংশয়॥
এতেক প্রভুর কষ্ট জীবের কারণে॥
তবু না চাহিল জীব শ্রীচরণপানে॥
হায় প্রভু জীব নামে মোরা কিবা জীব॥
দেখিয়া জীবের বুদ্ধি বাহিরায় জিব॥
জীবত্রাতা শিবময় তুমি সনাতন।
পাপতাপহারী হরি পতিতপাবন॥
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু বিভু পরমেশ,
অজ্ঞানতিমিরনাশ বিশ্বগুরুবেশ॥
সচ্চিৎ-আনন্দময় মানবমূরতি,
পূর্ণব্রহ্ম লীলা-প্রিয় অগতির গতি॥
রতি মতি দিয়া পদে করুণানিদান,
অধমে শরণাপন্নে কর পরিত্রাণ॥
আরম্ভ হইল এই গলদেশে ব্যথা।
পরে কি হইল পাবে পশ্চাতে বারতা॥
রামকৃষ্ণলীলাকথা অমৃত সমান।
শ্রবণ কীর্ত্তনে হয় পরম কল্যাণ॥
সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি।
এক মনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি।

ভক্তের ঠাকুর।

জয়প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি। জয় মাতা শ্যাম-সুতা জগত-জননী॥
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দোঁহাকার এ অধম মাগে পদরজ সবাকার॥

সুমধুর লীলাকথা অতি সুললিত।
অক্ষরে অক্ষরে তাহে বরষে অমৃত॥
নিশ্চিৎ শীতল প্রাণ শ্রবণ কীর্ত্তনে,
প্রেমভক্তি পায় স্ফূর্ত্তি ভারতীর গুণে॥
আজ্ঞাগত শ্রীপ্রভুর দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাইতে দক্ষিণশ্বরে কৈলা আয়োজন॥
সঙ্গে ল'য়ে ভক্তিমতী সরলা গৃহিণী।
আর তাঁর পক্ককেশা বৃদ্ধক জননী॥
বিহারী মুখুয্যে এক আপনার জন।
কৌল শাক্ত প্রভুপাদ ভক্তি বিলক্ষণ॥
যার প্রতি দেবেন্দ্রের পড়ে কৃপা-কণা।
সেখানে নিশ্চয় হয় প্রভুর করুণা॥

স্বচক্ষে লীলার হাটে কৈনু দরশন।
প্রভু রাজি, রাজি যেথা দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥
বিহারী গরিব বড় বাহারিতে ঘর।
অর্থ-উপার্জ্জনে আসে সহর ভিতর।
দৈবযোগে দেবেন্দ্রর সঙ্গে পরিচয়।
সন্তানের সম গণি দিলেন আশ্রয় ॥
পাত্র দেখি পুত্রাপেক্ষা করেন যতন।
চাকরি করিয়া দিলা মনের মতন ॥
অর্থ পরমার্থে দুয়ে পূর্ণ অভিলাষ।
জনশ্রুতি কহে সৎসঙ্গে কাশীবাস ॥
দেবেন্দ্রর কৃপায় তাহারে কৃপাবান।
ভক্তাধীন ভক্ত-প্রিয় প্রভু ভগবান্ ॥
প্রভুদেব এক দিন দেবেন্দ্রকে কন।
বিহারী প্রকৃত সিদ্ধ কৌল একজন ॥
শুন দিনেকের কথা কহি তোরে মন।
সরস্বতী পূজা করে বিহারী ব্রাহ্মণ ॥
প্রত্যক্ষ দর্শন, মূর্ত্তি মাটি দিয়া গড়া।
হেলে দুলে খেলে যেন জীবন্তের পারা ॥
বিহারীর পূজা এত ভক্তিসহকারে।
চিন্ময়ীর আবির্ভাব মৃন্ময়-আধারে ॥
সেই সে বিহারী আজি মহা ভাগ্যবান।
দেবেন্দ্রর সঙ্গে প্রভু দরশনে যান ॥
বহু অগ্রে শুনেছেন দেবেন্দ্রর মাতা।
পুরীর মধ্যে ত আছে অনেক দেবতা ॥
সেহেতু দেবতাদের পূজার কারণে।
গুড়ের বাতাসা কিছু আনাইলা কিনে ॥
সেগুলি পুটুলিমধ্যে করিল বন্ধন।
এ বিষয়ে স্ত্রীজাতির ব্যবস্থা যেমন ॥
ব্যাপার গোপনে রহে কেহ নাহি জানে।
দেবেন্দ্র মিষ্টান্ন লন প্রভুর কারণে ॥
তরী-আরোহণে হয় গমন তথায়।
যেথানে বিরাজমান রামকৃষ্ণরায় ॥
নিদাঘের কাল ইহা অতি ভয়ঙ্কর।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড জ্বলে মাথার উপর ॥

আড়াই প্রহর বেলা গগনে এখন।
ছোট খাটে উপবিষ্ট প্রভু নারায়ণ ॥
একে একে প্রণাম করিলা সবে তাঁয়।
বুড়ী থাগি শ্রীপ্রভুর মুখপানে চায় ॥
বাৎসল্য উদয় হৈল প্রভুর উপরে।
অকল্যাণ হবে তাই প্রণমিতে নারে ॥
অন্তর বুঝিয়া তবে উঠিয়া ত্বরিতে।
বালকের মত প্রভু ধরিলেন হাতে ॥
মাতৃবৎ সম্ভাষণ করিয়া তাঁহায়।
বুড়ীরে বসান প্রভু নিজের খট্টায় ॥
শিশু সম এক পাশে আপনি বসিয়ে।
কথোপকথন কত যেন মায়ে পোয়ে ॥
বুড়ীর আনন্দ এত নাহি লেখাজোখা।
বাতাসার পুটুলি বগলে রাখে ঢাকা ॥
বগলে পুটুলি আছে মোটে নাই মনে।
ঘন ঘন চান থালি শ্রীমুখের পানে ॥
শিশু সম তাযে প্রভু কহেন তখন।
বাতাসা খাইতে মোর হয় বড় মন ॥
নানা দ্রব্য মন্দিরেতে সাধ নহে তায়।
বাসনা হইল মাত্র গুড়ে বাতাসায় ॥
দেবেন্দ্র দিলেন মূল্য বিহারীর হাতে।
আলম্‌বাজারে গিয়া বাতাসা আনিতে ॥
সন্নিকটে দোকান নাহিক তথাকার।
সিকিক্রোশ দূর এই আলম্‌বাজার ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে চলিল বিহারী।
বাতাসার জন্য প্রভু ব্যকুলিত ভারি ॥
বাতাসা বাতাসা প্রভু ক্ষণে ক্ষণে কন।
অবিকল অল্পবয়ঃ শিশুর মতন ॥
মায়ের নিকটে যেন অতি শিশু ছেলে।
দ্রব্যের কারণে টানে ধরিয়া আঁচলে ॥
ঠিক তেন প্রভুদেব করি আলিগুলি।
বাহির করিলা ঢাকা বুড়ীর পুটুলি ॥
তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখেন প্রভুরায়।
যা খুজেন সেই দ্রব্য বাঁধা আছে তায় ॥

আনন্দের সীমা নাই দেন শ্রীবদনে।
দেবেন্দ্রে কহেন তুমি বলিলে না কেনে॥
সুন্দর বাতাসা হেথা তোমাদের কাছে।
বিহারীকে অত দূর পাঠাইলে মিছে॥
কৃপা করি কহ প্রভু তত্ত্ব সুবিশেষে।
গুড়ের বাতাসা এত মিঠে হৈল কিসে॥
শ্রীমন্দিরে নানা দ্রব্য পাত্রে পাত্রে ভরা
টাকা-সের সন্দেশ পান্তুয়া ছেনাবড়া
চন্দ্রপুলি ক্ষীরপুলি মনোহরা গজা।
বর্দ্ধমেনে সীতাভোগ মতিচুর তাজা॥
রকমারি ফল মূল সহজে না মিলে।
গুড়ের বাতাসা মিষ্ট, এ সকল ফেলে॥
কি দ্রব্য মিশান ছিল বাতাসা ভিতর।
অণুকণা দেহ তার দয়ার সাগর॥
বড়ই দারুণ দুঃখ রৈল মনে মনে॥
মম স্পর্শ-ভোজ্য নাহি উঠিল বদনে॥
অন্য কোন বস্তু প্রভু নাহি প্রয়োজন।
বিনা তব সেবা ভক্তি সেবার কারণ॥
দেহ যার না লাগিল তোমার সেবনে।
মিছার জনম তার কি ছার জীবনে॥
মহা ভাগ্যবান এই দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
প্রভুর কৃপায় কত দিব্য দরশন॥
ভাবানন্দে মগ্ন মন রহে নিরন্তর।
সংসারে থাকিতে লাগে গায়ে যেন জ্বর॥
পরিহরি গৃহবাস সন্ন্যাস কামনা।
তাহায় শ্রীরায় দেন বারম্বার হানা॥
দিনেকে দারুণ খেদ মর্ম্ম দুঃখযুত।
দণ্ডবৎ লম্ববান শ্রীপদে পতিত॥
করদ্বয়ে পদদ্বয় করিয়া ধারণ।
আর্ত্তনাদে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেন ব্রাহ্মণ॥
ভক্তের অন্তর বুঝি প্রভু ভগবান্।
আপনার ভাবে তবে ধরিলেন গান॥
ভাবে রসে গীতখানি সুন্দর কেমন।
যেমন অবস্থাগত তাহার মতন॥

গীত।

কেন নদে ছেড়ে সোণার গৌউর দণ্ডধারী হবি।
ও তোর ঘরে বধূ বিষ্ণু-প্রিয়া তার দশায় কি করবি
একে বিশ্বরূপের শোকে, শক্তিশেল রয়েছে বুকে,
তুইও কি অভাগী মাকে অকূলে ডুবাবি।

উঠাইয়া শ্রীদেবেন্দ্রে বিশ্বগুরু কন।
শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের যত ভক্তগণ„
কোন অংশে নহে কম সন্ন্যাসীর চেয়ে,
বলিতেছি রহ ঘরে, কি কাজ ছাড়িয়ে॥
মহামন্ত্ররূপবাক্য সান্ত্বনা প্রভুর॥
শুনিয়া সুস্থির চিত্ত দেবেন্দ্র ঠাকুর॥
এ হেন ভক্তের পদে মম নিবেদন।
কৃপা কর ছুটে যেন সংসার বন্ধন॥
কি সুন্দর ভক্ত সব এ বার লীলায়।
চরিত শ্রবণে ভক্তি হয় প্রভুরায়॥
শুন কই আর এক ভক্তের কাহিনী।
শ্রীমনমোহন মিত্র তাঁহার জননী॥
এখন বিধবাবস্থা পতি দেহছাড়া।
পতিপ্রাণা সতীদেবী পাগলের পারা॥
রুক্ষ-কেশ রুক্ষ-বেশ দেহে অযতন।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে কেবল জীবন॥
আহারে আচারে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসিনী।
এহেন অবস্থা প্রাপ্ত স্বভাবত তিনি॥
লৌকিক শাস্ত্রিক বিধি করিতে পালন।
বাধ্য যেন হয় অন্যে, কিন্তু নাহি মন„
এখানে তেমন নয় শুন সমাচার,
ভক্তের করম কাণ্ড শাস্ত্রবিধিপার॥
স্বভাবত হয় কর্ম্ম স্বভাবের বশে।
বুঝিতে না পারে ভাব অভাগা মানুষে॥
পতিভক্তি-অলঙ্কার বিভূষিত গায়।
কঠোর আচার মহাত্যাগিনীর ন্যায়॥
কিন্তু না তিয়াগ কৈলা দিনেকের তরে।
সুবর্ণ-বলয় আর শাড়ি লালপেড়ে॥

বিপরীত রীতি ইহা হিন্দু বিধবার।
বিধবা হইলে পরা, শাড়ি অলঙ্কার॥
তাই প্রতিবাসিনীরা করে কাণাকাণি।
কি ধারা ধরিল দেহে মিত্রের জননী॥
প্রবল নিজের ভাব অন্তরেতে বয়॥
কখন কাহারও বাক্যে কর্ণপাত নয়।
এক দিন শ্রীমন্দিরে প্রভু দরশনে।
সমাগতা মিত্র-মাতা কন্যাগণ সনে॥
সেই সঙ্গে আসিয়াছে প্রতিবাসিনিরা।
তাঁহার আচারে করে দোষারোপ যারা॥
কথার প্রসঙ্গে কথা কন গুণমণি।
স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম কিবা, তাহার কাহিনী„
প্রাণপণে পতিসেবা ধর্ম্ম-স্ত্রীজাতির,
আজীবন পতি-পদে মতি রবে স্থির„
এ নহে আমার কথা শাস্ত্রের বাখান,
সতীর পতিতে পঞ্চভাব বিদ্যমান॥
সধবা বিধবা এই দুই অবস্থায়।
সমভাবে রবে সতী পতির চিন্তায়॥
পতির দেহান্তে সতী বুঝে স্থিরতর।
আছিল নশ্বর পতি, এখন অমর॥
এত বলি বিশেষিয়া কন ভগবান্।
কোন এক রাজরাণী, তাঁহার আখ্যান॥
যত দিন সশরীরে ছিলেন রাজন।
পরিত না অঙ্গে রাণী কোন আভরণ॥
সধবা-লক্ষণ রক্ষা, পতির মঙ্গল।
সেহেতু দু-খানি রুলি দু-হাতে কেবল॥
বিধবা হইলে পরে শুন পরিচয়।
তেয়াগিয়া রুলি পরে সুবর্ণ-বলয়॥
কারণ জিজ্ঞাসা তাঁরে করে কোন জন।
বৈধব্য দশায় কেন স্বর্ণ-আভরণ॥
উত্তর করিল তারে রাণী ভক্তিমতী।
সশরীরে নশ্বর ছিলেন মম পতি„
এখন ত্যজিয়া ভূতময় কলেবর„
নিজ রূপে অবস্থিত অজর অমর॥

এত কহি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গুণমণি।
দেখাইয়া দিলা যেথা মিত্রের জননী॥
অতিশয় উচ্চ ভাব, সুন্দর কেমন।
রাণীর অন্তরে যেন, ইহারও তেমন॥
যেমন শ্রীপ্রভু, সঙ্গে তেন ভক্তমালা।
মনোহর শুন মন রামকৃষ্ণলীলা॥

আর দিনেকের কথা শুন বিবরণ।
মিত্র-জননীকে প্রভু কৈলা নিমন্ত্রণ॥
প্রসাদ পাইতে হেথা প্রভুর মন্দিরে।
নন্দননন্দিনী যত সব সমভিব্যারে॥
মিত্রের জননী মহা সৌভাগ্য গণিয়ে।
যথাদিনে উপনীত পুত্র কন্যা ল'য়ে॥
আনন্দের সীমা নাই প্রভুর অন্তরে।
নেহারিয়া একত্তর ভক্ত-পরিবারে॥
এক সঙ্গে বসাইলা ভোজনকালিনে।
খাওয়াইতে দিয়া ভার যথাযোগ্য জনে॥
নিজের ভোজন-ঠাঁই কিঞ্চিৎ অন্তর।
দিয়ালের ব্যবধান মন্দির ভিতর॥
প্রভুর কি হৈল ভাব ভোজনের কালে।
থালায় মাছের মুড়া লইলেন তুলে॥
সত্বর ফেলিয়া তাহা দিলা গুণমণি!
যে পাতে ভোজন করে মিত্রের জননী॥
মহাভাগ্যবতী তবে অসঙ্কোচ মন।
গোটা মুড়া সেই ক্ষণে করিলা ভোজন॥
নন্দন পালটি পরে আসিলে ভবনে।
মায়ে জিজ্ঞাসিল মুড়া খাইলে কেমনে॥
শুনিয়া জননী সবে করিল উত্তর।
প্রসাদ না হয় কভু দ্রব্যের ভিতর॥
প্রসাদ প্রসাদ মাত্র, প্রসাদ জিনিস।
ফল নয়, মিষ্টি নয়, না অন্ন আমিষ॥
প্রসাদের ব্যাখ্যা কিবা শুন শুন মন।
বুঝ যে করিলা ব্যাখ্যা সে জন কে জন॥
বেদবাক্যাধিক গুরু ভক্তে যাহা কয়।
প্রভুর বিরাজ স্থান যাঁদের হৃদয়॥

শ্রীপ্রভুর ভক্ত-পদে রাখি রতি মতি।
শুন ভাগবৎ রামকৃষ্ণ লীলাগীতি॥
ভক্তের যাতনা দুঃখ লাগে ভগবানে।
বাহ্যিকে বাহ্যিকে নয়, পরাণে পরাণে॥
প্রত্যক্ষ প্রমাণে, লীলা শুন অতঃপর।
ভক্ত ভগবানে নাই তিলেক অন্তর॥
গলায় বেদনা এই প্রথম প্রথম।
কোন দিন বাড়ে আর কোন দিন কম॥
এক দিন বলিল গোলাপঠাকুরাণী।
জনেক ডাক্তার আছে আমি তারে জানি॥
অতি বিচক্ষণ তেঁহ সর্ব্ব জনে রটে।
যেখানে জামাই-বাড়ি তাহার নিকটে॥
সরল প্রভুর ধারা বালকের ন্যায়।
বলিলেন, ভাল কালি যাইব তথায়॥
পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া গুণমণি।
সঙ্গে লাটু কালী ও গোলাপঠাকুরাণী॥
চলিলেন সহরেতে তরী-আরোহণে,
গঙ্গার উপরে নানা কথোপকথনে॥
এই কালী, কালী চন্দ্র বালক বয়েস।
মা বাপ ছাড়িয়া রহে যেথা পরমেশ॥
প্রভুর সেবায় রত দিবসযামিনী।
যার কাছে যেমন গোলাপঠাকুরাণী॥
মহাভক্তিমতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে।
পুঁথিতে রহিল নাম (ভক্তমা) বলিয়ে॥
ভক্তিতে অকুতোবল লজ্জা ঘৃণা নাই।
(ঘর) যেথা মাতা আর জগত-গোসাঁই॥
প্রভুর কৃপায় ভক্তি বিশ্বাসের জোরে।
আকারে প্রকৃতি কিন্তু পুরুষ আচারে॥
প্রথমে সংসারী যবে আছিলা নন্দিনী।
এখন স্বভাব ধারা যেন উদাসিনী॥
মায়ায় বিমুক্ত মন প্রভু পদে নাচে।
নির্ভয়ে গমন সঙ্গে ডাক্তারের কাছে॥
কুমারটুলির ঘাটে উতরিল তরী।
নামিলেন এই খানে করিবারে গাড়ি॥
লাটু ডাকিলেন গাড়ি শ্রীপ্রভুর লেগে।
বসিলেন ভক্তমা ঠাকুর এক দিকে॥
অন্য দিকে লাটু কালী কুমার দুজন।
এইখানে বুদ্ধিহারা এইবারে মন॥
কি ভাবের কোন্ ভক্ত, কেবা কোন্ জনা।
ব্যাভার আচার দৃষ্টে, আভাসেতে চেনা॥
পরম তিয়াগী প্রভু এবার লীলায়।
স্ত্রীজাতির গাত্রগন্ধ অসহ্য নাসায়॥
পরশে শ্রীঅঙ্গখানি যায় এঁকে বেঁকে।
কাঞ্চনে যেমন ধারা তেমন স্ত্রীলোকে॥
আজি ভক্তমার সঙ্গে একাসনে যান॥
বুঝিবারে শুদ্ধ-বুদ্ধি দেহ ভগবান্॥
লীলা দেখিবার তরে, কর মুক্ত আঁখি।
জীবনে কামনা এবে একমাত্র রাখি॥
পূর্ণকর কৃপাসিন্ধু বাঞ্ছাকল্পতরু।
তম-বিনাশন বিভু জগতের গুরু॥
বিষম সমস্যাতত্ত্ব শুন শুন মন।
আকারে দর্শন নহে বস্তুর দর্শন॥
আকারে বস্তুতে দোঁহে বিভিন্ন প্রকার।
আকার কেবল মাত্র বস্তুর আধার॥
যেন তেন চক্ষে বস্তু দেখিবার নয়;
বস্তু যাঁর, তাঁর কাছে জানা পরিচয়॥
বস্তুগত বস্তুমধ্যে সবে এক জাতি।
আকারে পুরুষ কেহ, কেহ বা প্রকৃতি॥
বস্তু নিরখিয়ে প্রভু করেন নির্ণয়।
কেবা কিবা, কার সঙ্গে সম্বন্ধ কি হয়॥
সম্বন্ধ ধরিয়া হয় আচার ব্যাভার।
শুন তবে কহি তার কিছু সমাচার॥
একদিন ঘোড়াগাড়ি করি আরোহণ।
নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে সহরে গমন॥
দিনকর খরতর কররাজি ঢালে।
শশীর সঙ্গেতে পথে দেখা হেনকালে॥
তাড়াতাড়ি ছুটে গাড়ি নাহিক বিরাম।
সেবকাগ্রগণ্য শশী পাছু পাছু ধান॥

গাড়ির মধ্যেতে স্থান আছে বসিবার।
নরেন্দ্র তাঁহারে ডাকে করিয়া চীৎকার॥
প্রভুদেব বারবার মানা তাহে করে।
শশীর নাহিক ঠাঁই গাড়ির ভিতরে॥
নরেন্দ্র শ্রীপ্রভুদেবে কৈল প্রত্যুত্তর।
ক্ষতি কি. যদ্যপি বসে ছাদের উপর॥
তাহাতেও নারাজ হইয়া প্রভু কন।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া শশী আসিবে এখন॥
শুন মন কার সঙ্গে বহে কিবা ভাব।
লীলা দৃষ্টি নহে, ভাবে থাকিলে অভাব॥
অকলঙ্ক কলেবর ব্রাহ্মণ-নন্দন।
স্বভাবত মায়া-মুক্ত প্রভুপদে মন॥
তাঁরে পরশিতে গাড়ি না দিলা গোসাঁই।
এখানে ভক্তমা পায় একাসনে ঠাঁই॥
প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে ভাব স্বতন্তর।
শুন লীলাকথা পরে বুঝিবে রগড়॥
হেথা উপনীত গাড়ি ডাক্তার থানায়।
তিন জনে লয়ে সঙ্গে নামিলেন রায়॥
ডাক্তারের যশরাশি জানা সবাকার।
সুবিখ্যাত নাম দুর্গাচরণ ডাক্তার॥
দরশন দিয়া তায় কহেন তখন।
পীড়ার প্রকৃতি আদি যত বিবরণ॥
বিচক্ষণ চিকিৎসক মনে বিচারিয়ে।
ঔষধ প্রদান কৈল এক টাকা ল'য়ে॥
গালুটিলা প্রভুদেব ভক্তদের সনে।
পথে পথে উপনীত বিডনবাগানে॥
সহরের মধ্যে ইহা সুন্দর বাগান।
সেখানেতে ভক্তমায়ে তিলক দেখান॥
রকমারি বৃক্ষ লতা ইহার ভিতরে।
সিমেণ্টে তিলোক চিত্র আঁকা চারিধারে॥
একে একে নিরখিতে তিলকের মালা।
ক্রমশ গগনে হৈল অতিশয় বেলা॥
ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে যবে অগ্রসর।
তখন অতীত প্রায় আড়াই প্রহর॥
জলস্পর্শ নাই কার সব অনাহারে।
তরী আরোহণ কৈলা ফিরিতে মন্দিরে॥
কিছু দূর অগ্রসর আসিলে তরণী।
ক্ষুধায় আকুল হৈল সকলের প্রাণী॥
পেট যেন তপ্ত খোলা নাড়ী জ্বলে চুঁয়ে।
উপবাসী যেন কত মাসাদি ধরিয়ে॥
কিছু কেহ মুখে কিন্তু বলিতে না পারে।
জঠরের জ্বালা খালি জঠরে সম্বরে॥
ভক্তদের পানে চেয়ে কন প্রভুরায়।
বড়ই পেয়েছে ক্ষুধা পেট জ্বলে যায়॥
সহিতে না পারি আর ভকত-বৎসল।
জিজ্ঞাসিলা কার কাছে কি আছে সম্বল॥
লাটু, কালী শূন্য-থলি এক বস্ত্র সার।
প্রভুর নিকটে থাকে, সেবা করে তাঁর॥
ভক্তমা বিশুষ্ককণ্ঠ বাক্য নাহি ফুটে।
বলিলেন এক আনা পুঁজি আছে গেঁঠে॥
বরানগরের ঘাটে বাঁধিয়া তরণী।
গ্রামের ভিতরে কালী চলিল অমনি॥
ক্ষুধায় না চলে পদ লাগে পায় পায়।
কিছু পরে রসমুণ্ডি আনিল ঠঙ্গায়॥
গুন্তিতে অনেক গুলি প্রায় চারিগণ্ডা।
দেখিয়াও সবাকার প্রাণ হৈল ঠাণ্ডা॥
প্রসাদ পাবার আশা সকলের মনে।
মিষ্টিমুখে উদর পূরাবে জলপানে॥
সে গুড়ে পড়িল কিন্তু বালি সবাকার।
ভক্তের সঙ্গেতে খেলা মধুর ব্যাপার॥
শ্রীকরে ধরিয়া ঠঙ্গা মুদিয়া নয়ন।
একে একে সব প্রভু করিলা ভোজন॥
পশ্চাতে চাটিয়া পাতা দিলা ভক্তমায়।
নিজে হাতে পাতাখানি ফেলিতে গঙ্গায়॥
ভক্তমা সঙ্কেত মত পাতা দিয়া ফেলে।
প্রভুকে খাওয়ান জল অঞ্জলিতে তুলে॥
নিত্যাপেক্ষা নর-লীলা দুর্বোধ্যাতিশয়।
সামান্য জীবের শিরে ধারণা না হয়॥

নিরাকারে যেমন দুর্বোধ্য ভগবান্।
সাকারেও সেইমত, অন্ধে দেখে আন্॥
আঁকিতে ক্ষমতা নাই, রৈল মনে মনে।
কারে বা দেখাব চিত্র, কে বুঝিবে প্রাণে॥
ভাগ্যবান যেবা কৃপাপ্রাপ্ত ঈশ্বরের।
বুঝিতে তাঁহার পক্ষে, যা কহিনু ঢের॥
শ্রীপ্রভুর শ্রীবচন শুন শুন মন।
পিত্রাজ্ঞায় রঘুমণি যবে যান বন॥
সাত জন ঋষিমাত্র চিনে ছিল তাঁরে।
সেই পূর্ণব্রহ্ম রাম নর-কলেবরে॥
সাধিতে লীলায় কার্য্য অরণ্যে গমন।
অপরে দেখিল রামে নৃপতি নন্দন॥
সেই কথা এইখানে, নহে ধারণার।
দীন দুঃখী বেশে রামকৃষ্ণ অবতার॥
জগতে পালেন যিনি পরম-ঈশ্বর।
গলায় বেদনা আজি ক্ষুধায় কাতর॥
শ্রীঅঙ্গেতে নাহি তাঁর এক তিল বল।
শ্রীকরে তুলিয়া খেতে জাহ্নবীর জল॥
সঙ্গে যাঁরা তেন তাঁরা এক বস্ত্র পুঁজি।
কখন বা পান অন্ন, কখন বা কাঁজি॥
কেমনে বুঝিবে নরে এই সেই জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদান কারণ॥
লীলায় অগাধ কাণ্ড কেবা পায় তল।
শ্রীপ্রভু হইলা বাঁকা, হইয়া সরল॥

আজিকার লীলাকথা শুন অতঃপর।
জলপানে শ্রীপ্রভুর ভরিল উদর॥
প্রভুর তৃপ্তিতে, পূর্ণ তৃপ্ত ভক্তগণে।
দেখিয়া রঙ্গের কাণ্ড হাসে তিন জনে॥
পরস্পর মুখপানে চায় বারেবারে।
আনন্দ উথলে পড়ে হৃদয় আধারে॥
প্রভুও তাঁদের সঙ্গে হাসি মিশাইয়া।
উত্তাল তরঙ্গ আরও দিলা উথলিয়া॥
কেবা চিত্রকর হেন, সৃষ্টির ভিতরে।
এ বিচিত্র রঙ্গ-চিত্রে বর্ণ দিতে পারে॥
লীলাকরে আছে বর্ণ প্রতিবিম্ব তার।
পড়েমাত্র ভক্ত চিত্ত-মুকুরমাঝার॥
কিছু ক্ষণ করি খেলা চিত্তের প্রাঙ্গনে।
পুনঃ গিয়া মিশে যায় জনমের স্থানে॥
সূর্য্যের বরণ যেন তার সঙ্গে রয়।
অস্তে অস্ত' পুনরায় উদয়ে উদয়॥
এ চিত্রের একমাত্র লীলাকরে থানা।
বোবা বলে কালা শুনে চক্ষে দেখে কানা॥
দর্শন শ্রবণ আর বাগেন্দ্রিয় যায়।
শ্রীপ্রভুর দীপ্তিমান বর্ণের প্রভায়॥
অমৃত ভাণ্ডার রামকৃষ্ণলীলাগীতি।
ধীরে ধীরে শুন এই রামকৃষ্ণপুঁথি॥
পুত্র পৌত্রে ভক্তিলাভ শ্রবণ কীর্ত্তনে।
বড়ই দয়াল প্রভু সংসারীর গণে॥

সভক্তে প্রভুর পানিহাটি মহোৎসবে গমন।

বন্দ দুঁহু গুরু ইষ্ট বিশ্বপতি রামকৃষ্ণ; অবনী লুটায়ে বন্দ; দোঁহাকার ভক্তবৃন্দ
পুরুষের শ্রেষ্ঠ প্রভুরায়। সাঙ্গোপাঙ্গ লীলার সহায়।
বন্দ জগত-জননী; এবে গুরুদারা যিনি; বন্দ সেই গঙ্গাতট; যেথা রাজে পঞ্চবট
আদ্যাশক্তি আগত লীলায়॥ তপ জপ যাহার তলায়॥

বন্দ সেই বিল্বতলা ; যেখানে সাধন-লীলা
দ্বাদশ বৎসর নিরন্তর।
হইয়া সর্ব্বস্বত্যাগী ; জীবের কল্যাণ লাগি ;
করিলেন দয়ার সাগর ॥
বন্দ সেই কালীবাটী ; পাবন চেতন মাটী ;
কোটি কোটি বন্ধ লোক জন।
বারেক নমিয়া মাথা ; মুকুতি পাইল যেথা ;
পরশিয়া প্রভুর চরণ ॥
বন্দ সে মন্দির-মেলা ; ল'য়ে যেথা ভক্তমালা ;
খেলা কৈলা লীলার ঈশ্বর।
বন্দ সে যুগল পাট ; ছোট বড় দুটি খাট ;
শয্যারাম যাহার উপর ॥
মহালীলা শ্রীপ্রভুর ; গাইলে শুনিলে দূর ;
পাপ তাপ মন মলিনতা।
কুটিনাটি তিয়াগিয়া ; কায়মন প্রাণ দিয়া ;
শুন মন রামকৃষ্ণ কথা ॥
গলায় বেদনা প্রায় , দিন দিন বৃদ্ধি পায় ;
আরোগ্যের উপায় বিধানে।
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ; এক সঙ্গে সংযোটন ;
প্রভুর মন্দিরে এক দিনে ॥
গিরীশ, দেবেন্দ্র রাম ; ভক্ত বসু বলরাম ;
কুমার নরেন্দ্রনাথ আর।
চক্ষুতে চসমাযুক্ত ; সুন্দর সুরেন্দ্র মিত্র ;
মহাভক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার ॥
আর কত ঘরভরা ; মনে নাই কারা তাঁরা ;
মিশামিশি চেনা অচেনায়।
ভক্তের মেলানি দেখি ; মহাতুষ্ট বাঁকা-আঁখি ;
পূর্ব্ব-আস্তে বসিয়া খট্টায় ॥
ভক্তাধীন ভগবান্ ; ভক্তপ্রিয় ভক্তপ্রাণ ;
পাইয়া সম্মুখে ভক্তপাতি।
বেদনার কষ্ট তত ; যাবতীয় তিরোহিত ;
প্রভু যেন সহজ প্রকৃতি ॥
ভক্তি-প্রিয় রামকৃষ্ণ ; ভক্তিতে অতুল তুষ্ট ;
তাই তুলি ভক্তির তরঙ্গ।

ভক্তগণ সঙ্গে হেথা ; রঙ্গরসে কন কথা ;
ভক্তিমাখা গোউর-প্রসঙ্গ ॥
জ্ঞান, ভক্তি দুই মত ; শেষোক্ত প্রশস্ত পথ ;
এই শিক্ষা দিতে জীবগণে।
জ্ঞানেতে অন্তর পূর্ণ ; কর্ম্মেতে ভক্তির চিহ্ন ;
আচরিলা শ্রীপ্রভু আপনে ॥
ভক্তি-শিক্ষা আচরণ ; গুণগান সংকীর্ত্তন ;
জপ পূজা নামের মহিমা।
ভোগরাগ বেশ-ভূষা ; সেবা অনুরাগনেশা ;
রূপ ধরি ধ্যানের গরিমা ॥
অর্চ্চনাদি দেবাদির ; ষষ্ঠি মাকালাদি পীর ;
মতি স্থির সকলেতে তিনি।
সর্ব্বত্রে তাঁহার সত্বা ; তিনি জগতের কর্ত্তা ;
দেহে তাঁর গোটা সৃষ্টিখানি ॥
প্রার্থনা গোচরে তাঁর ; দাসবৎ রাখিবার ;
আজ্ঞাধীন চাকর যেমন।
আমি কি আমার শব্দ ; একবারে যেথা স্তব্ধ ;
অগ্নি-দগ্ধ রজ্জুর মতন ॥
বেদান্তের ভাষ্যকার ; শঙ্কর শিবাবতার ;
ভাষ্যে যিনি করিলা বাখান।
এক ব্রহ্ম সার সত্বা; জীব ও জগত মিথ্যা ;
মায়া ছায়া অলীক সমান ॥
ইহাতে কেবল সায় ; কই দিলা প্রভুরায় ;
বলিলেন উত্তর বচনে।
জীব ও জগৎ ছেড়ে ; ব্রহ্ম থেকে দিলে পরে ;
ব্রহ্মের ওজন যায় ক'মে ॥
জীব ও জগৎ নামে ; ত্রিভুবনে যারে জানে ;
ব্রহ্মের সে শক্তির বিকাশ।
শক্তি সৃষ্টিস্বরূপিনী ; যাহে ধরি ব্রহ্মে জানি ;
শক্তি-বলে ব্রহ্মের প্রকাশ ॥
ধানের তণ্ডুল সার ; মানি কথা বারবার ;
ত্যাগ করি তুঁষ আবরণ।
ক্ষেতে যদি যায় পোঁতা; জনমে অঁাকুর কোথা;
শক্তিহীনে ব্রহ্মও তেমন।

শক্তিতে জনমে সৃষ্টি ; খাই মাখি পাই পুষ্টি
হাসি কাঁদি অবস্থার গুণে।
দেখি শুনি দিবানিশি ; ভোগি সুখ-দুঃখরাশি ;
মিথ্যা তাহে বলিব কেমনে॥
যাঁর নিত্য তাঁর লীলা ; উভয়ই একের খেলা;
নিত্যবৎ সত্য লীলাখানি।
দোঁহা ধরি দোঁহা পাই; উনো দুনো কেহ নাই
তাও বটে তাও বটে মানি॥
বাক্যমন অগোচর ; বটেন অখিলেশ্বর ;
ক্রিয়া কাণ্ড তপাদির পার।
শুন শুদ্ধ বুদ্ধিবলে ; প্রত্যক্ষ তাঁহারে মিলে ;
লীলা তাঁর বিচিত্র প্রকার॥
অসম্ভব কিছু নাই ; বারেবারে শ্রীগোসাঁই ;
বলিলেন বিশেষ প্রকারে।
শুন মন সাবধানে ; এথে নাই অন্ত মানে ;
ভক্তিকে প্রশস্ত রাখিবারে॥
প্রভু অবতারে মত ; প্রশস্ত ভক্তির পথ ;
দুর্ব্বল কালের জীব পক্ষে।
আগাগোড়া সমভাবে ; চাক্ষুষ দেখিতে পাবে ;
ভক্তিপথে শ্রীপ্রভুর শিক্ষে॥
গোউর লীলার কথা ; বলিতে বলিতে হেথা ;
বিভোরাঙ্গ হইয়া আপনে।
প্রভুপদে মজা প্রাণ ; ভক্তিপথে আগুয়ান ;
জিজ্ঞাসিলা দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণে॥
গঙ্গাতটে বিদ্যমান ; পানিহাটি নামেগ্রাম ;
মনোহর স্থান অতিশয়।
সুবিদিত লোকে সব ; চিঁড়াভোগ মহোৎসব ;
বৎসর বৎসর তথা হয়॥
যুটে কত লোক জন ; সংখ্যা নাই, অগণন ;
সংকীর্ত্তন করে দলেদলে।
মরি কি মাধুরী আহা ; তুমি কি দেখেছ তাহা ;
চল যাই এক সঙ্গে মিলে॥
বলিলে করিব কাজ ; আর নাহি সহে ব্যাজ ,
একতানে কায়বাক্যমন।

এত বলি ভক্ত রামে , আজ্ঞা হৈল সেই ক্ষণে
করিতে তরীর আয়োজন॥
আজ্ঞা শুনি ভক্তবর ; প্রসারিয়া যুক্তকর ;
হাসিমুখে করেন উত্তর।
পেনেটির মহোৎসবে ; কেমনে গমন হবে ;
গলায় বেদনা তাই ডর॥
নিষেধে বদনে হাসি ; এদিকে অন্তরে খুসি ;
কারণ করহ অবধান।
প্রভুদেবে ল’য়ে সাথে ; ইচ্ছা বুলে যেতে পথে;
হুজুগপিয়ারা ভক্ত রাম॥
বালক স্বভাব রায় ; প্রত্যুত্তর কৈলা তাঁয় ;
গলায় ব্যথায় নাহি হানি।
পেনেটির মহোৎসবে ; যেমতে যাইতে হবে ;
যাব’ বলে বলিয়াছি আমি॥
সত্যপ্রিয় সত্যপ্রাণ ; সত্য রূপে ভগবান্ ;
গিয়ান প্রভুর আজীবন।
সত্যে স্থিতি সত্যে মতি; সত্যে চিরকাল গতি;
প্রাণপণে সত্যের পালন॥
ভাল মন্দ মানামান ; পাপ পুণ্য জ্ঞানাজ্ঞান ;
শুচি ও অশুচি বলি দিয়া।
রাখিলা সযত্নে কাছে ; দুটি বস্তু বেছে বেছে ;
শুদ্ধভক্তি, সত্যেরে ধরিয়া॥
প্রকৃতি বুঝিয়া রাম ; তখনি অমনি যান ;
জলযানে মাঝিরা যেখানে।
ভাড়া করি চারি তরি; তখনি আইলা ফিরি ;
গোচর করিলা শ্রীচরণে॥
পানসীর মাঝি-দাঁড়ি ; শ্রীপদে ভকতি ভারি ;
চৌধারে যতেক গঙ্গা তটে।
উৎসবের ধার্য্য দিনে ; সকালে বাঁধিল এনে ;
চারি তরী পুরির নিকটে॥
হেথা বহু ভক্তগণ ; ক্রমে ক্রমে সংযোটন ,
হইতে লাগিল শ্রীমন্দিরে।
আনন্দের ঠিক চিত্র ; আঁকিবারে তিল মাত্র;
শক্তি নাই আমার ভিতরে॥

আনন্দের সিন্ধু রায় ; তুলিয়া লীলার বায় ;
কানায় কানায় সমুত্থিত।
নানাবিধ রঙ্গে ভঙ্গে ; তরঙ্গ তুলিয়া সঙ্গে ;
আপনে আপনি আন্দোলিত ॥
ভক্তযূথ তাহে গিয়া ; পড়ে অঙ্গ ভাসাইয়া ;
লহরে লহরে করে খেলা।
সরসীর স্বচ্ছ জলে ; নানাভাবে হেলে দুলে ;
যেইরূপ রাজহংসমালা ॥
জলময় কলেবর ; যেইরূপ সরোবর ;
শ্রীপ্রভু-সাগরে এইখানে।
আহামরি কি মাধুরী ; আনন্দ কারণ-বারি ;
সুধা তিক্ত যাহার তুলনে ॥
স্বর্গবাসী দেবতারা ; অজর অমর যাঁরা ;
সূক্ষ্ম দেহে বিমানে বেড়ান।
অতুল শকতিযুত ; তাঁহারাও অবিদিত ;
প্রভুসিন্ধুবারির সন্ধান ॥
নারদাদি ঋষিবর ; শুকদেব তপঃপর ;
কেবল করিল পরশন।
গণ্ডুষেক পিয়ে পানি ; শববৎ শূলপাণি ;
অবাক্ কাহিনী শুন মন॥
হেথা প্রভুভক্তগণ ; উঠুডুবুসন্তরণ ;
অনুক্ষণ সেই জলে করে।
সমস্যা বিষম শক্ত ; বুঝিবারে প্রভুভক্ত ;
কেবা তাঁরা নরকলেবরে ॥
বুদ্ধিতে নাহিক শক্তি ; ভক্তপদে মাগি ভক্তি ;
যোজন অন্তরে মুক্তি রাখি।
একমাত্র অভিলাষ ; হইয়া দাসানুদাস ;
চরণ-সেবায় যেন থাকি ॥
এই সব ভক্তপাতি ; সঙ্গে ল'য়ে বিশ্বপতি ;
প্রভুদেব লীলার ঈশ্বরে।
আনন্দে মগন মন ; করিলেন আরোহণ ;
ঘাটে বাঁধা তরীর উপরে ॥
·হ কাছে চারিতরী ; চালাইল ধীরি ধীরি;
ব্রহ্মবারিবাহিনী গঙ্গায়।

হৃষ্ট মন ভক্তগণে ; মধ্যে ল'য়ে ভগবানে ;
আনন্দে আনন্দ গীত গায় ॥

গীত।

প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা।
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে আনন্দে করে খেলা।
ইত্যাদি—

এখানে শুনিয়া গান ; বাহ্যহারা ভগবান্ ;
শুন তাহে কি হইল ফল।
সেই সিন্ধু আনন্দের ; বাড়িয়া উঠিল ঢের ;
আধার উথলে পড়ে জল ॥
ছদ্মবেশে শ্রীগোসাঁই ; চিনে অন্যে সাধ্য নাই ;
চিনে মাত্র সহচরগণে।
ভক্তিতে অতুল তেজা ; তাঁহারা লুটিল মজা ;
এই মহালীলার প্রাঙ্গনে ॥
নরচক্ষে দিয়া ধূলা ; এবারে প্রভুর খেলা ;
অপরে না পাইল সন্ধান।
নিত্যধাম পরিহরি ; ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী ;
সকায় ধরায় মূর্ত্তিমান ॥
ভাগ্যে যদি কেহ শুনে; তত্ত্ব নাহি পশে প্রাণে;
বরঞ্চ উত্তরে তর্কে কয়।
করিয়া ভীষণ কোপ ; মনুষ্যে ঈশ্বরারোপ ॥
অসম্ভব কে করে প্রত্যয় ॥
পণ্ডিতে অধিক ধোঁকা; কথা কয় চোখাচোখা;
বিপরীত তর্কসহকারে।
প্রমাণে সাকার নাই ; বিশ্বাস প্রত্যয়ে পাই;
বোধ উপলব্ধির দুয়ারে ॥
সরাটে বিরাট যিনি ; মায়াময় ময়াস্বামী ;
সর্ব্বানুপ্রবিষ্ট বিশ্বকায়।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগশক্তি ; সদা যাঁর আজ্ঞাবর্ত্তী ;
যুক্তিতে কি বুঝিবে তাঁহায় ॥
বিন্দুতে যে সিন্ধুময় ; অণুতে যে হিমালয় ;
ব্যয়ে যাঁর ক্ষয় মোটে নাই।
অঙ্কপাতে দিয়া ঠিক ; কি তাঁয় করিবে ঠিক ;
অঙ্ক যাঁর নাহি পায় থাই ॥

সাকারে ও নিরাকারে ;সমভাবে খেলা করে;
সমকালে অবিচ্ছিন্নভাবে।
নাহি যেথা কথা রব ; কিম্বা কিছু অসম্ভব ;
কথায় কি তাঁহারে বুঝিবে ॥
মানুষের মাথাগুলি ; যেমন শামুক-খুলি ;
বিন্দু বুদ্ধি আধারের স্থল।
আছে যদি এক ফোঁটা; তাহাতে অনেক লেঠা;
ঠিক যেন কাদা-ঘাঁটা জল
জলে নাহি জলাকার ; তাহে নহে ভাতিবার
চন্দ্রমার প্রতিবিম্বখানি।
দর্পণ ধুলায় মাখা ; নাহি যায় মুখ দেখা ;
মলিনতা আবরণে হানি ॥
পরাবিদ্যা বলি তাকে ; কায়মনোবাক্যে একে;
গুরুবাক্যে কেবল প্রত্যয়।
তাহে যার স্থিতি গতি ; গিরিবৎ স্থিরমতি ;
সুপণ্ডিত সেই জনে কয় ॥
হৃদয়ে বিশ্বাস-খুঁটী; ভক্তি-ডোরে বাঁধ আঁটি ;
পদ দুটি প্রভুর আমার।
চল যাই দুই জনে ; লীলা-গীতি আন্দোলনে ;
কূলহীন ভবসিন্ধুপার ॥
এখানে দেখহ রঙ্গ ; ভগবান্ ভক্তসঙ্গ ;
আনন্দের তুলিয়া তুফান।
ধুলা জগতের চক্ষে ; পূততোয়া গঙ্গাবক্ষে ;
সগণে আপনে ভাসমান ॥
ভাব ভঙ্গে প্রভুরায় , বাহ্যচেঠা এলে গায় ;
আঁখি, হাসি দুয়ের দুয়ারে।
এত কথা ইসারায় ; ভাষা নাহি কূল পায় ;
ভেসে যায় অকূল-পাথারে ॥
উল্লাসে হৃদয় নাচে ; পানিহাটি যত কাছে ;
দূর থেকে পশিল শ্রবণে।
উচ্চ আনন্দের রোল ; বাজে শত শত খোল;
করতাল রণশিঙ্গা সনে ॥
দ্রুতগতি তরী চলে ; আসিয়া লাগিল কূলে ;
মহোৎসব হয় যেইখানে।
প্রভুপদে মন আঁটা ; নবাই চৈতন্য জেঠা ,
আগত উৎসব দরশনে ॥
তরীতে দেখিয়া রায় ; আছাড়কাছাড় খায় ;
লুটালুটি যায় ধরাতলে ।
কভু ধরিবারে তরী ; বীরদম্ভে লম্ফ মারি ;
ঝাঁপ দিতে যান গঙ্গাজলে ॥
শ্রীচরণ দরশনে ; দিগ্বিদিক্ নাহি মানে ;
ঠিক যেন উন্মাদের প্রায় ।
সত্বর ডাঙ্গায় গিয়া ; অঙ্গে হাত বুলাইয়া ;
শান্ত তাঁরে করিলেন রায় ॥
পরে প্রভু ভক্তাধীন ; বটবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ;
কৈলা যত লয়ে ভক্তগণ।
যেই বটবৃক্ষমূলে ; গৌরাঙ্গের মূল লীলে
মহোৎসব যাহার কারণ ॥
গৌরভক্ত এক জন ; বন্দি তাঁর শ্রীচরণ ;
নিতাই মল্লিক নামে তিনি।
শুভ সমাচার পেয়ে ; সত্বর আইল ধেয়ে ;
যেথা প্রভু অখিলের স্বামী ॥
প্রভুপদে ভক্তি মতি ; যুক্ত এই মহামতি ;
ভক্তিমাখা বিনয় বচনে।
প্রভুকে প্রার্থনা করে ; সভক্তে গমন তরে ;
সন্নিকটে তাঁর নিকেতনে ॥
গৌউর নিতাই ঘরে , ভক্তিভরে সেবা করে ;
ভক্তি বড় গৌরাঙ্গের পায় ।
ভক্তগণ সহ ল'য়ে ; প্রেমে পুলকিত হ'য়ে ;
বসাইলা বৈঠকখানায় ॥
মন্দিরের পাছুবর্ত্তী ; গোরা নিতাইর মূর্ত্তি ;
বিদ্যমান আছয়ে যেখানে।
কীর্ত্তনিয়া দলেদলে ; নাচে গায় কুতুহলে ;
এই মহাউৎসবের দিনে ॥
কিছু ক্ষণ হৈলে গত ; মল্লিক দু'করযুত ;
নিবেদন কৈলা শ্রীগোচরে।
ভিতরে প্রবেশ করি ; যেখানে ঠাকুরবাড়ী ;
বিগ্রহের দরশন তরে ॥

স্থানে গমনের আগে; শ্রীঅঙ্গে আবেশ লাগে; পথিমধ্যে ক্ষণের ভিতরে।
প্রভুর প্রকৃতি জ্ঞাত; ভক্তগণ সচকিত; আছে অঙ্গ রক্ষা করিবারে॥
ঘোর আবেশের নেশা; ভিতরে যখন আসা; দালানের প্রাঙ্গন উপর।
কীর্ত্তনিয়া দলে দলে; বেড়িল সকলে মিলে; ভাবেভরা মূর্ত্তি মনোহর॥
পুলকে আকুল গাত্র; কেশরী-বিক্রমে নৃত্য; দেখি নেত্রে লাগে চমৎকার।
স্থান হৈল পরিপূর্ণ; চারিদিগে লোকারণ্য; দেখিবারে নৃত্যের বাহার॥
নেহারিতে শ্রীগোসাঁই; নীচে যে না পায় ঠাঁই; দরশন পিয়াসের চোটে।
ছাদের উপরে ধায়; কেহ উচ্চ স্থানে যায়; কেহ কেহ গাছে গিয়া উঠে॥
কীর্ত্তনে প্রভুর নৃত্য; কি শক্তি আঁকিব চিত্র; নৃত্যে মোর শ্রীপ্রভুর কর।
আকর্ণ পূরিত টানে; যেইরূপ ধনুর্গুণে; ধানুষ্কী ছাড়িতে যায় শর॥
বাম হস্ত প্রসারিত; সরল শরের মত; দক্ষিণ বুকের দিকে মোড়া।
ঠিক যেন আধাআধি; গলা কিম্বা কণ্ঠাবধি; বক্ষে লগ্নঅঙ্গুলির গোড়া॥
ধরে অঙ্গে মহাবল; পদ-চাপে ধরাতল; অবিকল হেলাহেলি করে।
কভু অঙ্গ এত ঢলে; পড়ে যেন ভূমিতলে; পড়ি পড়ি কিন্তু নাহি পড়ে॥
ভক্তগণে পায় ডর; এ যে নৃত্য ভয়ঙ্কর; পাছে বাড়ে বেদনা গলায়।
শান্ত করিবার তরে; বিধিমতে চেষ্টা করে; কিন্তু হয় বিফল উপায়॥
রীতিভাব ভক্তদের; অন্তরে পাইয়া টের; হইলা আপনি শান্ত নিজে।
তখন লইয়া তাঁয়; ভক্তেরা বাহিরে যায়; অঙ্গবাস ঘামে গেছে ভিজে॥
মল্লিক সোণারবেণে; সত্য সত্য সোণা চিনে; কাতরে দাঁড়ায়ে একধারে।
যোগাইছে যাহা লাগে; প্রভুর সেবার লেগে; অতি ভক্তি যত্নসহকারে॥
প্রভু যবে প্রকৃতিস্থ; হয়ে তেঁহ সশব্যস্ত; যুক্তকরে করিয়া কাকুতি।
প্রভুভক্তগণে কন; জলযোগ আয়োজন; আগমন করুন সম্প্রতি॥
রাঘবের পাট হেথা; মূল মহোৎসব যেথা; তথাকার গোস্বামীব্রাহ্মণ।
প্রভুর বারতা পেয়ে; গোচরে আসিয়া ধেয়ে; আগমনে কৈলা নিবেদন॥
তথায় যুগল-ঠাম; মনোহর রাধাশ্যাম; রাঘব সেবক ছিল যাঁর।
রাঘব পণ্ডিত যিনি; গৌরাঙ্গের গণ তিনি; জন্ম যবে গৌরাঙ্গাবতার॥
গোস্বামীরে শ্রীগোসাঁই, কহেন কেমনে যাই, গলায় বেদনা অতিশয়।
শ্রীবাক্য না শুনে কানে; শ্রীহস্ত ধরিয়া টানে, সহ স্তুতি মিনতি বিনয়॥
ভক্তিপ্রিয় ভগবান্; ভক্তিতে দিয়াছে টান; ভক্তিমান গোস্বামীব্রাহ্মণ।
থাকিতে না পারি আর; হইলেন আগুসার; ছায়াবৎ পাছু ভক্তগণ॥
ভাবেভরা অনিবার; কি ভাব কখন তাঁর; ধারাবৎ নিরন্তর বয়।
সঙ্গে যাঁরা অহরহ; তাঁরাও বুঝে না কেহ; একবাক্যে সকলেই কয়॥
অবোধ্য যাঁহার নাম; বিশ্বনাথ বিশ্বধাম; অবোধ্য সকল অবস্থায়।
সাকারেও বোধাতীত; নিরাকারে যেইমত; সীমাবদ্ধ কেবা বলে তাঁয়॥

থাকিয়া দেহের ঘরে যে প্রভু জানিতে পারে;
ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ বারতা।
হয়েছে কি হবে পরে, কার্য্যাবলী স্তরে স্তরে;
সীমাবদ্ধ তিনি কিবা কথা॥
হেথা একে অন্যে পিটে; দাগ শ্রীপ্রভুর পীঠে;
সহ গাত্রে প্রহার যাতনা।
কাছে কিবা লোকান্তরে; তিনি পান দেখিবারে,
কোথা কিবা কি হয় ঘটনা॥
এক দিন গঙ্গাকূলে; ঠিক পঞ্চবট-মূলে;
বসিয়া আছেন প্রভুরায়।
গভীর ভাবেতে মগ্ন; অঙ্গে বাহ্য-চেঁঠাশূন্য;
জড়বৎ পুত্তলিক প্রায়॥
অঙ্গবাস আলথাল; সঙ্গে আছে রামলাল;
ভ্রাতৃ-পুত্র নিজের প্রভুর।
অকস্মাৎ হেনকালে; হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ ব'লে;
হাত তুলে উঠিলা ঠাকুর॥
রামলাল কিছু পরে; জিজ্ঞাসা করিল তাঁরে;
কহিবারে কিবা বিবরণ।
তবে কন শ্রীগোসাঁই; প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই;
দেশে এক পূজারীব্রাহ্মণ॥
ঢুকিল ঠাকুর-ঘরে; সেবিবারে রঘুবীরে;
ঘটীতে থাঁ পুকুরের জল।
জলমধ্যে মাটি মলা; ঘোলের মতন ঘোলা;
জল-পোকা তাহাতে কেবল॥
সেই জল পাত্রে ধ'রে; নাওয়াইতে রঘুবীরে;
পূজারীর উদ্যম বাসনা।
তে কারণে ব্রাহ্মণেরে; বলিয়া দিলাম তারে;
ব্যবহারে হেন জল মানা॥
হেথা জাহ্নবীর তীর; কোথা দেশে রঘুবীর;
দূর স্থান দু-দিনের পথ।
কি কব অধিক আর; কয় রামকৃষ্ণ সার;
ত্বরায় মিটিবে মনোরথ॥
গোটা বিশ্বরাজ্য ব্যেপে; দেব কি দানবরূপে,
যেরূপ যেখানে আছে যিনি।
শ্রীপ্রভুর করগত, প্রকৃত কলের মত;
শুন এক মহিমা কাহিনী।
পূর্পাস্থে পুরীর বামে; ইংরাজের মেগেজিনে;
গোলাগুলি বারুদের ঘর।
ইচ্ছামত কোম্পানীর; বারেক করিল স্থির;
দক্ষিণে করিতে পরিসর॥
প্রবেশিয়া কালি বাটী; যত দূর পঞ্চবটী;
ইংরাজ মাপিয়া কয় পরে।
ল'য়ে উপযুক্ত পণ; স্থান কর সমর্পণ;
নচেৎ লইব কিন্তু জোরে॥
পূরীতে পাইয়া ভয়; আসিয়া প্রভুকে কয়;
কি উপায় হয় এই স্থানে।
মহান্ বিপদ শুনি; নিজ মনে গুণমণি;
চলিলেন পঞ্চবটীতলে॥
কহেন আসিয়া ফিরে; পঞ্চবটী রক্ষা করে;
মহান্ পুরুষ এক জন।
আমি কহিয়াছি তায়; পেঁচ যাহে ঘুরে যায়;
নাহি আর ভয়ের কারণ॥
যে প্রভুর এই সাধ; কি সে তাঁরে কবে বোধ্য,
বঠে চোদ্দপুয়ার আধারে।
নিত্যতেও যে প্রকার; কিমদ্ভুৎ কিমাকার।
লীলার ওপার নিরাকারে॥
কত আর কব মন; নিজ মনে আন্দোলন;
কর রামকৃষ্ণলীলাগীতি।
কহি যদি পুনর্ব্বার; বলা কথা পূর্ব্বেকার;
অনর্থক বেড়ে যায় পুঁথি॥
হেথা রাঘবের পাটে; পথে যেতে ভাব উঠে;
হেন ভাব কখন না শুনি।
তাকিয়া আকাশপানে; দক্ষিণ পূরব কোণে;
বাহ্যজ্ঞানহীন গুণমণি॥
কোথায় ধাইল চেঁঠা; স্পন্দহীন অঙ্গগোটা;
জড়বৎ অচল শরীর।
এই ছিলা, এই নাই; কোথা গেলা শ্রীগোসাঁই;
সাধ্য কার কে করিবে স্থির॥

বদনমণ্ডলে ফুটে ; চন্দ্রিমার জ্যোতিঃ মিঠে ;
ঝলমল শ্রীবয়ানখানি।
তাহাতে নীলিমা রেখা ; মাঝে মাঝে দেয় দেখা;
অপরূপ প্রভুর কাহিনী॥
এরূপে সমাধি ঘোর ; গত প্রায় ঘণ্টাভোর ;
নিয়ে মন আসিতে না চায়।
সেই হেতু ভক্তগণে ; শ্রীপ্রভুর কানে কানে ;
বীজ-বাক্য প্রণব শুনায়॥
বীজমন্ত্র শ্রুতিমূলে ; সমাধি সময়ে দিলে ;
হয় মহাভাব অবসান।
হেথা রাঘবের পাটে; সে বিধান নাহি খাটে;
ভক্তবর্গে সভীত পরাণ॥
ভক্তের যে ভগবান্ ; শুনহ তার প্রমাণ ;
ভক্তগণে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া।
সপ্তম হইতে নীচে ; ক্রমে ক্রমে পিছে পিছে ;
আসিলেন আপনি নামিয়া॥
আবেশের ঘোরে তাঁয় ; উঠায়ে লইলা নায় ;
ধরাধরি করি পরস্পর।
মাঝিগণে অনুমতি ; পাড়ি দেহ দ্রুতগতি ;
একবারে দক্ষিণসহর॥
রামকৃষ্ণায়ণ কথা ; শ্রুতিসুমধুরগাথা ;
শ্রবণ করিলে এক মনে।
ভব ভয় করি নষ্ট ; বিশ্বরাজ রামকৃষ্ণ ;
স্থান দেন অভয় চরণে॥

প্রভুর মাহেশের রথে আগমন।

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়। প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগন্মায়
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার যাঁ দের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার॥

আগাগোড়া দেখ' লীলা ভক্তিসহকারে।
দয়া বিনা কিছু নাই প্রভুর শরীরে॥
মহামত্ত দিবারাত্র বিভোর দয়ায়।
বলবতী এত, মন রহে না কায়ায়॥
বরিষার কালে যেন জলদের দল।
হেঁকে ডেকে শূন্যে ছুটে ঢালিবারে জল॥
ভাল মন্দ স্থানাস্থান বিচারবিহীনে,
সেইমত প্রভুদেব কৃপা-বিতরণে॥
দিনে দিনে গলার বেদনা বৃদ্ধি পায়।
তিল গ্রাহ্য নাহি হেন কঠিন পীড়ায়॥
পীড়ার বারতা রাষ্ট্র হৈল সর্ব্ব স্থানে।
দলেদলে ভক্ত যত আসে দরশনে॥
দরশে অজস্র বহু কাল যেই জন।
তিনিও আসিয়া দেখা দিলেন এখন॥
বরষিয়া আকৃষ্ট করিতে ভক্তদল।
গলার বেদনা যেন প্রভুর কৌশল॥
নিরখিয়া ভক্তপ্রিয় ভকতের মালা।
একবারে বিস্মরণ বেদনার জ্বালা॥
পূর্ব্ববৎ একভাব বহে অবিরাম।
রঙ্গরসে কথা, নাই তিলেক বিশ্রাম॥
ভাবের আবেগ বৃদ্ধি কথোপকথনে।
সহজে ধরিগা প্রভু পড়েন তুফানে॥
প্রভুতে যখন উঠে প্রভুর তুফান।
ভক্তদের সঙ্গে প্রভু নিজে ভেসে যান॥
কুটিকাটাসহ যেন অকুল সাগর,
তরঙ্গ তুলিয়া ভাসে নিজের ভিতর॥
সাগর সলিলে ভরা, আনন্দ হেথায়।
প্রভুসিন্ধুমধ্যে উর্ম্মি তুলে ভাব-বায়॥
সিন্ধুর আধারে যেন সলিল আধেয়।
শ্রীপ্রভুসাগরে খালি আনন্দের তোয়॥
সেথানে পবনে তুলে তরঙ্গের মালা।
এখানে লইয়া ভাব শ্রীপ্রভুর খেলা॥

ফুটিকাটা ভাসমান সাগরে যেমন ॥
শ্রীপ্রভুসাগরে ভাসে ভকতের গণ ॥
এহেন অবস্থপন্নে খোজ নাহি রহে।
কে গেছে দেখিতে কিম্বা পীড়া কোন্ দেহে ॥
এমতে করিয়া রঙ্গ অন্তরঙ্গ সনে।
যে ছিল অন্তরে তাঁরে আনিলেন টেনে ॥
অন্তরঙ্গ বাছাই এ কাণ্ডের প্রকৃতি।
শুন রামকৃষ্ণলীলা মধুর ভারতী ॥
আষাঢ়ে রথের দিনে সহরে গমন।
ভক্ত বসু বলরাম তাঁহার ভবন ॥
তাঁহার মন্দিরে জগন্নাথের মূরতি।
অন্নভোগরাগসহ সেবা নিতি নিতি ॥
সমারোহে নহে, কিন্তু পর্ব্ব সব হয়।
এবার আষাঢ়ে এই রথের সময় ॥
শ্রীপ্রভুর আগমন শুনিয়া বারতা।
ভক্ত সমাগমে হৈল বিষম জনতা ॥
বাহিরের শত শত লোক আসে যায়।
ভিতরে না ধরে মোটে, রহে বারাণ্ডায় ॥
চৌদিগে বারাণ্ডারাজি বাহির প্রদেশে।
দক্ষিণের বারাণ্ডায় রহে যারা আসে ॥
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রায় উপস্থিত।
কভু ঈশতত্ত্বে মত্ত, কভু হয় গীত ॥
প্রভু-সঙ্গ সুখে সবে মগ্ন নিরবধি।
মনে নাই শ্রীপ্রভুর গলায় বিয়াধি ॥
প্রভুরও আনন্দ তেন ভক্তসহবাসে।
মহামত্ত দিবারাত্র পরম হরষে ॥
সুকণ্ঠ নরেন্দ্রে আজ্ঞা করিলেন রায়।
শুনিতে সঙ্গীত তোর, ইচ্ছা বড় যায় ॥
যথা আজ্ঞা ভক্তবর তুলি মন প্রাণ।
ডুগি বাজাইয়া নিজে ধরিলেন গান ॥

গীত

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী।
লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা অসিধরা করালিনী,
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা ভয়ঙ্করা কালকামিনী।
ভক্ত তব বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী,
তুমি কমলের কমলে নাচ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী।

সেই সঙ্গে দিলা যোগ আর বহু জনে।
বিভোরাঙ্গ গুণমণি সঙ্গীত শ্রবণে ॥
বসিয়া মণ্ডলাকারে গায় ভক্তগণ।
দাঁড়াইয়া তার মধ্যে প্রভুর নৃত্যন ॥
প্রেমিক নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।
কলির শেষাংশগুলি বারেবারে গান ॥
বিশেষিয়া “পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী” ভাগে।
মাতিয়া উঠিল গীত ভক্তিরসরাগে ॥
ভক্ত ভগবানে রঙ্গ অপূর্ব্ব ব্যাপার।
শ্রোতাগণ মুগ্ধমন বাক্য নাহি কার ॥
নরলীলা ঈশ্বরের যাই বলিহারি।
কি দেখিনু কি শুনিনু বলিতে না পারি ॥
নৃত্য গীত রসভাষ কথোপকথন।
বিবিধ প্রকৃতিযুক্ত নরনারীগণ ॥
কতই দেখিনু জন্ম লইয়া ধরায়,
হেন নহে কোথা, যেন প্রভুর সভায় ॥
কিবা দিব্যভাব ধারা ইহার ভিতর।
গন্ধে স্পর্শে জীবের যাহাতে গুণান্তর ॥
বদলে বিধির লেখা, কপাল মোচন।
আসক্তির নেশা নষ্ট; পাশবদ্ধ ভ্রম ॥
সৃষ্টি দৃষ্টি বালকের যেন খেলাশাল।
লোচন-আঁধার উড়ে মায়ার জঞ্জাল ॥
আত্মীয় অপরিচিত, ঘর হয় পর।
স্বদেশী বিদেশী বোধ, রগড় সুন্দর ॥
নাগপাশাধিক শক্ত সংসার-বন্ধন।
বহ্নিযোগে দগ্ধরজ্জু প্রকৃত তেমন ॥
অশঙ্কিত চিত্ত, নষ্ট যাবতীয় ত্রাস।
হরষে প্রত্যক্ষ করে আপনার নাশ ॥
নানা বর্ণে নানা গুণে নানান আকারে,
জীব ও জগতযুক্ত সৃষ্টি চরাচরে,

বলিহারি রকমারি ফুলের সাজনি,
ছুটি নহে একমাত্র তার গাঁথনি॥
জ্ঞানী যোগী সাধকেরা শেষে যাহা পায়।
মিলে রামকৃষ্ণকল্পতরুর তলায়॥
কল্পতরু প্রভুদেব বিধির বিধাতা।
অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ কাণ্ড শাখা পাতা॥
গীতসমাপনে বসিলেন গুণমণি।
হেথা করে বলরাম রথের সাজনি॥
অতিশয় ক্ষুদ্র রথ কাঠের নির্ম্মিত।
দ্বিতলের বারাণ্ডায় টানিবার মত॥
শোভে রথ বিবিধ বর্ণের পতাকায়।
পাশের চৌদিকে প্রতি ধ্বজায় ধ্বজায়॥
সুন্দর ফুলের মালা দিলা মাঝে মাঝে।
সেখানে তেমন ধারা, যেখানে যা সাজে॥
সুরঞ্জিত রথ রজ্জু করিয়া বন্ধন।
ঠাকুর আনীতে চলে পূজারী ব্রাহ্মণ॥
বাজে বাদ্য ঝাঁজ ঘণ্টা মনে কুতূহলি।
ঘন ঘন কীর্ত্তনীয়া খোলে দিল তালি॥
তার সঙ্গে করতাল উঠিল বাজিয়া।
পূজারী ঠাকুর আনে জল ধারা দিয়া॥
বসাইল জগন্নাথে রথের উপর।
বাদ্যের উঠিল তবে রোল উচ্চতর॥
তখন কে রাখে আর প্রভু গুণধরে।
ত্বরান্বিত উপনীত রথের গোচরে॥
শ্রীকরে রথের রজ্জু করি আকর্ষণ।
মত্তভাবে ধরিলেন মধুর কীর্ত্তন॥
ভক্তগণ সেই সঙ্গে কৈল যোগদান।
মাঝেমাঝে রথের দড়িতে পড়ে টান॥
কভু রজ্জু পরিহরি প্রমত্ত কীর্ত্তনে।
অপূর্ব্ব প্রভুর লীলা ভক্তগণ সনে॥
তালে তালে বাদ্য রোল উঠে অনিবার।
প্রভুর নৃত্যান তাহে করিয়া হুঙ্কার॥
মদমত্ত করি যেন গায়ে মহাবল।
সঙ্গে সঙ্গে নাচে যত ভকতের দল॥

ভক্ত বসু বলরাম মাথায় পাগড়ি।
নাচেন প্রভুর পাশে দোলাইয়া দাড়ি॥
কৃষ্ণকায় তেজচন্দ্র, বসু চুনিলাল।
শ্রীমনমোহন, রাম, দেবেন্দ্র, রাখাল॥
কুতদার হরিপদ হরিণ নয়ন।
সুন্দর শরৎ, শশী কুমার ভুজন॥
বারাণ্ডা কাঁপায়ে নাচে অভিমানিবর।
বিশ্বাসী গিরীশ ঘোষ গুরু কলেবর॥
নাচেন নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।
সাকার হৃদয়ে যাঁর নাহি পায় স্থান॥
অতিঅল্প পরিসর ছোট বারাণ্ডায়।
দাঁড়াইতে ভক্তদের ঠাঁই না কুলায়॥
এইরূপে রথলীলা লয়ে ভক্তগণ।
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রঙ্গ সমাপন॥
নিজাসনে প্রভুদেব বসিলা সাদরে।
চৌদিকে ভক্তের মালা বেড়িলা তাঁহারে॥
প্রভুতে মোহিত এত ভক্ত সমুদয়।
তিলেক ছাড়িয়া কেহ যাইতে না চায়॥
পরম বৈষ্ণব ভক্ত বসু মহামতি।
আগত দেখিয়া সন্ধ্যা জ্বালাইলা বাতি॥
দীনতাপূরিত কথা সুধা ঝরে তায়।
আনন্দে প্রফুল্ল মুখ কিবা শোভা পায়॥
করযোড়ে মিনতি করেন জনে জনে।
কিছু কিছু ঠাকুরের প্রসাদ ধারণে॥
বারাণ্ডায় পাতা-পাতা ভাঁড় খুরি ধারে।
বসাইলা ভক্তবর্গে পিরীতের ভরে॥
আয়ে জনে ত্রুটী নাই লুচি তরকারি।
সুখন ছলার ডাল ভাজি একমারি॥
পাঁপর মোহনভোগ, গজা, মালপুয়া।
বড় বড় রসগোল্লা লাল পানতুয়া॥
রসের চাটনি মিঠা কিচমিচে করা।
দধি ক্ষীর পরিপূর্ণ কটরা কটরা॥
রসনার তৃপ্তিকর মনের মতন।
নানা দ্রব্যে কৈলা বসু প্রসাদ বর্ণন॥

সুন্দর মন্দিরখানি প্রভুর ভাণ্ডারা।
কিছুই অভাব নাই লক্ষী আড়ি-ধরা॥
তীর্থে তীর্থে যাত্রীদের আশ্রয় কারণ।
সুন্দর বন্দেজসহ সুন্দর আশ্রম॥
বংশেতে সকলে ভক্ত বংশ পরম্পরা।
পিতা পিতামহ আদি পূর্ব্বপুরুষেরা॥
নাহি হেন ভক্তগোষ্ঠি প্রভু অবতারে।
লক্ষ ভক্তপদধূলি যাঁহার দুয়ারে॥
বলরাম নাম যেবা উচ্চারে বদনে।
ধ্রুবতার হয় ভক্তি প্রভুর চরণে॥
এই রথ কি হইল শুনাইনু মন।
পর রথে কি হইল করহ শ্রবণ॥

মাহেশ নামেতে গ্রাম গঙ্গাকূলে স্থিতি।
অনেক লোকের বাস নানাবিধ জাতি॥
এই মহাভাগবৎ বসু বলরাম।
তাঁর পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তিধাম॥
সুন্দর মন্দিরে জগন্নাথের মূরতি।
ভোগরাগসহ হয় সেবা নিতি নিতি॥
বিশেষে আষাঢ়ে মহাসমারোহ হয়।
বৃহৎ কাঠের রথ উচ্চ অতিশয়॥
জনতার কথা কহা বাহুল্য কেবল।
সুবিদিত সাধারণে আগোটা অঞ্চল॥
বড়ই পীরিতি পায় মাহেশের রথে।
থাতায় থাতায় লোক আসে নানা পথে॥
জলে স্থলে নানা যানে বিবিধ উপায়।
বেশ্যা লম্পটের সংখ্যা অধিকাংশ প্রায়॥
প্রতিবর্ষে শ্রীপ্রভুর প্রায় আগমন।
পাপী তাপী সন্তাপীর নিস্তার কারণ॥
দরশন শ্রীপ্রভুরে কৈলে একবার।
জঠর-জনম-কষ্ট নাহি হয় আর॥
জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাপে মুক্ত তৎকালে।
শ্রীচরণ দরশন বারেক করিলে॥
নিষাদের বাণ যথা জীব-বিনাশন।
পরেশ পরশে ধরে কাঞ্চন-বরণ॥
জীবহিতব্রত প্রভু করুণা সাগর।
মাহেশে যাইতে আজি সাধ উগ্রতম॥
করিব বলিলে কর্ম্ম দেরি নাহি আর।
যদ্যপি তাহাতে হয় বিপদ হাজার॥
মাহেশে চলিল সঙ্গে ভক্ত কয় জন।
কৃষ্ণবর্ণ হরিপদ হরিণ-নয়ন॥
ফকির ব্রাহ্মণ এক পরম আচারী।
মূলনাম যজ্ঞেশ্বর নিষ্ঠাবান ভারি॥
ভক্তিমতী ভক্তমা গোলাপ ঠাকুরাণী।
আর আর ছিল কেবা নাম নাহি জানি॥
শ্রীপ্রভুর সঙ্গে যাত্রা মহানন্দ মন।
তরীযোগে যথাদিনে মাহেশে গমন॥
যথাযোগ্য বাসাবাটী মন্দিরের কাছে।
প্রয়োজন মত দ্রব্য সকলই আছে॥
নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রচুর প্রচুর।
ত্রিতলে আসন ঠাঁই হইল প্রভুর॥
খেচুরান্ন শ্রীপ্রভুর ভোগের কারণ।
ত্বরান্বিতে করিলেন ভক্তমা রন্ধন॥
ভোজনে প্রভুর কিন্তু সুখ নাহি হয়।
গলার বেদনা আজি বৃদ্ধি অতিশয়॥
ক্ষুন্নমন ভক্তগণ হন তেকারণে।
শ্রীপ্রভুর সেবা করে, রহে সাবধানে॥
মনে ভয় অতিশয় করয়ে ভাবনা।
রথে যদি যান প্রভু বাড়িবে বেদনা॥
মুখে নাই সাড়াশব্দ ভকতের দলে।
রথের বাজনা উচ্চে বাজে হেনকালে॥
দারুময় ঠাকুরের মূর্ত্তি সাজাইয়া।
পূজারী ব্রাহ্মণে দিলা রথে উঠাইয়া॥
লোকে লোকারণ্য স্থান মহাকোলাহল।
শুনিয়া শ্রীপ্রভুদেব হইলা চঞ্চল॥
ধীর সমীরণ ভাব বহিল অন্তরে।
দ্বিতলের বারাণ্ডায় নামিলেন ধীরে।
ক্রমশ আবেগ বৃদ্ধি অঙ্গ টলটল।
পবন সঞ্চারে যেন সরসীর জল

প্রবল আবেশ পরে পরে বৃদ্ধি পায়।
যার জোরে বহির্দ্বারে উপনীত রায়॥
পাছু পাছু ধাবমান ভকতের গণ।
সাহস না হয় করে গতি নিবারণ॥
মত্ত মাতঙ্গের মত অঙ্গে ঝরে বল।
আবেশের ভাব যবে অধিক প্রবল॥
এবে ধরি রথরজ্জু যত যাত্রিগণে।
ঘর্‌ঘর্‌ শব্দেতে বৃহৎ রথ টানে॥
প্রভুরও হইল মন রথ টানিবারে।
দ্রুতপদে প্রবেশিলা জনতা ভিতরে॥
উপনীত একবারে বিষম শঙ্কট।
রথের ঘূর্ণায়মান চক্রের নিকট॥
মহাভাবগ্রস্ত এবে বাহ্য মোটে নাই।
আপনে আপনহারা জগৎ-গোসাঁই॥
ভাবের প্রভাবে কান্তি লাবণ্য বদনে।
সমুজ্জ্বল চাঁদ যথা নিজের কিরণে॥
ভক্তগণ পাছু হেথা আছেন পড়িয়া।
শক্তি নাই সঙ্গে আসে জনতা ঠেলিয়া॥
হেনকালে শুন কিবা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ভাবে যেথা বাহ্যহারা প্রভু গুণমণি,,
সেখানে ধরিয়া রজ্জু ছিল যত জন,
গুণিতে অনেক, নহে পঞ্চাশের কম,,
অবিদিত কোথা ঘর উপনীত রথে,
শুনা কথা গোউড়গোয়ালা তারা জেতে
নিরখিয়া প্রভুদেবে নিকটে চাকার,
সকলে রথের রজ্জু করি পরিহার,,
উচ্চরবে কহে, হয়ে শঙ্কায় আতুর,
আরে! সেই আমাদের দয়াল ঠাকুর॥
এত বলি দলবদ্ধে ঘেরিয়া দাঁড়ায়।
পাছে কোন ঘটে বিঘ্ন ইঁহার শঙ্কায়।
স্থগিত, চলিত রথ দেখি একবারে।
যাত্রিগণ কি কারণ অন্বেষণ করে॥
গুজব পড়িয়া গেল শ্রীপ্রভুর কথা।
দরশনে আসে লোক ঠেলিয়া জনতা॥

আসিছে দরশন করে সর্ব্বজনে।
ভাবাবেশে বাহ্যহারা প্রভু ভগবানে॥
এক কথা জিজ্ঞাসিতে পার তুমি মন।
যিনি নিজে সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,,
বিভু পরমেশ যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য গুণে,
আদ্যাশক্তি মায়া যাঁর আজ্ঞার অধীনে,,
সৃষ্টি স্থিতি লয় তিনে যিনি বিদ্যমান,
ইচ্ছাময় শিবময় মঙ্গলনিদান,,
জীবহিতব্রত যিনি দয়ার সাগর,
জীবের কল্যাণে যাঁর তপ উগ্রতর,
পরিহরি আত্মসুখ এখানে সেখানে,
ভাবময়, তাঁর পুনঃ ভাবাবেশ কেনে॥
শুন কহি লীলাতত্ত্ব অতীব মধুর।
শ্রবণ পঠনে আন্দোলনে তম দূর॥
যখন যে মূর্ত্তি নেহারিয়া মহাভাব।
সেই সে মুরতি হয় তাঁহে আবির্ভাব॥
হেন আবেশের কালে যদি কোন জন।
ভাগ্যবলে শ্রীপ্রভুর পায় দরশন॥
তাঁর দরশনে, দরশন সুনিশ্চয়।
আবির্ভূত মূর্ত্তি যাহা প্রভুতে উদয়॥
আজিকার মহাভাবে প্রভু পরমেশ।
জগন্নাথ জগবন্ধু তাঁহার আবেশ॥
এমন আবেশ যেবা দরশন পায়।
তার নাহি রহে জন্ম মরণের দায়॥
প্রভুর সৃষ্টিতে আছে দেবদেবী যত।
আবেশে প্রভুর অঙ্গে হয় আবির্ভূত॥
প্রভু মোর মূলবৃক্ষ প্রকাণ্ড বিশাল।
অবতার যত কেহ কাণ্ড শাখা ডাল॥
অন্তরঙ্গ পারিষদ অবতারশ্রেণী।
এইবারে প্রভুদেব নিজে খোদে তিনি॥
মহালীলা শ্রীপ্রভুর, লীলার প্রধান॥
ভক্তবেশে অবতারদলে আগুয়ান॥
ঈশ্বরকটীর ভক্ত, যতগুলি সনে।
এক এক অবতার, দেখা যায় গুণে॥

রামকৃষ্ণসাগরের খণ্ডাংশ প্রত্যেকে।
কেবল নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের থাকে॥
বলিতেন প্রভুদেব করহ শ্রবণ।
নরেন্দ্রে দেখিলে যায় অখণ্ডেতে মন॥
ঈশ্বর কটীর ভক্তে নিরীক্ষণ করি।
মাঝে মাঝে হইতেন আবেশস্থ ভারি॥
কোন্ ভক্ত কেবা, আর কার অবতার।
আবেশে প্রত্যক্ষ সব হইত তাঁহার॥
মুল-নাম উচ্চারিয়া আবেশাবস্থায়।
সমাদরে স্তুতি পূজা করিতেন রায়॥
বুঝ, কি প্রত্যক্ষ তত্ত্ব না হয় কখন।
বিনা শুদ্ধবুদ্ধি আর বিমললোচন॥
প্রভু, প্রভু-ভক্তে হৃদে রাখি একাসনে।
কায়মনবাক্যে যেবা মহালীলা শুনে,
শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধ মন মিলয়ে তাহার,
যাহাতে প্রত্যক্ষীভূত নিশ্চয় লীলার॥
যাত্রীদের জনতা দেখিয়া দরশনে।
কোমরে গামছা বাঁধা গোয়ালার গণে,
এক এক জন যেন এক এক রথী,
শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া রহে যতন সংহতি॥
পরে গিয়া ভক্তগণ যুটিল তথায়।
মহাভাবে বাহ্যহারা যেথা প্রভুরায়॥
গোয়ালারা জনতা ঠেলিয়া পথ করে।
ভক্তবর্গ ধরি রায়ে আনিল বাহিরে॥
তথাপি না ছাড়ে লোক পাছু পাছু ধায়।
আত্মহারা একবারে সংখ্যায় সংখ্যায়,
মকরন্দ-গন্ধে অন্ধ হইয়া যেমন,
চাকের পাছু পাছু ছুটে ভৃঙ্গগণ॥
ভীত চিত ভক্তবর্গ মনে মনে করে।
ঠাকুরে লইয়া ত্বরা প্রবেশে মন্দিরে,
কিন্তু পথে ঘন ঘন ভাবের প্রবল,
ঠাঁই ঠাঁই শ্রীগোসাঁই অটল অচল॥
এই অবকাশে লোকে করে দরশন।
জন-মন-বিমোহন অতুল আনন॥

প্রেমমাখা শ্রীমুখমণ্ডল দ্যুতিমান।
মনপাখী-ধরা বাঁকা-আঁখির সন্ধান॥
ঈষৎ রক্তিমাধর সুন্দরের বাড়া,
সহজেই বোধ, নয় বিধাতার গড়া,
তায় বিশ্ববিমোহিনিয়া হাসির খলনি,
বর্ণে বর্ণে বরিষণ সুধামাখা বাণী॥
দেখা শুনা যার নাহি হইল জীবনে,
চক্ষু কর্ণ বৃথা তার, চক্ষু কর্ণ নামে॥
বিনা পণে অবহেলে খালি করুণায়।
দেহ ধরি অবতরি আসিয়া ধরায়,
জীব-হিত ব্রত রায় কল্যাণ-নিদান,
এক কর্ম্ম জীবে কিসে পায় পরিত্রাণ॥
এত দয়া, সাগর গোষ্পদ উপমায়।
দেহ-ধরা স্নেহ রক্ষা কেবল দয়ায়॥
আজিকার দিনে কত জীবে মুক্তি দান।
প্রভু বিনা অন্যে কেহ জানে না সন্ধান॥
পথের মধ্যেতে ভাব অতি গুরুতর।
প্রতিপদে প্রায় প্রভু যেন দিগম্বর॥
অর্থ তার অন্য নয় বুঝিবে, বুঝিলে।
জীবে দিতে পরাগতি দরশন ছলে॥
বহু ক্ষণ হেন রঙ্গ করি প্রভুরায়।
আজি রথযাত্রালীলা করিলেন সায়॥
দিনমান যায় প্রায় ভাব অবসান।
সঙ্গেতে ভক্তবর্গ ব্যাকুলিত প্রাণ॥
ধীরে ধীরে মন্দিরে উপরে লয়ে যায়।
বহু গুণে হৈল বৃদ্ধি বেদনা গলায়॥
পর দিন দক্ষিণসহরে শ্রীগোসাঁই।
শয্যাগত, উঠিবার শক্তি দেহে নাই॥
বেদনায় রক্তস্রাব হয় এইবারে।
দারুণ যন্ত্রণা ভোগ গলার ভিতরে॥
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ বিশুষ্ক আকার।
তরল পদার্থ বিনা, চলে না আহার॥
সমাচার পাইয়া সভীত ভক্তগণ।
ত্বরায় আইলা ধেয়ে প্রভুর সদন॥

বেদনায় পরিশুষ্ক শ্রীবয়ানখানি।
প্রফুল্লিত ক্রমে, দেখি ভক্তের মেলানি॥
বিস্মরণ গলায় বেদনা একবারে।
উপবিষ্ট হইলেন খাটের উপরে॥
পূর্ব্ববৎ রঙ্গ-রস কথায় কথায়।
ভক্তবর্গ এইবারে ভুলিল না তায়॥
আনিয়া রাখাল দাস্ ঘোষ ডাক্তারেরে।
নিযুক্ত করিয়া দিল চিকিৎসার তরে॥
রাখালের চিকিৎসায় নহে উপসম।
কোন দিন রোগ বৃদ্ধি কোন দিন কম॥
বিবিধ উপায় কৈল না হয় সুফল।
ক্রমশ হইতে থাকে শরীর দুর্ব্বল॥
কেবল তরল ভোজ্য চলিছে এখন।
ভাত ডাল নাহি হয় গলাধঃকরণ॥
ভক্তেরা সভীত প্রাণ দিবানিশি ভাবে।
কি উপায়ে সমারোগ্য করে প্রভুদেবে॥
দিনেকে গিরীশ ঘোষ বিশ্বাসের বীর।
প্রহরেক বেলা হৈলা মন্দিরে হাজির॥
আবদার সহ কন প্রভুর গোচরে।
আজি অন্ন খাইতে হইবে আপনারে॥
শ্রীপ্রভু বলেন অন্ন কি করিয়া খাই।
আহার তরল দ্রব্য তবু কষ্ট পাই॥
গিরীশ প্রভুকে কন শ্রীগুরুর বলে।
তোমার যেমন কেহ নাহি তিনকুলে,,
আমার সেরূপ নয়, আছে একজন,
সশঙ্কিত নামে যার পুরন্দর যম॥
তাঁহার শক্তিতে আমি হেন শক্তি ধরি।
সামান্য বেদনা ফুঁয়ে উড়াইতে পারি॥
এত বলি, এই মন্ত্র কন মনে মনে।
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু বিদ্যমানে,,
তোমারে প্রার্থনা যেন তোমার কৃপায়,
আরোগ্য গলার ব্যাধি মুহূর্ত্তেকে পায়॥
উচ্চারিয়া এই মন্ত্র প্রভুভক্তবর
ফুঁক দিলা তিন বার গলার উপর॥
বেদনার স্থানে হাত বুলায়ে গোসাঁই।
বলিলেন কি আশ্চর্য্য, ব্যথা আর নাই॥
এমন দারুণ ব্যথা গেলা কোথাকারে।
এ কেবল গিরীশের মন্তরের জোরে॥
এত শুনি শ্রীমন্দিরে আনন্দের রোল।
রাঁধিতে চলিল অন্ন মাগুরের ঝোল॥
অবিলম্বে ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া।
প্রভুর গোচরে দিলা মন্দিরে আনিয়া॥
মহানন্দে ভক্তবর্গ করে দরশন।
বহু দিন পরে পুনঃ প্রভুর ভোজন॥
দিবা অবসানে যত ভকতনিকরে।
সে দিন চলিয়া গেল আপনার ঘরে॥
এইতক সমাপন দিনের ঘটনা।
পর দিনে পূর্ব্ববৎ প্রবল বেদনা॥
এই অন্নভোগে হৈল অন্নভোগ সায়।
দারুণ যন্ত্রণা এত গলার ব্যথায়॥
প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে সুরু এই রোগ।
তখন হইতে আগে বন্ধ লুচিভোগ॥
যেই দিন মহোৎসব দেবেন্দ্রর ঘরে।
স্মরণ করহ কথা, আবেশের ভরে,,
কিবা বলিলেন প্রভু বিশ্বের গোসাঁই,
ভবিষ্যৎ বাক্য 'আর লুচি খাব নাই॥
তখন অবোধ্য, কিবা ভাবার্থ বাক্যের।
লীলাসমাপনে তবে মর্ম্ম হৈল টের॥
তর্কচূড়ামণি যিনি নাম শশধর।
প্রভু দরশনে আসে দক্ষিণসহর,,
অন্তর বিষণ্ণ ভারি মলিন বদন,
প্রভুর গলায় ব্যথা, তাহার কারণ॥
আরোগ্য-উপায়ে তেঁহ কন শ্রীগোচরে।
বর্ণনা আছয়ে হেন শাস্ত্রের ভিতরে,,
সমাধি যাঁহার হয়, যদি সেই জন,
সমাধিস্থ হন দিয়া ব্যাধিস্থানে মন,,
সেই সে তাঁহার পক্ষে পরম ঔষধি,
ক্ষণেকে আরোগ্যলাভ, নাহি রহে ব্যাধি॥

এত শুনি মৃদু হাস্য করি প্রভুবর।
ধীরবর শশধরে করিলা উত্তর॥
সমাধিতে যবে করি দরশন তাঁয়,
তুচ্ছ এই দেহ, পচা কুমুড়ার ন্যায়,,
আছে কিনা আছে মোর রহে না স্মরণ,
কেমনে সম্ভব দিব ব্যথা স্থানে মন॥
শ্রীমুখে শুনিয়া হেন কথার উত্তর।
বাক্যহীন বিস্ময়ে আবিষ্ট শশধর॥
মনে মনে ভাবে তেঁহ প্রভু কোন্ জন।
ব্রহ্মানন্দভোগী দিয়া দেহ বিসর্জ্জন॥
শাস্ত্রে আর প্রভু বাক্যে প্রভুর ক্রিয়ায়।
শশধর ষোলআনা মিলাইয়া পায়॥
তথাপি না বুঝিতে পারিল যাসা রতি।
প্রভু যে পরমেশ্বর অখিলের পতি॥
শিরে ধরি শাস্ত্রপাঠ, নাহি প্রয়োজন।
নিরন্তর প্রভুকে প্রার্থনা কর মন,,
দেহ রামকৃষ্ণরায় ভিক্ষা মাগে দীনে,
শুদ্ধভক্তিসহ মতি চরণ সেবনে॥
এইখানে তৃতীয় খণ্ডের কথা সায়।
সুমুর্খে গাইল গীত মায়ের আজ্ঞায়॥

ইতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি।

চতুর্থ খণ্ড।

(অন্তর্লীলা)

প্রভুর চিকিৎসার জন্য সহরে আগমন ও বসতি।

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়। প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগমায়
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার। যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার॥

প্রথম খণ্ডেতে বাল্য-লীলা সুমধুর।
শ্রবণ কীর্ত্তনে স্বচ্ছ হৃদয়-মুকুর„
সমুজ্জল প্রতিভাত তাহার উপর,
শ্রীপ্রভুর অপরূপ রূপ মনোহর॥
দ্বিতীয় খণ্ডের লীলা সাধনভজন।
বিশ্বাসের সহ যেবা করে আন্দোলন„
নিশ্চয় বিমুক্ত তার লোচন-আঁধার;
পশিতে রতনাগারে চৈতন্যের দ্বার॥
তৃতীয় খণ্ডের কথা ভক্ত-সংঘোটন।
মহিমা প্রচার; ধর্ম্মদ্বন্দ্ব বিভঞ্জন„
স্বরূপত্ব প্রদর্শন দীন-হীনসাজে,
শ্রবণ কীর্ত্তনে মন মজে পদাম্বুজে॥
চতুর্থ শেষের খণ্ড পুঁথি যাহে সায়।
এক মনে যদি কেহ শুনে কিম্বা গায়„
বড়ই মধুর ফল হাতে হাতে ফলে,
প্রেমাভক্তি পরাধন চরণকমলে॥
ব্যাধির বিক্রম ভারি বৃদ্ধি এইবার।
প্রদাহ যন্ত্রণা কত কষ্ট অনিবার॥
মধ্যেমধ্যে রক্তস্রাবে দেহ শীর্ণ প্রায়।
এই মতে শ্রাবণের আধাআধি যায়॥
ক্ষুণ্ণ-মন ভক্তগণ বুঝিতে না পারে।
প্রভুর আরোগ্য হেতু কি উপায় করে॥
এক দিন রাম আর দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
কালিপদ, গিরীশ প্রভৃতি কয় জন„
একত্র বসিয়া যুক্তি কৈল স্থিরতর,
প্রতিকারে উপযুক্ত ইংরাজ ডাক্তর॥
পর দিন প্রাতঃকালে ভক্ত চারি জন।
অনুমতি হেতু চলে প্রভুর সদন॥
বিশুষ্ক-বদন প্রভু, দেখিলেন গিয়া।
উঠিবার শক্তি নাই আছেন শুইয়া॥
হেন বিমরষ ভাব কখন না শুনি।
রসনা রহিত রস, নাহি ফুটে বাণী॥
সদানন্দময়ে হেন নিরানন্দ ধারা।
দেখি ভক্ত চতুষ্টয়ে প্রায় প্রাণহারা॥
মুখে নাহি সরে কথা প্রভুর যেমন।
জিজ্ঞাসা করিতে তাঁরে আছেন কেমন॥
কিছু ক্ষণ পরে তবে সম্বরি আপনে।
বলিলেন বড় কষ্ট গেছে গত দিনে॥
এক পুরা রক্তস্রাব যন্ত্রণা সহিত।
গলনালিমধ্যে দাহ বিয়াধির রীত

ঘোর বরিষার কাল শ্রাবণের শেষ।
গেরুয়া-বসনা গঙ্গা বিরাগিনী বেশ,
নীল-কলেবর সিন্ধু সঙ্গম আশায়,
কূল দিয়া ভাসাইয়া তীব্র বেগে ধায়॥
পুরী মধ্যে পুষ্পোদ্যান জাহ্নবীর কূলে।
শ্রীপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিম অঞ্চলে॥
ছয় হস্ত পরিমিত দূরত্ব কেবল।
মাটি নাহি যায় দেখা, তদুপরি জল॥
সেইহেতু শ্রীপ্রভুর মন্দিরাভ্যন্তর।
অতিশয় জলে সিক্ত রহে নিরন্তর॥
এদিকে বিশালাকাশে জলদের দল।
ঝুরু ঝুরু ফেলিতেছে বৃষ্টি অবিরল॥
জলকণা মাখি অঙ্গে বায়ু বহমান।
আর্দ্র করে আবরিত আশ্রয়ের স্থান॥
হেন ঠাঁই শ্রীগোসাঁই করিলে বসতি।
স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে তাঁর হবে বহু ক্ষতি॥
এত ভাবি ভক্তগণে কৈলা নিবেদন।
সহরে বসতি করা এবে প্রয়োজন॥
উপযুক্ত বাসস্থান, অনুমতি দিলে।
নির্দ্ধারিত করি গিয়া সহর অঞ্চলে॥
অবিকল শিশুছেলে বালক যেমন।
ভালবাসামাখা ভাষা করিয়া শ্রবণ,,
সহাস্য আননে কন বাড়ি দেখ' তবে,,
বাগবাজারের কাছে, গঙ্গাতীর হবে॥
ভ্রাতৃপুত্র রামলালে ব'লন ডাকিয়া।
যাত্রা দিন কর স্থির পঞ্জিকা দেখিয়া॥
সুন্দর যাত্রিক দিন পর শনিবারে।
আজি বৃহস্পতি আর এক দিন পরে॥
সানন্দে ভকতবর্গ উঠিল সত্বর।
অন্বেষণ করিবারে আজ্ঞামত ঘর॥
আনন্দ কি হেতু যদি জিজ্ঞাসিলে মন।
তদুত্তরে কহি শুন তাহার কারণ॥
প্রভু-দরশন-প্রিয় ভকতনিকর॥
ক্রোশ ত্রয় দূরে এই দক্ষিণসহর॥
সহজে এখানে আসা ঘটে না কাহার।
সপ্তাহে বারেক কেহ পক্ষে একবার॥
কিন্তু এবে কৈলে প্রভু সহরে বসতি।
দরশনে শুভযোগ হবে দিবারাতি॥
মনে মনে সকলের স্থিরতর জানা।
দু-দিনের চিকিৎসায় সারিবে বেদনা॥
সেইহেতু ভক্তবর্গে হরষিত মন।
কে জানে ঘটিবে পরে বিপদ ভীষণ॥
বাগবাজারের কাছে, গঙ্গা সন্নিহিত।
নূতন আবাস বাটী করি নির্দ্ধারিত॥
সমাচার পাঠাইলা প্রভুর সাক্ষাতে।
উপনীত প্রভুদেব শনিবার প্রাতেঃ॥
নিরখিয়া বাসাবাটি জানি না কারণ।
বসতি করিতে তথা হইল না মন॥
পরিহরি সেই বাটী ত্বরিত গমনে।
উপনীত হইলেন বসুর ভবনে॥
বসুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি।
যাঁহার ভবনে এত প্রভুর পিরীতি॥
শ্রীপ্রভুর আগমন বসুর ভবনে।
সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে।
লোকারণ্য হৈল লোকে ভবন ভিতরে।
অগণন, সাধ্য কার সংখ্যা তার করে॥
মঙ্গল উৎসব ধ্বনি উঠে দিবারাত্র।
বসুর ভবন ঠিক জগন্নাথ ক্ষেত্র॥
প্রভু যে পীড়িত এত কেহ নাহি ভাবে।
দরশনে সবে মহানন্দ-নীরে ডুবে॥
পূর্ব্ববৎ সমভাবে ব্যাধির বিক্রম।
কখন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি, কভু কিছু কম॥
ইংরাজ ডাক্তারে দিতে চিকিৎসার ভার।
ঠাকুর তাহাতে নাহি করিলা স্বীকার॥
চিকিৎসার ভার তবে হইল পশ্চাতে।
প্রতাপ মজুমদার ডাক্তরের হাতে॥
সহরেতে এক জন সুবিজ্ঞ ডাক্তার।
হোমিওপাথিক মতে চিকিৎসা তাঁহার॥

যথা সাধ্য বিয়াধির নিরুপণ করি।
খাইতে দিলেন ছোট ছোট সাদা বড়ি॥
প্রভুর বালকাপেক্ষা শরীর দুর্ব্বল।
ঔষধ সেবনে ঘটে বিপরীত ফল॥
প্রতাপ প্রতাপান্বিত যশ দেশ জুড়ে।
এখানের প্রতিকারে বুদ্ধি যায় মুড়ে॥
কিছুতেই কোনমতে কিছু নহে ফল।
প্রতিকারে রোগ করে দুনো গুণে বল॥
ইহাতেও তিল নাই প্রভুর বিশ্রাম।
তত্ত্বকথা, নৃত্য, গীত চলে অবিরাম॥
দরশনে আসে যেবা যে কোন আশায়।
আশার অতীত কভু অনায়াসে পায়॥
একদিন শুন এক শ্রীপ্রভুর খেলা॥
গগণে কেবল বাকি প্রহরেক বেলা।
গৌরাঙ্গ ভকত এক ব্রাহ্মণ-নন্দন।
নামাবলী চিটা ফোঁটা অঙ্গে সুশোভন,
প্রভুর মহিমা কথা লোক মুখে শুনে,
আসিছেন পথে পথে প্রভু দরশনে॥
আসিতে আসিতে করে মনে আন্দোলন
প্রভুর মহিমা কথা শ্রবণ যেমন,,
সরল বিশ্বাসে তেঁহ পাইল দেখিতে,
গৌরাঙ্গচরিতখানি প্রভুর চরিতে॥
বিস্ময় সহিত নানাবিধ চিন্তা মনে।
অবশেষ উপনীত বসুর ভবনে॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু অখিলের রাজ।
সদর মেলার মধ্যে করেন বিরাজ॥
বৈষ্ণবের বেশ ভুষা অঙ্গে দেখি তার।
শ্রীপ্রভুর রীতি যেন অগ্রে নমস্কার॥
ব্রাহ্মণ-নন্দন করি প্রণিপাত পরে।
ভক্তিরীতে বসিলেন প্রভুর গোচরে॥
শ্রীকরে ধরিয়া এক বিউনি তখন।
আপনে আপনি প্রভু করেন ব্যজন॥
ব্রাহ্মণের মনে মনে উপজিল আশ।
পাইলে বিউনি করে শ্রীঅঙ্গে বাতাস॥
হৃদয়-নিবাস প্রভু বুঝিয়া অন্তরে।
সমর্পণ কৈলা পাখা ব্রাহ্মণের করে॥
মিটাইয়া মন সাধ ব্রাহ্মণ তখন।
পরম আহ্লাদে করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন॥
কৃপা-পরবশ প্রভু স্বভাবের গুণে।
সেবায় হইয়া তুষ্ট ব্রাহ্মণ-নন্দনে,,
কমলার সেব্য সেই অমূল্য চরণ,
ভাবাবেশে বক্ষে তাঁর করিলা অর্পণ॥
পুলকে পূর্ণিত হিয়া দ্বিজ ভাগ্যবান।
পথে যা ভাবিলা তাইদেখে বিদ্যমান॥
প্রবল প্রাণান্ত পীড়া ভোগ অবিরাম।
তথাপি তিলেক নাই খেলায় বিশ্রাম॥
তৃণতুল্য জ্ঞান দেহে খেলা নিরবধি।
যত দিন যায় তত বৃদ্ধি পায় ব্যাধি॥
পরাভূত কবিরাজ ডাক্তারের গণে।
এক পক্ষ হৈল গত বসুর ভবনে॥

এখানে অধিক দিন স্থিতি নহে যোগ্য।
স্বতন্তর স্থান চেষ্টা করে ভক্তবর্গ॥
শ্যামপুকুরের মধ্যে বাড়ি হৈল স্থির।
যাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির॥
দ্বিতল মহল বাড়ি মাস ভাড়া ধার্য্য।
গৃহস্বামী নামজাদা শিবু ভট্টাচার্য্য॥
শ্রীপ্রভুর মহাভক্ত কালীপদ ঘোষ।
নিকটে তাঁহার বাড়ি বড়ই সন্তোষ॥
যে বাড়িতে শ্রীপ্রভুর হবে আগুসার।
অগ্রণী হইয়া কর্ম্মে কৈলা পরিষ্কার॥
দেবদেবীমূর্ত্তি আঁকা পট ক্রয় করি।
চৌদিকে দেয়ালে আঁটাইল সারি সারি॥
জালা হাঁড়ি, খুন্তি, বেড়ি, মাদুর আসন।
চাল, ডাল, দ্রব্যাদি যতেক প্রয়োজন॥
এই সব আয়োজন করিবার তরে।
লইল সকল ভার নিজের উপরে॥
ব্যয় তার যত হয় সকলে যোগান।
গিরীশ, সুরেন্দ্র মিত্র বসু বলরাম॥

হরিশ মুস্তফী, নবগোপাল, কেদার।
চাই ভক্ত রাম দত্ত, মহেন্দ্র মাষ্টার॥
কালিপদ, দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভক্তগণ।
এবে যাঁরা সন্ন্যাসিরা বালক তখন॥
যোগাইতে টাকা কড়ি পাইবে কোথায়।
যাহা ছিল দেহ প্রাণ সঁপিল সেবায়॥
রাখাল, যোগীন, লাটু, নিত্যনিরঞ্জন।
বাবুরাম, কালী, শশী এই কয় জন,,
সেবাপর অবিরত রহে রেতে দিনে,
ভক্ত-মা(গোলাপ মাতা) একাকী রন্ধনে॥
এখন নরেন্দ্র নাথ প্রভুতে পিরীত।
দু-গণ্ডা প্রহর গোটা প্রায় উপস্থিত॥
কোথাও ক্ষণেক জন্য হইলে বাহির।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ স্বস্থানে হাজির॥
এইবার আগেকার কথা স্মর মনে।
কতই ঘুরিলা প্রভু নরেন্দ্রান্বেষণে॥
কোথা তাঁর খেলাস্থান কোথা তাঁর ঘর।
সমাজ-মন্দির কোথা দক্ষিণসহর॥
পিতুর তাড়না গ্রাহ্য তিলাদপি নাই।
নরেন্দ্রের জন্য যেন পাগল গোসাঁই॥
সহিলা কহিলা কত তাঁহার বিচ্ছেদে।
এখন নরেন্দ্রনাথ শ্রীপ্রভুর ফাঁদে॥
শরীরে ধরিয়া পীড়া এখন গোসাঁই।
করিছেন অন্তরঙ্গগণের বাছাই॥
ভক্তি-প্রাণ-ভালবাসা প্রাণাধিক টান।
এই কয় গুণে অন্তরঙ্গের প্রমাণ॥
পীড়ার প্রাবল্য যত হয় দিন দিন।
কান্তিময় তনুখানি জীর্ণ শীর্ণ, ক্ষীণ,,
তত অন্তরঙ্গদের বাড়য়ে আসক্তি,
প্রাণের অধিক টান ভালবাসা ভক্তি॥
যেন দেহ বিনিময়ে দেহে ল'য়ে রোগ।
করিছেন ভক্তদের ভক্তির সম্ভোগ॥
একদিন ভক্তবর্গে হ'য়ে একত্তর।
ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তি কৈলা স্থিরতর,,
সহরের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসক,
হউক যতই ব্যয় তারে আবশ্যক॥
ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ সরকারোপাধি।
হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার বিধি॥
প্রতিকারে নির্ব্বাচিত হইলেন তিনি।
যোল টাকা প্রতিবারে বেতন দর্শনী॥
রাজভাষা-বিশারদ পাঠপ্রিয় ধারা।
যতগুলি আছে পাশ সব গুলি করা॥
অগণ্য করিয়া পাশ বদ্ধ মহাপাশে।
বিশেষিয়া পরিচয় পাবে পরিশেষে
সরল অন্তরাধারে দয়া বলবান।
রসনা কর্কশ বড়, বাক্য যেন বাণ॥
যে কার্য্য করিলা তেঁহ প্রভুর লীলায়।
বহি যদি শিরে জুতা শোধ নাহি যায়॥
রামকৃষ্ণপন্থী মাত্র তাঁর কাছে ঋণী।
বারেবারে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি॥
পূজনীয় প্রভুভক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার।
ডাক্তারে আনিতে কর্ম্মে লইলেন ভার॥
ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ডাক্তার-ভবনে।
শ্রীপ্রভুর আগমন ব্যাধি নিরূপণে॥
জানা শুনা ইহার অধিক পূর্ব্বে আর।
মথুরে চিকিৎসা করে যখন ডাক্তার॥
মথুরের মন মত ইঁহার চিকিৎসা।
সেহেতু দক্ষিণেশ্বরে ছিল যাওয়া আসা॥
সে জানা কেমন জানা শুন পরিচয়।
মথুরের পোষ্য লোকে পরমহংস কয়॥
যেন অতিশয় মূর্খ ব্রাহ্মণের ছেলে।
পূজাকার্য্যে ব্রতী তাই ভট্টাচার্য্য বলে॥
সেইমত ডাক্তারের প্রভুদেবে জানা।
সে ঠকে অধিক, নিজে যে বুঝে শিয়ানা॥
হেথা পথ পানে চেয়ে আছে ভক্ত-বৃন্দ।
কখন মহেন্দ্রে লয়ে আসেন মহেন্দ্র॥
হেনকালে ডাক্তার হইল উপনীত।
ভকতনিকরে প্রভুদেব সুবেষ্টিত॥

প্রভুদেবে দেখিয়াই সবিস্ময় মনে।
ডাক্তার প্রভুকে কন, তুমি যে এখানে ?॥
দেখাইয়া সম্মুখীন ভকতনিকরে।
উত্তর—এনেছে এরা চিকিৎসার তরে॥
শ্রীপ্রভুর বিছানার উপর বসিয়া।
রোগ পরীক্ষিয়া দিল ঔষধ কহিয়া॥
নূতন দেখিনু আমি এত দিন পরে।
প্রভু ভিন্ন অন্যে তাঁর শয্যার উপরে॥
অতি অল্পক্ষণ মধ্যে উঠিল ডাক্তার।
উপনীত নীচে যেথা বহির দুয়ার॥
ডাক্তারের কাছে গিয়া মাষ্টার অগ্রণী।
সচেষ্ট তাঁহারে দিতে বেতন দর্শনী॥
হাতে না লইয়া টাকা পুছিলা ডাক্তার।
যে বাড়ীতে আসিয়াছি এ বাড়ী কাহার॥
শুনিয়া ডাক্তারে কৈলা মাষ্টার উত্তর।
শ্রীপ্রভুর ভক্তদের ভাড়া লওয়া ঘর॥
ইঁহার চিকিৎসা মাত্র উদ্দেশ্য ইহাতে।
দক্ষিণসহর দূর, সহর হইতে॥
উহার আবার ভক্ত! ভক্ত কি রকম।
অধিক বিস্ময়াপন্ন হইয়া তখন,
জিজ্ঞাসা করিল তবে জানিতে আখ্যান,
ভক্ত-সব কারা তাঁরা কি তাদের নাম॥
ভক্তদের নাম শুনি অবাক ডাক্তার।
দর্শনী গ্রহণে তবে কৈলা অস্বীকার॥
ডাক্তার হৃদয়বান ধীমান পণ্ডিত।
ধর্ম তাঁর একমাত্র সাধারণ হিত॥
প্রভুদেব হিতাকাঙ্খী সাধারণ জনে!
বিশেষ ধারণা দৃঢ় হৈল মনে মনে॥
মনোভাব বাক্যেতে প্রকাশ করি তিনি।
অস্বীকার করিলেন লইতে দর্শনী॥
মহেন্দ্র মাষ্টার পুনঃ বুঝাইয়া কন।
যদিও ভক্তেরা নহে ধনাঢ্য এমন,
তথাপি অক্ষম নহে দর্শনী প্রদানে,
গ্রহণ করুন এথে অস্বীকার কেনে॥

মুগ্ধমন ডাক্তার কহেন তদুত্তরে।
আমাকেও কর গণ্য পাঁচের ভিতরে॥
পরম যতন সহ উঁহারে দেখিব।
যতবার আবশ্যক আপনি আসিব॥
সুহৃদের মত তেহ বলিলেন পিছে।
ইহাতে নিজের মোর বহু স্বার্থ আছে॥
শ্রীপ্রভুর চিকিৎসায় স্বার্থ আছে তাঁর।
সুগভীর অর্থ দেখি ভিতরে ইহার॥
গূঢ় কথা বড় হেথা কহিলা ডাক্তার।
লক্ষ কোটী নমস্কার চরণে তাঁহার॥
বহুদূরদর্শিতার ভাব এ কথায়।
ডাক্তার—ডাক্তার নহে জনেক লীলায়,
অতিশয় প্রিয়তম শ্রীপ্রভুর জন,
প্রভুর ইচ্ছায় এবে অবস্থা এমন॥
শ্রীপ্রভুর রঙ্গ যত ডাক্তারের সনে।
আলোচনা করিলে বুঝিবে অন্ধ জনে॥
সহরেতে শ্রীপ্রভুর কেন আগমন।
উদ্দেশ্য তাহার সঙ্গে সপ্রেম মিলন॥
বহুদূরদর্শিতার শকতির গুণে।
ডাক্তার বিশেষরূপে বুঝিলা আপনে,
আপনার অবস্থা দেখিয়া পান টের,
প্রভুর চিকিৎসা নয় চিকিৎসা নিজের॥
ডাক্তার বড়ই চাপা অন্তঃর্জ্বালা বয়।
দেড়গণ্ডা তালা আঁটা হৃদয়-নিলয়॥
মনোগত ভাব কভু প্রকাশ না করে।
স্বেচ্ছায় এ নয় তাঁর স্বভাবানুসারে॥
মানুষের সঙ্গে কি খেলেন ভগবান্।
মানুষে না দেন তিনি জানিতে সন্ধান॥
মায়ায় মোহিত চিত অবিরত রয়।
অহঙ্কারে আমি করি এই মত কয়॥
জাগাইয়া যার সঙ্গে খেলেন ঈশ্বর।
সে খেলার অন্ত ধারা বর্ণ স্বতন্তর॥
সেখানে মায়ার তালা খোলা একেবারে।
আমিতে অকর্ত্তা বোধ তুমি তুমি করে॥

ডাক্তারের ধর্ম্ম রোগ শুনহ এখন।
পরম পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক এক জন॥
তর্ক-বিদ্যাবলে পক্ষ সমর্থন করে।
প্রাণান্তে স্বীকার নয় সাকার ঈশ্বরে॥
এ রোগ ইহাঁর নহে একাকী কেবল।
রোগগ্রস্ত এবে প্রায় সব নব্যদল॥
সাকারের প্রতিবাদী সংখ্যা কেবা করে।
মালেরিয়া রোগী যেন প্রতি ঘরেঘরে॥
সকলে বিদিত, হেতু বলাই বাহুল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাবল্যতে, রোগের প্রাবল্য॥
বিজ্ঞানের দেশে দেশে উন্নতি সাধন।
বুদ্ধিবল কলবল দ্বিতীয় কারণ॥
সাকার না লাগে ভাল, দোষ নাহি তায়।
দোষমাত্র প্রতিবাদে সাকার কথায়॥
সর্ব্বশক্তিমানত্বের ভাব ভগবানে।
আকার ধরিতে তবে শক্তি নাই কেনে?॥
সর্ব্বশক্তিমানত্ব প্রত্যক্ষ দেখা যাঁর।
সে বুঝে সাকার তিনি; তিনি নিরাকার।
যত দূর ধারণা করিতে পারে জীবে।
অসম্ভব কিবা তায় সকলই সম্ভবে॥
বারবার বলিলেন প্রভুভক্তপতি।
ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি॥
ভক্তপতি শ্রীপ্রভুর নাম এইখানে।
নূতন কহিনু শুন কিবা তার মানে॥
ভক্ত সাধারণী নাম ভক্ত কয় তাঁরে।
ভক্তিভরে ঈশ্বরের ভজনা যে করে॥
শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, রামাৎ, বৈষ্ণব।
বাউল. নানকপন্থী, কর্ত্তাভজা সব॥
নবরসিকের দল জানা সর্ব্বজনে।
নিরাকার উপাসক সগুণ নির্গুণে॥
অঘোরপন্থী কি বৌদ্ধ কিবা পঞ্চনামী।
দরবেশ আল্লাভজা কিবা খৃষ্টিয়ানি॥
যে মতে যে পথে যেবা ভজে ভগবানে।
ভক্ত অর্থে এক করি সাধারণী মানে॥

এই সব পন্থিদের প্রভু অধিপতি।
বারে বারে বলিয়াছি ইহার ভারতী॥
যে মত পথের ভক্ত প্রভু বিদ্যমান।
সবে পায় আপনার পথের সন্ধান॥
যাবতীয় মতে পথে করিয়া সাধনা।
পথঘাট শ্রীপ্রভুর সব ভাল জানা॥
উপায়ের হেতু কাছে আসিলে সাধক।
ঘুচিয়া দিতেন তার যেখানে আটক॥
উপদেশ তার মত তাঁহার ভাষায়।
সে কথা অন্যের পক্ষে বুঝা মহাদায়॥
ভক্তমাত্রে হ'য়ে মুগ্ধ চরিতে প্রভুর।
সকলে বুঝিত; তিনি তাঁদের ঠাকুর॥
ইহার বিশেষ মর্ম্ম বিশেষিয়া জানে।
ইদানীন্ত সমুন্নত ব্রাহ্মভক্তগণে॥
সকলের উপদেষ্টা প্রভু ভগবান্।
পুঁথি তাই জানে তাঁর ভক্তপতিনাম॥
ডাক্তার বুঝেন সেই পরম-ঈশ্বর।
অরূপ আকার হীন বুদ্ধির উপর॥
মানুষ কখন গুরু হইতে না পারে।
মানুষ মানুষ মাত্র কিবা শক্তি ধরে॥
মানুষের পদধূলি গ্রহণীয় নয়।
ঈশ্বর মহান, কিবা মনুষ্যনিচয়॥
অসীম অখণ্ডেশ্বর মনুষ্য-আধারে।
হইবার নহে কভু হইতে না পারে॥
কেমনে হইবে? যাহা নহে হইবার।
ভাব কি সমাধি ইহা মাথার বিকার॥
দুধ খেয়ে মল ত্যাগ যেই জন করে।
কেমনে ঈশ্বরারোপ করিব তাঁহারে॥
বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিক মার্জ্জিতাগ্রগণ্য।
ধনে, গুণে, যশে, কাজে সাধারণে মান্য
এ হেন উন্নতিশীল মানুষ যে জন।
ঈশ্বর, সমাধি ব্যাখ্যা করিল কেমন॥
যাহে বেদ, তন্ত্র গীতা, পুরাণনিচয়।
সাধন ভজনকর্ম্ম সব হয় লয়॥

বিশেষিয়া এইখানে বুঝ তুমি মন।
হালের মার্জ্জিত বুদ্ধি লোকের লক্ষণ॥
হায়! আমি কি কহিব অতি অপ্রাচীন।
পাড়াগেঁয়ে মেঠো লোক বিদ্যাবুদ্ধিহীন॥
চেহারায় মূর্চ্ছা যায় গেছো ভূত দেখে।
বরণে লজ্জায় কালি দোয়াতেতে ঢাকে॥
পেটভরা ভাত মুড়ি কোথা দু-বেলায়।
হীন দাস্যবৃত্তি কাজে আয়ু কেটে যায়॥
এঁরা সব ভদ্রলোক চড়ে গাড়ি ঘোড়া।
সুগঠন, সুবসন, বেশ জামাজোড়া॥
লুচি চিনি দুধ মিষ্টি ইচ্ছামত খায়।
দ্বিতল ত্রিতলে নিদ্রা কোমল শয্যায়॥
দাস, দাসী, খানসামা, চাকর বেহারা।
ভোজপুরী বংশধারী দরজাতে খাড়া॥
বড় বড় সাহেবেরা মহামান্য করে।
হুকুমেতে মানুষের মাথা যায় উড়ে॥
এহেন অবস্থাপন্ন লোকের তুলনে।
আমি ক্ষুদ্র পিপীলিকা ডোবে এক কোণে॥
কিন্তু রামকৃষ্ণজীর কৃপাদৃষ্টিবলে
বড় লোকে দেখি যেন দুগ্ধ-পোষ্য ছেলে
বলিল কেমনে কথা ফুটিল বদনে।
এত সব মহা মহা ভক্তদের স্থানে॥
ভাব কি সমাধি ইহা মাথার বিকার,
শক্তিহীন ভগবান্ ধরিতে আকার॥
তবে দূরদর্শিতার ভাব তাহে কিসে।
কেবল চাঁদের আলো প্রভুর পরশে॥
রক্ষা কর রামকৃষ্ণ নরতনু বেশ।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিভু পরমেশ,
অনাদি, অখণ্ড, সীমাহীন বিশ্বস্বামী,
নিরাকার সাকার উভয় রূপে তুমি॥
তোমার কৃপায় প্রভু দূরীভূত ধাঁদা।
প্রার্থনা চরণে যেন মন রহে বাঁধা॥
নিস্বার্থে প্রভুতে শ্রদ্ধা রাখি যেই জন।
রোগ প্রতিকারে করে বিশেষ যতন॥
যে কেহ হউন তিনি আরাধ্য আমার।
যুগল চরণ তাঁর বন্দি বারবার॥
ডাক্তার নিস্বার্থপর কি হেতু এখানে।
শুনিতে বাসনা যদি শুন এক মনে॥
দেখিতে পাইলা তেঁহ প্রভুর ইচ্ছায়।
মোহিনিয়া শক্তি এক শ্রীপ্রভুর গায়,
যাহার প্রভাবে বহু কদাচারী জন,
কুতূহলে করিতেছে সুপথে গমন॥
সেই হেতু স্বার্থহীন পর উপকারে।
আরোগ্যে বিবিধোপায় যত্নসহকারে॥
ক্রমে ক্রমে যাবতীয় পাবে সমাচার।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি সুধার পাথার॥

ডাক্তারের সদাচার শ্রীপ্রভুর সনে।
চিকিৎসা করিবে তেঁহ কড়িপাতি বিনে॥
ভক্তের মণ্ডলি মধ্যে রাষ্ট্র হৈল কথা।
ধন্য ধন্য সবে করে নুয়াইয়া মাথা॥
পর দিনে বহু ভক্ত একত্র হেথায়।
আগোটা গৃহেতে আর ঠাঁই না কুলায়॥
প্রভুর সভায় আজি শোভা কি সুন্দর।
ছদ্মবেশে পরমেশ রাজরাজেশ্বর॥
ঐশ্বর্য্যাদি কান্তিভার ভিতরে গোপনে।
পূর্ণিমার কররাজি ঘন-আবরণে॥
সঙ্গে অন্তরঙ্গগুলি গড়া সেই ছাঁচে।
কাদামাখা মণিমালা সাধ্য কার বাছে॥
আজিকার নবধারা অপূর্ব্ব ধরণ॥
ফিকে ফিকে লঘু বর্ণ ঘন-আবরণ॥
মনোহর কান্তি-কর ফুটে শ্রীবদনে।
দীপ্তিমান মণিরাজি যাহার কিরণে॥
গোপনে মোহন-মেলা নয়নানন্দকর।
রঙ্গরসে লীলাতত্ত্ব কথা পরস্পর॥
ডাক্তার এমন কালে হইল হাজির।
শ্রীবয়ানাকাশে পুনঃ উদিল তিমির॥
ভক্তবর্গ নমস্কার কৈলা জনে জনে।
বসিল ডাক্তার গিয়া প্রভুর আসনে॥

পরীক্ষিয়া ব্যথা-স্থান ঔষধ বিধান।
অতি অল্প ক্ষণ মধ্যে কৈল সমাধান॥
নেহারিয়া চারি দিক্ দেখেন ডাক্তার।
আজি দিনে বহু ভক্ত পরিপূর্ণ ঘর॥
সুবেশ সুন্দর মূর্ত্তি যুবকের দল।
ভক্তির ছটায় করে মুখ ঝলমল॥
চমকিত আনন্দিত হৃদয়-নিলয়।
গিরীশের সঙ্গে আজি শুভ পরিচয়॥
ঈশ্বরীয় কথা পরে কথায় কথায়।
বাদ প্রতিবাদে তিন ঘণ্টা কেটে যায়॥
বাক্ বিতণ্ডায় তেঁহ বুঝিল নিশ্চিত।
সভাস্থ ভকতবর্গ পরম পণ্ডিত॥
উত্যুচ্চ বর্ণের সব, নহে মালা জেলে।
অধিকাংশ ব্রাহ্মণও কায়স্থের ছেলে॥
মিষ্টভাষী সদালাপী বিনীত আচার।
অঙ্গে শোভে নানাবিধ গুণ অলঙ্কার॥
দেখিয়া শুনিয়া সভা, আনন্দ অন্তর।
অধিক বাড়িল শ্রদ্ধা প্রভুর উপর॥
শিলা দেখি শৈলের বারতা কিছু পেয়ে।
বিদায় লইয়া গেলা সে দিন চলিয়ে॥

সুরেন্দ্রের বাড়ীতে অম্বিকাপূজা ও তথায় প্রভুর অলক্ষ্যে আবির্ভাব ও ডাক্তারের সঙ্গে বিবিধ তত্ত্বালাপ।

বন্দ রামকৃষ্ণরায় বিশ্বস্বামী যিনি। বন্দমাতা শ্যামা-সুতা জগত-জননী॥
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ভক্ত বন্দ দোঁহাকার। যাঁদের হৃদয় মধ্যে যুগলবিহার॥

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা উৎসব প্রধান।
বঙ্গবাসী জনে জনে সুখে ভাসমান॥
কিবা যুবা কি যুবতী বৃদ্ধ কিবা মাগী
ধনী কি নির্ধন কিবা শোকী তাপী রোগী॥
বিশেষতঃ কলিকাতা প্রধান নগরী।
ধন রত্নে পরিপূর্ণ অট্টালিকা বাড়ী॥
সর্ব্ব অঙ্গে সুচিকন কিবা শোভা পায়।
ঘরে ঘরে অম্বিকার প্রতীমা সাজায়॥
চেনা নাহি যায় কেবা জড় কি চেতন।
আগোটা প্রকৃতি দেবী সহাস্য বদন॥
হেথা বিপরীত ধারা প্রভুর সংসারে।
ম্রিয়মান ক্ষুণ্ণমন ভকতনিকরে॥
জবাব দিয়াছে চিকিৎসকের নিচয়।
প্রভুর অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্যের নয়॥
মায়া ল'য়ে লীলা খেলা মায়ার ভিতর।
হাসি কান্না সুখ দুঃখ সঙ্গে নিরন্তর॥
এইখানে এক কথা কর অবহিত।
প্রভুর নিকটে ভক্ত নহে বিষাদিত॥
হাজার পীড়িত তাঁরে নয়নে দেখিছে।
তবু নাই কোন দুঃখ যতক্ষণ কাছে॥
বরঞ্চ আনন্দে হৃদি পড়ে উথলিয়া।
যে কোন অবস্থাপন্ন প্রভুরে দেখিয়া॥
পরিহরি শ্রীগোচর আসিলে বাহিরে।
দুঃখতাপ বিষন্নতা আক্রমণ করে॥
কি হেতু এমন হয় হেতু শুন তার।
শ্রীপ্রভু আনন্দময় কারণ ইহার॥
যেখানে শ্রীপ্রভুদেব আনন্দ সেখানে।
কোথায় আঁধার রহে, চাঁদ বিদ্যমানে॥

অহংকার, তাপ, শোক সব রহে দূর।
বিরাজিত যেইখানে লীলার ঠাকুর॥
প্রভুর লীলায় শত সহস্র প্রমাণ।
তর্ক-বুদ্ধি, বিদ্যামদ, তাঁর সন্নিধান,
দূরীভূত একেবারে মুক্ত মহাফাঁদে,
শেষে ধরি শ্রীচরণ প্রেমানন্দে কাঁদে॥
এই মত কত শত পণ্ডীত ধীমান।
শ্রীপ্রভুর প্রসাদেতে পাইলেন ত্রাণ॥
হরষ বিষাদ দিয়া লীলার ঠাকুর।
(লীলা অবসান কাল, নাহি বেশি দূর),
সংমিলিত করিছেন অন্তরঙ্গগণে,
ভবিষ্য প্রচার কার্য্যে লীলার প্রাঙ্গনে॥
প্রভুকে পীড়িত দেখি পীড়িত সবাই।
পীড়ায় প্রভুর কিন্তু কোন গ্রাহ্য নাই॥
সদানন্দময় তাঁর পীড়া নাই মনে।
সর্ব্বদা খেলায় রত ভক্তদের সনে॥
কখন কাহার বক্ষে হস্ত পরশিয়া।
মুচকি হাসেন তায় ধ্যানস্থ করিয়া॥
কভু বিদেশস্থ যেবা বহু দূরান্তরে।
এখানে থাকিয়া সেথা দেখা দেন তাঁরে॥
কভু দাঁড়াইয়া মধ্যে ভক্তদের কন।
হরিবোল দিয়া নাচ করিয়া বেষ্টন॥
কভু গিয়া গৃহান্তরে ভকতের দলে।
করিয়া, দেখিয়া রঙ্গ প্রহরেক চলে॥
সুরেন্দ্রের ঘরে হেথা সপ্তমী পূজায়।
শুন কি করিলা রঙ্গ প্রভুদেবরায়॥
প্রতিবর্ষ দুর্গোৎসবে সুরেন্দ্রের ঘরে।
সভক্তে শ্রীপ্রভুদেবে নিমন্ত্রণ করে॥
ভক্তগণে সঙ্গে ল'য়ে ভক্ত-প্রিয় রায়।
যাইতেন তাঁর ঘরে অম্বিকাপূজায়॥
শয্যায় পীড়িত এবে প্রভু গুণমণি।
নিরানন্দ ভক্তবৃন্দ আকুল পরাণী॥
পূর্ব্ব আনন্দের মেলা করিয়া স্মরণ।
বীরভক্ত শ্রীপ্রভুর সুরেন্দ্র এখন,
দাঁড়াইয়া প্রতীমার সম্মুখ প্রদেশে,
দুনয়নে অশ্রুধার গণ্ড যায় ভেসে॥
এবে প্রায় ন্যূনাধিক ছয় দণ্ড রাতি।
নিকেতনে চারিদিকে জ্বলিতেছে বাতি॥
রাতি নাহি জানা যায় বাতির আলোকে
নিমন্ত্রণ রক্ষা হেতু আসে যায় লোকে॥
সুরেন্দ্র সমান ভাবে আছে দাঁড়াইয়া।
প্রভুর মোহন মূর্ত্তি মনে ধিয়াইয়া॥
এমন সময় তেঁহ দেখিবারে পান।
প্রতীমার মধ্যে প্রভু নিজে অধিষ্ঠান॥
এখানেতে প্রভুদেব ভক্তদের কন।
সুরেন্দ্রের বাড়ীতে যাইতে হৈল মন॥
বাসনা উদয় যেন অন্তর মাঝারে।
দেখিতে পাইনু আমি গলের ভিতরে,
জ্যোতির্ম্ময় পথ এক অতি পরিশর,
এখান হইতে যেথা সুরেন্দ্রের ঘর॥
তার মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে।
আবির্ভাব অম্বিকার পূজার দালানে॥
কি সুন্দর প্রতীমার ভাতি উঠে গায়।
ক্ষীণপ্রভা দীপমালা তাহার প্রভায়॥
তোমরা সকলে যাও মিলে একত্তরে।
প্রতীমার দরশনে সুরেন্দ্রের ঘরে॥
এইরূপ নানা খেলা ভক্তসহকার।
বিশেষিয়া বিবরণ নহে বলিবার॥
শ্রীবদন-বিগলিত-তত্ত্বসুধাপানে।
ডাক্তার উন্মত্তবৎ রহে রেতে দিনে॥
প্রতিদিন উপনীত প্রভুর সদন।
শুনিবারে সুধামাখা প্রভুর বচন॥
আগত রজনী আজি গত দিনমান।
ঘর পরিপূর্ণ, লোকে নাহি পায় স্থান॥
ভক্তি-মুখ প্রভুদেব ভক্তি-আচরণ।
ভক্তি-পথে জীব-শিক্ষা, তাহার কারণ।
প্রভুর নিকটে নাই জাতির বিচার।
যেখানে দেখেন ভক্তি সেই আপনার,

প্রাণ-তুল্য প্রাণাধিক প্রাণাপেক্ষা প্রিয়,
আত্মীয় হইতে তিনি পরম আত্মীয় ॥
ধর্ম্মী কর্ম্মী মহাদানী মুখুয্যে ঈশান।
সম্মুখে দেখিয়া তাঁরে কন ভগবান্॥
ঈশ্বরের পদাম্বুজে রাখিয়া ভকতি।
যে জন সংসারাশ্রমে রহে স্থিরমতি,,
সই ধন্য সেই বীর বলিহারি তায়,
কেমন সে জন, পরে কন উপমায়॥
শিরে দু-মণের ভার বোঝারী যেমন।
দাঁড়াইয়া পথি মধ্যে করে নিরীক্ষণ,,
যায় বর সজ্জীভূত বিবাহের তরে,
সমারোহে বাদ্যভাণ্ড ঘটাসহকারে॥
বিশেষ বীরত্ব শক্তি না থাকিলে গায়।
কেহ না করিতে পারে দু-কূল বজায়॥
এ হেন সংসারী জনে অনাসক্ত রীত।
পাঁকাল মাছের মত বুঝিবা নিশ্চিৎ॥
অবিরত রহে মাছ পুকুরের পাঁকে।
গায়ে নাহি লাগে পাঁক পরিষ্কার থাকে॥
অনাসক্ত হইবার যাহার বাসনা।
তাহাতে উপায় বিধি সাধন ভজনা॥
সাধনার স্থান বিধি অতি নিরজনে।
জন-মানবেতে যেন কেহ নাহি জানে॥
নির্জ্জনে আকুল প্রাণে করিবে প্রার্থনা।
পাইলে ভকতি তবে পূরিবে কামনা॥
জ্ঞানভক্তি লাভ অগ্রে,পশ্চাৎ সংসার।
যাহাতে আটক রাখে বন্ধন মায়ার॥
যে জ্ঞানে জীবন্মুক্ত আছিলা জনক।
কঠোর সাধনা সেই জ্ঞানের জনক॥
সাধকে দুঃসাধ্য এবে কঠোর সাধনা।
ক্ষীণ মন, বিঘ্ন বাধা পথে দেয় হানা॥
সে হেতু ভক্তির পথ সুপ্রশস্ততর।
যে পথে সহজে লভ্য পরম ঈশ্বর॥
বহু পূর্ব্বেকার প্রশ্ন উঠিল আবার।
ঈশ্বর সাকার কিবা তিনি নিরাকার?॥
প্রভুর উত্তর তিনি দুই অবস্থায়।
বিষম সমস্যা ইহা বুঝা মহাদায়॥
কাঁচা মনে এই তত্ত্বে প্রবেশিতে নারে।
যে করে ঈশ্বর চিন্তা সে বুঝিতে পারে॥
ধনবিদ্যাহেতু হৃদে অহঙ্কার যার।
ঈশ্বর দর্শন তার নহে হইবার॥
রাবণের রজোগুণ কুম্ভকর্ণ তমে।
বিভীষণ সত্ত্ব গুণী লিখিত পুরাণে॥
এইবারে বলিলেন মহেন্দ্র ডাক্তার,,
ইন্দ্রিয় সংযম করা কঠিন ব্যাপার॥
তাহার উত্তরে কন বিশ্বগুরুরায়।
যদি কেহ ঈশ্বরের কৃপাকণা পায়,,
কিম্বা যদি পায় কেহ দরশন তাঁর,
অথবা সাক্ষাৎকার যদ্যপি আত্মার,
তখন এ ষড়রিপু মৃতের মতন,
বিষহীন বীর্য্যহীন যেন ভুজঙ্গম॥
বুদ্ধিহারা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার এখানে।
শ্রীপ্রভুদেবের ভক্তিতত্ত্বের বাখানে॥
ডাক্তারের জ্ঞান, অগ্রে ইন্দ্রিয় সংযম।
পশ্চাতে সাধনে হয় ঈশ্বর দর্শন॥
সেইহেতু বলিলেন প্রভু পরশেষে।
ঈশ্বরে কি পাওয়া যায় বিনা রিপুবশে?॥
তবে বুঝাইতে প্রভু বৈজ্ঞানিকে কন।
তুমি যাহা করিতেছ স্বতন্ত্র রকম॥
ইহাকে বিচার-পথ, জ্ঞান পথ বলে।
জ্ঞানমার্গী যারা তারা এই মতে চলে॥
তারা কহে চিত্তশুদ্ধি অগ্রে দরকার।
পশ্চাতে সাধনে হয় জ্ঞানের সঞ্চার॥
এ দিকে সহজে পুনঃ সেই বস্তু মিলে।
ভক্তি যদি হয় তাঁর চরণ কমলে॥
ঈশ্বরের গুণগানে চিত্তে যদি রস।
আপনি ইন্দ্রিয় মরে রিপু হয় বশ,,
যেমন বাদুলে পোকা আলো দরশনে,
থাকিতে না পারে আর অন্ধকার স্থানে॥

ভক্ত তেন, রিপুবর্গ ইন্দ্রিয় সহিত।
ঝাঁপ দেয় রূপে তাঁর হইয়া মোহিত॥
বৈজ্ঞানীক এইখানে কন আর বার।
যদ্যপি পুড়িয়া মরে তাহাও স্বীকার।
বিধি মতে বুঝাইতে প্রভুর বচন।
ভক্তে নাহি হয় দগ্ধ পোকার মতন॥
যে আলোতে পোকা পড়ে দাহ গুণ তায়।
কাজেই পড়িলে পোকা জীবন হারায়॥
ভক্তগণ যাহে পড়ে সে আলো মণির।
আগুণের সঙ্গে ইহা ভিন্ন প্রকৃতির॥
ঈশ্বরে মণির রূপ সমুজ্জ্বলতর।
তথাপিহ সুশীতল সুখশান্তিকর॥
জ্ঞানমার্গাশ্রয়ে কিম্বা বিচারের বলে।
সত্য ঈশ্বরের লাভ দরশন মিলে॥
কিন্তু এই কলিকালে সে পথাতিক্রম।
দুর্ব্বল জীবের পক্ষে বড়ই বিষম॥
মন নহি, বুদ্ধি নহি, নহি দেহখানি।
ইন্দ্রিয় রিপুর নহি বশীভূত আমি,
রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ অতীত সবার,
আমি সে সচ্চিদানন্দ সকলের পার,
বড়ই সহজ বলা মুখের কথায়,
ধারণা বড়ই শক্ত, করা মহাদায়॥
কাঁটায় কাটিছে হাত রক্তধারা বয়।
অথচ বলিছে মুখে কৈ কিছু নয়॥
মরে তবু মুখে বলে বেশ আছি হেথা।
সাজে কি যদ্যপি কেহ কহে হেন কথা? ॥
অনেকে করেন মনে বিনা অধ্যয়ন।
জ্ঞান কিম্বা বিদ্যা নাহি হয় উপার্জ্জন॥
কিন্তু অধ্যয়নাপেক্ষা শুনা শ্রেয়স্কর।
দরশন, শ্রবণের অনেক উপর॥
সংসারী মলিন বুদ্ধি আসক্ত বিষয়ে।
ত্যাগিরা নির্ম্মল-আঁখি সংসারীর চেয়ে॥
চক্ষুষ্মান বুদ্ধিমান বহু পরিমাণে।
একমাত্র নিরাসক্ত শকতির গুণে॥

সংসারী সংসারে খেলে উন্মত্তের প্রায়।
আপনার ঠিক চাল দেখিতে না পায়॥
ত্যাগীজন মুক্ত-আঁখি বাহিরে থাকিয়ে।
সুন্দর দেখিতে পায় সংসারীর চেয়ে॥
সতরঞ্চ দাবাবোড়ে খেলায় যেমন।
সে খেলে না তত ভাল খেলুড়ে যে জন,
সুন্দর তাহার চাল বুঝ বিধিমতে,
যে বলে উপর-চাল থাকিয়া তফাতে
নীতিগর্ভ তত্ত্বসার চিত্ত আকর্ষণী।
অমৃত-পূরিত যত শ্রীমুখের বাণী,
শুনিয়া ডাক্তার এবে বিমোহিত প্রাণে,
কহিলেন সম্ভাষিয়া সমাসীনগণে,
পুস্তকাধ্যয়ন-বিদ্যা হইলে প্রভুর,
হইত না অধিকার জ্ঞান এত দূর॥
ডাক্তারে পুনশ্চ তবে প্রভুদেব কন,
পঞ্চবটমূলে যবে সাধন ভজন,
নিপতিত মৃত্তিকায় বলিতাম মাকে,
এই তিন বস্তু মাগো দেখাও আমাকে
কর্ম্মবলে কর্ম্মী যাহা কৈল উপার্জ্জন,
যোগবলে যোগীর যতেক দরশন,
জ্ঞানপথে জ্ঞানমার্গী করিয়া বিচার,
অবগত হইলেন যাহা তত্ত্বসার॥
কতই দেখিনু আমি মায়ের কৃপায়।
ঘুমে পাড়াইল ঘুম, ঘুম যায় যায়॥
এত বলি অবস্থার আভাস সহিত।
বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে ধরিলেন গীত॥

গীত।

ঘুম ভেঙ্গেছে, আর কি ঘুমাই
যোগে যাগে জেগে আছি।
এখন, যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা,
ঘুমেরে ঘুম পাড়'য়েছি।

গীত সমাপনে কন শ্রীপ্রভু আমার।
অধ্যয়ন নাই, করি খালি নাম সার॥
দানী শম্ভু আমাকে বলিয়াছিল তাই।
শান্তিরাম সিং, ঢাল তরবারি নাই॥

ঈশানে কহেন প্রভু লীলার ঈশ্বর।
অবতার অস্বীকার করেন ডাক্তর॥
প্রভুর আজ্ঞানুসারে কহেন ঈশান।
ডাক্তারে করিয়া লক্ষ্য অবতারাখ্যান॥
আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস বড় কম।
অহঙ্কার একমাত্র তাহার কারণ॥
কাকভূষণ্ডীর কথা অতি চমৎকার।
যেই কালে সূর্য্যবংশে রাম অবতার॥
পূর্ণব্রহ্ম সেই রাম কৌশল্যা-নন্দনে।
স্বীকার করে না কাক প্রথমে প্রথমে॥
পরে যবে নানালোক করিয়া ভ্রমণ।
সর্ব্ব ঠাঁই সেই রাম কৈল দরশন,
তখন চৈতন্যোদয় চূর্ণ অহঙ্কার,
বুঝিতে পারিল রামে, রাম অবতার॥
দেখিতে কেবলমাত্র নর-কলেবর।
কিন্তু গোটা সৃষ্টি তার উদর ভিতর॥

ডাক্তারের প্রতি প্রভু এইখানে কন।
সরাট-বিরাটরূপে সেই এক জন॥
নিত্য যাঁর, লীলা তাঁর, একের খেলায়,
বিষম সমস্যা ইহা বুঝা মহাদায়॥
সৃষ্টির ঈশ্বর মায়াধীশ ভগবান্।
সকল সম্ভবে তাঁয় সর্ব্বশক্তিমান,
ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মোরা সবে বলিতে কি পারি,
আসিতে নারেন হরি নর রূপ ধরি॥
ঈশ্বরের কার্য্যাবলী বুদ্ধ্যাদির পার।
ধারণা না হয় শিরে, নহে বুঝিবার॥
সেহেতু ঈশ্বরলাভে উপায় সরল।
সাধু মহাত্মার বাক্যে বিশ্বাস কেবল॥
সরলতা বিনা তাঁরে বিশ্বাস না হয়।
বিষয় বুদ্ধিতে বহু সন্দেহ উদয়॥
সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই অতি প্রয়োজন।
বৈদ্যের প্রকৃতি ধরে সাধু মহাজন॥
ভবরোগ-বিনাশনে জানে মহৌষধি।
সমারোগ্য করিবারে বিষয়ীর ব্যাধি॥

মহেন্দ্রমাষ্টার নামে প্রভুভক্ত যিনি।
যতখানি জমি তাঁর বুদ্ধি ততখানি॥
আট চাল ভাবিয়া চালেন এক চাল।
মানুষে সহজে তাঁর না পায় নাগাল॥
জন্ম শুঁয়াইলে কাছে নাহি যায় চেনা।
লীলা দরশনে শক্তিযুক্ত এক জনা॥
বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানীকে মাষ্টার হেথায়।
নিরখিয়া বিমোহিত প্রভুর কথায়,
তাই মৃদু স্বরে তাঁরে কহেন তখন,
এখানে প্রহরাতীত হইল এখন॥
আরও বহু আছে রোগী আপনার হাতে।
কখন যাবেন তবে তা সবে দেখিতে॥
আনন্দে মগন মন ডাক্তার কহিল।
পাইয়া পরমহংস সব মাটি হ'ল॥
হাসিতে লাগিল সবে শুনিয়া বচন।
সুমধুর লীলাগীতি শুন তুমি মন॥
তদুত্তরে ডাক্তারের প্রতি কন রায়।
আছে এক নদী কর্ম্মনাশা বলে তায়॥
তার জলে ডুব দিলে যাবতীয় কর্ম্ম।
সকল বিনষ্ট হয় হেন তার ধর্ম্ম॥
প্রভুর বচন যেন সুধার আসার।
শুনি ভক্তগণে, তবে কহেন ডাক্তার,
অন্তরে অতুলানন্দ নাহি যার টের,
মোরে ভাবিও না পর, আমি তোমাদের॥

পরিশেষে বৈজ্ঞানীকে কন পরমেশ।
অমৃত তোমার ছেলে, ছেলেটিও বেশ॥
অবতারবাদে কিন্তু বিপরীত কয়।
তাহে কোন ক্ষতি কিম্বা হানি নাহি হয়॥
সাকার কি নিরাকারে যার যাহে মন।
বিশ্বাস শরণাগত এই প্রয়োজন॥
পুত্রের খিয়াতি শুনি ডাক্তার কহিলা।
অমৃত আমার পুত্র, তোমারই ত চেলা॥
তদুত্তরে বলিলেন জগৎ-গোসাঁই।
জগতে আমার চেলা কোন শালা নাই॥

আমি চেলা সকলের, তলে সবাকার।
সকলে তাঁহার দাস আমিও তাঁহার॥
সবে ঈশ্বরের ছেলে মুই এক জন।
গুরু মাত্র ভগবান্ অন্য কেহ নন॥
অভিমান শূন্য প্রভু জীবের শিক্ষায়।
শুন মহালীলা গাই মায়ের আজ্ঞায়॥
তাহার সঙ্গেতে ভক্তদের আশির্ব্বাদ।
প্রত্যেকের পদ রেণু পরম প্রসাদ॥

মহেন্দ্র ডাক্তারের সঙ্গে রঙ্গ ও তাঁহাকে বিবিধ উপদেশ।

তত্ত্বমঞ্জরী মাসিক পত্রে প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত হইতে সংগ্রহ।

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোহাকার
প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগমায়
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার॥

এবে আশ্বিনের শেষ মাস প্রায় যায়।
তিন মাস গোটা প্রভু পীড়িতাবস্থায়॥
বড় বড় কবিরাজ ডাক্তারের গণ।
দেখিতেছে বিয়াধির আরম্ভ যখন॥
প্রাণপণে যত্ন চেষ্টা আরোগ্যের তরে।
বিফল সকল, গেল ব্যাধি খুব বেড়ে॥
এখন হতাশ সবে এক মতে কয়।
কঠিন বিয়াধি ইহা আরোগ্যের নয়॥
হরিষ বিষাদে কাল কাটে ভক্তগণ॥
কভু হাসে কভু করে অশ্রুবিসর্জ্জন॥
কভু বা তারকনাথে হত্যা দিতে যায়।
কভু দৈব-কর্ম্মে জন্ম-পত্রিকা দেখায়॥
কান্তিময় দেহখানি বিশুষ্ক নীরস।
আহারে কেবল মাত্র সুজির পায়স॥
এত পীড়া তবু লোকে দলে দলে আসে।
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু দরশন আশে॥
একবার দরশনে শোক তাপ দূর।
অহেতুক কৃপাসিন্ধু দয়াল ঠাকুর॥
দয়ার ইয়ত্তা নাই করুণানিদান।
সদা চেষ্টা কিসে হয় লোকের কল্যাণ॥
জীবনের একোদ্দেশ্য সাধারণে হিত।
সকলের সঙ্গে কথা আদর সহিত॥
কথার বিরাম নাই, নাই তার ইতি।
প্রাতঃকালাবধি প্রায় প্রহরেক রাতি॥
কণ্ঠার চালনা হেতু কণ্ঠার পীড়ায়,
ডাক্তার করিল মানা বাক্য ব্যয়ে তাঁয়॥
লোকের মেলানি বন্ধ ভক্তগণ করে।
শ্রীগোচরে যাইতে না দেয় যারে তারে॥
ঔষধের বিধানাদি করিয়া ডাক্তর।
আসিতে বিদায় মাগে প্রভুর গোচর॥
সুধামাখা বাক্যে তাঁরে কন ভগবান্।
কি হেতু সত্বর আজি শুনিবে না গান? ॥
নরেন্দ্রের গীতে মন মুগ্ধ সবাকার!
গানের শুনিয়া কথা বসিল ডাক্তার॥
করে ধরা তানপুরা কিবা শোভা পায়।
সসঙ্গে সতীশচন্দ্র মৃদঙ্গ বাজায়॥
বসিলা নরেন্দ্রনাথ সংগীত পীরীত,
শ্রীপ্রভুর আজ্ঞামতে গাইবারে গীত॥
গীতের মাধুরী যেন তেমনি কণ্ঠের।
শুনিলে বারেক ইচ্ছা শুনি ফের ফের॥

গীত

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান করে হয়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল, অবিরত যায় ভাসি।
মহাকালী রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি;
অভয় পদকমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখ মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

গীত সমাপনে কন মাষ্টারে ডাক্তার।
এগীত প্রভুর পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর॥
শুনিলে সংগীত হেন হইবে সমাধি।
যাহাতে সম্ভব খুব বৃদ্ধি হবে ব্যাধি॥
করিতে করিতে এই কথা আন্দোলন।
শ্রীপ্রভু গভীর ধ্যানে হইলা মগন॥
স্পন্দহীন গোটা অঙ্গ শ্রবণ বধির।
কাষ্ঠপুত্তলিকবৎ, দু-নয়ন স্থির॥
বাহ্যজ্ঞানশূন্য দেহে দেহের অসুখ।
মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার অন্তর্মুখ॥
প্রভুকে ভাবস্থ দেখি নরেন্দ্র আবার।
ধরিবেন অন্য গীত পীক-কণ্ঠে তাঁর॥

গীত।

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে;
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে;
যদি লভিয়ে সে ধনে পরম যতনে যতন না করয় হে
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে;
যদি সে চাঁদ বয়ানে তব প্রেম মুখ দেখিতে না পাইহে
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম চাঁদ নাহি উদয় হয়হে
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে;
যদি সে প্রেম কণকে তব প্রেম মণি নাহি
জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণবিষ ব্যালি সম সতত দংশয় হে;
যদি মোহ পরমাদে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে;
তুমি আমার হৃদয়-রতন-মণি আনন্দ-নিলয় হে।

এই গীতে বিমোহিত হইয়া ডাক্তার॥
দু-নয়নে বরিষণ করে অশ্রুধার॥
ইতিমধ্যে প্রভুদেব আসিলেন ফিরে।
ধীরে ধীরে আপনার আবাস মন্দিরে॥
মরি কি প্রভুর সভা মনোহর ছবি।
আবাসে উদয় যেন কত শশী রবি॥
মুগ্ধ-মন লোক জন নীরব সভায়।
নাই শব্দ সবে শুদ্ধ ভাবে ভেসে যায়।
কোথায় কঠিন পীড়া শ্রীঅঙ্গে এখন।
বিন্দুমাত্র বিয়াধির নাহিক লক্ষণ॥
শ্রীমুখ প্রফুল্ল কিবা কান্তি উঠে তায়॥
হেরিলে আপনি মায়া নিজে মোহ পায়।
একদৃষ্টে সকলেই চেয়ে মুখপানে।
পুনরায় মনে আশা কথামৃত পানে।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বুঝিয়া অন্তরে।
কন কথা সম্বোধিয়া মহেন্দ্র ডাক্তারে।
লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন করি পরিহার।
গাও ঈশ্বরের নাম মুখে এইবার॥
ডাক্তারের মনে মনে বোধ আনা জ্ঞান।
তিনি খুব সুপণ্ডিত বৈজ্ঞানিক জনা॥
বিজ্ঞান শাস্ত্রেতে পটু, বুদ্ধি বিচক্ষণ।
সেই তম-বিনাশনে প্রভুদেব কন॥
বিজ্ঞান কাহারে বলে লক্ষণ কি তার॥
যার বলে ফুটে চক্ষু, নষ্ট অহংকার॥
জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যায় সেই জন।
সেই সে বুঝিতে পারে ঈশ্বর কেমন॥
সে জন অজ্ঞান, নানা-জ্ঞান আছে যার।
কিম্বা যার মনোমধ্যে পাণ্ডিত্যাহংকার॥
ঈশ্বর সকল ভূতে আছে বিদ্যমান।
ইহাতে নিশ্চয় বুদ্ধি, তার নাম জ্ঞান।
যে বুদ্ধি বিশেষরূপে ভগবানে জানে,
সেই বুদ্ধি সুবিদিত বিজ্ঞানের নামে॥

ভগবান্, জ্ঞানাজ্ঞান এ দুয়ের পার।
সযতনে উভয়েই কর পরিহার ॥
পায়েতে ফুটিলে কাঁটা, কাঁটা দিয়া তুলে।
পশ্চাতে উভয় কাঁটা দূরে দেয় ফেলে ॥
প্রথমে অজ্ঞান-কাঁটা তুলিবার তরে।
জ্ঞান-কাঁটা যেটী, তার আবশ্যক করে ॥
বিদ্ধ-কাঁটা উঠাইয়া যুক্তি এই সার,
সমভাবে উভয়েরে কর পরিহার।
বাখানিয়া প্রভুদেব কন এইখানে।
লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা কৈল সীতাপতি রামে ॥
বশিষ্ঠদেবের মত হেন জ্ঞানী জন।
অধীর পুত্রের শোকে করেন রোদন ॥
তদুত্তরে লক্ষ্মণেরে কহিলেন রাম।
জ্ঞান আছে যেথা, আছে সেখানে অজ্ঞান ॥
জ্ঞানাজ্ঞান পাপ পুণ্য ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম!
শুচি কি অশুচি এই যাবতীয় কর্ম্ম,
সকলের পারে পাবে সেই ভগবান,
এত বলি পীক-কণ্ঠে ধরিলেন গান ॥

গীত।

আয় মন বেড়াতে যা'ব।
কালীকল্পতরুমূলে বসে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি,
বিবেক নামে তার বেটা তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ, কালীসিন্ধুনীরে ডুবাইবি।
শুচি অশুচিরে ল'য়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি,
তাদের দুই সতীনে পিরীত হ'লে
তবে শ্যামা-মাকে পাবি।
ধর্ম্ম অধর্ম্ম দুটা অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,
তাদের জ্ঞান খড়্গে বলি দিয়া উৎসর্গ কৈ'রা দিবি ॥
অহংকার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি,
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে র'বি।
প্রসাদ বলে এমন হ'লে, তবে কালের কাছে
জবাব দিবি,
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি।

হেনকালে কোন জন জিজ্ঞাসে প্রভুকে।
দুটি কাঁটা তিয়াগের পর কিবা থাকে ॥
জ্ঞানাজ্ঞান পরিহারে, পরের খবর।
"নিত্যশুদ্ধবোধরূপ" প্রভুর উত্তর ॥
তাহার স্বরূপ কথা বলিবার নয়।
সেই বস্তু একমাত্র তার পরিচয় ॥
সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া কি রমণ।
অবক্তব্য কথা ইহা না যায় বর্ণন ॥
ডাক্তারে করিয়া লক্ষ্য প্রভু পুনঃকন।
জ্ঞান জন্মে অহংকার হইলে নিধন ॥
অজ্ঞানেতে আমি ও আমার লোকে কয়।
তুমি ও তোমার বোধে জ্ঞানের উদয় ॥
সর্ব্বেশ্বর ভগবান, অন্য কেহ নন।
আপনে অকর্ত্তাবোধ, জ্ঞানের লক্ষণ ॥
পুস্তকাধ্যয়নে ভারি বাড়ে অহংকার।
তৃণবৎ তুচ্ছ দেখে জগত-সংসার।
ভক্তিকে বুঝিয়া সার, এঁটে ধর খুঁটি।
তিয়াগিয়া কূট তর্ক আন্ কুটিনাটি ॥
পাপ পুণ্য আছে কি না, কাহে কিবা রয়।
কে করে করায় কর্ম্ম, কাহে কিবা হয়,
ঈশ্বরে বৈষম্য-দোষ এই যাবতীয়,
কথার প্রসঙ্গে কিছু নাহি হয় শ্রেয়ঃ ॥
একমাত্র সার বস্তু ভক্তি পরাধন।
ঈশ্বরে প্রার্থনা কর ভক্তির কারণ ॥
খাইয়া, শূকরমাংস, ঈশ্বর-চরণে।
ভক্তি যদি হয় তাও শ্রেয়ঃ লক্ষ গুণে ॥
হবিষ্য করিয়া যদি আসক্তি সংসারে।
সে নহে মানুষ, বলি, নরাধম তারে ॥
বিশেষিয়া কন প্রভু ডাক্তারের প্রতি।
সপ্রেম সম্ভাষ ভাষে বিনয় সংহতি,
এত কাল সম্ভোগিলে বহু পরিমাণ,
টাকাকড়ি প্রতিপত্তি অতুল সম্মান ॥
এইবার দাও মন ঈশ্বর-চরণে ॥
উদ্দীপনা হেতু তুমি আসিও এখানে ॥

কিছুক্ষণ পরেতে ডাক্তার ভাগ্যবান।
বিদায় লইয়া তবে কৈলা গাত্রোত্থান॥
হেনকালে দরশন দিলেন গিরীশ।
যাহে হৈল হরিষের উপরে হরিষ॥
প্রভুর চরণ-রেণু করিয়া গ্রহণ।
উপবিষ্ট হইলেন হরষিত মন॥
ডাক্তার প্রেমের ভরে সম্ভাষিয়া তাঁয়।
আসন গ্রহণ তেঁহ কৈলা পুনরায়॥
শ্রীপ্রভুর পদরজ লইতে দেখিয়া।
ডাক্তার গিরীশে কন উপদেশ দিয়া॥
আর সব কর যাহা যুক্তিযুক্ত হয়।
ঈশ্বরের পূজা ওঁরে দেওয়া ভাল নয়॥
এমন সুন্দর লোক, এঁর হয় হানি।
সেইহেতু নিবারণ করিতেছি আমি॥
গুরুপদে স্থির মতি গৃহী ভক্তবর।
বিশ্বাসী গিরীশ তাঁরে করিল উত্তর॥
অকূল পাথার ভীম সন্দেহ-সাগরে।
উত্তীর্ণ কৃপায় যাঁর, কিবা দিব তাঁরে?
উচ্চ পূজা উপযুক্ত তাঁহার চরণে।
তাঁর বিষ্ঠা বিষ্ঠাবৎ নাহি লয় মনে॥
প্রত্যুত্তরে প্রতিবাদে বলেন ডাক্তার।
আমার কথায় ইহা কথা স্বতন্তর॥
আমি কি পারি না নিতে? লিচ্ছি, এই বলি।
ডাক্তার গ্রহণ কৈলা প্রভুপদধূলি॥
গিরীশ তখন কন উল্লাসের ভরে।
করিছে ত্রিদশবাসী ধন্ত আপনারে॥
রজ-বলে ডাক্তারের আলোকিত হৃদি।
উল্লাসের ভরে কন গিরীশে সম্বোধি॥
পদধূলি গ্রহণেতে কার্য্য কিবা ভার।
এখনি লইতে পারি রজ সবাকার॥
এত বলি ভক্তদের পদ পরশিয়া।
লইলা চরণ-রেণু মাথায় ধরিয়া॥
মঙ্গলনিদান প্রভু এখানে প্রমাণ।
কেমনে সাধেন দেখ জীবের কল্যাণ॥
সভক্তে শ্রীপদরেণু পরম মঙ্গল।
লওয়াইলা ডাক্তারেরে করিয়া কৌশল॥
চকিতের কার্য্য যত নরেন্দ্র দেখিয়া।
ডাক্তারের প্রতি কন তাঁরে সম্ভাষিয়া॥
বিস্ময় আহ্লাদ কুতূহল সমন্বিত,
ইঁহাকে আমরা দেখি ঈশ্বরের মত॥
সে কেমন বুঝাইতে কহিলেন পিছে।
উদ্ভিদ্ শ্রেণীর মধ্যে হেন বস্তু আছে॥
যেই বস্তু দরশনে বুঝা নাহি যায়।
উদ্ভিদ্ বলি কি আমি প্রাণী বলি তায়।
তেন নরলোক দেবলোকের মাঝারে,
হেন বস্তু আছে মোরা পাই দেখিবারে॥
যাঁর রূপধর্ম্মদৃষ্টে বুঝা বড় ভার,
নর কি ঈশ্বর নাম কিবা দিব তাঁর॥
প্রতিবাদে বৈজ্ঞানিক যত কথা কন।
সব ভাসে বন্যাজলে কুটীর মতন॥
পরে বৈজ্ঞানিক কন প্রভু পরমেশে।
কি কারণ, কহ তুমি, ভাবের আবেশে॥
ভাল মন্দ কিছু নাহি বিচার করিয়া,
অপরের গায়ে দাও চরণ তুলিয়া॥
এ কথায় গিরীশের সঙ্গে বাদে রণ।
বাদ প্রতিবাদ দোঁহে হৈল কিছু ক্ষণ॥
অবশেষে বৈজ্ঞানিক হার মানি তাঁয়।
গিরীশের পদধূলি লইলা মাথায়॥
আজিকার সভা ভঙ্গ করি এইখানে।
পূজ্যপদ বৈজ্ঞানিক চলিলা ভবনে॥
রামকৃষ্ণায়ণ কথা অমৃত-ভাণ্ডার।
শ্রবণ কীর্ত্তনে জীবে ভবসিন্ধুপার॥
সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি।
এক মনে শুন মন রামকৃষ্ণপুঁথি॥

ডাক্তারকে ভাবের বাজার প্রদর্শন ও শ্রীপ্রভুর কালীপূজা।

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়।
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার।

বড়ই সুমিষ্ট রামকৃষ্ণলীলাগীত।
ইন্দ্রিয়াদি সহ মন শুনিলে মোহিত॥
বিমল পবিত্র চিত, চৈতন্য সঞ্চার।
লীলা দরশন, যদি ভাগ্যে ঘটে কার॥
কেমন ঠাকুর কিবা সহচরগণ।
অপরূপ প্রকৃতির বিচিত্র ধরণ॥
সহজেই বুঝা যায় দেখিলে চরিত।
সর্ব্ব-অংশে মানুষের ঠিক বিপরীত॥
অনায়াসে প্রণিধানে হইবে সক্ষম।
এক মনে মহালীলা করিলে শ্রবণ॥
বিজয় গোস্বামী যিনি ব্রাহ্মদের দলে।
জনম গৌরাঙ্গভক্ত অদ্বৈতের কুলে॥
মিলন প্রভুর সঙ্গে বহুকালাবধি।
এখন নাহিক আর নিরাকারবাদী॥
কেশবের মত এবে পিরীতি সাকারে।
কালী, কৃষ্ণ, রামনামে দু-নয়ন ঝরে॥
কোথায় বিজয় ছিল এখন কোথায়।
একমাত্র বিশ্বগুরু প্রভুর কৃপায়॥
কার কোন্ পথ কিসে কাহার আরাম।
সব জ্ঞাত প্রভু, তাই বিশ্বগুরুনাম॥
প্রভুর মতন নেতা ঈশ্বরের পথে।
জানি নাই, শুনি নাই কোথা কে জগতে॥
ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বিজয় এখন।
নানা দেশ, নানা তীর্থ করিয়া ভ্রমণ,,
উপনীত এবে তেঁহ সহর ভিতরে,
আজি হেথা শ্রীপ্রভুর দরশন তরে॥
প্রভুর সাজান'শ্বর অপূর্ব্ব ভাণ্ডার।
অমূল্য মাণিক এক এক ভক্ত তাঁর,,
জ্বলিতেছে সারিসারি বিজলিয়া ঠাঁই,
তার মধ্যে জগচ্চন্দ্র জগৎ-গোসাঁই॥

প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগমায়
যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার॥

বিজয়ে বেজায় কৃপা প্রভুর আমার।
সে হেতু ঈশ্বর-পথে উচ্চাবস্থা তাঁর॥
প্রভুর শ্রীপদমূলে বিজয় আসিয়া।
চরণ বন্দনা কৈল ভূমিষ্ঠ হইয়া॥
বিজয়ে দেখিয়া চিত্তে হ'য়ে মহাপ্রীতি।
সম্ভাষিয়ে বলিলেন অন্যান্যের প্রতি॥
সুন্দর অবস্থাগত বিজয় এখন।
দেখিলে সহজে যায় বুঝা বিলক্ষণ॥
ঘাড় ও কপাল দৃষ্টে বেশ যায় জানা।
অবস্থা পরমহংসের হইয়াছে কি না॥
পরে প্রভু বলিলেন ঈশ্বরের ঘর।
বিজয়ের হইয়াছে নয়নগোচর॥
কাশ্মিরাধিপতির যেমন নিকেতন।
পর্ব্বতান্তরালে, দূরে হয় দরশন॥
শ্রীমহিম চক্রবর্ত্তী কহিলা বিজয়ে॥
আসিলেন নানাবিধ তীর্থ পর্য্যটিয়ে॥
কোথায় কি দরশন হৈল আপনার।
শুনিব, বলুন যাবতীয় সমাচার॥
মহিমে উত্তর দিলা বিজয় গোসাঁই।
এখানে প্রভুতে যাহা দেখিবারে পাই,,
পরিপূর্ণ পূর্ণভাবে ষোল-আনা থারা,
এমন কোথাও নাই, মিছামিছি ঘোরা॥
মহিমও বারেক গিয়াছিল পর্য্যটনে।
ফিরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ হাজির এখানে॥
করযোড়ে প্রভুদেবে শ্রীবিজয় কন।
বুঝেছি না দিলে ধরা, ধরে কোন্ জন॥
এক দিন নিরজনে ঢাকায় যখন।
আপনারে সশরীরে কৈনু দরশন॥
এত বলি চক্ষে বারি প্রেমে গদ হ'য়ে।
অভয় চরণ-মূলে পড়িলা লুটিয়ে॥

নিরখিয়া তাহা প্রভু হইয়া কেমন।
বিজয়ের বক্ষে দিলা দক্ষিণ চরণ॥
এখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্য আর নাই।
পুত্তলিকবৎ জড় জগৎ-গোসাঁই॥
মরি কি মোহন মূর্ত্তি এখন প্রভুর।
শ্রীমুখমণ্ডল যেন ঝলসে চিকুর॥
প্রেমের ঠাকুর প্রেমে ঢলা গলা কায়।
উপমায় দেখাইতে কি আছে ধরায়?॥
ভক্তগণ উপস্থিত ছিলা যাঁরা ঘরে।
কেহ কাঁদে কেহ কেহ স্তব স্তুতি করে॥
যাহার যেমন ভাব সে দেখে তেমন।
কেহ বা পরম ভক্ত, কেহ সাধু জন॥
কেহ কেহ বুদ্ধিহারা হ'য়ে একেবারে,
যা দেখে তা দেখে, কিছু বুঝিতে না পারে॥
কেহ বা দেখিতে পায় মুক্ত আঁখি যাঁর।
সাক্ষাৎ শ্রীদেহধারী ঈশ্বরাবতার॥
মহিম সজল-আঁখি কহে উচ্চৈঃস্বরে।
দেখ কি প্রেমের ছবি অবনীভিতরে॥
অনুমান হয় তাঁর শুনিয়া বচন।
যেন তেঁহ করিছেন বিচিত্র দর্শন॥
ভবনে কি ভাব হৈল কহা নাহি যায়।
একে একে নানা জনে নানা গীত গায়॥
যে যেমন দেখে তাঁর গীতে ছবি তার।
তিলেকে হইল যাহা, নহে বর্ণিবার॥
শুন দুই এক গীত কহি এইখানে।
জ্ঞান ভক্তি মিলে লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনে॥

গীত।

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দ লহরি।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রস-প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ
উঠিছে ডুবিছে করিছে রঙ্গ, নবীন রূপ ধরি।
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশ, কাল ব্যবধান, ভেদাভেদ ঘুচিল,
আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল,
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া
বলরে মন হরি হরি॥

টুটল ভরম ভীতি; ধরম করম নীতি;
দূরাস্তল জাতি কুলমান।
কাঁহা হাম, কাঁহা হরি; প্রাণ মন চুরি করি;
বঁধুয়া করিলা পয়ান॥
ভাবেতে হওল ভোর; অবহি হৃদয় মোর;
নহি যাত আপনা পরাণ।
প্রেমদাস কহে হাসি; শুন সাধু জগবাসী;
আয়সাহী নূতন বিধান॥

ধরিয়া বৈকুণ্ঠ মেলা ভবের ভিতরে।
প্রকৃতিস্থ প্রভুদেব বহুক্ষণ পরে॥
শ্রীপ্রভু কহেন পেয়ে বাহ্যিক গিয়ান।
শাস্ত্র বেদ তন্ত্রাদির পার ব্রহ্মজ্ঞান॥
যতক্ষণ একখানা হাতে থাকে বই।
হইলেও জ্ঞানা, তাঁরে রাজ-ঋষি কই॥
আমার গিয়ানে বলি ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে।
অঙ্গেতে যাহার কোন চিহ্ন নাই থাকে॥
এই উপমায় প্রভু করিলা বিচার।
ব্রহ্মজ্ঞান, বেদ তন্ত্র শাস্ত্রাদির পার॥
পরে অবতারবাদ কন ধীরে ধীরে।
ঈশ্বরের আবির্ভাব মানব-আধারে॥
নরদেহে না আসিলে পরম-ঈশ্বর।
কেমনে পাইবে জীবে তাঁহার খবর॥
বাসনা অপূর্ণ রহে, অবতার বিনে।
সেহেতু আসেন তিনি শরীর ধারণে॥
এত বলি উপমায় দেন বুঝাইয়া।
অবতার প্রয়োজন কিসের লাগিয়া॥
নিরাকার সাকার সম্বন্ধে বারবার।
এত যে কহিলা প্রভু হেতু শুন তার॥
হালের উন্নতিশীল নব্য সভ্যগণে।
সাকারের প্রতিবাদী, সাকার না মানে॥

ইংরাজী শিক্ষার গুণে প্রায় এই ফল।
তদুপরি ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশেতে প্রবল॥
তন্ত্রগীতাপুরাণাদি গেছে রসাতলে।
ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্র, তাদের বদলে॥
এহেন মার্জ্জিত-বুদ্ধি উদ্ধারের তরে।
শ্রীপ্রভুর আবির্ভাব লীলার আসরে॥
পাণ্ডিত্যের অভিমান চূর্ণ কৈলা তেজে।
নিরক্ষর দীন দুঃখীদুর্ব্বলের সাজে॥

নয়নরঞ্জন মূর্ত্তি মহেন্দ্র ডাক্তার।
প্রফুল্লিত চিত্তে দেখা দিলা এইবার॥
আসন গ্রহণ করি প্রভুদেবে কন।
অবিরত হয় চিন্তা তোমার কারণ॥
গত রেতে, রাত্রি যবে তৃতীয় প্রহর।
ঘুম নাই, এই চিন্তা খালি নিরন্তর॥
দেখ মন শ্রীপ্রভুর কেমন কৌশল।
চিন্তাই ধিয়ান মাত্র পরম মঙ্গল॥
সাকারের প্রতিবাদী ডাক্তার এখানে।
আকার-ধিয়ান কথা শুনিবে না কানে॥
শ্রীঅঙ্গে বিয়াধি ধরি মঙ্গলনিদান।
কৌশলে করান তাঁরে তাঁহার ধিয়ান॥
স্মরণ, মনন, ধ্যান, লীলার প্রসঙ্গ।
কীর্ত্তন শ্রবণ আদি সাধনার অঙ্গ॥
এই সব কর্ম্মে হয় পথে আগুয়ান।
তাহাই ডাক্তারে প্রভু কৌশলে করান॥
জাস্তে কি অজান্তে এই কর্ম্ম আচরণ।
সমভাবে এক ফল প্রভুর বচন॥
ডাক্তার হৃদয়বান দয়া স্বতঃ ঘটে।
প্রভুর কৃপায় এবে ভক্তি গেছে যুটে॥
ঈশ্বরীয় তত্ত্বালাপ শ্রবণ কীর্ত্তনে।
প্রভুর সভায়, তাঁর ভক্তদের সনে,
এখন বড়ই মুগ্ধ মজিয়াছে মন,
ডাক্তর ডাক্তর নাই পূর্ব্বের মতন॥
বৈজ্ঞানিক গম্ভীরাত্মা প্রশস্ত আধার।
সহজে না মিলে টের, মনোভাব তাঁর॥
প্রমাণে প্রত্যক্ষ বস্তু যতক্ষণ নয়।
ডাক্তার কখন তাহা করে না প্রত্যয়॥
প্রত্যয় যা হয় তাও চেপে রাখে তেজে।
জানিতে না দেন ভাব অপরে সহজে॥
এখানেতে বিশ্বগুরু সর্ব্বশক্তিধর।
পরম কৌশলী চক্রী লীলার ঈশ্বর॥
এড়ান নাহিক তার, ধরেন যাহাকে।
বিষম ভীষণ কুঁদে বাঁক নাহি থাকে॥
অবতারে লীলাখেলা অতীব রঙ্গের।
যে বুঝে সে বুঝে, যে না বুঝে তার ফের॥
পুরাণ, বেদান্ত, বেদ, তন্ত্রের নিকর।
সাধন ভজন সব লীলার ভিতর॥
লীলা দরশনে হয় সব দরশন।
লীলাদৃষ্টি শক্তি, যাঁর বিমল নয়ন॥
লীলারূপে ভগবান লীলার ভিতর।
লীলা-দরশনে মিলে সকল খবর॥
যত মত, যত পথ, যত ভবে আছে।
যাবতীয় যায় দেখা লগ্ন লীলা-গাছে॥
লীলায় ঈশ্বরে নাই তিল ভিন্ন ভেদ।
স্বভাবে উভয়ে এক, নাহি অবিচ্ছেদ॥
কথায় না বুঝা যায়, যদিও সরল।
বোধ উপলব্ধি বস্তু প্রত্যক্ষে কেবল॥
শ্রবণ কীর্ত্তনে লীলা ক্রমে দেখা যায়।
যদ্যপি করেন কৃপা প্রভুদেবরায়॥
পাইবে বিমল আঁখি বুঝিবে নিশ্চিত।
ভক্তিভরে শুনে চল মহালীলাগীত॥

বিজ্ঞান শাস্ত্রের পাঠে বুঝেন ডাক্তার।
সমাধি কি মহাভাব মাথার বিকার॥
এই ভ্রম বিনাশনে কি করিলা রায়।
শুন সুমধুর লীলা অকিঞ্চন গায়॥
সঙ্গীত শ্রবণ-প্রিয় ডাক্তার এখন।
বীণা-বিনিন্দিত-কণ্ঠ শ্রীনরেন্দ্রে কন,
কখন্ শুনাবে গীত, গাও এইবারে,
শুনিতে তোমার গান ইচ্ছা বড় করে॥

বিশাল নয়নে ভাতিযুক্ত ভক্তবর।
পরম সুঠাম মূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥
শ্রীপ্রভুর প্রাণাধিক নরেন্দ্র তখন,
কাছে ছিল তানপুরা করিলা ধারণ॥
করে ধরা তানপুরা দৃশ্য মনোহর।
পরম সন্ন্যাসী যেন বালমহেশ্বর ॥
তেজপুঞ্জকলেবর ভাব উদাসীন;
ঈশ্বরের পাদপদ্মে প্রাণ মন লীন॥
ঝংকারিলা চারি তার একতানে তেজে।
মৃদঙ্গ তাহার সঙ্গে ঘনঘন বাজে॥
উঠিল বিচিত্র ধারা ভবনে এখন।
স্তব্ধীভূত একত্রিত দর্শকের গণ॥
উদিল বিচিত্র ভাব চিত্তে সবাকার।
প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি সবে একাকার॥
সংসার সবার ভুল কিছু নাই মনে।
খালি লুব্ধ শ্রুতিমুগ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে॥
গীত আরম্ভের পূর্ব্বে সকলে মোহিত।
পশ্চাৎ মধুরকণ্ঠ ধরিলেন গীত॥

গীত।

সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।
বরিষে অমৃত-ধারা,জুড়ায় শ্রবণ হে।
এক তব নাম ধন অমৃত-ভবন হে,
অমর হয় সেই জন যে করে কীর্ত্তন হে।
গভীর বিষাদরাশি, নিমিষে বিনাশে;
যখনি তব নাম সুধা শ্রবণে পরশে।
হৃদয় মধুময়, তব নাম গানে,
হয় হে হৃদয় নাথ চিদানন্দ ঘন হে।

সঙ্গীত শুনার আগে যার যাহা ছিল।
এখন শুনিয়া গীত তাও তার গেল॥
শ্রোতাদের ভাব দেখি নরেন্দ্র আবার।
ধরিলেন অন্য গীত সুধার আসার॥

গীত।

আমায় দেমা পাগল ক'রে,
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
তোমার ও প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা
ওমা ভক্তচিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে
কেহ নাচে আনন্দের ভরে;
ঈষা মুষা শ্রীচৈতন্য, তাঁরা প্রেমের ঘোরে অচৈতন্য,
কবে আমি হব মা ধন্য মিশে তার ভিতরে॥

গীতের ভিতরে প্রভু কি করিলা কল।
শুনিয়া উন্মত্ত সবে যেমন পাগল॥
পাণ্ডিত্যাভিমানী যিনি, পাণ্ডিত্যাহংকার ॥
এক দিগে তিয়াগিয়ে করেন চীৎকার ॥
দিগাদিগজ্ঞানশূন্য আকুল হইয়া,
"বিচারে কি কাজ দে মা পাগল করিয়া"।
বিজয় দণ্ডায়মান সকলের আগে।
প্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত ভাবের আবেগে॥
পরে প্রভু দাঁড়াইলা ভাবের গোসাঁই।
কঠিন বিয়াধি অঙ্গে কিছু মনে নাই ॥
আপনে আপন ভাবে মহা নিমগন,
ডাক্তারেরও হুঁস নাই, প্রভুর যেমন॥
এদিগে দক্ষিণ কক্ষে বুকে হাত দিয়া।
ভাবে সমাধিস্থ লাটু আছে দাঁড়াইয়া॥
তার পাশে মণিগুপ্ত বালক বয়েস।
গৌরবর্ণ লম্বা লম্বা সুচিকণ কেশ ॥
হাতে ধরা জপমালা বামে হেলা শির,
পুত্তলিকবৎ অঙ্গ ভাব সুগভীর॥
ডাক্তারের সন্নিকটে পূরব অঞ্চলে।
ভক্ত ছোট-নরেন্দ্র গিয়াছে বাহ্য ভুলে ॥
মুদিত নয়ন দুটি জড়বৎ অঙ্গ,
ক্ষণেকের মধ্যে প্রভু কি করিলা রঙ্গ॥
বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রধান।
ভাবের বাজারে আর কুল নাহি পান॥
দেখেন অবাক্ হ'য়ে ভাবগ্রস্ত জনে।
কাহারও নাহিক বাহ্য. সবে স্পন্দহীনে॥
ভাব উপশমে কারও কান্না, কারও হাসা
লাটুর না ছুটে ভাব সমাধির নেশা॥

তখন শ্রীপ্রভুদেব ভাবের সাগর।
বসাইয়া দিলা তাঁর স্কন্ধে দিয়া ভর ॥
ভূমিতলে উপবিষ্ট শ্রীলাটু যখন।
প্রভু করিলেন তাঁর স্কন্ধে আরোহণ ॥
দলিতে লাগিলা বক্ষঃ বামপদভরে।
লাটুর আইল বাহ্যচেঁঠা কিছু পরে ॥
রঙ্গ সমাপনে পরে রঙ্গের ঈশ্বর।
বসিলেন আপনার শয্যার উপর ॥
ডাক্তারের প্রতি তবে প্রভুদেব কন।
কেমন সমাধি ভাব দেখিলে এখন ॥
অপরের চক্ষে নয় স্বচক্ষে দেখিলে।
তোমার বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ইহাকে কি বলে ॥
সায়েন্সেতে সমাধিকে কিবা নামে কয়।
ঢং কি যথার্থ ইহা, প্রতীতি কি হয়? ॥
ডাক্তার উত্তরে কন প্রভু ভগবানে।
"অনেকের হচ্ছে, ঢং বলিব কেমনে! ॥
চূর্ণ আজি ডাক্তারের পাণ্ডিত্যাহংকার।
যথার্থ সমাধি ভাব করিল স্বীকার ॥
ডাক্তারের সঙ্গে রঙ্গ হইল বিস্তর ॥
দিন দিন অভিনব তত্ত্বের সমর ॥
মহাভাগ্যবান তেঁহ জন্ম ধরাতলে।
তাঁহার চরণ-রেণু মহাভাগ্যে মিলে ॥
যেমন ডাক্তার তাঁর তেমতি নন্দন।
অমৃত তাঁহার নাম প্রিয় দরশন ॥
প্রভুর অপার কৃপা অমৃতের প্রতি।
কৃপার সমন্ধে আছে অপূর্ব্ব ভারতী ॥
শ্রীগোচরে ভক্ত-মেলা রহে যেতেদিনে।
ভক্তিমতী পুর-নারী প্রভু-দরশনে,
আসিতে না পায় তাই রহে ক্ষুণ্নমনা,
এক দিন উপনীত এক বারাঙ্গনা ॥
গিরীশের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী যত।
সকলেই প্রভুদেবে ভকতি করিত ॥
তাহাদের মধ্যে যেবা বিনোদিনী নামে।
বিশেষ তাহায় ভক্তি প্রভুর চরণে ॥
কি হবে হইলে বেশ্যা ভক্তি আছে যার।
যে হোক্ সে হোক তেঁহ নমস্য আমার ॥
প্রভুর কঠিন পীড়া লোক মুখে শুনি।
অন্তরে দুঃখিতা বড় বেশ্যা বিনোদিনী ॥
পরমা যুবতী তেঁহ রূপবতী তায়।
শ্রীপ্রভুর দরশনে আসিতে না পায় ॥
প্রবল বাসনা সাধ হৃদয়মাঝারে।
তিলেকের জন্য তাঁয় দরশন করে ॥
নিরুপায়ে উপায় ভাবিয়া কৈলা মনে।
ধরিয়া পুরুষ-বেশ যাব দরশনে ॥
এক দিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে।
চারি পাঁচ দণ্ড রাতি ইহার ভিতরে ॥
যুবকের পরিচ্ছদে হাজির হেথায়।
বিরাজে যেখানে বাঞ্ছাকল্পতরুরায় ॥
অনেকের সঙ্গে দেখা পথের মাঝারে।
কেহই চিনিতে নাহি পারিল তাহারে ॥
কিন্তু শ্রীগোচরে যেই মুহূর্ত্তেকে আসা।
চিনিয়া শ্রীপ্রভু তারে করিলা জিজ্ঞাসা ॥
কি রে! তুই হেথা হেন বেশে কি কারণ।
উত্তরে কহিল প্রভু মাত্র দরশন ॥
বিশেষ আশিষ কৃপা করিয়া তাহায়।
অনতিবিলম্বে দিলা তখনি বিদায় ॥
রঙ্গমঞ্চে বীরভক্ত রাখিয়া গিরীশে।
বেশ্যার উদ্ধার এত গুন্তিতে না আসে ॥
তার সঙ্গে অভিনেতা লম্পটের দল।
পরশিল শ্রীপ্রভুর চরণ-কমল ॥
স্বভাব ছাড়িতে নারে গাঁজা মদ খায়।
গুরুর মতন কিন্তু ভক্তি করে রায় ॥
অদ্যাবধি সেই ধারা দিনেদিনে বাড়ে।
প্রভুর মূরতি রাখে মঞ্চের ভিতরে ॥
বিশেষতঃ সাজ ঘরে সাজে যেইখানে।
সাজঘর অতিশয় গোপনীয় স্থানে ॥
রঙ্গ দিনে পরিপাটি ফুলের মালায়।
শ্রীপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর সাজায় ॥

যতবার রঙ্গ স্থানে করে আগমন।
বাহির না হয় বিনা চরণ বন্দন॥
শুনি এবে অভিনেত্রী অনেকের ঘরে।
প্রভুর মূরতি আছে, পূজা সেবা করে॥
গিরীশে রাখিয়া মঞ্চে প্রভুর মহিমা।
বেশ্যা লম্পটের মধ্যে ভক্তির সূচনা॥
শ্রীগিরীশে গুরুবৎ সকলেই মানে।
রঙ্গমঞ্চ মধ্যে যেবা যে আছে যেখানে॥
বারে বারে গিরীশ বলিল শ্রীচরণে।
কত দিন রব বেশ্যা লম্পটের সনে॥
ভগবান রাখ' মোরে সেবায় এ বারে।
না হয় অধিক দিন বৎসরের তরে॥
উত্তরে কহিলা তাঁরে অখিলের রাজ।
থাক তুমি রঙ্গালয়ে, বহু হবে কাজ॥
বেশ্যা কি লম্পট, প্রভুপদে ভক্তি যার।
তে সবারে করি কোটি কোটি নমস্কার॥
বিষয়ীরে ঘৃণা নাই তিলেকের তরে।
দরশন দিলা প্রভু গিয়া ঘরে ঘরে॥
করুণাবতার প্রভু সকলে করুণা।
বিষয়ী লম্পট বেশ্যা কারে নাই ঘৃণা॥
সরল অন্তরে যেবা চায় ভগবানে।
সেই সে আসিয়া যুটে প্রভুর সদনে॥
শুন এক শ্রীপ্রভুর মহিমা বাখান।
এক দিন তৃতীয় প্রহর দিনমান॥
আসিয়া যুটিল এক ত্যাগীযোগীবর।
শ্যামল বরণ, চক্ষু ডাগর ডাগর॥
কোট পেন্টলন্ পরা টুপি আছে শিরে।
চাপ দাড়ি হাতে ছড়ি সুহাসি অধরে॥
ভিতরে কৌপীন তাঁর, বাসে আচ্ছাদন।
বাহিরে দেখিতে এক বাবুর মতন॥
স্বভাবে চরিতে কিন্তু যোগীর আচার।
উপাধিতে মিশ্র তিনি, প্রভু নাম তাঁর॥
পিতামহ খৃষ্টিয়ান জন্ম সেই কুলে।
মূলে কিন্তু কনোজিয়া ব্রাহ্মণের ছেলে॥
মিশ্রের আচারে এক অপরূপ রীত।
না হিন্দু না খৃষ্টিয়ান অপূর্ব্ব চরিত॥
জীবে দয়া জীতেন্দ্রিয় নাহি হিংসা দ্বেষ।
মারিলে চাপড় গালে হেসে করে শেষ॥
জান্তব আহার নাই হিংসা হয় জীবে।
প্রাণীমাত্রে পীড়া দিতে মৃত্যুবৎ ভাবে॥
যদ্যপি অপরে তারে খেতে দেয় বিষ।
রাজায় কি ভগবানে করে না নালিস॥
জাতির বিচার নাই যার তার খায়।
পরমা সুন্দরী দারা নিরাসক্ত তায়॥
যাহা না হইলে নয় তাহার কারণ।
দিলে কেহ টাকা কড়ি করেন গ্রহণ॥
অধিক পাইলে পরে কিনিয়া ঔষধি।
সযতনে দুঃখিদের দূর করে ব্যাধি॥
সাধনভজনপ্রিয় যোগ পরায়ণ।
ভালবাসে গিরিগুহা বিজন কানন॥
ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দরশনে।
এই আশে যোগাশ্রয় উদ্দেশ্য জীবনে॥
একবার গিরিগুহে ধিয়ানে মগন।
দেখিতে পাইল কিবা শুন বিবরণ॥
অপরূপ কলনাদি তটিনীর কূলে।
সুন্দর বাগান এক পরিপূর্ণ ফুলে॥
তার পাশে সমাধিস্থ সুন্দর চেহারা।
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, নয় পঞ্চভূতে গড়া॥
হৃদয়ে অঙ্কিত ছবি সদা জাগে মনে।
আর না দেখিতে পায় বসিলে ধিয়ানে॥
সময়ানুক্রমে এবে আসিয়া সহরে।
শুনিল প্রভুর নাম লোক পরম্পরে॥
দরশ পিয়াসে আজি হাজির হেথায়।
এখানে করিলা কিবা শুন প্রভু রায়॥
আগন্তুক শ্রীগোচরে আসিবার আগে।
প্রভু বলিলেন আমি যাব মলত্যাগে॥
এত বলি প্রবেশিলা পাইখানা ঘর।
ভাবে দেখিলেন এক আসে যোগীবর॥

মহাবীর বলবান বলিষ্ঠ আকার।
কোমরেতে বাঁধা আছে পাঁচু হেতিয়ার॥
আগাগোড়া হৈলা জ্ঞাত যত বিবরণ।
নব অভ্যাগত কেবা অনুরাগী জন॥
দ্বিতলে এখানে যেথা প্রভুর আসন।
উপনীত হ'য়ে মিশ্র দিল দরশন॥
ভক্তগণ দিলা তাঁরে বসিবারে ঠাঁই।
ফিরিলেন হেনকালে জগৎ-গোসাঁই॥
যোগীবরে প্রভুরায় করি নিরীক্ষণ।
দাঁড়াইয়া সমাধিতে হইলা মগন॥
অনিমিক-আঁখি মিশ্র দেখিবারে পায়।
ধ্যানে দেখা সেই মূর্ত্তি, এই প্রভুরায়॥
আরে অবিশ্বাসী মন কি কব তোমাকে।
চিরকাল মগ্ন তুমি সন্দেহের পাঁকে॥
না হয় বিশ্বাস তোর মোর কিবা ক্ষতি।
মুই জানি প্রভু মোর অখিলের পতি॥
ত্রাতা, পাতা, নেতা পথে, হৃদয়বিহারী।
সংসারজলধিজলে পারের কাণ্ডারী॥
রতন মাণিক মম প্রাণ, বুদ্ধি, বল।
সম্পদ-বিপদ-সখা, সহায়, সম্বল॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তত্ত্ব করিতে নির্ণয়।
তোর মত সন্দ যেন মোর নাহি হয়॥
হউন শ্রীপ্রভুদেব পূজারী-ব্রাহ্মণ।
পর গৃহে বাস কিম্বা পরান্নে পালন॥
না হয় হউন তিনি নিরক্ষর-বেশ।
অরূপ অগুণ কিবা উন্মত্ত অশেষ॥
না হয় হউন পঞ্চভূতদেহধারী।
দীন, হীন, দুঃখাতুর অতি কদাচারী॥
ভূষণবসনহীন বালকের ন্যায়।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর বেদনা গলায়॥
যত কিছু থাক তাঁর না করি বিচার।
ভজিব পূজিব প্রভু ঠাকুর আমার॥
চাহ তুমি বেশ, ভূষা ঐশ্বর্য্য দর্শন।
অঙ্গে কান্তি নবদূর্ব্বাদলের বরণ॥
রতন-কুণ্ডল কানে লম্ববান বেণী।
বিজড়িত মুকুটেতে নানা রত্ন মণি॥
পদেপদে অশ্ব গজ, রথ, ধাবমান।
পৃষ্ঠদেশে তূণ, হাতে ধরা ধনুর্ব্বাণ॥
কণক-বরণা বামে সীতাঠাকুরাণী।
হরধনুভঙ্গলব্ধ জনকনন্দিনী॥
আরে মন নিরৈশ্বর্য্য দে'খে পেলি ধঁকা।
সেই রাম, এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা॥
চাহ তুমি দেখিবারে শিরে শিখিপাখা॥
শোভিত সুন্দর ভালে অলকা তিলকা॥
ঢুলু ঢুলু গজমতি অতুল নাসায়।
চন্দ্রিমা-কিরণ জিনি কৌস্তুভ গলায়॥
নয়ন দুখানি বাঁকা আকর্ণপূরিত।
নীল কলেবরখানি চন্দনে চর্চ্চিত॥
মনোহর পীতবাস জড়িত তড়িতে।
ভুবনমোহন বেণু ঠামে ধরা হাতে॥
শ্রীরাধার প্রেমে বাঁকা ত্রিভঙ্গিম ঠাম।
জগমনবিরঞ্জন নটবর শ্যাম॥
দুলে গলে বনমালা আপাদলম্বিত।
পীতধড়া গুঞ্জবেড়া অঙ্গে সুশোভিত॥
কণক নূপুর পায় রুনু ঝুনু রব।
রকতকম্বল জিনি চরণ-সৌষ্ঠব॥
পায়েপায়ে প্রস্ফুটিত কমল আবলী।
মকরন্দ গন্ধে ছুটে ঝাঁকেঝাঁকে অলি॥
আরে মন নিরৈশ্বর্য্য দেখে পেলি ধঁকা।
সেই কৃষ্ণ, এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা॥
সেই রাম, সেই কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ-সাজে।
লীলান্তরে রূপান্তর আপনার কাজে॥
রূপান্তর মাত্র কিন্তু গুণান্তর নয়।
রামকৃষ্ণমহালীলা তার পরিচয়॥
যখন যেরূপ সজ্জা হয় দরকার।
সে রূপে সে সাজে আবির্ভাব অবতার॥
সমভাবে সেই শক্তিবিরাজিত কার্য্যে।
ঐশ্বর্য্যবানেতে যেন, তেন নিরৈশ্বর্য্যে॥

এবারে স্বরূপ কিবা প্রভুর আমার।
আরও কিছু পরে তুমি পাবে সমাচার ॥
দৃষ্টিশক্তিহীন, তোর বল অবিশ্বাস।
কামিনীকাঞ্চনমুগ্ধ অবিদ্যার দাস ॥
কুঞ্চিত মলিন বুদ্ধি হেয় পথে মতি।
ভাল ছেড়ে, মন্দ ধরা স্বভাব প্রকৃতি ॥
না শুনিব তোর কথা স্থিরমতি রব।
প্রভু রামকৃষ্ণ মুই ভজিব পূজিব ॥
এথা'নতে প্রভুদেব মিশ্রে তুষ্ট হ'য়ে।
বেদানার ফল দিলা প্রসাদ করিয়ে ॥
ভক্তবর্গে কিছু কিছু করিয়া বণ্টন।
প্রসাদ পাইলা মিশ্র আনন্দিত মন ॥
প্রভুর পীড়ায় হেথা যত যায় দিন।
ততই শ্রীঅঙ্গখানি ক্রমে হয় ক্ষীণ ॥
রীতিমত পরিচর্য্যা কিছু নাহি ত্রুটি।
ঔষধ সেবন কালে, পথ্য পরিপাটি ॥
বয়োধিক যোগ্য যাঁরা লেন সমাচার।
ত্রুটি কিসে, কিম্বা কবে কিবা দরকার ॥
এক দিন কন প্রভু গোপনে গোপনে
অপর কাহাকে নয় খালিমাত্র রামে ॥
উচ্ছিষ্ট স্থানেতে হয় ভোজনের ঠাঁই।
সেহেতু ভোজন পক্ষে কষ্ট বড় পাই ॥
সেবায় শুনিয়া ত্রুটি রাম ক্রোধান্বিত।
বাহিরে চলিলা তার করিতে বিহিত ॥
অপরাধী জনে করে অতি তিরস্কার।
বারেক রাগিলে রাম রক্ষা নাই আর ॥
ভবিষ্যতে হেন ত্রুটি যাহাতে না হয়।
উপায় বিধানে তবে বুঝিল নিশ্চয় „
গুরুদারা জগমাতা তাঁহে আনিবারে,
এখন আছেন তিনি দক্ষিণসহরে ॥
তত্ত্বাবধারণে তথা আছে রামলাল।
আর এক গৃহীভক্ত মুরুব্বি গোপাল ॥
মনোগত ভাব রাম প্রভুদেবে কয়।
প্রভুর সম্মতি তাহে আদতে না হয় ॥

বুঝাইতে প্রভুদেব কন ভক্ত রামে।
হংস হংসী এক ঠাঁই কবে লোক জনে ॥
প্রবোধ না মানে রাম তবু জেদ করে।
অনুমতি হেতু, হেথা মায়ে আনিবারে ॥
ভক্তের নিকটে তাঁর কথা থাকে কোথা।
অগত্যা সম্মতি, মায়ে আনাইলা হেথা ॥
মাতার নাহিক ঘুম অশন শয়ন।
দিবারাত্রি শ্রীপ্রভুর সেবা-আয়োজন ॥
অলস নাহিক তাঁর দিবা কি যামিনী।
সহায়তা হেতু কাছে গোলাপ-ব্রাহ্মণী ॥
ভক্ত-মা যাঁহার নাম ভক্তমতী মেয়ে।
সর্ব্বস্বত্যাগিনী যিনি প্রভুর লাগিয়ে ॥
বড় আশ্চর্য্যের কথা একমাত্র বাড়ি।
উপরে দ্বিতলে মাত্র পাঁচটি কুটুরী ॥
তার মধ্যে একখানি অতি অল্প স্থান।
বৈঠক হইতে দড়মার ব্যবধান ॥
সেবা আয়োজনে তথা আছেন জননী।
পাক-ক্রিয়া নিজে হাতে করেন আপনি।
দড়মার অন্তরালে প্রভুদেবরায়।
জন সমাগম এত নহে গণনায় ॥
অবিরত, নহে ক্ষান্ত আসে দরশনে।
আছে মাতা হেথা, বার্ত্তা কেহ নাহি জানে।
বার্ত্তা পাওয়া থাক দূরে অদ্ভুৎ ঘটন।
দড়মা ওপারে নাই বসতি লক্ষণ ॥
বিন্দু-নিবাসিনী মাতা শুনা ছিল কানে।
কৃপায় তাঁহার এবে দেখিনু নয়নে ॥
চিকিৎসকে দেয় যেন সেবার বিধান।
সেইমত কালে কালে হয় সরঞ্জাম ॥
বিক্রম করিতে কিন্তু নাহি ছাড়ে ব্যাধি।
পরাভব হৈল সব পথ্যাদি ঔষধি ॥
ঔষধে আরোগ্য করা দেখিয়া বিফল।
ভক্তগণে অন্বেষণ করে দৈববল ॥
কভু সংযমেতে থাকে দিনের বেলায়।
মঙ্গলের হেতু ধ্যানে রজনী কাটায় ॥

এক দিন প্রভুদেবে কহে সকলেতে।
আপুনি ত কথা কন মা-কালীর সাথে॥
আপনারে জিজ্ঞাসিতে হইবে তাঁহারে।
অন্নাদি ভোজন যাহে প্রবেশে উদরে॥
তদুত্তরে কহিলেন সর্ব্বেশ্বর রায়।
আঁট নাহি হবে মোটে আমার কথায়॥
তথাপিহ মহাজেদ করে ভক্তগণে।
শ্রীপ্রভুর প্রতিবাদ, না শুনিল কানে॥
কিছু ক্ষণ পরে তবে বলিলেন রায়।
আমি বলিলাম মাকে তোদের কথায়॥
উত্তরে মা-কালী তবে কহিলা আমাকে।
আমার ভোজন হয় লক্ষ লক্ষ মুখে॥
এক মুখে যদি আমি না করি ভোজন।
তাহে কিবা আছে ক্ষতি, জেদ কি কারণ॥
উত্তর শুনিয়া হেন সরমে পড়িনু।
আর তাঁরে কোন কথা বলিতে নারিনু॥
ভক্তবর্গে দেখিলেই বিষন্ন আতুর।
মায়ায় ভুলায়ে দেন লীলার ঠাকুর॥
করেন আপন মনে কর্ম্ম পরমেশ।
এবে প্রায় কার্ত্তিকের আধাআধি শেষ॥
কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি মা-কালী তাঁহাতে॥
পরিচয়ে লীলাকথা শুন এক মনে।
সংসারজলধি পার শ্রবণ কীর্ত্তনে॥
কালীপূজা কাছে কাছে আসিয়াছে প্রায়।
ডাকাইয়া মাষ্টারেরে কহিলেন রায়॥
অমাবস্যা-যোগে কালীপূজা প্রয়োজন।
যুক্তিযুক্ত লয় মনে, কর আয়োজন॥
মাষ্টার মহেন্দ্রনাথ পরম উল্লাসে।
সেই কথা বলিলেন কালীপদ ঘোষে॥
তত্ত্বাবধারক কালী এখানে বাসায়।
প্রয়োজন যাহা হয় আনিয়া যোগায়॥
প্রভুদেব আখ্যা তাঁর দিলা ম্যানেজার।
নরেন্দ্র দিলেন পরে দানা নাম তাঁর॥
জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।
সৌভাগ্য বিদিত হৈহু শাঁকচুন্নি নামে॥
আনন্দেতে কালিপদ আটখানা হয়ে।
পূজার যোগাড় করে দিন পানে চেয়ে॥
যথা নির্দ্ধারিত দিনে সন্ধ্যার বেলায়।
আলোকিত কৈলা বাড়ী দীপের মালায়॥
হেতা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিণী তাঁহার।
ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার॥
ফুলুকা ফুলুকা লুচি সুজির পায়েস।
নূতন-খেজুর-গুড়ে গোললা সন্দেশ॥
শাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধুপ দীপ ফুল॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে।
শুভ ক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়েস আনে তাঁহার গৃহিণী॥
কোচলা গামছা এক করি পরিধান।
গৃহিণীর ভক্তি এত না যায় বাখান॥
দুইটি মোমের বাতি দিলা দুই পাশে।
আসনে শ্রীপ্রভুদেব বসিলেন শেষে॥
পরিপূর্ণ গোটা ঘর অন্তরঙ্গগণে।
অনিমিকে চেয়ে সবে শ্রীপ্রভুর পানে॥
এইখানে এক কথা শুন তুমি মন।
এত গুলি মহাভক্ত বুদ্ধি বিলক্ষণ॥
কাহারও আদতে এটি আসিল না মনে।
ঘট কিম্বা পট কি প্রতিমা আনয়নে॥
অথচ সকলে জানে প্রভু গুণমণি।
কালীপূজা করিবেন আপনিই তিনি॥
মহারঙ্গ ঠাকুরের শুন মন দিয়ে।
আসনে বসিয়া প্রভু স্থির ভাব হ'য়ে॥
ভাবে মগ্ন নন্ বাহ্য-চেঁঠা আছে গায়।
এইরূপে বহু ক্ষণ গত হ'য়ে যায়॥
তখন গিরীশে কন রাম পেয়ে টের।
প্রভুর এ পূজা নয়, পূজা আমাদের॥

আমাদের পূজা প্রভু লইবার তরে।
অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন উপরে॥
বল' কি! বলিয়া শ্রীগিরীশ মহাবলী।
জয় মা বলিয়া দিলা পায়ে পুষ্পাঞ্জলি॥
কালীর আবেশে মগ্ন তখনি গোসাঁই।
বরাভয় করদ্বয় অঙ্গে বাহ্য নাই॥
ক্রমে পরে যাবতীয় মহাভাগ্যবান।
পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে করিল প্রদান॥
কেহ হাসে কেহ নাচে উন্মত্ত হইয়া।
বীরদম্ভে লম্ফে কেহ ছাদ কাঁপাইয়া॥
আনন্দময়ীর ভাবে প্রভুদেবরায়।
মহা আনন্দের স্রোত ধরে ব'য়ে যায়॥
কিছু ক্ষণ পরে হৈল ভাব অবসান।
দশবারআনা প্রায় অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান॥
কোন ভক্ত দেখি তাঁর উন্মীলিত নেত্র।
শ্রীমুখে ধরিল তুলে পায়েসের পাত্র॥
পাত্রেতে আধেয় ছিল ছয় সের প্রায়।
আবেশে ভক্ষণ সব করিলেন রায়॥
সন্দেশ খাইলা পরে বহুল বহুল।
সর্ব্বশেষ মুঠাভরা সুমিষ্ট তাম্বূল॥
ভক্তেরা করিলা মনে ব্যথা গেছে সেরে।
আজি অঙ্গে মা কালীর আবেশের ভরে॥
আনন্দের স্রোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি।
সকলে প্রসাদ ল'য়ে করে কাড়াকাড়ি॥
শ্রীপদে অঞ্জলি দেওয়া কুসুমের হার।
কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার॥
কেহ বা সঞ্চয় হেতু বাঁধিল বসনে।
কেহ বা গরবভরে পঁরে দুই কানে॥
কেহ বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায়।
হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহায়॥
কি রঙ্গ হইল, দৃশ্য কার সাধ্য কয়।
চক্ষে দেখা তবু তিল বর্ণিবার নয়॥
মধুর কথন রামকৃষ্ণলীলাগীতি।
রামকৃষ্ণভক্তবৃন্দপদে মাগি মতি॥
রামকৃষ্ণপুঁথি মহাশান্তির ভাণ্ডার।
শ্রবণ কীর্ত্তনে ভবজলধিতে পার॥

পাষণ্ডীর প্রতি প্রভুর করুণা।

দরশনে শ্রীপ্রভুর, নির্ম্মল চিত্ত-মুকুর;
বিকশিত হৃদয়কমল।
জীবত্বে দেবত্ব উঠে; লোচন-আঁধার ছুটে;
কঠিন পাষাণে ঝরে জল॥
শুষ্ক কাঠ মঞ্জুরিত; মুকুল পল্লবযুত;
সহ ফুল্ল কুসুমনিচয়।
কথা নয় কাল্পনিক; চক্ষে দেখা বাস্তবিক
শুন কহি তার পরিচয়॥
সহরেতে এক জন, প্রভুদ্বেষী আজীবন
দুর্জ্জন পাষণ্ডী প্রধান।
খল রীতি খলতর; নরাকৃতি বিষধর
বাক্য যেন বিষমাখা বাণ॥
বুঝিতে নারিনু মন; সে মন কেমন মন;
রসনা চালনে যার সাধ।
প্রভু অকলঙ্ক শশী; গুণযুত রাশি রাশি;
তাঁহার করিতে নিন্দাবাদ॥
একে ত সুন্দর-কায়; মাধুর্য্য লাবণ্য তায়;
হেরিলে হরয়ে প্রাণ মন।
বাকি যাহা রহে ঘরে; তাও যায় ক্রমে পরে;
মিঠা বাণী করিলে শ্রবণ॥
বালকের ভাব গায়; মরি কিবা শোভা পায়;
রূপ মণি মরকত জিনি।
খল সরলাতিশয়; সতত আনন্দময়
ভাবেতোর দিবসরজনী॥

তাহে বিনয়াবনত ; কোমল প্রকৃতিযুত;
যারে তারে অগ্রে নমস্কার।
জীবের কল্যাণ লাগি ; স্বার্থশূন্য সর্ব্বত্যাগী ;
নেত্রে ধারা ঝরে অনিবার॥
জন্মাবধি আজীবন ; তত্ত্বালাপে মত্ত মন ;
সাধনভজন তার সনে।
অনাসক্ত ষোল-আনা ; কামিনীকাঞ্চনে ঘৃণা;
দেহ ধরা জীবের কল্যাণে ॥
শিবসিদ্ধিময় নাম ; ধর্ম্ম, অর্থ মোক্ষ, কাম ,
উচ্চারণে পরিণাম ফল।
ত্রিতাপ সন্তাপ হরে ; ভবজলধির নীরে ;
পারাপারে দুর্ব্বলের বল॥
নিবিড় সংসারারণ্যে ; পথভ্রান্তদের জন্যে ;
স্বার্থশূন্যে সম্বল সহায়।
অজ্ঞানতিমিরহর ; জিনি তেজে দিনকর ;
চক্ষুহীন জনের উপায়॥
নামে যদি এত বল ; নিন্দুকের কিবা ফল ;
সেওত লইল রসনায় ।
শুন মন তত্ত্বতরে ; সেও যাবে ভবপারে ;
করুণ নামের মহিমায়॥
আগুনে অজ্ঞানে হাত ; যদি পড়ে অকস্মাৎ ;
আগুন পোড়াতে নাহি ছাড়ে।
আগুনের ধর্ম্ম-ধারা ; পরশিলে দগ্ধ করা ;
ভালমন্দ না যায় বিচারে॥
বহ্নি না বিচারে যায় ; যারে পায় তারে খায় ;
তাই তার নাম সর্ব্বভুক।
সেইমত এইখানে ; প্রভুরনামের গুণে ;
পরিত্রাণ পাইবে নিন্দুক॥
ফুলে ফুল-কীট যেন ; নিন্দুকও লীলায় তেন ,
অবতারে লক্ষ্য অনুক্ষণ।
নিন্দার বন্দনা গায় ; যাহে তেঁহ সুখ পায় ;
শ্রীপ্রভুর স্বজন যেমন॥
সম-দরশন রায় ; স্তুতি নিন্দা সম তাঁয় ;
সুধীবর কল্যাণনিদানে।

নিন্দুকের কথা শুন ; নিন্দা করে পুনঃ পুনঃ,
অকলঙ্কী প্রভু ভগবানে॥
সময়ানুক্রমে তার ; প্রিয় পুত্র সুকুমার ;
শয্যাগত হইল পীড়ায়।
কবিরাজ ডাক্তারাদি ; আনাইয়া নিরবধি ;
প্রাণধিক নন্দনে দেখায়॥
নাহি হয় উপশম ; পীড়া ক্রমে করে ক্রম ;
দিনে দিনে দেহ জেরবার।
ব্যাধির জলন গায় ; গড়াগড়ি বিছানায় ;
যাতনায় কররে চীৎকার॥
প্রাণের নাহিক আশ ; পরিবারবর্গে ত্রাস ;
অনিবার ভাসে আঁখিনীরে।
হাহাকার গোটা বাড়ি; আদতে না চড়ে হাঁড়ি;
মগ্ন সবে অকুলপাথারে॥
নিন্দুকের আশা মনে ; মহেন্দ্র ডাক্তারে আনে;
নন্দনের চিকিৎসা কারণ।
এখন ডাক্তার হেথা , প্রভুর সূতায় গাঁথা ;
ব্যবসায় মোটে নাই মন॥
অন্য রোগী দেখিবার ; প্রয়াস না হয় আর ;
কত লোক যায় ফিরে ফিরে।
যদি কেহ দেখা পায় ; দুনো দাম দিতে চায় ;
তথাপিহ স্বীকার না করে ॥
শ্রীপ্রভুর চিকিৎসায় ; দিবসযামিনী যায় ;
এখানে আসিলে মাতামাতি।
রাত্রিকালে নিকেতনে; চিন্তা করে মনে প্রাণে;
শ্রীপ্রভুর পীড়ার প্রকৃতি॥
কখনও বা মগ্ন মন ; ব্যাধি শাস্ত্র অধ্যয়ন ;
উপায় বিধান অন্বেষণে।
পাঁচশ টাকার বহি ; ক্রয়ে কৈল জল সহি ;
একমাত্র প্রভুর কারণে॥
নিন্দুক কাতর স্বরে ,ডাক্তারে কাকুতি করে;
যাইবারে তাহার ভবনে ।
ডাক্তার না শুনি তায় ; চড়ি গাড়ি উভরায় ;
উপনীত প্রভুর সদনে॥

নিন্দুকের প্রাণ ফাটে ; গাড়ির পশ্চাৎ ছুটে ;
ঊর্দ্ধশ্বাস আকুল পরাণ।
[illegible] উপনীত ; ভক্তবর্গে সুবেষ্টিত ;
বিরাজেন যেথা ভগবান॥
লজ্জা ভয় মনে হেথা ; সাধ্য নাই কয় কথা ;
একধারে দাঁড়াইয়া রয়।
শ্রীপ্রভু ব্যথার ব্যথী ; সম্পদবিপদ সাথী ;
হৃদয়-নিবাস দয়াময়॥
অন্তরে পাইয়া টের ; হৃদি-ব্যথা নিন্দুকের ;
জিজ্ঞাসা করিলা বিবরণ।
কাকুতি কাতর স্বরে ; নিবেদিল শ্রীগোচরে,
মৃতবৎ শয্যায় নন্দন॥
নিন্দুকের কথা শুনি ; আকুল প্রভুর প্রাণী ;
ধারা জিনি ঝরে দুনয়ন।
কহেন সজল চোখে ; আমি এত বয়োধিকে;
গলদেশে সামান্য বেদন॥
যাতনা অনুপমেয় ; সে যে শিশু অল্পবয়ঃ;
নাহি জানি কত কষ্ট পায়।
এত বলি ডাক্তারেরে ; বলিলেন যাইবারে ;
পীড়িত শিশুর চিকিৎসায়॥

প্রভুর দেখিয়া দয়া ; নিন্দুকের শক্ত হিয়া
দ্রবিয়া তখন হৈল হুঁশ।
ভাবে আরে নিন্দা কার ; করিয়াছি বারবার;
এ যে মহা প্রেমিক পুরুষ॥
স্তুতি করে মনে মনে ; বারিধারা দু-নয়নে ;
ধিক্কার সহিত আপনারে।
প্রার্থনা তাহার সনে ; সরল আকুল প্রাণে ;
অপরাধ ক্ষমিবার তরে॥
চক্ষে দেখা অবিকল ; পাষাণে ঝরিল জল ;
নিরমল হৃদয় মুকুর।
চিরঅন্ধকারালয় ; পলকে আলোকময় ;
মহতি মহিমা শ্রীপ্রভুর॥
রামকৃষ্ণলীলাগীতি ; কীর্ত্তনে বাসনা অতি ;
বলিতে নারিনু কিন্তু সে কি।
শতদল কর্ণিকার ; সাধ্য নাই বর্ণিবার ;
অবাক্ হইয়া ব'সে দেখি॥
কিসে কব লীলা আর ; বাক্‌শক্তি রসনার ;
নয়ন হরিল একবারে।
রূপেতে নয়ন টেনে ; বিমোহিত করি প্রাণে;
ডুবাইল অকূলপাথারে॥

কাশীপুরে স্থানপরিবর্ত্তন ও অনন্তরঙ্গ বাছাই।

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায়। প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগমায়॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার। যাঁদের হৃদয় মধ্যে যুগলবিহার॥

প্রভুর প্রকৃতিখানি বিচিত্র প্রকার।
নিয়ম, বিধান, শাস্ত্র সকলের পার॥
সীমাতীত বিধাতার কার্য্যে কি শরীরে।
আগাগোড়া লীলাগীতি সাক্ষ্য দান করে।
নরদেহে বিগ্রহের ইহাই লক্ষণ।
যে দেহে ধাতার নাই মাত্র পরশন॥
শ্রীপ্রভুর তনুখানি যেযে উপাদানে।
সৃষ্টিছাড়া সে সকল, ধাতাও না জানে॥

ব্যাধি-বিনাশনে বিধি নাগাল না পায়।
দিনেদিনে বৃদ্ধি পুনঃ বেদনা গলায়॥
উদরে না যায় ভোজ্য ক্ষীণ অঙ্গখানি।
এইবার স্বরভঙ্গ, কষ্টে সরে বাণী॥
যে কণ্ঠের স্বর শুনে বীণার সরম।
সেই স্বর এইবারে কৈল পলায়ন॥
সশঙ্কিত চিত এবে ডাক্তার প্রধান।
স্থান পরিবর্ত্তনের দিলেন বিধান॥

যে যা বলে তাই করে অন্তরঙ্গগণে।
সত্বর চলিল রাম বাড়ি অন্বেষণে॥
তিয়াগিয়া কর্ম্ম কাজ চারিদিগে ধায়।
মনের মতন বাড়ি কোথাও না পায়॥
ক্লান্ত কলেবর তেঁহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
কোথা যাই কোথা যাই ভাবেন বসিয়া॥
হেনকালে মনে মনে হৈল সমুদিত।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব সকল বিদিত॥
কোথায় বৈঠক হবে আছে তাঁর জানা।
জিজ্ঞাসা করিব তাঁয়, মিছার ভাবনা॥
এত ভাবি শ্রীগোচরে রাম ভক্তবর।
নিবেদিলা একে একে যতেক খবর॥
পশ্চাতে জিজ্ঞাসা কৈলা কাকুতি করিয়া।
কোন্ দিগে পাব' বাড়ি দেন দেখাইয়া॥
শুনিয়া রামের কথা শ্রীমুখেতে হাস।
যেখানে মিলিবে বাড়ি দিলেন আভাস॥
শ্রীপ্রভুর প্রদর্শিত দিক্-অনুসারে।
উপনীত রামচন্দ্র হৈলা কাশিপুরে॥
মহিমের কাছে রাম পাইলা সন্ধান।
সন্নিকটে আছে এক বৃহৎ বাগান॥
সুন্দর দ্বিতল বাড়ি তাহার ভিতরে।
ফুলের ফলের গাছ বহু চারিধারে॥
সুন্দর সরসীদ্বয় শানেবাঁধা ঘাট।
শোভমান পুষ্পোদ্যানে মাঝেমাঝে বাট॥
কোম্পানির বড় পথ বাগানের পাশে।
চারি কুড়ি টাকা ভাড়া ধার্য্য মাসেমাসে॥
বাগানের অধিকার যে দিনে হইল।
সেই দিনে শ্রীপ্রভুর বৈঠক উঠিল॥
ভারি খুসি হৈলা রায় দেখিয়া বাগান।
ভক্তসঙ্গে চারিদিগে বেড়িয়া বেড়ান॥
পাছু পাছু আসিলেন মাতাঠাকুরাণী।
স্বতন্ত্র মহলে বাসা লইলেন তিনি॥
ভক্ত- মা সুস্নেহেতে আছে ছায়ার মতন।
দোঁহাকার পাদপদ্মে মগ্ন যার মন॥
প্রভু আর মায়ে ভিন্ন অন্যে নাহি জানে।
কুল শীল জলাঞ্জলি যাদের কারণে॥
এক পাশে পাকশালা বেড়ায় আটক।
মায়ের মহল পূর্ব্বে রহিল পৃথক॥
এখানে দ্বিতলভাগে প্রভুর আসন।
তার নিম্নতলে রহে অন্তরঙ্গগণ॥
মাঝেমাঝে ডাক্তর আসেন এইখানে।
চিকিৎসায় শ্রীপ্রভুর ঔষধ বিধানে॥
দিনেদিনে কমে পীড়া স্বাস্থ্যের উন্নতি।
ভক্তবর্গে ডাক্তার সহিত পান প্রীতি॥
পূর্ব্বাপেক্ষা অঙ্গে হৈল বলের সঞ্চার।
উদ্যানে নামিয়া নীচে করেন বিহার॥
অবিরত আনন্দের উচ্চরোল উঠে।
গীত বাদ্যে গোটা বাড়ি যেন পড়ে ফেটে॥
এক এক দিনে রঙ্গ যতেক ঘটনা।
লিখিলেও জন্ম জন্ম না যায় বর্ণনা॥
এ সময়ে শ্রীপ্রভুর সেবার কারণ।
গৃহত্যাগ একবারে কৈলা কয় জন॥
নরেন্দ্র, রাখাল, কালী, নিত্যনিরঞ্জন।
যোগীন, শরৎ, শশী এ তিন ব্রাহ্মণ॥
ভক্ত বসু বলরাম শ্যালক তাঁহার।
মহাভক্ত বাবুরাম বয়েসে কুমার॥
মুরব্বি গোপাল যাঁর সিঁতিগ্রামে ঘর।
লাটু নহে এ দেশীয় আছে বরাবর॥
তারক ঘোষাল তেঁহ ছিলা অন্য স্থানে।
এইখানে মিলিলেন ইঁহাদের সনে॥
তিয়াগিয়া ঘর বাড়ি এক টানে থাকে।
কানেও না শুনে যত আত্মীয়েরা ডাকে॥
শ্রীপদে অটল রাগ দেখি হৃদিবাস।
অন্তরে ঢালিয়া দিলা অপার বিশ্বাস॥
দিবস বিশেষে আজ্ঞা কখন কাহারে।
এখানে আসিয়া হেথা দক্ষিণসহরে॥
পঞ্চবটমূলেতে রচিয়া যোগাসন।
করিবারে ধ্যান, জপ, সাধনভজন॥

তপাচারে জোর আজ্ঞা নরেন্দ্রের প্রতি।
বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গে যাঁর অপার শকতি ॥
মধুর ভারতী কহি শুন এক মনে ।
কিবা প্রভু কিবা তাঁর অন্তরঙ্গগণে ॥
প্রভুদেব নিজে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁর শক্তি অংশ যত অবতারগণ ॥
অবতারদিগের প্রভুর অঙ্গে ধাম।
সেইহেতু শ্রীপ্রভুর অবতরী নাম ॥
অবতরী মানে যাঁর আবির্ভাব কালে।
অন্তরঙ্গ বেশে আসে অবতার দলে ॥
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এই অবতারগণ।
ঈশ্বর-কটির তাঁরা প্রভুর বচন ॥
কোন্ কোন্ ভক্ত শুন ঈশ্বর-কটির।
আবির্ভাবে লীলায় হাজির ॥
নিরঞ্জন, বাবুরাম, ছোট শ্রীনরেন্দ্র।
শ্রীরাখাল, শ্রীযোগীন আর পূর্ণচন্দ্র ॥
বরাহনগরে বাড়ি ভবনাথ আর।
শ্রীতারক বেলঘোরিয়ায় ঘর যাঁর ॥
প্রায় সবে কৃতদার হইলা ইঁহারা।
নিরঞ্জন, বাবুরাম এই দুই ছাড়া ॥
যোগীনের নামে বিয়া, বিয়ায় অসুখ।
রমণীর কোনকালে দেখিলা না মুখ ॥
প্রভুর নরেন্দ্র যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।
ঈশ্বর-কটির থেকে অত্যুচ্চ শ্রেণীর ॥
বলিতেন প্রভুদেব অখিলবিহারী।
একাকী নরেন্দ্র নাথ জ্ঞানে অধিকারী ॥
জ্ঞানী যিনি, জ্ঞানে যাঁর আছে অধিকার।
জগত, জগদীশ্বর সে দুয়ের পার ॥
মায়ার রাজ্যের মধ্যে এ দুয়ের গতি।
মায়ার উপরে কিন্তু গিয়ানীর স্থিতি ॥
মায়ার সঙ্গেতে জ্ঞানী সম্বন্ধ না রাখে।
সেইহেতু জ্ঞানী যিনি অখণ্ডের থাকে ॥
অখণ্ড শ্রেণীর লোক নরেন্দ্র বিদিত।
ভুবনমোহিনী মায়া তাহার অতীত ॥

মায়ার অতীত বস্তু হন যেই জন
তাঁহারে ভুলাতে নারে কামিনীকাঞ্চন ॥
মায়ার অন্তরগত বস্তু যাবতীয়।
জ্ঞানীতে সে সবে দেখে অতিশয় হেয় ॥
আগাগোড়া দেখিতেছি, কায়বাক্যমনে।
নরেন্দ্রর ভারি ঘৃণা কামিনীকাঞ্চনে ॥
অর্থের অভাবে কষ্ট পান নিরন্তর।
ভবনেতে অল্পবয়ঃ সোদরা সোদর ॥
নিজে জ্যেষ্ঠ যোগ্য তায় অর্থ উপার্জ্জনে ।
তথাপি না হয় মন সংসার সেবনে ॥
প্রবল বাসনা মনে সাধ উগ্রতর।
বিবেক বৈরাগ্য কিসে হইবে প্রখর ॥
নিরন্তর প্রীতিকর তপ যোগ যাগ ।
সংসারের কর্ম্মকাণ্ডে অতি বীতরাগ ॥
অনুরাগ একমাত্র ব্রহ্ম নিরাকারে ।
অরূপ অগুণ যিনি মায়ার ওপারে ॥
প্রকৃতি বুঝিয়া তাঁর, তাই প্রভুরায়।
ধ্যানে জপে জোর আজ্ঞা করিলেন তাঁয় ॥
শ্রীপ্রভুর আজ্ঞামত করিয়া সাধন।
হইত না নরেন্দ্রর পরিতৃপ্ত মন ॥
আবেদন শ্রীগোচরে হইত কেবল।
বলিলে যেমন, কৈনু কি হইল ফল !
তদুত্তরে বলিতেন লীলার ঈশ্বর।
মুই কৈনু ষোল- আনা, তুই সিকি কর ॥
খানদানি চাষা, যার চাষে গুজরাণ।
দশ বর্ষ অনাবৃষ্টি, নাহি পায় ধান,
তথাপিহ কৃষিকর্ম্ম ছাড়িতে না পারে,
দুনো বলে দেয় হাল মাটি কাঁপে ডরে ॥
যদ্যপিহ নাহি পায় হাতে হাতে ফল।
সময়ে সকল কর্ম্ম মিলিবে কুশল ॥
ত্যাগীবর যোগীবর সাধকপ্রধান ?
স্বভাবে সাধনা-প্রিয় বীর বলবান ॥
অদ্ভুতা শ্রীপ্রভুর নরেন্দ্র এখানে ।
গোটা রাতি ধুনী পাশে রহেন ধিয়ানে ।

ভস্মমাখা গোটা অঙ্গে কৌপিন ধারণ।
পাতা আছে বাঘছাল যাহাতে আসন ॥
নিত্যনিরঞ্জন, কালী, শরৎ, যোগীন।
সকলেই নরেন্দ্রর আজ্ঞার অধীন ॥
মনে প্রাণে মাখামাখি ভাব পরস্পরে।
প্রত্যেকেই ঠাঁই ঠাঁই তপ ধ্যান করে ॥
সাধনভজনে সাধ নাহিক শশীর।
কিবা রাত্রি কিবা দিন সেবায় হাজির ॥
সুস্থাবস্থা শ্রীপ্রভুর করি দরশন।
সোৎসাহে সকলে করে সাধনভজন ॥
পুলকিত অতিশয় মহেন্দ্র ডাক্তার।
ভাবিলা সম্যকারোগ্য শ্রীপ্রভু এবার ॥
অন্তরে ভরসা আশা গৃহীভক্তগণে।
যোগায় সকল ব্যয় সেবার কারণে ॥
সংসারী বিষয় কর্ম্মে রহে নিরন্তর।
শ্রীভু দরশনে আসে যবে অবসর ॥
বিশেষতঃ রবিবারে সবার মেলানি।
নৃত্য গীত রঙ্গ রস কতই না জানি ॥
মাসাধিক কাল প্রায় এমতে কাটিল।
ইংরাজের নববর্ষ এখন পড়িল ॥
আঠার শ ছিয়াশির সাল গণনায়।
বিশেষতঃ দিন ইহা প্রভুর লীলায় ॥
প্রথম দিবস আজি নব বরষেতে।
একাদশী তিথি আজি হিন্দুদের মতে ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন ॥
সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে।
কি ভাবে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি শুন এক মনে ॥
প্রভুর বিচিত্র কার্য্য, যেন তাঁর দেহ।
হাটেতে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি জানিল না কেহ ॥
বৃহৎ জাহাজ যবে জলে চ'লে যায়।
তিল বিন্দু সাড়া শব্দ নাহি রহে তায় ॥
তেমতি প্রভুর খেলা হাঁক ডাক নাই।
গুপ্তবেশে মহালীলা করিলা গোসাঁই।
নব বর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ।
ভবনে বিরাজমান কল্পতরুবেশ ॥
হরিশ মুস্তফী নামে ভক্ত এক জন।
দেবেন্দ্রের মামা তিনি বঙ্গজ-ব্রাহ্মণ ॥
মহাভাগ্যবান হৈলা হাজির গোচরে।
দ্বিতলে শ্রীপ্রভু যেথা দরশন তরে ॥
নিকটে ডাকিয়া তাঁরে করুণানিদান।
দেবেশবাঞ্ছিত কৃপা করিলেন দান ॥
শ্রীপ্রভুর কৃপা কিবা কি কহিব মন।
কৃপার গোচর মাত্র কৃপা কিবা ধন ॥
যে পায় কিছুই সেও বলিতে না পারে।
কি ছিল না, কি পাইল কৃপার দুয়ারে ॥
পরম পুলকে খালি ঝুরে দু-নয়ন।
প্রভুর কৃপার এই বাহ্যিক লক্ষণ ॥
কৃপারূপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর।
আপনি বিরাজমান কৃপার ভিতর ॥
হরিষে হরিশ্চন্দ্র মুখে মাত্র স্ফুরে।
কৃপায় আনন্দ কিবা, হৃদয়ে না ধরে ॥
কৃপা নহে কড়ি পাতি, নহে রাজ্যধন।
কিম্বা নহে মনোহরা কামিনীকাঞ্চন ॥
সুস্বাদু ভোজন নয়, নয় গাঁজা সুরা।
নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্দ ধারা ॥
তথাপি কৃপার মধ্যে হেন বস্তু আছে।
তুলনায় যাবতীয় রাজ্যধন মিছে ॥
কৃপায় আনন্দরাশি বহে শতধার।
ধন্য সে আধার যাহে কৃপার সঞ্চার ॥
এক জনে কৃপাবারি করি বিতরণ।
উথলিল কৃপাসিন্ধু প্রভুর এখন ॥
দীন, দুঃখী, কাণা, খোঁড়া যে ছিল বাগানে।
একে একে তা সবারে প'ড়ে গেল মনে ॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁর, দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
দ্বিতলে ডাকিয়া তাঁয় প্রভুদেব কন ॥
স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে।
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে ॥

এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে নারিল।
কথার সুগূঢ় মর্ম্ম কথায় রহিল॥
কি কব প্রভুর লীলা হৃদে রৈল গাঁথা।
পরে কি হইল শুন মধুর বারতা॥
গগনে যখন বেলা তৃতীয় প্রহর।
নিম্নতলে নামিলেন কৃপার সাগর॥
ভবন হইতে পরে উদ্যানের পথে।
সেবাপর ভক্তগণ পাছু পাছু সাথে॥
বাগানে ভ্রমেণ প্রভু, শুনিয়া বারতা।
নিকটে যুটিল সবে যেবা ছিল যথা॥
আমরা ক-জনে ছিনু গাছের উপর।
খেলিতেছিলাম ডালে বানর বানর॥
দ্রুতপদে উপনীত হইনু সে ঠাঁই।
সভক্তে বিহারে যেথা জগৎ-গোসাঁই॥
দাঁড়াইনু একধারে প্রভুর পশ্চাতে।
অহরিয়া চাঁপা দুটি ছিল দুই হাতে॥
মহাভক্ত শ্রীগিরীশ কাছে শ্রীপ্রভুর।
সঙ্গে তাঁর কন কথা লীলার ঠাকুর॥
আজি মনোহর বেশ, প্রভুর আমার।
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার॥
পরিধান লালপেড়ে সুতার বসন।
গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ॥
সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা।
মজা পায়ে চটি জুতা লতাপাতা আঁকা॥
শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
দারুণ বিয়াধি ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর॥
মনে হয় অঙ্গ-বাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি॥
হঠাৎ দাঁড়ায়ে পথে শ্রীগিরীশে কন।
তোমরা কি দেখ' মোরে কিবা লয় মন॥
গিরীশ পাতিয়া জানু বসি পদমূলে।
করযোড়ে সম্ভাষিয়া প্রভুদেবে বলে,,
আমি ছার কি বলিব আপনার কথা,
শুক, ব্যাস বিবরণে পরাভব যেথা॥
উত্তর শুনিয়া তবে লীলার ঈশ্বর।
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ পথের উপর॥
পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে।
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে॥
কিছু পরে বাহ্যচেষ্টা উদিলে শ্রীগায়।
ভক্তগণে আশির্ব্বাদ করিলেন রায়॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি।
চৈতন্য হউক আর কি বলিব আমি॥
পরে প্রভু ফিরিলেন ভবনের পথে॥
দাঁড়ায়ে আছিনু মুই অনেক তফাতে॥
দূর থেকে সম্ভাষিয়া কি গো বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিলা বক্ষের উপরে॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণ।
মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিনু গোপন॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার॥
প্রভুর মহিমা মন কি কব তোমায়।
রামকৃষ্ণনাম গেয়ে দিন যেন যায়॥
শ্রীনবগোপালে কৃপা হৈল তার পর।
আজি কল্পতরুরূপ লীলার ঈশ্বর॥
উপেন্দ্র মজুমদারে করি পরশন।
লোহার তাঁহার তনু করিলা কাঞ্চন॥
পরে কৃপা হৈল ভ্রাতৃপুত্র রামলালে।
পরে গিরীশের ভাই অতুল অতুলে॥
এ সময় ভক্তবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া।
করে আনন্দের ধ্বনি শূন্য বিভেদিয়া॥
বিশেষতঃ রামচন্দ্র ভক্ত মহাবলী।
শ্রীচরণে দেন ফুল অঞ্জলি অঞ্জলি॥
পাশেতে দণ্ডায়মান শ্রীহরমোহন।
প্রভুর সম্মুখে রাম কৈলা আনয়ন॥
বক্ষঃ পরশিয়া তাঁর প্রভুদেবরায়।
আজি থাক বলিয়া ছাড়িয়া দিলা তাঁয়॥

এখানে গিরীশচন্দ্র উন্মত্ত অধিক।
কে কোথা খুজিতে দ্রুত ছুটে চারিদিক॥
পাকশালে গিয়া দেখে রাঁধুনি ব্রাহ্মণ।
রুটি বেলিবার তরে করে উপক্রম॥
উপাধি গাঙ্গুলি তাঁর নাম নাহি জানি।
গিরীশ আনিতে তাঁরে করে টানাটানি॥
ভাগ্যবান শ্রীগোচরে হইলে আগত।
পাইল প্রভুর কৃপা আশার অতীত॥
রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান্।
উপরে দ্বিতলভাগে করিলা পয়ান॥
নিম্নতলে ভক্তদের আনন্দের মেলা।
এখানে শ্রীঅঙ্গে উঠে নিদারুণ জ্বালা॥
শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা কেন শুন বিবরণ।
যে যে পাপিদের আজি করিলা মোচন॥
তে সবার জীবনের যত পাপ ভার।
সকল লইলা প্রভু অঙ্গে আপনার॥
সন্নিকটে রামলালে কন প্রভুরায়।
শালাদের পাপ ল'য়ে অঙ্গ জ্বলে যায়॥
করেছে কতই পাপ কিছু নাই বাকি।
দে রে এনে গঙ্গাজল সর্ব্ব অঙ্গে মাখি॥
গঙ্গাজলে অঙ্গখানি করিলে মোক্ষণ।
তবে না হইল পরে জ্বালা নিবারণ॥
গলায় দারুণ ব্যাধি অন্য কিছু নয়।
জীবের মোচন কর্ম্মে পাপের সঞ্চয়॥
জগতের পাপরাশি লইয়া গোসাঁই।
আপনার শ্রীঅঙ্গের মধ্যে দিলা ঠাঁই॥
করুণানিদান হেন কোথা কেবা আর।
জপ তপ রামকৃষ্ণপদ কর সার॥
হাজরা প্রতাপচন্দ্র এখন এখানে।
দিবারাত্র উপস্থিত আছেন বাগানে॥
কিন্তু যে সময়ে হেথা প্রভু ভগবান।
দীন হীন কানা খঞ্জে কৈলা কৃপাদান॥
অন্যত্রে তখন তেঁহ গিয়াছে চলিয়া,
অবিরত বিশ্রামের উদ্যান ছাড়িয়া॥
যেমন ঘটনা সাঙ্গ, আইল হেথায়।
শুনিয়া দিনের রঙ্গ করে হায় হায়॥
হাজরা তপস্বী এক পিরীত সাধনে।
বড়ই সদ্ভাব তাঁর নরেন্দ্রের সনে॥
সেই হেতু প্রভুদেবে শ্রীনরেন্দ্র কন।
হাজরারে করিবারে কৃপা বিতরণ॥
উত্তরে কহিলা রায় এবে নাহি হবে।
সময় সাপেক্ষ্য কাজে, শেষেতে পাইবে॥

এই মতে মাসাধিক হইল যাপন।
পুনশ্চ পূর্ব্বের চেয়ে ব্যাধির বিক্রম॥
কিছু দিন ছিল রোগ সাম্য অবস্থায়।
এবে সুদে মূলে কর করিল আদায়॥
সবার ভরসা আশা এইবারে দূর।
হৃদয়ে উদয় হৈল যাতনা প্রচুর॥
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক মহেন্দ্র ডাক্তার।
বিফল প্রয়াস জ্ঞানে হতাশ এবার॥
ক্ষুণ্ণ মনে ক্ষুণ্ণ প্রাণে ভক্তগণে কন।—
করিলাম যথাসাধ্য, অসাধ্য এখন॥
যতক্ষণ শ্বাস, আশা ততক্ষণ প্রাণে।
যুক্তি করি পরস্পর অন্য জনে আনে॥
বহুবাজারেতে ঘর সুবিজ্ঞ ডাক্তার।
উপাধিতে দত্ত, নাম রাজেন্দ্র তাঁহার॥
ব্যাধিবিৎ কবিরাজ ডাক্তার প্রভৃতি।
আশেপাশে চারিদিগে সহরে বসতি॥
কতই আসিল তার সংখ্যা নাহি হয়।
করিতে নারিল কেহ রোগের নির্ণয়॥
যেমন শ্রীপ্রভুদেব শাস্ত্রাদির পারে।
তেমতি নিদানাতীত বিয়াধি শরীরে॥
রাজেন্দ্র করিল বটে আরম্ভ চিকিৎসা।
মনে জানে আরোগ্যের নাহি কোন আশা॥
গলার ভিতরে ছিল বাসা বিয়াধির।
এখন বহির ভাগে হইল বাহির॥
প্রভুর দারুণ ব্যাধি দারুণ যন্ত্রণা।
তথাপি তাঁহার নাই তিলেক ভাবনা॥

হাস্যাননে সহ কষ্ট নহে বিমরষ।
দেহেতে অসুখ ভোগ মনেতে হরষ॥
রঙ্গের বিরাম নাই চলে অবিরল।
শুনরামকৃষ্ণকথা শ্রবণমঙ্গল॥

প্রত্যক্ষে কি অন্তরীক্ষে প্রভুভগবান।
সতত ভক্তের সঙ্গে বেড়িয়া বেড়ান॥
প্রত্যক্ষে অগোটা লীলা রামকৃষ্ণায়ণ।
অন্তরীক্ষে কিবা খেলা করহ শ্রবণ॥
অনেক ফলের বৃক্ষ উদ্যানভিতরে।
উদ্যান স্বামীর সব আছে অধিকারে॥
প্রত্যেক ফলের গাছ বাগানে অনেক।
কিন্তু খেজুরের গাছ খালি মাত্র এক॥
সেই গাছে এ সময় দিয়াছিল তাড়ি।
বিকালে ঝুলিয়া দিত মেথিদেশে হাঁড়ি॥
গোঠা রাতি জমে রস হাঁড়ির ভিতরে।
নামাইয়া লয় মালি খুব ভোরে ভোরে॥
জিয়ান-কাটের রস তৃপ্তি রসনার।
বড়ই সুমিষ্ট তার, বড়ই সুতার॥
নিরঞ্জন এক দিন সঙ্গিদের সনে।
পরামর্শ করিলেন গোপনে গোপনে॥
নিশীথ অতীতে হাঁড়ি লইবে পাড়িয়া।
পান করিবেন রস সকলে মিলিয়া॥
রাত্রিকালে সবে মিলে যান একন্তরে।
গাছের নিকটে রস চুরি করিবারে॥
নিজের মহলে হেথা মাতাঠাকুরাণী।
জাগিয়া থাকেন প্রায় অগোটা যামিনী,,
যোগাইতে দ্রব্যচয় সময়ের আগে,
প্রভুর সেবার হেতু কখন্ কি লাগে॥
দেখিতে পাইলা মাতা জগৎ জননী।
নিরঞ্জনাদির সঙ্গে শ্রীপ্রভু আপনি,,
শরীরে দারুণ ব্যাধি নাহি কোন ডর,
বেড়িয়া বেড়ান গোটা উদ্যানভিতর॥
কিন্তু প্রভুদেব হেথা নিজের শয্যায়।
অঙ্গ ভক্তদ্বয় কাছে হাজির সেবায়॥
এখানেতে নিরঞ্জন সঙ্গিদের সনে।
আগোটা বাগান ঘোরে বৃক্ষ অন্বেষণে॥
সেই সে বাগান যার প্রতি ঠাঁই জানা।
খেজুর গাছের আজি না পান ঠিকানা॥
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবে ক্লান্ত কলেবর।
পশ্চাতে বুঝিল ইহা প্রভুর রগড়॥
পীড়াতেও নাহি ক্ষান্ত রঙ্গ অবিরাম।
শুন রামকৃষ্ণলীলা প্রাণের আরাম॥

কাল-পাগলিনী যিনি বারনারী জেতে।
প্রভুকে ভজিতে চায় মধুর ভাবেতে॥
এবে তেঁহ উন্মাদিনী প্রভুর লাগিয়া।
উদ্যানের মধ্যে আসে ছুটিয়া ছুটিয়া॥
আশা মনে একমাত্র প্রভুদরশন।
তাড়া করে লাঠি হাতে নিত্যনিরঞ্জন॥
চরণ ছাঁদিয়া তাঁর কাল-পাগলিনী।
কাকুতি মিনতি করে লুটায়ে অবনী॥
কোনমতে নিরঞ্জন নাহি দেন যেতে।
বরঞ্চ প্রহার করে ধরিয়া ঝুঁটিতে॥
কোম্পানির পথে দিলা করিয়া বাহির।
দাঁড়াইয়া রহে, বহে দুনয়নে নীর॥
মরি কিবা অনুরাগ প্রভুর চরণে।
এ জনার পদরেণু ভিক্ষা করে দীনে॥
তখন অবজ্ঞা ভাব করিয়া তাহারে।
জনমের মত ক্ষেদ রাখিনু অন্তরে॥
যে হোক সে হোক যার প্রভুপদে মতি।
সার্থক জীবন তাঁর চরণে প্রণতি॥
হোক বেশ্যা বারাঙ্গনা হীন হেয়াচার।
রামকৃষ্ণভক্তি যেথা আরাধ্য আমার॥
ভক্তের ভজনা কর ভক্তি মাত্র ধন।
ভজ ভক্ত, পূজ ভক্ত ভক্তির কারণ॥
ভক্ত মাত্রে এক জাতি, সামাজিকে নানা।
সুবর্ণ অধম অঙ্গে তবু তাহা সোনা॥
ভক্তির আধার পাত্র প্রভুর আলয়।
ভক্তের প্রপূজনীয় যেখানে না রয়॥

রমণী নামক বেশ্যা দক্ষিণসহরে ।
বাৎসল্যের চক্ষে দেখে প্রভু গুণধরে ॥
মা বলিয়া তাহারে সম্ভাষে প্রভুবর ।
ত্রাতা পাতা জগতের অখিল-ঈশ্বর ॥
কি বড় ভাগ্যের কথা বুঝে দেখ’ মন ।
বিশ্বে ভাগ্যবতী হেন আছে কয় জন ॥
চাউল কলাই ভাজা লুকায়ে বসনে ।
রমণী প্রভুর হাতে দিত সযতনে ।
ফুল্ল মনে পদ্মাননে হাস্যসহকার ॥
সাদরে গ্রহণ প্রভু কৈলা কত বার ।
কার সঙ্গে রমণীর তুল্য ত্রিভুবনে ॥
চরণের রেণু আশ করে এ অধমে ।
রামকৃষ্ণলীলাগীতি অমৃতভাণ্ডার ॥
শ্রবণ কীর্ত্তনে ভবজলধিতে পার ॥
সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয়া ছাতি
এক মনে শুন মন রামকৃষ্ণপুঁথি ॥

প্রভু কর্ত্তৃক অন্তরঙ্গগণের বাসনা পূর্ণ ও ভক্তদের কর্ত্তৃক মঠ স্থাপন ।

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায় । প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগমায় ॥
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোঁহাকার । যাঁদের হৃদয় মধ্যে যুগলবিহার ॥

প্রভুর দারুণ ব্যাধি শরীরের মাঝে ।
তালে তানে মন কিন্তু বাঁধা আছে কাজে ।
অবিরত মহালীলা চলিছে কেবল ।
বরষায় দিনেরেতে ঝরে যেন জল ॥
এই জল রহে লীলা-ক্ষেত্র-সরোবরে ।
যাহাতে প্রচারাবাদ হইবেক পরে ॥
ছদ্মবেশ অবতার বড়ই গোপন ।
জানিতে না দেন কারে তিনি কোন্ জন ।
মায়া-পরিচ্ছদে ঢাকা স্বরূপত্ব আছে ।
তিলে তিলে ভয় তায় জানে কেহ পাছে ॥
আপনে প্রচারে হাত নাহি দিলা রায় ।
পশ্চাতে প্রচার কৈলা ভক্তের দ্বারায় ।
সেই মহা কর্ম্মে যাহা যাহা প্রয়োজন ।
তাহার উদ্যোগ প্রভু করেন এখন ॥
অপরে বুঝিতে তত্ত্ব লাগে মহা ধাঁদা ।
সে বুঝে যাহার মন ভক্ত-পদে বাঁধা ॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি আমি প্রভুর সেবায় ।
যা লাগে সংসারী ভক্তে সকল যোগায় ॥
সংসারীর যতই না থাক্ ঘরে ধন ।
ব্যয়েতে কাতর সদা হয় বিলক্ষণ ॥
সংসারীর টাকা কড়ি বুকের শোণিত ।
কাণাকড়ি ব্যয়ে হয় বড়ই ক্ষোভিত ॥
প্রভুর সেবায় রত যে যে ভক্তগণ ।
সকলের চেয়ে ঘরে সুরেন্দ্রের ধন ॥
বাদ বাকি অন্য সবে হাতে পেটে খায় ।
সঞ্চয় রাখিবে কিবা ব্যয়ে না কুলায় ॥
জীবিকা নির্ব্বাহ শ্রমে, নাহি জমিদারি ।
কমিয়ে ঘরের ব্যয় হেথা দেয় কড়ি ॥
সংসার তিয়াগী যাঁরা প্রভুর সেবনে ।
সেবা হেতু শ্রীপ্রভুর কাছে রেতেদিনে ॥
প্রভু বিনা যাঁহাদের আর কিছু নাই ।
খরচের টাকা থাকে তাঁহাদের ঠাঁই ॥
সকলে কুমার বয়ঃ তিয়াগ-প্রকৃতি ।
টেই জানে না কিবা সংসারের রীতি ॥
বিষয় বুদ্ধির গন্ধ জানে না কেমন,
কোলে ছিল মা বাপের সেবায় এখন ॥

কোন কোন বিষয়ে অধিক ব্যয় করে।
সংসারিরা সহ্য তাহা করিতে না পারে॥
উদ্যানেতে ব্যয়াধিক দেখিয়া গৃহীরা।
একত্তরে পরামর্শ করে যোগ্য যাঁরা॥
রামচন্দ্র, কালীপদ, সুরেন্দ্র এ তিনে।
বলিলেন সেবাপর কুমারের গণে॥
করিতেছ অপব্যয় শোভা নাহি পায়।
হিসাব রাখিতে হবে তুলিয়া খাতায়॥
হুট্‌কো গোপাল প্রায় উদ্যানেতে থাকে।
কথামত ব্যয়ের হিসাব পত্র রাখে॥
গৃহীরা আসিয়া দেখে সময় সময়।
কোন্ মাসে কোন্ কর্ম্মে কত হয় ব্যয়॥
এইবার ব্যয় দে'খে হয় হুলস্থুল।
মূল তার হিসাবেতে ঠিকে ছিল ভুল॥
সেই হেতু কালীপদ দানা আখ্যা যাঁর।
হুট্‌কো গোপালে করে মিষ্ট তিরস্কার॥
তুমুল হইল দ্বন্দ্ব ক্রমে পরিশেষে।
নরেন্দ্র বিদিত তাহা কৈলা পরমেশে॥
নরেন্দ্রে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ কন প্রভুরায়।
চল্ আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়॥
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব।
যেমন রাখিবি, মোরে তেমতি থাকিব॥
নরেন্দ্র বলেন স্কন্ধে তোমায় লইয়া।
রাখিব খাওয়াব ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়া॥
এত শুনি গুণমণি কন আর বার।
গৃহীদের টাকা কড়ি লইও না আর॥
টানিয়া লইব না কি ? ইন্দ্রনারায়ণে।
প্রচুর সম্পত্তি ধন তাহার ভবনে॥
কিছু ক্ষণ বিচারিয়া পুনঃ প্রভু কন।
কাজ নাই, করে ইন্দ্র যবনী-গমন॥
তার পর বলিলেন হৃদয়বিহারী।
ডাকিয়া আনহ সেই খোট্টা মারয়ারি॥
খোট্টা মারয়ারি এক ধনের ঈশ্বর।
বড়বাজারেতে তার অট্টালিকা ঘর॥
বহু কাল হইতে বাসনা মনে মনে।
যোগাইতে অর্থপাতি প্রভুর সেবনে॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভগবান।
পূরাতে বাসনা তার করিলেন নাম॥
খবর পাইয়া সেই খোট্টা মারয়ারি।
গোচরে হাজির সঙ্গে ল'য়ে টাকা কড়ি॥
সম্মুখে দেখিয়া টাকা প্রভুদেব কন।
আমি না করিব তব কাঞ্চন গ্রহণ॥
করযোড়ে কহে তেঁহ বিনয় বচনে।
আনিয়াছি মহারাজ তোমার কারণে॥
ফিরিয়া লইয়া যাই, শক্তি নাই গায়।
এত বলি টাকা রাখি ফিরিয়া পালায়॥
সম্মুখে টাকার গাদা দেখি প্রভুবর।
ভক্তগণে আজ্ঞা, শীঘ্র কর স্থানান্তর॥
যথা আজ্ঞা সেবকেরা চলিলা সত্বরে।
রাখিয়া আসিল কাছে মহিমের ঘরে॥
ব্যয়ের কি হবে তবে বিচারিয়া মনে।
গিরীশে ডাকিতে আজ্ঞা হৈল সেইক্ষণে॥
মহাভক্ত শ্রীগিরীশ বিশ্বাসের বীর।
বারতা পাইয়া হৈল গোচরে হাজির॥
শ্রীমুখে শুনিয়া তবে সব বিবরণ।
প্রভুর সম্মুখে তেঁহ করিলেন পণ॥
একা যোগাইব ব্যয়, ভয় কিবা তার।
নহি ভীত যদি মোর ভিটামাটি যায়॥
গিরীশের বাক্যে হ'য়ে সাহসে পূর্ণিত।
সেই সঙ্গে কৈলা পণ সেবকেরা যত॥
গৃহিগণে দরশনে আসিতে না দিব।
লাঠি শোটা ল'য়ে দ্বারে প্রহরী থাকিব॥
যুক্তিমত পর দিনে নিত্যনিরঞ্জন।
বসিলেন দ্বারদেশ রক্ষার কারণ॥
মহাবীর বলবান লাঠি শোটা হাতে।
মাথায় পাগড়ী বাঁধা সুন্দর দেখিতে॥
চিরুণি আয়শি সঙ্গে রামায়ণপুঁথি।
ভোজপুরী দ্বারীদের যে প্রকার রীতি॥

দ্বিতলে যাইতে আর নাহি দেন কারে।
দরশনে আসে যারা সবে যায় ফিরে॥
ক্রমান্বয়ে তিন দিন ফিরিল সুরেন্দ্র।
কতবার ফিরিলেন ভক্ত রামচন্দ্র॥
অতুল ফিরিয়া গেলা গিরীশের ভাই।
ছোটখাট কত ফিরে সংখ্যা সীমা নাই॥
শ্রীঅতুল অভিমানে করিলেন পণ।
আটক করিল দ্বারে নিত্যনিরঞ্জন॥
যদি তেঁহ আপনি আসিয়া মোর ঘরে।
ডাকিয়া লইয়া যায় প্রভুর গোচরে॥
তবে যাব নৈলে আর এ জনমে নয়।
এই দৃঢ় পণ মোর রহিল নিশ্চয়॥
রাম ও সুরেন্দ্র দুয়ে বিষাদিত মন।
সুরেন্দ্র নির্জ্জনে করে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
গম্ভীরাত্মা রামচন্দ্র ভিতরে গুমুরে।
মন দুঃখ সহসা প্রকাশ নাহি করে॥
অন্তরে বুঝিয়া তত্ত্ব প্রভু ভক্ত-প্রাণ।
ডাকাইলা উভয়ে আপন সন্নিধান॥
সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন পরস্পর।
গৃহী সন্ন্যাসীতে এই থেকে মনান্তর॥
কেমন কৌশল চক্র দেখহ প্রভুর।
ভক্তমাত্রে সকলের সমান ঠাকুর॥
স্মরণ করহ কিবা প্রভুর বচন।
চাঁদামামা সকলের, একা কারও নন॥
গৃহী সন্ন্যাসীতে দুয়ে সমান আদর।
মধ্যে বাধাইয়া দ্বন্দ করিলা রগড়॥
এই দ্বন্দভবিষ্যতে প্রচারে পোষ্টাই।
প্রভুর মতন চক্রী ত্রিভুবনে নাই॥

এথানে অতুলকৃষ্ণ ঘরে অভিমানে।
এক দিন কন প্রভু নিত্যনিরঞ্জনে,,
যাও তুমি একবার গিরীশের ঘরে,
অতুলে ডাকিয়া আন হাত দেখিবারে॥
নাড়ীজ্ঞান ব্যাধিজ্ঞান এত অতুলের।
যেন তেঁহ ধন্বন্তরি বেশে মানুষের॥
আজ্ঞামাত্র ধাইলেন নিত্যনিরঞ্জন।
শুনিয়া অতুলকৃষ্ণ পুলকিত মন॥
শ্রীপ্রভুর রঙ্গ কিবা বুঝিয়া অন্তরে।
ত্বরান্বিত উপনীত হইলা গোচরে॥
ভিতরের কাণ্ড কিবা নিজে বুঝ মন।
বেদাধিক গুরুতর রামকৃষ্ণায়ণ॥

মুরুব্বি গোপাল সিঁতিগ্রামে ঘর যাঁর।
চিনিয়াবাজারে যাঁর ছিল কারবার॥
সন্তানাদি বনিতার বিয়োগের পরে।
মহেন্দ্র আনিলা তাঁয় প্রভুর গোচরে॥
দরশনে শ্রীচরণে বাঁধা পড়ে মন।
সন্নিধানে রহে করে প্রভুর সেবন॥
হাতে ছিল টাকা কড়ি ইচ্ছা এবে মনে।
বস্ত্র কিনে বিতরণ করে সাধু জনে॥
গঙ্গাসাগরীয় যাত্রী বহু এইকালে।
অতিথি সন্ন্যাসী নাগা সহর অঞ্চলে॥
সেই সবে নব বস্ত্র দানের ইচ্ছায়।
অনুমতি হেতু তেঁহ কহিলেন রায়॥
প্রভুদেব দেখাইয়া সেবকেরগণে।
বলিলেন দাও যদি দাও এইখানে॥
এমন সুন্দর সাধু ভুবনে বিরল।
অকলঙ্ক তনু ঘটে ভরা গঙ্গাজল॥
শুনিয়া গোপাল তবে প্রভুর বচন।
কিনিয়া আনিল বস্ত্র মনের মতন॥
গেরুয়ার রঙে বস্ত্র সব ছোবাইলা।
সেই সঙ্গে ছড়া ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা॥
বস্ত্র মালা একত্রেতে গোপাল এখানে।
হাজির করিয়া দিলা প্রভু সন্নিধানে॥
সন্ন্যাসের উপযুক্ত যে যে ভক্তগণ।
প্রত্যেকে বসন মালা কৈলা বিতরণ॥
একখানি বস্ত্র বাকি থাকে অবশেষে।
পর দিনে দান কৈলা শ্রীগিরীশ ঘোষে॥
গিরীশ সংসারী যদি মনে ত্যাগ তাঁর।
সংসারে আছেন, নাই অন্তরে সংসার॥

শ্রীগিরীশ সত্য মিথ্যা উভয়ের পারে।
প্রভুর আশীষ এই তাঁহার উপরে॥
একবার কন প্রভু কথোপকথনে।
গিরীশের আছে যোগ এ দেহের সনে॥
যোগী ভোগী দুই তেঁহ অপূর্ব্ব প্রকৃতি।
গিরীশে না পাওয়া যায় মানুষের রীতি॥
কোথাকার এই সব ভক্তনামধারী।
সদা সঙ্গে অদ্যাপিহ, বুঝিতে না পারি॥
হায় প্রভু কবে মোর ফুটাবে নয়ন।
পূজা করি ভক্তপদ যুড়াব জীবন॥
গৃহী কি সন্ন্যাসী হুয়ে দীনের মিনতি।
তোমা সবাকার পদে রহে যেন মতি॥

প্রভুর অবস্থা এবে বর্ণনার নয়।
তেমন সুন্দর তনু দিনে দিনে ক্ষয়॥
এ সময় দুগ্ধমাত্র কেবল আহারে।
এক পোয়া দিলে যায় ছটাক উদরে॥
বদনের কান্তি কিবা মনের আনন্দ।
তিলেকের তরে নাই এক তিল বন্ধ॥
বিয়াধি অসাধ্য কেহ কহিলে গোচরে।
উত্তর প্রভুর এই আনন্দের ভরে,
(পীড়া জানে দেহ জানে রে আমার মন,
অবিরত রহ তুমি আনন্দে মগন)॥
দেহাতীত মনখানি প্রভুর আমার।
অনুগত বশীভূত ইচ্ছামত তাঁর॥
জীবের কল্যাণে মাত্র দেহেতে কদর।
দয়াতে রাখেন দেহ দয়ার সাগর॥
মহানন্দময় নিজে আনন্দের খনি।
প্রভুর বারতা প্রভু জানেন আপনি॥
বিষণ্ণ হইতে তিনি নাহি দেন কারে।
দেখিলে আনন্দ তাঁয় বহে শতধারে॥
ভকতরঞ্জনভাব প্রাবল্যের বলে।
ভক্তবর্গ ভাসে সদা আনন্দ-সলিলে॥
আনন্দে নরেন্দ্রনাথ সহচর সনে।
কাটেন রজনী গোটা সাধনভজনে॥
দিনমানে গীত বাদ্য অবিরত চলে।
সতত আনন্দে মগ্ন প্রভুর কৌশলে॥
প্রভুর গলার হার অন্তরঙ্গগণে।
তাঁহারাও চিরদাস প্রভুর চরণে॥
প্রাণে প্রাণে টানাটানি প্রেম সমন্বিত।
পরস্পর পরস্পরে বিরামরহিত॥
আঁখির আড়াল যদি তিলেকের তরে।
তাহাও বিরহ, হেন ভাব পরস্পরে॥
গৃহিরা সংসার কর্ম্মে রহে স্থানান্তর।
মনখানি কিন্তু হেথা প্রভুর গোচর॥
অহেতুক ভালবাসা, কর্ম্ম স্বার্থহীনে।
প্রত্যক্ষ দেখিনু, আগে শুনা ছিল কানে॥
আগোটা লীলার মধ্যে প্রভু অবতারে।
দেখা শুনা হৈল যাহা উদ্যানভিতরে॥
অতিশয় গুহ্য তত্ত্ব কহিবার নয়।
অবাক্ হইনু দে'খে এমন কি হয়॥
সে সকল এ ধরার নহে কারখানা।
একমাত্র ভক্তে আর ভগবানে জানা॥
দেন প্রভু ভুঞ্জে ভক্ত প্রেমানন্দ রোল।
অন্তরে অন্তরে স্রোত, বাহ্যে নাই গোল
লোকের বাজার নাই এখন গোচরে।
দেখিয়া দারুণ ব্যাধি সবে গেছে স'রে॥
সন্দেহ উদয় মনে তাঁদের এবার।
দারুণ বিয়াধি কেন যদি অবতার॥
নানা জনে নানা ভাবে নানা কথা কয়।
শুনিলে স্মরিলে পরে বিদরে হৃদয়॥
কলুষ মানুষ বুদ্ধি দোষ কিবা তায়।
এসেছিল, দূরে গেল প্রভুর ইচ্ছায়॥
লীলা অবসান কাল দেখিয়া গোসাঁই।
করিলেন অন্তরঙ্গগণের বাছাই॥
ত্তে সবারে একত্তরে লইয়া নির্জ্জনে।
নিগূঢ় ঈশ্বর-তত্ত্ব কন সঙ্গোপনে॥
অন্তরঙ্গদের মধ্যে দ্বিবিধ প্রকৃতি।
কেহ কেহ ত্যাগী, কেহ গৃহস্থের জাতি॥

ভাব ভেদে উভয়েই ভিন্ন উপদেশ।
যাহে হবে উভয়ের মঙ্গল অশেষ॥
প্রভুর কৌশল এক ইহার ভিতরে।
জানিতে না দেন কিবা উপদেশ কারে॥
তাঁরে দেন সেই রস লীলার ঈশ্বর।
যে রস যাহার পক্ষে পরিপুষ্টিকর॥
কাহারে বা দেন ধরা সময় বিশেষে।
রূপান্তর প্রদর্শন সন্দেহ বিনাশে॥
শুন দিনেকের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
শ্রীঅতুল গিরীশের সহোদর যিনি॥
নাড়ীজ্ঞান বড় তাঁর সেই সে কারণে।
প্রভুর প্রবল পীড়া দেখি এক দিনে॥
সেবাপর ভক্তগণে কহিলেন তাঁয়।
থাকিতে প্রভুর কাছে রেতের বেলায়॥
দিবাভাগে এই কথা করিয়া স্বীকার।
অতুল চলিয়া যান ঘরে আপনার॥
পান ভোজনাদি কর্ম্ম রাত্রির মতন।
ঝটিতি ভবনে সব কৈলা সমাপন॥
অতীত হইলে রাত্তি প্রহরেক প্রায়।
উদ্যানাভিমুখে আসে শ্রীপ্রভু যেথায়॥
পথিমধ্যে ভক্তবর করে মনে মনে।
শুভ রাত্রি যাবে আজি প্রভুর সেবনে॥
মহাভাগ্যবান বিনা ভাগ্যে ঘটে কার।
বিশ্বপতি প্রভুর সেবায় অধিকার॥
এতেকাভিমান মনে উল্লাস সহিত।
আন্দোলন করিতে করিতে উপনীত॥
যেখানে শ্রীপ্রভুদেব উদ্যানভিতরে।
রাত্রি বেশি, তালাবদ্ধ ফটকের দ্বারে॥
দুয়ার হইতে তেঁহ করেন চীৎকার।
সব স্তব্ধ সাড়া শব্দ নাহি মিলে কার॥
দারুণ মাঘের শীতে হিমানী বিস্তর।
ঠাণ্ডা বায় শ্রীঅতুল কাঁপে থর থর॥
পূর্ব্বেকার সুখ-আশা সব হৈল দূর।
তাহার বদলে হৃদে যাতনা প্রচুর॥
নানাবিধ চিন্তা, ভাবে আকাশ পাতাল।
মাঝেমাঝে ডাকে, ডাক না পায় লাগাল॥
হেনকালে শুন কিবা কৌশল প্রভুর।
বাহির হইতে এক আসিল কুকুর॥
দ্রুতগতি ফটকের সরু ছিদ্র দিয়া।
তিলেকের মধ্যে গেল উদ্যানে ঢুকিয়া॥
অতুল চৈতন্যবান প্রভুর কৃপায়।
সুপণ্ডিত ঘটনা-পঠন-শক্তি গায়॥
উদ্দেশিয়া প্রভুরায় মরম বেদনা।
জানাইয়া সেইক্ষণে করেন প্রার্থনা॥
অধম হইনু প্রভু কুকুর হইতে।
সে গেল ভিতরে মুই দাঁড়াইয়া পথে॥
হাজার ধিক্কার হেন দিয়া আপনাকে।
দ্বারমুক্ত হেতু এই শেষ ডাক ডাকে॥
শুনিতে পাইয়া তাহা মুরুব্বি গোপাল।
ফটক খুলিয়া দিল ঘুচিল জঞ্জাল॥
উদ্যানে প্রবেশ করি যান ধীরে ধীরে।
প্রভুর যেখানে শয্যা দ্বিতল উপরে॥
দেখিলেন মহাভক্ত শ্রীশশীঠাকুর।
দাঁড়াইয়া করে পাখা শ্রীঅঙ্গে প্রভুর॥
মাছি মসা তাড়াইতে পাখার চালনা।
শীতঋতু এবে নাই গ্রীষ্মের তাড়না॥
আর এক পাশে লাটু, ঘুমে অচেতন।
গোটা রাতি জ্বলে বাতি গরম ভবন॥
অতুলে দেখিয়া শশী পাখা দিয়া তাঁয়।
বিশ্রামের হেতু নীচে লইলা বিদায়॥
শয্যায় শ্রীপ্রভুদেব নাহি নড়াচড়া।
আপাদ মস্তক গোটা বালাপোষে মোড়া॥
কিছু পরে শ্রীঅতুল করে দরশন।
প্রভুর গা ফুটে উঠে উজ্জ্বল কিরণ॥
গাত্র আবরণখানি স্বচ্ছ নিরমল।
দেখা যায় গোটা অঙ্গ করে ঝলমল॥
কিরণে উত্তপ্ত গৃহ হইল বহুল।
শীতবস্ত্র জোড়া-শাল খুলিল অতুল॥

খুলিতে রাখিতে শাল সময় ক্ষণেকে।
অন্য দিগে গেল দৃষ্টি ছাড়িয়া প্রভুকে॥
এই অবসরমধ্যে শুন বিবরণ।
কি হইল শ্রীঅঙ্গের পটের বর্ত্তন॥
শ্রীপ্রভুর এক অঙ্গ, ভাগে আধা আ'ধা।
দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণরূপ বাম অঙ্গে রাধা॥
কৃষ্ণাঙ্গে নীলিমাকান্তি নয়নরঞ্জন।
রাধা অঙ্গ ঢল ঢল সোণার বরণ॥
তখন অতুলকৃষ্ণ নিরখি ব্যাপার।
বুঝিলেন এ আমার মাথার বিকার॥
মস্তিষ্কে প্রবল উনপঞ্চাশের বাই।
মনে করে এইবারে লাটুকে উঠাই॥
ভয়ে দেহে ঝরে ঘাম অন্তর সভীত।
হেনকালে শরত উপরে উপনীত॥
অমনি শ্রীপ্রভুদেব লীলার ঈশ্বর।
নাড়াদিয়া খুলিলেন মুখের কাপড়॥
অতুলে দেখিয়া তবে করেন জিজ্ঞাসা।
তুমি যে গো এখানে, কখন হৈল আসা॥
নীচে গিয়া বিশ্রাম করহ এইবারে।
শরত আমার কাছে থাকিবে উপরে॥
মরি কি প্রভুর রঙ্গ স্বগণ সহিত।
সুধার আসার রামকৃষ্ণলীলাগীত॥
এক দিন গৃহত্যাগী ভক্তগণে কন।
তোদের ভিক্ষার অন্ন ভোজনেতে মন॥
স্নেহপ্রেমপরিপূর্ণ শ্রীবাক্য শুনিয়া।
নাচিতে লাগিল সবে উল্লাসে ভরিয়া॥
প্রধান নরেন্দ্রনাথ বাল মহেশ্বর।
পর দিনে প্রাতঃকালে সঙ্গে সহচর॥
আনন্দ অন্তর তবে সাজিলা ভিক্ষায়।
প্রথমে মাগিলা ভিক্ষা গুরুদারা মায়॥
জগৎপালিকা দেবী জগৎ জননী।
ভিক্ষাপাত্রে ষোল-আনা দিলেন আপনি
উদ্যান হইতে পরে বাহির হইয়া।
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা আনিলা মাগিয়া॥
তামা রূপা তণ্ডুলাদি ভিক্ষার জিনিস।
নয়নে দেখিয়া প্রভু পরম হরিষ॥
সেই তণ্ডুলের মণ্ড তরল তরল।
খাইয়া বলেন প্রভু পরাণ শীতল।
ঈশ্বরের নরলীলা যাই বলিহারী।
শুক ব্যাস ভাগবৎ বর্ণনাধিকারী॥
কি কহিতে পারি মুই অতি তুচ্ছ ছার।
বিদ্যাবুদ্ধিহীন, হেয়, দাস অবিদ্যার॥
রাজেন্দ্র ডাক্তার করে চিকিৎসা এখন।
উপশম নহে, ব্যাধি পূর্ব্বের মতন॥
দিন দিন তনুক্ষীণ আকার বিকার।
ভক্তগণে আনাইলা সাহেব ডাক্তার॥
ব্যাধি পরীক্ষিয়া তেঁহ শ্রীগোচরে কয়।
বাড়িয়া গিয়াছে, আর আরোগ্যের নয়॥
সাহেব চলিয়া গেল ছেড়ে দিয়া হাল।
অতঃপর আসিলেন শ্রীনবীন পাল॥
সুবিজ্ঞ ডাক্তার তেঁহ দেহে বহু গুণ।
ব্যবসায়ে পক্ককেশ চিকিৎসা-নিপুণ॥
যুক্তি পরামর্শ করি রাজেন্দ্রের সনে।
চিকিৎসা আরম্ভ কৈলা ব্যাধি বিনাশনে॥
আইল ফাগুন মাস এবে দোল-লীলা
ঘরে ঘরে করে লোক আবিরের খেলা॥
শ্রীপ্রভুদেবের যত অন্তরঙ্গগণে।
একত্রিত হইলেন ফাগুয়ার দিনে॥
এইখানে আবিরের করি আয়োজন।
আরম্ভিল নৃত্য গীত আনন্দে মগন॥
বসনাদি সহ সব ভক্তে লালেলাল।
উচ্চরোলে বাজে তালে খোল করতাল॥
অবশেষে মাতোয়ারা ভক্ত যুথেযুথে।
বাহিরে আইলা হেথা উদ্যানের পথে॥
যে মন্দিরে প্রভুদেব চারিধারে তার।
সুন্দর সড়প পথ অতি পরিষ্কার॥
সেই পথে উপনীত হ'য়ে ভক্তগণ।
নাচে গায় শ্রীমন্দির করিয়া বেষ্টন॥

নহথা প্রভু ভগবান লীলার ঈশ্বর।
উঠিতে শকতি নাই অঙ্গ থর থর॥
দ্বিতলে দেওাল ধরি পথে গবাক্ষের।
দাঁড়ায়ে দেখেন নৃত্য গীত ভক্তদের॥
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ করে ঝলমল।
ভক্তমনবিমোহন আনন্দের স্থল॥
ভক্তদের লক্ষ্য হৈল প্রভুর উপরে।
প্রেমানন্দ-বিবর্দ্ধন গবাক্ষের ধারে॥
নিরখি আনন্দময়ে সবে মাতোয়ারা।
অন্তরে ছুটিল যেন শতেক ফোয়ারা॥
শরীর হইল মহাবলের আধান।
আনন্দের ধ্বনি দিয়া ফাটায় বাগান॥
গিরীশের সহোদর অতুল যে জন।
গুরুকায় প্রায় দুই মণের ওজন॥
পাঁচ ছয় জন মিলে একত্র হইয়া।
নাচিতে লাগিলা তাঁরে শূন্যে উঠাইয়া॥
পাকশাট দিয়া কভু লুফে আস্‌মান।
লম্ফে লম্ফে পদচাপে ধরা কম্পবান॥
কেহ কেহ শ্রীপ্রভুর মুখ নিরখিয়া।
ভূমে যায় গড়াগড়ি লুটিয়া লুটিয়া॥
কেহ বা আবির ল'য়ে মুঠায় মুঠায়।
শূন্যে ছুড়ে বরিষণ করে ভক্তগায়॥
অবিরল লাল রেণু চারিদিকে ছুটে।
সড়প হইল রাঙ্গা ফাগুয়ার চোটে॥
শ্রীপদে প্রণাম করি পরে ভক্তগণ।
দোলখেলা আজিকার কৈল সমাপন॥
নিরঞ্জনে একদিনে কন প্রভুরায়।
হেঁ রে যদি ব্যাধি মোর ভাল হয়ে যায়॥
কি কর্ম্ম করিবি তুই, কি করিতে মন।
এত শুনি কহে তবে নিত্যনিরঞ্জন॥
বাগানের যত গাছ টান দিয়া তুলে।
সমূলে উপাড়ি ফেলি জাহ্নবীর জলে॥
শ্রীমুখে মধুর হাস্যে কন আরবার।
তা তুই পরিস্, নহে অসাধ্য তোমার॥

শ্রীপ্রভুর মহালীলা কি কহিতে পারি।
দীন দুঃখী দ্বিজ-সাজে নিজে অবতরী॥
সেই সে মহান্ বস্তু অকুল অপার।
অন্তরঙ্গগণ এক এক অবতার॥
প্রভুর বিচিত্র রঙ্গ নরেন্দ্র দেখিয়া।
মনসন্দ বিনাশনে জিজ্ঞাসিল গিয়া,,
তুমি সিদ্ধ কিম্বা তাহা ছাড়া কিছু আর,
কহিয়া সংশয় মুক্ত করহ আমার॥
প্রভু বলিলেন যেই রাম, যেই কৃষ্ণ।
ইদানীতে এ আধারে সেই রামকৃষ্ণ॥
জীবনের গুপ্ত কথা কন প্রকাশিয়া।
লীলা-অবসান কাল নিকটে দেখিয়া॥
এক দিন শ্রীনরেন্দ্র সংগোপনে কন।
করিবারে কিছু দিন রামের সাধন॥
বৃক্ষমূলে রাত্রিকালে জ্বালাইয়া ধুনী।
রামের ধিয়ানে রহে আগোটা রজনী॥
দিনের বেলায় যত সঙ্গীর সহিত।
বাদ্যযন্ত্রসহ হয় রামগুণগীত॥
একদিন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর।
একত্রিত বহু ভক্ত ভবনভিতর॥
মধ্যেতে নরেন্দ্রনাথ মহাত্যাগী যোগী।
করে ধরা তানপূরা সঙ্গে বাজে ডুগী॥
সমস্বরে এক সঙ্গে লয়ের সহিত।
গাইছেন রামগুণ মধুর সংগীত॥

গীত।

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।
ভজলে অযোধ্যানাথ দোসরা না কোই।
হসন বোলন চতুরা চাল, অয়েন বয়েন দৃগ্‌ বিশাল,
ভ্রুকুটি কুটিল তিলক ভাল, নাসিকা শোভাই।
মোতিনকো কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল,
মানগিরি শিখর ফোরি সুরনদীর বহিয়াই।
বিহরে রঘুবংশ বীর, সখা সহিত সরযূ তীর,
তুলসীদাস হরষ নিরখি, চরণরজ পাই॥

গীতে গরগর চিত্ত যত ভক্তগণ।
ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়ে আগোটা ভবন॥
সংগীতের রাগে ভাবে বিভোর সকলে।
ঘুরে ফিরে গীতখানি ঘণ্টাভোর চলে॥
দ্বিতল উপরে হেথা প্রভু ভগবান।
রাগমাখা গীত শুনি সুখে ভাসমান॥
রঙ্গ হেতু বাহে রুষ্ট ভাব প্রদর্শনে।
সেবাপর ভক্ত যারা ছিল সন্নিধানে॥
তে সবারে কহিলেন প্রভু অবতরী।
কেহ প্রাণে মরে, কেহ বলে হরি হরি॥
অতুল বলেন তবে মানা করি গিয়ে।
প্রভু কন না— শালারা লিগ্‌ মোর হুয়ে॥
একত্রেতে পুলকে আনন্দে গীত গায়।
হইবেক রসভঙ্গ কি কাজ মানায়॥
কিছুক্ষণ পরে তবে নরেন্দ্র আপনি।
দ্বিতলে হাজির যেথা প্রভু গুণমণি॥
নিরখিয়া তাঁহে প্রভু পুলকিত মন।
প্রভুর নরেন্দ্র নাথ জীবন জীবন॥
ভক্তবরে গুণমণি কহিলেন পিছে।
যে গীত গাইছ তার আরও কলি আছে॥
এত বলি সেই কলি যান আউড়িয়া।
জনেক তখনি নৈল কাগজে লিখিয়া;

গীতাংশ।

কেশরকো তিলক ভাল, মানরবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাট রতিপতি ছবিছাই।

নিম্নতলে পুনঃ সবে হ'য়ে একত্রিত।
গাইতে লাগিলা সেই আগোটা সংগীত॥
নরেন্দ্র না মানে মোটে সাকারের কথা।
প্রভুর মোহনে মত্ত রামনামে হেথা॥
নরেন্দ্র সাধক শ্রেষ্ঠ রামের সাধনে।
একদিন দরশন কৈলা হনুমানে॥
তাহাতে কেমন ভাব হইল তাঁহার।
ভাগবৎ লীলা তত্ত্ব বুঝা অতি ভার॥

ভাবের প্রবল বেগে শরীর অস্থির।
হাতে লাঠি ধরিয়া ঘুরেন শ্রীমন্দির॥
একবারে মত্তবৎ নাহি বাহ্যজ্ঞান।
মন্দির বেষ্টন করি ঘুরিয়া বেড়ান॥
ভাব দেখি বিশ্বাস প্রতীত হয় মনে।
যেন তাঁর প্রভুদেব মানিক রতনে॥
পাছে কেহ ল'য়ে যায় করিয়া হরণ।
সে হেতু প্রহরী ভাবে মন্দির বেষ্টন॥
রামকৃষ্ণগতপ্রাণ প্রেমিক বৈরাগী।
প্রভুর কারণে যেবা সর্ব্বস্ব তিয়াগী॥
মাতা, ভ্রাতা, ঘর বাড়ী সব বিসর্জ্জন।
আত্মীয়, বান্ধব আদি দেহ, প্রাণ মন॥
এ হেন সন্ন্যাসী যিনি শ্রীনরেন্দ্রনাথ।
বন্দিতে চরণ তাঁর কোটি প্রণিপাত॥
যোগীবর ত্যাগীবর অবিদ্যা-বিজিত।
নানাভাষাবিদ্যাবিৎ, শাস্ত্রাদি অতীত॥
বাল-মহেশ্বর মূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জতনু।
অবিরত দীপ্তিমান শিরে জ্ঞান ভানু॥
অন্তরের ঘটমধ্যে বহে কলকল্।
প্রেমভক্তি জাহ্নবীর নিরমল জল॥
গন্ধর্ব্ব-নিন্দিত-কণ্ঠ নয়নবিশাল।
জন-মনবিমোহন হৃদয় দয়াল॥
এ হেন সন্ন্যাসী যিনি শ্রীনরেন্দ্রনাথ॥
বন্দিতে চরণ তাঁর কোটি প্রণিপাত॥
দিন দিন দেহ ক্ষয় দেখিয়া প্রভুর।
অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বড়ই আতুর।
প্রভুদেবে একদিন খেদভরে কন।
নিজস্থানে পলাইবে করিছ উদ্যম॥
মুই তিয়াগিনু সব তোমার কারণে।
কি করিলে মোর, কিবা হবে পরিণামে॥
নীরবে শুনিলা সব লীলার ঈশ্বর।
সে দিনে না দিলা কোন কথার উত্তর॥
দিবস কয়েক পরে আর নয় বেশী।
হঠাৎ ধিয়ানে মগ্ন প্রেমিক সন্ন্যাসী॥

গভীর ধিয়ানে যেন তনুখানি জড়।
শ্রীগোচরে সমাচার চলিলা সত্বর॥
ভক্তের ঈশ্বর প্রভু হাস্যাননে কন।
পশ্চাতে ভাঙ্গিব, ভোগ করুক এখন॥
চৌদিকে দণ্ডায়মান আছে ভক্তশ্রেণী।
বহুক্ষণ পরে দিলা অঙ্গনাড়া ধ্যানী॥
কিছু পরিমাণে যবে আইল চেতন।
তখন হইল তাঁর দেহের স্মরণ॥
সমাধিতে দেহী দেহে ছিল স্বতন্তর।
এবে চেঠা, তাই দেহী চান দেহ ঘর॥
দেহ কোথা, দেহ কোথা বলিয়া এখন।
হাতড়িয়া দেহের করেন অন্বেষণ।
শয্যাগত রোগী যেন অন্ধকার ঘরে,
হামা দিয়া কোন বস্তু অন্বেষণ করে॥
প্রভুকে বিদিত কৈল ভকতনিচয়।
ধ্যানীর অবস্থা কিবা মুখে কিবা কয়॥
আজ্ঞামত ভক্তবর্গে ধরিয়া ধ্যানীরে।
উপরে লইয়া যান প্রভুর গোচরে॥
বাহু চেঠা দিয়া তাঁরে কন ভগবান।
এই সেই বস্তু যার করহ সন্ধান॥
দেহভাববিলুপ্ত সমাধি নাম এর।
অপরের কথা কি, দুর্লভ যোগেশের॥
সমাধির ঘরেএবে রৈল আঁটা তালা।
আগে কর কর্ম্ম মোর, পরে পাবে খোলা॥
কর্ম্ম মানে এইখানে প্রচার প্রভুর।
এ কাজে সুযোগ্য জন নরেন্দ্রঠাকুর॥
প্রভুর অধিক শক্তি ইঁহার ভিতরে।
সবিশেষ পরিচয় ক্রমে পাবে পরে॥
প্রচারেতে শক্তিপ্রাপ্ত অগ্রে কয় জন।
পূর্ব্বেকার কথা এবে কহি শুন মন॥
পীড়াগ্রস্ত হইবার কথঞ্চিত আগে।
একদিন প্রভুদেব আবেশের বেগে,
বলিলেন মা-কালীকে সম্বোধন করি,
মা আমি কহিব কত, আর নাহি পারি॥
বিজয়, মহেন্দ্র, রাম, গিরীশ, কেদার।
এই কয় জনে কর শক্তির সঞ্চার॥
শিখাইয়া বুঝাইয়া অন্য লোক জনে।
চাষ দিয়া হৃদি ক্ষেত্রে আনিবে এখানে॥
আমি মাত্র একবার করি পরশন।
তাদের করিয়া দিব কার্য্য সমাপন॥
কি তোরে কহিব মন প্রভুদেব কেবা।
বাঞ্ছা পূর্ণ ক্রব, কর ভক্ত-পদ সেবা॥
অন্তরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ এইমত করি।
অতীত হইল প্রায় মাস তিন চারি॥
এখন দেখিলে তাঁরে চেনা নাহি যায়।
এমত অবস্থাপন্ন হইলেন রায়॥
তথাপি ভরসা আশা সকলেই করে।
পীড়াতে বিমুক্ত প্রভু হইবেন পরে॥
এক দিন প্রভুদেব নিরঞ্জনে কন।
দেখ্‌রে অবস্থা এক এসেছে এখন॥
যে কেহ দেখিবে মোরে হেন অবস্থায়।
সে হবে জীবন মুক্ত মায়ের ইচ্ছায়॥
কিন্তু সেই সঙ্গে কথা বুঝিও নিশ্চয়।
পরমায়ু অধিক হইবে মোর ক্ষয়॥
শ্রীবাণী শুনিয়া তবে নিত্যনিরঞ্জন।
হাতে লাঠি দ্বারদেশে বসিল তখন॥
দিনেরেতে সতত সতর্কভাবে থাকে।
আসিতে না দেন কোন বাহিরের লোকে॥
অবোধ্য যে জন তাঁর অবোধ্য সকল।
অতলের কোন্ কালে কেবা পায় তল॥
সিন্ধুর তরঙ্গরাজি বিন্দুর আধারে।
কর্ম্মকাণ্ড দেখিয়া ধাতার ধাতু ছাড়ে॥
এত যে আসিল লোক প্রভুর নিকটে।
ষোল-আনা পাঁচসিকা বুদ্ধি বল ঘটে॥
নানাশাস্ত্রবিদ্যাবিৎ সিদ্ধ সাধনায়।
কেহই বুঝিতে কিছু পারিল না তাঁয়॥
অদ্ভুত যেমন প্রভু অদ্ভুৎ তেমন।
নিজে যেন সেইমত অঙ্গের গঠন॥

কার্য্যাদি তদনুরূপ বুঝিবার নয়।
সরল হইয়া হৈলা বাঁকা অতিশয়॥
কঠিন যেমন তেন আবার কোমল।
গাম্ভীর্য্যে সুমেরু, শিশু সমান চঞ্চল॥
ন্যায়পরায়ণতায় নিক্তির ওজন।
দয়ায় জীবের তরে প্রাণ সমর্পণ॥
বিধানে বিধানাতীতে পূর্ণত্ব সমান।
বিশ্বের মঙ্গলে একা মঙ্গলনিদান॥
দেহের গড়নে নাই সাধারণ রীত।
বুঝিতে নারিল এল এত ব্যাধিবিৎ॥
পাইল না নাগাল কেহই বিয়াধির।
সুদূরে সাহস, কাছে দে'খে বুদ্ধি স্থির॥
এখন দেহের দশা আছে মাত্র প্রাণী।
কঙ্কালাবশিষ্ট তাহে চামের ছাউনি॥
প্রবল ব্যাধির ক্রম ইহার উপরে।
দেখিলেই দর্শকের নাড়ীধাতু ছাড়ে॥
ব্যাধির বিক্রম কথা না যায় বর্ণন।
এক দিন এ সময়ে শোণিত বমন॥
মুখ বেয়ে রক্তস্রাব বিস্তর বিস্তর।
নরেন্দ্র ধরেন তাহা লইয়া ডাবর॥
এক পাত্র হৈলে পূর্ণ অন্য পাত্র ধরে।
বাহিরে আসিল রক্ত যা ছিল শরীরে॥
নীচেতে বাগানে শশী মাটির ভিতর।
শোণিত পুঁতিয়া খালি করেন ডাবর॥
বুঝা নাহি যায় এই জীর্ণ শীর্ণ কায়।
বমন এতেক রক্ত, আছিল কোথায়॥
ইহাতেও হ্রাস নাই কান্তি বদনের।
কিম্বা কিছু চিন্তা ত্রাস শ্রীপ্রভুদেবের॥
সর্ব্বৈব প্রকারে প্রভু অবোধ্য সবার।
দেবেশ যোগেশ কিবা শিবাদি ব্রহ্মার॥
অন্তরঙ্গগণে প্রভু আভাসেতে কন।
নিত্যধামে এইবারে করিব গমন॥
বুঝিয়াও কেহ কিন্তু বুঝিতে না পারে।
মায়ায় ভুলায়ে দেন কিছু ক্ষণ পরে॥

এক দিন মাষ্টারের সঙ্গে কথা হয়।
এ দেহ অধিক দিন আর নাহি রয়॥
মাষ্টার উত্তরে কন অন্তরে বিষাদ।
আমাদের কিন্তু কিছু মিটিল না সাধ॥
প্রত্যুত্তরে বলিলেন প্রভুদেবরায়।
এই সাধ ভক্তদের কভু না ফুরায়॥
বাহুল্যে ইহার অর্থ কহি শুন মন।
আদর্শাবতারে প্রভু আসেন যখন॥
ভক্তসঙ্গে ধরাধামে খেলিবার তরে,
বুঝিতে সক্ষম ভক্ত, অন্য কেহ নারে॥
আদর্শাবতারে হয় বিচিত্র খেলনী।
লাখে লাখে বদ্ধজীব হয় ঊর্দ্ধগামী॥
লাখে লাখে বদ্ধ মুক্ত দয়ার কারণ।
অপার সংসারার্ণবে সেতুর বন্ধন॥
তাড়িতে বারতা বহে লোক চতুর্দ্দশে।
দিবারাত্তি গতিবিধি ভূতলে আকাশে॥
অশরীরি দেবদেবী শরীর সহিত।
নানা বেশে লীলাধামে রহে বিরাজিত॥
তীর্থ যত জাগরিত পাপক্ষয়ে হয়।
গোলক মারুত দিব্য অনুক্ষণ বয়॥
সংসার মরুতে ধরে বৃন্দাবন রীত।
সহ পুঞ্জ কুঞ্জরাজি চৌদিগে ব্যাপিত॥
মূর্ত্তিমান ভগবান নিজে কল্পদ্রুম।
ঘরে ঘরে ঈশ্বরের অর্চ্চনার ধূম॥
বিবেকবৈরাগ্যময় ঝাঁজ ঘণ্টা বাজে।
গোটা ধরা আলোময় চৈতন্যের তেজে॥
চমকিত নিদ্রাতুর জগবাসী জনে।
অশ্রুত-অভূতপূর্ব্ব পট দরশনে॥
সত্ত্ব গুণে রতি মতি স্বচ্ছ নিরমল।
স্বধর্ম্মানুরাগ বৃত্তি স্বভাবে প্রবল॥
গুরু জনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈধি আচরণ।
শাস্ত্রে রাগ শাস্ত্রবাক্য পালনে যতন॥
আদর্শাবতারে এই ভাবাদি সকল।
সহজে জীবেতে হয় স্বতই প্রবল॥

অন্তরঙ্গে এই সব করে দরশন।
অপরে দেখিতে তাহা না পায় কখন ॥
স্বতন্তর খেলা তাঁর অন্তরঙ্গ সনে।
যাহাতে প্রমত্ত চিত রহে ভক্তগণে ॥
লীলরঙ্গরসপানে হ'য়ে মত্ততর,
ভক্ত বিনা অন্যে যার জানে না খবর ॥
লীলার প্রাঙ্গনে লীলারসের আস্বাদ।
যতই না ভোগে ভক্ত, নাহি মিটে সাধ ॥
মাষ্টারের কাছে প্রভু বলিলেন তাই।
এই সাধ ভক্তদের কভু মিটে নাই ॥
এবে শ্রাবণের মাস প্রায় শেষ হয়।
আট নয় দিন বাকি আর বেশী নয় ॥
এক দিন শ্রীযোগীনে শ্রীআজ্ঞা তাঁহার।
পচিশে হইতে পাঠ কর পঞ্জিকার ॥
দিন তারিখের তিথি নক্ষত্র যেমন।
সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রভু করিলা শ্রবণ ॥
পয়লা ভাদ্রের কথা আরম্ভে গোসাঁই।
বলিলেন থাক্ আর পাঠে কাজ নাই ॥
আর দিন বিধিমত ক্রিয়া সমাপনে।
সন্ন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশ জনে ॥
নরেন্দ্র, যোগীন, লাটু, নিত্যনিরঞ্জন।
বাবুরাম, কালীচন্দ্র বণিকনন্দন ॥
সুন্দর শরৎ, শশী, তারক ঘোষাল।
শেষ জন নাম যাঁর মুরুব্বি গোপাল ॥
রাখাল না ছিলা আজি গিয়াছিলা ঘরে।
পশ্চাতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত আইলে গোচরে ॥
এই একাদশে আজ্ঞা দিলা গুণমণি।
যার তার খাস্ তোরা হইবে না হানি ॥
এ সময় কিছু দিন ক্রমান্বয়ে প্রায়।
ভক্তেন্দ্র নরেন্দ্রনাথে কন প্রভুরায় ॥
দেখ কি আশ্চর্য্য এক করি দরশন।
সুবৃহৎ ময়দানে শিশু এক জন ॥
নানাবিধ রত্ন মণি গাদা চারিধারে।
যারে যায় ইচ্ছা, তায় বিতরণ করে ॥

এই সব মহাবাক্যে কিবা গূঢ় মানে।
সহজে বুঝিবে লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥
আর দিন শশীকে কহেন প্রভুরায়।
ডাকিয়া আনিতে গুরু-দারা জগমায় ॥
বুদ্ধিমতী তিনি তাঁরে করিতে জিজ্ঞাসা।
কি উপায় হইবে হইল হেন দশা ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে অবিরত এবে প্রভুরায়।
ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বকথা কথায় কথায় ॥
দেখ গো জানি না মোর কহ কি কারণে।
সর্ব্বদাই ব্রহ্মভাব উদ্দীপনা মনে ॥
দেহে মন ছাড়া ছাড়া দেহে উদাসীন।
সংগোপনে দেবেন্দ্রে কহেন এক দিন ॥
প্রবল বাসনা সদা উঠিছে অন্তরে।
সমাধিস্থ হ'য়ে থাকি সপ্তমের ঘরে ॥
একত্রিশে সংক্রান্তি শ্রাবণ মাহার।
বার শ তিরানব্বই সাল, রবিবার ॥
বড় বিপদের দিন অতি ভয়ঙ্কর।
নিত্যধামে যাইবেন লীলার ঈশ্বর ॥
পরিহরি লীলাধামে সাঙ্গোপাঙ্গগণে।
শ্রীপ্রভুর মহালীলা প্রচার কারণে ॥
দিনমান গেল, এল বিকালের বেলা।
উদ্যানের মধ্যে বহু ভক্তদের মেলা ॥
শ্রীঅঙ্গেতে জালা আজি বর্ণন অতীত।
ক্ষয়-নাড়ী মাঝে মাঝে চালনা রহিত ॥
উপনীত চিকিৎসক হৈল হেনকালে।
ভক্তেরা লইয়া তাঁরে চলিলা দ্বিতলে ॥
ডাক্তার নবীন পাল নাড়ী পরীক্ষিয়া।
বুঝিতে নারিল কিছু বিশেষ করিয়া ॥
দিনের অবস্থা তাঁরে কন প্রভুরায়।
দেখ গো আমার যেন প্রত্যেক শিরায়,
চলিতেছে গরম জলের পিচকারি,
অতিশয় অঙ্গ জ্বলে সহিতে না পারি ॥
নাড়ীর পরীক্ষা আজি অনেকে করিল।
প্রকৃত অবস্থাখানি বুঝিতে নারিল ॥

একাকী অতুলকৃষ্ণ ক্ষয় নাড়ী কয়।
এমত অবস্থাপন্নে পরাণ সংশয় ॥
ভবনে গমন কালে কন ভক্তগণে।
সচকিত থাকিতে প্রভুর সন্নিধানে ॥
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ আগে প্রভু ভগবান।
বোধ করিলেন বুকে হাঁপানির টান ॥
দেখাইয়া সেবাপর ভক্তদের দলে।
বলিলেন ইহাকেই নাভি-শ্বাস বলে ॥
বিশ্বাস না হৈল কার প্রভুর কথায়।
আনিল সুজির বাটি খাওয়াইতে তাঁয় ॥
নরেন্দ্রর আজ্ঞামত মুই আজি দিনে।
রাত্রির মতন ছিনু সেবার কারণে ॥
এমন সময় ডাক হইল আমার।
দেখিনু শয্যার পাশে বসিয়া শ্রীরায় ॥
সুজি খাওয়াইতে চেষ্টা ভক্তগণে করে।
মুখ বেয়ে পড়ে ভুঁয়ে না যায় উদরে ॥
অতিঅল্প পরিমাণে গলাধঃকরণ।
জঠরে যেমন ক্ষুধা রহিল তেমন ॥
মুখ পাখালিয়া পুনঃ মুছায়ে বসনে।
বিছানায় শুয়াইয়া দিল সাবধানে।
পদ প্রসারণে শক্তি নাহিক প্রভুর ॥
বালিসে মিলিয়া দিলা শ্রীশশীঠাকুর ॥
বৃহৎ তালের পাখা দিয়া মোর হাতে।
বলিলেন কোমলাঙ্গে ব্যজন করিতে ॥
সেই মত আর পাখা শাশুেলের করে।
তিনিও চালান্ পাখা শক্তি অনুসারে ॥
দেখিতে দেখিতে মাত্র চকিত ভিতর।
সমাধিস্থ প্রভুদেব তনুখানি জড় ॥
স্বাভাবিক সমাধির মত ইহা নয়।
বৈলক্ষণ্য গুণে সবে সভীত হৃদয় ॥
সংশয় সংযুক্তে অঙ্গ নাড়িয়া প্রভুর।
কাঁদিতে লাগিলা কাছে শ্রীশশীঠাকুর ॥
ত্বরিত গমনে যুক্তি কহিলা আমারে।
সংবাদ প্রদান হেতু গিরীশের ঘরে ॥

গিরিশে ও রামে দিনু সংবাদ যাইয়া।
এখন দুদণ্ড রাত্রি প্রহর ছাড়িয়া ॥
প্রভুর সমাধি ভঙ্গ দুপরের পর।
বলেন ক্ষুধায় মোর জ্বলিছে উদর ॥
সেবাপর ভক্তগণে পাইলা পরাণী।
শ্রীবদনে শ্রীপ্রভুর শুনিয়া শ্রীবাণী ॥
উঠিয়া বসিলা প্রভু শয্যার উপর।
খাইলেন সব সুজি ভরিয়া উদর ॥
এক তলা যাঁর পক্ষে দুষ্কর ভোজন ॥
কি কব আশ্চর্য্য কথা এবে সেই জন।
পাত্র পরিপূর্ণ সুজি খান অবহেলে।
গলায় বিব্যাধি যেন নাই কোনকালে ॥
ভোজনান্তে শান্তি বোধ কন ভগবান।
উদর তৃপ্তিতে হৈল শীতল পরাণ ॥
প্রভুর ভোজন হেন বহু দিন পরে।
দেখিয়া আনন্দে মগ্ন ভকতনিকরে ॥
নরেন্দ্র শ্রীপ্রভুদেবে কহেন তখন।
নিদ্রায় আরাম চেষ্টা উচিত এখন ॥
এত শুনি গুণমণি লীলার ঈশ্বর।
বহুকালাবধি কণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর ॥
আজি পূর্ণ কণ্ঠে নাহি বিয়াধি যেমন।
তিন বার কালী কালী কৈলা উচ্চারণ ॥
মা-কালী জীবন তাঁর ডাকিয়া তাঁহারে।
ধীরে ধীরে শুইলেন শয্যার উপরে ॥
নানামতে সেবা করে ভকতনিকর।
শ্রীপাদ সেবায় শ্রীনরেন্দ্র নরবর ॥
বিধিমতে সেবা চেষ্টা করে ভক্তশ্রেণী।
যাহে হন নিদ্রাগত ঠাকুর আপনি ॥
প্রভুকে সুস্থির দেখি নরেন্দ্র তখন।
বিশ্রামের হেতু নীচে করেন গমন ॥
ইতিমধ্যে কি হইল শুন অতঃপর।
কণ্টকিত চকিতে প্রভুর কলেবর ॥
নাসিকার অগ্রভাগে আঁখিদৃষ্টি স্থির।
সুশোভন হাস্যানন সমাধি গভীর ॥

এই সমাধিতে হৈল সমাধি মহান।
লীলাধামে ফিরে না আইলা ভগবান॥
ভক্তগণে সমাধির অবস্থা দেখিয়া।
প্রাণে সারা বাক্য হারা রহিল বসিয়া॥
একটা বাজিয়া মাত্র দুমিনিট পার।
মহাসমাধিস্থ যবে শ্রীপ্রভু আমার॥
ইহার কিঞ্চিৎ পরে আইল বাগানে।
ভক্ত রামচন্দ্র আর গিরীশ দুজনে॥
আদিঅন্ত শুনিয়া সকল বিবরণ।
বুঝিতে না পারে কিবা কর্ত্তব্য এখন॥
উপায় বিধান কিছু করিবারে স্থির।
সভীত বসিয়া বাঁধাঘাটে সরসীর॥
যুকতি উপায় স্থির যে বুদ্ধির বলে॥
ব্যাপার দেখিয়া গেছে সেই বুদ্ধি ট'লে॥
যে প্রভুর বিদ্যমানে দিবা কি যামিনী।
গগন ভেদিয়া উঠে আনন্দের ধ্বনি॥
বিপরীত ভাব আজি সবে ম্রিয়মান।
অকূল পাথারে মগ্ন আগোটা উদ্যান॥
কৃষ্ণা প্রতিপদে চাঁদে পূর্ণিমার সাজ।
ছটাঘটা সহকারে গগণে বিরাজ॥
সোণার বরণ কর ঢালে রাশি রাশি।
কর বিতরণে যেন কল্পতরু শশী॥
মণ্ডল আকার এক রেখা সুশোভন।
চাঁদের চৌদিকভাগে দিল দরশন॥
বিচিত্র আসন যেন পাতিলা সভায়।
বসাইতে দেবদলে আগত তথায়॥
হরষে উৎফুল্ল মন দেবতার পাতি।
সম্ভাষিতে প্রভুরায় পোহাইলে রাতি॥
নিত্যধামে গমনে উদ্যত লিলেশ্বর।
সমাধি-আশ্রয়ে ত্যাজি নর-কলেবর॥
কেহ হাসে কেহ কাঁদে লীলার যে রীত।
হেথা অন্তরঙ্গগণে শোকে আকুলিত॥
ইতিউতি ভাবিতে চিন্তিতে রাতি গেল।
অরুণ উদয় ক্রমে প্রভাত হইল॥

হেথা গত রেতে কালীপুরীর ভিতর।
অদ্ভুত ঘটনা কিবা শুন অতঃপর॥
রাত্রিকালে মা-কালীর লুচিভোগ রীত।
যে কোন কারণে তাহা হয়েছে স্থগিত॥
পুরীতে পূজারী বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সুন্দর বন্দোবস্ত সত্ত্বে এরূপ ঘটন॥
অতি আশ্চর্য্যের কথা কারণ ইহার।
নিজ মনে আন্দোলনে পাবে সমাচার॥
এখানে সহর মধ্যে ঘটনা রাত্রির।
দ্রুতগতি ছুটে যেন মন্ত্রপূত তির॥
ভক্ত উপভক্ত সেবা আছিল যেথানে।
যুটিতে লাগিল ক্রমে এখানে বাগানে॥
ভক্তিমতী কুলবতী কুলের ললনা।
দর্শন লোলুপ ঘরে নাহি মানে মানা॥
চারিদিকে উঠে খালি হাহাকার রব।
যে শুনে সে হয় যেন জীবন্তে শব॥
ভক্তগণ এখনও আছেন প্রত্যাশায়।
যদ্যপি ফিরিয়া ঘরে আসেন শ্রীরায়॥
বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কাপ্তেন যে জন।
আট বাজে বাগানে দিলেন দরশন॥
সমাধির ধারা তাঁর বিশেষিয়া জানা।
অবস্থা বুঝিতে কৈল ক্রিয়ার সূচনা॥
শ্রীপৃষ্ঠের শিরদাঁড়া তাহার উপর।
গব্য ঘৃত মালিস করেন নিরন্তর॥
কিছু পরে লক্ষণে বুঝিলা নির্দ্ধারিত।
এখনও সমাধি, দেহ আছয়ে জীবিত॥
এই দেহে যদি কেহ অগ্নি-ক্রিয়া করে।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ তাহার উপরে॥
এত বলি নীরব হইয়া উপাধ্যায়।
বসিয়া রহিল হস্ত স্থাপিয়া মাথায়॥
দুপর হইয়া প্রায় ঘণ্টার অতীত।
হেনকালে মহেন্দ্র ডাক্তার উপনীত॥
পরীক্ষা করিয়া কন বিষাদে বিভোর।
দেহত্যাগ হইয়াছে আধঘণ্টা জোর॥

ভক্তবর্গে ভর দিয়া কথায় তাঁহার।
শেষ কর্ম্ম সম্পাদনে করেন যোগাড় ॥
সুন্দর শয্যার সহ মূল্যবান খাট।
ধূপ ধুনা গন্ধ দ্রব্য চন্দনের কাঠ ॥
প্রয়োজনাতীত ঘৃত বসন সুন্দর।
বিস্তর ফুলের গোড়েমালা মনোহর ॥
দিবসের শেষভাগে নাবাইয়া র য়।
চন্দনে চর্চ্চিত কৈলা রাখিয়া খট্টায় ॥
ফুলের মালায় বিভূষিত তনুখানি।
এ সজ্জা ভীষণতর না যায় বাখানি ॥
অতি বিষাদিত চিত মহেন্দ্র ডাক্তার।
বলিলেন শ্রীপ্রভুর হেন অবস্থার,,
ফটো রাখিবার আছে অতি প্রয়োজন,
দশ টাকা দিনু এই ব্যয়ের কারণ ॥
এত বলি টাকা রাখি করিল পয়ান।
ভক্তবর্গে ফটোর করিল সরঞ্জাম ॥
দিনমান গত প্রায় তৃতীয় প্রহর।
প্রভুদেবে সজ্জীভূত খাটের উপর ॥
লইয়া চলিল সবে জাহ্নবীর তটে।
বরাহনগরে পরামাণিকের ঘাটে ॥
পাছু পাছু ভক্তবর্গ শোকাকুল যায়।
পথের দুপাশে লোকে করে হায় হায় ॥
ঘাটের ঘটনা কথা না যায় বাখানি।
এখানে থাকিতে নাহি যুয়ায় পরাণী ॥
প্রহরেক রাত্রি সবে ক্রিয়া সমাপনে।
প্রাণহীন দেহ যেন ফিরিলা বাগানে ॥
কলের পুতুল সম মুখে নাহি স্বর ॥
লইয়া দেহাবশিষ্ট কলসী ভিতর।
সে সুখের বাগান নাহিক আজি আর।
আঁধারের চেয়ে অতি নিবিড় আঁধার।
পাষাণে বাঁধিয়া বুক সন্ন্যাসীর গণে।
শুদ্ধাচারে কলসিটী থুইল যতনে ॥
এখানে উদ্যান মধ্যে মাতাঠাকুরাণী।
আদ্যাশক্তি গুরুদারা ভক্তের জননী ॥
শোকেতে আকুল চিত্ত প্রভুর বিহনে।
সান্ত্বনা করেন তাঁয় ভক্তিমতিগণে ॥
সেবা হেতু সর্ব্বদাই কাছে আছে তাঁর।
প্রভুর চরিত যেন তেমতি মাতার ॥
শুন এক কথা হেথা শোক হবে দূর।
মহিয়ান মহতী মহিমা শ্রীপ্রভুর ॥
পর দিনে যথারীতি মাতাঠাকুরাণী ॥
একে একে অলঙ্কার খুলেন আপনি ॥
পরিশেষে শ্রীহস্তের সুবর্ণ-বলয়।
টান দিয়া খুলিতে উদ্যত যে সময়,,
সশরীরে প্রভুদেব আসিয়া তখন,
খুলিতে হাতের বালা কৈলা নিবারণ ॥
অদ্যাবধি সেই বালা মায়ের দুহাতে।
তিলেক নাহিক ছাড়া আছে দিনেরেতে ॥
অতিক্ষুদ্র লালপেড়ে সুতার বসন।
প্রভুর নিষেধ অঙ্গে বৈধব্য লক্ষণ ॥
এখানে সন্ন্যাসীগণে যুক্তি করি সার।
শ্রীপ্রভুর ভোগ রাগ পূজা সহকার ॥
আজি হ'তে আরম্ভ করিল নিয়মিত।
শয্যায় শ্রীমূর্ত্তি এক করিয়া স্থাপিত ॥
রামকৃষ্ণমহালীলা সুবিশাল তরু।
লীলাক্ষেত্রে প্রভুদেব জগতের গুরু ॥
হরিহর বিধি পূজ্য সৃষ্টির আধান।
রোপিয়া তাহার কাজ হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
অন্তর্দ্ধান মানে ইহা উকে যাওয়া নয়।
রামকৃষ্ণ বলে ডাক পাবে পরিচয় ॥
প্রয়োজন মত কাল বিগ্রহের রূপে।
বিরাটমূরতি এবে গোটা বিশ্ব ব্যেপে ॥
সরাটে বিগ্রহ, দেহে আছিল আলয়।
এখন হইল সৃষ্টি রামকৃষ্ণময় ॥
বিগ্রহমূর্ত্তিও আছে পূর্ব্বেকার ঠামে।
প্রত্যেক ভক্তের প্রতি হৃদয়ের ধামে ॥
ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকের থানা।
ঠিক ঠিক ভক্ত মাঝে সকলের জানা ॥

এক এক ভাবে প্রভু এক এক ঠাঁই।
ভক্তের সমষ্টিমধ্যে আগোটা গোসাঁই॥
অবিরত খেলা তাঁর ল'য়ে ভক্তগণ।
প্রত্যক্ষ আছিল এবে অলক্ষ্য এখন॥
ভাবরূপে ভক্তের হৃদয়মধ্যে খেলা।
ভক্তেরে করান কর্ম্ম নিজে দিয়া ঠেলা॥
লীলাবৃক্ষ তুলিবারে কি করিল কল।
শুন রামকৃষ্ণগীতি শ্রবণমঙ্গল॥

প্রভুর বিরহে মাত্র দিনত্রয় খেদ।
পরে গৃহী, সন্ন্যাসীতে লাগিল বিচ্ছেদ॥
শ্রীঅস্থি সমাধিগত সপ্তাহ ভিতরে।
এই বিধি শাস্ত্রমধ্যে শাস্ত্রকার করে॥
শ্রীঅস্থি কলসী মধ্যে আছয়ে এখন।
ইহার সমাধি কথা হৈল উত্থাপন॥
নিরূপিত ঠাঁই আর ঠিক নাহি হয়।
সচিন্তিত ভক্তবর্গ অবিরত রয়॥
সব কর্ম্মে সদাশয় রাম আগুয়ান।
কাঁকুড়গাছিতে আছে তাঁহার বাগান॥
সেইখানে বহু পূর্ব্বে প্রভুর গমন।
মনের মতন স্থান অতি নিরঞ্জন॥
তুলসীকানন এক তাহার ভিতর।
দেখিয়া বড়ই খুসী প্রভু গুণধর॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই ঠাঁই বারবার।
স্থানের মাহাত্ম্য গুণে কৈলা নমস্কার॥
সেই কথা রামের পড়িয়া গেল মনে।
প্রকাশ করিয়া কন সবা সন্নিধানে॥
রাম কহে তুলসীকানন অংশ যত।
সমাধির তরে দিব হইনু স্বীকৃত॥
সন্ন্যাসিরা রহে যদি বাগানভিতর।
সমর্পণ করিব আছয়ে এক ঘর॥
কিন্তু যেইমত তথা নিয়ম আইন।
থাকিতে হইবে সবে তাহার অধীন॥
সে কথা শুনিয়া কহে সন্ন্যাসী সকলে।
চাই সমাধির ঠাঁই জাহ্নবীর কূলে॥
বনাইয়া দাও মঠ অবশ্য থাকিব।
স্বাধীন সন্ন্যাসী, নাহি আইন মানিব॥
গৃহিদের মধ্যে একা কার্য্যকারী রাম।
মুক্তহস্ত চাঁই ভক্ত সবার প্রধান॥
সব কর্ম্মে অগ্রসর কর্তৃত্বাভিমানে।
অন্য যত সহকারী রামের পেছনে॥
রাম কহে গঙ্গাতীরে কিনিবারে জমি।
কোথায় এতেক টাকা কড়ি পাব আমি॥
বাদ প্রতিবাদ এইরূপে দুই দলে।
চারি পাচ দিবস ক্রমশ গেল চ'লে॥
শ্রীপ্রভুর গৃহীভক্ত আছে এতগুলি।
কিন্তু এই কর্ম্মে বেশী রামের বিকুলি॥
সন্ন্যাসীবালকবর্গে বুঝায়ে বিহিত।
কাঁকুড়গাছিতে মত কৈলা স্থিরীকৃত॥
সমাধি দিনের ঠিক পূর্ব্বেকার রেতে।
কলসী পাইলা তবে আপনার হাতে॥
ভবনে লইয়া গেলা ভক্তবর রাম।
যার জন্য ছয় দিন তুমুল সংগ্রাম॥
পর দিন প্রাতেঃ সংকীর্ত্তনের সহিত।
গৃহী ও সন্ন্যাসী সবে হইয়া মিলিত,,
কলসী ধরিয়া শিরে সহ সংকীর্ত্তনে,
চলিল কাঁকুড়গাছি রামের বাগানে॥
তুলসীকানন যেথা স্থান মনোহর।
কলসী সমাধিগত গর্ত্তের ভিতর॥
তবে তদুপরি করি বেদির সূচনা।
ক্রমশ হইল পরে মন্দির স্থাপনা॥
নিত্য নিত্য ভোগরাগ যেইমত বিধি।
কালে কালে পর্ব্বোৎসব হয় অদ্যাবধি॥
এখানের কর্ম্মকাজে যত হয় ব্যয়।
একাকী যোগায় রাম আর কেহ নয়॥
সমাধির পরে নানা ঘটনার জন্য।
রামে সন্ন্যাসীতে হয় মনের মালিন্য॥
নাহি হন রাজি তাঁরা থাকিতে এখানে।
কর্ত্তৃত্বাভিমানী রাম তাঁহার অধীনে॥

প্রভুর কৌশল কিবা শুন অতঃপরে।
সুরেন্দ্র প্রভুর ভক্ত বহু অর্থ ধরে॥
শ্রীনরেন্দ্রজীকে তেঁহ কন সংগোপনে।
মঠ বনাইব যদি থাক সেইখানে॥
এত বলি গঙ্গাতীরে বরাহনগরে।
মঠের পত্তন কৈলা ভাড়াটীয়া ঘরে॥
অতি পরিশর বাড়ী উত্তর দক্ষিণে।
মুন্সিদের ভাঙ্গা-বাড়ী সাধারণে জানে॥
শ্রীপ্রভুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সকল।
শয্যা, বস্ত্র, পাদুকাদি হুঁকা সহ নল॥
সাজাইয়া যথাস্থানে যত্নসহকারে।
শ্রীমূর্ত্তি সহিত শশী নিত্যসেবা করে॥
এক্ষণে সন্ন্যাসিগণে হেথা এইবার।
কুলগত নাম, আখ্যা কৈলা পরিহার॥
আশ্রমাভিভুক্ত নব নামের ধারণ।
কার কি হইল নাম শুন বিবরণ॥

শ্রীনরেন্দ্র জী	স্বামী বিবেকানন্দ
শ্রীরাখাল জী	„ ব্রহ্মানন্দ
শ্রীযোগীন জী	„ যোগানন্দ
শ্রীনিত্যনিরঞ্জন জী	„ নিরঞ্জনানন্দ
শ্রীবাবুরাম জী	„ প্রেমানন্দ
শ্রীশশী জী	„ রামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীশরৎ জী	„ সারদানন্দ
শ্রীলাটু জী	„ অদ্ভুতানন্দ
শ্রীকালী জী	„ অভেদানন্দ
শ্রীতারক জী	„ শিবানন্দ
মুরুব্বিশ্রীগোপাল জী	„ অদ্বৈতানন্দ

এই সব পূজ্যপাদ সন্ন্যাসিনিকর।
প্রভুর কৃপায় তেজপুঞ্জ কলেবর॥
সার করি প্রভুপদ বিসর্জ্জিয়া সব।
রটিতে লাগিল প্রভু মাহাত্ম্য গৌরব॥
আরাধ্য বিবেকানন্দ বিশেষতঃ একা।
চৌদিকে উড়িল যাঁর যশের পতাকা॥
ভূখণ্ডের চারিদিগে সাগরের পার।
প্রভুর মাহাত্ম্যগীতি করিয়া প্রচার॥
বেলুড়ে তুলিলা মঠ জাহ্নবীর তীর।
মনোহর শ্রীপ্রভুর দ্বিতল মন্দির॥
কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বামীজীর অতুল ভুবনে।
সাগরান্ত দেশে চেলা বিশেষে মার্কিনে॥
বারেবারে বন্দি আমি তাঁহার চরণ।
ভুবন-বিজয় খ্যাতি পুণ্য-দরশন॥
অনুকরণীয় ভাব পবিত্র চরিত।
স্বতঃ প্রকৃতিতে জৈব ভাব বিবর্জ্জিত॥
বিজীত ইন্দ্রিয় মন অকলঙ্ক তনু।
মাগি রামকৃষ্ণভক্তি সহ পদ-রেণু॥
মম সঙ্গে স্বামীজীর সম্বন্ধ আচার।
সংক্ষেপে শুনহ মন কহি সমাচার।
দেবেন্দ্রর আজ্ঞাক্রমে গ্রন্থারম্ভ হয়।
যে সময়ে লিখি বাল্যলীলা পরিচয়॥
স্বামীজী শুনিয়া কথা লোক পরম্পরে।
ডাকাইয়া লইলেন মঠের ভিতরে॥
বরাহনগরে মঠ নূতন এখন।
মুন্সিদের ভাঙ্গা বাড়ি দ্বিতল ভবন।
লীলাংশ করিয়া পাঠ বিনা প্রতিবাদ।
বৃহৎ হইবে পুঁথি কৈলা আশীর্ব্বাদ॥
পশ্চাতে ইহাই বলি আশীষিলা মোরে।
তুমি মাত্র অধিকারী পুঁথি লিখিবারে॥
তখন আমার ঘটে কোন বোধ নাই।
স্বামীজী কহিলা কিবা না পাইনু থাই।
প্রেমিক সন্ন্যাসী তিনি দূরদৃষ্টিমান।
নিরমল মুক্ত-আঁখি অতি জ্যোতিষ্মান॥
সিদ্ধবাক নিত্যসিদ্ধ দয়াল প্রকৃতি।
নিরাপদে লিখাইতে রামকৃষ্ণপুঁথি,,
বলিলেন অন্য যত সব সন্ন্যাসীরে,
চলহ ইহারে ল'য়ে যাই গঙ্গাতীরে,,
বেলুড়ে আছেন যেথা জগত-জননী।
তাঁরে জানাইলে কৃপা করিবেন তিনি॥

শ্রবণান্তে মাতা তবে কৈল আশীর্ব্বাদ।
নির্ব্বিঘ্নে সমাধা পুঁথি পূর্ণ হবে সাধ॥
স্বামীজী সঁপিয়া মোরে মায়ের চরণে।
নিরুদ্দেশ হইলেন তীর্থ পর্য্যটনে॥
মায়ের কৃপায় স্বাদ পাইয়া এখন।
পাছু পাছু রহি মার স্বদেশে যখন॥
কামারপুকুরে মাতা যবে একবার।
বড়ই পাইনু কৃপা, কৃপায় মাতার॥
শুন তবে কহি কথা মাতা একদিন।
ডাকাইলা গ্রাম্য মেয়ে প্রাচীন প্রাচীন॥
শ্রীপ্রভুর সময়ের, কৃপাপ্রাপ্ত তাঁর।
শুনিবারে লীলাপুঁথি প্রভুর আমার॥
সে দিনের লীলাপুঁথি করিয়া শ্রবণ।
জানি নাই জননীর কি হইল মন॥
আশীষ করিলা মোরে দুই হাত তুলি,
যত ইচ্ছা লিখ পুঁথি, এই কথা বলি॥
বারবার কত কৃপা করিলা জননী।
বাহুল্য বর্ণন করা সে সব কাহিনী॥
লীলাগীতি বিরচনে যে শকতি ছাপা।
সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর কৃপা॥
যে যে সব ভক্তদের অপার করুণা।
যে বলে পাইনু পুঁথি মিটিল বাসনা॥
বন্দনা করিয়া তে- সবার শ্রীচরণ,
রামকৃষ্ণলীলাগীতি করি সমাপন॥

প্রথমত গুরুরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
যাঁহার কৃপায় হৈল প্রভু দরশন॥
লীলাগীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥
দ্বিতীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ ভক্তবর।
দিলা যেবা গুহ্য গুহ্য লীলার খবর॥
অন্তরে অন্তরে ভালবাসিয়া আমায়,
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥
তৃতীয়তঃ যোগানন্দ প্রেমিক সন্ন্যাসী।
আমায় উপরে যাঁর কৃপা রাশি রাশি॥
করুন প্রার্থনা যেবা কৈলা বারেবারে।
জননীর কাছে মোর মঙ্গলের তরে॥
স্বার্থশূন্য প্রীতি স্নেহ কৈলা যে আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥
চতুর্থ যে জন তিনি নিত্যনিরঞ্জন।
সদা আস্যে হাস্যরাশি সুসরল মন॥
পবিত্র করিলা যেবা মম জন্মস্থলি।
বিতরিয়া সুদুর্লভ চরণের ধুলি॥
সার্থক জীবন মম যাঁহার কৃপায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥
শেষ রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীশশী ঠাকুর।
সতত উন্মত্ত যিনি সেবায় প্রভুর॥
লীলা-তত্ত্ব সিন্ধুতীরে দিলা যে আমায়।
কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায়॥

সায় এইখানে রামকৃষ্ণলীলা গান।
বদনে সকলে বল' রামকৃষ্ণনাম॥